বৃহন্নারদীয়পুরাণম্

মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্।

ভট্টপল্লী-নিবাসি-পণ্ডিতবর-

শ্রীযুক্ত-পঞ্চানন-তর্করত্ন-সম্পাদিত-

বঙ্গানুবাদ-সহিতম্।

কলিকাতা,

৩৪। ১ কলুটোলাষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীমমেসিন প্রেসে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০১।

বিজ্ঞাপন।

—০ঃ০—

বৃহন্নারদীয় পুরাণ, সুমধুর-হরিকথামৃতে আদ্যন্ত পরিপূর্ণ।

এ পুরাণ পাঠ করিলে অতি বড় পাষণ্ডেরও হৃদয়ে বিষ্ণুভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক এ পুরাণ পাঠে অসীম আনন্দ লাভ করিবেন। মূলের শ্লোক দেখুন আর আমাদের অনুবাদে দৃষ্টিপাত করুন, পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেরই অর্থ-বোধ হইবে, এইরূপ আশা করি; আশা-সাফল্যের বিধাতা ভগবান্।

এই পুরাণের অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামানুজ বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, আমার ছাত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকেশ কাব্য-তীর্থ ও আমি।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

ভাটপাড়া।

বৃহন্নারদীয়পুরাণম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।
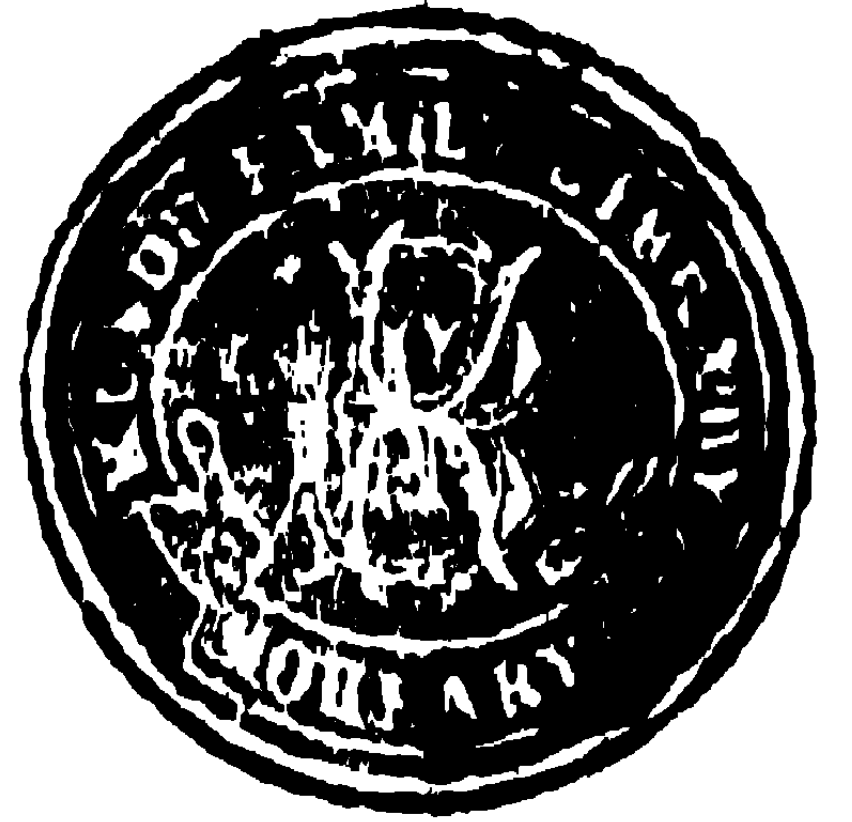
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ

বন্দে বৃন্দাবনাসীনমিন্দিরানন্দমন্দিরম্। উপেন্দ্রং সান্দ্রকারুণ্যং পরানন্দং বিভুং পরম্ ॥ ১
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা যস্যাংশা লোকসাধকাঃ। তমাদিদেবং চিদ্রূপং বিশুদ্ধং পরমং ভজে ॥ ২

সূত উবাচ।

শৌনকাদ্যা মহাত্মান ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ। নৈমিষাখ্যে মহারণ্যে তপস্তেপুর্মুমুক্ষবঃ ॥ ৩
জিতেন্দ্রিয়া জিতাহারাঃ সন্তঃ সত্যপরায়ণাঃ। যজন্তঃ পরয়া ভক্ত্যা বিষ্ণুমাদ্যং জগদ্গুরুম্ ॥৪
অনীর্ষ্যাঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞাঃ লোকানুগ্রহতৎপরাঃ। নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাঃ পরেশরতমানসাঃ ॥ ৫
ধনস্পৃহকামাদিবৃজিনাঃ সত্ত্বাদিগুণসংযুতাঃ। কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়াস্তে জটিলা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৬
গৃণন্তঃ পরমং ব্রহ্ম জগদ্ধেতুং জগদ্গুরুম্। সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞাস্তস্মিন্ নৈমিষকাননে ॥ ৭
যজ্ঞৈর্যজ্ঞপতিং কেচিজ্জ্ঞানৈর্জ্ঞানাত্মকং পরে। কেচিচ্চ পরয়া ভক্ত্যা নারায়ণমপূজয়ন্ ॥ ৮
একদা তে মহাত্মানঃ সমাজং চক্রুরুত্তমাঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপায়ং জ্ঞাতুমিচ্ছবঃ ॥ ৯
ষড়্বিংশতিসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্। তেষাং শিষ্যপ্রশিষ্যাণাং সংখ্যা বক্তুং ন শক্যতে ॥
মুনয়ো ভাবিতাত্মানো মিলিতাস্তে মহৌজসঃ। লোকানুগ্রহকর্ত্তারো বীতরাগা বিমৎসরাঃ ॥১১
কানি ক্ষেত্রাণি পুণ্যানি কানি তীর্থানি ভূতলে। কথং বা লভ্যতে মুক্তির্নৃণাং তাপার্ত্তচেতসাম্
কথং হরৌ মনুষ্যাণাং ভক্তিরব্যভিচারিণী। কেন সিধ্যেত চ ফলং কর্ম্মণাং ত্রিবিধাত্মনঃ ॥ ১৩
ইত্যেবং প্রষ্টুমাত্মানমুদ্যতান্ প্রেক্ষ্য শৌনকঃ। প্রাঞ্জলির্বাক্যমাহেদং বিনয়াবনতঃ সুধীঃ॥ ১৪

শৌনক উবাচ।

আস্তে সিদ্ধাশ্রমে পুণ্যে সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ। যজন্ মখৈর্হরিং দেবং বিশ্বরূপং জনার্দ্দনম্ ॥১৫
স এতদখিলং বেত্তি ব্যাসশিষ্যো মহামুনিঃ। পুরাণসংহিতাবক্তা শান্তো বৈ লোমহর্ষণিঃ॥১৬

যুগে যুগেঽল্পকান্ ধর্ম্মান্ নিরীক্ষ্য মধুসূদনঃ। বেদব্যাসস্বরূপেণ বেদভাগং করোতি বৈ॥ ১৭
বেদব্যাসং মুনিং সাক্ষান্নারায়ণ ইতি দ্বিজাঃ। সক্রমঃ সর্ব্বশাস্ত্রে সূতস্তু ব্যাসশাসিতঃ॥ ১৮
তেন সংশাসিতঃ সূতো বেদব্যাসেন ধীমতা। পুরাণানি স বেত্ত্যেব নান্যো লোকে ততঃ পরঃ।
সঃ পুরাণার্থবিল্লোকে স সর্ব্বজ্ঞঃ সুবুদ্ধিমান্। স শান্তো মোক্ষধর্ম্মজ্ঞঃ কর্ম্মভক্তিকলাপবিৎ॥ ২০
বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং সারভূতং মুনীশ্বরাঃ। জগদ্ধিতার্থং তৎ সর্ব্বং পুরাণেষূক্তবান্ মুনিঃ॥ ২১
বা বৈ সূতস্তু সর্ব্বতত্ত্বার্থকোবিদঃ। তং তমেব পৃচ্ছাম ইত্যূচে শৌনকো মুনীন্।
শৌনকং সদসো মুনয়ো বাদিনাং বরম্। সমাশ্লিষ্য ত্বরন্তস্তে সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্॥
মুনয়ো জগ্মুঃ পুণ্যং সিদ্ধাশ্রমং বনম্। মৃগব্রজসমাকীর্ণং মুনিভিঃ পরিশোভিতম্॥ ২৪
বৃক্ষলতাফলপুষ্পবিভূষিতম্। অচ্ছোদসরসাং বৃন্দমতিথ্যাতিথ্যসঙ্কুলম্॥ ২৫
স্মরণং [illegible]মনন্তমপরাজিতম্। সঙ্গতমগ্নিষ্টোমেন দদৃশুর্লোমহর্ষণিম্॥ ২৬
চিত্তাস্তৈস্তঃ পূতেন প্রথিতৌজসঃ। ইচ্ছৎসস্তুদবভৃথং তত্র ভক্তুমর্থালয়ে॥ ২৭
ভৃথস্নাতং মুনিং পৌরাণিকোত্তমম্। সংপ্রচ্ছুস্তে সুখাসীনং নৈমিষারণ্যবাসিনঃ॥ ২৮

মুনয় ঊচুঃ।

বয়ং প্রাপ্তা হ্যাতিথেয়োঽসি সুব্রত। জ্ঞানতত্ত্বোপচারেণ সংপূজ্যাস্মান্ যথাবিধি॥ ২৯
সো হি জীবন্তি পীত্বা চন্দ্রকলামৃতম্। জ্ঞানামৃতস্য শক্তাস্য মুনে ত্বন্মুখনিঃসৃতম্॥ ৩০
[illegible]গিদং জাতং যদাধারং যদাত্মকম্। যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং তাত যস্মিন্ বা লয়মেষ্যতি॥৩১
কেন বিষ্ণুঃ প্রসন্নঃ স্যাৎ স কথং পূজ্যতে নরৈঃ। কথং বর্ণাশ্রমাচারশ্চাতিথেঃ পূজনং কথম্ ৩২
সফলং স্যাদ্যথা কর্ম্ম মোক্ষোপায়ঃ কথং নৃণাম্। ভক্ত্যা কিং প্রাপ্যতে পুংভিস্তথা ভক্তিশ্চ কীদৃশী
বদ সূত মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বমেতদসংশয়ম্। কস্য নো জায়তে তুষ্টিঃ শ্রোতুং ত্বদ্বচনামৃতম্॥ ৩৪

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে যদিষ্টং বো বদাম্যহম্। গীতং সনৎকুমারায় নারদেন মহাত্মনা॥ ৩৫
পুরাণং নারদীয়াখ্যং বৃহদ্বেদার্থসম্মিতম্। সর্ব্বপাপপ্রশমনং দুষ্টগ্রহনিবারণম্॥ ৩৬
দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্। নারায়ণকথোপেতং সর্ব্বকল্যাণসিদ্ধিদম্॥ ৩৭
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুভূতং মহাফলম্। অপূর্ব্বপুণ্যফলদং শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ৩৮
মহাপাতকযুক্তো যো যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ। শ্রুত্বৈতদ্দীন[illegible]িনাং হি পুরাণং মুক্তিমাপ্নুয়াৎ
যদত্রাধ্যায়পঠনাদ্বাজপেয়ফলং লভেৎ। অধ্যায়দ্বয়পাঠেন অগ্নিষ্টোমফলং দ্বিজাঃ॥ ৪০
জ্যৈষ্ঠমাসে পৌর্ণমাস্যাং মূলর্ক্ষে প্রয়তো নরঃ। স্নাত্বা চ যমুনায়াঞ্চ মথুরায়ামুপোষিতঃ॥৪১
অভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্বিষ্ণুং যৎ ফলং লভতে দ্বিজাঃ। তৎ প্রবক্ষ্যামি বঃ সম্যক্ শৃণুধ্বং বদতো মম॥
জন্মাযুতার্জ্জিতৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ কোটিকুলান্বিতঃ। [illegible] পদমাসাদ্য তত্রৈব পরিমুচ্যতে॥ ৪৩
শ্রুত্বা তত্র দশাধ্যায়ান্ তদবাপ্নোতি ভক্তিতঃ। সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যোঽচ্যুতো [illegible] যতঃ
শ্রাব্যাণাং পরমং শ্রাব্যং পবিত্রাণামনুত্তমম্। দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং শ্রোতব্যং যত্নতস্ততঃ॥৪৫
নরোঽত্র শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা। পঠিত্বা মুচ্যতে সদ্যশ্চোপপাতককোটিভিঃ॥৪৬
সতামেব প্রবক্তব্যং গুহ্যাদ্গুহ্যতমং যতঃ। বাচয়েদ্বিষ্ণুভবনে পুণ্যক্ষেত্রে চ সংসদি॥ ৪৭
নিন্দাদ্বেষরতানাঞ্চ দম্ভাচাররতাত্মনাম্। লোকযাজকবৃত্তীনাং ন ব্রূয়াদ্দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৪৮

ত্যক্তকামাদিদোষাণাং বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্। তত্ত্বভক্তিরতানাঞ্চ বক্তব্যং মোক্ষসাধনম্ ॥ ৪৯
সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ স্মরতামার্ত্তিনাশনঃ। স ভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা ॥ ৫০
অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা স্তুতেঽপি চ। বিমুক্তপাতকঃ সোঽপি পরমং পদমশ্নুতে ॥ ৫১
সংসারঘোরকান্তার-দাবাগ্নির্ম্মধুসূদনঃ। স্মর্ত্তৄণাং সর্ব্বপাপানি নাশয়ত্যাশু সত্তমাঃ ॥ ৫২
তদর্পকমিদং পুণ্যং পুরাণং শ্রাব্যমুত্তমম্। শ্রবণাৎ পঠনাদ্বাপি সর্ব্বপাপবিনাশকৃৎ ॥ ৫৩
যস্যাত্র শ্রবণে বুদ্ধির্বর্ত্ততে ভক্তিসংযুতা। স এব কৃতকৃত্যশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ॥ ৫৪
তদর্জ্জিতং তপঃপুণ্যং তৎ সদা সফলং দ্বিজাঃ। যদত্র শ্রবণে বুদ্ধিরন্যথা ন হি বর্ত্ততে ॥ ৫৫
সৎকথাসু প্রবর্ত্তন্তে সজ্জনা যে জগদ্ধিতাঃ। নিন্দায়াং কলহে বাপি দুর্জ্জনাঃ পাপতৎপরাঃ ॥ ৫৬
পুরাণেষ্বর্থবাদত্বং যে বদন্তি নরাধমাঃ। তৈরর্জ্জিতানি পুণ্যানি তদ্বদেব ভবন্তি বৈ ॥ ৫৭
সমস্তকর্ম্মনির্ম্মূলসাধনানি নরাধমঃ। পুরাণান্যর্থবাদেন ক্রত্বা নরকমশ্নুতে ॥ ৫৮
যাবদ্ব্রহ্মা সৃজত্যেতজ্জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। তাবৎ স পচ্যতে পাপী নরকাগ্নিষু সন্ততম্ ॥ ৫৯

অহো হি বাক্যে চতুরক্ষরে দ্বে পুণ্যস্য পাপস্য নিদানভূতে।
উচ্চারণাদেব নৃণাং মুনীন্দ্রা নারায়ণশ্চেতি তথার্থবাদঃ ॥ ৬০

পুরাণেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বধর্ম্মপ্রবক্তৃষু। প্রবদন্ত্যর্থবাদত্বং যে তে নরকভাজনাঃ ॥ ৬১
অনায়াসেন যঃ পুণ্যানীচ্ছতীহ দ্বিজোত্তমাঃ। শ্রাব্যাণি ভক্ত্যা তেনৈব পুরাণানি ন সংশয়ঃ ॥ ৬২
জন্মার্জ্জিতানি পাপানি নাশমায়ান্তি যস্য বৈ। পুরাণশ্রবণে বুদ্ধিস্তস্যৈব ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৬৩
পুরাণে বর্ত্তমানেঽপি পাপপাশেন যন্ত্রিতঃ। অনাদৃত্য বৃথাগাথাসক্তবুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৪

সৎসঙ্গদেবার্চ্চনসৎকথাসু পরোপদেশে চ রতো মনুষ্যঃ।
স যাতি বিষ্ণোঃ পরমং পদং তদ্ দেহাবসানেঽচ্যুততুল্যতেজাঃ ॥ ৬৫
তস্মাদয়ং সারদমামধেয়ং পরং পুরাণং শৃণুত দ্বিজেন্দ্রাঃ।
যস্মিন্ শ্রুতে জন্মজরাদিনাশো ভবত্যদোষশ্চ নরোঽচ্যুতঃ স্যাৎ ॥ ৬৬
বরং বরেণ্যং বরদং পুরাণং নিজপ্রভাভাসিতসর্ব্বলোকম্।
সংকল্পিতার্থং পরমাদিদেবং স্মৃত্বা ব্রজেন্মোক্ষপদং মনুষ্যঃ ॥ ৬৭
যক্লেশবিস্ফূর্জ্জিতশক্তিভেদৈর্বিশ্বং সৃজত্যত্তি চ পাতি যশ্চ।
তমাদিদেবং পরমং পরেশমাধায় চেতস্যুপযাতি মুক্তিম্ ॥ ৬৮
যো নামজাত্যাদিবিকল্পহীনঃ পরঃ পরাণাং পরমঃ পরস্মাৎ।
বেদান্তবেদ্যঃ স্বরুচা প্রকাশঃ স ঈড্যতে সর্ব্বপুরাণবেদৈঃ ॥ ৬৯
তস্মাৎ তমীশং জগতাং বিমুক্তরূপানলমালমিদং মুরারেঃ।
পরং রহস্যং পুরুষার্থহেতুং স্মৃত্বা নরো যাতি পরাৎপরেশম্ ॥ ৭০

বক্তব্যং ধার্ম্মিকায়ৈতচ্ছ্রদ্দধানায় পণ্ডিতাঃ। মুমুক্ষবে চ যতয়ে বীতরাগায় ধীমতে ॥ ৭১
বক্তব্যং পুণ্যদেশে চ সভায়াং দেবতাগৃহে। পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে ন সন্ধ্যাসু বিচক্ষণাঃ ॥ ৭২
উচ্ছিষ্টদেশে বক্তারঃ সংবাদমিমমুত্তমম্। পচ্যন্তে নরকে ঘোরে যাবদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ৭৩
বৃথা শৃণোতি যো মূঢ়ো নমস্কারভক্তিবিবর্জ্জিতঃ। সোঽপি তস্মিন্ মহাঘোরে নরকে পচ্যতে ক্ষয়ে ॥
নরো যঃ সৎকথামধ্যে অন্যকথাং করোতি সঃ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ৭৫

তস্মাচ্ছ্রোতা চ বক্তা চ সমাহিতমনা ভবেৎ । অসমাহিতচিত্তস্য ন জ্ঞানাতীহ কিঞ্চন ॥ ৭৬
নান্যচিত্তো নরো ভূত্বা পিবেদ্ধরিকথামৃতম্ । কথং সম্ভ্রান্তচিত্তস্য স্বাদাভেদঃ প্রজায়তে ॥ ৭৭
কিং সুখং প্রাপ্যতে লোকে সদা সম্ভ্রান্তচেতসা । তৎ একমনা ভূত্বা পিবেদ্ধরিকথামৃতম্ ॥৭৮
নৃণাং সম্ভ্রান্তচিত্তানাং সুখং বৈষয়িকং যথা । ন জায়তে বুধশ্রেষ্ঠা যোগসিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ॥৭৯
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কামং দুঃখস্য সাধনম্ । সমাহিতমনা ভূত্বা কুর্য্যাদচ্যুতচিন্তনম্ ॥ ৮০
যেন কেনাপ্যুপায়েন স্মৃতো নারায়ণোঽব্যয়ঃ । অপি পাতকযুক্তস্য প্রসন্নঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৮১
যস্য দেবে পরা ভক্তির্বিষ্ণৌ নারায়ণেঽব্যয়ে । তস্য স্যাৎ সফলং জন্ম মুক্তিশ্চৈব করে স্থিতা ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ । হরিভক্তিপরাণাং বৈ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ ॥৮৩

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ ।

কথং সনৎকুমারায় দেবর্ষির্নারদো মুনিঃ । প্রোক্তবান্ সকলান্ ধর্ম্মান্ কথং তৌ মিলিতাবুভৌ
কস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতৌ তাত তাবুভৌ ব্রহ্মবাদিনৌ । যদুক্তং নারদেনাস্মৈ তন্নো ব্রূহি দয়ার্ণব ॥২

সূত উবাচ ।

সনকাদ্যা মহাত্মানো ব্রহ্মণস্তনয়াঃ স্মৃতাঃ । নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাঃ সর্ব্বে ত ঊর্দ্ধরেতসঃ ॥ ৩
তেষাং নামানি বক্ষ্যামি সনকশ্চ সনন্দনঃ । সনৎকুমারশ্চ বিভুঃ সনাতন ইতি স্মৃতাঃ ॥ ৪
বিষ্ণুভক্তা মহাত্মানো ব্রহ্মধ্যানপরায়ণাঃ । সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশাঃ সত্যসন্ধা মুমুক্ষবঃ ॥ ৫
একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সনকাদ্যা মহৌজসঃ । মেরুশৃঙ্গং সমাজগ্মুর্বীক্ষিতুং ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥ ৬
তত্র গঙ্গাং মহাপুণ্যাং বিষ্ণুপাদোদ্ভবাং নদীম্ । নিরীক্ষ্য স্নাতুমুদ্যুক্তাঃ সীতাখ্যাং প্রথিতৌজসঃ॥
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা দেবর্ষির্নারদো মুনিঃ । আজগামোচ্চরন্ নাম হরে নারায়ণাদিকম্ ॥ ৮
নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেব জনার্দ্দন । যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষ কৃষ্ণ বিষ্ণো নমোঽস্তু তে ॥ ৯
পদ্মাক্ষ কমলাকান্ত গঙ্গাজনক কেশব । ক্ষীরোদশায়িন্ দেবেশ নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ১০

শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো নৃহরে মুরারে প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণ বাসুদেব ।
অজানিরুদ্ধাচ্যুত বিশ্বরূপ ত্বং পাহি নঃ সর্ব্বভয়াদজস্রম্ ॥ ১১

ইত্যুচ্চরন্ হরের্নাম পাবয়ন্নখিলং জগৎ । আজগাম স্তুবন্ গঙ্গাং মুনির্লোকৈকপাবনীম্ ॥ ১২
অথায়ান্তং সমুদ্বীক্ষ্য সনকাদ্যা মহৌজসঃ । যথার্হমর্হণাং চক্রুর্ববন্দে সোঽপি তান্ মুনীন্ ১৩
কৃতকৃত্যেষু মুনিষু গঙ্গাতীরে মনোরমে । আসীনেষু চ সর্ব্বেষু প্রাস্তৌষীন্নারদো হরিম্ ১৪
অথ তত্র সভামধ্যে নারায়ণপরায়ণম্ । সনৎকুমারঃ প্রোবাচ নারদং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১৫

সনৎকুমার উবাচ ।

সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহাপ্রাজ্ঞ মুনিমানদ নারদ । হরিভক্তিপরো যস্মাৎ ত্বত্তো নাস্ত্যপরোঽধিকঃ ॥১৬
যেনেদমখিলং জাতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ । গঙ্গা যৎপাদোদ্ভবা যেন কথং স জ্ঞায়তে হরিঃ ॥ ১৭

কথঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম সফলং জায়তে মুনে। জ্ঞানং যথা ভবেন্নৃণাং তপসাং লক্ষণং যথা॥ ১৮
যথাতিথেঃ পূজনঞ্চ যেন বিষ্ণুঃ প্রসীদতি। এবমাদীনি গুহ্যানি হরিভক্তিকরাণি চ।
অনুগ্রাহ্যোঽস্মি যদি তে তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি॥ ১৯

নারদ উবাচ।

নমঃ পরায় দেবায় পরাৎ পরতরায় চ। পরাৎপরনিবাসায় সগুণায়াগুণায় চ॥ ২০
জ্ঞানাজ্ঞানস্বরূপায় ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপিণে। বিদ্যাঽবিদ্যাস্বরূপায় স্বস্বরূপায় তে নমঃ॥ ২১
অমায়ায়াত্মসংজ্ঞায় মায়িনে যোগরূপিণে। যোগেশ্বরায় যোগায় যোগগম্যায় তে নমঃ॥ ২২
জ্ঞানায় জ্ঞানগম্যায় সর্ব্বজ্ঞানৈকহেতবে। জ্ঞানেশ্বরায় দিব্যায় জ্ঞানগম্যায় তে নমঃ॥ ২৩
ধ্যানায় ধ্যানগম্যায় ধ্যানাং পাপহরায় চ। ধ্যানেশ্বরায় সুধিয়ে তস্মৈ শুদ্ধাত্মনে নমঃ॥ ২৪

আদিত্য-সেন্দ্রাগ্নি-বিধাতৃ-দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ যক্ষাসুর-নাগসঙ্ঘাঃ।
যচ্ছক্তি কার্য্যাস্তমজং পুরাণং স্তুত্বা স্তুতীশং সততং নতোঽস্মি॥ ২৫
যন্নামস কীর্ত্তনপুণ্যশীলাঃ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি ন যং মুনীন্দ্রাঃ।
জানন্তি নাদ্যাপি বিরিঞ্চিমুখ্যাস্তমীশমাদ্যং সততং নতোঽস্মি॥ ২৬
যো ব্রহ্মরূপী জগতাং বিধাতা তদেব পাতা হরিরূপভাগ্ যঃ।
কল্পান্তরুদ্রাখ্যতনুশ্চ বিশ্বং স গৃহ্য শেতে তমজং ভজামি॥ ২৭
যন্নামসংকীর্ত্তনতো গজেন্দ্রো গ্রাহোগ্রবন্ধান্মুমুচে স এব।
পরত্র বিষ্ণোঃ পরমং পদং যৎ পশ্যন্তি সন্তস্তমজং প্রপদ্যে॥ ২৮
শিবস্বরূপী শিবভাবিতানাং হরিস্বরূপী হরিভাবিতানাম্।
সঙ্কল্পপূর্ব্বাত্মকমূর্ত্তিহেতুং বরং বরেণ্যং শরণং প্রপদ্যে॥ ২৯
যঃ কেশিহন্তা নরকান্তকশ্চ ভুজাগ্রমাত্রেণ দধার গোত্রম্।
ভূভারবিচ্ছেদবিনোদকামং নমামি দেবং বসুদেবসূনুম্॥ ৩০

হয়গ্রীবাসুরং জিত্বা বেদানুদ্ধৃতবান্ পুনঃ। মৎস্যরূপেণ যো দেবস্তমস্মি শরণং গতঃ॥ ৩১
দধার মন্দরং পৃষ্ঠে ক্ষীরোদেঽমৃতমন্থনে। দেবতানাং হিতার্থায় তং কূর্ম্মং প্রণমাম্যহম্॥ ৩২
দংষ্ট্রাঙ্কুশেন যোঽনন্তঃ সমুদ্ধৃত্যার্ণবাদ্ধরাম্। তস্থাবেবং জগৎ কৃৎস্নং তং বরাহং নমাম্যহম্॥ ৩৩
প্রহ্লাদং রক্ষিতুং দৈত্যং শিলাগ্রকঠিনোরসম্। বিদার্য্য হতবান্ দৈত্যং তং নৃসিংহং নমাম্যহম্॥
লব্ধা বৈরোচনাদ্ভূমিং পদ্ভ্যাং দ্বাভ্যামতীত্য যঃ। আব্রহ্ম ভুবনং প্রাপ্তং বামনং তং নমাম্যহম্
হৈহয়স্যাপরাধেন চৈকবিংশতিসংখ্যয়া। ক্ষত্রিয়ানাজঘানৈব জামদগ্ন্যং নতোঽস্ম্যহম্॥ ৩৬
আবির্ভূতশ্চতুর্দ্ধা যঃ কপিভিঃ পরিবারিতঃ। হতবান্ রাক্ষসানীকং রামং দাশরথিং ভজে॥ ৩৭
মূর্ত্তিদ্বয়ং সমাশ্রিত্য ভূভারমপহৃতবান্ যঃ। মুষলেন হলাগ্রেণ তং রামং সততং ভজে॥ ৩৮
ভূম্যাদিলোকত্রিতয়ং সংহৃত্যাত্মানমাত্মনা। পশ্যন্তি যোগিনঃ সর্ব্বে তমীশানং ভজাম্যহম্॥ ৩৯
যুগান্তে পাপিনোঽশুদ্ধাংশ্ছিত্ত্বা তীক্ষ্ণাসিধারয়া। স্থাপয়ামাস যো ধর্ম্মং কৃতাদৌ তং নমাম্যহম্
এবমাদীন্যনেকানি রূপাণ্যস্য মহাত্মনঃ। যেষাং নামানি সংখ্যাতুং শক্যন্তে নাব্দকোটিভিঃ॥ ৪১
মহিমানন্ত যন্নাম্নঃ পারং গন্তুমনীশ্বরাঃ। মুনয়োঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুদ্রকো ভজে॥ ৪২
যন্নামশ্রবণেনাপি মহাপাতকিনোঽপি যে। পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং স্তোষ্যামি ক্ষুদ্রধীঃ॥ ৪৩

সুরাপরোঽপি যন্নাম কীর্ত্তয়িত্বা হ্যজামিলঃ। প্রপেদে পরমং স্থানং কথং স্তোষ্যামি মন্দধীঃ ৪৪
যথাকথঞ্চিদ্যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেঽপি বা। পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাঃ স্যুর্মোক্ষমাপি হ্যবাপ্নুয়ুঃ
আত্মন্যাত্মানমাধায় যোগিনো গতকল্মষাঃ। পশ্যন্তি যং জ্ঞানরূপং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৪৬
সাংখ্যাঃ সর্ব্বত্র পশ্যন্তি পরিপূর্ণাত্মকং হরিম্। তমাদিদেবমজরং জ্ঞানরূপং নতোঽস্ম্যহম্ ॥৪৭
অজ্ঞা যজন্তি বিশ্বেশং পাষাণাদিষু সর্ব্বদা। সর্ব্বত্র সংস্থিতং দেবং তং বন্দে পুরুষোত্তমম্ ॥৪৮
কর্ম্মাণি যস্য রূপাণি তপাংসি চ মহাত্মনঃ। জ্ঞানরূপঃ সদা কামাস্তমীশং সততং ভজে ॥ ৪৯
সর্ব্বতত্ত্বময়ং শান্তং সর্ব্বস্রষ্টারমীশ্বরম্। সহস্রশিরসং দেবং তং বন্দে ভাবনাময়ম্ ॥ ৫০
যদ্ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। দশাঙ্গুলং যোঽত্যতিষ্ঠৎ তমীশমজরং ভজে ॥ ৫১
অণোরণীয়াংসমজং মহতোঽপি মহত্তরম্। গুহ্যাদ্গুহ্যতমং দেবং প্রণমামি পুনঃপুনঃ ॥ ৫২
ধ্যাতঃ স্মৃতঃ পূজিতো বা স্তুতো বা নমিতোঽপি বা। স্বপদং যোদদাতীশস্তংবন্দেপুরুষোত্তমম্

সূত উবাচ।

ইতি স্তুবন্তং পরমং পরেশং হৃষ্টাননং কঞ্জবিলোচনায়ে।
মুনীশ্বরা নারদনামধেয়ং সমূচুঃ প্রাঞ্জলয়ো মহান্তম্ ॥ ৫৪

ইদং বৈ নারদস্তোত্রং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫৫
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ নারদায় মুনীশ্বরাঃ। যাহরন্তো হরের্নাম তুষ্টুবুর্নারদং মুনিম্ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নারায়ণোঽক্ষরোঽনন্তঃ সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ। তেনেদমখিলং ব্যাপ্তং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ১
আদিসর্গে মহাবিষ্ণুঃ স্বপ্রকাশো জগন্ময়ঃ। গুণভেদমধিষ্ঠায় মূর্ত্তিত্রয়মবাপ্তবান্ ॥ ২
সৃষ্ট্যর্থমসৃজদ্দেবো দক্ষিণাঙ্গাৎ প্রজাপতিম্। মধ্যে রুদ্রাখ্যমীশানং জগদন্তককারণম্ ॥ ৩
পালনায়াস্য জগতো বামাঙ্গাদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্। আদিসর্গে মহাবিষ্ণুরেবং ত্রিত্বমবাপ্তবান্ ॥ ৪
তমাদিদেবমজরং কেচিদ্রুদ্রং বদন্তি বৈ। কেচিচ্চ বিষ্ণুমপরে ধাতারং ব্রহ্ম চাপরে ॥ ৫
তস্য শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্জগৎকার্য্যপরিশ্রয়া। ভাবাভাবস্বরূপা সা বিদ্যাঽবিদ্যেতি গীয়তে ॥৬
যদা বিশ্বং মহাবিষ্ণোর্ভিন্নত্বেন প্রতীয়তে। তদা হ্যবিদ্যা সংসিদ্ধা তদা দুঃখস্য সাধনী ॥ ৭
জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদ্যুপাধিস্তু যদা নশ্যতি সত্তমাঃ। সর্ব্বৈকভাবনা বুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিধীয়তে ॥ ৮
এবং মায়া মহাবিষ্ণোর্ভিন্না সংসারদায়িনী। অভেদবুদ্ধ্যা দৃষ্টা চেৎ সংসারক্ষয়কারিণী ॥ ৯
বিষ্ণুশক্তিসমুদ্ভূতমেতৎ সর্ব্বং চরাচরম্। যস্মাদ্ভিন্নমিদং সর্ব্বং যচ্চেদং যচ্চ নেঙ্গতে ॥ ১০
উপাধিভির্যথাকাশো ভিন্নত্বেন প্রতীয়তে। অবিদ্যোপাধিভেদেন তথেদমখিলং জগৎ ॥ ১১
যথা হরির্জগদ্ব্যাপী তস্য শক্তিস্তথা মুনে। দাহশক্তির্যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ১২

উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীতি চাপরে। ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মাহেশ্বরীতি চ। কৌমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহৈন্দ্রীতি চাপরে ॥১৪
ব্রাহ্মীতি বিদ্যাঽবিদ্যেতি মায়েতি চ তথাপরে। প্রকৃতিশ্চ পরা চেতি বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥ ১৫
সেয়ং শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্জগৎসর্গাদিকারিণী। ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেণ জগদ্ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা ॥১৬
প্রকৃতিশ্চ পুমাংশ্চৈব কালশ্চেতি ত্রিধা স্থিতঃ। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানামেকঃ কারণতাং গতঃ ॥ ১৭
যেনেদমখিলং জাতং ব্রহ্মরূপধরেণ বৈ। তস্মাৎ পরতরো দেবো নিত্য ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৮
রক্ষাং করোতি যো দেবো জগতাং পরমঃ পুমান্। তস্মাৎ পরতরং যত্তদব্যয়ং পরমং পদম্ ॥১৯
অক্ষরো নির্গুণঃ শুদ্ধঃ পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ। যঃ পরঃ কালরুদ্রাখ্যো যোগিধ্যেয়ঃ পরাৎপরঃ ॥২০
পরমাত্মা পরানন্দঃ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতঃ। জ্ঞানৈকবেদ্যঃ পরমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ২১
যোঽন্যো শুদ্ধোঽপি পরমস্ত্বহঙ্কারেণ সংযুতঃ। দেহীতি প্রোচ্যতে মূঢ়ৈরহোঽজ্ঞানং হি বেদনম্
পরংব্রহ্মাভিধানন্তু যস্মিন্ নির্ম্মলতেজসি। প্রোচ্যতে তাপসৈরেব বাচা মানসগোচরে ॥ ২৩
স দেবঃ পরমঃ শুদ্ধঃ সত্ত্বাদিগুণভেদতঃ। মূর্ত্তিত্রয়ং সমাপন্নঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ২৪
যস্যাংশাংশাংশা ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ। তেনেদং নিখিলং ব্যাপ্তং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ২৫
সোঽসৌ ব্রহ্মা জগৎকর্ত্তা যন্নাভিকমলোদ্ভবঃ। স এবানন্দরূপাত্মা তস্মান্নান্যঃ পরাৎপরান্ ॥২৬
অন্তর্যামী জগদ্ধর্ত্তা সর্ব্বসাক্ষী নিরঞ্জনঃ। ভিন্নাভিন্নস্বরূপেণ স্থিতো বৈ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৭
যস্য শক্তির্মহামায়া জগদ্বিভ্রমকারিণী। (বিশ্বোৎপত্তিনিদানত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৮
আদিসর্গে মহাবিষ্ণোর্লোকান্ কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ। প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি কালশ্চেতি ত্রিধাভবৎ ॥)
পশ্যন্তি ভাবিতাত্মানঃ পরংব্রহ্মাভিসংজ্ঞিতম্। শুদ্ধং তৎ পরমং ধাম তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
পরং ব্রহ্মাভিধানন্তু যস্মিন্ নির্গুণবস্তুনি। প্রোচ্যতে তাপসৈরেব স বিষ্ণুর্জ্ঞানগোচরঃ ॥ ৩১
এষ শুদ্ধোঽক্ষরোঽনন্তঃ কালরূপী মহেশ্বরঃ। গুণরূপী গুণাধারো জগতামাদিকৃদ্বিভুঃ ॥ ৩২
প্রকৃত্যা ক্ষোভমাপন্নে পুরুষাখ্যো জগদ্গুরৌ। মহান্ প্রাদুরভূদ্বুদ্ধিস্ততোঽহং সমবর্ত্তত ॥ ৩৩
অহঙ্কারাচ্চ সূক্ষ্মাণি তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণি চ। তন্মাত্রেভ্যো হি ভূতানি জাতানি জগতঃ কৃতে॥৩৪)
আকাশবায়্বগ্নিজল-ভূময়োঽনুভবাত্মক। যথাক্রমং কারণতামেকৈকস্যোপযান্তি বৈ ॥ ৩৫
ততো ব্রহ্মা জগদ্ধাতা সৃষ্টবান্ পাদপাদিকান্। তমোময়ঃ স বিজ্ঞেয়ো যঃ সর্গো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ॥
অসাধকমিতি জ্ঞাত্বা তং ব্রহ্মা সৃষ্টবান্ বিভুঃ। তির্য্যগ্যোনিগতান্ জন্তূন্ পশুপক্ষিমৃগাদিকান্
তমপ্যসাধকং মত্বা দেবসর্গং সমাদিশৎ। ততো বৈ মানুষং সর্গং কল্পয়ামাস পদ্মজঃ ॥ ৩৮
ততো দক্ষাদিকান্ পুত্রান্ মানসানাদিসাধকান্। যৈশ্চৈবেদং ব্যাপ্তং সদেবাসুরমানুষম্ ॥৩৯
ভূর্ভুবশ্চ তথা স্বশ্চ মহশ্চৈব জনস্তপঃ। সত্যঞ্চ সপ্তমিত্যেতে লোকাঃ সর্ব্বোপরি স্থিতাঃ ॥ ৪০
অতলং বিতলঞ্চৈব সুতলঞ্চ তলাতলম্। মহাতলং বিশেষেণ ততোঽধশ্চ রসাতলম্ ॥ ৪১
পাতালঞ্চেতি সপ্তৈতি পাতালানি অধোঽধঃ। এষু সর্ব্বেষু লোকেষু লোকমার্গশ্চ সংস্থিতান্ ॥
শৈলাচলান্ নদীশ্চান্যা তত্র লোকনিবাসিনাম। ব্যাপারাণি সর্ব্বাণি যথাযোগ্যমকারয়ৎ ॥ ৪৩
ভূতলে মধ্যমে মেরুঃ সর্ব্বদেবময়াশ্রয়ঃ। লোকালোকশ্চ ভূম্যন্তে তন্মধ্যে সপ্ত সাগরাঃ ॥ ৪৪
দ্বীপাশ্চ সপ্ত বিপ্রেন্দ্রা দ্বীপে দ্বীপে কুলাচলাঃ। নদ্যশ্চ বহবস্তত্র জনাশ্চামরসন্নিভাঃ ॥ ৪৫
জম্বুপ্লক্ষাভিধানৌ চ শাল্মলশ্চ কুশস্তথা। ক্রৌঞ্চঃ শাকঃ পুষ্করশ্চ তে সর্ব্বে দেবভূময়ঃ ॥ ৪৬

এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ। লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলৈঃ সহ ॥ ৪৭
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ পূর্ব্বস্মাদ্বৈ পরম্পরম্। জ্ঞেয়া দ্বিগুণবিস্তারা আ লোকালোকপর্ব্বতাৎ॥
ক্ষারোদধেরুত্তরং যদ্ধিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্। জ্ঞেয়ং তদ্ভারতং বর্ষং সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদম্ ॥ ৪৯
অত্র কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ত্রিবিধান্যজনন্দন। তৎফলং ভুজ্যতে ব্রহ্মন ভোগভূমিষ্বনুক্রমাৎ ॥ ৫০
ভারতে তু কৃতং কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা। আফলক্ষয়ণং কর্ম্ম ভুজ্যতেঽন্যত্র জন্তুভিঃ ॥ ৫
অদ্যাপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারতভূতলে। সঞ্চিতং সুমহৎ পুণ্যমক্ষয্যমমলং শুভম্ ॥ ৫২
কদা বয়ং হি লপ্স্যামো জন্ম ভারতভূতলে। কদা পুণ্যেন মহতা প্রাপ্স্যামঃ পরমং পদম্ ॥
দানৈর্ব্বা বিবিধৈর্যজ্ঞৈস্তপোভির্ব্বাব্ধিশায়িনম্। পূজয়িত্বা কদা যামো বদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥৫
ভক্ত্যা বা কর্ম্মভির্ব্বাপি জ্ঞানেনাপাথবা হরিম্। জগদীশং কদা যামো নিত্যানন্দময়ং বিভুম্
যো ভারতভুবং প্রাপ্য বিষ্ণুপূজাপরো ভবেৎ। ন তস্য সদৃশশ্চাস্তি যথা বৈ রবিতেজসঃ ॥৫
হরিকীর্ত্তনশীলো বা তদ্ভক্তানাং প্রিয়োঽপি বা। শুশ্রূষুর্ব্বাপি মহতাং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ
হরিপূজারতো বাপি হরিপূজাযুতোঽপি বা। হরিধ্যানপরো বাপি স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ ॥
নারায়ণেতি কৃষ্ণেতি বাসুদেবেতি বা ব্রুবন্। অহিংসাদিপরঃ শান্তঃ স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ
শিবেতি নীলকণ্ঠেতি শঙ্করেতি চ যো ব্রুবন্। সর্ব্বভূতহিতো নিত্যং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তম
গুরুভক্তঃ শিবধ্যানী আশ্রমাচারতৎপরঃ। অনসূয়ঃ সদা শান্তঃ স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ ॥ ৬
ব্রাহ্মণানাং হিতকরঃ সদ্ভাবাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু। বেদবাদরতো নিত্যং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ ॥৬
অভেদদর্শী দেবেশে নারায়ণশিবাত্মকে। স বন্দ্যো ব্রাহ্মণো নিত্যমস্মাভিঃ কিমু সত্তমঃ ॥ ৬
গোষু ক্ষান্তো ব্রহ্মচারী পরনিন্দাবিবর্জ্জিতঃ। অপরিগ্রহশীলশ্চ স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ ॥ ৬৪
স্তেয়াদিদোষরহিতঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ। পরোপকারনিরতঃ স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ ॥
তড়াগোদ্যানকান্তারনিরতো যো নিরন্তরম্। বেদার্থগ্রহণে বুদ্ধিঃ পুরাণশ্রবণে তথা।
সৎসঙ্গেঽপি চ যস্য স্যাৎ স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ ॥ ৬৬
এবমাদীন্যনেকানি ধর্ম্মাণি শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। করোতি ভারতে বর্ষে স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ ॥
এতেষ্বন্যতমেনাপি নাত্মানং ভাবয়েন্নরঃ। স এব দুষ্কৃতিমূঢ়ঃ কোঽন্যস্তস্মাদচেতনঃ ॥ ৬৮
সম্প্রাপ্য ভারতে জন্ম সুকর্ম্মসু পরাঙ্মুখঃ। পীযূষকলসং ত্যক্ত্বা বিষভাণ্ডং স মার্গতি ॥ ৬৯
শ্রুতিনোদিতধর্ম্মৈশ্চ নাত্মানং ভাবয়েন্নরঃ। স এবমাত্মঘাতী স্যাৎ পাতকিনামনুত্তমঃ ॥ ৭০
কর্ম্মভূমিং সমাসাদ্য ন ধর্ম্মং কুরুতে নরঃ। স এব সর্ব্বথা দুঃখী কোঽন্যস্তস্মাদচেতনঃ ॥ ৭১
স্বকর্ম্মফলদে হিত্বা দুষ্কর্ম্মাণি করোতি যঃ। কামধেনুমতিক্রম্য অর্কক্ষীরং স মার্গতি ॥ ৭২
এবং ভারতভূভাগং প্রশংসন্তি দিবৌকসঃ। সনৎকুমার ব্রহ্মাদ্যাঃ স্বভোগক্ষয়ভীরবঃ ॥ ৭৩
তস্মাৎ পুণ্যতমো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদঃ। ভারতাখ্যো মহাভাগ দেবানামপি দুর্লভঃ ॥ ৭৪
অস্মিন্ বৈ পুণ্যভূভাগে যস্তু সৎকর্ম্মসূদ্যতঃ। ন তস্য সদৃশঃ কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥
অস্মিন্ জাতো নরো যস্তু স্বকর্ম্মক্ষয়ণোদ্যতঃ। নরকপাশবিচ্ছিন্নো হরিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৫
পরলোকফলং প্রেপ্সুঃ কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ। হরৌ নিবেদয়েৎ তানি তৎফলমক্ষয়ং ভবেৎ
বিরাগী চেৎ কর্ম্মফলেঽপি বিবিধ কারয়েৎ। অর্পয়েৎ সুকৃতং কর্ম্ম প্রীয়তামিতি মে হরিঃ ॥
আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরুৎপত্তিদায়কাঃ। তত্ত্বজ্ঞঃ পরং ধাম নির্ম্মমঃ প্রাপ্যতে পুনঃ ॥

বেদোদিতানি কর্ম্মাণি কুর্য্যাদীশ্বরতুষ্টয়ে। যথাশ্রমং ত্যক্তকামঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৮০
নিষ্কামো বা সকামো বা কুর্য্যাৎ কর্ম্ম যথাবিধি। আশ্রমাচারহীনস্তু পতিতঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ৮১
সদাচারপরো বিপ্রো বর্দ্ধতে ব্রহ্মতেজসা। তস্য বিষ্ণুশ্চ তুষ্টঃ স্যাৎ স ইহামুত্র পুণ্যভাক্ ॥ ৮২
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরং তপঃ। বাসুদেবপরং জ্ঞানং তস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ৮৩
বাসুদেবাত্মকং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ৮৪

স এব ধাতা ত্রিপুরান্তকশ্চ স এব দেবাসুরযক্ষসিদ্ধাঃ।
স এব ব্রহ্মাণ্ডমিদং ততোঽন্যন্ন কিঞ্চিদস্তি ব্যতিরিক্তরূপম্ ॥ ৮৫
যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্যস্মাদণীয়াংশ্চ তথা মহীয়ান্।
ব্যাপ্তং হি তেনেদমিদং বিচিত্রং তং দেবমীশং প্রণমেৎ সুখার্থী ॥ ৮৬

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বাঃ সর্ব্বধর্ম্মা মনোরথফলপ্রদাঃ। শ্রদ্ধয়া সাধ্যতে সর্ব্বং শ্রদ্ধয়া তুষ্যতে হরিঃ ॥ ১
ভক্তির্ভক্ত্যৈব কর্ত্তব্যা তথা কর্ম্মাণি ভক্তিতঃ। কর্ম্মাণি শ্রদ্ধাহীনানি ন সিধ্যন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥২
যথালোকো হি জন্তূনাং চেষ্টাকারণতাং গতঃ। তথৈব সর্ব্বসিদ্ধীনাং ভক্তিঃ পরমকারণম্ । ৩
যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্। তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥ ৪
যথা ভূমিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ। তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ ৫
শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে ধর্ম্মান্ শ্রদ্ধাবানর্থমাপ্নুয়াৎ। শ্রদ্ধয়া সাধ্যতে কামঃ শ্রদ্ধাবান্ মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥৬
ন দানৈর্ন তপোভির্বা যজ্ঞৈর্বা বহুদক্ষিণৈঃ। ভক্তিহীনৈর্মুনিশ্রেষ্ঠ তুষ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥ ৭
মেরুমাত্রসুবর্ণানাং কোটিঃ কোটিসহস্রশঃ। দত্তা চাপ্যর্থনাশায় যতো ভক্তিবিবর্জ্জিতা ॥ ৮
অভক্ত্যা যৎ তপস্তপ্তং কেবলং কায়শোষণম্। অভক্ত্যা যদ্ধুতং হব্যং ভস্মনি ন্যস্তহব্যবৎ ॥ ৯
যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম শ্রদ্ধয়াপ্যণুমাত্রকম্। তন্নাম জায়তে পুংসাং শাশ্বতপ্রীতিদায়কম্ ॥ ১০
অশ্বমেধসহস্রং বা কর্ম্ম বেদোদিতং কৃতম্। তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ব্রহ্মন্ যতো ভক্তিবিবর্জ্জিতম্ ১১
হরিভক্তিঃ পরা নৃণাং কামধেনুসমা স্মৃতা। তস্যাং সত্যাং পিবন্ত্যজ্ঞাঃ সংসারগরলং অহো ১২
অসারভূতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ। ভগবদ্ভক্তসঙ্গশ্চ হরিভক্তিস্তিতিক্ষুতা ॥ ১৩
অসূয়োপেতমনসাং ভক্তিদানাদি কর্ম্ম যৎ। অবেহি নিষ্ফলং ব্রহ্মন্ তেষাং দূরতরো হরিঃ ॥ ১৪
পরশ্রিয়াভিতপ্তানাং দম্ভাচাররতাত্মনাম্। মৃষা তু কুর্ব্বতাং কর্ম্ম তেষাং দূরতরো হরিঃ ॥ ১৫
পৃচ্ছতাঞ্চ মহাধর্ম্মান্ বদতাং বৈ মৃষা চ তান্। ধর্ম্মেষ্বভক্তিমনসাং তেষাং দূরতরো হরিঃ ॥১৬
বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো বেদো নারায়ণঃ পরঃ। তত্রাশ্রদ্ধাপরা যে তু তেষাং দূরতরো হরিঃ ॥ ১৭
যস্য ধর্ম্মবিহীনানি দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ। স লোহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি ॥ ১৮
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থাঃ সনাতনাঃ। শ্রদ্ধাবতাং হি সিধ্যন্তি নান্যথা ব্রহ্মনন্দন ॥ ১৯

স্বাচারমনতিক্রম্য হরিভক্তিপরো হি যঃ। স যাতি বিষ্ণুভবনং যদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥ ২০
কুর্ব্বন্ বেদোদিতান্ ধর্ম্মান্ মুনীন্দ্র স্বাশ্রমোচিতান্। হরিধ্যানপরো যস্তু স যাতি পরমং পদম্।
আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ ধর্ম্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ। আশ্রমাচারযুক্তেন পূজিতঃ সর্ব্বদো হরিঃ ॥ ২২
যঃ স্বাচারপরিভ্রষ্টঃ সাঙ্গবেদান্তগোঽপি বা। স এব পতিতো জ্ঞেয়ো যতঃ কর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥২৩
হরিভক্তিপরো বাপি হরিধ্যানপরোঽপি বা। ভ্রষ্টো যঃ স্বাশ্রমাচারাৎপতিত সোঽভিধীয়তে॥
বেদো বা হরিভক্তির্বা ভক্তির্বাপি মহেশ্বরে। আচারাৎপতিতং মূঢ়ং ন পুনাতি দ্বিজোত্তম ॥২৫
পুণ্যক্ষেত্রাভিগমনং পুণ্যতীর্থনিষেবণম্। যজ্ঞো বা বিবিধো ব্রহ্মন্ ত্যক্তাচারং ন রক্ষতি ॥২৬
আচারাৎ প্রাপ্যতে স্বর্গমাচারাৎপ্রাপ্যতে সুখম্। আচারাৎপ্রাপ্যতেমোক্ষমাচারাৎকিংনলভ্যতে
আচারাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং যোগানাঞ্চৈব সত্তম। হরিভক্তেরপি তথা নিদানং ভক্তিরিষ্যতে ॥ ২৮
ভক্ত্যৈব পূজ্যতে বিষ্ণুর্বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ। তস্মাৎ সমস্তলোকানাং ভক্তির্মাতেতি গীয়তে ॥২৯
(জীবন্তি জন্তবঃ সর্ব্বে যথা মাতরমাশ্রিতাঃ। তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি ধার্ম্মিকাঃ)
স্বাশ্রমাচারযুক্তস্য হরিভক্তির্যদা ভবেৎ। ন তস্য ত্রিষু লোকেষু সদৃশোঽস্ত্যজনন্দন ॥ ৩১
ভক্ত্যা সিধ্যন্তি কর্ম্মাণি কর্ম্মভিস্তুষ্যতে হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে ভবেজ্ জ্ঞানং জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্যতে
ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। তৎসঙ্গং প্রাপ্যতে পুম্ভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ ॥৩৩
বর্ণাশ্রমাচাররতা ভগবদ্ভক্তমানসাঃ। কামাদিদোষনির্ম্মুক্তাস্তে সন্তো লোকশিক্ষকাঃ ॥ ৩৪
সৎসঙ্গঃ পরমো ব্রহ্মন্ ন লভ্যেতাকৃতাত্মনা। যদি লভ্যেত বিজ্ঞেয়ং পুণ্যং জন্মান্তরার্জ্জিতম্॥
পূর্ব্বার্জ্জিতানি পাপানি নাশমায়ান্তি যস্য বৈ। সৎসঙ্গতির্ভবেত্তস্য নান্যথা ঘটতে হি সা ॥৩৬
রবির্হি রশ্মিজালেন দিবা হন্তি বহিস্তমঃ। সন্তঃ সূক্তিমরীচ্যোঘৈশ্চান্তর্ধ্বান্তং হি সর্ব্বদা ॥৩৭
দুর্লভাঃ পুরুষা লোকে ভগবদ্ভক্তিমানসাঃ। তেষাং সঙ্গো ভবেদ্যস্য তস্য শান্তির্হি শাশ্বতী ॥

সনৎকুমার উবাচ।

কিংলক্ষণা ভাগবতাস্তে চ কিং কর্ম্ম কুর্ব্বতে। তেষাংলোকো ভবেৎকীদৃক্ তৎসর্ব্বং ব্রূহি তত্ত্বতঃ
ত্বং হি ভক্তো মহেশস্য দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ। এবং নিগদিতুং শক্তস্ত্বত্তো নান্যোঽধিকোঽপরঃ ॥৪০

নারদ উবাচ।

শৃণু ব্রহ্মন্ পরং গুহ্যং মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ। যদুক্তং জগন্নাথো যোগনিদ্রাবিমোচিতঃ ॥ ৪১
যোঽসৌ বিষ্ণুঃ পরং জ্যোতির্দেবদেবঃ সনাতনঃ। জগদ্রূপী জগৎকর্ত্তা শিবব্রহ্মস্বরূপবান্ ॥৪২
যুগান্তে রৌদ্ররূপেণ ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসসংস্থিতঃ। জগত্যেকার্ণবীভূতে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
ভগবানপ্রমেয়াত্মা শেতে বটদলে হরিঃ ॥ ৪৩
অসংখ্যাতাঞ্জজন্মাদ্যৈরাভূষিততনূরুহঃ। পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রনির্যাতগঙ্গাসলিলপাবনঃ ॥ ৪৪
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরো দেবো ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসসংস্থিতঃ। বটচ্ছদে শয়ানোঽভূৎ সর্ব্বশক্তিসমন্বিতঃ ॥৪৫
তস্মিন্ স্থানে মহাভাগো নারায়ণপরায়ণঃ। মার্কণ্ডেয়ঃ স্থিতস্তস্য লীলাঃ পশ্যন্ মহেশিতুঃ ॥৪৬

ঋষয় ঊচুঃ।

তস্মিন্ কালে মহাঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। হরিরেকঃ স্থিত ইতি সনে পূর্ব্বং হি তচ্ছ্রুতম্ ॥৪৭
জগত্যেকার্ণবীভূতে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। সর্ব্বগ্রস্তেন হরিণা কিমর্থং সোঽবশেষিতঃ ॥ ৪৮
পরং কৌতূহলং হ্যত্র বর্ত্ততেঽতীব সূত নঃ। হরিকীর্ত্তিসুধাপানে কস্যালস্যং প্রজায়তে ॥ ৪৯

সূত উবাচ।

আসীন্মুনির্মহাভাগো মৃকণ্ডুরিতি বিশ্রুতঃ। শালগ্রামে মহাতীর্থে সোঽতপ্যত মহৎ তপঃ ॥৫০
যুগানাময়ুতং ব্রহ্মন্ গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্। নিরাহারঃ ক্ষমাযুক্তঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫১
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি পশ্যন্ বিষয়নিঃস্পৃহঃ। সর্ব্বভূতহিতো দান্তস্তুতাপ সুমহৎ তপঃ ॥ ৫২
তত্তপঃশঙ্কিতাঃ সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রাদয়স্তদা। সহেন্দ্রাঃ শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৫৩
ক্ষীরাব্ধেরুত্তরং তীরং সম্প্রাপ্য ত্রিদিবৌকসঃ। তুষ্টুবুর্দেবদেবেশং পদ্মনাভং জগদ্গুরুম্ ॥৫৪

দেবা ঊচুঃ।

নারায়ণাক্ষরানন্ত শরণাগতপালক। মৃকণ্ডুতপসা ত্রস্তান্ পাহি নঃ শরণাগতান্ ॥ ৫৫
জয় দেবাধিদেবেশ জয় শঙ্খগদাধর। জয় লোকস্বরূপায় জয় ব্রহ্মাণ্ডকারণ ॥ ৫৬
নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তে লোকপাবন। নমস্তে লোকনাথায় নমস্তে লোকসাক্ষিণে ॥ ৫৭
নমস্তে ধ্যানগম্যায় নমস্তে ধ্যানহেতবে। নমস্তে ধ্যানরূপায় নমস্তে ধ্যানসাক্ষিণে ॥ ৫৮
কেশিহন্ত্রে নমস্তুভ্যং মধুহন্ত্রে নমো নমঃ। নমো ভূম্যাদিরূপায় নমশ্চৈতন্যরূপিণে ॥ ৫৯
নমো জ্যেষ্ঠায় শুদ্ধায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। অরূপায় স্বরূপায় বহুরূপায় তে নমঃ ॥ ৬০
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৬১
নমো হিরণ্যগর্ভায় নমো ব্রহ্মাদিরূপিণে। নমঃ সূর্য্যাদিরূপায় হব্যকব্যভুজে নমঃ ॥ ৬২
নমো নিত্যায় বন্দ্যায় সদানন্দৈকরূপিণে। নমঃ স্মৃতার্ত্তিনাশায় ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৬৩
এবং দেবস্তুতীঃ শ্রুত্বা ভগবান্ কমলাপতিঃ। প্রত্যক্ষতামগাৎ তেষাং শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৬৪
বিকচাম্বুজপত্রাক্ষং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্। সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্ ॥ ৬৫
পীতাম্বরধরং সৌম্যং হেমযজ্ঞোপবীতিনম্। সুকেশাম্বুজপত্রাক্ষং স্তূয়মানং মুনীশ্বরৈঃ।
দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টো দেবৌঘো ববন্দে চরণৌ হরেঃ ॥ ৬৬
মেঘগম্ভীরনিনদপরিভূতাব্ধিনিস্বনঃ। উবাচ ভাবগম্ভীরং দয়োদন্বান্ সুরেশ্বরান্ ॥ ৬৭

শ্রীভগবানুবাচ।

জানে বো মানসং দুঃখং মৃকণ্ডুতপসোত্থিতম্। যুষ্মান্ ন বাধতে নূনং মৃকণ্ডুঃ সজ্জনো যতঃ ॥৬৮
সম্পদ্ভিঃ সংযুতা বাপি বিপদ্ভির্বাপি সজ্জনাঃ। সর্ব্বথাঽন্যং ন বাধন্তে স্বপ্নেঽপি ক্ষপিতৈনসঃ ৬৯
সততং বাধমানো যো বিষয়াদ্যৈরনীতিভিঃ। অবিদ্যাত্মজনো রক্ষাহস্তং দেহি হি মূঢ়ধীঃ ॥৭০
তাপত্রযাভিধানেন বাধ্যমানোঽহর্নিশং নরঃ। অশক্তোঽপি ভুক্তং শক্তঃ কথং ভবতি সত্তমঃ ॥ ৭১
কর্ম্মণা মনসা বাচা বাধয়েদ্যঃ সদাঽপরান্। স শঙ্কতে হ্যাত্মনোঽপি বধং স্বেনাপি নির্জ্জিতৈঃ
লোভাভিভূতমনসামত্যন্তধনসম্পদাম্। সাধ্বসং নিয়তং তেষাং মহামায়াবিমোহিনাম্ ॥ ৭৩
সশঙ্কঃ সর্ব্বদা দুঃখী নিঃশঙ্কঃ সর্ব্বদা সুখী। সর্ব্বভূতহিতো দান্তো নিঃশঙ্কঃ সর্ব্বদৈব হি ॥ ৭৪
যো লোকহিতকৃন্মর্ত্ত্যো গতাসূয়ো বিমৎসরঃ। নিঃশঙ্কঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরিহামুত্র চ সত্তমাঃ ॥ ৭৫
গচ্ছধ্বমমরাঃ সর্ব্বে যুষ্মান্ নো বাধতে মুনিঃ। করোম্যহং সদা রক্ষাং বিরমধ্বং যথাসুখম্ ॥ ৭৬
ইতি দত্ত্বা বরং তেষামতসীকুসুমপ্রভঃ। পশ্যতামেব দেবানাং পুরতোঽন্তর্দধে হরিঃ ॥ ৭৭
তুষ্টাত্মানঃ সুরগণাঃ যযুর্নাকং যথাগতাঃ। মৃকণ্ডোরপি তুষ্টাত্মা হরিঃ প্রত্যক্ষতামগাৎ ॥ ৭৮
স্বরূপং পরমং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশং নিরঞ্জনম্। মৃকণ্ডুর্দৃষ্টবান্ পূর্ব্বং পরমেণ সমাধিনা ॥ ৭৯

অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পীতবাসঃসমন্বিতম্। দিব্যাম্বরধরং দৃষ্ট্বা মৃকণ্ডুর্বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ৮০
পশ্চাদুন্মীল্য নয়নে অপশ্যদ্ধরিমাগতম্। প্রসন্নবদনং শান্তং সর্ব্বধাতারমচ্যুতম্ ॥ ৮১
রোমাঞ্চবিগ্রহো বিপ্রঃ সানন্দাশ্রুবিলোচনঃ। ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ৮২
ক্ষালয়ংশ্চরণৌ তস্য মৃকণ্ডুর্হর্ষবারিভিঃ। শিরস্যঞ্জলিমাধায় স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ৮৩

মৃকণ্ডুরুবাচ।

নমঃ পরেশায় পরস্বরূপিণে পরাৎ পরস্মাৎ পরমাৎ পরায়।
অপারপারায় পরাত্মকায় নমঃ পরেভ্যঃ পরপাবনায় ॥ ৮৪
যো নামজাত্যাদিবিকল্পহীনঃ শব্দাদিদোষব্যতিরেকরূপঃ।
বহুস্বরূপোঽপি নিরঞ্জনশ্চ তমীশমাদ্যং পরমং ভজামি ॥ ৮৫
বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং হিরণ্যগর্ভাদিজগৎস্বরূপম্।
স্বরূপসংভুক্তকলত্রসঙ্গং ভজামি সর্ব্বেশ্বরমীশমাদ্যম্ ॥ ৮৬
পশ্যন্তি যং বীতসমস্তদোষা ধ্যানৈকনিষ্ঠা বিগতস্পৃহাশ্চ।
নিবৃত্তভয়াঃ পরমং পবিত্রং নতোঽস্মি সংসারবিনাশহেতুম্ ॥ ৮৭

স্মৃতার্ত্তিনাশনং বিষ্ণুং শরণাগতপালকম্। সর্ব্বসেব্যং জগদ্ধাম পরেশং করুণাময়ম্ ॥ ৮৮

নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে।
সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে সহস্রকোটীযুগধারিণে নমঃ ॥ ৮৯

শ্রুত্বা স্তুতিং মহাবিষ্ণুরিতি তস্য মহাত্মনঃ। অবাপ পরমাং তুষ্টিং শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৯০
অথালিঙ্গ্য মুনিং দেবশ্চতুর্ভির্দীর্ঘবাহুভিঃ। উবাচ পরয়া প্রীত্যা বরয়েতি বরং মুদা ॥ ৯১

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রীতোঽস্মি তপসা বিপ্র স্তোত্রেণানেন চানঘ। মনসা যদভিপ্রেতং বরং বরয় সুব্রত ॥ ৯২

মৃকণ্ডুরুবাচ।

দেব দেব জগন্নাথ কৃতার্থোঽস্মি ন সংশয়ঃ। ত্বদ্দর্শনমপুণ্যানাং যতোঽপূর্ণতরং স্মৃতম্ ॥ ৯৩
ব্রহ্মাদ্যা যং ন পশ্যন্তি যং ন পশ্যন্তি চ শ্রুতিঃ। তং পশ্যেয়ম্পরং ব্রহ্ম কিমস্মাদধিকং পরম্ ॥ ৯৪
যন্ন পশ্যন্তি সদ্ভক্তাস্তথৈব সমদর্শিনঃ। তং পশ্যেয়ং পরং বস্তু বক্ষ্যামি কিমতঃ পরম্ ॥ ৯৫
বশিনো যন্ন পশ্যন্তি বীতরাগা বিমৎসরাঃ। চিদ্রূপং পরমং বস্তু পশ্যেয়ং কিমতঃ পরম্ ॥ ৯৬
সূরয়ো যন্ন পশ্যন্তি যন্ন পশ্যন্তি যোগিনঃ। তং পশ্যেয় পরং ধাম কিমস্মাদধিকং পরম্ ॥ ৯৬
পরোপকারনিরতা যন্ন পশ্যন্ত্যনিষ্ঠুরাঃ। তৎপশ্যেয়ং পরং ধাম কিমস্মাদধিকং পরম্ ॥ ৯৭
এতেনৈব কৃতার্থোঽস্মি জনার্দ্দন জগদ্গুরো। ত্বদ্দর্শনমপুণ্যানাং স্বপ্নেঽপি হি ন লভ্যতে ॥ ৯৮
ত্বন্নামস্মৃতিমাত্রেণ মহাপাতকিনোঽপি যে। যৎপদং পরমং যান্তি দৃষ্টানাং কিমুতাচ্যুত ॥ ৯৯

শ্রীভগবানুবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া ব্রহ্মন্ প্রীতোঽস্ম্যাদাপি পণ্ডিত। মদ্দর্শনং হি বিফলং ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি ॥১০১
বিষ্ণুভক্তঃ কৃতার্থীতি বদন্তি বিবুধাঃ সদা। তদেব পালয়িষ্যামি মজ্জনো নানৃতং বদেৎ ॥ ১০২
তস্মাচ্ছৃণুষ বিপ্রেন্দ্র যাস্যামি তব পুত্রতাম্। সমস্তগুণসংযুক্তো দীর্ঘজীবী সুরূপবান্ ॥ ১০৩
মম জন্ম কুলে যস্য তৎকুলং মোক্ষগামি বৈ। ময়ি তুষ্টে মুনিশ্রেষ্ঠ কিমসাধ্যং বদস্ব তে ॥১০

মযি ভক্তিপরো যস্তু মদ্‌যাজী মৎপরায়ণঃ। মদ্ধ্যানী স্বকুলং সর্ব্বং নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্ ॥ ১০৫
মদর্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মৎপ্রণামপরো নরঃ। মন্মনাঃ স্বকুলং সর্ব্বং নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্ ॥ ১০৬
তস্মাৎপ্রীতোঽস্মি তে বিপ্র স্তোত্রেণ তপসা তথা। স্বানুগাং পুত্রভাবেন গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ
ইত্যুক্ত্বা স্বকরং তস্য মৃকণ্ডোর্মস্তকোপরি। স্পৃষ্ট্বাঙ্গানি চ সর্ব্বাণি তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ ॥১০৮
মৃকণ্ডুঃ পরমপ্রীত আত্মানং পুণ্যরূপিণম্। মন্যমানো হরিং নত্বা স্বাশ্রমং পুনরাযযৌ ॥ ১০৯

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়পুরাণে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

মুনির্লব্ধবরো বিষ্ণোঃ পরিচর্য্যাপরঃ সদা। মার্কণ্ডেয়ং নাম সুতমবাপ হরিসন্নিভম্ ॥ ১
মার্কণ্ডেয়ো মহাভাগো দয়াবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ। আত্মবান্ সত্যসন্ধশ্চ মার্ত্তণ্ডসদৃশপ্রভঃ ॥ ২
বশী শান্তো মহাজ্ঞানী সর্ব্বতত্ত্বার্থকোবিদঃ। তপশ্চচার পরমমচ্যুতপ্রীতিকারণম্ ॥ ৩
আরাধিতো জগন্নাথো মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা। পুরাণসংহিতাং কর্ত্তুং দত্তবান্ বরমচ্যুতঃ ॥ ৪
মার্কণ্ডেয়ো মুনিস্তস্মান্নারায়ণ ইতি স্মৃতঃ। চিরজীবী মহাভক্তো দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ৫
জগত্যেকার্ণবীভূতে স্বপ্রভাবং জনার্দ্দনঃ। তস্য দর্শয়িতুং বিপ্রাস্তং ন সংহৃতবান্ হরিঃ ॥ ৬
মৃকণ্ডুতনয়ো ধীমান্ বিষ্ণুভক্তিসমন্বিতঃ। তস্মিন্ জলে মহাঘোরে স্থিতবান্ শীর্ণপত্রবৎ ॥ ৭
মার্কণ্ডেয়ঃ স্থিতস্তাবদ্‌যাবচ্ছেতে হরিঃ স্বয়ম্। তস্য প্রমাণং বক্ষ্যামি কালস্য বদতঃ শৃণু ॥ ৮
দশভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব নিমেষৈঃ পরিকীর্ত্তিতা। কাষ্ঠা তত্ত্রিংশতা জ্ঞেয়া কলা পদ্মজনন্দন ॥ ৯
তত্ত্রিংশতা ক্ষণো জ্ঞেয়স্তৈঃ ষড়্‌ভির্ঘটিকা স্মৃতা। তদ্দ্বয়েন মুহূর্ত্তং স্যাদ্দিনং তত্ত্রিংশতা ভবেৎ ॥১০
ত্রিংশদ্দিনৈর্ভবেন্মাসঃ পক্ষদ্বিতয়সংযুতঃ। ঋতুর্মাসদ্বয়েন স্যাৎ তত্ত্রয়েণায়নং স্মৃতম্ ॥ ১১
তদ্দ্বয়েন ভবেদব্দঃ স দেবানাং দিনং ভবেৎ। উত্তরং দিবসং প্রাহূ রাত্রিবৈ দক্ষিণায়নম্ ॥ ১২
মানুষেণৈব মানেন পিতৄণাং দিনমুচ্যতে। তস্মাৎসূর্য্যেন্দুসংযোগে জ্ঞাতব্যং কলামুত্তমম্ ॥১৩
দিব্যৈর্বর্ষসহস্রৈর্দ্বাদশভির্দৈবতং যুগম্। দৈবে যুগসহস্রে দ্বে ব্রাহ্মঃ কল্পৌ তু তৌ নৃণাম্ ॥১৪
একসপ্ততিসংখ্যাতৈর্দিব্যৈর্মন্বন্তরং যুগৈঃ। চতুর্দ্দশভিরেতৈশ্চ ব্রহ্মণো দিবসং মুনে ॥ ১৫
যাবৎপ্রমাণং দিবসং তাবদ্রাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা। নাশমায়াতি বিপ্রেন্দ্র তস্মিন্ কালে জগত্রয়ম্ ॥১৬
মানুষেণ সহস্রেণ যৎপ্রমাণং ভবেচ্ছৃণু। চতুর্যুগসহস্রাণি ব্রহ্মণো দিবসং মুনে ॥ ১৭
তন্মাসো বৎসরশ্চ জ্ঞেয়স্তস্যাপি বেধসঃ। পরার্দ্ধদ্বয়কালস্তু তন্মতেন ভবেদ্দ্বিজাঃ ॥ ১৮
বিষ্ণোরহস্তু বিজ্ঞেয়ং তাবদ্রাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা। মৃকণ্ডুতনয়স্তাবৎ স্থিতঃ সংজীর্ণপর্ণবৎ ॥ ১৯
তস্মিন্ ঘোরে জলময়ে বিষ্ণুশক্ত্যুপবৃংহিতঃ। আত্মানং পরমং ধ্যায়ন্ স্থিতবান্ হরিসন্নিধৌ ২০
অথ কালে সমায়াতে যোগনিদ্রাবিমোচিতঃ। সৃষ্টবান্ ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ২১
সংহৃতন্তু জলং বীক্ষ্য সৃষ্টং বিশ্বং মৃকণ্ডুজঃ। বিস্মিতঃ পরমপ্রীতো ববন্দে চরণৌ হরেঃ ২২
শিরস্যঞ্জলিমাধায় মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ। তুষ্টাব বাগ্‌ভিরিষ্টাভিঃ সদানন্দৈকবিগ্রহম্ ॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

সহস্রশিরসং দেবং নারায়ণমনাময়ম্ । বাসুদেবমনাধারং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনম্ ॥ ২৪
অমেয়মজরং নিত্যং সদানন্দৈকবিগ্রহম্ । অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনম্ ॥ ২৫
অক্ষরং পরমং নিত্যং বিশ্বাক্ষং বিশ্বসম্ভবম্ । সর্ব্বতত্ত্বময়ং শান্তং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনম্ ॥ ২৬
পুরাণং পুরুষং সিদ্ধং সর্ব্বজ্ঞ নৈকভাজনম্ । পরাৎপরতরং রূপং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনম্ ॥ ২৭
পরংজ্যোতিঃ পরংধাম পবিত্রং পরমং পদম্ । সর্ব্বৈকরূপং পরমং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনম্ ২৮
তং সদানন্দচিন্মাত্রং পরাণাং পরমং পরম্ । সর্ব্বং সনাতনং শ্রেষ্ঠং প্রণতোঽস্মিজনার্দ্দনম্২৯
সগুণং নির্গুণং শান্তং মায়াতীতং সুমায়িনম্ । অরূপং বহুরূপং তং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনম্ ।
যত্র ভগবান্ বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ । তমাদিদেবমীশানং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনম্ ॥ ৩১
পরেশ পরমানন্দ শরণাগতবৎসল । ত্রাহি মাং করুণাসিন্ধো মনোঽতীত নমোঽস্তু তে ॥ ৩২
এবং স্তুবন্তং বিপ্রেন্দ্রং মার্কণ্ডেয়ং জগদ্গুরুম্ । উবাচ পরয়া প্রীত্যা শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৩৩

শ্রীভগবানুবাচ ।

লোকে ভাগবতা যে চ ভগবদ্ভক্তমানসাঃ । তেষাং তুষ্টো ন সন্দেহো রক্ষামোতাংশ্চ সর্ব্বদা ৩৪
অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ । ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা ॥ ৩৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

কিংলক্ষণা ভাগবতা জায়ন্তে কেন কর্ম্মণা । এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং কৌতূহলপরো যতঃ ॥৩৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

লক্ষণং ভাগবতানাং শৃণুষ্ব মুনিসত্তম । বক্তুং তেষাং প্রভাবং হি শক্যতে নাব্দকোটিভিঃ ॥ ৩৭
যে হিতাঃ সর্ব্বজন্তূনাং গতাসূয়া বিমৎসরাঃ । বশিনো নিঃস্পৃহাঃশান্তাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং ন কুর্ব্বতে । অপরিগ্রহশীলাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৩৯
সৎকথাশ্রবণে যেষাং বর্ত্ততে সাত্ত্বিকী মতিঃ । তদ্ভক্তবিষ্ণুভক্তাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৪০
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষাং কুর্ব্বন্তে যে নরোত্তমাঃ । গঙ্গাবিশ্বেশ্বরধিয়া তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৪১
যে তু দেবার্চ্চনরতা যে তু তৎসাধকাঃ স্মৃতাঃ । পূজাং দৃষ্ট্বানুমোদন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ
ব্রতিনাং যতীনাং পরিচর্য্যাপরাশ্চ যে । বিমুক্তপরনিন্দাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৩
সর্ব্বেষাং হিতবাক্যানি যে বদন্তি নরোত্তমাঃ । যে গুণগ্রাহিণো লোকে তেবৈভাগবতাঃস্মৃতাঃ ।
আত্মবৎসর্ব্বভূতানি যে পশ্যন্তি নরোত্তমাঃ । তুল্যাঃ শত্রুষু মিত্রেষু তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥৪৫
ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তারঃ সত্যবাক্যরতাশ্চ যে । সতাং শুশ্রূষবো যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৬
ব্যাকুর্ব্বতে পুরাণানি তানি শৃণ্বন্তি যে তথা । তদ্বক্তরি চ ভক্তা যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥৪৭
যে গোব্রাহ্মণশুশ্রূষাং কুর্ব্বতে সততং নরাঃ । তীর্থযাত্রাপরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥৪৮
অন্যেষামুদয়ং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি মানবাঃ । হরিনামপরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৪৯
আরামারোপণরতাস্তড়াগপরিরক্ষকাঃ । কাসারকূপকর্ত্তারস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৫০
যে বৈ তড়াগকর্ত্তারো দেবসদ্মানি কুর্ব্বতে । গায়ত্রীনিরতা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৫১
যেঽভিনন্দন্তি নামানি হরেঃ শ্রুত্বাতিহর্ষিতাঃ । রোমাঞ্চিতশরীরাশ্চ তেবৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৫২
তুলসীকাননং দৃষ্ট্বা যে নমস্কুর্ব্বতে নরাঃ । তৎকাষ্ঠাঙ্কিতকর্ণা যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥৫৩

তুলসীগন্ধমাঘ্রায় সন্তোষং কুর্ব্বতে তু যে। তন্মূলমৃত্তিকা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥৫৪
আশ্রমাচারনিরতাস্তথৈবাতিথিপূজকাঃ। যে চ বেদার্থবক্তারস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৫
শিবপ্রিয়াঃ শিবাসক্তাঃ শিবপাদার্চ্চনে রতাঃ। ত্রিপুণ্ড্রধারিণো যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥৫৬
ব্যাহরন্তি চ নামানি হরেঃ শম্ভোর্মহাত্মনঃ। রুদ্রাক্ষালঙ্কৃতা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥৫৭
যে যজন্তি মহাদেবং ক্রতুভির্বহুদক্ষিণৈঃ। হরিং বা পরয়া ভক্ত্যা তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥৫৮
বিদিতানি চ শাস্ত্রাণি পরার্থং প্রবদন্তি যে। সর্ব্বত্র গুণভাজো যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥৫৯
শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি। সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬০
শিবাগ্নিকার্য্যনিরতাঃ পঞ্চাক্ষরজপে রতাঃ। শিবধ্যানরতা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬১
পানীয়দাননিরতা যেঽন্নদানরতাস্তথা। একাদশীব্রতরতাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬২
গোদাননিরতা যে চ কন্যাদানরতাশ্চ যে। মদর্থং কর্ম্মকর্ত্তারস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬৩
মদ্ধ্যানসাশ্চ মদ্ভক্তা মদ্ভক্তজনলোলুপাঃ। মন্নামশ্রবণাসক্তাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬৪
এতে ভাগবতা বিপ্র কেচিদত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ। ময়াপি গদিতুং শক্যা নাব্দকোটিশতৈরপি ॥ ৬৫
তস্মাৎ ত্বমপি বিপ্রেন্দ্র সুশীলো ভব সর্ব্বদা। সর্ব্বভূতাশ্রয়ো দান্তো মৈত্রো ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৬৬
পুনঃ সর্গান্তপর্য্যন্তং ধর্ম্মং সর্ব্বং সমাচরন্। মদ্ধ্যানধ্যাননিরতঃ পরং নির্ব্বাণমাপ্স্যসি ॥ ৬৭
এবং মৃকণ্ডুপুত্রস্য ভক্তস্য করুণানিধিঃ। ইতি দত্ত্বা বরং দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৬৮
মার্কণ্ডেয়ো মহাভাগো হরিভক্তিরতঃ সদা। চচার পরমান্ ধর্ম্মান্নিয়াজ বিবিধমখান্ ॥ ৬৯
শালগ্রামে মহাক্ষেত্রে স তত্তাপ পরমং তপঃ। তদ্ধ্যানস্থিরতাযুক্তঃ পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্ ॥৭০
তস্মাজ্জন্তুষু সর্ব্বেষু হিতকৃদ্ধরিপূজকঃ। ঈপ্সিতং মনসা যৎ তু তদবাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৭১

নারদ উবাচ।

সনৎকুমার যৎ পৃষ্টং তৎসর্ব্বং গদিতং ময়া। ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৭২

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যং শ্রুত্বা প্রীতো মুনীশ্বরঃ। সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছ নারদং মুনিসত্তমম্ ॥ ১

সনৎকুমার উবাচ।

ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্। পরয়া দয়য়া তথ্যং ব্রূহি দেবর্ষিসত্তম ॥ ২

নারদ উবাচ।

শৃণু ব্রহ্মন্ পরং গুহ্যং সর্ব্বসম্পৎকরং শুভম্। দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং সর্ব্বপাপহরং শুভম্ ॥ ৩
শ্রাব্যং মুনিভির্নিত্যং দুষ্টগ্রহনিবারণম্। সর্ব্বরোগপ্রশমনমায়ুর্বর্দ্ধনকারণম্ ॥ ৪
ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্। গঙ্গাযমুনয়োর্যোগং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥ ৫
সিতাসিতোদকং তীর্থং ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ। মুনয়ো মনবশ্চৈব সেবন্তে পুণ্যকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৬

গঙ্গা পুণ্যনদী জ্ঞেয়া যতো বিষ্ণুপদোদ্ভবা । রবিজা যমুনা ব্রহ্মন্ তয়োর্যোগমনুত্তমম্ ॥ ৭
স্মৃতার্ত্তিনাশিনী গঙ্গা নদীনাং প্রবরা শুভা । সর্ব্বপাপক্ষয়করী সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী ॥ ৮
যানি ক্ষেত্রাণি পুণ্যানি সমুদ্রান্তে মহীতলে । তেষাং পুণ্যতমং জ্ঞেয়ং প্রয়াগাখ্যং মহামুনে ॥৯
ইয়াজ বেধা যজ্ঞেন স্বপিতামহমচ্যুতম্ । তথা চ মুনয়ঃ সর্ব্বে চক্রুশ্চ বিবিধান্ মখান্ ॥ ১০
সর্ব্বতীর্থাভিষেকাণি যানি পুণ্যানি তানি বৈ । গঙ্গাবিন্দ্বভিষেকস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥১১
গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্‌যোজনাযুতদূরগঃ । বিমুচ্যতে সোঽপি পাপৈঃ কিমু গঙ্গাসমীপগঃ১২
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা দেবী বিশ্বেশ্বরসমীপগা । সংসেব্যা মুনিভির্দেবৈঃ কা স্যাদস্যোত্তমা নদী ॥১৩
যৎসৈকতং ললাটে তু ধ্রিয়তে যেন সত্তমাঃ । তত্রৈব নেত্রং শিরসি বিধোরর্দ্ধঞ্চ ধারয়েৎ ॥১৪
যন্মঙ্গলং মহাপুণ্যং দুর্লভং হ্যকৃতাত্মনাম্ । সাক্ষাৎপদায়কং বিষ্ণোঃ কিমস্মাৎকথ্যতে পরম্ ॥১৫
যত্র স্নাতাঃ পাপিনোঽপি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ । মহদ্বিমানমারূঢ়াঃ প্রয়ান্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ১৬
যত্র স্নাতা মহাত্মানঃ পিতৃমাতৃকুলানি তু । সহস্রাণি সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৭
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু গঙ্গাং স্মরতি যঃ সদা । পুণ্যক্ষেত্রেষু সর্ব্বেষু স্থিতবান্ নাত্র সংশয়ঃ ॥১৮
যত্র স্নাতং নরং দৃষ্ট্বা পাপোঽপি স্বর্গভূমিভাক্ । যদঙ্গস্পর্শমাত্রেণ দেবানামধিপো ভবেৎ॥১৯
যন্মৃদং মস্তকে ধৃত্বা জটাজূটধরো ভবেৎ । দেহে তু লেপনং কৃত্বা শিবসান্নিধ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০
দৃষ্ট্বাপি পাপিনো যান্তি যন্মৃদাঙ্কিতমস্তকম্ । যৎপশ্যন্তি মহাত্মানস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদম্ ॥ ২১
তুলসীমূলসম্ভূতা হরিভক্তপদোদ্ভবা । গঙ্গোদ্ভবা চ মৃল্লেখা নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্ ॥ ২২
গঙ্গা চ তুলসী চৈব হরিভক্তিরচঞ্চলা । অত্যন্তদুর্লভা নৃণাং ভক্তির্ধর্ম্মপ্রবক্তরি ॥ ২৩

সদ্ধর্ম্মবক্তুঃ পদসম্ভবা মৃদ্‌গঙ্গোদ্ভবা চৈব তথা তুলস্যাঃ ।
মূলোদ্ভবা চৈব তথা চ ভক্তিরেষা নয়ত্যাশু হরেঃ পদং যৎ ॥ ২৪

কদা যাস্যাম্যহং গঙ্গাং কদা পশ্যামি তামহম্ । অনুতাপীতি যো নিত্যং স বিষ্ণুপদমশ্নুতে ॥২৫
গঙ্গায়া মহিমা ব্রহ্মন্ বক্তুং বর্ষশতৈরপি । ন শক্যতে বিষ্ণুনাপি কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ ॥ ২৬
অহো মায়া জগৎসর্ব্বং মোহয়ত্যাশু সত্তমাঃ । যতস্তন্নরকং যান্তি গঙ্গানাম্নি স্থিতে সতি ॥ ২৭
সংসারপাশবিচ্ছেদি গঙ্গানাম প্রকীর্ত্তিতম্ । তথা তুলস্যাং ভক্তিশ্চ হরিকীর্ত্তিপ্রবক্তরি ॥ ২৮
সকৃদুচ্চরতে যস্তু গঙ্গা গঙ্গেতি মানবঃ । স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং সমশ্নুতে ॥ ২৯
যোজনত্রিতয়ং যস্তু গঙ্গাং যামীতি গচ্ছতি । সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বলোকাধিপো ভবেৎ ॥৩০
সেয়ং গঙ্গা মহাপুণ্যা নদীনাং প্রবরা শুভা । মেষাদিষু চ মাসেষু পাবয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ৩১
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণা রেবা সরস্বতী । তুঙ্গভদ্রা চ কাবেরী কালিন্দী বাহুদা তথা ॥ ৩২
বেত্রবতী তাম্রপর্ণী শতদ্রুস্তু দ্বিজোত্তমাঃ । এবমাদিষু সর্ব্বাসু নদীষু সততং স্থিতা ॥ ৩৩
যা পুণ্যাতিশয়ঃ প্রোক্তাঃ শাস্ত্রেষু মুনিভির্দ্বিজাঃ । তাসু সর্ব্বজলস্থা সা পাবয়ত্যখিলং জগৎ ॥
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুর্যথা বিষ্ণুপদং দ্বিজাঃ । তথৈবং ব্যাপিনী গঙ্গা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ৩৫
অহো গঙ্গা জগদ্ধাত্রী স্নানপানাদিভির্জ্জগৎ । পুনাতি পাবয়ত্যেষা ন কথং সেব্যতে নৃভিঃ ॥ ৩৬
তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ক্ষেত্রাণাঞ্চ তথোত্তমম্ । বারাণসীতি বিখ্যাতং সর্ব্বদেবনিষেবিতম্ ।৩৭
গঙ্গাযমুনয়োর্যোগো জ্ঞেয়স্তস্য হ্যনুত্তমঃ । যস্য দর্শনমাত্রেণ নরা যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩৮
মকরস্থে রবৌ গঙ্গা জলমাত্রব্যবস্থিতা । পুনাতি স্নানপানাদ্যৈর্নয়তীন্দ্রপদং জগৎ ॥ ৩৯

যো গঙ্গাং ভজতে নিত্যং শঙ্করো লোকশঙ্করঃ। লিঙ্গরূপী কথং তস্য মহিমা পরিকীর্ত্ত্যতে
হরিরূপধরং লিঙ্গং লিঙ্গরূপধরো হরিঃ। ঈষদপ্যন্তরং নাস্তি ভেদকৃৎ পাপমশ্নুতে॥ ৪১
অনাদিনিধনে দেবে হরিশঙ্করসংজ্ঞিতে। অজ্ঞানসাগরে মগ্না ভেদং কুর্ব্বন্তি পাপিনঃ॥ ৪২
যো দেবো জগতামীশঃ কারণানাঞ্চ কারণম্। যুগান্তে জগদত্তোত্তরুদ্ররূপধরোঽব্যয়ঃ॥ ৪৩
রুদ্রো বৈ বিষ্ণুরূপেণ পালয়ত্যখিলং জগৎ। ব্রহ্মরূপেণ সৃজতি তদন্তেহপ স্বয়ং হরিঃ॥ ৪৪
হরিশঙ্করয়োর্ম্মধ্যে ব্রহ্মণশ্চাপি যো নরঃ। ভেদকৃন্নরকং ভুঙ্‌ক্তে যাবদাচন্দ্রতারকম্॥ ৪৫
হরং হরিং বিধাতারং যঃ পশ্যেদেকরূপিণম্। স যাতি পরমানন্দং শাস্ত্রাণামেষ নির্ণয়ঃ॥ ৪৬
যোঽসাবনাদিঃ সর্ব্বজ্ঞো জগতামাদিকৃদ্বিভুঃ। নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র লিঙ্গরূপী জনার্দ্দনঃ॥৪৭
কাশীবিশ্বেশ্বরং লিঙ্গংজ্যোতির্লিঙ্গংতদুচ্যতে। তং দৃষ্ট্বা পরমং জ্যোতিরাপ্নোতিমনুজোত্তমঃ
ধাতুমৃদ্দারুপাষাণলেখ্যজা মূর্ত্তিরুত্তমা। শিবস্যাপ্যচ্যুতস্যাপি তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥ ৪৯
তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ। পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥ ৫০
যো বদেৎ সততং ভক্ত্যা পুরাণানি দ্বিজোত্তমাঃ। আত্মার্থং বা পরার্থং বা স হরির্নাত্রসংশয়ঃ
কর্ম্মণা মনসা বাচা যো বিষ্ণুং ভজতে সদা। শিবং বা পূজয়েন্নিত্যং তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥৫২
পুরাণসংহিতাবক্তা হরিরিত্যভিধীয়তে। তদ্ভক্তিং কুর্ব্বতাং নৃণাং গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে॥ ৫৩
পুরাণশ্রবণে ভক্তির্গঙ্গাস্নানোপমা স্মৃতা। তদ্বক্তরি চ যা ভক্তিঃ সা প্রয়াগোপমা স্মৃতা॥ ৫৪
পুরাণৈর্ধর্ম্মকথনৈর্যঃ সমুদ্ধরতে জনম্। সংসারসাগরে মগ্নং স হরির্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৫
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থংনাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ। নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবো নাস্তি তত্ত্বংগুরোঃপরম্
যথা বেদঃ পরো মন্ত্রো যথা স্বাত্মাধিদেবতা। যথা পরং ধনং বিদ্যা তথা গঙ্গা পরা স্মৃতা॥ ৫৭
বর্ণানাং ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাস্তারাণাং গ্লৌর্যথোত্তমঃ। যথা পয়োধিঃ সিন্ধূনাংতথা গঙ্গা পরা স্মৃতা
নাস্তি শাস্ত্রেঃপরো বন্ধুর্নাস্তিসত্যাৎপরন্তপঃ। নাস্তিমোক্ষাৎপরো লাভো নাস্তিগঙ্গাসমানদী
গঙ্গায়াঃ পরমং নাম পাপারণ্যদবানলঃ। ভবব্যাধিহরা গঙ্গা তস্মাৎ সেব্যা প্রযত্নতঃ॥ ৬০
গায়ত্রী জাহ্নবী চোভে সর্ব্বপাপহরে স্মৃতে। এতয়োর্ভক্তিহীনো যস্তং বিদ্যাৎ পতিতং দ্বিজাঃ
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা লোকস্যাস্য চ জাহ্নবী। উভে তে সর্ব্বপাপানাং নাশকারণতাং গতে॥
যস্য প্রসন্না গায়ত্রী তস্য গঙ্গা প্রসীদতি। বিষ্ণুভক্তিযুতে তে তু সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদে॥ ৬৩
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ফলরূপে নিরঞ্জনে। সর্ব্বলোকানুগ্রহার্থং প্রবর্ত্তেতে মহোত্তমে॥ ৬৪
অতীবদুর্লভা নৃণাং গায়ত্রী জাহ্নবী তথা। তথৈব তুলসীভক্তির্হরিভক্তিশ্চ সাত্ত্বিকী॥ ৬৫
অহো গঙ্গা মহাভাগা স্মৃতা পাপপ্রণাশিনী। হরিলোকপ্রদা দৃষ্টা পীতা সারূপ্যদায়িনী॥ ৬৬
যত্র স্নাতা নরা যান্তি বিষ্ণোঃ পদমনুত্তমম্। স্নাতা পীতা চ পরমা বরমোক্ষপ্রদায়িনী॥ ৬৭
নারায়ণো জগদ্ধাতা বাসুদেবঃ সনাতনঃ। গঙ্গানামপরাণাস্তু বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ॥ ৬৮
গঙ্গাজলকণেনাপি যঃ সিক্তো মনুজোত্তমঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্॥ ৬৯
যদ্বিন্দুসেবনাদেব সগরান্বয়সম্ভবাঃ। বিহায় রাক্ষসং ভাবং প্রযান্তি পরমং পদম্॥ ৭০

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ।

কো যো গঙ্গাপ্রভাবেন মোচিতঃ সগরান্বয়ে। সগরঃ কতমো রাজা কুত্র জাতো মুনীশ্বর॥ ১
ভগীরথস্তৎকুলজো গঙ্গামাহৃতবান্ কিল। সূত তৎসর্ব্বমস্মাকং বিস্তরাদ্বক্তুমর্হসি॥ ২

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে নারদেন প্রভাষিতম্। সমাকৃ সনৎকুমারায় গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৩
সর্ব্বে যূয়ং মহাভাগাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ। যতঃ প্রভাবং গঙ্গায়া ভক্তিতঃ শ্রোতুমুদ্যতাঃ॥ ৪
মাহাত্ম্যশ্রবণং রাজা গঙ্গায়াঃ সুকৃতাত্মনাম্। দুর্লভং প্রাহুরত্যন্তং মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৫
শৃণুধ্বমৃষয়শ্চিত্রং সগরাখ্যানমুত্তমম্। গঙ্গাকণাভিষেকেণ গতং বিষ্ণুপদং যথা॥ ৬
আসীদ্রবিকুলে রাজা বাহুর্নাম বৃকাত্মজঃ। বুভুজে পৃথিবীং সর্ব্বাং ধর্ম্মতো ধর্ম্মতৎপরঃ॥ ৭
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্যে চ জন্তবঃ। পালিতাঃস্বস্ববৃত্ত্যৈব তস্মাদ্বাহুর্বিশাম্পতিঃ॥
ঈজে সোঽশ্বমেধান্ বৈ সপ্তদ্বীপেষু সপ্ততিম্। অতর্পয়ৎ সুরান্ সর্ব্বান্ গেহে মাল্যাদিভির্দ্বিজাঃ
সর্ব্বস্ব নাস্তি শাস্ত্রেষু রাজেষ্টি পরিপন্থিনঃ। মেনে কৃতার্থমাত্মানমনন্যমুপকারিণম্॥ ১০
চন্দনানি মনোজ্ঞানি অনুলিম্পন্ নরঃ সদা। বিভূষণান্যুপস্কুর্ব্বংস্তদ্রাষ্ট্রে সুখিনো জনাঃ॥ ১১
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী ফলপুষ্পসমন্বিতা। ববর্ষ বৃষ্টিং দেবেন্দ্রঃ কালে কালে মুনীশ্বরাঃ॥ ১২
সতো ধর্ম্মানুসারেণ প্রজা ধর্ম্মেণ পালিতাঃ। অভয়স্তাতপন সাধু নিগ্রহাহেন সর্ব্বদা॥ ১৩
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ কৃতজ্ঞঃ শুভলক্ষণঃ। অরক্ষদ্বাং সহস্রাণাং সমানাং নবতিং গুণী॥ ১৪
একদা তস্য রাজ্যে বৈ সর্ব্বসম্পত্তিনাশকৃৎ। অহঙ্কারো মহান্ জজ্ঞে অসূয়া লোভহেতুকঃ॥১৫
অহং রাজা সমস্তানাং লোকানাং শাসকো বশী। ময়াঽকারি ক্রতুচয়ো মত্তঃ পূজ্যোঽস্তি কঃ পরঃ
অহং বিচক্ষণঃ শ্রীমান্ জিতাঃ সর্ব্বে ময়ারয়ঃ। পাতা সমস্তদ্বীপানাং বিশ্বজিচ্ছিক্ষকো গুণী॥
অহঙ্কারস্থিতো দণ্ড রক্ষিতা শিক্ষকো গুণী। বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো নীতিশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
অজেয়োঽব্যাহতৈশ্বর্য্যো মত্তঃ কোঽন্যোঽধিকো বিভুঃ॥ ১৮
এবং তস্য মতৌ সক্তো হ্যহঙ্কারো বিমোহকঃ। নাশহেতুঃ সমস্তানাং সম্পদামভবন্মুনে॥ ১৯
অহঙ্কারঃ স্থিতো যত্র তত্র কামাদয়ো ধ্রুবম্। যেষু স্থিতেষু স নরো বিনশ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২০
যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা। একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্॥ ২১
তস্যাসূয়া সুমহতী জাতা লোকবিরোধিনী। স্বদেহনাশিনী পাপা সর্ব্বসম্পদ্বিনাশিনী॥ ২২
বিবেকহীনে পুরুষে যদি সম্পৎ প্রবর্ত্ততে। অতীব চঞ্চলা জ্ঞেয়া তটিনী শারদীব সা॥ ২৩
অসূয়াবিষ্টমনসাং যদি সম্পৎ প্রবর্ত্ততে। তৃণাগ্নিবায়ুসংযোগমিব জানীধ্বমুত্তমাঃ॥ ২৪
অসূয়োপেতমনসাং দম্ভাচারবতাং তথা। পরুষোক্তিরতানাঞ্চ সুখং নেহ পরত্র চ॥ ২৫
অসূয়াবিষ্টমনসাং সদা নিষ্ঠুরভাষিণাম্। প্রিয়া বা তনয়া বাপি বান্ধবা বাপ্যরাতয়ঃ॥ ২৬
যোঽসূয়াং কুরুতে নিত্যং সমীক্ষ্য চ পরশ্রিয়ম্। সর্ব্বস্বপক্ষচ্ছেদায় কুঠারো নাত্র সংশয়ঃ॥২৭

তপোনিধিস্তেজসাং রাশিরৌর্ব্বঃ পুণ্যতমো মুনিঃ। প্রাপ্তবাংস্তরসা সাধ্বী যত্র বাহুপ্রিয়া স্থিতা
চিতামারোঢ়ুমুদ্যুক্তাং তাং দৃষ্ট্বা মুনিসত্তমঃ। প্রোবাচ ধর্ম্মমূলানি বাক্যানি বিবুধর্ষভাঃ॥ ৬৩

ঋষিরুবাচ।

রাজবর্য্যপ্রিয়ে সাধ্বি মা কুরুষ্বাতিসাহসম্। তবোদরে চক্রবর্ত্তী শত্রুহন্তা হি তিষ্ঠতি॥ ৬৪
বালাপত্যাশ্চ গর্ভিণ্যো হ্যদৃষ্টঋতবস্তথা। রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে॥ ৬৫
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং প্রোক্তা নিষ্কৃতিরুত্তমৈঃ। দম্ভস্য নিন্দকস্যাপি ভ্রূণঘ্নস্য ন নিষ্কৃতিঃ॥ ৬৬
নাস্তিকস্য কৃতঘ্নস্য ধর্ম্মোপেক্ষারতস্য চ। বিশ্বাসঘাতকস্যাপি নিষ্কৃতির্নাস্তি সুব্রতে॥ ৬৭
তস্মাদেতন্মহাপাপং কর্ত্তুং নার্হসি ভাবিনি। তদেতদ্দুঃখমুৎপন্নং তৎসর্ব্বং শান্তিমেষ্যতি॥ ৬৮
ইত্যুক্তা মুনিনা সাধ্বী নিশম্য তদনুগ্রহম্। বিললাপাতিদুঃখার্ত্তা নিগৃহ্য চরণৌ মুনেঃ॥ ৬৯
ঔর্ব্বোঽপি তাং পুনঃ প্রাহ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ। মা রোদী রাজতনয়ে শ্রিয়মগ্র্যাং গমিষ্যসি
মা মুঞ্চাশ্রু মহাবুদ্ধে প্রেতং দহতি তত্ত্বতঃ। তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য কুরু কালোচিতাং ক্রিয়াম্
পণ্ডিতে বাতিমূর্খে বা দরিদ্রে বা শ্রিয়ান্বিতে। দুর্ব্বৃত্তে বা সতোবাপিমৃত্যোঃ সর্ব্বত্রতুল্যতা॥
নগরে বা বনে বাপি সমুদ্রে পর্ব্বতেঽপি বা। যৎকৃতং জন্তুনা যেন তদ্ভোক্তব্যং ন সংশয়ঃ॥ ৭৩
অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্। সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে॥ ৭৪
যদস্যৎপুরাতনং কর্ম্ম তত্তদেবেহ ভুজ্যতে। কারণং দৈবমেবাত্র নান্যোঽস্ত্যোপাধিকোজনঃ॥ ৭৫
গর্ভে বা বাল্যভাবে বা যৌবনে বাপি বার্দ্ধকে। মৃত্যোর্বশং প্রয়াতব্যং জন্তুভিঃ কমলাননে॥
হন্তি পাতি চ গোবিন্দো জন্তূন্ কর্ম্মবশস্থিতান্। প্রবাদং রোপয়ন্ত্যজ্ঞা হেতুমাত্রেষু জন্তুষু॥ ৭৭
তস্মাদেতন্মহদ্দুঃখং পরিত্যজ্য সুখীভব। কুরু পত্যুশ্চ কর্ম্মাণি বিবেকেষু স্থিরা ভব॥ ৭৮
এতচ্ছরীরং দুঃখানাং ব্যাধীনামযুতৈর্যুতম্। দুঃখভোগমহৎক্লেশাকর্ম্মপাশেন যন্ত্রিতম্॥ ৭৯
ইত্যাশ্বস্য মহাবুদ্ধিস্তথা কর্ম্মাণ্যকারয়ৎ। ত্যক্তশোকা চ সা তন্বী ববন্দে চাব্রবীন্মুনিম্॥ ৮০
কিমত্র চিত্রং যৎ সন্তঃ পরার্থফলকাঙ্ক্ষিণঃ। নহি দ্রুমাঃ স্বভোগার্থং ফলন্তি পৃথিবীতলে॥ ৮১
যোঽন্যদুঃখানি বিজ্ঞায় সাধুবাক্যৈঃ প্রবোধয়েৎ। স এব বিষ্ণুঃ সত্ত্বস্থো মতঃ সর্ব্বহিতে রতঃ॥ ৮২
অন্যদুঃখেন যো দুঃখী যোঽন্যহর্ষেণ হৃষিতঃ। সএব জগতামীশো নররূপধরো হরিঃ॥ ৮৩
সদ্ভিঃ শ্রুতানি শাস্ত্রাণি সুখদুঃখবিমুক্তয়ে। সর্ব্বেষাং দুঃখনাশায় যদি সন্তো বদন্তি হি॥ ৮৪
যত্র সন্তঃ প্রবর্ত্তন্তে তত্র দুঃখং ন বাধতে। বর্ত্ততে যত্র মার্ত্তণ্ডঃ কথং তত্র তমো ভবেৎ॥ ৮৫
ইত্যেবংবাদিনী সা তু স্বপত্যুশ্চোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ। চকারতৎসরিত্তীরে মুনিচোদিতমার্গতঃ॥ ৮৬
তস্মিন্মুনৌ শবং দৃষ্টে স রাজা দেবরাড়িব। জ্বলদ্বিমানকোটীশঃ প্রপেদে পরমং পদম্॥ ৮৭
কলেবরং বা তদ্ভস্ম তদ্ধূমমথাপি সত্তমাঃ। যদি পশ্যতি পুণ্যাত্মা স যাতি পরমং পদম্॥ ৮৮
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ। পরং পদং প্রয়াত্যেব মহদ্ভিরবলোকিতঃ॥ ৮৯
পত্যুঃ কৃতক্রিয়া সা তু গত্বাশ্রমপদং মুনেঃ। চকারাহর্নিশং তত্র শুশ্রূষামাদরাৎ পরাম্॥ ৯০

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সা তস্যাহর্দিনং চক্রে শুশ্রূষাং ভক্তিসংযুতাম্। ভূলেপনাদিভিঃ সম্যক্ সাধ্বী সদ্ভাবসংযুতা॥ ১
গতে বহুতিথে কালে গরেণ সহিতং সুতম্। লেভে পুণ্যতমে কালে শুশ্রূষাগতকল্মষা॥ ২
অহো সৎসঙ্গতির্লোকে কিং বিষং ন নিবারয়েৎ। ন দদাতি শুভং কিং বা নরাণাং মুনিসত্তমাঃ
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং যচ্চাপি কারিতং পরৈঃ। তৎসর্ব্বং নাশয়ত্যাশু পরিচর্য্যা মহাত্মনাম্॥
জড়োঽপি যাতি পূজ্যত্বং সৎসঙ্গাজ্জগতীতলে। কলামাত্রোঽপি যশ্চন্দ্রঃ শম্ভুনা স্বীকৃতো যথা
সৎসঙ্গতিঃ পরাং মুক্তিং দদাতি হি নৃণাং সদা। ইহামুত্র চ বিপ্রেন্দ্রাঃ সন্তঃ পূজ্যতমাস্ততঃ॥ ৬
অহো মহদ্গুণান্ বক্তুং কঃ সমর্থো মুনীশ্বরাঃ। গর্ভস্থিতো গরো নষ্টঃ সত্ত্বেষ্বপি সমাশ্রয়ঃ॥ ৭
গরেণ সহিতং পুত্রং দৃষ্ট্বা তেজোনিধির্মুনিঃ। জাতকর্ম্ম চকারাসৌ নাম্না চ সগরং তথা॥ ৮
পুপোষ সগরং বালং মধুক্ষীরাদিভির্মুনিঃ। তপঃপ্রভাবসম্পন্নৈরৌর্ব্বস্তং তেজসাং নিধিঃ॥ ৯
কৃত্বা চৌড়াদিকর্ম্মাণি সগরস্য মুনীশ্বরঃ। শাস্ত্রাণ্যধ্যাপয়ামাস রাজযোগ্যানি মন্ত্রবিৎ॥ ১০
সমর্থং সগরং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদুত্তীর্ণশৈশবম্। মন্ত্রবৎ সর্ব্বশস্ত্রাণি দত্তবান্ মুনিসত্তমঃ॥ ১১
সগরঃ শিক্ষিতস্তেন সম্যগৌর্ব্বেণ সত্তমাঃ। বভূব বলবান্ ধন্বী কৃতজ্ঞো গুণবাঞ্ছুচিঃ॥ ১২
ধর্ম্মজ্ঞঃ সোঽপি সগরো মুনেরমিতবিক্রমঃ। সমিৎকুশাদিকং সোঽথ কল্যং কল্যমুপানয়ৎ॥ ১৩
স কদাচিদ্গুণনিধিঃ প্রণিপত্য স্বমাতরম্। উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা সগরো বিনয়ান্বিতঃ॥ ১৪

সগর উবাচ।

মাতঃ ক্ব যাতো মত্তাতঃ কুত্রাস্তে নাম তস্য কিম্। সোঽপি কঃ সর্ব্বমেতন্মে যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥
পিত্রা বিহীনা যে লোকে জীবন্তোঽপি মৃতোপমাঃ। দরিদ্রোঽপি পিতা যস্যাস্তে স ধনদোপমঃ
যস্য মাতা পিতা নাস্তি সুখং তস্য ন বিদ্যতে। ধর্ম্মহীনো যথা মর্ত্ত্যঃ পরত্রামুত্র সত্তমে॥ ১৭
মাতঃ পিতৃবিহীনস্যাপ্রাজ্ঞস্যাপ্যবিবেকিনঃ। অপুত্রস্য বৃথা জন্ম ঋণগ্রস্তস্য চৈব হি॥ ১৮
চন্দ্রহীনা যথা রাত্রিঃ পদ্মহীনং যথা সরঃ। পতিহীনা যথা নারী তথা পিতৃবিয়োজিতঃ॥ ১৯
ধর্ম্মহীনো যথা জন্তুর্ধনহীনো যথা গৃহী। শিশুহীনং যথা বেশ্ম তথা পিতৃবিয়োজিতঃ॥ ২০
হরিভক্তিবিহীনস্তু যথা ধর্ম্মো মুনীশ্বরাঃ। ন ফলেত মনুষ্যাণাং তথাঽপিতৃকজীবনম্॥ ২১
অস্বাধ্যায়ো যথা বিপ্রোঽনাতিথেয়ো যথা গৃহী। দানশূন্যং যথা দ্রব্যং তথা পিতৃবিয়োজিতঃ
সত্যহীনং যথা বাক্যং সদ্ভির্হীনা যথা সভা। তপো যথা দয়াহীনং তথা পিতৃবিয়োজিতঃ॥ ২৩
গুণহীনা যথা নারী জলহীনা যথা নদী। অশান্তিদা যথা বিদ্যা তথাঽপিতৃকজীবনম্॥ ২৪
যথা লঘুতরো লোকে মাতর্যাচ্ঞাপরো নরঃ। তথা পিতৃবিহীনস্তু লঘুর্দুঃখশতান্বিতঃ॥ ২৫

সূত উবাচ।

ইতীরিতং সুতেনৈষা শ্রুত্বা নিশ্বস্য দুঃখিতা। আদিতস্তু যথাবৃত্তং সর্ব্বং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ॥ ২৬
তচ্ছ্রুত্বা সগরঃ ক্রুদ্ধঃ কোপসংরক্তলোচনঃ। হনিষ্যামি রিপূন্ সদ্যঃ প্রতিজ্ঞামকরোত্তদা॥ ২৭
প্রদক্ষিণীকৃত্য পুনর্জননীং প্রণম্য সঃ। প্রস্থাপিতঃ প্রতস্থে চ তেনৈব মুনিনা তদা॥ ২৮

আয়ুঃসন্তানতেজোভির্যঃ শীঘ্রং নাশমেষ্যতি। স বাধতে জনং সর্ব্বমিতি সন্তো বদন্তি হি ॥৯০
অহোভিরল্পৈরেবাশু তেষাং নাশো ভবিষ্যতি। তস্মাদ্দুঃখং পরিত্যজ্য গচ্ছধ্বং নাকমুত্তমাঃ ॥
ইত্যুক্তা মুনিনা তেন কপিলেন মহাত্মনা। প্রণম্য তং যথান্যায়ং গতা নাকং দিবৌকসঃ ॥ ৯২
অত্রান্তরে তু সগরো বশিষ্ঠাদ্যৈর্ম্মহর্ষিভিঃ। আরেভে হয়মেধাখ্যং যজ্ঞং কর্ত্তুমনুত্তমম্ ॥ ৯৩
তং যজ্ঞযোজিতং সপ্তিমপহৃত্য সুরেশ্বরঃ। পাতালে স্থাপয়ামাস কপিলো যত্র তিষ্ঠতি ॥৯৪
গূঢ়বিগ্রহশক্রেণ হৃতমশ্বন্তু সাগরাঃ। অজ্ঞাত্বা বভ্রমুর্লোকান্ ভূরাদীন্ সপ্ত বিস্মিতাঃ ॥ ৯৫
অদৃষ্টবন্তস্তত্র পাতালে গন্তুমুদ্যতাঃ। চখ্নুর্ম্মহীতলং সর্ব্বে ত্বৈকৈকযোজনং পৃথক্ ॥ ৯৬
মৃত্তিকাং খনিতাং কাশ্চিদব্ধিতীরে সমাকিরন্। একৈকযোজনোদ্ভূতাং প্রত্যেকন্তে হ্যতক্ষয়ন্
তদ্দ্বারেণ গতাঃ সর্ব্বে পাতালং সগরাত্মজাঃ। বিচেষ্টন্তো হয়ং তত্র যযুঃ শীঘ্রং রসাতলম্ ॥৯৮
তত্রাপশ্যন্ মহাত্মানং কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্। কপিলং ধ্যাননিরতং সপ্তিঞ্চৈব তদন্তিকে ॥ ৯৯
প্রমত্তাঃ পাপনিরতাঃ সাগরা অবিবেকিনঃ। সর্ব্বে তে সহসা ত্বেত্য মুনিং বদ্ধুং সমুদ্যতাঃ ॥
হন্যতাং হন্যতামেষ বধ্যতাং বধ্যতামিতি। গৃহ্যতাং গৃহ্যতামাশু ইত্যূচুস্তে পরস্পরম্ ॥ ১০১
হৃতাশ্বং সাধুবদসৌ বকধ্যানপরায়ণঃ। আড়ম্বরমহো লোকে কুর্ব্বন্তি সততং খলাঃ।
ইত্যুক্তবন্তো জহসুঃ কপিলং তে মুনীশ্বরম্ ॥ ১০২
সমস্তেন্দ্রিয়সম্মোহং নিয়ম্যাত্মানমাত্মনি। পশ্যন্ মুনিবরস্তেষাং তৎকর্ম্মজ্ঞোঽভবন্নহি ॥ ১০৩
আসন্নমৃত্যবস্তন্তু বিনষ্টমতয়ো মুনিম্। পদ্ভিঃ সন্তাড়য়ামাসুর্বাহুঞ্চ জগৃহুঃ পরে ॥ ১০৪
পরিত্যক্তসমাধিস্তু তান্ দৃষ্ট্বা বিস্মিতো মুনিঃ। উবাচ ভাবগম্ভীরং লোকোপদ্রবকারিণঃ ॥ ১০৫
ঐশ্বর্য্যমদমত্তানাং ক্ষুধিতানাঞ্চ কামিনাম্। অহঙ্কাররতানাঞ্চ বিবেকো নহি জায়তে ॥ ১০৬
নিধেরাধারমাত্রেণ মহী জ্বলতি সর্ব্বদা। তমেব মানবো ভুক্ত্বা জ্বলতীতি কিমদ্ভুতম্ ॥ ১০৭
কিমত্র চিত্রং সুজনান্ বাধন্তে যদি দুর্জ্জনাঃ। মহীরুহাংস্তটরুহান্ পাতয়ন্তি নদীরয়াঃ ॥ ১০৮
যত্র শ্রীর্যৌবনং বাপি পরদারোঽপি তিষ্ঠতি। তত্র সর্ব্বান্ধতা নিত্যমৌঢ্যঞ্চাপি প্রজায়তে ॥
অহো কনকমাহাত্ম্যং ব্যাখ্যাতুং কেন শক্যতে। নামসাম্যাদহো চিত্রং ধুস্তুরোঽপি মদপ্রদঃ
ভবেদ্যদি খলস্য শ্রীঃ সৈব লোকবিনাশিনী। যথা সখাগ্নেঃ পবন উরগস্য পয়ো যথা ॥ ১১১
অহো ধনমদান্ধস্তু পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। যদি পশ্যত্যাত্মহিতং স পশ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১১২
ইত্যুক্তা কপিলঃ ক্রুদ্ধো নেত্রাদগ্নিং বিসৃষ্টবান্। স বহ্নিঃ সাগরান্ সর্ব্বান্ ভস্মসাদকরোত্তদা
তন্নেত্রজানলং দৃষ্ট্বা পাতালতলবাসিনঃ। অকালপ্রলয়ং মত্বা চুক্রুশুঃ সকলা জনাঃ ॥ ১১৪
তদগ্নিতাপিতাঃ সর্ব্বে দন্দশূকাশ্চ রাক্ষসাঃ। সাগরং বিবিশুঃ সর্ব্বে সতাং কোপো হি দুঃসহঃ
অথ তস্য মহীপস্য সমাগম্যাধ্বরং তদা। নারদঃ সগরায়ৈতদ্যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ ॥ ১১৬
এতৎ সর্ব্বং সমাকর্ণ্য সগরঃ সর্ব্ববিৎ প্রভুঃ। দৈবেন শিক্ষিতা দুষ্টা ইত্যুবাচাতিহর্ষিতঃ ॥ ১১৭
মাতা বা জনকো বাপি ভ্রাতরস্তনয়োঽপি বা। অধর্ম্মং কুর্ব্বতে নিত্যং স এব রিপুরুচ্যতে ॥
যঃ স্বধর্ম্মেষ্বনিরতঃ সর্ব্বলোকবিরোধকৃৎ। তং রিপুং পরমং বিদ্যাচ্ছাস্ত্রাণামেষ নির্ণয়ঃ ॥ ১১৯
সগরঃ পুত্রনাশেঽপি ন কদাচিচ্ছুশোচ হ। দুর্বৃত্তনিধনং যস্মাৎ সতামুৎসাহকারণম্ ॥ ১২০
যজ্ঞেষ্বনধিকারত্বাদপুত্রাণাং মহীপতিঃ। অসমঞ্জসপুত্রং তং পৌত্রং জগ্রাহ পুত্রবৎ ॥ ১২১
অংশুমন্তং মহাবীর্য্যং সুধিয়ং বাগ্মিনাং বরম্। যুযোজ সগরভূপো হয়ানয়নকর্ম্মণি ॥ ১২২

স গত্বা তদ্বিলদ্বারা দৃষ্ট্বা তং মুনিপুঙ্গবম্। কপিলং তেজসাং রাশিং সংপূজ্য চ ননাম চ ॥১২৩
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বিনয়াৎ পার্শ্বসংস্থিতঃ। অর্ঘ্যাদিপূজিতং শান্তং মুনিমেতদুবাচ সঃ ॥১২৪
অংশুমানুবাচ।
দৌঃশীল্যং যৎ কৃতং ব্রহ্মন্ মত্তাতৈস্তৎক্ষমস্ব মে। পরোপদেশনিরতাঃ ক্ষমাসারা হি সাধবঃ ॥
দুর্জ্জনেঽপি সদৈবেমং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ। ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চাণ্ডালবেশ্মনি ॥১২৬
বাধ্যমানোঽপি সুজনঃ সর্ব্বেষাং হিতকৃদ্ভবেৎ। দদাতি পরমাং তুষ্টিং ভুজ্যমানোঽমরৈঃ শশী
দারিতশ্ছেদিতো বাস্থামোদেনৈব তু চন্দনঃ। সৌরভং কুরুতে সর্ব্বং তথৈব সুজনো জনঃ ॥
ক্ষমাঢ্যা তপসাচারৈঃ সদ্গুণস্থা মুনীশ্বরাঃ। সঞ্জাতাঃ শাসিতুং লোকাংস্তান্ বিদুঃ পুরুষোত্তমান্
নমো ব্রহ্মন্ মুনে তুভ্যং নমস্তে ব্রহ্মমূর্ত্তয়ে। নমো ব্রহ্মণ্যশীলায় ব্রহ্মধ্যানপরায় তে ॥ ১৩০
ইতি স্তুতো মুনিস্তেন প্রসন্নবদনস্তদা। বরয়েতি বরং প্রাহ প্রসন্নোঽস্মীতি সাদরম্ ॥ ১৩১
এবমুক্তে মুনৌ তস্মিন্নংশুমান্ প্রণিপত্য তম্। প্রাপয়াস্মৎ পিতৄন্ ব্রহ্মলোকমিত্যভ্যভাষত ॥
ততস্তস্যোক্তিসন্তুষ্টো মুনিস্তং প্রাহ সাদরম্ ॥ ১৩৩
কপিল উবাচ।
গঙ্গামানীয় পৌত্রস্তে বরিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৪
ত্বৎপৌত্রেণ সমানীতা গঙ্গা পুণ্যজলা নদী। কৃত্বে তান্ হতপাপান্ বৈ নয়িষ্যতি পরং পদম্
প্রাপয়েমং হয়ং পুত্র পিতামহমখোচিতম্। ভব ধর্ম্মপরো নিত্যমতঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১৩৬
ইত্যুক্তঃ স প্রণম্যাশু হয়মাদায় সত্বরঃ। সগরং তং পুনঃ প্রাপ্য যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ ॥ ১৩৭
জজ্ঞে হ্যংশুমতস্তস্মাদ্দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ। তস্মাদ্ভগীরথো জাতো গঙ্গামানীতবান্ হি যঃ ॥
ভগীরথান্বয়ে জাতঃ সুদাসাখ্যো মহাবলী। তস্য পুত্রো মিত্রসহঃ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতঃ ॥১৩৯
বশিষ্ঠশাপতঃ প্রাপ্তঃ সৌদাসো রাক্ষসীং তনুম্। গঙ্গাবিন্দুভিষেকেণ বিমুক্তিং প্রাপ্তবান্ পুনঃ

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।
শপ্তঃ কথং বশিষ্ঠেন সৌদাসো মুনিসত্তম। গঙ্গাবিন্দ্বভিষেকেণ কথং ভূয়ো বিমোচিতঃ ॥ ১
সর্ব্বমেতদশেষেণ সূত নো বক্তুমর্হসি। শৃণ্বতাং বদতাঞ্চৈব গঙ্গা পাপপ্রণাশিনী ॥ ২
সূত উবাচ।
সৌদাসঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞো গুণবাঞ্শুচিঃ। বুভুজে পৃথিবীমেতাং ধর্ম্মৈকরসনিষ্ঠিতঃ ॥ ৩
সগরেণ যথা পূর্ব্বং মহীয়ং সপ্তসাগরা। রক্ষিতা তেন বিধিবৎ তথা ধর্ম্মাবিরোধিনী ॥ ৪
পুত্রপৌত্রসমাযুক্তঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ। ত্রিংশদব্দসহস্রাণি বুভুজে পৃথিবীং পুরা ॥ ৫
সৌদাস একদা রাজা মৃগয়াভিরতির্বনম্। বিবেশ সবলঃ সম্যক্ শোভিতো ম্যাত্তু মন্ত্রিভিঃ ॥৬
বনে স বিচরন্ রাজা নিসূদন্ মৃগসঞ্চয়ান্। আজগাম নদীং রেবাং মধ্যাহ্নেঽতিপিপাসিতঃ ॥৭

কল্মাষপাদো মতিমান্ প্রিয়য়া শমিতস্তদা। মনসা ভীতিমাপন্নো ববন্দে চরণৌ গুরোঃ ॥ ৩৮
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়ান্বয়কোবিদঃ। ক্ষমস্ব ভগবন্ সর্ব্বং নাপরাধঃ কৃতো ময়া ॥ ৩৯
পুনশ্চোবাচ ভূপালং মুনির্নিশ্বস্য দুঃখিতঃ। আত্মানং গর্হয়ামাস ত্ববিবেকপরায়ণম্ ॥ ৪০
অবিবেকো হি সর্ব্বাসাং পরমং পদমাপদাম্। বিবেকরহিতো লোকে পশুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪১
রাজ্ঞস্ত জ্ঞানশূন্যত্বাদেতৎকর্ম্মোচিতং কৃতম্। বিবেকরহিতোঽহং বৈ মহাপাপং সমাচরে ॥ ৪২
বিবেকনিরতো যাতি সোঽবা ক্বাপি নির্বৃতিম্। বিবেকরহিতো [illegible]
প্রত্যুবাচ মুনির্ভূপমিত্যাত্মানমাত্মনা ॥ ৪৩

বশিষ্ঠ উবাচ।

যাতান্তিকমেতদিতি দ্বাদশাব্দং ভবিষ্যতি ॥ ৪৪
গঙ্গাবিন্দুভিষিক্তস্তু ত্যক্ত্বা বৈ রাক্ষসীং তনুম্। [illegible] পূর্ব্বরূপমবাপ্তো ভোক্ষ্যসে পৃথিবীমিমাম্
তদ্বিন্দুসেকসম্ভূতজ্ঞানেন হতকল্মষঃ। হরিসেবাপরো ভূত্বা পরাং শান্তিং গমিষ্যসি ॥ ৪৫
ইত্যুক্ত্বা ধর্ম্মসম্পন্নো বশিষ্ঠঃ স্বাশ্রমং যযৌ। রাজাপি দুঃখসম্পন্নো রাক্ষসীং তনুমাশ্রিতঃ ॥ ৪৭
ক্ষুৎপিপাসাবিশেষার্ত্তো নিত্যং ক্রোধপরায়ণঃ। কৃষ্ণপক্ষদ্যুতিভীমো বভ্রাম বিজনে বনে ॥ ৪৮
মৃগাংশ্চ বিবিধাংস্তত্র মানুষাংশ্চ সরীসৃপান্। বিহঙ্গাংশ্চ প্লবঙ্গাংশ্চ প্রসহ্য তানভক্ষয়ৎ ॥ ৪৯
অস্থিভির্বহুভির্বিপ্রাঃ পীতরক্তকলেবরৈঃ। রক্তপ্রেতকেশৈশ্চ তেনাসীদ্ভূর্ভয়ঙ্করী ॥ ৫০
ঋতুত্রয়ে স পৃথিবীং শতযোজনবিস্তৃতাম্। কৃত্বা বিদূষিতাং পশ্চাদন্যত্র জগাম পুনঃ ॥ ৫১
তত্রাপি কৃতবানিত্থং নরমাংসাশনঃ সদা। জগাম নর্ম্মদাতীরং মুনিসিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ৫২
বিচরন্ নর্ম্মদাতীরে সর্ব্বলোকভয়ঙ্করঃ। অপশ্যৎ কঞ্চন মুনিং রমন্তং প্রিয়য়া সহ ॥ ৫৩
ক্ষুধানলেন সন্তপ্তস্তং মুনিং সমুপাদ্রবৎ। জগ্রাহ চাতিবেগেন ব্যাঘ্রো মৃগশিশুং যথা ॥ ৫৪
ব্রাহ্মণী স্বপতিং বীক্ষ্য নিশাচরকরস্থিতম্। শিরস্যঞ্জলিমাধায় প্রোবাচ ভয়বিহ্বলা ॥ ৫৫

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়দায়াদ ত্রাহি মাং ভয়বিহ্বলাম্। প্রিয়াপ্রাণপ্রদানেন অসম্পূর্ণমনোরথাম্ ॥
নাম্না মিত্রসহস্ত্বং হি রবিবংশসমুদ্ভবঃ। ন রাক্ষসস্ততোঽনাথাং পাহি মাং বিজনে বনে ॥ ৫৭
যা নারী ভর্ত্তৃরহিতা জীবন্ত্যপি মৃতোপমা। তথাপি বালবৈধব্যং কিং বক্ষ্যামারিমর্দ্দন ॥ ৫৮
ন মাতাপিতরৌ জানে নাপি বন্ধুং কথঞ্চন। পতিরেব পরো বন্ধুঃ পরমং জীবনং মম ॥ ৫৯
ভবান্ বেত্ত্যখিলান্ ধর্ম্মান্ যোষিতাং বর্ত্তনং তথা। ত্রায়স্ব বন্ধুরহিতাং বালাপত্যাং জনেশ্বর ॥
কথং জীবামি পতিনা হীনাস্মিন্ বিজনে বনে। দুহিতৃত্বং তব গতা পাহি মাং পতিদানতঃ ॥ ৬১
প্রাণদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। বদন্তীতি মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রাণদানং কুরুষ্ব মে ॥ ৬২
ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসস্যাস্য সা পপাত পদদ্বয়ে। পতিদানেন মাং পাহি ত্বৎসুতাস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৩
ইতি সম্প্রার্থ্যমানোঽপি রাক্ষসো ব্রাহ্মণস্তু তম্। অভক্ষয়ৎকুমারাশিশুং ব্যাঘ্রো যথা বলাৎ ॥
ততো বিলপ্য বহুধা তস্য পত্নী পতিব্রতা। পূর্ব্বশাপহতং দৃষ্টমশপৎক্রোধিতা পুনঃ ॥ ৬৫
মৎপতিং সুরতাসক্তং যস্মাদ্ধিংসিতবান্ বলাৎ। তস্মাদ্ যদা রতিং যাসি তদা নাশমুপৈষ্যসি
শপ্ত্বৈবং ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধা পুনঃশাপান্তরং দদৌ। রাক্ষসত্বং ধ্রুবং তেঽস্তু মৎপতিং হতবান্ যতঃ ॥
সোঽপি শাপদ্বয়ং শ্রুত্বা তস্যা দত্তং নিশাচরঃ। প্রমন্যুঃ প্রাহ বিহজন্ মুখাদঙ্গারসঞ্চয়ম্ ॥ ৬৮

সৌদাস উবাচ।

দুষ্টে কথং প্রদত্তাসি বৃথা শাপমিমং মম। একস্যৈবাপরাধস্য শাপস্ত্বেকস্তথোচিতঃ॥ ৬৯
যস্মাচ্ছপ্তাসি দুষ্টাগ্রে ময়ি শাপান্তরং ততঃ। পিশাচযোনিমদ্যৈব যাহি পুত্রসমন্বিতা॥ ৭০
ইতি শপ্তা ব্রাহ্মণী সা পিশাচত্বং গতা তদা। ক্ষুধার্ত্তা সুস্বরং ভীতা রুরোদাপত্যসংযুতা॥ ৭১
রাক্ষসশ্চ পিশাচী চ ক্রোশন্তৌ বিজনে বনে। জগ্মতুর্নর্ম্মদাতীরে বটং রাক্ষসসেবিতম্॥ ৭২
উদাসীনং গুরোঃ কৃত্বা রাক্ষসীং তনুমাশ্রিতঃ। তত্রাস্তে দুঃখবহুলঃ কশ্চিল্লোকবিরোধকৃৎ॥৭৩
রাক্ষসঞ্চ পিশাচঞ্চ দৃষ্ট্বা স্ববটমাগতৌ। উবাচ ক্রোধবহুলো বটস্থো ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥ ৭৪

বটস্থব্রহ্মরাক্ষস উবাচ।

কিমর্থমাগতৌ ভীমৌ যুবাং মদ্রূপধারিণৌ। ঈদৃশৌ কেন পাপেন জাতৌ তৎসম্যগুচ্যতাম্॥৭৫
সৌদাসস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা তস্যা তেন চ যৎ কৃতম্। তৎ সর্ব্বং কথয়িত্বাস্মৈ পশ্চাদেতদুবাচ হ॥ ৭৬

সৌদাস উবাচ।

কস্ত্বং ভদ্র মহাভাগ ত্বয়া বৈ কিং কৃতং পুরা। শংসাস্মাতিস্নেহেন তৎ সর্ব্বং বক্তুমর্হসি॥ ৭৭
করোতি বঞ্চনং মিত্রে যো বা কো বা নরাধমঃ। স হি পাপফলং ভুঙ্‌ক্তে যুগানাং কোটিকোটিষু
নরাণাং সর্ব্বদুঃখানি হীয়ন্তে মিত্রদর্শনাৎ। তস্মান্মিত্রেষু সুমতির্ন কুর্য্যাদ্বঞ্চনং সদা॥ ৭৯
ব্যাধিতস্য দরিদ্রস্য বঞ্চিতস্যাতিদুঃখিনঃ। মিত্রস্য দর্শনাদেব সর্ব্বং দুঃখং বিনশ্যতি॥ ৮০
কল্মাষপাদেনেত্যুক্তো বটস্থো ব্রহ্মরাক্ষসঃ। উবাচ প্রীতিমাপন্নো ধর্ম্ম্যবাক্যানি সত্তমঃ॥ ৮১

বটস্থব্রহ্মরাক্ষস উবাচ।

অহমাসং পুরা বিপ্রো মাগধো বেদপারগঃ। সোমদত্ত ইতি খ্যাতো নাম্না ধর্ম্মপরায়ণঃ॥ ৮২
প্রমত্তোঽহং মহাভাগ বিদ্যয়া বয়সা ধনৈঃ। উদাসীনং গুরোঃ কৃত্বা প্রাপ্তবানীদৃশীং দশাম্॥৮৩
ন লভামি সুখং কিঞ্চিন্নিরাহারোঽতিদুঃখিতঃ। তথাপি ভক্ষিতা বিপ্রাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ
ক্ষুৎপিপাসাতুরো নিত্যং মনস্তাপেন পীড়িতঃ। জগদ্গ্রাসকরো নিত্যং মাংসাশনপরায়ণঃ॥ ৮৫
গুর্ব্ববজ্ঞা মনুষ্যাণাং রাক্ষসত্বপ্রদায়িনী। ময়ৈব দৃষ্টা সা বাঢ়ং ততো ধীমান্ ন কারয়েৎ॥ ৮৬

সৌদাস উবাচ।

গুরুস্তু কীদৃশঃ প্রোক্তঃ কস্ত্বয়া শ্লাঘিতঃ পুরা। সখে বদস্ব তৎসর্ব্বং পরং কৌতূহলং হি মে॥৮৭

সোমদত্ত উবাচ।

গুরবঃ সন্তি বহবঃ পূজ্যা বন্দ্যাশ্চ সাদরম্। তানহং কথয়িষ্যামি শৃণু নান্যমনাঃ সখে॥ ৮৮
অধ্যেতারশ্চ বেদানাং বেদার্থানাঞ্চ বোধকাঃ। যে চ শাস্ত্রার্থবক্তারো বক্তা ধর্ম্মাংশ্চ যঃ সদা॥৮৯
নীতিশাস্ত্রার্থবক্তারো মন্ত্রব্যাখ্যাকৃতশ্চ যে। মন্ত্রাণাং বেদবাক্যানাং সন্দেহচ্ছেদিনস্তথা॥ ৯০
ব্রতানি বদতে যস্তু ভয়ত্রাতা তথৈব চ। অন্নদাতোপনেতা চ যস্তু কর্ম্ম নিবারয়েৎ॥ ৯১
শ্বশুরো মাতুলশ্চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথা পিতা। নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি কৃতবাংশ্চ মহীপতে॥ ৯২
এতে বৈ গুরবঃ প্রোক্তাঃ কেচিদুক্তা ময়া তব। এতে বন্দ্যাশ্চ পূজ্যাশ্চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা

সৌদাস উবাচ।

বহবো গুরবঃ প্রোক্তা এতেষাং কতমো বরঃ। তত্র সর্ব্বে চ তুল্যা বা যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ৯৪

সোমদত্ত উবাচ।

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ যৎ পৃষ্টং তদ্বদাম্যহম্। অস্মাকমপি বেগেন মহচ্ছ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৯৫
বয়ং রাক্ষসভাবস্থাঃ ক্ষুৎপিপাসাতুরা অপি। গুরুমাহাত্ম্যনিরতাস্ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৯৬
এতে সম্মানপূজার্হাঃ সর্ব্বদা নাত্র সংশয়ঃ। তথাপি শৃণু বক্ষ্যামি শাস্ত্রাণাং সারমুত্তমম্ ॥ ৯৭
অধ্যাপকস্তু বেদানাং মন্ত্রব্যাখ্যানকৃৎ তথা। পিতা চ ধর্ম্মবক্তা চ বিশেষগুরবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯৮
এতেষামপি ভূপাল শৃণুষ্ব পরমং গুরুম্। সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞৈর্ভাবিতং প্রবদামি তে ॥ ৯৯
যঃ পুরাণানি বদতি ধর্ম্মযুক্তানি পণ্ডিতঃ। সংসারপাপবিচ্ছেদকারণানি স উত্তমঃ ॥ ১০০
বেদ পূজার্হকর্ম্মাণি দেবতাপূজনে ফলম্। ধর্ম্মোপায়ঞ্চ বদতি স গুরুঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥ ১০১
সর্ব্ববেদার্থসারাণি পুরাণানীতি দেবতাঃ। বদন্তি মুনয়শ্চৈব তদ্বক্তা পরমো গুরুঃ ॥ ১০২
যঃ সংসারার্ণবং তর্ত্তুমুদ্যোগং কুরুতে নরঃ। শৃণুয়াচ্চ পুরাণানি ইতি শাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্ ॥১০৩
সর্ব্বধর্ম্মাণি বক্ষ্যন্তি পুরাণানি দ্বিজোত্তমাঃ। তস্মাদ্বিচক্ষণৈর্জ্ঞেয়স্তদ্বক্তা পরমো গুরুঃ ॥ ১০৪
বেদব্যাসস্তু ধর্ম্মাত্মা বেদশাস্ত্রবিভাগকৃৎ। প্রোক্তবান্ সর্ব্বধর্ম্মাণি পুরাণেষু মহীপতে ॥ ১০৫
তর্কশ্চ বাদহেতুঃ স্যান্নীতিস্ত্বৈহিকসাধনম্। পুরাণানি মহাবুদ্ধে ইহামুত্র সুখায় বৈ ॥ ১০৬
যঃ শৃণোতি পুরাণানি সততং ভক্তিসংযুতঃ। তস্য স্যাদ্বিমলা বুদ্ধির্ভূপ ধর্ম্মপরায়ণা ॥ ১০৭
যঃ শৃণোতি পুরাণানি ভক্তিমান্ প্রণতঃ সদা। হরিভক্তির্ভবেৎ তস্য সমস্তগুণদায়িনী ॥ ১০৮
পুরাণশ্রবণান্নৃণাং বুদ্ধির্ধর্ম্মে প্রবর্ত্ততে। ধর্ম্মাৎ পাপানি নশ্যন্তি জ্ঞানং শুদ্ধঞ্চ জায়তে ॥ ১০৯
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যে ফলাস্ত্বভিলিপ্সবঃ। শৃণুয়ুস্তে মহাত্মানঃ পুরাণানি ন সংশয়ঃ ॥ ১১০
অহন্তু গৌতমাখ্যেন মুনিনা ব্রহ্মবাদিনা। শ্রুতবান্ সর্ব্বধর্ম্মাংশ্চ গঙ্গাতীরে মনোরমে ॥ ১১১
পুরাণশাস্ত্রকথনৈস্তেন সম্বোধিতো হ্যহম্। কৃতবান্ সর্ব্বধর্ম্মাংশ্চ তেনোক্তানখিলানহম্ ॥ ১১২
কদাচিৎ পরমেশস্য পূজাং কুর্ব্বন্নহং মঠে। উপস্থিতায়াপি তস্মৈ প্রণামং ন হ্যকারিষম্ ॥১১৩
ন তু শান্তো মহাবুদ্ধির্গৌতমস্তেজসাং নিধিঃ। ময়োদিতানি কর্ম্মাণি করোতীতি মুদং যযৌ
স ত্বর্চ্চিতো মহাদেবঃ শিবঃ সর্ব্বজগদ্গুরুঃ। গুর্ব্ববজ্ঞাকৃতং পাপং রাক্ষসত্বে নিযুক্তবান্ ॥১১৫
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি অবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ। মহৎসু তস্য নশ্যন্তি শ্রেয়োঽপত্যধনক্রিয়াঃ
শুশ্রূষাং কুরুতে যস্তু মহতাং সাদরং নরঃ। তস্য সম্পদ্ভবেৎ সাধ্বী ইতি প্রাহুর্বিপশ্চিতঃ ॥১১৭
তেন পাপেন দহ্যামি অহঞ্চৈব ক্ষুধাগ্নিনা। মোক্ষং কদাহং যাস্যামি ন জানে নৃপসত্তম ॥১১৮
এবং বদতি বিপ্রেন্দ্রা বটস্থেঽস্মিন্ নিশাচরে। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রসঙ্গেন তয়োঃ পাপং ক্ষয়ং গতম্ ॥১১৯
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ কশ্চিদ্বিপ্রোঽতিধার্ম্মিকঃ। কলিঙ্গদেশসম্ভূতো নাম্না গর্গ ইতি শ্রুতঃ ॥১২০
বহন্ গঙ্গাজলং স্কন্ধে স্তুবন্ বিশ্বেশ্বরং প্রভুম্। গায়ন্ নামানি তস্যৈব সমায়াতোঽতিহর্ষিতঃ ॥
তমাগতং মুনিং দৃষ্ট্বা পিশাচী রাক্ষসৌ চ তৌ। প্রাপ্তা বঃ পারণেত্যুক্ত্বা ভুজমুদ্যম্য তং যযুঃ
তেন কীর্ত্তিতনামানি শ্রুত্বা দূরে ব্যবস্থিতাঃ। অশক্তাস্তং দ্বিজং গন্তুমিদমূচুশ্চ রাক্ষসাঃ ॥ ১২৩

রাক্ষসা উচুঃ।

অহো ভদ্র মহাভাগ নমস্তুভ্যং মহাত্মনে। নামস্মরণমাহাত্ম্যাদ্রাক্ষসা অপি দূরগাঃ ॥ ১২৪
অস্মাভির্ভক্ষিতাঃ পূর্ব্বং বিপ্রাঃ কোটিসহস্রশঃ। নামপ্রাবরণং বিপ্র রক্ষতি ত্বাং মহাভয়াৎ ॥১২৫
নামশ্রবণমাত্রেণ রাক্ষসা অপি গোচরাঃ। পরাং শান্তিং সমাপন্না মহিমা হোঽচ্যুতস্য কঃ ॥১২৬

সর্ব্বথা ত্বং মহাভাগ রাগাদিরহিতো দ্বিজঃ। গঙ্গাজলাভিষেকেণ পাহ্যস্মাৎ পাতকোত্তমাৎ॥১২৭
হরিসেবাপরো ভূত্বা যস্ত্বাত্মানন্তু তারয়েৎ। স তারয়েজ্জগৎ সর্ব্বমিতি শংসন্তি সূরয়ঃ॥ ১২৮
অপাপকৃৎ হরের্নাম ঘোরসংসারভেষজম্। আত্মনো লভতে মুক্তিং তেনোপায়েন পণ্ডিতঃ॥১২৯
লৌহোডুপেন প্রতরন্ নিমজ্জত্যুদকে যথা। তথৈবাকৃতপুণ্যাস্তু তারয়ন্তি কথং পরান্॥ ১৩০
অহো চরিত্রং মহতাং সর্ব্বলোকসুখাবহম্। যথাহি সর্ব্বজগতাং হ্লাদকো বৈ কলানিধিঃ॥১৩১
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পবিত্রাণি দ্বিজোত্তম। তানি সর্ব্বাণি গঙ্গায়াঃ কণস্যাপ্যসমানি বৈ॥
তুলসীদলসংমিশ্রমপ্যং সর্ষপমাত্রকম্। গঙ্গাজলং পুনাত্যেব কুলানামেকবিংশতিম্॥ ১৩৩
তস্মাদ্ ব্রহ্মন্ মহাভাগ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদ। গঙ্গাজলপ্রদানেন পাহ্যস্মান্ পাপিকর্ম্মণঃ॥ ১৩৪
ইত্যাখ্যাতং রাক্ষসৈস্তৈর্গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্। নিশম্য বিস্ময়াবিষ্টো বভূব দ্বিজসত্তমঃ॥ ১৩৫
এষামপীদৃশী ভক্তির্গঙ্গায়াং লোকমাতরি। কিমু তৎপ্রভাবাণাং মহতাং পুণ্যশালিনাম্॥ ১৩৬
অথাসৌ মনসা ধর্ম্মং নিশ্চিত্য ব্রাহ্মণোত্তমঃ। সর্ব্বভূতহিতে যুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্॥
ততো বিপ্রঃ কৃপাবিষ্টো গঙ্গাজলমনুত্তমম্। তুলসীদলসংমিশ্রং তেষু রক্ষঃস্বসেচয়ৎ॥ ১৩৮
রাক্ষসাস্তেন সিক্তাস্তে সর্ষপোপমবিন্দুনা। বিহায় রাক্ষসং ভাবমভবন্ দেবতোপমাঃ॥ ১৩৯
ব্রাহ্মণী পত্রমুক্তা সা সোমদত্তস্তথৈব চ। কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশমাপন্নো বিবুধসভাঃ॥ ১৪০
শঙ্খচক্রগদাধারা হরিসারূপ্যমাগতাঃ। স্তুবন্তো ব্রাহ্মণং সম্যগ্জগ্মতুর্হরিমন্দিরম্॥ ১৪১
স তু কল্মাষপাদস্তু নিজরূপং সমাগতঃ। ততোঽপি মনসা চিন্তাং মহতীমাপ্তবাংস্তদা॥ ১৪২
তস্মিন্ রাজনি দুঃখার্ত্তে গূঢ়রূপা সরস্বতী। ধর্ম্মমূলং মহাবাক্যং বভাষে বিপ্রসত্তমাঃ॥ ১৪৩
ভো ভো রাজন্ মহাভাগ ন দুঃখং গন্তুমর্হসি। তথাপি রাজ্যভোগান্তে মহচ্ছ্রেয়ো ভবিষ্যতি॥
সৎকর্ম্মধূতপাপা যে হরিভক্তিপরায়ণাঃ। প্রযান্তি নাত্র সন্দেহস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ১৪৫
সর্ব্বভূতদয়াযুক্তাঃ শ্রুতিমার্গপ্রবর্ত্তিনঃ। প্রয়ান্তি পরমং স্থানং গুরুপূজাপরায়ণাঃ॥ ১৪৬
ইতীরিতং সমাকর্ণ্য সৌদাসো নৃপসত্তমঃ। মনসা নির্বৃতিং প্রাপ্য সস্মার চ গুরোর্বচঃ॥ ১৪৭
স্তুবন্ গঙ্গাঞ্চ তং বিপ্রং বিশেষপ্রীতিহর্ষিতঃ। পূর্ব্ববৃত্তন্তু বিপ্রায় সর্ব্বং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ॥১৪৮
ততো নৃপস্তং কালিঙ্গং প্রণম্য বিধিবদ্দ্বিজাঃ। নামানি ব্যাহরন্ বিষ্ণোঃ মদো ব্যরাণসীং যযৌ
আগত্য গঙ্গাং ষণ্মাসান্ দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং বিভুম্। পরাং নির্বৃতিমাপন্নঃ স্বকং রাজ্যমথাপ্তবান্
অভিষিক্তো বশিষ্ঠেন ভুক্ত্বা ভোগান্ মনোরমান্। সর্ব্বাং মহীঞ্চ সংরক্ষ্য ততো নির্বৃতিমাপ্তবান্

সূত উবাচ।

তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা গঙ্গায়া মহিমোত্তমম্। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈর্বাপি পারং গন্তুং ন শক্যতে॥
যন্নামশ্রবণাদেব মহাপাতককোটিভিঃ। বিমুক্তো ব্রহ্মসদনং নরো যাতি ন সংশয়ঃ॥ ১৫৩
গঙ্গা গঙ্গেতি যন্নাম সকৃদুচ্চার্য্যতে যদা। তদৈব পাপনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৫৪
যে পঠন্তীমমধ্যায়ং ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি যে নরাঃ। গঙ্গাস্নানফলং পুণ্যং ভূয়াত্তেষাং ন সংশয়ঃ॥১৫৫

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা দেবী গঙ্গেতি গীয়তে। মুনিভিস্তন্মহাভাগ সূত নো বক্তুমর্হসি॥ ১

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে বিষ্ণুধ্যানপরায়ণাঃ। গীতং সনৎকুমারায় নারদেন মহাত্মনা॥ ২
উপাখ্যানং মহাপুণ্যং বদতাং শৃণ্বতাং তথা। সর্ব্বপাপপ্রশমনমপবর্গফলপ্রদম্॥ ৩
আসীদিন্দ্রাদিদেবানাং জনকঃ কশ্যপো দ্বিজঃ। দক্ষাত্মজে তস্য ভার্য্যে দিতিশ্চাদিতিরেব চ॥ ৪
অদিতির্দেবমাতা যা দৈত্যানাং জননী দিতিঃ। তেঽপি দেবাসুরাঃ সর্ব্বে পরস্পরজয়ৈষিণঃ।
প্রহ্লাদাত্মজপুত্রস্তু শ্রীমান্ বৈরোচনো বলী। বলির্নাম মহাতেজা বুভুজে পৃথিবীমিমাম্॥
বলেন মহতা যুক্তো বলির্বৈরোচনোঽসুরঃ। বিজিত্য বসুধামেতাং স্বর্গং জেতুং মনো দধে॥ ৭

গজাশ্চ যস্যাযুতকোটিলক্ষাস্তাবন্ত এবাশ্বরথা মুনীশাঃ।
গজে গজে পঞ্চশতী পদাতিঃ কিং বর্ণ্যতে তস্য বলেঃ প্রশস্তিঃ॥ ৮
অমাত্যকোটিপ্রবরাবমাত্যৌ কুম্ভাণ্ডনামাপ্যথ কূপকর্ণঃ।
পিত্রা সমঃ শাস্ত্রপরাক্রমাভ্যাং বাণো বলেঃ পুত্রশতাগ্রজোঽভূৎ॥ ৯
বলিঃ সুরান্ জেতুমনাঃ প্রমত্তঃ সৈন্যেন যুক্তো মহতা প্রতস্থে।
ধ্বজাতপত্রৈর্গগনাম্বুবাহৈস্তুরঙ্গবিদ্যুৎস্ফুরণৈঃ প্রকুর্ব্বন্॥ ১০
অবাপ্য বৃত্রারিপুরং সুরারী রুরোধ দৈত্যৈর্ম্মদরাজ্যপালৈঃ।
সুরাশ্চ যুদ্ধায় পুরাৎ তদৈব বিনির্যযুর্বজ্রকরাদয়শ্চ॥ ১১

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোরং গীর্ব্বাণরক্ষসাম্। কল্পান্তমেঘনির্ঘোষডিণ্ডিমধ্বানবিভ্রমম্॥ ১২
মুমুচুঃ শরজালানি রাক্ষসা দেবতাগণে। দেবাশ্চ রাক্ষসানীকে ন প্রাপ্তমহতাস্ফালনে॥ ১৩
জহি জহ্যসুরং ভিন্ধি ভিন্ধি দারয় দারয়। বধ্যতামিতি বিপ্রেন্দ্রা মহান্ ঘোষঃ সমুত্থিতঃ॥ ১৪
সুরদুন্দুভিনাদৈশ্চ সিংহনাদৈশ্চ রক্ষসাম্। ফীৎকারৈশ্চ রথানাঞ্চ বাণটঙ্কারনিস্বনৈঃ॥ ১৫
অশ্বানাং হ্রেষিতৈশ্চৈব গজানাং বৃংহিতৈস্তথা। টঙ্কারৈর্ধনুষাঞ্চৈব লোকঃ শব্দময়োঽভবৎ॥
সুরাসুরবিনির্ম্মুক্তবাণনিষ্পেষজানলম্। অকালপ্রলয়ং মেনে নিরীক্ষ্য সকলং জগৎ॥ ১৭
বভৌ সা রাক্ষসী সেনা ক্ষুৎক্রুদ্ধক্রোধধারিণী। চলদ্বিদ্যুদ্বিলাসাঢ্যা প্রাবৃড্জলদপংক্তিবৎ॥ ১৮
তস্মিন্ যুদ্ধে মহাঘোরে গিরীন্ ক্ষিপ্তান্ সুরারিভিঃ। নারাচৈশ্চূর্ণয়ামাসুর্মঘবান্ মেঘবাহনঃ।
কেচিৎ সন্তাড়য়ামাসুর্নাগৈর্নাগান্ রথৈ রথান্। অশ্বৈরশ্বাংশ্চ কেচিচ্চ দণ্ডান্ দণ্ডৈশ্চ কেচন॥
পরিঘৈস্তাড়িতাঃ কেচিৎ পেতুঃ শোণিতকর্দ্দমে। সদ্য স্তাস্তামবং কেচিদ্বিমানানি সমাশ্রিতাঃ।
রাক্ষসা নিহতা দেবৈর্যে ত এব তদৈব হি। দেবভাবং সমাপন্না ক্ষয়রাজ সমুৎপাদনম্॥ ২২
অথ তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে তাড্যমানাঃ সুরৈর্ভৃশম্। সর্ব্ব এব সমাজঘ্নুঃ শস্ত্রৈর্বিবিধৈঃ সুরান্॥
ক্রকচৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ খড্গৈঃ পরশুতোমরৈঃ। পরিঘৈশ্চ শিলাভিশ্চ দণ্ডৈশ্চক্রৈশ্চ শক্তিভিঃ॥ ২৪
মুষলৈরঙ্কুশৈশ্চৈব লাঙ্গলৈঃ পট্টিশৈস্তথা। শক্ত্যুপলশতঘ্নীভিঃ প্রাসাস্যোদণ্ডমুষ্টিভিঃ॥ ২৫

শূলৈঃ কুঠারৈঃ পাশৈশ্চ ক্ষুরযষ্টিবৃহচ্ছরৈঃ। অয়োমুখৈশ্চ তুণ্ডৈশ্চ চক্রদণ্ডৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ॥ ২৬
ক্ষুরপট্টিশনারাচৈঃ ক্ষেপণীয়াস্ত্রসঙ্কুলৈঃ। রথাশ্বনাগপাদাতসঙ্কুলো ববৃধে রণঃ ॥ ২৭
দেবাশ্চ বিবিধাস্ত্রাণি রাক্ষসেভ্যঃ সমাক্ষিপন্। এবমব্দসহস্রাণি যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ২৮
অথো রক্ষোবলে যুদ্ধে পরাভূতা দিবৌকসঃ। সুরলোকং পরিত্যজ্য ভীতাঃ সর্ব্বে প্রদুদ্রুবুঃ ॥
দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য রক্ষোভিঃ পরিশঙ্কিতাঃ। নররূপপরিচ্ছন্না বিচেরুরবনীতলে ॥ ৩০
বৈরোচনিস্ত্রিভুবনং নারায়ণপরায়ণঃ। বুভুজেঽব্যাহতৈশ্বর্য্যং প্রবৃদ্ধশ্রীর্মহাবলঃ ॥ ৩১
ইয়াজ যজ্ঞৈর্দৈত্যেন্দ্রো বিষ্ণুপ্রীণনতৎপরঃ। ইন্দ্রত্বঞ্চাকরোল্লোকে দিক্পালত্বং তথৈব চ ॥ ৩২
দেবানাং প্রীণনার্থায় যে ক্রিয়ন্তে দ্বিজৈর্মখাঃ। তেষু যজ্ঞেষু সর্ব্বেষু হবির্ভুঙ্ক্তে স চাক্ষসঃ ॥৩৩
অদিতিঃ স্বাত্মজান্ বীক্ষ্য দেবমাতাতিদুঃখিতা। বৃথাপুত্রাহমস্মীতি জগাম হিমবদ্গিরিম্ ॥৩৪
শক্রস্যৈশ্বর্য্যমিচ্ছন্তী দৈত্যানাঞ্চ পরাজয়ম্। হরিধ্যানপরা ভূত্বা তপস্তেপেঽতিদুশ্চরম্ ॥ ৩৫
কঞ্চিৎ কালং সমাসীনা তিষ্ঠন্তী চ ততঃ পরম্। পাদেনৈকেন তিষ্ঠন্তী ততঃ পাদাগ্রমাত্রতঃ ॥
কঞ্চিৎ কালং ফলাহারা ততঃ শীর্ণদলাশনা। ততোদকমরুদ্বৃত্তির্নিরাহারা ক্রমাদিতি ॥ ৩৭
সচ্চিদানন্দসন্দোহং ধ্যায়ন্ত্যাত্মানমাত্মনা। দিব্যাব্দানাং সহস্রং সা তপস্তেপেঽতিদুশ্চরম্॥৩৮
উদন্তমেতং শ্রুত্বা তু রাক্ষসা মায়িনোঽদিতিম্। দেবতারূপমাস্থায় সংপ্রোচুর্বলিনোদিতাঃ ॥
কিমর্থং তপ্যতে মাতঃ শরীরমতিশোষিতম্। যদি জানন্তি রক্ষাংসি মহদ্দুঃখং ভবিষ্যতি ॥৪০
ত্যজেদং দুঃখবহুলং কায়শোষণকারণম্। প্রয়াসসাধ্যং সুকৃতং ন প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৪১
শরীরং যত্নতো রক্ষ্যং ধর্ম্মসাধনতৎপরৈঃ। যে শরীরমুপেক্ষন্তে তে স্যুরাত্মবিঘাতিনঃ ॥ ৪২
তত্তাবৎ তিষ্ঠতু শুভে পুত্রানস্মান্ ন খেদয়। মাত্রা হীনা জনা মাতর্মৃতা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩
যস্য মাতা গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী। অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥৪৪
খগা বা পশবো বাপি পন্নগা বা মহীরুহাঃ। ন লভন্তে সুখং কিঞ্চিন্মাত্রা হীনা মৃতোপমাঃ ॥
দরিদ্রো বাপি রোগী বা দেশান্তরগতোঽপি বা। মাতুর্দর্শনমাত্রেণ লভন্তে পরমং সুখম্ ॥৪৬
অন্নে বা সলিলে বাপি ধনাদৌ বা প্রিয়াসু চ। কদাচিদ্বিমুখো বাপি জনো মাতরি কোঽপি ন
যস্য মাতা গৃহে নাস্তি পুত্রা ধর্ম্মপরায়ণাঃ। সাধ্বী চ স্ত্রী পতিপ্রাণা যাতব্যং তেন বৈ বনম্ ॥

ধর্ম্মাশ্চ নারায়ণভক্তিহীনা ধনঞ্চ সম্ভোগবিবর্জ্জিতঞ্চ।
গৃহঞ্চ ভার্য্যাতনয়ৈর্বিহীনং যথা তথা মাতৃবিহীনমর্ত্ত্যাঃ ॥ ৪৯

তস্মাদ্দেবি পরিত্রাহি দুঃখার্ত্তানাত্মজাংস্তব। ইত্যুক্তাপ্যদিতির্দৈত্যৈর্ন চচাল সমাধিতঃ ॥ ৫০
এবমুক্ত্বাসুরাঃ সর্ব্বে পরধ্যানপরায়ণাম্। নিরীক্ষ্য ক্রোধিতাস্তে তু হন্তুং চক্রুর্মনোরথম্ ॥ ৫১
কল্পান্তমেঘনির্ঘোষাঃ ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ। দংষ্ট্রাগ্রৈরসৃজন্ বহ্নিং দগ্ধুং তৎকাননং ক্ষণাৎ ॥
অদহৎকাননং সোঽগ্নিঃ শতযোজনমায়তম্। তেনৈব রাক্ষসা দগ্ধা সা ন জানাতি কিঞ্চন ॥৫৩

সৈকাবশিষ্টা জননী সুরাণাং তেনানলেনাচ্যুতসক্তচিত্তা।
সংরক্ষিতা বিষ্ণুসুদর্শনেন নারায়ণধ্যানপরায়ণা সা ॥ ৫৪

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

অহো চিত্রমিদং প্রোক্তমস্মাকং সূত যৎ ত্বয়া । স বহ্নিরদিতিং ত্যক্ত্বা কথং তানদহৎক্ষণাৎ ॥১
বদাদিতের্মহাসত্ত্বং ত্বমদ্যাশ্চর্যকারণম্ । পরোদেশনিরতাঃ সজ্জনা হি মুনীশ্বরাঃ ॥ ২

সূত উবাচ ।

বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং মাহাত্ম্যং হরিভক্তিরতাত্মনাম্ । হরিধ্যানপরাণাঞ্চ কঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্ ॥ ৩
হরিভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ । তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চ নিত্যং তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ ॥ ৪
হরিরাস্তে মহাভাগা হৃদয়ে শান্তচেতসাম্ । হরিনামরতানাঞ্চ কিমু ধ্যানরতাত্মনাম্ ॥ ৫
শিবপূজাপরো বাপি হরিপূজাপরোঽপি বা । যত্র তিষ্ঠতি তত্রৈব লক্ষ্মীঃ সর্ব্বাশ্চ দেবতাঃ ॥৬
যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে । রাজাপি তস্করো বাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি ॥৭
প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা । ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চ্চকম্॥
পরপীড়ারতা যে চ ভূতবেতালকাদয়ঃ । নশ্যন্তি যত্র সদ্ভক্তো হরিলিঙ্গার্চ্চনে রতঃ ॥ ৯
জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বহিতো মৃদুর্বিষ্ণ্বর্চ্চনে রতঃ । যত্র তিষ্ঠতি তত্রৈব সভার্য্যাশ্চৈব দেবতাঃ ॥ ১০
নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি যোগিনঃ । তত্রৈব সর্ব্বতীর্থানি তত্তীর্থং তত্তপোবনম্ ॥১১
যন্নামোচ্চারণাদেব সর্ব্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ । স্তোত্রৈর্ব্বা অর্হণাদৈর্ব্বা কিমু ধ্যানেন কথ্যতে ॥ ১২
তস্মান্ন বাধতে চাগ্নির্দৈত্যাশ্চান্যে চ সত্তমাঃ । নশ্যন্তি সর্ব্বদুঃখানি হরিস্মরণমাত্রতঃ ॥ ১৩
ততঃ প্রসন্নবদনঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ । প্রাদুরাসীৎসমীপেঽস্যাঃ শঙ্খচক্রাদিভৃদ্ধরিঃ ॥ ১৪
ঈষদ্ধাসস্ফুরদ্দন্তপ্রভাভাসিতদিঙ্মুখঃ । স্পৃশন্ করেণ পুণ্যেন প্রাহ কশ্যপবল্লভাম ॥ ১৫

শ্রীভগবানুবাচ ।

দেবমাতঃ প্রসন্নোঽস্মি তপসারাধিতস্ত্বয়া । চিরং শ্রান্তাসি ভদ্রং তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৬
বরং বরয় দাস্যামি যৎ তে মনসি বর্ত্ততে । মা ভৈর্ভদ্রে মহাভাগে ধ্রুবং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥১৭
ইত্যুক্তা দেবমাতা সা দেবদেবেন চক্রিণা । তুষ্টাব প্রণিপত্যৈনং সর্ব্বলোকসুখাবহম্ ॥ ১৮

অদিতিরুবাচ ।

নমস্তে দেবদেবেশ সর্ব্বব্যাপিন্ জনার্দ্দন । সত্ত্বাদিগুণভেদেন লোকব্যাপারকারণ ॥ ১৯
নমস্তে বহুরূপায় অরূপায় মহাত্মনে । সর্ব্বৈকরূপরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে ॥ ২০
নমস্তে লোকনাথায় পরমজ্ঞানরূপিণে । সদ্ভক্তজনবাৎসল্যশীলিনে মঙ্গলাত্মনে ॥ ২১
যস্যাবতাররূপাণি অর্চ্চয়ন্তি মুনীশ্বরাঃ । তমাদিদেবং পুরুষং নমামীষ্টার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২২
যং ন জানন্তি মুনয়ো যং ন জানন্তি সূরয়ঃ । তং নমামি জগদ্ধেতুং মায়িনং তমমায়িনম্ ॥২৩
যস্যাবলোকনং চিত্রং মায়োপদ্রবকারণম্ । জগদ্রূপং জগদ্ধেতুং তং বন্দে সর্ব্ববন্দিতম্ ॥ ২৪
যৎপাদাম্বুজকিঞ্জল্কসেবারঞ্জিতমস্তকাঃ । অবাপুঃ পরমাং সিদ্ধিং তং বন্দে পদ্মজাপতিম্ ॥ ২৫
শ্রুতয়োঽপি ন জানন্তি মহিমানস্ত যস্য বৈ । অত্যাসন্নঞ্চ ভক্তানাং তং বন্দে শক্তিসঙ্গিনম্ ॥ ২৬
দেবো যস্ত্যক্তসঙ্গানাং শান্তানাং করুণার্ণবঃ । করোতি হ্যাত্মনঃ সঙ্গং তং বন্দে সঙ্গবর্জ্জিতম্ ।

যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞভুজং যজ্ঞকর্ম্মসু নিষ্ঠিতম্‌। নমামি যজ্ঞফলদং যজ্ঞকর্ম্মপ্রবোধকম্‌ ॥ ২৮
অজামিলোঽপি পাপাত্মা যন্নামোচ্চারণোদ্ধৃতঃ। প্রাপ্তবান্‌ পরমং ধাম তং বন্দে লোকসাক্ষিণম্‌
হরিরূপী মহাদেবঃ শিবরূপী জনার্দ্দনঃ। ইতি লোকস্য তেনাথ নতাস্মি জগতাং গুরুম্‌ ॥ ৩০
ব্রহ্মাদ্যা অপি যে দেবা যন্মায়াপাশযন্ত্রিতাঃ। ন জানন্তি পরং ভাবং তং বন্দে সর্ব্বনায়কম্‌ ॥
হৃৎপদ্মনিলয়োঽজ্ঞানাদ্দূরস্থ ইব ভাতি যঃ। প্রমাণাতীতসদ্ভাবং তং বন্দে জ্ঞানসাক্ষিণম্‌ ॥৩২
যন্মুখাদ্‌ব্রাহ্মণো জাতো বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়োঽজনি। তথৈব চোরুতো বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত
মনসশ্চন্দ্রমা জাতো জাতঃ সূর্য্যশ্চ চক্ষুষঃ। মুখাদগ্নিরথেন্দ্রশ্চ শ্রোত্রাদ্বায়ুরজায়ত ॥ ৩৪
ঋগ্‌যজুঃসামরূপায় সপ্তস্বরগতাত্মনে। ষড়ঙ্গরূপিণে তুভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৩৫
ত্বমিন্দ্রঃ পরমঃ সোমস্ত্বমীশানস্ত্বমন্তকঃ। ত্বমগ্নির্ব্বরুণশ্চৈব নিঋ‍র্তিস্ত্বং দিবাকরঃ ॥ ৩৬
দেবাশ্চ স্থাবরাশ্চৈব পিশাচাশ্চৈব রাক্ষসাঃ। গিরয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাস্তথা ভূমিশ্চ সাগরাঃ ॥ ৩৭
ত্বমেব জগতামীশো যস্মান্নাস্তি পরাৎপরঃ। ত্বদ্রূপমখিলং দেব তস্মান্নিত্যং নমোঽস্তু তে ॥ ৩৮
অনাথনাথ সর্ব্বজ্ঞ ভূতাদির্ব্বেদবিগ্রহঃ। রক্ষোভির্বাধিতান্‌ পুত্রান্‌ মম ত্রাহি জনার্দ্দন ॥ ৩৯
ইতি স্তুত্বা দেবধাত্রী দেবং নত্বা পুনঃপুনঃ। উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা হর্ষাশ্রুক্ষালিতস্তনী ॥ ৪০

অদিতিরুবাচ।

অনুগ্রহোঽস্তি দেবেশ যদি সর্ব্বাদিকারণ। অকণ্টকাং শ্রিয়ং দেহি মৎসুতানাং দিবৌকসাম্‌।
অন্তর্যামিন্‌ জগদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর। অজ্ঞাতং কিং ত্বয়া দেব কিং মাং মোহয়সি প্রভো ॥৪২
তথাপি তব বক্ষ্যামি যন্মে মনসি রোচতে। বৃথাপুত্রাস্মি দেবেশ রক্ষোভিঃ পরিপীড়িতা ॥ ৪৩
তান্‌ ন হিংসিতুমিচ্ছামি মৎসুতা দিতিজা যতঃ। তানহত্বা শ্রিয়ং দেহি মৎসুতায়েতি চাব্রবীৎ
ইত্যুক্তো দেবদেবেশঃ পুনঃ প্রীতিমুপাগতঃ। উবাচ হর্ষয়ন্‌ সাধ্বীং সমালিঙ্গ্য মহোৎসবাৎ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রীতোঽস্মি দেবি ভদ্রন্তে ভবিষ্যামি সুতস্তব। যতঃ সপত্নীপুত্রেষু অপি বাৎসল্যশালিনী ॥ ৪৬
ত্বয়া তু যৎ কৃতং স্তোত্রং পঠন্তি ভুবি যে নরাঃ। তেষাং পুত্রা ধনং সম্পন্ন হীয়ন্তে কদাচন ॥
আত্মজে বান্যপুত্রে বা যঃ সমত্বেন বর্ত্ততে। ন তস্য পুত্রশোকঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্‌ হরিঃ ॥৪৮

অদিতিরুবাচ।

নাহং বোঢ়ুং ক্ষমা দেব ত্বামাদ্যং পুরুষোত্তমম্‌। ব্রহ্মাণ্ডকোটিসাহস্রং রোম্নি রোম্নি তবাব্যয়
যস্য ভাবং ন জানন্তি শ্রুতয়ঃ সর্ব্বদেবতাঃ। তমহং দেবদেবেশং ধারয়ামি কথং প্রভো ॥ ৫০
অণোরণীয়াংসমজং পরাৎপরতরং বিভুম্‌। ধারয়ামি কথং দেব ত্বামহং পুরুষোত্তমম্‌ ॥ ৫১
মহাপাতকযুক্তোঽপি যন্নামস্মৃতিমাত্রতঃ। প্রয়াতি মুক্তিং দেবেশ তং কথং ধারয়াম্যহম্‌ ॥ ৫২

সূত উবাচ।

তয়োক্তং বচনং শ্রুত্বা দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। দত্ত্বাভয়ং দেবমাতুরিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৩
সত্যমুক্তং মহাভাগে ত্বয়া নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। তথাপি শৃণু বক্ষ্যামি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং শুভে ॥ ৫৪
রাগদ্বেষবিহীনা যে মদ্ভক্তা মৎপরায়ণাঃ। বহন্তি সততং তে মাং গতাসূয়া অদাম্ভিকাঃ ॥ ৫৫
পরোপতাপবিমুখাঃ শিবার্চ্চনপরায়ণাঃ। মৎকথাশ্রবণাসক্তা বহন্তি সততং হি মাম্‌ ॥ ৫৬
পতিব্রতাঃ পতিপ্রাণাঃ পতিভক্তিপরায়ণাঃ। বহন্তি সততং বালে স্ত্রিয়োঽপি ত্যক্তমৎসরাঃ ৫৭

মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষুর্ভক্তোঽতিথিপ্রিয়ঃ। হিতকৃদ্ব্রাহ্মণানাং যঃ স মাং বহতি সর্ব্বদা ॥৫৮
সৎকথাশ্রবণে সক্তো যতিশুশ্রূষুরেব চ। স্বাশ্রমাচারনিরতঃ স মাং বহতি সর্ব্বদা ॥ ৫৯
পুণ্যতীর্থরতা নিত্যং সৎসঙ্গনিরতাঃ সদা। লোকানুগ্রহশীলাশ্চ বহন্তি সততং হি মাম্ ॥ ৬০
পরোপকারনিরতাঃ পরদ্রব্যপরাঙ্মুখাঃ। নপুংসকাঃ পরস্ত্রীষু বহন্তি সততং হি মাম্ ॥ ৬১
তুলসীরোপণরতাঃ সদা নামপরায়ণাঃ। গোরক্ষণপরা যে চ বহন্তি সততং হি মাম্ ॥ ৬২
প্রতিগ্রহবিহীনা যে পরান্নবিমুখাস্তথা। অন্নোদকপ্রদাতারো বহন্তি সততং হি মাম্ ॥ ৬৩
ত্বং হি দেবি পতিপ্রাণা সাধ্বী ভূতহিতে রতা। সম্প্রাপ্য পুত্রভাবং তে নাশয়াম্যরিসঙ্কুলম্ ॥৬৪
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশো অদিতিং দেবমাতরম্। দত্ত্বা কণ্ঠগতাং মালামভয়ঞ্চ তিরোদধে ॥ ৬৫
সাপি তং তুষ্টমনসা দেবসূর্দক্ষনন্দিনী। প্রণম্য কমলাকান্তং পুনঃ স্বস্থানমগমৎ ॥ ৬৬
ততোঽদিতির্দক্ষসুতা প্রথিতা লোকবন্দিতা। অসূত সময়ে পুত্রং সর্ব্বলোকশ্রিয়োজ্জ্বলম্ ॥৬৭
শঙ্খচক্রধরং শান্তং চন্দ্রমণ্ডলমধ্যগম্। সুধাকলসদধ্যন্নকরং বামনসংজ্ঞিতম্ ॥ ৬৮
সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং ব্যাকোষকমলেক্ষণম্। সর্ব্বাভরণসংযুক্তং পীতাম্বরধরং হরিম্।
স্তুত্যং মুনিগণৈর্যুক্তং সর্ব্বলোকৈকনায়কম্ ॥ ৬৯
আবির্ভূতং হরিং জ্ঞাত্বা কশ্যপো হর্ষসম্ভ্রমঃ। প্রণম্য প্রাঞ্জলির্ভূত্বা স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ৭০

কশ্যপ উবাচ।

নমো নমস্তেঽখিলকারণায় নমো নমস্তেঽখিলপালকায়।
নমো নমস্তেঽখিলনায়কায় নমো নমো দৈত্যবিনাশনায় ॥ ৭১
নমো নমো ভক্তজনপ্রিয়ায় নমো নমঃ সজ্জনরঞ্জিতায়।
নমো নমো দুর্জ্জননাশকায় নমোঽস্তু তস্মৈ জগদীশ্বরায় ॥ ৭২
নমো নমঃ কারণবামনায় নারায়ণায়ামিতবিক্রমায়।
শ্রীশার্ঙ্গচক্রাসিগদাধরায় নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ৭৩
নমঃ পয়োরাশিনিবাসনায় নমোঽস্তু তে হৃৎকমলাসনায়।
নমোঽস্তু সূর্য্যাগ্নিনিভপ্রভায় নমো নমঃ পুণ্যকথাগতায় ॥ ৭৪
নমো নমোঽর্কেন্দুবিলোচনায় নমোঽস্তু তে যজ্ঞফলপ্রদায়।
নমোঽস্তু যজ্ঞাঙ্গবিরাজিতায় নমোঽস্তু তে সজ্জনবৎসলায় ॥ ৭৫
নমো নমঃ কারণকারণায় নমোঽস্তু শব্দাদিবিবর্জ্জিতায়।
নমোঽস্তু তে দিব্যসুখপ্রদায় নমো নমো ভক্তমনোগতায় ॥ ৭৬
নমোঽস্তু তস্মৈ ভ্রমনাশনায় নমোঽস্তু তে মন্দরধারণায়।
নমোঽস্তু তে যজ্ঞবরাহনাম্নে নমো হিরণ্যাক্ষবিদারণায় ॥ ৭৭
নমোঽস্তু তে বামনরূপভাজে নমোঽস্তু তে ক্ষত্রকুলান্তকায়।
নমোঽস্তু তে রাবণমর্দ্দকায় নমোঽস্তু তে নন্দসুতাগ্রজায় ॥ ৭৮

নমস্তে কমলাকান্ত নমস্তে সুখদায়িনে। স্মৃতার্ত্তিনাশিনে তুভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৭৯

নারদ উবাচ।

য ইদং বামনস্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং পঠতে নরঃ। ধনারোগ্যার্থিনস্তাসমস্ত নিত্যো সভো ভবেৎ ॥

ইতি স্তুতঃ স দেবেশো বামনো লোকপাবনঃ। উবাচ প্রহসংস্তুষ্টিং বর্দ্ধয়ন্ কশ্যপস্য সঃ॥ ৮১

শ্রীভগবানুবাচ।

তাত তুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে ভবিষ্যতি সুরার্চিত। অচিরান্নাশয়িষ্যামি অখিলং ত্বন্মনোরথম্ ৮২
অহং জন্মদ্বয়েঽপ্যেবং যুবয়োঃ পুত্রতাং গতঃ। ভাবিজন্মন্যপি তথা সাধয়াম্যুত্তমং সুখম্॥ ৮৩

সূত উবাচ।

অত্রান্তরে বলির্দৈত্যো দীর্ঘসত্রং মহামখম্। আরেভে গুরুণা যুক্তঃ কাব্যেন চ মুনীশ্বরৈঃ॥ ৮৪
তস্মিন্ মখে সমাহূতো বিষ্ণুর্লক্ষ্মীসমন্বিতঃ। হবিঃস্বীকরণার্থায় ঋষিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ৮৫
প্রবৃদ্ধৈশ্বর্য্যদৈত্যস্য বর্ত্তমানে মহাক্রতৌ। বামনাখ্যো মহাবিষ্ণুরাজগাম বলের্মখম্॥ ৮৬
স্মিতেন মোহয়ঁল্লোকং বামনো ভক্তবৎসলঃ। বলেঃ প্রত্যক্ষতাং গত্বা হবির্ভোক্তুমুপায়যৌ॥৮৭
দুর্ব্বৃত্তো বাসদ্বৃত্তো বা জড়ো বা পণ্ডিতোঽপি বা। ভক্তিযুক্তো ভবেত্তস্য সদা সন্নিহিতো হরিঃ
আয়ান্তং বামনং দৃষ্ট্বা ঋষয়ো জ্ঞানচক্ষুষঃ। জ্ঞাত্বা নারায়ণং দেবমুদস্থুর্ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৮৯
এতজ্জ্ঞাত্বা দৈত্যগুরুরেকান্তে বলিমব্রবীৎ। অসারমবিচার্য্যৈব খলাঃ কার্য্যাণি কুর্ব্বতে॥ ৯০

ভার্গব উবাচ।

ভো ভো দৈত্যপতে সৌম্য অপহর্তুং তব শ্রিয়ম্। বিষ্ণুর্বামনরূপেণ অদিতেঃ পুত্রতাং গতঃ॥৯১
তবাধ্বরং সমায়াতি ত্বয়া তস্মৈ সুরেশ্বরঃ। ন কিঞ্চিদপি দাতব্যং মন্মতং শৃণু পণ্ডিত॥ ৯২
আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ। পরবুদ্ধির্বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী॥ ৯২
শত্রূণাং হিতকৃদ্যস্তু স হন্তব্যো বিশেষতঃ। সহায়ে নাশমায়াতে কিং কার্য্যং সাধ্যতে বদ॥৯৪

বলিরুবাচ।

এবং গুরো ন বক্তব্যং ধর্ম্মমার্গবিরোধকম্। যদ্যাদত্তে স্বয়ং বিষ্ণুঃ কিমস্মাদধিকং পরম্॥ ৯৫
কুর্ব্বন্তি বিদুষো যজ্ঞান বিষ্ণুপ্রীণনকারণম্। স চেৎসাক্ষাদ্ধবির্ভুঙ্ক্তে মত্তঃ কোঽপ্যধিকো ভুবি॥৯৬
দরিদ্রেণাপি যৎকিঞ্চিচ্ছিবে দীয়তে গুরো। তদেব পরমং দানং দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্॥ ৯৭
স্মৃতোঽপি পরয়া ভক্ত্যা পুনাতি পুরুষোত্তমঃ। যেন কেনাপ্যর্চ্চিতস্তু দদাতি পরমাং গতিম্॥৯৮
হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ। অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥ ৯৯
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ॥ ১০০
গোবিন্দেতি সদা ধ্যায়েদ্যস্তু রাগাদিবর্জ্জিতঃ। স যাতি বিষ্ণুভবনমিতি প্রাহুর্মনীষিণঃ॥ ১০১
অগ্নৌ বা ব্রাহ্মণে বাপি হূয়তে যদ্ধবির্গুরো। হরিবুদ্ধ্যা মহাভাগ তেন বিষ্ণুঃ প্রসীদতি॥ ১০২
অহন্তু হরিতুষ্ট্যর্থং করোম্যধ্বরমুত্তমম্। স্বয়মায়াতি চেদ্বিষ্ণুঃ কৃতার্থোঽস্মি ন সংশয়ঃ॥ ১০৩

সূত উবাচ।

এবং বদতি দৈত্যেন্দ্রে বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্। প্রবিবেশাধ্বরগৃহং হুতবহ্নিমনোরমম্॥ ১০৪
বিষ্ণুং বৈ দৃষ্ট্বা জগদ্ধাত্রে দত্ত্বার্ঘ্যং বিধিবদ্বলিঃ। রোমাঞ্চিততনুর্ভূত্বা প্রাঞ্জলিরিদমব্রবীৎ॥১০৫

বলিরুবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলো মখঃ। জীবনং সফলং মেঽদ্য কৃতার্থোঽস্মি ন সংশয়ঃ
অমোঘামৃতবৃষ্টির্মে সমায়াতাতিদুর্লভা। ত্বদাগমনমাত্রেণ অনায়াসো মহোৎসবঃ॥ ১০৭

এতে চ ঋষয়ঃ সর্ব্বে কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ। যৈঃ পূর্ব্বং যৎ তপস্তপ্তং তদদ্য সফলং প্রভো ॥১০৮
কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মিকৃতার্থোঽস্মি ন সংশয়ঃ। তস্মাত্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ
ইদানীং ত্বন্নিয়োগং সাধয়ামীতি মে মনঃ। ইত্যুৎসাহসমাযুক্তং সমাজ্ঞাপয় মাং বিভো ॥১১০
ইত্যুক্তে দীক্ষিতে তস্মিন্ প্রহসন্বামনোঽব্রবীৎ। দেহি মে তপসি স্থাতুং ভূমিং ত্রিপদসম্মিতাম্
এতচ্ছ্রুত্বা বলিঃ প্রাহ রাজ্যং যাচিতবান্নহি। গ্রামং বা নগরং বাপি ধনং বা কিং কৃতং ত্বয়া ১১২
তন্নিশম্য বলিং প্রাহ বিষ্ণুঃ কপটবেশধৃক্। আসন্নভ্রষ্টরাজ্যস্য বৈরাগ্যং জনয়ন্নিব ॥ ১১৩

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু দৈত্যেন্দ্র বক্ষ্যামি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরম্। সর্ব্বসঙ্গবিহীনানাং কিমর্থৈঃ সাধ্যতে বদ ১১৪
অহন্তু সর্ব্বভূতানামন্তর্যামীতি ভাবয়। ময়ি সর্ব্বমিদং দৈত্য কিমস্থৈঃ সাধ্যতে ধনৈঃ ॥ ১১৫
রাগদ্বেষবিহীনানাং শান্তানাং ত্যক্তমায়িনাম্। নিত্যানন্দস্বরূপাণাং কিমন্যৈঃ সাধ্যতে ধনৈঃ ॥
আত্মবৎসর্ব্বভূতানি পশ্যতাং শান্তচেতসাম্। অভিন্নমাত্মনঃ সর্ব্বং কো দাতা দীয়তে চ কিম্॥
পৃথ্বীয়ং ক্ষত্রিয়বশা ইতি শাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্। তদাজ্ঞয়া স্থিতাঃ সর্ব্বে লভন্তে পরমং সুখম্ ॥
দাতব্যো মুনিভিশ্চাপি ষষ্ঠাংশো ভূভুজে বলে। মহীয়ং ব্রাহ্মণানাস্তু দাতব্যা সর্ব্বসত্তমঃ ॥১১৯
[illegible]নস্য মাহাত্ম্যং শৃণু ত্বং গদতো মম। ন কোঽপি সদিতুং শক্তো লোকেঽস্মিন্দৈত্যসত্তম
ভূমিদানাৎপরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। পরং নির্ব্বাণমাপ্নোতি ভূমিদানান্ন সংশয়ঃ॥১২১
স্বল্পামপি মহীং দত্ত্বা শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১২২
ভূমিদঃ সর্ব্বদঃ প্রোক্তো ভূমিদো মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ। ভূমিদানস্তু তজ্‌জ্ঞেয়ং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ। দশহস্তাং মহীং দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে১২৪
সৎপাত্রে ভূমিদাতা যঃ সর্ব্বদানফলং লভেৎ। ভূমিদস্য সমো নাস্তি ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ১২৫
দ্বিজস্য বৃত্তিহীনস্য যঃ প্রদদ্যান্মহীং বলে। তস্য পুণ্যফলং বক্তুং নালং বর্ষশতৈরপি ॥ ১২৬
ইক্ষুগোধূমতুলসীপূগবৃক্ষাদিসংযুতা। পৃথ্বী প্রদীয়তে যেন স বিষ্ণুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২৭
সক্তস্য দেবপূজাসু বৃত্তিহীনস্য ভূমিপ। স্বল্পামপি মহীং দদ্যাৎ স বিষ্ণুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২৮
বৃত্তিহীনস্য বিপ্রস্য দরিদ্রস্য কুটুম্বিনঃ। অল্পামপি মহীং দত্ত্বা বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১২৯
সক্তস্য দেবপূজাসু বিপ্রস্যাঢ়কিকাং মহীম্। দত্ত্বা ভবতি গঙ্গায়াং ত্রিরাত্রস্নানজং ফলম্॥১৩০
বিপ্রস্য বৃত্তিহীনস্য সদাচাররতস্য চ। দ্রোণিকাং পৃথিবীং দত্ত্বা যৎ ফলং লভতে শৃণু ॥ ১৩১
গঙ্গাতীরেঽশ্বমেধানাং শতানি বিধিবন্নরঃ। কৃত্বা যৎফলমাপ্নোতি তদাপ্নোতি মহৎফলম্ ॥১৩২
দদাতি খারিকাং ভূমিং দরিদ্রায় দ্বিজাতয়ে। তস্য পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি বদতস্তন্নিশাময় ॥ ১৩৩
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ। বিধায় জাহ্নবীতীরে যৎ ফলং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ১৩৪
ভূমিদানং মহাদানমতিদানং প্রকীর্ত্তিতম্। সর্ব্বপাপপ্রশমনমপবর্গফলপ্রদম্ ॥ ১৩৫
ইতিহাসমিমং বক্ষ্যে শৃণু দৈত্যকুলেশ্বর। যচ্ছ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া যুক্তো ভূমিদানফলং লভেৎ ॥ ১৩৬
আসীৎ পুরা দ্বিজবরো ব্রহ্মকল্পো মহামুনিঃ। দরিদ্রো বৃত্তিহীনশ্চ নাম্না ভদ্রমতির্বলে ॥ ১৩৭
শ্রুতানি সর্ব্বশাস্ত্রাণি তেন বেদবিদা বলে। শ্রুতানি চ পুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ ॥ ১৩৮
অভবংস্তস্য ষট্ পত্ন্যঃ শ্রুতা সিন্ধুর্যশোবতী। কামিনী মানিনী চৈব শোভা চৈব প্রকীর্ত্তিতা ॥
তাসু পত্নীষু তস্যাসংশ্চত্বারিংশচ্ছতত্রয়ম্। পুত্রাণামসুরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বে নিত্যং বুভুক্ষিতাঃ ॥ ১৪০

অকিঞ্চনো ভদ্রমতিঃ ক্ষুধার্ত্তানাত্মজান্ প্রিয়ান্। পশ্যন্ স্বয়ং ক্ষুধার্ত্তশ্চ বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ১৪১
ধিগ্‌জন্ম ভাগ্যরহিতং ধিগ্‌জন্ম ধনবর্জ্জিতম্। ধিগ্‌জন্ম যত্নবিরতং ধিগ্‌জন্ম সুখবর্জ্জিতম্ ॥১৪২
ধিগ্‌জন্ম ধর্ম্মরহিতং ধিগ্‌জন্মাতিথ্যবর্জ্জিতম্। ধিগ্‌জন্মাচাররহিতং ধিগ্‌জন্ম যাক্রিয়া রতম্ ১৪৩
ধিগ্‌জন্ম বন্ধুরহিতং ধিগ্‌জন্ম খ্যাতিবর্জ্জিতম্। নরস্য বহুপত্যস্য ধিগ্‌জন্মৈশ্বর্য্যবর্জ্জিতম্ ॥১৪৪
অহো গুণাঃ সৌম্যতা চ বিদ্বত্তা জন্ম সংকুলে। দারিদ্র্যাম্বুধিমগ্নস্য সর্ব্বমেতন্ন শোভতে ॥১৪৫
প্রিয়াঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বান্ধবা ভ্রাতরস্তথা। শিষ্যাশ্চ সর্ব্বে মনুজাস্ত্যজন্ত্যৈশ্বর্য্যবর্জ্জিতম্১৪৬
চাণ্ডালো বা দ্বিজো বাপি ভাগ্যবানেব পূজ্যতে। দরিদ্রঃ পুরুষো লোকে সর্ব্বত্রৈব হি নিন্দ্যতে
অহো সম্পৎসমাযুক্তো নিষ্ঠুরো বাপ্যনিষ্ঠুরঃ। গুণহীনোঽপি গুণবান্ মূর্খো বাপি স পণ্ডিতঃ
নিষ্ঠুরো বা গুণী বাপি ধর্ম্মহীনোঽপি বা নরঃ। ঐশ্বর্য্যগুণযুক্তশ্চেৎ পূজ্য এব ন সংশয়ঃ ॥ ১৪৯
অহো দরিদ্রতা দুঃখং তত্রাপ্যাশাতিদুঃখদা। আশাভিভূতাঃ পুরুষা দুঃখমশ্নুবতে স্বয়ম্ ॥ ১৫০
আশায়া দাসবদ্দাসাঃ সর্ব্বলোকস্য চৈব হি। মানং হি মহতাং লোকে ধনমক্ষয়মুচ্যতে ॥১৫১
তদেবাশাখ্যরিপুণা প্রনষ্টাহো দরিদ্রতা। সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তাপি দরিদ্রো ভাতি মূর্খবৎ ॥ ১৫২
অকিঞ্চনমহারোগগ্রস্তানাং কো বিমোচকঃ। অহো দুঃখমহো দুঃখমহো দুঃখং দরিদ্রতা ॥
তত্রাপি পুত্রদারাণাং বাহুল্যমতিদুঃখদম্ ॥ ১৫৩
এবমুক্ত্বা ভদ্রমতিঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ। অশ্বৈশ্বর্য্যপদং ধর্ম্ম্যং মনসাচিন্তয়ৎ তদা ॥ ১৫৪
ভূমিদানং বিনিশ্চিত্য সর্ব্বদানোত্তমোত্তমম্। পাবকং পরমং ধর্ম্ম্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৫৫
দানানামুত্তমং দানং ভূদানং পরিকীর্ত্তিতম্। যদ্দত্ত্বা সমবাপ্নোতি যদ্‌যদিষ্টতমং নরঃ ॥ ১৫৬
ইতি নিশ্চিত্য মতিমান্ ধীরো ভদ্রমতির্বলে। কৌশাম্বীং নাম নগরীং কলত্রসহিতো যযৌ ॥
সুঘোষং নাম বিপ্রেন্দ্রং সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতম্। গত্বা যাচিতবান্ ভূমিং পঞ্চহস্তায়তাং বলে ॥ ১৫৮
সুঘোষো ধর্ম্মনিরতস্তং নিরীক্ষ্য কুটুম্বিনম্। মনসা প্রীতিমাপন্নঃ সমভ্যর্চ্চ্যেনমব্রবীৎ ॥ ১৫৯
কৃতার্থোঽস্মি ভদ্রমতে সফলং মম জন্ম চ। মৎকুলং চানঘং জাতমনুগ্রাহ্যোঽস্মি তে যতঃ ॥১৬০
ইত্যুক্ত্বা তং সমভ্যর্চ্চ্য সুঘোষো ধর্ম্মতৎপরঃ। পঞ্চহস্তপ্রমাণন্তু দদৌ তস্মৈ মহামতিঃ ॥ ১৬১
পৃথিবী বৈষ্ণবী পুণ্যা পৃথিবী বিষ্ণুপালিতা। পৃথিব্যাস্তু প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ ॥ ১৬২
মন্ত্রেণানেন দৈত্যেন্দ্র সুঘোষস্তং দ্বিজেশ্বরম্। বিষ্ণুবুদ্ধ্যা সমভ্যর্চ্চ্য তাবতীং পৃথিবীং দদৌ ॥
সোঽপি ভদ্রমতির্বিপ্রো ধীমাংস্তাং যাচিতাং ভুবম্। দত্তবান্ হরিভক্তায় শ্রোত্রিয়ায়কুটুম্বিনে ॥
সুঘোষো ভূমিদানেন কোটিবংশসমন্বিতঃ। প্রপেদে বিষ্ণুভবনং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ১৬৫
বলে ভদ্রমতিস্ত্বেবং কৃত্বা প্রাপিতবান্ শ্রিয়ম্। স্থিতবান্ বিষ্ণুভবনে সকুটুম্বো যুগাযুতম্ ॥ ১৬৬
ততস্তু ব্রহ্মসদনে স্থিত্বা যুগশতাযুতম্। ঐন্দ্রং পদং সমাশ্রিত্য স্থিতবান্ কল্পপঞ্চকম্ ॥ ১৬৭
ততো ভুবং সমাসাদ্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ। জাতিস্মরো মহাভাগো বুভুজে ভোগমুত্তমম্ ॥১৬৮
ততো ভদ্রমতির্দৈত্য নিষ্কামী বিষ্ণুতৎপরঃ। পৃথিবীং বৃত্তিহীনানাং ব্রাহ্মণানাং প্রদত্তবান্ ॥
তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা দত্ত্বৈশ্বর্য্যমনুত্তমম্। কোটিবংশসমেতস্য দদৌ মোক্ষমনুত্তমম্ ॥ ১৭০
তস্মাদ্দৈত্যপতে মহ্যং সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ। তপশ্চরিষ্যে মোক্ষায় দেহি মে ত্রিপদাং মহীম্ ॥১৭১

সূত উবাচ।

বিরোচনসুতো হৃষ্টঃ কলসং জলপূরিতম্। আদদে পৃথিবীং দাতুং বঞ্চিতো ভার্গবস্য সঃ॥ ১৭২

বিষ্ণুঃ সর্ব্বগতো জ্ঞাত্বা জলধারবিরোধিনম্। কাব্যং হস্তস্থ দর্ভাগ্রং তদ্দ্বারে সন্ন্যবেশয়ৎ ॥১৭৩
দর্ভাগ্রোঽভূন্মহাশস্ত্রং রবিকোটিসমপ্রভম্। অমোঘং ব্রাহ্মমত্যুগ্রং কাব্যাক্ষিগ্রাসলোলুপম্॥
শশাপ ভার্গবঃ শূরানসুরানেকচক্ষুষা। পশ্যেতি ব্যাদিদেশৈব দর্ভাগ্রং শস্ত্রসন্নিভম্ ॥ ১৭৫
বলির্দদৌ মহাবিষ্ণোর্মহীং ত্রিপদসম্মিতাম্। ববৃধে সোঽপি বিশ্বাত্মা আব্রহ্মভবনং তদা ॥১৭৬
অমিমীত মহীং দ্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং বিশ্বতনুর্হরিঃ। আব্রহ্মাণ্ডকটাহান্তং পদাঙ্গেনামিতপ্রভঃ ॥১৭৭
পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রনির্ভিন্নো ব্রহ্মাণ্ডো বিভিদে দ্বিধা। তদ্দ্বারা বাহ্যসলিলং বহুধারং সমাগতম্ ॥ ১৭৮
ধৌতবিষ্ণুপদং তোয়ং নির্ম্মলং লোকপাবনম্। অজাণ্ডবাহ্যসলিলং ধারারূপমবর্ত্তত ॥ ১৭৯
তজ্জলং পাবনং শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মাদীন্ পাবয়ন্ সুরান্। সংসেবিতং সপ্তর্ষিভিঃ পতিতং মেরুমূর্দ্ধনি ॥
ইতি দৃষ্ট্বাদ্ভুতং কর্ম্ম ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ। ঋষয়ো মনবশ্চৈব অস্তুবন্ হর্ষসংযুতাঃ ॥ ১৮১

ব্রহ্মাদ্যা উচুঃ।

নমঃ পরেশায় পরাত্মরূপিণে পরাৎপরায়াপররূপধারিণে।
ব্রহ্মাত্মনে ব্রহ্মরতাত্মবুদ্ধয়ে নমোঽস্তু তেঽব্যাহতকর্ম্মশালিনে ॥ ১৮২

পরেশ পরমানন্দ পরমাত্মন্ পরাৎপর। সনাতন জগন্নাথ প্রমাণাতীত তে নমঃ ॥ ১৮৩
বিশ্বতশ্চক্ষুষে তুভ্যং বিশ্বতোবাহবে নমঃ। বিশ্বতঃশিরসে তুভ্যং বিশ্বতোগতয়ে নমঃ ॥ ১৮৪
এবং স্তুতো মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মাদীনাং দিবৌকসাম্। দত্ত্বা স্বস্বপদন্তেষাং প্রহসন্নভয়ং দদৌ ॥১৮৫
বিরোচনাত্মজং দৈত্যং বন্ধয়ামাস মাধবঃ। দদৌ রসাতলং তস্মৈ নিবাসং ভোগসংযুতম্॥১৮৬

ঋষয় উচুঃ।

রসাতলে মহাবিষ্ণুর্বিরোচনসুতস্য বৈ। কিং ভোজ্যং কল্পয়ামাস ঘোরে সর্পভয়াকুলে ॥ ১৮৭

সূত উবাচ।

অমন্ত্রিতং হবির্যত্তু হূয়তে জাতবেদসি। অপাত্রে দীয়তে যচ্চ তৎসর্ব্বং ভোগসাধনম্ ॥ ১৮৮
হুতং দত্তঞ্চাশুচিনা অশ্রদ্ধা কর্ম্ম সংকৃতম্। তৎ সর্ব্বং তত্র ভোগার্থমধঃপাতফলপ্রদম্ ॥ ১৮৯
এবং রসাতলং বিষ্ণুর্বলয়ে বৈ প্রদত্তবান্। রাক্ষসানাঞ্চ সর্ব্বেষাং সুরাণাং নাকমুত্তমম্ ॥ ১৯০
অর্চ্চ্যমানোঽমরগণৈঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ। গন্ধর্ব্বৈর্গীয়মানশ্চ পুনর্বামনতাং গতঃ ॥ ১৯১
এতদ্দৃষ্ট্বা মহৎ কর্ম্ম মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ। পরস্পরং স্মিতমুখাঃ প্রণেমুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৯২
সর্ব্বভূতাত্মকো বিষ্ণুর্বামনত্বমুপাগতঃ। মোহয়ন্নখিলং লোকং প্রপেদে তপসে বনম্ ॥ ১৯৩
এবংপ্রভাবা সা দেবী গঙ্গা বিষ্ণুপদোদ্ভবা। যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥১৯৪
গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্যোজনানাং শতৈরপি। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ। দেবালয়ে বালয়ে বা সোঽশ্বমেধসহস্রকৃৎ ॥ ১৯৬
সমাহিতমনা যে তু ব্যাখ্যানং কুর্ব্বতে নরাঃ। ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্গঙ্গাবিষ্ণুপ্রসাদতঃ ॥ ১৯৭

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

দানানি কস্য দেয়ানি দানকালশ্চ কীদৃশঃ। কশ্চ বা প্রতিগৃহ্নীয়াৎ সূত নো বক্তুমর্হসি ॥ ১

সূত উবাচ।

সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ পরমো গুরুঃ। তস্য দানানি দেয়ানি স তারয়তি পণ্ডিতঃ ॥ ২
ব্রাহ্মণঃ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ সর্ব্বত্রাভাববর্জ্জিতঃ। ন কদাচিৎ ক্ষত্রবিশৌ প্রতিগ্রহপরৌ স্মৃতৌ ॥ ৩
শঠস্য পুত্রহীনস্য দম্ভাচাররতস্য চ। বেদবিদ্বেষিণশ্চৈব দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ৪
দেববিদ্বেষিণশ্চৈব দ্বিজবিদ্বেষিণস্তথা। স্বকর্ম্মত্যাগিনশ্চাপি দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ৫
পরদাররতস্যাপি শূদ্রদাররতস্য চ। নক্ষত্রপাঠকস্যাপি দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ৬
অসূয়াবিষ্টমনসঃ কৃতঘ্নস্য চ মায়িনঃ। অযাজ্যযাজকস্যাপি দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ৭
নিত্যং যাচ্ঞাপরস্যাপি হিংসকস্য শঠস্য চ। নামবিক্রয়িণশ্চাপি বেদবিক্রয়িণস্তথা ॥ ৮
স্মৃতিবিক্রয়িণশ্চাপি ধর্ম্মবিক্রয়িণস্তথা। পরোপতাপশীলস্য দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ৯
যে কেচিৎ পাপনিরতা নিন্দিতাঃ সুজনৈঃ সদা। ন তেভ্যঃ প্রতিগৃহ্নীয়ান্ন দেয়ং বাপি কিঞ্চন ॥
সৎকর্ম্মনিরতায়ৈব শ্রোত্রিয়ায়াতিথিপ্রিয়ে। বৃত্তিহীনায় বৈ দেয়ং দরিদ্রায় কুটুম্বিনে ॥ ১১
দেবপূজাসু সক্তস্য সৎকথাকথনে তথা। দেয়ং প্রযত্নতো বিপ্রা দরিদ্রস্য বিশেষতঃ ॥ ১২

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

কথং বিজ্ঞাতবান্ সূত মহাভাগো ভগীরথঃ। গঙ্গায়াঃ শুভমাহাত্ম্যং কথমানীতবান্ পুরা ॥ ১

সূত উবাচ।

সমাধ্যাবনিতা বুদ্ধির্যস্য কং দ্বিজসত্তমাঃ। গঙ্গানামমহিমাসক্তাঃ প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২
শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে নারদেন মহাত্মনা। সনৎকুমারমুনয়ে গীতং যৎ পুণ্যসাধনম্ ॥ ৩
যচ্ছ্রুত্বা পুণ্যমাখ্যানং সর্ব্বপাপপ্রনাশনম্। ব্রহ্মহা শুদ্ধিমাপ্নোতি ইত্যাহ ভগবান্ মুনিঃ ॥ ৪
কথমানীতবান্ গঙ্গাং সাগরেয়ো ভগীরথঃ। কেন প্রচোদিতোঽপ্যাসীত্তৎ সর্ব্বং কথয়ামি বঃ ॥
ভগীরথো মহারাজঃ সগরান্বয়সম্ভবঃ। শশাস পৃথিবীমেনাং সপ্তদ্বীপাং সসাগরাম্ ॥ ৬
সর্ব্বধর্ম্মরতো নিত্যং সৎপক্ষঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ। সত্যব্রতো মহাভাগো যায়জূকো বিচক্ষণঃ ॥ ৭
কন্দর্পসদৃশো রূপে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ। প্রালেয়াদ্রিসমো ধৈর্য্যে ধর্ম্মে ধর্ম্মসমো নৃপঃ ॥ ৮
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ। সর্ব্বসম্পৎসমাযুক্তঃ সর্ব্বানন্দকরো নৃপঃ ॥ ৯

মৃদং তিলার্দ্ধমাত্রাং বা তড়াগাদ্যঃ সমাচরেৎ। বসেৎ স দিবি পঞ্চাশদ্বিমুক্তঃ পাপকোটিভিঃ॥
দেবতায়তনং যস্তু কুরুতে কারয়ত্যপি। শিবস্য বা হরের্বাপি তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ৪০
মাতৃতঃ পিতৃতশ্চৈব লক্ষকোটিকুলান্বিতঃ। কল্পত্রয়ং বিষ্ণুপদে স্থিত্বা তত্রৈব মুচ্যতে॥ ৪১
দারুভিঃ কারয়েদ্যস্তু তস্যৈব দ্বিগুণং ফলম্। ইষ্টকাভিশ্চ ত্রিগুণং শিলাভিশ্চ চতুর্গুণম্॥ ৪২
স্ফটিকাদিশিলাভেদৈর্জ্ঞেয়ং দশগুণোত্তরম্। তাম্রৈঃ শতগুণং জ্ঞেয়ং হেম্না কোটিগুণং ভবেৎ
দেবালয়ং তড়াগং বা গ্রামং বাপালয়েত্তু যঃ। তেষাং শতগুণং জ্ঞেয়ং কর্ত্তৃভ্যোঽপি মহীপতে
যে চ শুশ্রূষবো রাজন্ ধর্ম্মেষেতেষু জন্তবঃ। তে সর্ব্বেঽপ্যুবতে নিত্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্
উপাধিরহিতা যে তু বলাদ্বা কারিতাশ্চ যে। শতকোটিকুলৈর্যুক্তা মোদন্তে বিষ্ণুনা সহ॥ ৪৬
তড়াগার্দ্ধফলং রাজন্ কাসারে পরিকীর্ত্তিতম্। কূপে পাদফলং জ্ঞেয়ং কুল্যায়াং তচ্ছতোত্তরম্
ধনাঢ্যঃ কুরুতে গ্রামং দদাতি যস্ত্বকিঞ্চনঃ। অপি হস্তপ্রমাণাং বা সমং পুণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥৪৮
দৃশদ্ভিঃ কারয়েদ্যস্তু ধনাঢ্যো দেবতাগৃহম্। মৃদা দরিদ্রঃ কুরুতে সমং পুণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৪৯
ধনাঢ্যঃ কুরুতে যস্তু তড়াগং ফলসাধনম্। দরিদ্রঃ কুরুতে কূপং সম পুণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৫০
আরামং কারয়েদ্যস্তু বহুজন্তূপকারকম্। স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৫১
স্থাপয়েদ্বৃক্ষমেকং বা দরিদ্রো লোকসাধকম্। স যাতি ব্রহ্মসদনং কুলত্রিতয়সংযুতঃ॥ ৫২
শাখো বা ব্রাহ্মণো বাপি যো বা কো বাপি ভূতলে। ক্ষণার্দ্ধমপি তচ্ছায়াং তিষ্ঠন্নাকং নয়ত্যমুম্
আরামদা মহাভাগা দেবতাগৃহকারিণঃ। তড়াগগ্রামকর্ত্তারঃ পূজ্যন্তে হরিণা সদা॥ ৫৪
সর্ব্বলোকোপভোগার্থং পুষ্পারামং জনেশ্বর। কুর্ব্বতে দেবতার্থং বা তেষাং পুণ্যফলং শৃণু॥৫৫
তত্র যাবন্তি পত্রাণি কুসুমানি ভবন্তি চ। তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে শতকোটিকুলান্বিতঃ॥ ৫৬
প্রাকারকারিণস্তস্য কণ্টকাবরণপ্রদাঃ। তে যুগত্রিতয়ং রাজন্ বসন্তি ব্রহ্মণঃ পদে॥ ৫৭
আরামাণাঞ্চ প্রাকারং কণ্টকাবরণং তথা। বসন্তি তে যুগশতং যথাযোগ্যং দিবি প্রভো॥ ৫৮
তুলসীরোপণং যে তু কুর্ব্বতে মনুজেশ্বর। তেষাং পুণ্যফলং বক্ষ্যে সদতস্তন্নিশাময়॥ ৫৯
সপ্তকোটিকুলৈর্যুক্তো মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা। বসেৎ কল্পশতং সার্দ্ধং নারায়ণসমীপতঃ॥ ৬০
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকরো যস্তু তুলসীমূলমৃত্তিকাম্। তত্রৈব নেত্রং তস্যাসীন্মূর্দ্ধ্নোর্বিভূয়াৎ কলাম্॥ ৬১
তৃণানি তুলসীমূলাদ্যাবন্ত্যপহৃতানি বৈ। তাবন্তি ব্রহ্মহত্যানি ছিন্নত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৬২
তুলসীং সিঞ্চয়েদ্যস্তু চুলুকোদকমাত্রকম্। ক্ষীরোদশায়িনা সার্দ্ধং বসত্যাচন্দ্রতারকম্॥ ৬৩
দদাতি ব্রাহ্মণানাঞ্চ তুলসীকোমলং দলম্। স যাতি বিষ্ণুভবনং কুলত্রিতয়সংযুতঃ॥ ৬৪
কর্ণেন ধারয়েদ্যস্তু তুলসীং সততং নরঃ। তৎকাষ্ঠং ধারয়েদ্যস্তু তস্য নাস্ত্যুপপাতকম্॥৬৫
কণ্টকাবরণং বাপি প্রাকারং বাপি কারয়েৎ। তুলস্যাঃ শৃণু রাজেন্দ্র তস্য পুণ্যফলং মহৎ॥৬৬
যাবদ্দিনানি সংতিষ্ঠেৎ কণ্টকাবরণং প্রভো। কুলত্রয়যুতঃ সোঽপি তিষ্ঠেদ্ব্রহ্মপদে স্বয়ম্॥৬৭
প্রাকারকল্পকো যঃ স্যাৎ তুলস্যা মনুজেশ্বর। কুলত্রয়েণ সহিতো বিষ্ণোঃ সারূপ্যতাং ব্রজেৎ ৬৮
যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিপাদাব্জং তুলস্যাঃ কোমলৈর্দলৈঃ। ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ব্রহ্মলোকাৎ কদাচন॥ ৬৯
দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ ক্ষীরস্নপনতো হরেঃ। কুলাযুতযুতঃ সোঽপি বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ
প্রস্থপ্রমাণপয়সা যঃ স্নাপয়তি কেশবম্। কুলাযুতযুতঃ সোঽপি বিষ্ণোঃ সারূপ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৭১
ঘৃতপ্রস্থেন যো বিষ্ণুং দ্বাদশ্যাং স্নাপয়েন্নরঃ। কুলকোটিযুতো রাজন্ সাযুজ্যং লভতে হরেঃ॥৭২

পঞ্চামৃতেন স্নাপয়েদেকাদশ্যাং জনার্দ্দনম্। কুলকোটিসমাযুক্তো বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥৭৩
একাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং দ্বাদশ্যাং বা নৃপোত্তম। নারিকেলোদকৈর্বিষ্ণুং স্নাপয়েৎ তৎফলং শৃণু
শতজন্মার্জ্জিতৈঃ পাপৈর্বিমুক্তো মনুজো নৃপ। শতদ্বয়কুলৈর্যুক্তো বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥৭৫
ইক্ষুক্ষীরেণ দেবেশং যঃ স্নাপয়তি কেশবম্। কুলাযুতযুতো ভূত্বা বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥৭৬
পুষ্পোদকেন গোবিন্দং তথা গন্ধোদকেন চ। স্নাপয়িত্বা নরো ভক্ত্যা যুগং স্বর্গাধিপো ভবেৎ৭৭
জলেন বস্ত্রপূতেন যঃ স্নাপয়তি কেশবম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শতাব্দং দিবি মোদতে॥৭৮
ক্ষীরেণ স্নাপয়েদ্বিষ্ণুং রবিসংক্রমণেষু চ। স বসেদ্বিষ্ণুভবনে ত্রিসপ্তপুরুষান্বিতঃ॥৭৯
শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং পূর্ণিমাদিনে। একাদশ্যাং ভানুবারে দ্বাদশ্যাং পঞ্চমীদিনে॥৮০
সোমসূর্য্যোপরাগে চ মন্বাদিযু যুগাদিষু। ব্যতীপাতে বৈধৃতৌ চ গজচ্ছায়াহ্বয়ে তথা॥৮১
অর্দ্ধোদয়ে চ পুষ্যার্কে হস্তার্কে রোহিণীবুধে। তথৈব শনিরোহিণ্যাং ভৌমাশ্বিন্যাং তথৈব চ॥
শত্যাশ্বিন্যাং বুধাশ্বিন্যাং ভৃগুপাতেঽর্কবৈধৃতৌ। তথা বুধানুরাধায়াং শ্রবণার্কে তথৈব চ॥৮৩
তথাপি সোমশ্রবণে হস্তস্থে চ বৃহস্পতৌ। বুধাষ্টম্যাং বুধাষাঢ়ে ভক্তৈরেবভিসংযুতে॥৮৪
স্নাপয়ন্ পয়সা বিষ্ণুং শিবং বা বাগ্যতঃ শুচিঃ। ঘৃতেন মধুনা বাপি দধ্না বা তৎফলং শৃণু৮৫
সর্ব্বযজ্ঞফলং প্রাপ্য সর্ব্বপাপবিমোচিতঃ। বসেদ্বিষ্ণুপদে কল্পং ত্রিসপ্তপুরুষান্বিতঃ॥৮৬
তত্র বৈ জ্ঞানমাসাদ্য যোগিনামপি দুর্লভম্। তত্রৈব মোক্ষমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥৮৭
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং সোমবারে চ ভূপতে। শিবং সংস্নাপ্য দুগ্ধেন শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥৮৮
নারিকেলোদকেনাঽপি শিবং সংস্নাপ্য ভক্তিতঃ। অষ্টম্যামিন্দুবারে চ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তথাষ্টম্যাঞ্চ ভূপতে। ঘৃতেন মধুনা স্নাপ্য শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥৯০
শিবং সংস্নাপ্য যত্নেন পুষ্পোদকফলোদকৈঃ। সোমবারে মহাভাগ বসেৎ কল্পশতং দিবি॥৯১
তিলতৈলেন সংস্নাপ্য বিষ্ণুং বা শিবমেব বা। স যাতি তত্তৎসারূপ্যং কুলত্রিতয়সংযুতঃ॥৯২
শিবমিক্ষুরসেনাপি যঃ স্নাপয়তি ভক্তিতঃ। শিবলোকে বসেৎ কল্পং শতকোটিকুলান্বিতঃ॥৯৩
ঘৃতেন স্নাপয়েল্লিঙ্গমুত্থানে দ্বাদশীদিনে। ক্ষীরেণ বা মহাভাগ তৎফলং বদতঃ শৃণু॥৯৪
জন্মাযুতার্জ্জিতৈঃ পাপৈর্বিমুক্তো মনুজোত্তমঃ। কুলকোটিসমাযুক্তঃ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥৯৫
যঃ স্নাপয়তি পয়সা উত্থানদ্বাদশীদিনে। কেশবং পরয়া ভক্ত্যা তৎফলং বদতঃ শৃণু॥৯৬
জন্মাযুতার্জ্জিতৈঃ পাপৈর্বিমুক্তঃ পরমং পদম্। কুলকোটিসমাযুক্তঃ স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ॥৯৭
মধুপ্রস্থেন গোবিন্দং কার্ত্তিক্যাং পূর্ণিমাদিনে। সংস্নাপ্য হরিমাপ্নোতি শতকোটিকুলান্বিতঃ॥৯৮
মনোহরৈশ্চ গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চাপি মনোহরৈঃ। অভ্যর্চ্চ্য বিষ্ণুমীশং বা তত্তৎসারূপ্যমাপ্নুয়াৎ॥৯৯
পদ্মপুষ্পেণ যো বিষ্ণুং শিবং বার্চ্চতি মানবঃ। স যাতি বিষ্ণুভবনং কুলত্রিতয়সংযুতঃ॥১০০
হরিঞ্চ কেতকীপুষ্পৈঃ শিবং ধুস্তূরজৈর্নিশি। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বসেদ্বিষ্ণুপদে যুগম্॥১০১
হরিং চম্পকপুষ্পৈশ্চ অর্কপুষ্পৈশ্চ শঙ্করম্। সমভ্যর্চ্চ্য মহাভাগ তত্তৎসারূপ্যমাপ্নুয়াৎ॥১০২
জাতিপুষ্পৈঃ শিবং পূজ্য দক্ষকুসুমৈর্হরিম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মেরুমূর্দ্ধ্নি যুগং বসেৎ॥
কাকোলকুসুমৈর্বিষ্ণুং রুদ্রপুষ্পৈর্মহেশ্বরম্। অভ্যর্চ্চ্য দেবদেবেশং সারূপ্যং যান্তি মানবাঃ॥১০৪
শিবং বিষ্ণুঞ্চ সংপূজ্য প্রশ্নপুষ্পৈর্মনোহরৈঃ। শমীপুষ্পেণ রাজেন্দ্র সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ১০৫
অপামার্গদলৈর্যস্তু পূজয়েদ্গিরিজাপতিম্। স যাতি শিবসাযুজ্যং চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ॥১০৬

শঙ্করস্যাথবা বিষ্ণোর্ঘৃতযুক্তঞ্চ গুগ্গুলুম্ । দত্ত্বা ধূপং নরো ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১০
তিলতৈলান্বিতং দীপং বিষ্ণোর্ব্বা শঙ্করস্য বা । দত্ত্বা নরঃ সর্ব্বকামান্ সংপ্রাপ্নোতি নৃপোত্তম
ঘৃতেন দীপং যো দদ্যাচ্ছঙ্করায়াথ বিষ্ণবে । স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥১
অরণ্যেন বাপি তৈলেন রাজচন্দ্রোন বা পুনঃ । দীপং দত্ত্বা মহাবিষ্ণোঃ শিবস্যাপি ফলং শৃণু
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ । তত্তৎসালোক্যমাপ্নোতি ত্রিঃসপ্তপুরুষান্বিতঃ ॥ ১১১
যদ্যদিষ্টতমং লোকে তত্তদাশায় বিষ্ণবে । দত্ত্বা তু তৎপদং যাতি চত্বারিংশৎকুলান্বিতঃ ॥ ১১২
যদ্যদিষ্টতমং বস্তু তত্তদ্বিপ্রায় দাপয়েৎ । স যাতি ব্রহ্মভবনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১১৩
মহাপাপান্নদানেন শুদ্ধো ভবতি ভূপতে । অন্নতোয়সমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১১৪
অন্নদঃ প্রাণদঃ প্রোক্তঃ প্রাণদশ্চাপি সর্ব্বদঃ । সর্ব্বদানফলং তস্মাদন্নদস্য নৃপোত্তম ॥ ১১৫
অন্নদো ব্রহ্মসদনং যাতি বংশাযুতান্বিতঃ । ন তস্য পুনরাবৃত্তিরিতি শাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্ ॥ ১১৬
অন্নদানসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি । সদ্যস্তুষ্টিকরং জ্ঞেয়ং জলদানং ততোঽধিকম্ ॥ ১১৭
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ । শৃণুধ্বমিদং ভূপাল ক্ষুধার্ত্তান্নজলপ্রদাঃ ॥ ১১৮
শরীরমন্নজং প্রাহুঃ প্রাণমন্নং প্রচক্ষতে । তস্মাদন্নপ্রদো জ্ঞেয়ঃ প্রাণদঃ পৃথিবীপতে ॥ ১১৯
সদ্যস্তুষ্টিকরং দানং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ । তস্মাদন্নসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১২০
অন্নদস্য কুলে জাতা যা সহস্রকুলান্নৃপ । নরকং তে ন পশ্যন্তি তস্মাদন্নপ্রদো বরঃ ॥ ১২১
যোঽতিথিং ভক্তিতো রাজন্ সমভ্যর্চ্য যথাবিধি । অন্নদো মোক্ষমাপ্নোতি তস্মাদন্নপ্রদো ভ
পাদাভ্যঙ্গং ভক্তিতো বা যোঽতিথেঃ কুরুতে নরঃ । স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু গঙ্গাস্নানপুরঃসরম্
তৈলাভ্যঙ্গং মহারাজ ব্রাহ্মণানাং করোতি যঃ । স স্নাতোঽব্দশতং সাগ্রং গঙ্গায়াং নাত্র সংশ
রোগিণস্তান্ ব্রাহ্মণান্ যস্তু রক্ষতি ক্ষিতিরক্ষক । স কোটিকুলসংযুক্তো বসেদ্ব্রহ্মপুরে যুগম্১২
যো রক্ষেৎ পৃথিবীপাল একং বা রোগিণং নরম্ । তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা সর্ব্বান্কামান্ প্রযচ্ছ
কর্ম্মণা মনসা বাচা যো রক্ষত্যাতুরং জনম্ । সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ১২
যো দদাতি মহীপাল নিবাসং ব্রাহ্মণায় তু । তস্য প্রসন্নো দেবেশঃ প্রসন্নাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥১২
ব্রাহ্মণায় বেদবিদে যো দদ্যাদ্গাং পয়স্বিনীম্ । স যাতি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ ॥ ১২
অন্যেভ্যঃ প্রতিগৃহ্যাপি যো দদ্যাদ্গাং মহীপতে । তস্য পুণ্যফলং বক্তুং নহি শক্তোঽস্মিপণ্ডিতঃ
কপিলাং বেদবিদুষে যো দদাতি পয়স্বিনীম্ । স এব রুদ্রো ভূয়াচ্চ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৩
বিপ্রায়াধ্যাত্মবিদুষে দদ্যাদুভয়তোমুখীম্ । তস্য পুণ্যস্য সংখ্যাতুং ন ক্ষমোঽব্দশতৈরপি ॥১৩
যো দদ্যাচ্ছত্রং নৃপাঃ ভূপ বিহ্বলচেতসাম্ । তস্য পুণ্যফলং বক্তুং কঃ সমর্থোঽস্তি পণ্ডিতঃ
একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সমগ্রবরদক্ষিণাঃ । একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্ ॥ ১৩৪
সংরক্ষতি মহীপাল যো বিপ্রং ভয়বিহ্বলম্ । স স্নাতোঽব্দশতং সাগ্রং গঙ্গায়াং নাত্র সংশয়ঃ
যো দদ্যাদভয়ং রাজন্ স বিষ্ণুর্নাত্র সংশয়ঃ । সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মাণামুত্তমং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ১৩৬
বস্ত্রদো রুদ্রভবনং কন্যাদো ব্রহ্মণঃ পদম্ । হেমদো বিষ্ণুভবনং প্রয়াতি কুলসংযুতঃ ॥ ১৩৭
যস্তু কন্যামলঙ্কৃত্য দদ্যাদধ্যাত্মবেদিনে । শতবংশসমাযুক্তো ব্রহ্মণঃ পদমশ্নুতে ॥ ১৩৮
কার্ত্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা আষাঢ্যাং বাপি ভূপতে । বৃষভং শিবমুদ্দিশ্য মুঞ্চেৎ তৎফলং শৃণু
সপ্তজন্মার্জ্জিতৈঃ পাপৈর্বিমুক্তো রুদ্ররূপধৃক্ । কুলসপ্ততিসংযুক্তো রুদ্রেণ সহ মোদতে ॥ ১৪০

শিবলিঙ্গাঙ্কিতং কৃত্বা মহিষং যঃ সমুৎসৃজেৎ। ন তস্য যাতনালোকদর্শনং ভবতি প্রভো ॥১৪১
তাম্বূলদানং যঃ কুর্য্যাদ্ভক্তিতো নৃপসত্তম। তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা দদাতি শ্রীযুতং পদম্ ॥ ১৪২
ক্ষীরদো ঘৃতদশ্চৈব মধুদো দধিদস্তথা। দিব্যাব্দযুগপর্য্যন্তং স্বর্গলোকে বসেৎ সুখী ॥ ১৪৩
প্রযাতি চন্দ্রভবনমিক্ষুদানান্নৃপোত্তম। গন্ধদঃ পুষ্পফলদঃ প্রয়াতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ১৪৪
গুড়েক্ষুরসদশ্চৈব প্রয়াতি ক্ষীরসাগরম্। মাংসদো জলদো যাতি সূর্য্যলোকমনুত্তমম্ ॥ ১৪৫
বিদ্যাদানেন সাযুজ্যমতিদানং যতঃ স্মৃতম্। বিদ্যাদানং মহাদানং দানানামুত্তমোত্তমম্ ॥১৪৬
ত্রীণ্যাহুরতিদানানি গাবঃ পৃথ্বী সরস্বতী। নরকাদুদ্ধরন্ত্যেতে বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্ ॥১৪৭
জ্ঞানদানেন সাযুজ্যং সত্যদানং পরন্তপ। অক্রোধধর্ম্মবাদীব মোক্ষদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪৮
ধান্যদঃ শ্রিয়মাপ্নোতি ব্রহ্মলোকে পরন্তপ। তরন্তি ধান্যদানেন মৃত্যুং তাপসাদিকৈঃ ॥ ১৪৯
ব্রহ্মাণ্ডকোটিদানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি শিবলিঙ্গপ্রদানতঃ ॥ ১৫০
শালগ্রামশিলাদানং ততোঽপি দ্বিগুণং ফলম্। শালগ্রামশিলারূপী বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ ॥১৫১
যো দদাতি নরো দীপং ঘৃতযুক্তং পরং প্রভোঃ। গঙ্গাস্নানফলং তস্য সম্পূর্ণং ভবতি প্রভো ॥
রত্নান্বিতসুবর্ণস্য প্রদানেন নৃপোত্তম। পরমং মোক্ষমাপ্নোতি মহাদানং যতঃ স্মৃতম ॥ ১৫৩
ততো মাণিক্যদানেন পরং মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। রুদ্রলোকমবাপ্নোতি বস্ত্রদানেন ভূপতে ॥ ১৫৩
স্বর্গং বিদ্রুমদানেন মৌক্তিকৈঃ সোমসন্নিধিম্। বৈদূর্য্যদো রুদ্রলোকং পদ্মরাগপ্রদস্তথা ॥১৫৫
মাণিক্যস্য প্রদানেন ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ। অলঙ্কারপ্রদানেন সর্ব্বত্র সুখমশ্নুতে ॥ ১৫৬
অশ্বিনং লোকমাপ্নোতি অশ্বদানেন পণ্ডিতঃ। গজদানেন মহতঃ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে ॥১৫৭
প্রয়াতি যানদানেন বিমানারোহতা নরঃ। গবাং তৃণপ্রদানেন রুদ্রলোকমনুত্তমম্ ॥ ১৫৮
বারুণং লোকমাপ্নোতি মহীশ লবণপ্রদঃ ॥ ১৫৯
আশ্রমাচারনিরতাঃ স্বকর্ম্মসু সদোদ্যতাঃ। অদাম্ভিকা গতাসূয়াঃ প্রয়ান্তি ব্রহ্মণঃ পদম ॥ ১৬০
পরোপদেশনিরতা বীতরাগা বিমৎসরাঃ। হরিপাদার্চ্চনরতাঃ প্রযান্তি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ১৬১
সৎসঙ্গাহ্লাদনিরতাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। পরাপবাদবিমুখা ন পশ্যন্তি যমালয়ম্ ॥ ১৬২
নিত্যং ভক্তিপরা যে চ ব্রাহ্মণেষু চ গোষু চ। পরস্ত্রীসঙ্গবিমুখা ন পশ্যন্তি যমালয়ম্ ॥ ১৬৩
জিতেন্দ্রিয়া জিতাহারা গোষু ক্ষান্তাঃ সুশীলিনঃ। ব্রাহ্মণানাং হিতকরাঃ প্রয়ান্তি পরমং পদম্
অগ্নিশুশ্রূষবশ্চৈব গুরুশুশ্রূষবস্তথা। যতিশুশ্রূষবশ্চৈব ন যান্তি যমযাতনাম ॥ ১৬৫
সদা দেবার্চ্চনরতাঃ সদা নামপরায়ণাঃ। প্রতিগ্রহানুরক্তা যে প্রয়ান্তি পরমং পদম্ ॥ ১৬৬
অনাথং বিপ্রকুণপং যো দহেৎ স নরোত্তমঃ। অশ্বমেধসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥১৬৭
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্বাপি জলৈর্বা মনুজেশ্বর। পূজয়া রহিতং লিঙ্গমর্চ্চয়েৎ তৎফলং শৃণু ॥১৬৮
চুলুকোদকমাত্রেণ শূন্যলিঙ্গং জনাধিপ। স্নাপ্যাশ্বমেধলক্ষাণাং ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম ॥ ১৬৯
যঃ পত্রৈঃ কুসুমৈর্বাপি শূন্যলিঙ্গপ্রপূজকঃ। হয়মেধাযুতফলং সহস্রগুণিতং লভেৎ ॥ ১৭০
ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈঃ ফলৈর্বাপি শূন্যলিঙ্গপ্রপূজকঃ। শিবসাযুজ্যমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১৭১
পূজয়া রহিতং বিষ্ণুং যোঽর্চ্চয়েদর্কবংশজ। তস্য পুণ্যফলং বক্তো বক্তুং ন্ন শিলাশয় ॥ ১৭২
জলেন স্নাপয়েদ্যস্ত পূজারহিতমচ্যুতম্। স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং কুলসপ্তভিরন্বিতঃ ॥ ১৭৩
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্বাপি পূজারহিতমচ্যুতম্। প্রযাতি হরিসারূপ্যং সপ্তবংশকুলান্বিতঃ ॥ ১৭৪

এতেষু যস্য যৎপাপং পাপিনঃ ক্ষিতিরক্ষক। তৎ সর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥২৩
ব্রহ্মহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ। মহাপাতকিনস্ত্বেতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥ ২৪
পঙ্‌ক্তিভেদী বৃথাপাকী ব্রাহ্মণানাঞ্চ নিন্দকঃ। আদেশী বেদবিক্রেতা পঞ্চৈতে ব্রহ্মঘাতকাঃ॥২৫
ব্রাহ্মণান্‌ঃ স সমাহূয় দাস্যামীতি ধনাদিকম্। পশ্চান্নাস্তীতি তং ক্রূয়াৎ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥২৬
যস্মাদ্ধর্ম্মং পরিজ্ঞায় তমেব দ্বেষ্টি যোঽধমঃ। করোতি চাপ্যুদাসীনং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ২৭
গবাং তৃষ্ণাভিভূতানাং পানার্থমভিযায়িনাম্। অন্তরায়ীভবেদ্‌যস্তু তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ২৮
স্নানার্থং ভোজনার্থং বা গচ্ছতো ব্রাহ্মণস্য যঃ। সমায়াত্যন্তরায়ত্বং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ২৯
অনধীত্য চ শাস্ত্রাণি শাস্ত্রার্থং বক্তি যোঽধমঃ। অহঙ্কাররতো যশ্চ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ৩০
প্রায়শ্চিত্তং চিকিৎসাঞ্চ জ্যোতিষং ধর্ম্মনির্ণয়ম্। বিনা শাস্ত্রেণ যো ব্রূতে তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥
যশ্চৈশ্বর্য্যাভিমানেন বিদ্যাধনমদেন বা। দ্বিজানাক্ষিপতে সর্ব্বাংস্তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ৩২
পরনিন্দাসু নিরতঃ স্বাত্মোৎকর্ষপরশ্চ যঃ। অসত্যনিরতশ্চৈব ব্রহ্মহা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৩
অন্যোদ্বেগকরশ্চৈব তথা চান্যস্য সূচকঃ। দম্ভাচারপরশ্চৈব ব্রহ্মহেত্যভিধীয়তে ॥ ৩৪
নিত্যং প্রতিগ্রহরতস্তথা প্রাণিবধে রতঃ অধর্ম্মস্যানুমন্তা চ ব্রহ্মহেত্যভিধীয়তে ॥ ৩৫
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপমেবং বহুবিধং নৃপ। সুরাপানসমং পাপং প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ॥ ৩৬
গণান্নভোজনঞ্চৈব গণিকান্ননিষেবণম্। পতিতান্নাদনঞ্চৈব সুরাপানসমং স্মৃতম্ ॥ ৩৭
উপাসনপরিত্যাগো দেবলস্যান্নভোজনম্। সুরাপযোষিৎসংযোগঃ সুরাপানসমং স্মৃতম্ ॥
যঃ শূদ্রেণ সমাহূতো ভোজনং কুরুতে দ্বিজঃ। সুরাপী স হি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৩৯
যঃ শূদ্রেণাভ্যনুজ্ঞাতঃ কুর্য্যাদ্বা ভোজনং দ্বিজঃ। সুরাপী স হি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥৪০
এবং বহুবিধং পাপং সুরাপানসমং নৃপ। হেমস্তেয়সমং পাপং প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ॥ ৪১
কন্দমূলফলানাঞ্চ কস্তূরীপট্টবাসসাম্। তথা স্তেয়ঞ্চ রত্নানাং স্বর্ণস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৪২
তাম্রকস্যাপহরণং পয়সশ্চন্দনস্য চ। কর্পূরস্যাপি হরণং স্বর্ণস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৪৩
তাম্রায়স্ত্রপুকাংস্যানামাজ্যস্য মধুনস্তথা। স্তেয়ং সুগন্ধিদ্রব্যাণাং হেমস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৪৪
রসদ্রব্যাপহরণং ধান্যানাং হরণং তথা। রুদ্রাক্ষহরণঞ্চৈব স্বর্ণস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৪৫
গুর্ব্বঙ্গনাসমং পাপং প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। ভগিনীগমনঞ্চৈব পুত্রস্ত্রীগমনং তথা ॥

রজস্বলাভিগমনং গুরুতল্পসমং স্মৃতম্ ॥ ৪৬

ভ্রাতৃস্ত্রীগমনঞ্চৈব বয়স্যস্ত্রীনিষেবণম্। বিশ্বস্তাগমনঞ্চৈব গুরুতল্পসমং স্মৃতম্ ॥ ৪৭
অকালকর্ম্মকরণং পুত্রীগমনমেব চ। হীনজাত্যভিগমনং মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্ ॥

পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব গুরুতল্পসমং স্মৃতম্ ॥ ৪৮

বেদশ্রদ্ধাবিহীনত্বং গুরুতল্পসমং স্মৃতম্ ॥ ৪৯

পিতৃযজ্ঞপরিত্যাগী ধর্ম্মকার্য্যবিলোপকৃৎ। যতিনিন্দাপরশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো গুরুতল্পগঃ ॥ ৫০
ইত্যেবমাদয়ো রাজন্ মহাপাতকসংজ্ঞিতাঃ। এতেষন্যতমে বাপি সঙ্গকৃৎ তৎসমো ভবেৎ ॥ ৫১
যথাকথঞ্চিৎ পাপানাং মহদ্ভিঃ পরমর্ষিভিঃ। শাস্ত্রেষু নিষ্কৃতির্দৃষ্টা প্রায়শ্চিত্তাদিকল্পনৈঃ ॥ ৫২
প্রায়শ্চিত্তবিহীনানি পাপানি শৃণু ভূপতে। সমস্তপাপতুল্যানি মহানরকদানি বৈ ॥ ৫৩
যঃ শূদ্রেণার্চ্চিতং লিঙ্গং বিষ্ণুং বা প্রণমেন্নরঃ। ন তস্য নিষ্কৃতির্দৃষ্টাস্তি প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি ॥ ৫৪

নমেদ্যঃ শূদ্রসংস্পৃষ্টং লিঙ্গং বা হরিমেব বা। স সর্ব্বযাতনাভোগী যাবদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ৫৫
পাষণ্ডপূজিতং লিঙ্গং নত্বা পাষণ্ডতাং ব্রজেৎ। রাজন্ বেদবিদো বাপি সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্যদি॥৫৬
আভীরপূজিতং লিঙ্গং নত্বা নরকমশ্নুতে ॥ ৫৭
যোষিদ্ভিঃ পূজিতং লিঙ্গং বিষ্ণুং বাপি নমেত্তু যঃ। স কোটিকুলসংযুক্ত আকল্পং রৌরবে বসেৎ॥
যদা প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং মন্ত্রবিদ্ভির্যথাবিধি। তদাপ্রভৃতি শূদ্রশ্চ যোষিতো বাপি ন স্পৃশেৎ ৫৯
স্ত্রীণামনুপনীতানাং শূদ্রাণাঞ্চ জনেশ্বর। স্পর্শনে নাধিকারোঽস্তি বিষ্ণোর্ব্বা শঙ্করস্য বা ॥ ৬০
বিষ্ণুং বা শঙ্করং বাপি আশ্রমাচারবর্জ্জিতৈঃ। অর্চ্চিতং রাজশার্দ্দূল স্বপ্নেঽপি চ ন পূজয়েৎ৬১
যঃ শূদ্রসংস্কৃতং লিঙ্গং বিষ্ণুং বাপি নমেন্নরঃ। ইহৈবাত্যন্তদুঃখানি পরত্রান্যায়সং কিমু ॥৬২
আভীরপূজিতং লিঙ্গং বিষ্ণুং বাপি জনেশ্বর। নমস্তং নাশয়ত্যেব কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ ॥ ৬৩
শূদ্রো বানুপনীতো বা স্ত্রিয়ো বা পতিতোঽপি বা। কেশবং বা শিবং বাপি স্পৃষ্ট্বা নরকমশ্নুতে
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং কদাচিন্নিষ্কৃতির্ভবেৎ। ব্রাহ্মণং দ্বেষ্টি যস্তস্য নিষ্কৃতির্নাস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৬৫
বিশ্বাসঘাতকানাঞ্চ কৃতঘ্নানাং জনেশ্বর। শূদ্রস্ত্রীসঙ্গিনাঞ্চৈব নিষ্কৃতির্নাস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৬৬
শূদ্রান্নপুষ্টদেহানাং বেদনিন্দারতাত্মনাম্। গুরুনিন্দাপরাণাঞ্চ নিষ্কৃতির্নৈব বিদ্যতে ॥ ৬৭
শিবনিন্দাপরাণাঞ্চ বিষ্ণুনিন্দারতাত্মনাম্। সৎকর্ম্মনিন্দকানাঞ্চ নেহামুত্র চ নিষ্কৃতিঃ ॥ ৬৮
বৌদ্ধালয়ং বিশেদ্যস্তু মহাপদ্যপি বৈ দ্বিজঃ। তস্য বৈ নিষ্কৃতির্নাস্তি প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি ॥৬৯
বৌদ্ধাঃ পাষণ্ডিনঃ প্রোক্তা যতো বৈ বেদনিন্দকাঃ। তস্মাদ্দ্বিজস্তান্নেক্ষেত যদি বেদেষু ভক্তিমান্
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি দ্বিজো বৌদ্ধালয়ং বিশেৎ। জ্ঞাত্বা বৈ নিষ্কৃতির্নাস্তি শাস্ত্রাণামেষ নির্ণয়ঃ
এতেষাং পাপবাহুল্যান্নরকং কল্পকোটিষু। এতে পাষণ্ডিনঃ প্রোক্তাস্যাদেশাঃ ন নিষ্কৃতিঃ॥৭২
প্রায়শ্চিত্তবিহীনানি প্রোক্তান্যেতানি তে প্রভো। অধুনা তেষাং নরকান্ বদতো মে নিশাময়
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ। পচ্যন্তে নরকেষ্বেষু যথাপুণ্যসমন্বিতঃ ॥ ৭৪
ততঃ কর্ম্মাবসানেন স্থাবরাঃ প্রভবন্তি তে। কল্পত্রিতয়পর্য্যন্তং তদন্তে কৃময়োঽপি তে ॥ ৭৫
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ। বিষ্ঠাভুজো ভবন্ত্যেতে পুরীষকৃময়স্তথা ॥ ৭৬
ততস্ত্বাশীবিষাঃ কল্পং তদন্তে পশবোঽপি তে। তথৈব মৃগনাভয়ঃ তদন্তে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৭৭
ক্রমেণ কর্ম্মশেষেণ গোলকাঃ প্রভবন্তি তে। কুণ্ডাশ্চ কর্ম্মণ্যেকস্মিন্ স্থতো বিপ্রো ধবিকেনঃ॥৭৮
দারিদ্র্যপীড়িতো নিত্যং প্রতিগ্রহপরায়ণঃ। পাপং প্রতিগ্রহাদ্যাতি পাপান্নরকমশ্নুতে। ৭৯
তব রাজন্ মহাভাগ যাতনা যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। মহাপাতকিনস্তাসু প্রত্যেকং যুগবাসিনঃ ॥ ৮০
তদন্তে পৃথিবীমেত্য সপ্তজন্মসু গর্দ্দভাঃ। ততঃ শ্বানো বিড়্বরাহা ভবেয়ুর্দশজন্মসু ॥ ৮১
আশতাব্দং বিট্ক্রিময়স্ততস্তে মূষিকা নৃপ। তাবৎকালং ভবেয়ুশ্চ সর্পা দ্বাদশজন্মসু ॥ ৮২
ততঃ সহস্রজন্মানি মৃগাদ্যাঃ পশবো নৃপ। শতাব্দং স্থাবরা রাজংস্তদন্তে গোশরীরিণঃ ॥ ৮৩
ততস্তু সপ্ত জন্মানি চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। ততঃ ষোড়শ জন্মানি শূদ্রাদ্যা হীনজাতয়ঃ ॥৮৪
ততস্তু জন্মদ্বিতয়ে বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয় এব চ। তত্রাপ্যতিবলৈর্নিত্যং বাধ্যমানো হি জীবতি ॥৮৫
ততশ্চ বিপ্রতাং প্রাপ্য দরিদ্রো ব্যাধিপীড়িতঃ। প্রতিগ্রহপরো নিত্যং ততো নরকমশ্নুতে॥৮৬
অসূয়াবিষ্টমনসাং রৌরবং নরকং স্মৃতম্। তত্র কল্পত্রয়ং স্থিত্বা চণ্ডালাঃ কোটিজন্মসু ॥ ৮৭
মা দদস্বেতি যো ব্রূয়াদ্দেবাগ্নৌ ব্রাহ্মণেষু চ। স শ্বযোনিশতং গত্বা চাণ্ডালেষু নিপাত্যতে॥৮৮

ততো বিষ্ঠাক্রিমিঃ কল্পং ততো ব্যাঘ্রস্ত্রিজন্মনি । তদন্তে নরকং যাতি যুগানামেকবিংশতিম্
পরনিন্দারতা যে চ যে চ নিষ্ঠুরভাষিণঃ । দানানাং বিঘ্নকর্ত্তারস্তেষাং পাপফলং শৃণু ॥ ৯০
তপ্তায়ঃপিণ্ডবদনাঃ সূচীপূরিতলোচনাঃ । অধঃশৈর্ষোর্দ্ধপাদাশ্চ তাড্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৯১
এবং শতাব্দপর্য্যন্তং তদন্তে শোণিতে হ্রদে । মগ্নাঃ কণ্ঠস্থপাষাণাঃ শতাব্দং নিবসন্তি তে ॥ ৯২
ততঃ সর্ব্বেষু ঘোরেষু নরকেষু সমাঃ শতম্ । স্থিত্বা কর্ম্মাবশেষেণ তরঙ্গ্যামিষভোগিনঃ ॥ ৯৩
পরদ্রব্যাপহর্ত্তৃণাং নরকং শৃণু পণ্ডিত । মুষলোদূখলাভ্যাঞ্চ তুদ্যন্তে তস্করা ভৃশম্ ॥ ৯৪
তদন্তে তপ্তপাষাণগ্রহণং বৎসরত্রয়ম্ । ততশ্চ কালসূত্রেণ ভিদ্যন্তে সপ্তবৎসরান্ ॥ ৯৫
শোচন্তঃ স্বানি কর্ম্মাণি পরদ্রব্যাপহারকাঃ । ততঃ ক্রমেণ পচ্যন্তে নরকাগ্নিষু সন্ততম্ ॥ ৯৬
পরস্বসূচকানাঞ্চ নরকং শৃণু ভূপতে । তাবদ্যুগসহস্রাণি তপ্তায়ঃপিণ্ডভক্ষণম্ ॥ ৯৭
উৎপাট্যন্তে তু রসনাঃ সন্দংশৈর্ভৃশদারুণৈঃ । নিরুচ্ছ্বাসে মহাঘোরে কল্পান্তং নিবসন্তি তে ॥
পরস্ত্রীলোলুপানাঞ্চ নরকং শৃণু ভূপতে । তপ্ততাম্রস্ত্রিয়স্তেন রমন্তে প্রসভং বহু ॥ ৯৯
রমন্তে তেন সংগৃহ্য বিদ্রাবন্তং প্রসহ্য তাঃ । দিশন্ত্যস্য কৃতং কর্ম্ম তদন্তে নরকান্ ক্রমাৎ ॥ ১০০
অন্যং ভজন্তে ভূপাল পতিং ত্যক্ত্বা চ যা স্ত্রিয়ঃ । তাসাঞ্চ নরকান্ বক্ষ্যে গদতো মে নিশাময়
তপ্তায়ঃপুরুষাস্তাস্তু তপ্তায়ঃশয়নে বলাৎ । গৃহীত্বা কল্পপর্য্যন্তং রমন্তেঽতিবলান্বিতাঃ ॥ ১০২
ততস্তৈর্যোষিতো মুক্তা হুতাশনসমোজ্জ্বলম্ । অয়ঃস্তম্ভং সমাশ্লিষ্য তিষ্ঠন্ত্যব্দসহস্রকম্ ॥ ১০৩
ততঃ ক্ষারোদকস্নানং ক্ষারোদকনিষেবণম্ । তদন্তে নরকান্ সর্ব্বান্ ক্রমেণ পরিভুঞ্জতে ১০৪
যো হন্তি ব্রাহ্মণীং গাঞ্চ ক্ষত্রিয়াঞ্চ নৃপোত্তম । স এতা যাতনাঃ সর্ব্বা ভুঙ্ক্তে কল্পেষু পঞ্চসু ॥
যঃ শৃণোতি মহন্নিন্দাং সাদরঞ্চ শৃণুষ্ব মে । তেষাং কর্ণেষু পাত্যন্তে তপ্তায়ঃকীলসঞ্চয়াঃ ॥ ১০৬
ততশ্চ তেষু ছিদ্রেষু তৈলমত্যুষ্ণমুল্বণম্ । পূর্য্যতে চ ততশ্চাপি কুম্ভীপাকং প্রপদ্যতে ॥ ১০৭
নাস্তিকানাং প্রবক্ষ্যামি নরকং শৃণু ভূপতে । অব্দানাং কোটিপর্য্যন্তং নরকং ভুঞ্জতে হি তে ॥
ততশ্চ কল্পপর্য্যন্তং পুরীষং ভুঞ্জতে নৃপ । যুগন্তু রৌরবং পশ্চাৎ তপ্তসৈকতভোজনম্ ॥ ১০৯
ব্রাহ্মণান্ যে নিরীক্ষন্তে ক্রোধদৃষ্ট্যা নরাধমাঃ । তপ্তসূচীসহস্রন্তু তেষাং নেত্রেষু পূর্য্যতে ॥ ১১০
ততঃ ক্ষারাম্বুধারাভিঃ সিচ্যন্তে নৃপসত্তম । ততশ্চ ক্রকচৈর্ঘোরৈর্ভিদ্যন্তে পাপকারিণঃ ॥ ১১১
বিশ্বাসঘাতিনাঞ্চৈব মর্য্যাদাঘাতিনাং তথা । পরান্নলোলুপানাঞ্চ নরকং শৃণু দারুণম্ ॥ ১১২
শ্বমাংসভোজিনো নিত্যং ভক্ষ্যমাণাঃ শ্বভিস্তথা । নরকেষু সমস্তেষু প্রত্যেকং যুগবাসিনঃ ১১৩
প্রতিগ্রহরতা যে চ যে চ নক্ষত্রপাঠকাঃ । যে চ দেবলকান্নানাং ভোগিনস্তচ্ছৃণুষ্ব মে ॥ ১১৪
রাজন্নাকল্পপর্য্যন্তং যাতনাসু চ দুঃখিনঃ । পচ্যন্তে সততং পাপা বিষ্ঠাভোগরতাঃ সদা ॥ ১১৫
ততশ্চ ভুবমাসাদ্য চাণ্ডালাঃ শতজন্মসু । ভবন্তি বহুদুঃখার্ত্তা দরিদ্রা ব্যাধিপীড়িতাঃ ॥ ১১৬
অসত্যনিরতানাঞ্চ তথা নিষ্ঠুরভাষিণাম্ । উৎপাট্যন্তে সদা জিহ্বাঃ সন্দংশৈর্ভৃশদারুণৈঃ ১১৭
তপ্ততৈলেন সিচ্যন্তে কালসূত্রপ্রপীড়িতাঃ । ততঃ ক্ষারোদকস্নানং মূত্রবিষ্ঠানিষেবণম্ ॥
তদন্তে ভুবমাসাদ্য ভবন্তি ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ১১৮
অগ্নোদ্বেগকরা যে তু যান্তি বৈতরণীং নদীম্ । ত্যক্তপঞ্চমহাযজ্ঞা লালাভক্ষা ভবন্তি হি ॥ ১১৯
ঔপাসনপরিত্যাগী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ । অনুষ্ঠানবিহীনাশ্চ কৃমিভক্ষং প্রযান্তি হি ॥ ১২০
নৃপৈস্তেষাং চতুর্থাংশ দুঃখং পঞ্চযুগাবধি । তদন্তে ভুবমাসাদ্য ভবন্তি পরসেবকাঃ ॥ ১২২

বিপ্রগ্রামকরাদানং কুর্ব্বতাং শৃণু ভূপতে। যাতনাস্বাসু পচ্যন্তে যাবদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ১২২
বিপ্রগ্রামেষু ভূপাল যঃ কুর্য্যাদধিকং করম্। সসহস্রকুলো ভুঙ্‌ক্তে নরকান্ কল্পকোটিষু ॥১২৩
বিপ্রগ্রামে করাদানে যোঽনুমন্যতি পাতকী। স এব কৃতবান্ রাজন্ ব্রহ্মহত্যাযুতাযুতম্ ॥১২৪
অবিষ্ঠাভোগিনো নিত্যং নরা হ্যাতিথ্যবর্জ্জিতাঃ। কালসূত্রে মহাঘোরে বসন্তি হি চতুর্যুগম্ ॥
অযোনৌ চ বিযোনৌ চ পশুযোনৌ চ যো নরঃ। সিঞ্চেদ্রেতো মহাপাপী রেতোভোজনমাপ্নুয়াৎ
বসাকূপং ততঃ প্রাপ্য স্থিত্বা দিব্যাব্দসপ্ততিম্। রেতোভোজী ভবেন্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বলোকেষু নিন্দিতঃ
উপবাসদিনে রাজন্ দন্তধাবনকৃন্নরঃ। স ঘোরং নরকং যাতি ব্যাঘ্রভক্ষ্যং চতুর্যুগম্ ॥ ১২৮
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত্তু বসুন্ধরাম্। তস্য পাপফলং বক্ষ্যে সদস্তো মে নিশাময় ॥ ১২৯
স কোটিকুলসংযুক্তঃ প্রভুঞ্জন্ পূতিমৃত্তিকাম্। যাতনাস্বাসু পচ্যন্তে প্রত্যেকং কল্পকোটিষু ॥
ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি জায়ন্তে বিড়্ভুজশ্চ তে ॥ ১৩০
সনয়েদন্যপৃথিবীং মৃষা তন্নরকং শৃণু। স কোটিকুলসংযুক্তো নিমজ্জত্যাক্ষকর্দ্দমে ॥ ১৩১
ততো বিষ্ঠাহ্রদে মগ্নস্তিষ্ঠেদ্যুগসহস্রকম্। তদন্তে যাতনাস্বাসু যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৩২
ততশ্চ পৃথিবীমেত্য সর্ব্বলোকেষু নিন্দিতঃ। রণী কুষ্ঠাভিভূতশ্চ ভবেদ্যুগশতং নরঃ ॥ ১৩৩
যঃ স্বকর্ম্মপরিত্যাগী পাষণ্ডীত্যাচ্যতে বুধৈঃ। তৎসঙ্গকৃত্তৎসমশ্চ তাবুভাবতিপাপিনৌ ॥ ১৩৪
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ। সহস্রবংশসংযুক্তো নরকে বাসমশ্নুতে ॥ ১৩৫
যস্তু সদ্রূপশঙ্খাদিলিঙ্গচিহ্নতনুর্নরঃ। স সর্ব্বযাতনাভোগী চাণ্ডালো জন্মকোটিষু ॥ ১৩৬
তং দ্বিজং তপ্তশঙ্খাদিলিঙ্গাঙ্কিততনুং নরঃ। সম্ভাষ্য রৌরবং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৩৭
চক্রাঙ্কিততনুর্যত্র তত্র কোঽপি ন সংবসেৎ। যদি তিষ্ঠেন্মহাপাপী সহস্রব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ১৩৮
গঙ্গাস্নানরতো বাপি অশ্বমেধরতোঽপি বা। চক্রাঙ্কিততনুং দৃষ্ট্বা পশ্যেৎসূর্য্যং জপন্ নরঃ ॥
জপেত্ত পৌরুষং সূক্তমন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৩৯
লিঙ্গাঙ্কিততনুং দৃষ্ট্বা পশ্যেৎসূর্য্যং জপন্ নরঃ। জপেচ্চ শতরুদ্রীয়মন্যথা রৌরবং ব্রজেৎ ॥ ১৪০
ব্রাহ্মণস্য তনুর্জ্ঞেয়া সর্ব্বদেবসমাশ্রিতা। সা চেৎসন্তাপিতা রাজন্ কিং বক্ষ্যামি মহৈনসঃ ॥
চক্রাঙ্কিততনুর্বাপি রাজঁল্লিঙ্গাঙ্কিতোঽপি বা। নাধিকারী পরিজ্ঞেয়ঃ শ্রৌতস্মার্ত্তেষু কর্ম্মসু ॥
ভৃতকাধ্যাপকাশ্চৈব ভৃতকাধ্যায়িনস্তথা। আকল্পং যাতনা ভুঞ্জন্তে তদন্তে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ১৪৩
স্ত্রীশূদ্রাণাং সমীপে তু বেদাধ্যয়নকৃন্নরঃ। কল্পকোটিসহস্রেষু প্রাপ্নোতি নরকান্ ক্রমাৎ ॥১৪৪
দেবদ্রব্যাপহর্ত্তারো গুরুদ্রব্যাপহারকাঃ। ব্রহ্মহত্যাযুতসমং দুষ্কৃতং ভুঞ্জতে নরাঃ ॥ ১৪৫
অনাথধনহর্ত্তারোঽনাথং যে বিদ্বিষন্তি চ। তেষাং পাপফলং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ ॥১৪৬
অধঃশিরোর্দ্ধপাদাশ্চ কীলিতাস্তুষকদ্বয়ে। ধূমপানরতা নিত্যং তিষ্ঠন্ত্যাব্রহ্মবাসরম্ ॥ ১৪৭
আরামে পুষ্পহর্ত্তারো দেবপূজার্থকল্পিতে। তে যান্তি নরকং ঘোরং বহ্নিজ্বালাপ্রবেশনম্ ॥১৪৮
জলে দেবালয়ে বাপি যঃ সৃজেদ্দেহজং মলম্। ভ্রূণহত্যাসমং পাপং স প্রাপ্নোত্যতিদারুণম্
দন্তাস্থিকেশনখরান্ যঃ সৃজেদ্দেবতালয়ে। জলে বা ভুক্তশেষঞ্চ তস্য পাপফলং শৃণু ॥ ১৫০
গ্রামপ্রত্যেকনৈর্ভিন্না আর্ত্তরাববিরাবিণঃ। অত্যুষ্ণতৈলপানঞ্চ কুম্ভীপাকং ততঃ ক্রমাৎ ॥ ১৫১
ব্রহ্মস্বং হরতে যস্তু তুষং বা কাষ্ঠমেব বা। স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ১৫২
ব্রহ্মস্বহরণং রাজন্নিহামুত্র চ দুঃখদম্। ইহ সম্পত্তিনাশায় পরত্র নরকায় চ ॥ ১৫৩

কূটসাক্ষ্যং বদেদ্যস্তু তস্য পাপফলং শৃণু। স যাতি যাতনাঃ সর্ব্বা যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৫৪
ইহ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বিনশ্যন্তি পরত্র চ। রৌরবং নরকং যাতি যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ ॥ ১৫৫
যে চাগ্নিকারিণো মর্ত্ত্যা যে চ মিথ্যাভিবাদিনঃ। তেষাং মুখেঽজলৌকাশ্চপূর্ব্বাস্তেপন্নগোপমাঃ
এবং ষষ্টিসমাঃ স্থিত্বা ততঃ ক্ষারাম্বুসেচনম্। শ্মশানাক্ষারনিরতা বিশন্তি ক্ষারকর্দ্দমম্ ॥ ১৫৭
ততো গচ্ছেন্নিপাতাত্রে মৎস্যপ্রেতসনং তথা। তদন্তে ভুবমাসাদ্য হীনাঙ্গাঃ প্রভবন্তি চ ॥ ১৫৮
ঋতৌ নাভিগমেদ্যস্তু স্বস্ত্রিয়ং মনুজেশ্বর। স যাতি রৌরবং ঘোরং ব্রহ্মহত্যাঞ্চ বিন্দতি ॥ ১৫৯
অনাচাররতান্ দৃষ্ট্বা যঃ শক্তো ন নিবারয়েৎ। তৎপাপার্দ্ধমবাপ্নোতি যতোপেক্ষাপরায়ণঃ॥১৬০
পাপিনাং পাপগণনাং যঃ করোতি নরাধমঃ। অস্তিত্বে তুলপোপী স্যান্মিথ্যাত্বে দ্বিগুণস্তথা১৬১
অপাপে পাতকং যস্তু সমারোপয়তি নিন্দতি। স যাতি নরকান্ ঘোরান্ যাবদাচন্দ্রতারকম্১৬২
পাপিনাং পাতকং যস্তু বদেৎ তৎসদৃশো ভবেৎ। পাপিনাং নিত্যপাপানাং পাপার্দ্ধং নশ্যতি ক্ষণাৎ
কন্যাগামী নরো যস্তু ভক্ষ্যমাণঃ শ্বভিঃ সদা। স যাতি ধূমপানঞ্চ মূত্রাষষ্ঠাং ততঃ ক্রমাৎ ১৬৪
যস্তু ব্রতানি সংগৃহ্য অসমাপ্য পরিত্যজেৎ। সোঽসিপত্রবনং প্রাপ্য হীনাঙ্গো জায়তে ভুবি ॥
অন্যৈঃ সংগৃহ্যমাণানাং ব্রতানাং বিঘ্নকারকঃ। ত্রিসপ্তকুলসংযুক্তঃ স যাতি শ্লেষ্মভোজনম্ ॥১৬৬
ন্যায়ে চ ধর্ম্মশিক্ষায়াং পক্ষপাতং করোতি যঃ। ন তস্য নিষ্কৃতির্ভূপ প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি ॥১৬৭
অভোজ্যভোজী মত্যোপি পিতৃপানং সমাপ্নুতম্। চণ্ডালবংশেসঞ্জাতো গোমাংসাশী ভবেৎসদা
অবমন্য দ্বিজান্ বাগ্‌ভির্ব্রহ্মহত্যাঞ্চ বিন্দতি। সর্ব্বাশ্চ যাতনা ভুক্ত্বা চাণ্ডালো দশজন্মসু ॥১৬৯
বিপ্রায় দীয়মানে তু যো বিঘ্নং কুরুতে নরঃ। স যাতি ব্রহ্মহত্যানাং সহস্রাণাং শতাধিকম্ ॥
অপহৃত্য পরস্বার্থং যঃ পরেভ্যঃ প্রযচ্ছতি। স দাতা নরকং যাতি যস্যার্থস্তস্য তৎফলম্ ॥ ১৭১
অন্যায়সাধিতং দ্রব্যং যস্তান্যস্মৈ প্রযচ্ছতি। স যাতি নরকং ঘোরং যস্যার্থস্তস্য তৎফলম্ ॥ ১৭২
প্রতিশ্রুত্যাপ্রদানেন লালাভক্ষং ব্রজেন্নরঃ। যতিনিন্দাপরো রাজন্ শিলাযন্ত্রং ব্রজেন্নরঃ ॥ ১৭৩
আরামচ্ছেদিনো যান্তি যুগানামেকবিংশতিম্। শ্বভোজনং ততো যান্তি ক্রমাৎসর্ব্বাশ্চযাতনাঃ
দেবাগারং ভেত্তারস্তড়াগানাঞ্চ ভেদিনঃ। পুষ্পারামভিদশ্চৈব যাং গতিং প্রাপ্নুয়ুঃ শৃণু ॥ ১৭৫
কোটিকোটিকৃমৈর্যুক্তাঃ কল্পকোটিযুতানি ষট্। যাতনাসু চ সর্ব্বাসু পচ্যন্তে বৈ পৃথক্ পৃথক্ ॥
ততশ্চ বিষ্ঠাকৃময়ঃ কল্পকোটিষু ভূপতে। তদন্তে বিড়্ভুজস্তে বৈ কল্পানামেকবিংশতিম্ ॥১৭৭
তথৈব তে কৃমিভুজো যুগানামেকবিংশতিম্। ততশ্চ ভুবমাসাদ্য চাণ্ডালাঃ কোটিজন্মসু ॥ ১৭৮
গ্রামনাশকরাণাঞ্চ পাপঞ্চ সুমহত্তরম্। ন সমর্থোঽস্মি গদিতুং জন্মকোটিশতৈরপি ॥ ১৭৯
দেবপুর্দাহকা যে তু তথৈব গ্রামদাহকাঃ। যাবদ্ব্রহ্মা সৃজত্যেতৎ তাবন্নরকমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৮০
যস্য কস্য চ পাপস্য সোঽনুমন্তা ভবেন্নরঃ। স যাতি তত্র পাপার্দ্ধং নরকাংশ্চ যথোচিতান্ ॥
কুণ্ডাশী গোলকাশী চ তথৈব গ্রামযাজকঃ। অযাজ্যযাজকশ্চৈব মহাপাতকিনঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৮২
আম্বায়কা দেবলকা গ্রামনক্ষত্রযাজকাঃ। ত এতে ব্রহ্মচাণ্ডালা মহাপাতকপঞ্চমাঃ ॥ ১৮৩
এতেষাং যাতনাঃ সর্ব্বা যুগানামেকবিংশতিম্। তদন্তে ভুবমাসাদ্য চাণ্ডালাঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১৮৪
উচ্ছিষ্টত্যাজিনো যে চ মিত্রদ্রোহরতাশ্চ যে। তেষাঞ্চ যাতনাঃ সর্ব্বা যাবদাচন্দ্রতারকম্ ॥১৮৫
উৎসন্নপিতৃদেবেজ্যা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ। পাষণ্ডা ইতি বিখ্যাতা যাতনাবহবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৮৬
এবং বহুবিধাঃ প্রোক্তাঃ পাতকাশ্চোপপাতকাঃ। তেষামসংখ্যাবাহুল্যাৎকিয়ন্তস্তেপ্রকীর্ত্তিতাঃ

পাপানাং যাতনানাঞ্চ ধর্ম্মাণাঞ্চৈব ভূপতে। সংখ্যাং নিগদিতুং লোকে কঃ শক্তো বিষ্ণুনা ঋতে
এতেষাং সর্ব্বপাপানাং ধর্ম্মশাস্ত্রবিধানতঃ। প্রায়শ্চিত্তৈস্তু চীর্ণৈস্তু পাপরাশিঃ প্রণশ্যতি ॥ ১৮৯
প্রায়শ্চিত্তানি কার্য্যাণি সমীপে কমলাপতেঃ। ন্যূনাতিরিক্ততা ন স্যাৎ সফলানি ভবন্তি হি ॥
গঙ্গা চ তুলসী চৈব সৎসঙ্গো হরিকীর্ত্তনম্। অনসূয়া হ্যহিংসা চ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনঃ ॥ ১৯১
বিষ্ণ্বর্পিতানি কর্ম্মাণি সফলানি ভবন্তি হি। অনর্পিতানি কর্ম্মাণি ভস্মনি ন্যস্তহব্যবৎ ॥ ১৯২
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং যচ্চান্যন্মোক্ষসাধনম্। বিষ্ণোঃ সমর্পিতং সর্ব্বং সাত্ত্বিকং সফলং ভবেৎ ॥
বিষ্ণোর্ভক্তিঃ পরা নৃণাং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। ভক্তিমদ্ভিঃ কৃতং কর্ম্ম সফলং স্যাচ্ছচীপতে ॥ ১৯৪
ভক্তির্দশগুণা নৃণাং পাপারণ্যদবানলঃ। তামসৈ রাজসৈশ্চৈব সাত্ত্বিকৈশ্চ নৃপোত্তম ॥ ১৯৫
যশ্চান্যস্য বিনাশার্থং ভজতে শ্রদ্ধয়া হরিম্। শৃণুষ্ব পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসাধমা ॥ ১৯৬
যোঽর্চ্চয়েৎ কৈতবধিয়া স্বৈরিণী স্বপতিং যথা। নারায়ণং জগন্নাথং সা বৈ তামসমধ্যমা ॥ ১৯৭
দেবপূজাপরান্ দৃষ্ট্বা মৎসরী যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্। শৃণুষ্ব পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসোত্তমা ॥ ১৯৮
ধনধান্যাদিকং যস্তু প্রার্থয়ন্নর্চ্চয়েদ্ধরিম্। শ্রদ্ধয়া পরয়াবিষ্টঃ সা ভক্তী রাজসাধমা ॥ ১৯৯
যঃ সর্ব্বলোকবিখ্যাতাং কীর্ত্তিমুদ্দিশ্য মাধবম্। অর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সা বৈ রাজসমধ্যমা ॥
সালোক্যাদিপদং যস্তু প্রার্থয়ন্নর্চ্চয়েদ্ধরিম্। বিজ্ঞেয়া পৃথিবীপাল সা ভক্তী রাজসোত্তমা ॥ ২০১
যস্তু স্বকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং পূজয়েদ্ধরিম্। শ্রদ্ধয়া পরয়া রাজন্ সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকাধমা ॥ ২০২
হরেরিদং প্রিয়মিতি কৃত্বা মনসি যো নরঃ। কর্ম্মাণি কুরুতে ভূপ ভক্তিঃ সাত্ত্বিকমধ্যমা ॥ ২০৩
বিধিবুদ্ধ্যার্চ্চয়েদ্যস্তু দাসবচ্চক্রপাণিনম্। ভক্তীনাং প্রবরা জ্ঞেয়া সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকোত্তমা ॥
নারায়ণস্য মহিমাং কাঞ্চিচ্ছ্রুত্বাঽপি যো নরঃ। তন্ময়ত্বেন সন্তুষ্টঃ সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকোত্তমা ॥
অহমেব পরো বিষ্ণুর্ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ। ইতি যঃ সততং পশ্যেৎ তং বিদ্যাদুত্তমোত্তমম্ ॥ ২০৬
এবং দশবিধা ভক্তিঃ সংসারচ্ছেদকারিণী। তত্রাপি সাত্ত্বিকী ভক্তিঃ সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ২০৭
তস্মাচ্ছৃণুষ্ব ভূপাল সংসারচ্ছেদমিচ্ছতা। স্বধর্ম্মাবিরোধেন ভক্তিঃ কার্য্যা জনার্দ্দনে ॥
যঃ কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য ভক্তিমাত্রেণ জীবতি। ন তস্য তুষ্যতে বিষ্ণুরাচারাৎ পূজ্যতে যতঃ ॥
সর্ব্বাগমানামাচারঃ প্রথমঃ পরিকল্প্যতে। আচারপ্রভবো ধর্ম্মো ধর্ম্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ ॥ ২১০
তস্মাৎ কার্য্যা হরৌ ভক্তিঃ স্বধর্ম্মস্যাবিরোধিনী। সদাচারবিহীনানাং ধর্ম্মার্থৌ ন সুখপ্রদৌ ॥
ত্বয়া মহীশ যৎ পৃষ্টং তৎ সর্ব্বং গদিতং ময়া। তস্মাদ্ধর্ম্মপরো ভূত্বা সুখী ভব দৃঢ়ব্রত ॥ ২১২
পূজয়স্ব প্রযত্নেন নারায়ণমনাময়ম্। তস্মিন্ সংপূজ্যমানে তু সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যসি ॥ ২১৩
পূজয়স্ব হরং বিষ্ণুমেকবুদ্ধ্যা মহীপতে। ভেদকৃদ্ যাত্যন্ধতামিস্রমাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২১৪
শিব এব হরিঃ সাক্ষাদ্ধরিরেব শিবঃ স্বয়ম্। তয়োর্ভেদকৃদ্ যাতি নরকান্ কোটিকোটিশঃ ॥ ২১৫
আত্মঘাতনপাপ্যানো রাজংস্তব পিতামহাঃ। বসন্তি নরকে তে চ দগ্ধাঃ কপিলকোপতঃ ॥ ২১৬
তানুদ্ধর মহাভাগ গঙ্গাজলনিষেচনৈঃ। গঙ্গা সর্ব্বাণি পাপানি নাশয়ত্যেব পণ্ডিত ॥ ২১৭
কেশমস্থি নখং দন্তং ভস্ম বাপি জনেশ্বর। গঙ্গায়াঃ স্পর্শমাত্রেণ তান্ নয়ত্যচ্যুতং পদম্ ॥ ২১৮
যস্যাস্থি ভস্ম বা রাজন্ গঙ্গায়াং ক্ষিপ্যতে নরৈঃ। মহাপাতকযুক্তোঽপি স যাতি পরমং পদম্
গুহ্যং শৃণুষ্ব রাজেন্দ্র গঙ্গা পাপপ্রণাশিনী। বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতা প্রযাতি পরমং পদম্ ॥ ২২০
যানি কানি চ পাপানি প্রোক্তানি তব পণ্ডিত। তানি পাপানি নশ্যন্তি গঙ্গাবিন্দ্বভিষেকতঃ

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পৃথিবীপালং ধর্ম্মরাজো মুনীশ্বরাঃ। অন্তর্দ্দধে স রাজাপি তপস্তপ্তুং মনোদধে ॥১২০
নিক্ষিপ্য পৃথিবীং সর্ব্বাং সচিবেষু মহীপতিঃ। তপস্তপ্তুং মুনিশ্রেষ্ঠাস্তুহিনাদ্রিং জগাম সঃ ॥

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে কালসংবাদো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

হিমবদ্গিরিমাসাদ্য কিং চকার মহীপতিঃ। কথং বাহৃতবান্ গঙ্গাং সূত তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১

সূত উবাচ।

ভগীরথো মহারাজো জটাচীরধরো বনে। গচ্ছন্ হিমাদ্রিং তপসে যযৌ গোদাবরীতটম্ ॥ ২
তত্রাপশ্যন্মহারণ্যং ভৃগোরাশ্রমমুত্তমম্। কৃষ্ণসারসমাকীর্ণং মাতঙ্গচয়সেবিতম্ ॥ ৩
ভ্রমদ্ভ্রমরসংযুক্তং কূজদ্বিহগসঙ্কুলম্। ব্রজদ্বরাহনিকরং চমরীবালবীজিতম্ ॥ ৪
নৃত্যন্ময়ূরনিকরং সারঙ্গগণসেবিতম্। প্রবর্দ্ধিতমহাবৃক্ষং মুনিকন্যাভিরাদরাৎ ॥ ৫
শালতালতমালাঢ্যং বৃহদ্ধিন্তালমণ্ডিতম্। প্লক্ষসর্জ্জাঙ্গকুদ্দাল-শমীরুচকশোভিতম্ ॥ ৬
মালতীযূথিকাকুন্দ-চম্পকাশ্বত্থভূষিতম্। উৎফুল্লকুসুমোপেতমৃষিসঙ্ঘনিষেবিতম্ ॥
বেদশাস্ত্রসমুদ্ঘোষং ভৃগোঃ প্রাবিশদাশ্রমম্ ॥ ৭
গৃণন্তং পরমং ব্রহ্ম বৃতং শিষ্যবরৈর্মুনিম্। তেজসা সূর্য্যসঙ্কাশং ভৃগুং তত্র দদর্শ সঃ ॥ ৮
ননাম বিধিবদ্ভূপস্তস্মৈ মুনিবর্য্যায় সঃ। আতিথ্যং ভৃগুরপ্যস্মৈ চক্রে সম্মানপূর্ব্বকম্ ॥ ৯
কৃতাতিথ্যক্রিয়ো রাজা ভৃগুণা পরমর্ষিণা। উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়ান্মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১০

রাজোবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। ভগবাংস্তুষ্যতে যেন সংসারার্ণবতারকঃ ॥ ১১
পূজ্যতে কর্ম্মণা যেন ভগবান্ ভূতভাবনঃ। অনুগ্রাহ্যোঽস্মি তে ব্রহ্মন্ সর্ব্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥১২

ভৃগুরুবাচ।

রাজংস্তবেপ্সিতং জ্ঞাতং ত্বং হি পুণ্যবতাং বরঃ। অন্যথা স্বকুলং সর্ব্বং কথমুদ্ধর্তুমর্হসি ॥ ১৩
যো বা কো বাপি ভূপাল গঙ্গাসেকাদিভিঃ স্বকান্। উদ্ধর্ত্তুকামস্তং বিদ্যান্নররূপধরং হরিম্ ১৪
কর্ম্মণা যেন দেবেশো নৃণামিষ্টফলপ্রদঃ। তৎপ্রবক্ষ্যামি রাজেন্দ্র শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ ॥ ১৫
ভব সত্যপরো রাজন্নহিংসানিরতস্তথা। সর্ব্বভূতহিতো নিত্যং ন বদেশ্চানৃতং কচিৎ ॥ ১৬
ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্। কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥ ১৭
কুরু পূজাং মহাবিষ্ণোর্যাহি শান্তিমনুত্তমাম্। অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং জপ্ত্বা শ্রেয়ো গমিষ্যসি ॥ ১৮

রাজোবাচ।

সত্যন্তু কীদৃশং প্রোক্তমহিংসা বাপি কীদৃশী। সর্ব্বভূতহিতত্বঞ্চ প্রোক্তং কীদৃগ্বিধং মুনে ॥ ১৯
অনৃতং কীদৃশং প্রোক্তং দুর্জ্জনাশ্চৈব কীদৃশাঃ। সাধবঃ কীদৃশাঃ প্রোক্তাস্তথা পুণ্যঞ্চ কীদৃশম্

স্মর্ত্তব্যশ্চ কথং বিষ্ণুস্তস্য পূজা চ কীদৃশী। শান্তির্নাম চ কা প্রোক্তা কিমষ্টাক্ষরসংজ্ঞকম্ ॥ ২১
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ মুনে তত্ত্বার্থকোবিদ। এতন্মে পুত্রবাৎসল্যাৎ সর্ব্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২২

ভৃগুরুবাচ।

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ তব বুদ্ধিরনুত্তমা। যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়া রাজংস্তৎসর্ব্বং প্রবদামি তে ॥ ২৩
যথার্থকথনং রাজন্ সত্যমিত্যভিধীয়তে। ধর্ম্মাবিরোধতো বাচং তদ্ধি ধর্ম্মপরায়ণৈঃ ॥ ২৪
দেশকালাদিবিজ্ঞানাৎ স্বধর্ম্মস্যাবিরোধতঃ। যদ্বচঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিস্তৎ সত্যমভিধীয়তে ॥ ২৫
সর্ব্বেষামেব জন্তূনামক্লেশজননং হি যৎ। রাজন্নহিংসা বিজ্ঞেয়া সর্ব্বকামার্থদায়িনী ॥ ২৬
ধর্ম্মকার্য্যসহায়ত্বমকার্য্যপরিপন্থিতা। সর্ব্বলোকহিতত্বং বৈ প্রোচ্যতে ধর্ম্মকোবিদৈঃ ॥ ২৭
ইচ্ছানুবৃত্তিকথনং ধর্ম্মাধর্ম্মাবিবেকতঃ। অনৃতং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং সর্ব্বশ্রেয়োবিরোধিতম্ ॥ ২৮
যে লোকবিদ্বিষো মূর্খাঃ কুমার্গরতবুদ্ধয়ঃ। তে রাজন্ দুর্জ্জনাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥ ২৯
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকেন বেদমার্গানুসারিণঃ। সর্ব্বলোকহিতে সক্তাঃ সাধবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩০
হরিপ্রীতিকরং যচ্চ সদ্ভিশ্চ পরিরক্ষিতম্। আত্মনঃ প্রীতিজনকং তৎ পুণ্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩১
সর্ব্বং জগদিদং বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ সর্ব্বস্য কারণম্। অহঞ্চ বিষ্ণুরিতি যৎ তদ্বিষ্ণোঃ স্মরণং বিদুঃ ॥ ৩২
সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুর্বিধিনৈতস্য পূজনম্। ইতি যা মনসঃ প্রীতিঃ সা ভক্তিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩৩
সর্ব্বভূতময়ো বিষ্ণুঃ পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ। ইত্যভেদপরা ভক্তিঃ সা পূজা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩৪
সমতা শত্রুমিত্রেষু বশিত্বঞ্চ তথা নৃপ। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টিঃ শান্তির্নাম্না প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৫
এতে সর্ব্বে সমাখ্যাতাস্তপঃসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ। সমস্তপাপরাশীনাং তরসা নাশহেতবঃ ॥ ৩৬
অষ্টাক্ষরমহামন্ত্রং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। বক্ষ্যামি তব রাজেন্দ্র পুরুষার্থৈকসাধনম্ ॥ ৩৭
বিষ্ণুপ্রিয়করং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্। নমো নারায়ণায়েতি জপেৎ প্রণবপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৮
শঙ্খচক্রধরং শান্তং নারায়ণমনাময়ম্। লক্ষ্মীসংশ্রিতবামাঙ্কং তথাভয়করং প্রভুম্ ॥ ৩৯
কিরীটকুণ্ডলধরং নানামণ্ডনভূষিতম্। ভ্রাজৎকৌস্তুভমালাঢ্যং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্ ॥ ৪০
পীতাম্বরধরং দেবং সুরাসুরনমস্কৃতম্। ধ্যায়েদনাদিনিধনং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৪১
এবম্ভূতং মহাবিষ্ণুং পশ্যেদাত্মানমাত্মনি। স যাতি সর্ব্বশ্রেয়াংসি বিশ্রামং কুরু ভূপতে ॥ ৪২
বাচ্যো নারায়ণঃ প্রোক্তো মন্ত্রস্তদ্বাচকঃ স্মৃতঃ। বাচ্যবাচকসম্বন্ধো নিত্য এব মহাত্মনঃ ॥ ৪৩
যথাঽনাদিপ্রবৃদ্ধোঽয়ং ঘোরঃ সংসারসাগরঃ। তথাঽনাদির্মহাবিষ্ণুঃ সংসারান্মোচকঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪
স এব ধাতা জগতাং সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। অন্তর্যামী জ্ঞানরূপী পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ ॥ ৪৫
ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। স্বস্তি তেঽস্তু তপঃসিদ্ধিং লভ গচ্ছ যথাসুখম্ ॥ ৪৬

সূত উবাচ।

এবমুক্তো মহীপালো ভৃগুণা পরমর্ষিণা। পরমাং প্রীতিমাপন্নঃ প্রপেদে তপসে বনম্ ॥ ৪৭
হিমবচ্ছিখরমাসাদ্য গঙ্গাতীরে মনোরমে। নাদেশ্বরে মহাক্ষেত্রে তপস্তেপেঽতিদুশ্চরম্ ॥ ৪৮
রাজা ত্রিষবণস্নায়ী কন্দমূলফলাশনঃ। কৃতাতিথ্যশ্চাপি নিত্যং হোমপরায়ণঃ ॥ ৪৯
সর্ব্বভূতহিতঃ শান্তো নারায়ণপরায়ণঃ। পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈস্তোয়ৈস্ত্রিকালং হরিপূজকঃ ॥ ৫০
এবং বহুবিধং কালং নীত্বা হ্যত্যন্তধৈর্য্যবান্। ধ্যায়ন্ নারায়ণং দেবং শীর্ণপর্ণাশনোঽভবৎ ॥ ৫১
প্রাণায়ামপরো ভূত্বা রাজা পরমধার্ম্মিকঃ। নিরুচ্ছ্বাসপরো ভূত্বা তপস্তপ্তুং প্রচক্রমে ॥ ৫২

ধ্যায়ন্ নারায়ণং দেবমনন্তং পরমব্যয়ম্। ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি নিরুচ্ছ্বাসপরোঽভবৎ ॥ ৫৩
তস্য নাসাপুটাদ্রাজ্ঞো ধূমো জজ্ঞে ভয়ঙ্করঃ। তং দৃষ্ট্বা দেবতানাঞ্চ ত্রাসো জজ্ঞে মহামুনে॥৫৪
অধিকারক্ষয়ভয়াদ্দেবাঃ সন্ত্রাসপীড়িতাঃ। অভিজগ্মুর্মহাবিষ্ণুর্যত্রাস্তে জগতাং পতিঃ ॥ ৫৫
ক্ষীরোদস্যোত্তরং তীরং সম্প্রাপ্য ত্রিদিবেশ্বরাঃ। অস্তুবন্ দেবদেবেশং পশুপাশবিমোচকম্ ॥৫৬

দেবা ঊচুঃ।

নতাঃ স্ম বিষ্ণুং জগদেকনাথং স্মরৎসমস্তার্তিহরং পরেশম্।
স্বভাবশুদ্ধং পরিপূর্ণভাবং বদন্তি তং জ্ঞানগতঞ্চ তজ্জ্ঞাঃ ॥ ৫৭
ধ্যেয়ঃ সদা যোগিজনৈঃ পরাত্মা স্বেচ্ছাশরীরৈঃ কৃতদেবকার্য্যঃ।
জগৎস্বরূপো জগদেকনাথস্তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায় ॥ ৫৮
যন্নামসঙ্কীর্ত্তনতো মুরারেঃ সমস্তপাপাঃ প্রশমং প্রয়ান্তি।
তমীশমাদ্যং পুরুষং পুরাণং নতাঃ স্ম বিষ্ণুং পুরুষার্থসিদ্ধ্যৈ ॥ ৫৯
যত্তেজসা ভান্তি দিবাকরাদ্যা নাতিক্রমন্ত্যাজ্ঞিনদীনদাদ্যাঃ।
কালাত্মকং তং ত্রিদশাদিদেবং নতাঃ স্ম রূপং পুরুষার্থরূপম্ ॥ ৬০
জগৎ করোত্যব্জভবস্তু যস্য পুনন্তি লোকান্ শ্রুতয়শ্চ বিপ্রাঃ।
তমাদিদেবং গুণসন্নিধানং যদাজ্ঞয়া তং প্রণতাঃ স্ম বিষ্ণুম্ ॥ ৬১
সুরং বরেণ্যং মধুকৈটভারিং সুরাসুরাদ্যর্চ্চিতপাদপদ্মম্।
সদ্ভক্তসঙ্কল্পিতসিদ্ধিহেতুং জ্ঞানৈকবেদ্যং প্রণতাঃ স্ম বিষ্ণুম্ ॥ ৬২
নারায়ণং দেবমনন্তমীশং পীতাম্বরং পদ্মভবাদিসেব্যম্।
যজ্ঞপ্রিয়ং যজ্ঞভুজং বিশুদ্ধং নতাঃ স্ম সর্ব্বোত্তমমিষ্টদন্তম্ ॥ ৬৩
সচ্চিৎসদানন্দকৃতস্বরূপমভেদমজ্ঞানতিরোহিতানাম্।
অনাদিমধ্যান্তমজং পরেশং রূপাদিহীনং প্রণতাঃ স্ম দেবম্ ॥ ৬৪

ইতি স্তুতো মহাবিষ্ণুর্দেবৈরিন্দ্রাদিভিস্তদা। চরিতং তস্য রাজর্ষের্দেবানাং সন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ৬৫
হরিঃ সুরান্ সমাশ্বাস্য তেষাং দত্ত্বাভয়ং দ্বিজাঃ। তপশ্চরতি রাজর্ষির্যত্র তং দেশমাযযৌ ॥ ৬৬
শঙ্খচক্রধরো দেবঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। প্রত্যক্ষতামগাৎ তস্য রাজ্ঞঃ সর্ব্বজগদ্গুরুঃ ॥ ৬৭
দদর্শারাদ্ধরিং রাজা ভাভাসিতদিগন্তরম্। অতসীপুষ্পসঙ্কাশং স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৬৮
বিকসৎপদ্মপত্রাক্ষং বিভ্রাজন্মুকুটোজ্জ্বলম্। শ্রীবৎসকৌস্তুভধরং পীতাম্বরধরং প্রভুম্ ॥ ৬৯
দীর্ঘবাহুমুদারাঙ্গং সুরার্চ্চিতপদাম্বুজম্। পশ্যন্ ননাম ভূপালো দণ্ডবৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৭০
অনন্তহর্ষসম্পূর্ণঃ সরোমাঞ্চঃ সগদ্গদঃ। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেত্যাহ পুনঃপুনঃ ॥ ৭১
তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা অন্তর্যামী জনার্দ্দনঃ। উবাচ কৃপয়াবিষ্টো ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥ ৭২

শ্রীভগবানুবাচ।

ভগীরথ মহাভাগ তবাভীষ্টং ভবিষ্যতি। আগমিষ্যন্তি মল্লোকং তব পূর্ব্বপিতামহাঃ ॥ ৭৩
মম মূর্ত্ত্যন্তরং শম্ভুং যজ স্তোত্রৈঃ স্বশক্তিতঃ। স তে সমস্তশ্রেয়াংসি বিধাস্যতি ন সংশয়ঃ ॥৭৪
অহমপ্যম্বিকানাথং যজামি প্রত্যহং নৃপ। তস্মাদারাধয়েশানং স্তোত্রৈঃ স্তুত্যং সুখপ্রদম্ ॥৭৫
অনাদিনিধনো দেবঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। ত্বয়া সংপূজিতো রাজংস্তব শ্রেয়ো বিধাস্যতি ॥ ৭৬

ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশো জগতাং পতিরচ্যুতঃ। অন্তর্দধে স বিশ্বাত্মা উত্তস্থৌ সোঽপি ভূপতিঃ
কিমিদংস্বপ্নআহোস্বিৎসত্যঞ্চেতিদ্বিজোত্তমাঃ। চিন্তাকুলোভূদ্রাজেন্দ্রঃকিংকরোমীতিবিস্মিতঃ
অথান্তরীক্ষে বাগুচ্চৈঃ প্রাহ সম্ভ্রান্তচেতসম্। সত্যমেতদ্বেদিতব্যং ন চিন্তাং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৭৯
তদোম্মনাঃ ক্ষিতিপতিরীশানং লোককারণম্। সমস্তদেবতারূপমস্তৌষীদ্ভক্তিতৎপরঃ ॥ ৮০
প্রণমামি জগন্নাথং প্রণতার্ত্তিপ্রণাশনম্। প্রমাণাগোচরং দেবমীশানং প্রণবাত্মকম্ ॥ ৮১
জগদ্রূপমযোনিং তং সর্গস্থিত্যন্তকারণম্। উর্দ্ধরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নতোঽস্মি তম্॥৮২
আদিমধ্যান্তরহিতমনন্তমজমব্যয়ম্। যমামনন্তি যোগীন্দ্রাস্তং বন্দে তুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥ ৮৩
নমো লোকাধিনাথায় রক্ষতে পরিরক্ষতে। নমোঽস্তু নীলকণ্ঠায় পশূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৮৪
নমশ্চৈতন্যরূপায় পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ। নমঃ কল্মষনাশায় নমো মীঢ়ুষ্টমায় তে ॥ ৮৫
নমো রুদ্রায় দেবায় কপর্দ্দায় প্রচেতসে। নমঃ পিনাকহস্তায় শূলহস্তায় তে নমঃ ॥ ৮৬
নমস্তে সর্ব্বভূতায় ঘণ্টাহস্তায় তে নমঃ। নমঃ পাশাস্ত্রহস্তায় ক্ষেত্রাণাং পতয়ে নমঃ ॥ ৮৭
নমঃ কপালহস্তায় পাশমুদ্গারপাণিনে। নমঃ সমস্তপাপানাং মুক্তানাং পতয়ে নমঃ ॥ ৮৮
নমো গণাধিদেবায় ক্ষেত্রিণাং পতয়ে নমঃ। নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যপতয়ে নমঃ ॥ ৮৯
হিরণ্যরেতসে তুভ্যং বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ। নমো ধ্যানস্বরূপায় নমস্তে ধ্যানসাক্ষিণে।
নমস্তে ধ্যানসংস্থায় অহিরম্নায় তে নমঃ ॥ ৯০
যেনেদং বিশ্বমখিলং চরাচরবিরাজিতম্। প্রধানং পুরুষশ্চৈব অব্যক্তাদ্ সৃষ্টিরিবাজনি ॥ ৯১
স্বপ্রকাশং মহাত্মানং পরংজ্যোতিঃ সনাতনম্। যমামনন্তি তং বন্দে সবিতারং নৃচক্ষুষঃ ॥ ৯২
উমাকান্ত বিরূপাক্ষ নীলকণ্ঠ সদাশিব। মৃত্যুঞ্জয় মহাভাগ যত্ভদ্রং তৎ তমাবহ ॥ ৯৩
কপর্দ্দিনে নমস্তুভ্যং নীলগ্রীবায় তে নমঃ। কৃশানুরেতসে তুভ্যং শিবো নঃ সুমনা ভব ॥ ৯৪
• যতঃ সমুদ্রাঃ সরিতোঽদ্রয়শ্চ গন্ধর্ব্বযক্ষাঃ সুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ।
যতশ্চ চেষ্টাং কুরুতে হি জন্তুঃ স নোঽস্তু দেবশ্চ শুভপ্রদশ্চ ॥ ৯৫
ধ্যায়ন্তি যং যোগিজনা বিশুদ্ধং সর্ব্বান্তরাত্মালয়রূপমেয়ম্।
•স্বতন্ত্রমেকং গুণবন্নিধানং নমামি ভূয়ঃ প্রণমামি ভূয়ঃ ॥ ৯৬
তদিদং শঙ্করস্তোত্রং সাগরেণ প্রভাষিতম্। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ॥
ইতি স্তুতো মহাদেবঃ শঙ্করো লোকশঙ্করঃ। আবির্ভূব ভূপস্য সন্তুষ্টস্তপসস্তদা ॥ ৯৮
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্। ত্রিলোচনমুদারাঙ্গং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
বিশালবক্ষসং দেবমষ্টবাহুং মহোজনম্ ॥ ৯৯
গজচর্ম্মাম্বরধরং সুরার্চ্চিতপদাম্বুজম্। দৃষ্ট্বা সগরকাদো রাজা দণ্ডবৎ ক্ষিতিমণ্ডলে।
ননামোচ্চৈর্মহাদেবং মহাদেবেতি কীর্ত্তয়ন্ ॥ ১০০
বিজ্ঞায় ভক্তিং ভূপস্য শঙ্করঃ শশিশেখরঃ। রাজানং প্রাহ তুষ্টোঽস্মি বরয়েতি বরং মুদা॥১০১
পূজিতোঽস্মি ত্বয়া সম্যক্ স্তোত্রেণ তপসানঘ। ভুক্ত্বেহ ভোগানতুলা স্ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি
ইত্যুক্তো দেবদেবেন রাজা সন্তুষ্টমানসঃ। উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা জগতামীশ্বরেশ্বরম্ ॥ ১০৩
রাজোবাচ।
অনুগ্রাহ্যোঽস্মি যদি তে বরদেন মহেশ্বর। ত্রিমার্গগাপ্রসাদেন উদ্ধরাস্মৎপিতামহান্ ॥ ১০৪

দেবদেব উবাচ।

রাজন্ দত্তা ময়া গঙ্গা তেষাঞ্চৈব পরা গতিঃ। তব মোক্ষপদং দত্তমিত্যুক্ত্বাঽন্তর্দধৌ শিবঃ॥১০৫
কপর্দ্দিমুকুটাগ্রস্থা গঙ্গা লোকৈকপাবনী। পাবয়ন্তী জগৎ সর্ব্বমন্বগচ্ছদ্ভগীরথম্॥ ১০৬
ততঃপ্রভৃতি সা দেবী নির্ম্মলা মলহারিণী। ভাগীরথীতি বিখ্যাতা সর্ব্বলোকেষু পণ্ডিত॥ ১০৭
সগরস্যাত্মজাঃ পূর্ব্বং যত্র দগ্ধা মুনীশ্বরাঃ। তং দেশং প্লাবয়ামাস গঙ্গা সর্ব্বসরিদ্বরা॥ ১০৮
যদা সংপ্লাবিতং ভস্ম সাগরাণাস্তু গঙ্গয়া। তদৈব নরকে মগ্নাঃ সাগরাস্তে গতৈনসঃ॥ ১০৯
পুরাসন্ সুদ্যমানেন যমেন পরিশিক্ষিতাঃ। ত এব পূজিতাস্তেন গঙ্গোদকপরিপ্লুতাঃ॥ ১১০
গতপাপান্ পরিজ্ঞায় যমঃ সগরসম্ভবান্। প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্য বিধিবদিত্যাহ বিনয়ান্বিতঃ॥ ১১১

যম উবাচ।

ভো ভো রাজসুতা য়ূয়ং নরকান্ ভৃশদারুণান্। এতাবন্তন্ত সময়ং ভুক্তবন্তঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥ ১১২
যুষ্মদ্বংশে জাতো ভগীরথ ইতি শ্রুতঃ। তস্মাৎ তারিতাস্তু য়ূয়ং নরকাদ্ভৃশদারুণাৎ॥১১৩
আরুহ্যাশু বিমানানি সর্ব্বকামান্বিতানি চ। গচ্ছধ্বং বিষ্ণুভবনং সর্ব্বলোকোত্তমোত্তমম্॥১১৪
ইত্যুক্তাস্তে মহাত্মানো যমেন গতকল্মষাঃ। শতকোটিকুলৈর্যুক্তা বিষ্ণুলোকং প্রপেদিরে॥ ১১৫
এবম্প্রভাবা সা গঙ্গা হরিপাদাগ্রসম্ভবা। সর্ব্বলোকেষু বিখ্যাতা মহাপাতকনাশিনী॥ ১১৬
ইদং সুপুণ্যমাখ্যানং মহাপাতকনাশনম্। যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥ ১১৭
যশ্চৈতৎ পুণ্যমাখ্যানং প্রপঠেদ্দেবতালয়ে। স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ॥১১৮

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে ভগীরথসংবাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ব্রতানি সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বমৃষিসত্তমাঃ। প্রসীদতি হরির্যৈশ্চ পশুপাশবিমোচকঃ॥ ১
অনায়াসেন সর্ব্বেষাং প্রসীদতি জনার্দ্দনঃ। ইহামুত্র সুখঞ্চাপি তপোবৃদ্ধিশ্চ জায়তে॥ ২
যেন কেনাপ্যুপায়েন হরিপূজাপরায়ণাঃ। প্রয়ান্তি পরমং স্থানমিতি প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ ৩
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং জলশায়িনম্। উপোষিতোঽর্চ্চয়েৎ সম্যঙ্নরঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ
স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরো দন্তধাবনপূর্ব্বকম্। গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ সম্যগর্চ্চয়েদ্বাগ্যতো হরিম্॥ ৫
কেশবায় নমস্তুভ্যমিতি বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ। জুহুয়াদগ্নৌ যত্নেন অনেনৈব তিলাহুতীঃ॥৬
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাচ্ছালগ্রামসমীপতঃ। স্নাপয়েৎ প্রস্থপয়সা নারায়ণমনাময়ম্॥ ৭
গীতৈর্বাদ্যৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ কেশবম্। ত্রিকালং পূজয়েদ্দেবং মহালক্ষ্ম্যা সমন্বিতম্
পুনঃ কল্যং সমুত্থায় কৃত্বা কর্ম্ম যথোচিতম্। পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্দেবং বাগ্যতো নিয়তঃ শুচিঃ॥৯
পায়সং ঘৃতসংযুক্তং নারিকেলফলান্বিতম্। মন্ত্রেণানেন বিপ্রায় দদ্যাদ্ভক্ত্যা সদক্ষিণম্॥ ১০
কেশবঃ কেশিহা দেবঃ সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়কঃ। পরমান্নপ্রদানেন মম স্যাদিষ্টসাধকঃ॥ ১১

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা শক্তিতো বন্ধুভিঃ সহ। নারায়ণপরো ভূত্বা স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ॥
ইতি যঃ কুরুতে ভক্ত্যা কেশবার্চ্চনমুত্তমম্। স যাতি পৌণ্ডরীকস্য ফলমষ্টগুণং দ্বিজাঃ॥ ১৩
পৌষে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ। নমো নারায়ণায়েতি পূজয়েৎপ্রযতো হরিম্
পয়সা পূর্ণমানেন নারায়ণমনাময়ম্। সংস্নাপ্য জাগরং কুর্য্যাৎ ত্রিকালার্চ্চনতৎপরঃ॥ ১৫
ধূপদীপৈঃ সনৈবেদ্যৈর্গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্মনোহরৈঃ। নৃত্যৈর্গীতৈঃপ্রবাদৈশ্চস্তোত্রৈশ্চাপি যজেদ্ধরিম্
কৃশরান্নঞ্চ বিপ্রায় দদ্যাৎ সঘৃতদক্ষিণম্। ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্ধরিম্॥ ১৭
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকেশঃ সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ। নারায়ণঃ প্রসন্নঃ স্যাৎ কৃশরান্নপ্রদানতঃ॥ ১৮
মন্ত্রেণানেন বিপ্রায় দত্ত্বা চাপ্যন্নমুত্তমম্। দ্বিজাংশ্চ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা স্বয়মদ্যাৎ সবান্ধবঃ॥ ১৯
য এবং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দেবং নারায়ণং প্রভুম্। অগ্নিষ্টোমাষ্টকফলং সম্পূর্ণং সমবাপ্নুয়াৎ॥ ২০
মাঘস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং পূর্ব্ববৎ সমুপোষিতঃ। ওঁ নমো মাধবায়েতি হুত্বা চাষ্টৌ ঘৃতাহুতীঃ॥
পূর্ণমানেন পয়সা স্নাপয়েন্মাধবং তথা॥ ২১
গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সম্যগর্চ্চয়েৎ প্রযতো নরঃ। রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববদ্ভক্তিতো নরঃ॥ ২২
কল্যকর্ম্ম চ নির্ব্বর্ত্ত্য মাধবং পুনরর্চ্চয়েৎ। প্রস্থং তিলানাং বিপ্রায় দদ্যাদ্বৈ মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
সদক্ষিণং সবস্ত্রঞ্চ সর্ব্বপাপবিমুক্তয়ে॥ ২৩
মাধবঃ সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদঃ। তিলদানেন মহতা সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতু॥ ২৪
মন্ত্রেণানেন বিপ্রায় দত্ত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা সংস্মরন্ মাধবং প্রভুম্॥২৫
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা তিলদানব্রতং দ্বিজঃ। স সম্পূর্ণমবাপ্নোতি বাজপেয়ফলং দ্বিজাঃ॥ ২৬
ফাল্গুনস্য সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ। গোবিন্দায় নমস্তুভ্যমিতি সংপূজয়েদ্ ব্রতী॥
অষ্টোত্তরশতং হুত্বা ঘৃতসম্মিশ্রিতং তিলম্। পূর্ণমানেন পয়সা গোবিন্দং স্নাপয়েচ্ছুচিঃ॥ ২৮
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্॥ ২৯
সমাপ্য কল্যকর্ম্মাণি গোবিন্দং পূজয়েন্মুনে। ব্রীহ্যাঢ়কঞ্চ বিপ্রায় দদ্যাদ্বস্ত্রং সদক্ষিণম্॥ ৩০
নমো গোবিন্দ সর্ব্বেশ গোপিকাজনবল্লভ। অনেন ধান্যদানেন প্রীতো ভব জগদ্গুরো॥ ৩১
এবং কৃত্বা ব্রতং সম্যক্ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ। গোমেধমখজং পুণ্যং সম্পূর্ণং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥ ৩২
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ। নমোঽস্তু বিষ্ণবে তুভ্যমিতি পূর্ব্ববদর্চ্চয়েৎ
ক্ষীরেণ স্নাপয়েদ্বিষ্ণুং পূর্ণমানেন ভক্তিতঃ। তথৈব স্নাপয়েদ্বিপ্রা ঘৃতপ্রস্থেন সাদরম্॥ ৩৪
কৃত্বা জাগরণং রাত্রাবর্চ্চয়েৎ পূর্ব্ববদ্ব্রতী। ততঃ কল্যং যথা কর্ম্ম সমাপ্য হরিমর্চ্চয়েৎ॥ ৩৫
অষ্টোত্তরশতং হুত্বা মধুমিশ্রতিলাহুতীঃ। সদক্ষিণঞ্চ বিপ্রায় দদ্যাদাঢ়কতণ্ডুলম্॥ ৩৬
প্রাণরূপী মহাবিষ্ণুঃ প্রাণদঃ প্রাণবল্লভঃ। তণ্ডুলস্য প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন॥ ৩৭
এবং কৃত্বা নরো ভক্ত্যা সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ। অত্যগ্নিষ্টোমযজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ॥ ৩৮
বৈশাখশুক্লদ্বাদশ্যামুপোষ্য মধুসূদনম্। দ্রোণক্ষীরেণ দেবেশং স্নাপয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ॥ ৩৯
জাগরস্তত্র কর্ত্তব্যস্ত্রিকালার্চ্চনসংযুতঃ। নমস্তে মধুহন্ত্রে চ জুহুয়াদ্ভক্তিতো ঘৃতম্॥ ৪০
ততঃ প্রাতঃ সমভ্যর্চ্চ্য বিধিবন্মধুসূদনম্। দদ্যাদধ্যাত্মবিদুষে ঘৃতপ্রস্থং সদক্ষিণম্॥ ৪১
নমস্তে দেবদেবেশ সর্ব্বলোকৈকভাবন। ঘৃতদানেন মহতা সর্ব্বান্ কামান্ দদস্ব মে॥ ৪২
এবং দত্ত্বা ঘৃতং ভক্ত্যা সম্পূজ্য মধুসূদনম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তোঽশ্বমেধাষ্টফলং লভেৎ॥ ৪৩

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকৃৎ। ক্ষীরেণাঢ়কমানেন স্নাপয়েচ্চ ত্রিবিক্রমম্ ॥৪৪
নমস্ত্রিবিক্রমায়েতি পূজয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ। জুহুয়াৎ পায়সেনৈব অষ্টোত্তরশতাহুতীঃ ॥ ৪৫
কৃত্বা জাগরণং সম্যক্ পুনঃ পূজাং প্রকল্প্য চ। অপূপবিংশতিং দদ্যাদ্ব্রাহ্মণায় সদক্ষিণম্ ॥ ৪৬
দেবদেব জগন্নাথ প্রসীদ পরমেশ্বর। উপায়নঞ্চ সংগৃহ্য ভবাভীষ্টফলপ্রদঃ ॥ ৪৭
ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো নরমেধফলং লভেৎ ॥
আষাঢ়শুক্লদ্বাদশ্যামুপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ। বামনং পূর্ণমানেন স্নাপয়েৎ পয়সা ব্রতী ॥ ৪৯
নমস্তে বামনায়েতি দদ্যাদ্ধোমঞ্চ শক্তিতঃ। কুর্য্যাজ্জাগরণং সম্যগ্বামনঞ্চার্চ্চয়েৎ পুনঃ ॥ ৫০
সদক্ষিণঞ্চ দধ্যন্নং নারিকেলসমন্বিতম্। দদ্যাদাত্মবিদে ভক্ত্যা বামনার্চ্চনশালিনে ॥ ৫১
বামনো বুদ্ধিদো দাতা দ্রব্যস্থো বামনঃ স্বয়ম্। বামনস্তারকো ভূয়াদ্বামনায় নমো নমঃ ॥ ৫২
অনেন দত্ত্বা দধ্যন্নং শক্তিতো ভোজয়েদ্দ্বিজান্। সম্প্রাপ্নোতি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স গোগ্রাসশতত্রয়ম্
শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকৃৎ। ক্ষীরেণ মধুমিশ্রেণ শ্রীধরং শক্তিতো যজেৎ ॥ ৫৪
নমোঽস্তু শ্রীধরায়েতি গন্ধাদ্যৈঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ। জুহুয়াৎ পৃষদাজ্যেন যথাশক্তি দ্বিজোত্তমাঃ
জাগরণঞ্চ কর্ত্তব্যং পুনঃ পূজা তথৈব চ। দাতব্যঞ্চৈব বিপ্রায় আঢ়কক্ষীরমুত্তমম্ ॥ ৫৬
সবস্ত্রং দক্ষিণা চৈব দাতব্যা হেমকুণ্ডলে। মন্ত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্রাঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭
ক্ষীরাব্ধিশায়িন্ দেবেশ ভবপাশবিমোচক। ক্ষীরদানেন সুপ্রীতো ভব সর্ব্বসুখপ্রদঃ ॥ ৫৮
অনেন দত্ত্বা বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েচ্ছক্তিতো ব্রতী। অশ্বমেধসহস্রস্য সম্পূর্ণং ফলমশ্নুতে ॥ ৫৯
মাসি ভাদ্রপদে শুক্লে দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ। স্নাপয়েদ্দ্রোণপয়সা হৃষীকেশং জগদ্গুরুম্ ॥
হৃষীকেশ নমস্তুভ্যমিতি সম্পূজ্য যত্নতঃ। চরুণা মধুযুক্তেন জুহুয়াচ্ছক্তিতো ব্রতী ॥ ৬১
জাগরাদীনি নির্ব্বর্ত্ত্য দদ্যাদাত্মবিদে ততঃ। আঢ়কার্দ্ধঞ্চ গোধূমং দক্ষিণাঞ্চ স্বশক্তিতঃ ॥ ৬২
হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং সর্ব্বলোকৈকহেতবে। মম সর্ব্বসুখং দেহি গোধূমস্য প্রদানতঃ ॥ ৬৩
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মমেধফলং লভেৎ
মাসি চাশ্বযুজে শুক্লে দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ। পদ্মনাভঞ্চ পয়সা স্নাপয়েৎ পূর্ব্ববচ্ছুচিঃ ॥ ৬৫
নমস্তে পদ্মনাভায় ইতি হোমং স্বশক্তিতঃ। তিলব্রীহিযবৈশ্চৈব পূজাঞ্চ বিধিবৎ ততঃ ॥ ৬৬
জাগরঞ্চৈব নির্ব্বর্ত্ত্য পুনঃ পূজাং প্রকল্প্য চ। দদ্যাদ্বিপ্রায় কুড়বং মধু বিপ্রাঃ সদক্ষিণম্ ॥ ৬৭
পদ্মনাভ নমস্তুভ্যং সর্ব্বলোকপিতামহ। মধুদানেন সুপ্রীতো ভব সর্ব্বসুখপ্রদঃ ॥ ৬৮
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা পদ্মনাভস্য পূজনম্। ব্রহ্মমেধসহস্রস্য ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৬৯
কার্ত্তিকে মাসি দ্বাদশ্যামুপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ। ক্ষীরেণাঢ়কমানেন দধ্না চাজ্যেন তাবতা ॥ ৭০
নমো দামোদরায়েতি স্নাপয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ। অষ্টোত্তরশতং হুত্বা মধুমিশ্রতিলাহুতীঃ ॥ ৭১
জাগরং নিয়তঃ কুর্য্যাত্ত্রিকালার্চ্চনতৎপরঃ। প্রাতঃ সম্পূজ্য দেবেশং পদ্মপুষ্পৈর্মনোহরৈঃ ॥৭২
পুনরষ্টোত্তরশতং জুহুয়াৎ সঘৃতৈস্তিলৈঃ। পঞ্চভক্ষ্যযুতঞ্চান্নং দদ্যাদ্বিপ্রায় ভক্তিতঃ ॥ ৭৩
দামোদর জগন্নাথ সর্ব্বকারণকারণ। ত্রাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসল ॥ ৭৪
অনেনোপায়নং দদ্যাচ্ছ্রোত্রিয়ায় তপস্বিনে। দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্ত্যা ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ভোজয়েৎ ॥
এবং কৃত্বা ব্রতং সম্যগশ্নীয়াদ্বন্ধুভিঃ সহ। অশ্বমেধসহস্রাণাং দ্বিগুণং ফলমশ্নুতে ॥ ৭৬
এবং কুর্য্যাদ্ব্রতী যস্তু দ্বাদশীব্রতমুত্তমম্। সংবৎসরং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৭৭

একমাসে দ্বিমাসে বা যঃ কুর্য্যাদ্ভক্তিতৎপরঃ। তৎফলং সমবাপ্নোতি স যাতি পরমং পদম্ ॥৭৮
এবং সংবৎসরং কৃত্বা কুর্য্যাদুদ্যাপনং ব্রতী। মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে দশম্যাং মুনীশ্বরাঃ ॥৭৯
স্নাত্বা প্রাতর্যথাচারং দন্তধাবনপূর্ব্বকম্। শুক্লমাল্যাম্বরধরঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ ॥ ৮০
মণ্ডলং কারয়েদ্দিব্যং চতুরস্রং সুশোভনম্। ঘণ্টাচামরসংযুক্তং কিঙ্কিণীরবশোভিতম্ ॥ ৮১
অলঙ্কৃতং গন্ধমাল্যৈর্বিতানধ্বজরাজিতম্। ছাদিতং শুক্লবস্ত্রেণ দীপমালাবিভূষিতম্ ॥ ৮২
তন্মধ্যে সর্ব্বতোভদ্রং কুর্য্যাৎ সর্ব্বমলঙ্কৃতম্। তস্যোপরি ন্যসেৎ কুম্ভান্ দ্বাদশাম্বুপ্রপূরিতান্ ॥৮৩
একেন শুক্লবস্ত্রেণ কেশাদ্যৈঃ শোধিতেন চ। কুম্ভানাচ্ছাদয়েদ্বিপ্রাঃ পঞ্চরত্নৈঃ সমন্বিতান্ ॥৮৪
লক্ষ্মীনারায়ণং দেবং কারয়েদ্ভক্তিমান্ ব্রতী। হৈম্যা বা রাজতেনাপি তথা তাম্রেণ বা দ্বিজাঃ
স্থাপয়েৎ প্রতিমাং তাঞ্চ কুম্ভোপরি সুসংযমী। তদলাভে তু বিপ্রেন্দ্রাঃ কাষ্ঠজাং বাপি শক্তিতঃ
সর্ব্বব্রতেষু মতিমান্ বিত্তশাঠ্যং পরিত্যজেৎ। যদি কুর্য্যাৎ ক্ষয়ং যাতি তস্যাপূর্ব্বসম্পদঃ ॥ ৮৭
অনন্তশায়িনং দেবং নারায়ণমনাময়ম্। পঞ্চামৃতেন প্রথমং স্নাপয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৮৮
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ উপচারান্প্রকল্পয়েৎ। রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ পুরাণশ্রবণাদিভিঃ ॥ ৮৯
জিতনিদ্রো ভবেৎ সম্যগুপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ। ত্রিকালমর্চ্চয়েদ্দেবং যথাবিভববিস্তরম্ ॥ ৯০
ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় কল্যকর্ম্ম সমাপ্য চ। তিলহোমং ব্যাহৃতিভির্ব্রতী কুর্য্যাৎ সহস্রকম্ ॥ ৯১
পুনঃ সম্পূজয়েদ্দেবং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ। দেবস্য পুরতঃ কুর্য্যাৎ পুরাণপঠনং দ্বিজাঃ ॥ ৯২
দদ্যাদ্দ্বাদশবিপ্রাণাং দধ্যন্নং পায়সং বুধাঃ। অপূপৈর্দশভির্যুক্তং সঘৃতং সদক্ষিণম্ ॥ ৯৩
দেবদেব জগদ্রূপ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ। গৃহাণোপায়নং কৃষ্ণ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদো ভব ॥ ৯৪
অনেনোপায়নং দদ্যাৎ প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলিস্ততঃ। আধায় ভুবি জানুভ্যাং বিনম্রবদনো ব্রতী॥৯৫

নমো নমস্তে সুরদেবরাজ নমোঽস্তু তে দেব জগন্নিবাস।
কুরুষ সম্পূর্ণফলং সমাদ্য নমোঽস্তু তুভ্যং পুরুষোত্তমায় ॥ ৯৬

ইতি সংপ্রার্থয়েদ্বিপ্রা দেবদেবং পুরুষোত্তমম্। দদ্যাদর্ঘ্যং দেবায় [illegible] ॥ ৯৭
লক্ষ্মীপতে নমস্তুভ্যং পয়োনিধিনিবাসিনে। অর্ঘ্যং গৃহাণ দেবেশ শ্রিয়া চ সহিতো বিভো ॥ ৯৮
যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্॥৯৯
ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবস্য তৎসর্ব্বং সংযমী ব্রতী। প্রতিমাং বস্ত্রসংযুক্তামাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ১০০
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা শক্ত্যা দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্। ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ পশ্চাৎ স্বয়ং বন্ধুজনৈঃ সহ
আসায়ং শৃণুয়াদ্বিষ্ণুকথাং বিদ্বজ্জনৈর্বুধাঃ ॥ ১০২

ইত্যেবং কুরুতে যস্তু পাবনং দ্বাদশীব্রতম্। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি পরত্রেহ চ মোক্ষমান্ ॥
ত্রিঃসপ্তকুলসংযুক্তঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ। প্রয়াতি বিষ্ণোঃ ভবনং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ১০৪
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং দ্বাদশীব্রতমুত্তমম্। বাচয়েদ্বাপি বিপ্রেন্দ্রা বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ১০৫

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে সংবৎসরৈকাদশীব্রতকথনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

অন্যদ্ ব্রতং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বদুঃখনিবর্হণম্ ॥ ১
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্। সমস্তকামফলদং সর্ব্বব্রতফলপ্রদম্ ॥ ২
দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং দুষ্টগ্রহনিবর্হণম্। সর্ব্বলোকেষু বিখ্যাতং পূর্ণিমাব্রতমুত্তমম্ ॥ ৩
বিধানং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম। যেন চীর্ণেন পাপানাং কোটিঃ কোটিঃ প্রশাম্যতি
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাং ব্রতঃ শুচিঃ। স্নানং কুর্য্যাদ্ যথাচারং দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥৫
শুক্লাম্বরধরঃ শুদ্ধো গৃহমাগত্য বাগ্‌যতঃ। প্রক্ষাল্য পাদাবাচম্য স্মরন্ নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৬
নিত্যং দেবার্চ্চনং কৃত্বা পশ্চাৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্। লক্ষ্মীনারায়ণং দেবমর্চ্চয়েদ্ভক্তিভাবতঃ ॥ ৭
আবাহনাসনাদ্যৈশ্চ গন্ধপুষ্পাদিভির্ব্রতী। নমো নারায়ণায়েতি পূজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ ॥ ৮
গীতবাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ পুরাণপঠনাদিভিঃ। স্তোত্রৈরারাধয়েদ্দেবং ব্রতকৃদ্বাগ্‌যতঃ শুচিঃ ॥ ৯
দেবস্য পুরতঃ কুর্য্যাৎ স্থণ্ডিলং চতুরস্রকম্। অরত্নিমাত্রং তত্রাগ্নিং স্থাপয়েদ্‌গৃহ্যমার্গতঃ ॥ ১০
আজ্যভাগান্তপর্য্যন্তং কৃত্বা পুরুষসূক্ততঃ। চরুণা চ তিলৈশ্চাপি ঘৃতেন জুহুয়াৎ তথা ॥ ১১
একবারং দ্বিবারং বা ত্রিবারং বাপি শক্তিতঃ। হোমং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন সর্ব্বপাপনিবৃত্তয়ে ॥ ১২
প্রায়শ্চিত্তাদিকং সর্ব্বং স্বগৃহ্যোক্তবিধানতঃ। সমাপ্য হোমং বিধিবচ্ছান্তিসূক্তং জপেদ্‌বুধঃ ১৩
পশ্চাদ্দেবং সমাগত্য পুনঃ পূজাং প্রকল্পয়েৎ। তত্রোপবাসং দেবায় অর্পয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১৪
পৌর্ণমাস্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা দেব তবাজ্ঞয়া। ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ পরেহহ্নি শরণং ভব ১৫
ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ তথেন্দবে। জানুভ্যামবনীং গত্বা শুক্লপুষ্পাক্ষতান্বিতম্ ॥১৬
ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রোহিণ্যা সহিতঃ প্রভো ॥ ১৭
এবমর্ঘ্যং প্রদায়েন্দোঃ প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলিস্ততঃ। তিষ্ঠন্ পূর্ব্বমুখো ভূত্বা পশ্যন্নিন্দুঞ্চ সত্তমাঃ ॥১৮
নমঃ শুভ্রাংশবে তুভ্যং দ্বিজরাজায় তে নমঃ। রোহিণীপতয়ে তুভ্যং লক্ষ্মীভ্রাত্রে নমো নমঃ॥১৯
ততশ্চ জাগরং কুর্য্যাৎ পুরাণশ্রবণাদিভিঃ। জিতেন্দ্রিয়ো বশী শুদ্ধঃ পাষণ্ডালাপবর্জ্জিতঃ ॥২০
ততঃ প্রাতঃ প্রকুর্ব্বীত আচারঞ্চ যথাবিধি। পুনঃ সম্পূজয়েদ্দেবং যথাবিভববিস্তরম্ ॥ ২১
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছক্তিতঃ প্রয়তো নরঃ। বন্ধুভৃত্যাদিভিঃসার্দ্ধং স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ
এবং পুষ্যাদিমাসেষু পৌর্ণমাস্যামুপোষিতঃ। অর্চ্চয়েদ্ভক্তিসংযুক্তো নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ২৩
এবং সংবৎসরং কৃত্বা কার্ত্তিক্যাং পূর্ণিমাদিনে। উদ্যাপনং প্রকুর্ব্বীত তদ্বিধানং বদামি বঃ ॥
মণ্ডপং কারয়েদ্দিব্যং চতুরস্রং সুশোভনম্। শোভিতং পুষ্পমালাভির্বিতানধ্বজরাজিতম্ ॥২৫
বহুদীপসমাকীর্ণং কিঙ্কিণীবরশোভিতম্। দর্পণৈশ্চামরৈশ্চৈব কলসৈশ্চ সমাবৃতম্ ॥ ২৬
তন্মধ্যে সর্ব্বতোভদ্রং পঞ্চবর্ণবিরাজিতম্। কৃত্বা জলান্বিতং কুম্ভং ন্যসেত্তস্যোপরি দ্বিজাঃ ॥২৭
পিধায় কুম্ভং বস্ত্রেণ শোভিতেনাতিশোভিনা। হেম্না বা রাজতেনাপি তথা তাম্রেণ বা দ্বিজাঃ
লক্ষ্মীনারায়ণং দেবং কৃত্বা তস্যোপরি ন্যসেৎ ॥ ২৮
পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য গন্ধপুষ্পাদিভিঃক্রমাৎ। ভক্ষ্যভোজ্যাদিনৈবেদ্যৈঃ পূজয়েৎ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
জাগরঞ্চ তথা কুর্য্যাৎ সম্যক্‌শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। ততঃ প্রাতশ্চ বিধিবৎ পূর্ব্ববদ্বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩০

আচার্য্যায় প্রদাতব্যা প্রতিমা দক্ষিণান্বিতা। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা বিভবে সত্যবারিতম্
তিলদানং প্রকুর্ব্বীত যথাশক্তিসমন্বিতঃ। কুর্য্যাদগ্নৌ চ বিধিবৎ তিলহোমঞ্চ পূর্ব্ববৎ॥ ৩২
এবং কৃত্বা নরঃ সম্যগ্লক্ষ্মীনারায়ণং ব্রতম্। ইহ ভুক্ত্বা মহাভোগান্ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ॥ ৩৩
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ কুলায়ুতসমন্বিতঃ। প্রয়াতি বিষ্ণুভবনং যোগিনামপি দুর্লভম্॥ ৩৪

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে পৌর্ণমাসীব্রতকথনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অন্যদ্ব্রতং প্রবক্ষ্যামি ধ্বজারোপণসংজ্ঞিতম্। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং বিষ্ণুপ্রীণনকারণম্॥ ১
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ সত্তমাঃ। সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সংসারচ্ছেদকারকম্॥ ২
যঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণুভবনে ধ্বজারোপণমুত্তমম্। স পূজ্যতে বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ॥ ৩
হেমভারসহস্রন্তু যো দদাতি কুটুম্বিনে। তৎফলন্তু সমানং স্যাদ্ধ্বজারোপণকর্ম্মণঃ॥ ৪
ধ্বজারোপণতুল্যং স্যাদ্গঙ্গাস্নানমনুত্তমম্। অথবা তুলসীসেবা শূললিঙ্গপ্রপূজনম্॥ ৫
অহোঽপূর্ব্বমহোঽপূর্ব্বমহোঽপূর্ব্বমিদং দ্বিজাঃ। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ধ্বজারোপণসংজ্ঞিতম্॥
ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় স্নাত্বাচম্য যথাবিধি। যানি কর্ম্মাণি কার্য্যাণি ধ্বজারোপণকর্ম্মণি।
তানি সর্ব্বাণি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম॥ ৭
কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং প্রয়তো নরঃ। স্নানং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন দন্তধাবনপূর্ব্বকম্॥ ৮
একাদশ্যাং ব্রহ্মচারী জপেন্নারায়ণং স্মরন্। ধৌতাম্বরধরঃ শুদ্ধঃ স্বপেন্নারায়ণাগ্রতঃ॥ ৯
ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় স্নাত্বাচম্য যথাবিধি। নিত্যকর্ম্মাণি নির্ব্বর্ত্ত্য পশ্চাদ্বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ॥ ১০
চতুর্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং কৃত্বা চ স্বস্তিবাচনম্। নান্দীশ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত ধ্বজারোপণকর্ম্মণি॥ ১১
ধ্বজস্তম্ভৌ চ গায়ত্র্যা প্রোক্ষয়েদ্বস্ত্রসংযুতৌ। সূর্য্যঞ্চ বৈনতেয়ঞ্চ হিমাংশুং তৎপটেঽর্চ্চয়েৎ॥
ধাতারঞ্চ বিধাতারং পূজয়েৎ স্তম্ভকদ্বয়ে। হরিদ্রাক্ষতগন্ধাদ্যৈঃ শুদ্ধপুষ্পৈর্বিশেষতঃ॥ ১৩
ততো গোচর্ম্মমাত্রন্তু স্থণ্ডিলঞ্চোপলিপ্য তু। আধারাদিং স্বগৃহোক্ত্যা আজ্যভাগাদিকং ক্রমাৎ
জুহুয়াৎ পায়সেনৈব ঘৃতমষ্টোত্তরং শতম্॥ ১৪
প্রথমং পৌরুষং সূক্তং বিকবে সমিদাহুতীঃ। ততশ্চ বৈনতেয়ায় স্বাহেত্যষ্টাহুতীস্তথা॥ ১৫
সোমাদিত্যাভ্যাং পঞ্চ জুহুয়াৎ প্রয়তো দ্বিজাঃ। সৌরং মন্ত্রং জপেত্তত্র শান্তিসূক্তানি চ পঠেৎ॥
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদুপকণ্ঠং হরেঃ শুচিঃ। ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় নিত্যং কর্ম্ম সমাপ্য চ।
গন্ধপুষ্পাদিভির্দেবমর্চ্চয়েৎ পূর্ব্ববৎ ক্রমাৎ॥ ১৭
ততো মঙ্গলবাদ্যৈশ্চ সূক্তপাঠৈশ্চ শোভনৈঃ। নৃত্যৈশ্চ স্তোত্রপাঠৈর্নয়েদ্বিষ্ণ্বালয়ে ধ্বজম্॥ ১৮
দেবস্য দ্বারদেশে বা শিখরে বা মুদান্বিতঃ। সুস্থিরং স্থাপয়েদ্বিপ্রা ধ্বজং সুস্তম্ভসংযুতম্। ১৯
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্দেবং ধূপদীপৈর্মনোরমৈঃ। ভক্ষ্যভোজ্যাদিসংযুক্তৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ হরিং যজেৎ॥

এবং দেবালয়ে স্থাপ্য শোভনং ধ্বজমুত্তমম্। প্রদক্ষিণমনুব্রজ্য স্তোত্রমেতদুদীরয়েৎ ॥ ২১
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন। নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্ব্বজ ॥ ২২
যেনেদমখিলং জাতং যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। লয়মেষ্যতি যত্রৈতৎ তং প্রপন্নোঽস্মি মাধবম্ ॥
ন জানন্তি পরং ভাবং যস্য ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ। যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি তং বন্দে জ্ঞানরূপিণম্ ॥
অন্তরীক্ষন্তু যন্নাভির্দ্যৌর্মূর্দ্ধা যস্য চৈব হি। পাদৌ হি যস্য স্যাৎ পৃথ্বী তং বন্দে বিশ্বরূপিণম্ ॥
যস্য শ্রোত্রে দিশঃ সর্ব্বা যচ্চক্ষুর্দিনকৃচ্ছশী। ঋক্সামযজুষো যেন তং বন্দে ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ২৬
যন্মুখাদ্ব্রাহ্মণা জাতা যদ্বাহোরভবন্ নৃপাঃ। বৈশ্যা যস্যোরুতো জাতাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽভ্যজায়ত
মনসশ্চন্দ্রমা জাতো দিনকৃচ্চক্ষুষস্তথা। প্রাণেভ্যঃ পবনো জাতো মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ২৮
মায়াসঙ্গসমারোপেণ বদন্তি পুরুষন্তু যম্। স্বভাববিমলং শুদ্ধং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্ ॥ ২৯
ক্ষীরাব্ধিশায়িনং দেবমনন্তমপরাজিতম্। সদ্ভক্তবৎসলং বিষ্ণুং ভক্তিগম্যং নমাম্যহম্ ॥ ৩০
পৃথিব্যাদীনি ভূতানি তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণি চ। সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মাণি যেনাসংস্তং বন্দে সর্ব্বতোভুজম্ ॥
যদ্ ব্রহ্ম পরমং ধাম সর্ব্বলোকোত্তমোত্তমম্। নির্গুণং পরমং সূক্ষ্মং প্রণতোঽস্মি পুনঃপুনঃ
অবিকারমজং শুদ্ধং সর্ব্বতোবাহুমীশ্বরম্। যমামনন্তি যোগীন্দ্রাঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৩৩
একো বিষ্ণুর্মহদ্ভূতং পৃথগ্ভূতান্যনেকশঃ। ত্রীঁল্লোকান্ ব্যাপ্য ভূতাত্মা ভুঙ্ক্তে বিশ্বভুগব্যয়ঃ
যো দেবঃ সর্ব্বভূতানামন্তরাত্মা জগন্ময়ঃ। নির্গুণঃ পরমানন্দঃ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৩৫
হৃদয়স্থোঽপি দূরস্থো মায়য়া মোহিতাত্মনাম্। জ্ঞানিনাং সর্ব্বগো যস্তু স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥
চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ দ্বাভ্যাং পঞ্চভিরেব চ। হূয়তে চ পুনর্দ্বাভ্যাং স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৩৭
জ্ঞানিনাং কর্ম্মিণাঞ্চৈব তথা ভক্তিমতাং নৃণাম্। মুক্তিদাতা বিশ্বভুগ্যঃ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥
জগদ্ধিতার্থং যে দেহা ধ্রিয়ন্তে লীলয়া হরেঃ। তানর্চ্চয়ন্তি বিবুধাঃ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৩৯
যমামনন্তি বৈ সন্তঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্। নির্গুণঞ্চ গুণাধারং স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৪০
পরেশঃ পরমানন্দঃ পরাৎপরতরঃ প্রভুঃ। চিদ্রূপশ্চিৎপরিজ্ঞেয়ঃ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৪১
য ইদং কীর্ত্তয়েন্নিত্যং স্তোত্রাণামুত্তমোত্তমম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
ইতি স্তুত্বা নমেদ্বিষ্ণুং ব্রাহ্মণাংশ্চ প্রপূজয়েৎ। আচার্য্যং পূজয়েৎপশ্চাদ্দক্ষিণাচ্ছাদনাদিভিঃ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা শক্তিতো ভক্তিভাবতঃ। পুত্রমিত্রকলত্রাদ্যৈর্বন্ধুভিঃ সহ বাগ্যতঃ।
কুর্ব্বীত পারণাং বিপ্রা নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৪৪
যস্ত্বেতৎকর্ম্ম কুর্ব্বীত ধ্বজারোপণসংজ্ঞিতম্। তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ৪৫
পটো ধ্বজস্য বিপ্রেন্দ্রা যাবচ্চলতি বায়ুনা। তাবন্তি পাপজালানি নশ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ। ধ্বজং বিষ্ণুগৃহে কৃত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৭
যাবদ্দিনানি বসতি ধ্বজো বিষ্ণুগৃহে দ্বিজাঃ। তাবদ্যুগসহস্রাণি হরিসাযুজ্যমশ্নুতে ॥ ৪৮
আরোপিতং ধ্বজং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি ধার্ম্মিকাঃ। তেঽপি সর্ব্বে বিমুচ্যন্তে মহাপাতককোটিভিঃ
আরোপিতো ধ্বজো বিষ্ণোর্গেহে ধুন্বন্ স্বকং পটম্। কর্ত্তুঃ সর্ব্বাণি পাপানি ধুনোতি নিমিষার্দ্ধতঃ

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ পুণ্যমিতিহাসং পুরাতনম্। সর্ব্বপাপপ্রশমনং নারদেন প্রভাষিতম্ ॥ ৫১
আসীৎপুরা কৃতযুগে সুমতির্নাম ভূপতিঃ। সোমবংশোদ্ভবঃ শ্রীমান্ সপ্তদ্বীপৈকরাট্ স্বয়ম্ ৫১

ধর্ম্মবান্ সত্যসন্ধশ্চ শুচির্বৈষ্ণবাতিথিপ্রিয়ঃ। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্ব্বসম্পদ্বিভূষণঃ॥ ৫৩
সদা হরিকথাসেবী হরিপূজাপরায়ণঃ। হরিভক্তিপরাণাঞ্চ শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতঃ॥ ৫৪
পূজ্যেষু পূজানিরতঃ সমদর্শী গুণান্বিতঃ। সর্ব্বভূতহিতঃ শান্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্ত্তিমান্ নৃপঃ॥ ৫৫
তস্য ভার্য্যা মহাভাগা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা। পতিব্রতা পতিপ্রাণা নাম্না সত্যমতিঃ স্মৃতা॥ ৫৬
তাবুভৌ দম্পতী নিত্যং হরিপূজাপরায়ণৌ। জাতিস্মরৌ মহাভাগৌ সংপক্ষৌ সৎপরায়ণৌ॥
অন্নদানরতৌ নিত্যং জলদানপরায়ণৌ। তড়াগারামবপ্রাদীনসংখ্যাতান্ বিতেনতুঃ॥ ৫৮
সা তু সত্যমতির্নিত্যং শুচির্বিষ্ণুগৃহে সতী। নৃত্যত্যত্যন্তসন্তুষ্টা মনোজ্ঞা মঞ্জুবাদিনী॥ ৫৯
সোঽপি রাজা মহাভাগো দ্বাদশীদ্বাদশীদিনে। ধ্বজমারোপয়ামাস মনোজ্ঞং বহুবিস্তরম্॥ ৬০
এবং হরিপরং নিত্যং রাজানং ধর্ম্মকোবিদম্। তস্য প্রিয়াং সত্যমতিং দেবা অপি সদাস্তবন্
ত্রিলোকবিশ্রুতৌ তৌ চ দম্পতী অতিধার্ম্মিকৌ। আযযৌ বহুভিঃ শিষ্যৈর্দ্রষ্টুকামো বিভাণ্ডকঃ
বিভাণ্ডকং মুনিং শ্রুত্বা সমায়ান্তং জনেশ্বরঃ। প্রত্যুদ্গমদ্যৌ সপত্নীকঃ পূজাভির্বিবিধৈঃ স্তবৈঃ॥
কৃতাতিথ্যক্রিয়ং শান্তং কৃতাসনপরিগ্রহম্। নীচাসনগতো ভূপঃ প্রাঞ্জলির্মুনিমব্রবীৎ॥ ৬৪

রাজোবাচ।

ভগবন্ কৃতকৃত্যোঽস্মি ত্বদভ্যাগমনে প্রভো। সতামাগমনং সন্তঃ প্রশংসন্তি সুখাবহম্॥ ৬৫
যত্র স্যান্মহতাং প্রেম তত্র স্যুঃ সর্ব্বসম্পদঃ। তেজঃ কীর্ত্তির্ধনং পুত্রা ইতি প্রাহুর্বিপশ্চিতঃ॥৬৬
যত্র বৃদ্ধিং গমিষ্যন্তি শ্রেয়াংস্যনুদিনং মুনে। তত্র সন্তঃ প্রকুর্ব্বন্তি মহতীং করুণাং প্রভো॥৬৭
যো মূর্দ্ধ্নি ধারয়েদ্ব্রহ্মন্ মহৎপাদতলোদকম্। স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু পুণ্যবান্ নাত্র সংশয়ঃ॥৬৮
মম পুত্রাশ্চ দারাশ্চ সম্পৎ ত্বয়ি সমর্পিতা। মামাজ্ঞাপয় শান্তা মে ব্রহ্মন্ কিং করবাণি তে॥৬৯
বিনয়াবনতং ভূপং তং নিরীক্ষ্য মুনীশ্বরঃ। স্পৃশন্ করেণ রাজানং প্রত্যুবাচাতিহর্ষিতঃ॥ ৭০

ঋষিরুবাচ।

রাজন্ যদুক্তং ভবতা তৎসর্ব্বং ত্বৎকুলোচিতম্। বিনয়াবনতাঃ সর্ব্বে পরং শ্রেয়োলভন্তি হি॥৭১
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চ নৃপসত্তম। বিনয়াল্লভতে সর্ব্বং বিনয়াৎ কিং ন সাধ্যতে॥ ৭২
প্রীতোঽস্মি তব ভূপাল সন্মার্গাঃ পরিপন্থিনঃ। স্বস্তি তেঽস্তু মহাভাগ যৎপৃচ্ছামি তদুচ্যতাম্
অর্হণা বহবঃ সন্তি হরিসন্তুষ্টিকারিকাঃ। ত্বমথাভূদ্দয়তো নিত্যং ধ্বজারোপণকর্ম্মণি॥ ৭৪
তব ভার্য্যাপি সাধ্বীয়ং নিত্যং নৃত্যপরায়ণা। কিমর্থমেতদ্বৃত্তান্তং যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ৭৫

রাজোবাচ।

শৃণুষ্ব ভগবন্ সর্ব্বং যৎ পৃচ্ছসি বদামি তৎ। আশ্চর্য্যভূতং ভূতানামাবয়োশ্চরিতং মুনে॥৭৬
অহমাসং পুরা শূদ্রো মাতলির্নাম সত্তম। কুমার্গনিরতো নিত্যং সর্ব্বলোকাহিতে রতঃ॥ ৭৭
পিশুনো ধর্ম্মবিদ্বেষী দেবদ্রব্যাপহারকঃ। মহাপাতকসংসর্গী বিপ্রদ্রব্যাপহারকঃ।
নিত্যং নিষ্ঠুরবক্তা চ পাপী বেশ্যাপরায়ণঃ॥ ৭৮
এবং স্থিতঃ কিঞ্চিৎকালমনাদৃত্য মহদ্বচঃ। সর্ব্ববন্ধুপরিত্যক্তো দুঃখী বনমুপাগমম্॥ ৭৯
মৃগমাংসাশনো নিত্যং তথা মার্গবিরোধকৃৎ। একাকী দুঃখবহুলো অবসং নির্জ্জনে বনে॥৮০
একদা ক্ষুৎপরিশ্রান্তো নিদাঘার্ত্তঃ পিপাসিতঃ। জীর্ণং দেবালয়ং বিকোরপশ্যং নির্জ্জনে বনে
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং সমীপেঽস্য মহৎ সরঃ। পর্য্যন্তবনপুষ্পৌঘৈশ্ছাদিতং তন্মুনীশ্বর॥ ৮২

অপিবং তত্র পানীয়ং তত্তটে বিগতশ্রমঃ। উন্মূল্য বিসমূলানি তুষ্টা ক্ষুচ্চ বিনিবারিতা॥ ৮৩
তস্মিন্ জীর্ণালয়ে বিপ্রো নির্বাসং কৃতবানহম্। জীর্ণস্ফুটিতসন্ধানং তথা চাহমকারিষম্॥ ৮৪
পার্ণৈস্তৃণৈশ্চ কাষ্ঠৈশ্চ গৃহং সম্যক্ প্রকল্পিতম্। ভূমৌ মত্তাগ্যবাহুল্যা ছুপলিপ্তা মুনীশ্বর॥ ৮৫
তত্রাহং ব্যাধবৃত্তিস্থো হত্বা বহুবিধান্ মৃগান্। আজীবং বর্ত্তনং কৃত্বা বৎসরাণাঞ্চ বিংশতিম্॥
অথেয়মাগতা সাধ্বী বিন্ধ্যদেশসমুদ্ভবা। নিষাদকুলসম্ভূতা নাম্না কোকিলিনী স্মৃতা॥ ৮
বন্ধুবর্গপরিত্যক্তা দুঃখিতা জীর্ণবিগ্রহা। ব্রহ্মন্ ক্ষুত্তৃটপরিশ্রান্তা শোচন্তী স্বকৃতাং ক্রিয়াম্॥৮
দৈবযোগাৎ সমায়াতা ভ্রমন্তী বিজনে বনে। মামেষা গ্রীষ্মতাপার্ত্তা অন্তস্তাপপ্রপীড়িতা॥ ৮
ইমাং দুঃখবতীং দৃষ্ট্বা জাতা মে বিপুলা ঘৃণা। ময়া দত্তং জলং চাস্যৈ মাংসং বন্যফলং তথা
গতশ্রমা তথা ব্রহ্মন্ ময়া পৃষ্টা যথাযথম্। অবেদয়ৎ স্বকর্ম্মাণি তানি শৃণু মহামুনে॥ ৯১
ইয়ং কোকিলিনী নাম্না নিষাদকুলসম্ভবা। দান্তিকস্য সুতা বিদ্বন্ অবসদ্বিন্ধ্যপর্ব্বতে॥ ৮২
পরস্বহারিণী নিত্যং সদা পৈশুন্যবাদিনী। বন্ধুবর্গৈঃ পরিত্যক্তা যতো হতবতী পতিম্॥ ৯৩
কান্তারে বিজনে ব্রহ্মন্ মৎসমীপমুপাগতা। ইত্যেবং স্বকৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং মহ্যং অবেদয়ৎ॥ ৯
তস্মিন্ দেবালয়ে বিপ্রোঽহমেষা চ বৈ মুনে। দম্পতীভাবমাশ্রিত্য স্থিতৌ মাংসাশনৌ তথা
একদা মদ্যপানেন মত্তাবাবাঞ্চ নির্ভরৌ। তত্র দেবালয়ে রাত্রৌ মুদিতৌ মাংসভোজনাৎ॥
বদ্ধা বস্ত্রঞ্চ দণ্ডাগ্রে প্রমত্তৌ মদ্যসেবয়া। অত্যান্তহর্ষসম্পন্নাবাবাং সম্যগনৃত্যতাম্॥ ৯৭
তৎকাল এব পঞ্চত্বমাবয়োরভবন্মুনে। আগতা যমদূতাশ্চ পাশহস্তা ভয়ঙ্করাঃ॥ ৯৮
কর্ম্মণা তেন তুষ্টাত্মা ভগবান্ মধুসূদনঃ। স্বদূতান্ প্রেষয়ামাস মদাহরণকারণাৎ॥ ৯৯
সংবাদস্তু মহানাসীদ্ তানাং তত্র সত্তম। ময়া শ্রুতঞ্চ তৎ সর্ব্বং শৃণু ধর্ম্মবিদাং বর॥ ১০০
দূতাস্তে দেবদেবস্য শঙ্খচক্রগদাধরাঃ। সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশাঃ শান্তাঃ কোমলভাষিণঃ॥ ১০১
ভয়ঙ্করান্ পাশহস্তান্ দংষ্ট্রিণো যমকিঙ্করান্। তানূচুর্দেবদূতাস্তে হরিনামপরায়ণাঃ॥ ১০২

দেবদূতা ঊচুঃ।

ভো ভোঃ ক্রূরা দুরাচারা বিবেকপরিবর্জ্জিতাঃ। মুঞ্চধ্বমেতৌ নিষ্পাপৌ দম্পতী হরিবল্লভৌ
বিবেকস্ত্রিষু লোকেষু সম্পদামাদিকারণম্। তথা বিবেকশূন্যত্বমাপদামাদিকারণম্।
অপাপে পাপধীর্যস্য তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥ ১০৪

যমদূতা ঊচুঃ।

যুষ্মাভিঃ সত্যমেবোক্তমেতৌ পাতকিসত্তমৌ। জ্ঞেয়া হি পাপিনো দণ্ড্যাস্তন্নেষ্যামো বয়ন্ত্বিমৌ
শ্রুতিপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। এতাবধর্ম্মচরিতৌ তন্নেষ্যামো যমান্তিকম্॥ ১০৬
এতচ্ছ্রুত্বাতিকুপিতা দেবদূতা মহৌজসঃ। প্রত্যূচুস্তান্ যমভটান্ ভাভাসিতদিগন্তরাঃ॥ ১০৭

দেবদূতা ঊচুঃ।

অহো কষ্টং ধর্ম্মদৃশামধর্ম্মঃ স্পৃশতে মহান্। সম্যগ্বিবেকশূন্যত্বমাপদাং হি পদং মহৎ॥ ১০৮
প্রাপ্তেনাঘবিশেষেণ নরকাধ্যক্ষতাং গতাঃ। যূয়ং কিমর্থমদ্যাপি কর্ত্তুং পাপানি সোদ্যমাঃ॥১
স্বকর্ম্মক্ষয়পর্য্যন্তং মহাপাতকিনোঽপি চ। তিষ্ঠন্তি নরকে যূয়ং যাবদাচন্দ্রতারকম্॥ ১১০
পূর্ব্বসঞ্চিতপাপানাং ন দৃষ্টা নিষ্কৃতিঃ ক্বচিৎ। কিমর্থং পাপকর্ম্মাণি করিষ্যথ পুনঃপুনঃ॥ ১১
শ্রুতিপ্রণিহিতা ধর্ম্মাঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। কিন্ত্বাভ্যাংচরিতান্ধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামো যথাতথ

এতৌ পাপবিনির্ম্মুক্তৌ হরিশুশ্রূষণে রতৌ। হরিণা পূজ্যমানৌ চ মুঞ্চধ্বং মা বিলম্বতাম্॥ ১১৩
এষা বৈ নর্ত্তনং চক্রে তথা চৈষ ধ্বজং ভটাঃ। অন্তকালে বিষ্ণুগৃহে তেন পাপবিমোচিতৌ॥
উৎক্রান্তিকালে যন্নাম শ্রুতবন্তোঽপি বৈ সকৃৎ। লভন্তে পরমং স্থানং কিমু শুশ্রূষণে রতাঃ॥
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ। ঈক্ষিতা ভগবদ্ভক্তৈর্লভন্তে পরমং পদম্॥ ১১৬
যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈঃ। ঈক্ষিতাশ্চাপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্
মুহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধং যস্তিষ্ঠেদ্ধরিমন্দিরে। স যাতি পরমং স্থানং কিমু শুশ্রূষণে রতাঃ॥ ১১৮
উপলেপনকর্ত্তারৌ সম্মার্জ্জনপরায়ণৌ। এতৌ হরিগৃহে নিত্যং শীর্ণসন্ধানকারিণৌ॥ ১১৯
জলসেচনকর্ত্তারৌ দীপদৌ হরিমন্দিরে। কথমেতৌ মহাভাগৌ প্রণেষ্যথ যমক্ষয়ম্॥ ১২০
ইত্যুক্ত্বা দেবদূতাস্তে ছিত্ত্বা পাশং তদৈব হি। আরোপ্যাবাং বিমানে তু যযুর্বিষ্ণোঃপরম্পদম্
আবাং সমীপমাপন্নৌ দেবদেবস্য চক্রিণঃ। ভুক্তবন্তৌ মহাভোগান্ যাবৎ কালং শৃণুষ্ব মে॥ ১২২
যুগকোটিসহস্রাণি যুগকোটিশতানি চ। উষিত্বা বিষ্ণুভবনে ব্রহ্মলোকং সমাগতৌ॥ ১২৩
তাবৎ কালঞ্চ তত্রাপি স্থিত্বেন্দ্রপদমাগতৌ। তত্রাপি তাবৎকং ভোগং ভুক্ত্বা দিব্যমনুত্তমম্ ১২৪
ততঃ পৃথ্বীশতাং প্রাপ্য ক্রমেণ মুনিসত্তম। অত্রাপি সম্পদতুলা হরিপূজাপ্রসাদতঃ॥ ১২৫
অনিচ্ছয়া কৃতেনাপি প্রাপ্তমেবংবিধং মুনে। সম্যগারাধ্য বিশ্বেশং ভক্তিভাবেন মাধবম্।
প্রাপ্স্যামীতি পরং শ্রেয় ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ ১২৬
অবশেনাপি যৎ কর্ম্ম কৃতন্তু সুমহৎ ফলম্। দদাতি হি নৃণাং বিপ্র কিং পুনঃ সম্যগর্চ্চনাৎ॥ ১২৭

সূত উবাচ।

এতৎ সর্ব্বং নিশম্যাসৌ বিভাণ্ডকো মুনীশ্বরঃ। অভিনন্দ্য মহীপালং প্রযযৌ স্বতপোবনম্॥
তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা দেবদেবস্য চক্রিণঃ। পরিচর্য্যা চ সর্ব্বেষাং কামধেনূপমা স্মৃতা॥ ১২৯
হরিপূজাপরাণাঞ্চ হরিরেব সনাতনঃ। দদাতি পরমং শ্রেয়ঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥ ১৩০
য ইদং পুণ্যমাখ্যানং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। বাচয়েচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ধ্বজারোপণপুণ্যভাক্॥ ১৩১

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে ধ্বজারোপণং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অন্যদ্ব্রতং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ। হরিপঞ্চকবিখ্যাতং সর্ব্বলোকেষু দুর্লভম্॥ ১
নারীণাঞ্চ নরাণাঞ্চ সর্ব্বদুঃখনিবর্হণম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যপুরুষার্থৈকসাধনম্॥ ২
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদঞ্চৈব সর্ব্বব্রতফলপ্রদম্। সর্ব্বব্রতোত্তমং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ৩
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে দশম্যাং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। কুর্য্যাৎ স্নানাদিকং কর্ম্ম দন্তধাবনপূর্ব্বকম্॥ ৪
কৃত্বা দেবার্চ্চনং সম্যক্ তথা পঞ্চ মহাধ্বরান্। এবং ব্রতী ভবেৎ তস্মিন্দিনে নিগৃহীতেন্দ্রিয়ঃ॥
ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় একাদশ্যাং মুনীশ্বরাঃ। স্নানং কৃত্বা যথাচারং হবিষ্যেণার্চ্চয়েদ্গৃহে॥ ৬
স্নাপয়েদ্দেবদেবেশং পঞ্চামৃতবিধানতঃ। অর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ॥ ৭

ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈস্তাম্বূলৈশ্চ প্রদক্ষিণৈঃ। সম্পূজ্য দেবদেবেশমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৮
নমস্তে জ্ঞানরূপায় জ্ঞানদায় নমোঽস্তু তে। নমস্তে সর্ব্বরূপায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায় চ ॥ ৯
এবং প্রণম্য দেবেশং দেবদেবং জনার্দ্দনম্। বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ উপবাসং সমর্পয়েৎ ॥ ১০
পঞ্চরাত্রং নিরাহারো হ্যদ্যপ্রভৃতি কেশব। ত্বদাজ্ঞয়া জগৎস্বামিন্ মমাভীষ্টপ্রদো ভব ॥ ১১
এবং সমাপ্য দেবস্য উপবাসং জিতেন্দ্রিয়ঃ। রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদেকাদশ্যাং ব্রতী দ্বিজাঃ ॥
দ্বাদশ্যাঞ্চ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং জিতেন্দ্রিয়ঃ। পৌর্ণমাস্যাঞ্চ কর্ত্তব্যমেবং বিষ্ণ্বর্চনং দ্বিজাঃ ॥
একাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং কর্ত্তব্যং জাগরং দ্বিজাঃ। পঞ্চামৃতেন পূজা তু সামান্যদিনপঞ্চসু ॥ ১৪
ক্ষীরেণ স্নাপয়েদ্বিষ্ণুং পৌর্ণমাস্যান্তু শক্তিতঃ। তিলহোমশ্চ কর্ত্তব্যস্তিলদানঞ্চ সত্তমাঃ ॥ ১৫
ততঃ ষষ্ঠে দিনে প্রাপ্তে নির্ব্বর্ত্ত্য স্বাশ্রমক্রিয়াম্। সংপ্রাশ্য পঞ্চগব্যন্তু অর্চ্চয়েৎ পূর্ব্ববদ্ধরিম্ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্বিভবে সত্যবারিতম্। ততঃ স্ববন্ধুভিঃ সার্দ্ধং স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ
এবং পৌষাদিমাসেষু কার্ত্তিকান্তেষু সত্তমাঃ। শুক্লপক্ষে ব্রতং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বোক্তবিধানতঃ ॥ ১৮
এবং সংবৎসরং কুর্য্যাদ্ ব্রতং পাপবিনাশনম্। পুনর্মাসে মার্গশীর্ষে কুর্য্যাদুদ্যাপনং ব্রতী ॥
একাদশ্যাং নিরাহারো ভবেৎ পূর্ব্ববদুত্তমাঃ। দ্বাদশ্যাং পঞ্চগব্যঞ্চ প্রাশয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥ ২০
গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সম্যগ্দেবদেবং জনার্দ্দনম্। অভ্যর্চ্চ্যোপায়নং দদ্যাদ্ব্রাহ্মণায় জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২
পায়সং মধুসংমিশ্রং ঘৃতাক্তং কলশস্থিতম্। সুগন্ধিজলসংযুক্তং পূর্ণকুম্ভং সদক্ষিণম্ ॥ ২২
বস্ত্রেণাচ্ছাদিতং কুম্ভং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্। দদ্যাদধ্যাত্মবিদুষে ব্রাহ্মণায় মুনীশ্বরাঃ ॥ ২৩
সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বব্যাপিন্ সনাতন। পরমান্নপ্রদানেন সুপ্রীতো ভব মাধব ॥ ২৪
নারায়ণ নমস্তুভ্যং জগৎপ্রাণপোষণ। কুম্ভোদকপ্রদানেন প্রীতো ভব জনার্দ্দন ॥ ২৫
অনেনোপায়নং দত্ত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ। শক্তিতো বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ
ব্রতমেতত্তু যঃ কুর্য্যাদ্ধরিপঞ্চকসংজ্ঞিতম্। ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ব্রহ্মলোকাৎ কদাচন ॥ ২৭
ব্রতমেতত্তু কর্ত্তব্যমিচ্ছদ্ভির্মোক্ষমুত্তমম্। সমস্তপাপকান্তারে দাবানলসমং দ্বিজাঃ ॥ ২৮
গবাং কোটিসহস্রাণি দত্ত্বা যৎ ফলমশ্নুতে। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি একস্মাদুপবাসতঃ ॥ ২৯
যশ্চৈতচ্ছৃণুয়াদ্ভক্ত্যা নারায়ণপরায়ণঃ। স মুচ্যতে মহাঘোরৈরুপপাতককোটিভিঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে হরিপঞ্চকব্রতং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অন্যদ্ব্রতং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বলোকোপকারকম্ ॥
আষাঢ়ে শ্রাবণে বাপি তথা ভাদ্রপদেঽথবা। তথা চাশ্বযুজে বাপি কুর্য্যাদেতদ্ব্রতং দ্বিজাঃ ॥
এতেষ্বন্যতমে মাসি শুক্লপক্ষে জিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রাতর্দ্দশম্যাং স্নায়ীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥ ৩
নিত্যং দেবার্চ্চনং কুর্য্যাদ্ যত্নতো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। একাদশ্যাং ব্রহ্মচারী অধঃশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ

প্রাশয়েৎ পঞ্চগব্যঞ্চ স্বপেদ্বিষ্ণুসমীপতঃ। ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় নিত্যং কর্ম্ম সমাপ্য চ।
শ্রদ্ধয়া পূজয়েদ্বিষ্ণুং বশী ক্রোধবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫
বিবিধৈঃ সহিতো বিষ্ণুমর্চ্চয়িত্বা যথোচিতম্। সঙ্কল্পন্তু তথা কুর্য্যাৎ স্বভিপ্রায়চনপূর্ব্বকম্ ॥ ৬
মাসমেকং নিরাহারো হ্যদ্যপ্রভৃতি কেশব। মাসান্তে পারণং কুর্য্যাং দেবদেব তদাজ্ঞয়া ॥ ৭
তপোরূপং নমস্তুভ্যং তপসাং ফলদায়িনে। মমাভীষ্টফলং দেহি সর্ব্ববিঘ্নান্ নিবারয় ॥ ৮
এবং সমর্প্য দেবস্য বিষ্ণোর্মাসব্রতং শুভম্। ততঃপ্রভৃতি মাসান্তং নিবসেদ্ধরিমন্দিরে ॥ ৯
প্রত্যহং স্নাপয়েদ্দেবং পঞ্চামৃতবিধানতঃ। দীপং নিরন্তরং কুর্য্যাৎ তস্মিন্ মাসে হরের্গৃহে ॥ ১০
প্রত্যহং দন্তকাষ্ঠঞ্চ অপামার্গস্য শাখয়া। কৃত্বা স্নায়ীত বিধিবন্নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ১১
তর্পণং বিষ্ণবে কুর্য্যাৎ কেশবাদ্যৈশ্চ নামভিঃ। দ্বাদশভির্ন্নিত্যপূজামেভিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ১২
এবং মাসোপবাসঞ্চ কুর্য্যাদ্ধরিপরায়ণঃ। তদন্তে প্রযতঃ স্নাত্বা বিষ্ণুং পূর্ব্ববদর্চ্চয়েৎ ॥ ১৩
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা ভক্তিযুক্তঃ সদক্ষিণম্। স্বয়ঞ্চ বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং ভুঞ্জীত প্রয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪
বৎসং মাসোপবাসানামেবং কুর্য্যাত্ত্রয়োদশ। তদন্তে বেদবিদুষে গাং দদ্যাচ্চ সদক্ষিণম্ ॥ ১৫
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা দ্বাদশ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ। শক্ত্যা চ দক্ষিণাং দদ্যাদ্বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥ ১৬
মাসোপবাসেনৈকেন বাজপেয়ফলং লভেৎ। যদি দ্বয়ং কৃতং তস্য পৌণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ১৭
মাসোপবাসত্রিতয়ং যঃ কুর্য্যাৎ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। অসৌ সোমস্য যজ্ঞস্য দ্বিগুণং ফলমশ্নুতে ॥ ১৮
চতুঃকৃত্বঃ কৃতং যেন পরাকং মুনিসত্তমাঃ। স লভেৎ পরমং পুণ্যমগ্নিষ্টোমাষ্টসম্ভবম্ ॥ ১৯
পঞ্চকৃত্বো ব্রতমিদং কৃতং যেন মহাত্মনা। অত্যগ্নিষ্টোমজং পুণ্যং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০
মাসোপবাসং ষট্কৃত্বঃ কুর্য্যাদ্যস্তু সমাহিতঃ। জ্যোতিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ২১
নিরাহারেণ যো মাসং সপ্তকৃত্বস্তথা নয়েৎ। অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ২২
মাসোপবাসং যঃ কুর্য্যাদষ্টকৃত্বো মুনীশ্বরাঃ। নরমেধাখ্যযজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ২৩
যস্তু মাসোপবাসাংশ্চ নবকৃত্বঃ সমাচরেৎ। গোমেধযজ্ঞজং পুণ্যং লভতে বিগুণং নরঃ ॥ ২৪
দশকৃত্বস্তু যঃ কুর্য্যাৎপরাকং মুনিসত্তমাঃ। স যাতি ব্রহ্মমেধস্য ত্রিগুণং ফলমুত্তমম্ ॥ ২৫
একাদশ পরাকাংশ্চ যঃ কুর্য্যাৎ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বযজ্ঞফলং প্রাপ্য হরিসালোক্যমশ্নুতে ॥ ২৬
মাসোপবাসান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বাদশ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ। স যাতি হরিসারূপ্যং সর্ব্বভোগসমন্বিতম্ ॥ ২৭
ত্রয়োদশ পরাকাংশ্চ যঃ কুর্য্যাৎ প্রযতো নরঃ। স যাতি পরমানন্দং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ২৮
মাসোপবাসনিরতা গঙ্গাস্নানপরায়ণাঃ। ধর্ম্মমার্গপ্রবক্তারো মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ॥ ২৯
যতীনাং ব্রহ্মচারীণামবীরাণাঞ্চ সত্তমাঃ। মাসোপবাসঃ কর্ত্তব্যো বনস্থানাং বিশেষতঃ ॥ ৩০
নারী বা পুরুষো বাপি ব্রতমেতচ্চ দুর্ল্লভম্। কৃত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি যোগিনামপি দুর্ল্লভম্ ॥ ৩১
গৃহস্থো বানপ্রস্থো বা বর্ণী বা ভিক্ষুরেব চ। অতত্ত্বজ্ঞানশূন্যোঽপি মোক্ষমাপ্নোত্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৩২
য ইদং ব্রতমাহাত্ম্যং নারায়ণপরায়ণঃ। শৃণুয়াদ্বাচয়েদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৩

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে মাসোপবাসব্রতকথনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইদমন্যৎ প্রবক্ষ্যামি ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ১
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্। মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ
একাদশীব্রতং নাম সর্ব্বকামফলপ্রদম্। কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা বিপ্রা বিষ্ণুপ্রীণনকারণম্॥ ৩
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি। যদি ভুঙ্‌ক্তে স পাপী স্যাৎ পরত্র নরকং ব্রজেৎ।
উপবাসফলং প্রেপ্সুর্জহ্যাদ্ভক্তচতুষ্টয়ম্। পূর্ব্বাপরদিনে রাত্রাবহোরাত্রন্তু মধ্যমে॥ ৫
একাদশীদিনে যস্তু ভোক্তুমিচ্ছতি সত্তমা। স ভোক্তুং সর্ব্বপাপানি স্পৃহয়ালুর্ন সংশয়ঃ॥ ৬
ভবেদশ্বমেধসহস্রাণাং দ্বাদশ্যাং মুনীশ্বরাঃ। একাদশ্যাং নিরাহারো যদি মুক্তিমভীপ্সতি॥ ৭
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে॥ ৮
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং কথঞ্চিন্নিষ্কৃতির্ভবেৎ। একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কৃতির্নাস্তি কুত্রচিৎ॥
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ। একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা যাতি পরং পদম্॥১০
একাদশী মহাপুণ্যা বিষ্ণুপ্রিয়করী তিথিঃ। সংসেব্যা সর্ব্বথা বিপ্রাঃ সংসারচ্ছেদলিপ্সুভিঃ॥ ১১
দশম্যাং প্রাতরুত্থায় দন্তধাবনপূর্ব্বকম্। স্নাত্বা চ বিধিবদ্বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ প্রয়তো নরঃ॥ ১২
একাদশীং চরেৎ তস্মিন্ দিনে নিগৃহীতেন্দ্রিয়ঃ। বিষ্ণোঃ সমীপে শয়ীত নারায়ণপরায়ণঃ॥১৩
একাদশ্যাং তথা স্নাত্বা সম্পূজ্য চ জনার্দনম্। গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সম্যক্ ততস্ত্বেবমুদীরয়েৎ॥ ১৪
একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহনি পরে হ্যহম্। ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত॥১৫
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ। ভক্তিভাবেন তুষ্টাত্মা উপবাসং সমর্পয়েৎ॥১৬
দেবস্য পুরতঃ কুর্য্যাজ্জাগরং নিয়তো ব্রতী। গীতৈর্বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ পুরাণশ্রবণাদিভিঃ॥ ১৭
ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় দ্বাদশীদিবসে ব্রতী। স্নাত্বা চ বিধিবদ্বিষ্ণুং পূজয়েৎ সংযতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৮
পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য একাদশ্যাং জনার্দ্দনম্। দ্বাদশ্যাং পয়সা স্নাপ্য হরিসারূপ্যমশ্নুতে॥ ১৯
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব। প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব॥ ২০
এবং বিজ্ঞাপ্য বিপ্রেন্দ্রা দেবদেবস্য চক্রিণঃ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছক্ত্যা দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্॥
ততঃ স্ববন্ধুভিঃ সার্দ্ধং নারায়ণপরায়ণঃ। কৃতপঞ্চমহাযজ্ঞঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ॥ ২২
এবং যঃ প্রয়তঃ কুর্য্যাৎ পুণ্যমেকাদশীব্রতম্। স যাতি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ২৩
উপবাসব্রতপরো ধর্ম্মকারী চ সত্তমাঃ। চণ্ডালান্ পতিতাংশ্চাপি বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥২৪
নাস্তিকান্ ভিন্নমর্য্যাদান্ নিন্দকান্ পিশুনাংস্তথা। উপবাসব্রতপরো নালপেৎ সর্ব্বথা বুধঃ॥ ২৫
বৃষলীসূতিপোষ্টারং বৃষলীপতিমেব চ। অযাজ্যযাজকঞ্চৈব নালপেৎ সর্ব্বথা ব্রতী॥ ২৬
কুণ্ডাশিনং গায়কঞ্চ তথা দেবলকাশিনম্। ভৈষজ্যকার্য্যকর্ত্তারং দেবদ্বিজবিরোধিনম্॥ ২৭
পরান্নলোলুপঞ্চৈব পরস্ত্রীনিরতং তথা। ব্রতোপবাসনিরতো বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥ ২৮
ইত্যেবমাদিভিঃ শুদ্ধো বশী সর্ব্বহিতে রতঃ। উপবাসপরো ভূত্বা পরাং সিদ্ধিং গমিষ্যতি॥ ২৯
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ। নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবস্তপো নানাশনাৎ পরম্

নাস্তি বেদসমং শাস্ত্রং নাস্তি শান্তিসমং সুখম্। নাস্তি চক্ষুঃসমং জ্যোতিস্তপো নানশনাৎ পরম্
নাস্তি ক্ষমাসমা খ্যাতির্নাস্তি কীর্ত্তিসমং ধনম্। নাস্তি জ্ঞানসমো লাভস্তপো নানশনাৎপরম্॥
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। সংবাদং ভদ্রশীলস্য তৎপিতুর্গালবস্য চ॥ ৩৩
পুরা হি গালবো নাম মুনিঃ সত্যপরায়ণঃ। উবাস নর্ম্মদাতীরে শান্তো দান্তস্তপোনিধিঃ॥৩৪
বহুবৃক্ষসমাকীর্ণে নানামৃগনিষেবিতে। সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরান্বিতে॥ ৩৫
কন্দমূলফলৈঃ পূর্ণে মুনিবৃন্দনিষেবিতে। গালবো নাম বিপ্রেন্দ্রো নিবাসমকরোচ্চিরম্॥ ৩৬
তস্যাভবদ্ভদ্রশীল ইতি খ্যাতঃ সুতো বশী। জাতিস্মরো মহাভাগো নারায়ণপরায়ণঃ॥ ৩৭
বালক্রীড়নকালেঽপি ভদ্রশীলো মহামতিঃ। মৃদা চ বিষ্ণোঃ প্রতিমাং কৃত্বা পূজাপরোঽভবৎ
বিপ্রান্ বোধয়তে নিত্যং বিষ্ণুঃ পূজ্যো নরৈরিতি। একাদশীব্রতঞ্চৈব কর্ত্তব্যমতিপণ্ডিতৈঃ॥৩৯
এতেন বোধিতাশ্চাপি শিশবোঽপি মুনীশ্বরাঃ। হরেগৃহং বিনির্ম্মায় সদা পূজাপরাভবন্॥৪০
নমস্কুর্ব্বন্ ভদ্রশীলো বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে। সর্ব্বেষাং জগতাং স্বস্তি ভূয়াদিত্যব্রবীৎ সদা॥ ৪১
ক্রীড়াকালে মুহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমথাপি বা। একাদশীতি সঙ্কল্প্য বিষ্ণবে প্রণমত্যসৌ॥ ৪২
এবং সুচরিতং দৃষ্ট্বা তনয়ং গালবো মুনিঃ। অপৃচ্ছদ্বিস্ময়াবিষ্টঃ সমাশ্লিষ্য তপোনিধিম্॥ ৪৩

গালব উবাচ।

ভদ্রশীল মহাভাগ ভদ্রশীলোঽসি সুব্রত। চরিতং মঙ্গলং যত্তে যোগিনামপি দুর্লভম্॥ ৪৪
হরিপূজাপরো নিত্যং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। একাদশীব্রতপরো লোকানুগ্রহতৎপরঃ॥ ৪৫
নির্দ্বন্দ্বো নির্ম্মমঃ শান্তো হরিধ্যানপরায়ণঃ। জাতেয়ং পরমা বুদ্ধিঃ কথং বক্তুং মমার্হসি॥৪৬
ভদ্রশীলঃ পিতুর্বাক্যং শ্রুত্বা প্রহসিতাননঃ। স্বানুভূতং যথাবৃত্তং সর্ব্বং পিত্রে ন্যবেদয়ৎ॥৪৭

ভদ্রশীল উবাচ।

শৃণু তাত মহাভাগ অনুভূতং ময়া পুরা। জাতিস্মরত্বাজ্জানামি যমেন পরিভাষিতম্॥ ৪৮
এতচ্ছ্রুত্বা মুনিশ্রেষ্ঠো গালবো বিস্ময়ান্বিতঃ। উবাচ প্রীতিমাপন্নো ভদ্রশীলং মহামতিম্॥ ৪৯

গালব উবাচ।

কস্ত্বং পূর্ব্বং মহাভাগ কিমুক্তঞ্চ যমেন তে। কস্য বা কেন হেতোশ্চ তৎ সর্ব্বং বক্তুমর্হসি॥৫০

ভদ্রশীল উবাচ।

অহমাসং পুরা তাত রাজা সোমকুলোদ্ভবঃ। ধর্ম্মকীর্ত্তিরিতি খ্যাতো দত্তাত্রেয়েণ শাসিতঃ ৫১
নববর্ষসহস্রাণি মহীং কৃৎস্নামপালয়ম্। অধর্ম্মাশ্চ তথা ধর্ম্মা ময়া তু বহবঃ কৃতাঃ॥ ৫২
ততঃ শ্রিয়া প্রমত্তোঽহং বহ্বধর্ম্মাণ্যকারিষম্। পাষণ্ডজনসংসর্গাৎ পাষণ্ডচরিতোঽভবম্॥ ৫৩
পুরার্জ্জিতানি পুণ্যানি ময়া তু সুবহূন্যপি। পাষণ্ডালাপমাত্রেণ প্রনষ্টানি তপোধন॥ ৫৪
পাষণ্ডৈর্বোধিতোঽহন্তু বেদমার্গং সমত্যজম্। মখাশ্চ সর্ব্বে বিধ্বস্তাঃ কূটযুক্তিবিদা ময়া॥ ৫৫
অধর্ম্মনিরতং মান্তু দৃষ্ট্বা মদ্দেশজাঃ প্রজাঃ। সদৈব দুষ্কৃতং চক্রুঃ ষষ্ঠাংশস্তত্র মেঽভবৎ॥ ৫৬
এবং পাপসমাচারো ব্যসনাভিরতস্তথা। মৃগয়াভিরতো ভূত্বা হ্যেকদা প্রাবিশং বনম্॥ ৫৭
সসৈন্যোঽহং বনে তত্র হত্বা বহুবিধান্ মৃগান্। ক্ষুত্তৃট্‌পরিগতঃ শ্রান্তো রেবাতীরমুপাগমম্॥৫৮
প্রবৃদ্ধতাপবিক্রান্তো রেবায়াং স্নানমাচরম্। অদৃষ্টসৈন্য একাকী পীড্যমানঃ ক্ষুধা তৃষা॥ ৫৯
সমেতাস্তত্র যে কেচিৎ তাত তীর্থনিবাসিনঃ। একাদশীব্রতপরা ময়া দৃষ্টা নিশামুখে॥ ৬০

নিরাহারশ্চ তত্রাহমেকাকী বন্ধুবর্জ্জিতঃ। জাগরং কৃতবাংস্তাত সেনয়া রহিতো নিশি ॥ ৬১
অধ্বশ্রমপরিশ্রান্তঃ ক্ষুৎপিপাসাপ্রপীড়িতঃ। তত্রৈব জাগরান্তেঽহং তাত পঞ্চত্বমাগতঃ ॥ ৬২
ততো যমভটৈর্বদ্ধো মহাদংষ্ট্রাভয়ঙ্করৈঃ। অনেকক্লেশসম্পন্নান্ মার্গান্ প্রাপ্তো যমান্তিকম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনমপশ্যং সমবর্ত্তিনম্ ॥ ৬৩
অথ কালশ্চিত্রগুপ্তমাহূয়েদমভাষত। অস্য শিক্ষাভিধানঞ্চ যথা তদ্বদ পণ্ডিত ॥ ৬৪
এবমুক্তশ্চিত্রগুপ্তো ধর্ম্মরাজেন সত্তমাঃ। চিরং বিচারয়ামাস পুনশ্চেদমভাষত ॥ ৬৫
অসৌ পাপরতঃ সত্যং তথাপি শৃণু ধর্ম্মপ। একাদশ্যাং নিরাহারাৎ সর্ব্বপাপৈর্বিমোচিতঃ ॥৬
একাদশীদিনে হ্যেষ রেবাতীরে মনোরমে। জাগরঞ্চোপবাসঞ্চ কৃত্বা পাপৈর্বিমোচিতঃ ॥ ৬৭
যানি কানি চ পাপানি কৃতানি সুবহূনি চ। তানি সর্ব্বাণি নষ্টানি উপবাসপ্রভাবতঃ ॥ ৬৮
এবমুক্তো ধর্ম্মরাজশ্চিত্রগুপ্তেন ধীমতা। ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ মম তাতাতিকম্পিতঃ ॥ ৬৯
পূজয়ামাস মাং তাত ভক্তিভাবেন ধর্ম্মরাট্। ততশ্চ স্বভটান্ সর্ব্বানাহূয়েদমভাষত ॥ ৭০

যম উবাচ।

শৃণুধ্বং মদ্বচো দূতা হিতং বক্ষ্যামি সূত্তমম্। ধর্ম্মেষু নিরতান্ মর্ত্ত্যান্ মানয়ধ্বং মমান্তিকম্ ॥৭১
যে বিষ্ণুভক্তিনিরতাঃ প্রয়তাঃ কৃতজ্ঞা একাদশীব্রতপরা বিজিতেন্দ্রিয়াশ্চ।
নারায়ণাচ্যুত হরে শরণং ভবেতি সন্তো বদন্তি সততং তরসা ত্যজধ্বম্ ॥ ৭২
নারায়ণাচ্যুত জনার্দ্দন কৃষ্ণ বিষ্ণো পদ্মেশ পদ্মজপিতঃ শিব শঙ্করেতি।
নিত্যং বদন্ত্যখিললোকহিতাঃ প্রশান্তা দূরাদ্ভটাস্ত্যজত তত্র ন মেঽস্তি শিক্ষা ॥ ৭৩
নারায়ণার্পিতক্রিয়ান্ হরিভক্তজনাচারমার্গনিরতান্ গুরুসেবকাংশ্চ।
সৎপাত্রদাননিরতান্ হরিভক্তিমূলান্ দূতাস্ত্যজধ্বমনিশং হরিনামশক্তান্ ॥ ৭৪
পাষণ্ডসঙ্গরহিতান্ দ্বিজভক্তিনিষ্ঠান্ সৎসঙ্গলোলুপপরাংশ্চ তথাতিথেয়ান্।
শম্ভোর্হরেশ্চ সমবুদ্ধিমতস্তথৈব দূতাস্ত্যজধ্বমুপকারপরান্ জনানাম্ ॥ ৭৫
যে বীক্ষিতা হরিকথামৃতসেবকৈশ্চ নারায়ণস্তুতিপরায়ণমানসৈশ্চ।
বিপ্রেন্দ্রপাদজলসেবনসংপ্রহৃষ্টৈস্তান্ পাপিনোঽপি চ ভটাঃ সততং ত্যজধ্বম্ ॥ ৭৬
যে মাতৃতাতপরিভর্ৎসনশীলিনশ্চ লোকদ্বিষো দ্বিজজনাহিতকর্ম্মিণশ্চ।
দেবস্বলোভনিরতান্ জননাশহেতূংস্তানানয়ধ্বমপরাধরতাংশ্চ দূতাঃ ॥ ৭৭
একাদশীব্রতপরাঙ্মুখমুগ্রশীলং লোকাপবাদনিরতং পরনিন্দকঞ্চ।
গ্রামস্য নাশকরমুত্তমনিন্দকঞ্চ দূতাঃ সমানয়ত বিপ্রধনেষু লুব্ধম্ ॥ ৭৮
যে বিষ্ণুভক্তিবিমুখা ন নমন্তি যে চ নারায়ণায় শরণাগতপালকায়।
বিষ্ণ্বালয়ঞ্চ নহি যান্তি নরোঽতিমূর্খস্তানানয়ধ্বমতিপাপতরান্ প্রশান্তান্ ॥ ৭৯
এবং সংশ্রুতবান্ পূর্ব্বং যমেন পরিভাষিতম্। দহ্যেঽহমনুতাপেন স্মৃত্বা তৎকর্ম্ম তত্র বৈ ॥৮০
পিতর্মমানুতাপেন তদ্ধর্ম্মশ্রবণেন চ। তদৈব সর্ব্বপাপানি নিঃশেষং বিগতানি চ ॥ ৮১
পাপশেষবিনির্ম্মুক্তং হরিসারূপ্যতাং গতম্। সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশং মাং ননাম যমস্তদা ॥ ৮২
এতদ্দৃষ্ট্বা বিস্মিতাস্তে যমদূতা ভয়োৎকটাঃ। বিশ্বাসং পরমং চক্রুর্যমোক্তে সর্ব্ব এব তে ॥৮৩
তত সম্পূজ্য মাং কালো বিমানশতসঙ্কুলম্। সদ্যঃ সম্প্রেষয়ামাস তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৮৪

বিমানকোটিভিঃ সার্দ্ধং সর্ব্বভোগসমন্বিতৈঃ। কর্ম্মণা তেন জনক বিষ্ণুলোকে মহোবিতম্॥৮৫
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ। স্থিত্বা বিষ্ণুপদে পশ্চাদিন্দ্রলোকং সমাগতঃ॥ ৮৬
তত্রাপি সর্ব্বভোগাঢ্যঃ সর্ব্বদেবমমস্কৃতঃ। তাবৎকালং দিবি স্থিত্বা ততো ভুমিং সমাগতঃ॥৮৭
অত্রাপি বিপ্রপ্রবর কুলে মহতি সম্ভবঃ। জাতিস্মরত্বাজ্জানামি সর্ব্বমেতন্মুনীশ্বর॥ ৮৮
তস্মাদ্ বিষ্ণ্বর্চনোদ্যোগং তাতাহং প্রকরোমি বৈ। একাদশীব্রতমিদমিতি ন জ্ঞাতবান্ পুরা॥
জাতিস্মৃতিপ্রভাবেণ তজ্জ্ঞাতং সাম্প্রতং ময়া। অবশেনাপি যৎকর্ম্ম কৃতং তস্য ফলত্বিদম্॥৯০
একাদশীব্রতং ভক্ত্যা কুর্ব্বতাং কিমুত প্রভো। তস্মাচ্চরিষ্যে জনক শুভমেকাদশীব্রতম্॥
বিষ্ণুপূজাঞ্চাহরহঃ পরমস্থানকাঙ্ক্ষয়া॥ ৯১
একাদশীব্রতং যে তু কুর্ব্বন্তি শ্রদ্ধয়া নরাঃ। তে যান্তি বিষ্ণুভবনং পরমানন্দদায়কম্॥ ৯২
যশ্চৈদতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বা ভক্তিভাবতঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥৯৩
সূত উবাচ।
এবং পুত্রবচঃ শ্রুত্বা সন্তুষ্টো গালবো মুনিঃ। অবাপ পরমাং তু [illegible] মনসাপ্যাতিহর্ষিতঃ॥ ৯৪
মজ্জন্ম সফলং জাতং মদ্বংশঃ পাবনীকৃতঃ। যতোঽস্মৌ মৎকুলে জাতো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ॥৯৫
ইতি সন্তুষ্টচেতাস্তু তস্য পুত্রস্য ধীমতঃ। হরিপূজাবিধানঞ্চ যথাবৎ সমবোধয়ৎ॥ ৯৬
ইত্যেতদ্বো মুনিগণা যথাবৎ কথিতং ময়া। সঙ্কোচবিস্তরাভ্যাঞ্চ কিমন্যৎ কথয়ামি বঃ॥ ৯৭

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে একাদশীব্রতকথনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

কথিতং ভবতা সর্ব্বং সূত তত্ত্বার্থকোবিদ। ভাগীরথ্যাঃ সুমহিমা ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্চ সত্তম॥ ১
হরিপূজাবিধানঞ্চ ব্রতপূজা সবিস্তরম্। একাদশ্যাশ্চ মহিমা ত্বয়া প্রোক্তো বিশেষতঃ॥ ২
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো বর্ণাশ্রমবিধিং মুনে। তথৈব চাশ্রমাচারং প্রায়শ্চিত্তবিধিং মুনে॥ ৩
এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ সূত তত্ত্বার্থকোবিদ। কৃপয়া পরয়াবিষ্টো যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ৪
সূত উবাচ।
শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে যদুক্তো ব্রহ্মসূনুনা। সনৎকুমারমুনয়ে বর্ণাশ্রমবিনির্ণয়ঃ॥ ৫
বর্ণাশ্রমাচারবতা পূজ্যতে হরিরব্যয়ঃ। তস্মাদ্বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্রা যথাদৌ চোদিতঞ্চ যৎ॥ ৬
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চত্বার এব তে। বর্ণা ইতি সমাখ্যাতা এতেষাং ব্রাহ্মণোঽধিকঃ
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো দ্বিজাঃ প্রোক্তাস্ত্রিজাতয়ঃ। মাতৃতশ্চোপনয়নাদ্দীক্ষায়া অষ্টমবৎ
এতৈর্বর্ণৈঃ সর্ব্বধর্ম্মাঃ কার্য্যা বর্ণানুরূপতঃ। স্ববর্ণধর্ম্মত্যাগেন পাষণ্ডঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ ৯
স্বগৃহ্যোদিতং কর্ম্ম দ্বিজঃ কুর্ব্বন্ কৃতী ভবেৎ। অন্যথা পতিতং বিদ্যাৎ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতম্॥১০
যুগধর্ম্মাঃ পরিগ্রাহ্যা বর্ণৈরেতৈর্যথোচিতম্। গ্রামাচারস্তথা গ্রাহ্যঃ স্মৃতিমার্গাবিরোধতঃ॥ ১১
কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্নাদ্ধর্ম্মান্ সমাচরেৎ। অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু॥ ১২

সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্। দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥ ১৩
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ। মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥ ১৪
দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ। দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥ ১৫
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্। ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥ ১৬
দেশাচারাঃ পরিগ্রাহ্যাস্তত্তদ্দেশীয়ৈর্নরৈঃ। অন্যথা পতিতো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ১৭
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব সত্তমাঃ। ক্রিয়াঃ সমাসতো বক্ষ্যে শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥১৮
দানং দদ্যাদ্দ্বিজেন্দ্রাণাং যজ্ঞৈর্দেবান্ যজেত তথা। বৃত্ত্যর্থং যাজয়েদেবমন্যানধ্যাপয়েৎ তথা॥
যাজয়েদ্যজনে যোগ্যান্ বিপ্রো নিত্যোদকী ভবেৎ। কুর্য্যাচ্চ বেদগ্রহণং যজ্ঞৈর্দেবান্ যজেৎ তথ
শাস্ত্রজীবো ভবেচ্চৈব তথাপ্নেশ্চ পরিগ্রহম্। গ্রামে রণে চ পারকো সমবুদ্ধির্ভবেৎ তথা॥২১
সর্ব্বলোকহিতং কুর্য্যান্ মৃদুবাক্যমুদীরয়েৎ। ঋতাবভিগমঃ পত্ন্যাং ব্রাহ্মণস্য প্রশস্যতে॥ ২২
ন কস্যাপ্যহিতং ক্রয়াদ্বিষ্ণুপূজাপরো ভবেৎ। দানানি দদ্যাদ্বিপ্রেভ্যঃ ক্ষত্রিয়োঽপি দ্বিজোত্তমাঃ
কুর্য্যাচ্চ বেদগ্রহণং যজ্ঞৈর্দেবান্ যজেৎ তথা। শস্ত্রাজীবো ভবেচ্চৈব পালয়েদ্ধর্ম্মতো মহীম্।
দুষ্টানাং শাসনং কুর্য্যাচ্ছিষ্টাংশ্চ পরিপালয়েৎ॥ ২৪
পাশুপাল্যঞ্চ বাণিজ্যং কৃষিশ্চ দ্বিজসত্তমাঃ। বেদস্যাধ্যয়নঞ্চৈব বৈশ্যস্যাপি প্রকীর্ত্তিতম্॥ ২৫
দদ্যাদ্দানঞ্চ শূদ্রোঽপি পাকযজ্ঞৈর্যজেত চ। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুশ্রূষানিরতো ভবেৎ॥২৬
ঋতুকালাভিগমনং স্বদারেষু প্রশস্যতে। সর্ব্বলোকহিতৈষিত্বং মঙ্গলং প্রিয়বাদিতা॥ ২৭
অনায়াসো মহোৎসাহস্তিতিক্ষানভিমানিতা। সামান্যং সর্ব্ববর্ণানাং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥
সর্ব্বে চ মুক্তিমায়ান্তি স্বাশ্রমোচিতকর্ম্মণা॥ ২৯
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াচারমাশ্রয়েদাপদি দ্বিজাঃ। ক্ষত্রিয়োঽপি চ বিড়্বৃত্তিমত্যাপদি সমাশ্রয়েৎ॥
নাশ্রয়েচ্ছূদ্রবৃত্তিন্তু অত্যাপদ্যপি বৈ দ্বিজঃ। যদ্যাশ্রয়েদ্দ্বিজো মূঢ়ঃ স চাণ্ডাল ইতি স্মৃতঃ॥৩১
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশো দ্বিজা ইতি হি বিশ্রুতাঃ। চত্বারশ্চাশ্রমাস্তেষাং পঞ্চমো নোপপদ্যতে॥৩২
ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো ভিক্ষুশ্চ সত্তমাঃ। এতে চৈবাশ্রমাঃ প্রোক্তাঃ পঞ্চমো নোপপদ্যতে
চতুর্ভিরাশ্রমৈরেভিঃ সাধ্যতে ধর্ম্ম উত্তমঃ। বিষ্ণুস্তুষ্যতি বিপ্রেন্দ্রাঃ কর্ম্মযোগরতাত্মনাম্॥ ৩৪
নিঃস্পৃহাঃ শান্তমনসঃ স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতাঃ। তে যান্তি পরমং স্থানং নাবর্ত্তন্তে যতঃ পুনঃ॥ ৩৫

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে বর্ণাশ্রমবিধিকথনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

বর্ণাশ্রমাচারবিধিং প্রবক্ষ্যামি বিশেষতঃ। শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে সুসমাহিতচেতসঃ॥ ১
যঃ স্বকর্ম্ম পরিত্যজ্য পরকর্ম্ম নিষেবতে। পাষণ্ডঃ স হি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ২
গর্ভাধানাদিসংস্কারাঃ কার্য্যা মন্ত্রবিধানতঃ। স্ত্রীণামমন্ত্রতঃ কার্য্যা সথাকালং যথাবিধি॥ ৩
সীমন্তং প্রথমে গর্ভে চতুর্থে মাসি কারয়েৎ। ষষ্ঠে বা সপ্তমে বাপি অষ্টমে বাপি কারয়েৎ।
জাতে পুত্রে পিতা স্নাত্বা সচেলং জাতকর্ম্ম তু। কুর্য্যান্নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্॥ ৫

হেম্না বা চান্নধান্যৈর্বা জাতশ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ। অন্নেন কারয়েদ্‌যস্তু স চণ্ডালসমো ভবেৎ ॥ ৬
কৃত্বাভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধং পিতা পুত্রস্য বাগ্‌যতঃ। কুর্ব্বীত নামনির্দ্দেশং সূতকান্তে যথাবিধি ॥ ৭
অস্পষ্টমর্থহীনঞ্চ অতিগুর্ব্বক্ষরান্বিতম্। নাদদ্যান্নাম বিপ্রেন্দ্রাস্তথা চ বিষমাক্ষরম্ ॥ ৮
তৃতীয়ে বৎসরে চৌড়ং পঞ্চমে সপ্তমেঽপি বা। ষষ্ঠে চৈবাষ্টমে বাপি কুর্য্যাদ্‌গৃহ্যোক্তমার্গতঃ
দৈবযোগাদতিক্রান্তে গর্ভাধানাদিকর্ম্মণি। কর্ত্তব্যঃ কৃচ্ছ্রপাদো বৈ চৌড়ে সার্দ্ধং প্রকল্পয়েৎ ॥
গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্। আষোড়শাব্দপর্য্যন্তং কালমাহুশ্চ গৌণতঃ ॥ ১১
গর্ভৈকাদশমেঽব্দে তু রাজন্যস্যোপনায়নম্। আদ্বাবিংশাব্দপর্য্যন্তং কালমাহুর্বিপশ্চিতঃ ॥ ১২
বিশোপনয়নং প্রোক্তং গর্ভদ্বাদশমেব চ। চতুর্বিংশতিপর্য্যন্তং কালমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১৩
এতৎকালাবধির্যস্য দ্বিজস্যাতিক্রমো ভবেৎ। সাবিত্রীপতিতং বিদ্যান্নালপেত্তং কদাচন ॥ ১৪
দ্বিজোপনয়নে বিপ্রা মুখ্যকালব্যতিক্রমে। দ্বাদশাব্দং চরেৎ কৃচ্ছ্রং পশ্চাচ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ১৫
সান্তপনদ্বয়ঞ্চৈব কৃত্বা কর্ম্ম সমাচরেৎ। অন্যথা পতিতং বিদ্যাৎ কর্ত্তাপি ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ১৬
মৌঞ্জী বিপ্রস্য বিজ্ঞেয়া ধনুর্জ্যা ক্ষত্রিয়স্য চ। আবী বৈশ্যস্য বিজ্ঞেয়া শণপ্রমজিনং তথা ॥
বিপ্রস্য প্রোক্তমৈণেয়ং রৌরবং ক্ষত্রিয়স্য চ। আজং বৈশ্যস্য বিজ্ঞেয়ং দণ্ডান্বক্ষ্যে যথাক্রমাৎ
পালাশং ব্রাহ্মণস্যোক্তং নৃপস্যৌডুম্বরং তথা। বৈল্বং বৈশ্যস্য বিজ্ঞেয়ং প্রমাণং শৃণুত দ্বিজাঃ
বিপ্রস্য কেশমানং স্যাল্ললাটং নৃপস্য তু। নাসাগ্রসম্মিতং দণ্ডং বৈশ্যস্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ২০
তথা বাসাংসি বক্ষ্যামি বিপ্রাদীনাং যথাক্রমাৎ। কাষায়ঞ্চৈব মাঞ্জিষ্ঠং হারিদ্রঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
উপনীতো দ্বিজো বিপ্রাঃ পরিচর্য্যাপরো গুরোঃ। বেদগ্রহণপর্য্যন্তং নিবসেদ্‌গুরুবেশ্মনি ॥ ২২
প্রাতঃস্নায়ী ভবেদ্বর্ণী সমিৎকুশফলাদিকান্। গুর্ব্বর্থমাহরেন্নিত্যং কল্যং কল্যং মুনীশ্বরাঃ ॥ ২৩
যজ্ঞোপবীতমজিনং দণ্ডঞ্চ দ্বিজসত্তমাঃ। নষ্টে ভ্রষ্টে নবং মন্ত্রাদ্‌গ্রাহ্যং ভ্রষ্টং জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪
বর্ণিনো বর্ত্তনং প্রাহুর্ভিক্ষান্নেনৈব কেবলম্। ভিক্ষাঞ্চ শ্রোত্রিয়াগারাদাহরেৎ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৫
ভবৎপূর্ব্বং ব্রাহ্মণস্য ভবন্মধ্যং নৃপস্য চ। ভবদন্তং বিশঃ প্রোক্তং ভিক্ষয়াহার এব চ ॥ ২৬
সায়ং প্রাতরগ্নিকার্য্যং যথাকালং জিতেন্দ্রিয়ঃ। কুর্য্যাৎ প্রতিদিনং বর্ণী ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ তর্পণম্ ॥ ২৭
অগ্নিকার্য্যপরিত্যক্তঃ পতিতঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ। ব্রহ্মযজ্ঞবিহীনশ্চ ব্রহ্মহা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৮
দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব শুশ্রূষা চ পরং গুরোঃ। ভিক্ষান্নং ভোজয়েন্নিত্যং নৈকান্নাশী কদাচন ॥ ২৯
আনীয় নিত্যং বিপ্রাণাং গৃহাদ্ভিক্ষাং জিতেন্দ্রিয়ঃ। নিবেদ্য গুরবেঽশ্নীয়াদ্বাগ্‌যতস্তদনুজ্ঞয়া ॥
মধুস্ত্রীমাংসলবণতাম্বূলং দন্তধাবনম্। উচ্ছিষ্টভোজনঞ্চৈব দিবাস্বাপঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩১
ছত্রপাদুকগন্ধাংশ্চ তথা মাল্যানুলেপনে। জলকেলিদ্যূতগীতবাদ্যঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩২
পরীবাদং রোষতোষং বিপ্রলাপং তথাঞ্জনম্। পাষণ্ডজনসংযোগং শূদ্রসঙ্গঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৩
অভিবাদনশীলঃ স্যাদ্‌বৃদ্ধেষু চ যথাক্রমম্। জ্ঞানবৃদ্ধাস্তপোবৃদ্ধা বয়োবৃদ্ধা ইতি ত্রয়ঃ ॥ ৩৪
আধ্যাত্মিকানি দুঃখানি নিবারয়তি যো গুরুঃ। বেদশাস্ত্রোপদেশেন তং পূর্ব্বমভিবাদয়েৎ ॥ ৩৫
অসাবহমিতি ব্রূয়াদ্‌দ্বিজো বৈ অভিবাদনে। নাভিবাদ্যাশ্চ বিপ্রেণ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ কদাচন ॥ ৩৬
নাস্তিকং ভিন্নমর্য্যাদং কৃতঘ্নং গ্রামযাজকম্। স্তেনঞ্চ কিতবঞ্চৈব কদাচিন্নাভিবাদয়েৎ ॥ ৩৭
পাষণ্ডং পতিতং ব্রাত্যং তথা নক্ষত্রপাঠকম্। তথা পাতকিনঞ্চৈব কদাচিন্নাভিবাদয়েৎ ॥ ৩৮
[illegible] ধাবন্তমশুচিং তথা। অভ্যক্তাঙ্গশিরশ্চৈব জপন্তং নাভিবাদয়েৎ ॥ ৩৯

তথা স্নানং প্রকুর্ব্বন্তং সমিৎপুষ্পকরং তথা। উদপাত্রধরঞ্চৈব ভুঞ্জানং নাভিবাদয়েৎ ॥ ৪০
বিবাদশীলিনং চণ্ডং বমন্তং জলমধ্যগম্। ভিক্ষান্নধারিণঞ্চৈব শয়ানং নাভিবাদয়েৎ ॥ ৪১
ভর্ত্তৃঘ্নীং পুষ্পিণীং জারাং সূতিকাং গর্ভপাতিনীম্। কৃতঘ্নীং তথা চণ্ডাং কদাচিন্নাভিবাদয়েৎ
সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষপি। প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ৪৩
পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে স্বাধ্যায়সময়ে তথা। প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ৪৪
শ্রাদ্ধং ব্রতং তথা দানং দেবতাভ্যর্চ্চনং তথা। যজ্ঞঞ্চ তর্পণঞ্চৈব কুর্ব্বন্তং নাভিবাদয়েৎ ॥ ৪৫
কৃতেঽভিবাদনে যস্তু ন কুর্য্যাৎ প্রতিবাদনম্। নাভিবাদ্যঃ স বিজ্ঞেয়ো যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥৪৬
প্রক্ষাল্য পাদাবাচম্য গুরোরভিমুখঃ সদা। তস্য পাদৌ চ সংস্পৃশ্য অধীয়ীত বিচক্ষণাঃ ॥ ৪৭
অষ্টকাসু চতুর্দ্দশ্যাং প্রতিপৎপর্ব্বণোস্তথা। মহাভরণ্যাং বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্রবণদ্বাদশীদিনে ॥ ৪৮
ভাদ্রপদাপরপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তথৈব চ। শয়নোত্থানদ্বাদশ্যাং শ্রোত্রিয়ে মরণং গতে ॥ ৪৯
আষাঢ়ী কার্ত্তিকী চৈব ফাল্গুনী চ দ্বিজোত্তমাঃ। দ্বিতীয়া শুক্লপক্ষস্য গ্রামদাহে তথৈব চ ॥ ৫০
মাঘস্য সপ্তমী শুক্লা নবমাশ্বযুজে তথা। পরিবেশাধিকে সূর্য্যে শ্রোত্রিয়ে গৃহমাগতে ॥ ৫১
বন্দিতে ব্রাহ্মণে চৈব প্রবৃত্তে কলহে তথা। সন্ধ্যায়াং গর্জ্জিতে মেঘে হ্যকালগর্জ্জিতে তথা ৫২
উল্কাশনিপ্রপাতে চ তথা বিপ্রেঽবমানিতে। মন্বাদিষু চ বিপ্রেন্দ্রা যুগাদৌ চ চতুষ্টয়ে।
নাধীয়ীত দ্বিজঃ কশ্চিৎ সর্ব্বকর্ম্মফলোৎসুকঃ ॥ ৫৩
শুক্লতৃতীয়া বৈশাখে প্রেতপক্ষে ত্রয়োদশী। কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা মাঘমাসে চ পূর্ণিমা ॥
এতে যুগাদয়ঃ প্রোক্তা দত্তস্যাক্ষয়কারকাঃ ॥ ৫৪
মন্বাদীংশ্চ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ৫৫
অশ্বযুক্শুক্লনবমী কার্ত্তিকদ্বাদশী সিতা। তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ ॥ ৫৬
আষাঢ়শুক্লদশমী সিতা মাঘস্য সপ্তমী। শ্রাবণস্যাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পূর্ণিমা ॥ ৫৭
ফাল্গুনস্যাপ্যমাবাস্যা পৌষস্যৈকাদশী সিতা। কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী সিতা ॥
মন্বাদয়ঃ সমাখ্যাতা দত্তস্যাক্ষয়কারকাঃ। দ্বিজৈঃ শ্রাদ্ধন্তু কর্ত্তব্যং মন্বাদিষু যুগাদিষু ॥ ৫৯
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। অয়নদ্বিতয়ে চৈব নাধীয়ীত দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬০
শবানুগমনে চৈব আরণ্যকমধীত্য চ। সূতকদ্বিতয়ে চৈব অনধ্যায়ঃ প্রশস্যতে ॥ ৬১
সর্পাদিদর্শনে চৈব তথা ভূকম্পনেঽপি চ। এবমাদিষু সর্ব্বেষু অনধ্যায়ঃ প্রশস্যতে ॥ ৬২
অনধ্যায়েষ্বধীতানাং প্রজাঃ প্রজ্ঞা যশঃ শ্রিয়ম্। আয়ুষ্যং বলমারোগ্যং নিকৃন্ততি যমঃ স্বয়ম্ ॥
অনধ্যায়েষু যোঽধীতে তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্। ন তং সম্ভাষয়েদ্বিপ্রা ন তেন সহ সংবসেৎ
কুণ্ডগোলকয়োঃ কেচিজ্জড়াদীনাঞ্চ সত্তমাঃ। বদন্তি চোপনয়নং তৎপুত্রেষু চ কেচন ॥ ৬৫
অনধীত্য তু যো বেদাঞ্ছাস্ত্রাণি পঠতে নরঃ। শূদ্রতুল্যঃ স বিজ্ঞেয়ো নরকায়োপপদ্যতে।
নাচারফলমাপ্নোতি যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ৬৬
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং যচ্চান্যৎ কর্ম্ম বৈদিকম্। অনধীয়ানবিপ্রস্য সর্ব্বং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥
শব্দো ব্রহ্মময়ো বিষ্ণুর্বেদঃ সাক্ষাদ্ধরিঃ স্মৃতঃ। বেদাধ্যায়ী ততো বিপ্রাঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে বর্ণাশ্রমাবিধিকথনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ।

বেদগ্রহণপর্য্যন্তং শুশ্রূষানিরতো গুরোঃ। অনুজ্ঞাতস্ততস্তেন কুর্য্যাদগ্নিপরিগ্রহম্ ॥ ১
বেদাঙ্গানি চ বেদাংশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চ দ্বিজাঃ। অধীত্য গুরবে দত্ত্বা দক্ষিণাং স ভবেদ্গৃহী ॥ ২
রূপলক্ষণসম্পন্নাং সগুণাং সুকুলোদ্ভবাম্। দ্বিজঃ সমুদ্বহেৎ কন্যাং সুশীলাং ধর্ম্মচারিণীম্ ॥ ৩
মাতৃতঃ পঞ্চমাদ্ধীনাং পিতৃতঃ সপ্তমাং তথা। দ্বিজঃ সমুদ্বহেৎ কন্যামন্যথা গুরুতল্পগঃ ॥ ৪
রোগিণীঞ্চৈব বৃত্তাক্ষীং সরোগকুলসম্ভবাম্। অতিকেশামকেশাঞ্চ বাচালাং নোদ্বহেদ্ বুধঃ ॥৫
কোপনাং বামনাঞ্চৈব দীর্ঘদেহাং বিরূপিণীম্। ন্যূনাধিকাঙ্গীমুন্মত্তাং পিশুনাং নোদ্বহেদ্ বুধঃ ।
স্থূলগুল্ফাং দীর্ঘজঙ্ঘাং তথৈব পুরুষাকৃতিম্। শ্মশ্রুব্যঞ্জনসংযুক্তাং বিকারাং নোদ্বহেদ্ বুধঃ ॥৭
বৃথাহাস্যমুখীঞ্চৈব সদান্যগৃহবাসিনীম্। বিবাদশীলাং ভ্রমিতাং নিষ্ঠুরাং নোদ্বহেদ্ বুধঃ ॥ ৮
বহ্বশনীং স্থূলদন্তাং স্থূলোষ্ঠীং ঘর্ঘরস্বরাম্। অতিকৃষ্ণাং রক্তবর্ণাং ধূর্ত্তাং নৈবোদ্বহেদ্ বুধঃ ॥ ৯
সদা রোদনশীলাঞ্চ পাণ্ডুবর্ণাঞ্চ কুৎসিতাম্। শ্বাসকাসাদিসংযুক্তাং নিদ্রাশীলাঞ্চ নোদ্বহেৎ ॥ ১০
অনর্থভাষিণীঞ্চৈব লোকদ্বেষপরায়ণাম্। পরাপবাদনিরতাং তস্করাং নোদ্বহেদ্ বুধঃ ॥ ১১
দীর্ঘনাসাঞ্চ কিতবাং তনূরুহবিভূষিতাম্। খর্ব্বিকাং বকবৃত্তিঞ্চ সর্ব্বথা নোদ্বহেদ্ বুধঃ ॥ ১২
বালভাবাদবিজ্ঞাতস্বভাবামুদ্বহেদ্যদি। প্রগল্ভামগুণাং জ্ঞাত্বা সর্ব্বথা তাং পরিত্যজেৎ ॥১৩
ভর্তৃপুত্রেষু যা নারী নিষ্ঠুরা সর্ব্বথা ভবেৎ। পরানুকূলিনী চৈব সর্ব্বথা তাং পরিত্যজেৎ ॥ ১৪
বিবাহাস্ত্বষ্টবিধা ব্রাহ্মাদ্যা মুনিসত্তমাঃ। পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো বরো জ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ ॥
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচো অষ্টমঃ স্মৃতঃ ॥১৬
ব্রাহ্মেণৈব বিবাহেন বিবহেদ্বৈ দ্বিজোত্তমঃ। দৈবেনাপ্যথবা কুর্য্যাৎকেচিদার্ষং প্রচক্ষতে ॥ ১৭
প্রাজাপত্যাদয়ো বিপ্রা বিবাহাঃ পঞ্চ গর্হিতাঃ। অভাবেষু চ পূর্ব্বেষু কুর্য্যাদেতান্ পরান্ বুধঃ ॥১৮
যজ্ঞোপবীতদ্বিতয়ং সোত্তরীয়ঞ্চ ধারয়েৎ ॥ ১৯
সুবর্ণকুণ্ডলে চৈব ধৌতবস্ত্রদ্বয়ং তথা। অনুলেপনলিপ্তাঙ্গঃ কৃত্তকেশনখঃ শুচিঃ ॥ ২০
ধারয়েদ্বৈণবং দণ্ডং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম্ ॥ ২১
উষ্ণীষমমলং ছত্রং পাদুকে চাপ্যুপানহৌ। ধারয়েৎপুষ্পমাল্যে চ সুগন্ধঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ২২
নিত্যমধ্যায়শীলশ্চ যথাচারং সমাচরেৎ। পরান্নং নৈব ভুঞ্জীত পরদারাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥
পাদেন নাক্রমেৎ পাদমুচ্ছিষ্টং নৈব লঙ্ঘয়েৎ ॥ ২৩
ন সংহতাভ্যাং কণ্ডূয়েদ্ বাহুভ্যামাত্মনঃ শিরঃ। পূজ্যদেবালয়াংশ্চৈব নাপসব্যং ব্রজেদ্দ্বিজঃ ॥২৪
দেবার্চ্চাচমনস্নানব্রতশ্রাদ্ধক্রিয়াসু চ। ন ভবেন্মুক্তকেশশ্চ নৈকবস্ত্রধরস্তথা ॥ ২৫
নারোহেদ্দুষ্টযানঞ্চ শুষ্কবাদং বিবর্জ্জয়েৎ। অন্যস্ত্রিয়ং ন গচ্ছেচ্চ পৈশুন্যং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৬
নাপসব্যং ব্রজেদ্বিপ্রানশ্বত্থঞ্চ চতুষ্পথম্। অসূয়াং মৎসরঞ্চৈব দিবাস্বাপঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭
ন বদেৎপরপাপানি স্বপুণ্যং নৈব কীর্ত্তয়েৎ। স্বকং নাম স্বনক্ষত্রং মানঞ্চৈবাপি গোপয়েৎ ॥ ২৮
ন দুর্জ্জনৈঃ সহ বসেন্নাশাস্ত্রং শৃণুয়াৎ তথা। অসারদ্যূতগীতেষু দ্বিজস্তু ন রতিং চরেৎ ॥ ২৯
মার্গস্থিতমথোচ্ছিষ্টং শূদ্রঞ্চ পতিতং তথা। শবং ভিষজং স্পৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥ ৩০

চিতিঞ্চ চিতিকাষ্ঠঞ্চ যূপং চাণ্ডালমেব চ। স্পৃষ্ট্বা দেবলকঞ্চৈব সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥ ৩১
দীপখট্বাতনুচ্ছায়া কেশবস্ত্রঘটোদকম্। অজমার্জ্জাররেণুশ্চ হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ৩২
শূর্পবাতং প্রেতধূমং তথা শূদ্রান্নভোজনম্। বৃষলীপতিসঙ্গঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৩
অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনং খাদনং নখকেশয়োঃ। তথৈব নগ্নশয়নং সর্ব্বথা পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৪
গ্রামখণ্ডং সভাঞ্চৈব তথৈব চ চতুষ্পথম্। দেবতায়তনঞ্চৈব নাপসব্যং ব্রজেদ্দ্বিজাঃ ॥ ৩৫
শিরোঽভ্যঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাঙ্গং ন লেপয়েৎ। তাম্বূলমশুচির্নাদ্যাৎ তথা সুপ্তং ন বোধয়েৎ
নাশুদ্ধোঽগ্নিং পরিচরেৎ পূজাঞ্চ গুরুদেবয়োঃ। ন বামহস্তেনৈকেন পিবেদ্বক্ত্রেণ বা জলম্ ॥৩৭
ন চাক্রমেদ্গুরোশ্ছায়াং তদাজ্ঞাঞ্চ মুনীশ্বরাঃ। ননিন্দেদ্‌যোগিনোবিপ্রাব্রতিনোঽপিযতীংস্তথা

পরস্পরস্য মর্ম্মাণি কদাপি ন বদেদ্দ্বিজাঃ ॥ ৩৮
দর্শে চ পৌর্ণমাস্যাঞ্চ যাগং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি ॥ ৩৯

ঔপাসনঞ্চ হোতব্যং সায়ং প্রাতর্দ্বিজাতিভিঃ। ঔপাসনপরিত্যাগী সুরাপীত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৪০
অয়নে বিষুবে চৈব যুগাদিষু চতুর্ষ্বপি। দর্শে চ প্রেতপক্ষে চ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্ গৃহী দ্বিজাঃ ॥৪১
মন্বাদিষু মৃতাহেষু অষ্টকাসু চ সত্তমাঃ। নবধান্যে সমায়াতে গৃহী শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥ ৪২
শ্রোত্রিয়ে গৃহমায়াতে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। পুণ্যক্ষেত্রেষু তীর্থেষু গৃহী শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥৪৩
যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্। বৃথা ভবতি বিপ্রেন্দ্রা ঊর্দ্ধপৌণ্ড্রং বিনাকৃতম্
ঊর্দ্ধপৌণ্ড্রঞ্চ তুলসীং শ্রাদ্ধে নেচ্ছন্তি কেচন। বৃদ্ধাচারঃ পরিগ্রাহ্যস্তস্মাচ্ছ্রেয়োঽর্থিভির্নরৈঃ ॥
ইত্যেবমাদয়ো ধর্ম্মাঃ স্মৃতিমার্গেষু চোদিতাঃ। কার্য্যা দ্বিজাতিভিঃ সম্যক্ সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ
সদাচারপরা যে তু তেষাং বিষ্ণুঃ প্রসীদতি। বিষ্ণৌ প্রসন্নতাং যাতে কিমসাধ্যং দ্বিজোত্তমাঃ

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে বর্ণাশ্রমবিধিবর্ণনং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

গৃহস্থস্য সদাচারং বক্ষ্যামি মুনিসত্তমাঃ। কুর্ব্বতাং সর্ব্বপাপানি নশ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় পুরুষার্থাবিরোধিনীম্। বৃত্তিং সঞ্চিন্তয়েদ্বিপ্রাঃ কৃতকেশপ্রসাধনঃ ॥ ২
দিবা সন্ধ্যাসু কর্ণস্থব্রহ্মসূত্র উদঙ্মুখঃ। কুর্য্যান্মূত্রং পুরীষঞ্চ রাত্রৌ চ দক্ষিণামুখঃ ॥ ৩
শিরঃ প্রাবৃত্য বস্ত্রেণ অন্তর্দ্ধায় তৃণৈর্মহীম্। বহন্ কাষ্ঠং করেণৈকং তাবন্মৌনী ভবেদ্দ্বিজাঃ ॥৪
পথি গোষ্ঠে নদীতীরে তড়াগকূপসন্নিধৌ। তথৈব বৃক্ষচ্ছায়ায়াং কান্তারে বহ্নিসন্নিধৌ ॥ ৫
দেবালয়ে তথোদ্যানে কৃষ্টভূমৌ চতুষ্পথে। ব্রাহ্মণানাং সমীপে চ তথা গোঽশ্বখযোষিতাম্
তুষাঙ্গারকপালেষু জলমধ্যে তথৈব চ। এবমাদিষু দেশেষু মলমূত্রং ন কারয়েৎ ॥ ৭
শৌচে যত্নঃ সদা কার্য্যঃ শৌচমূলো দ্বিজঃ স্মৃতঃ। শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তং কর্ম্ম নিষ্ফলম্ ॥
শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং বহিঃশুদ্ধির্ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্
গৃহীতশিশ্নশ্চোত্থায় শৌচার্থং মৃত্তিকাং হরেৎ। গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ। ১০

অনুচ্ছিষ্টপ্রদেশে তু শৌচার্থং মৃত্তিকাং গৃহেৎ। ন মূষিকাদিজনিতাং ফালোৎকৃষ্টাং তথৈব চ
বাপীকূপতড়াগেষু নাহরেদ্বাহ্যমৃত্তিকাম্। শৌচং কুর্য্যাৎপ্রযত্নেন নাদায়ান্তর্জলে মৃদম্ ॥ ১২
লিঙ্গে মৃদেকা দাতব্যা তিস্রো বা মেঢ্রয়োর্দ্বয়ম্। অপানে পঞ্চ বামে তু দশ সপ্ত তথোভয়োঃ
তিস্রস্তিস্রঃ প্রদাতব্যাঃ পাদয়োর্মৃত্তিকাঃ পৃথক্। এবং শৌচং প্রকুর্ব্বীত গন্ধলেপাপনুত্তয়ে॥১৪
এতচ্ছৌচং গৃহস্থস্য দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্। ত্রিগুণন্তু বনস্থানাং যতীনান্তু চতুর্গুণম্ ॥ ১৫
স্বগ্রামে পূর্ণমাচারং পথার্দ্ধং মুনিসত্তমাঃ। আতুরে নিয়মো নাস্তি মহাপদি তথৈব চ ॥ ১৬
গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ। স্ত্রীণামনুপনীতানাং গন্ধলেপক্ষয়াবধি ॥ ১৭
ব্রতস্থানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যতিবচ্ছৌচমিষ্যতে। বিধবানাঞ্চ বিপ্রেন্দ্রা এবং শৌচং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
এবং শৌচঞ্চ নির্ব্বর্ত্য পশ্চাদ্বৈ সুসমাহিতঃ। প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি হ্যাচামেৎপ্রযতেন্দ্রিয়ঃ ॥
বিস্ফুতুর্বাপি চেদাপো গন্ধফেনাদিবর্জ্জিতাঃ। দ্বির্মার্জ্জয়েৎকপালঞ্চ অয়েণৌষ্ঠৌ চ সত্তমাঃ ॥
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন নাসারন্ধ্রদ্বয়ং স্পৃশেৎ। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ নেত্রশ্রোত্রে যথাক্রমম্ ॥ ২১
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন নাভিদেশং স্পৃশেদ্বুধঃ। তলেনোরঃস্থলঞ্চৈব অঙ্গুল্যগ্রৈঃ শিরঃ স্পৃশেৎ ॥২২
তলেন বাঙ্গুল্যগ্রৈর্বা স্পৃশেদংসৌ বিচক্ষণঃ। এবমাচম্য বিপ্রেন্দ্রাঃ শুদ্ধিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥
ততঃ স্নানং প্রকুর্ব্বীত মার্জ্জনং তিলতর্পণম্। ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত গায়ত্র্যার্ঘ্যং রবেঃ ক্ষিপেৎ
গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ প্রাতস্তিষ্ঠন্না সূর্য্যদর্শনাৎ। তথৈব সায়মাসীনো জপেদা নক্ষত্রদর্শনাৎ ॥ ২৫
উপাস্য সন্ধ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষিপেদর্ঘ্যঞ্চ পূর্ব্ববৎ। গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সম্যক্ তিষ্ঠন্নাসীন এব বা ॥
প্রাতর্মধ্যন্দিনে চৈব গৃহস্থঃ স্নানমাচরেৎ। ব্রহ্মযজ্ঞং প্রকুর্ব্বীত দর্ভপাণির্মুনীশ্বরাঃ ॥ ২৭
বেদোদিতানি কর্ম্মাণি প্রমাদাদকৃতানি বৈ। শর্ব্বর্য্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্য্যাদ্যথাক্রমম্
নোপাস্তে যো দ্বিজঃ সন্ধ্যাং দুর্ব্বৃত্তো মর্ত্ত্যো হ্যনাপদি। পাষণ্ডঃ স হি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতঃ
যস্তু সন্ধ্যাদিকর্ম্মাণি কূটযুক্তিবিশারদঃ। পরিত্যজতি তং বিদ্যান্মহাপাতকিনাং বরম্ ॥ ৩০
যে দ্বিজা অভিভাষন্তে ত্যক্তসন্ধ্যাদিকর্ম্মণাম্। তে যান্তি নরকান্ ঘোরান্ যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥
দেবার্চ্চনং তথা কুর্য্যাদ্ বৈশ্বদেবং যথাবিধি। আগতমতিথিং সম্যগ্ গন্ধাদ্যৈশ্চ প্রপূজয়েৎ ॥
বক্তব্যা মধুরা বাণী অতিথিষ্বাগতেষু বৈ। জলান্নকন্দমূলৈর্বা গৃহী যানেন বার্চ্চয়েৎ ॥ ৩৩
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে। স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৩৪
অজ্ঞাতগোত্রনামানমন্যগ্রামাদুপাগতম্। বিপশ্চিতোঽহরতিথিং প্রাহুর্বিষ্ণুবত্তং প্রপূজয়েৎ ॥৩৫
স্বগ্রামবাসিনম্বেকং শ্রোত্রিয়ং বিষ্ণুতৎপরম্। অন্নাদ্যং প্রত্যহং বিপ্রমুদ্দিশ্য অপি তূর্ণং যজেৎ
পঞ্চযজ্ঞপরিত্যাগী ব্রহ্মহেত্যুচ্যতে বুধৈঃ। কুর্য্যাদহরহস্তস্মাৎ পঞ্চ যজ্ঞান্ প্রযত্নতঃ ॥ ৩৭
দেবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তথৈব চ। নৃযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৮
ভৃত্যমিত্রাদিসংযুক্তঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ। দ্বিজোনাভোজ্যমশ্নীয়াৎপাত্রং নৈব পরিত্যজেৎ
সংস্থাপ্য চাসনে পাদৌ বস্ত্রার্দ্ধং পরিধায় বা। মুখেন ধমিতং ভুক্ত্বা সুরাপীত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৪০
খাদিতানি পুনঃ খাদেন্মোদকানি ফলানি বৈ। প্রত্যক্ষলবণঞ্চৈব গোমাংসাশী নিগদ্যতে ॥৪১
আপোশানে চাচমনে পেয়দ্রব্যে চ দ্বিজঃ। শব্দং ন কারয়েদ্বিপ্রা কুর্য্যাচ্চেন্নারকী ভবেৎ ॥৪২
পথ্যমন্নং প্রভুঞ্জীত বাগ্যতোঽন্নং ন কুৎসয়েৎ। ততশ্চাচম্য বিপ্রেন্দ্রাঃ শাস্ত্রচিন্তাপরো ভবেৎ॥৪৩
রাত্রাবপি যথাশক্ত্যা শয়নাসনভোজনৈঃ। কন্দমূলফলৈর্বাপি চায়াতমতিথিং যজেৎ ॥ ৪৪

এবং গৃহী সদাচারং কুর্য্যাচ্চ প্রতিদিনং বুধাঃ। যদ্যাচারপরিত্যাগী প্রায়শ্চিত্তীয়তে ধ্রুবম্ ॥৪৫
দৃষিতাং স্বতনুং দৃষ্ট্বা পলিতাদ্যৈশ্চ সত্তমাঃ। পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎসহৈব বা
ভবেত্ত্রিষবণস্নায়ী নখশ্মশ্রুজটাধরঃ। তৃণশায়ী ব্রহ্মচারী পঞ্চযজ্ঞপরায়ণঃ ॥ ৪৭
ফলমূলাশনো নিত্যং স্বাধ্যায়নিরতস্তথা। দয়াবান্ সর্ব্বভূতেষু নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৪৮
বর্জ্জয়েদ্গ্রামজাতানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ। অষ্টৌ গ্রাসাংশ্চ ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্রাত্রিভোজনম্
অভ্যঙ্গং বন্যতৈলেন বানপ্রস্থঃ সমাচরেৎ। ব্যবায়ং বর্জ্জয়েচ্চৈব নিদ্রালস্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৫০
মৃষাবাদং পরীবাদং মিথ্যাবাদঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। শঙ্খচক্রগদাপাণিং নিত্যং নারায়ণং স্মরন্ ॥ ৫১
বানপ্রস্থঃ প্রকুর্ব্বীত তপশ্চান্দ্রায়ণাদিকম্। সহেত শীততাপাদি বহ্নিং পরিচরেৎ সদা ॥ ৫২
যদা মনসি বৈরাগ্যং জাতং সর্ব্বেষু জন্তুষু। তদৈব সন্ন্যসেদ্বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥ ৫৩
বেদান্তাভ্যাসনিরতঃ শান্তো দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারো নির্ম্মমঃ সর্ব্বদা ভবেৎ
সমাদিগুণনির্ম্মুক্তঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ। নগ্নো বা জীর্ণকৌপীনো ভবেন্মুণ্ডী যতী দ্বিজঃ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৫৫
একরাত্রং বসেদ্গ্রামে ত্রিরাত্রং নগরে বসেৎ। ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যমেকান্নাশী ভবেদ্যতিঃ॥
অনিন্দিতদ্বিজগৃহে ব্যঙ্গারে ভুক্তবর্জ্জিতে। বিবাদরহিতে চৈব ভিক্ষার্থং পর্য্যটেদ্যতিঃ ॥ ৫৭
ভবেৎ ত্রিষবণস্নায়ী নারায়ণপরায়ণঃ। জপেচ্চ প্রণবং নিত্যং যতাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৮
নৈকান্নাশী ভবেদ্যস্তু কদাচিল্লম্পটো যতিঃ। তস্য বৈ নিষ্কৃতির্নাস্তি প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি ॥ ৫৯
বিপ্রো যদি যতির্লিপ্সুঃ প্রবৃত্তদম্ভকো ভবেৎ। স চণ্ডালসমো জ্ঞেয়ো বর্ণাশ্রমবিগর্হিতঃ ॥ ৬০
আত্মানং চিন্তয়েদেবং নারায়ণমনাময়ম্। নির্দ্বন্দ্বং নির্ম্মমং শান্তং মায়াতীতমমৎসরম্ ॥ ৬১
অব্যয়ং পরিপূর্ণঞ্চ সদানন্দৈকবিগ্রহম্। জ্ঞানস্বরূপমমলং পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ৬২
অবিকারমনাদ্যন্তং জগচ্চৈতন্যকারণম্। নির্গুণং পরমং ধ্যায়েদাত্মানং পরমাৎ পরম্ ॥ ৬৩
পঠেদুপনিষদ্বাক্যং বেদান্তার্থাংশ্চৈব চিন্তয়েৎ। সহস্রশীর্ষং দেবেশং সদা ধ্যায়েজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬৪
এবং ধ্যানপরো যস্তু যতির্বিগতমৎসরঃ। স যাতি পরমানন্দং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৬৫
ইত্যেবমাশ্রমাচারান্ যঃ করোতি দ্বিজঃ ক্রমাৎ। স যাতি পরমং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি
বর্ণাশ্রমাচাররতাঃ সর্ব্বপাপবিমোচিতাঃ। নারায়ণপরা যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে সদাচারবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে শ্রাদ্ধস্য বিধিমুত্তমম্। যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১
বিপ্রঃ ক্ষয়াহ্নঃ পূর্ব্বেদ্যুঃ স্নাত্বা ত্বেকাশনো ভবেৎ। অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী নিশি বিপ্রান্ নিমন্ত্রয়েৎ
দন্তধাবনতাম্বূলং তৈলাভ্যঙ্গং তথৈব চ। স্বাধ্যায়ঞ্চ পরান্নানি শ্রাদ্ধকর্ত্তা বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩
অধ্বানং কলহং ক্রোধং ব্যবায়ঞ্চ বৃষস্তথা। শ্রাদ্ধকর্ত্তা চ ভোক্তা চ দিবাস্বাপঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতো যস্তু ব্যবায়ং কুরুতে যদি। ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি নরকায়োপপদ্যতে ॥ ৫

শ্রাদ্ধে নিয়োজয়েদ্বিপ্রং শ্রোত্রিয়ং বিষ্ণুতৎপরম্। যথার্থাচারনিয়তং প্রসন্নং সুকুলোদ্ভবম্ ॥ ৬
রাগদ্বেষবিহীনঞ্চ পুরাণার্থবিশারদম্। ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণজ্ঞং সর্ব্বভূতদয়াপরম্ ॥ ৭
দেবপূজারতঞ্চৈব স্মৃতিতত্ত্ববিশারদম্। বেদার্থতত্ত্বসম্পন্নং সর্ব্বলোকহিতে রতম্ ॥ ৮
কৃতজ্ঞং গুণসম্পন্নং গুরুশুশ্রূষণে রতম্। পরোপদেশনিরতং শাস্ত্রার্থকথনৈস্তথা।
এতে নিয়োজিতব্যা বৈ শ্রাদ্ধে বিপ্রা মুনীশ্বরাঃ ॥ ৯
শ্রাদ্ধে বর্জ্যান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম। ন্যূনাঙ্গা অধিকাঙ্গাশ্চ প্রায়শো রোগিণস্তথা ১০
কুষ্ঠী চ কুনখী চৈব লম্পটশ্চ ক্ষতব্রতঃ। নক্ষত্রপাঠজীবী চ তথা চ শবদাহকঃ ॥ ১১
কুবাদী পরিবেত্তা চ তথা দেবলকশ্চ যঃ। নিন্দকো মৎসরো ধূর্ত্তস্তথৈব গ্রামযাজকঃ ॥ ১২
অসচ্ছাস্ত্রাভিনিরতঃ পরান্ননিরতস্তথা। বৃষলীসূতিপোষ্টা চ বৃষলীপতিরেব চ ॥ ১৩
কুণ্ডশ্চ গোলকশ্চৈব অযাজ্যানাঞ্চ যাজকঃ। দম্ভাচারো বৃথামুণ্ডী অন্যস্ত্রীধনতৎপরঃ ॥ ১৪
বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ শিবভক্তিপরাঙ্মুখঃ। বেদবিক্রয়ণশ্চৈব স্মৃতিবিক্রয়ণস্তথা ॥ ১৫
ব্রতবিক্রয়িণশ্চৈব মন্ত্রবিক্রয়িণস্তথা। গায়কাঃ কাব্যকর্ত্তারো ভিষক্শাস্ত্রোপজীবিনঃ ॥ ১৬
বেদনিন্দাপরাশ্চৈব বিপ্রনিন্দাপরাস্তথা। নিত্যং রাজোপসেবী চ কৃতঘ্নঃ কিতবস্তথা ॥ ১৭
সদাযানপরশ্চৈব দ্যূতসেবাপরায়ণাঃ। মিথ্যাভিবাদিনশ্চৈব গ্রামারণ্যপ্রদাহকঃ ॥ ১৮
তথাতিকামুকশ্চৈব তথৈব রসবিক্রয়ী। কূটযুক্তিরতশ্চৈব শ্রাদ্ধে বর্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৯
নিমন্ত্রয়ীত পূর্ব্বেদ্যুস্তস্মিন্নেব দিনেঽথবা। নিমন্ত্রিতো ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২০
শ্রাদ্ধে ক্ষণস্তু কর্ত্তব্যঃ প্রশস্তশ্চেতি সত্তমাঃ। নিমন্ত্রয়েদ্দ্বিজং প্রাজ্ঞং দর্ভপাণির্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২১
ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় কল্যং কর্ম্ম সমাপ্য চ। শ্রাদ্ধং সমাচরেদ্বিদ্বান্ কালে কুতপসংজ্ঞকে ২২
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে যদা মন্দায়তে রবিঃ। স কালঃ কুতপো নাম পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ২৩
অপরাহ্ণঃ পিতৄণান্তু দত্তঃ কালঃ স্বয়ম্ভুবা। তৎকাল এব দাতব্যং কব্যং তস্মাদ্ দ্বিজোত্তমৈঃ ২৪
যৎ কব্যং দীয়তে বিপ্রৈরকালে মুনিসত্তমাঃ। রাক্ষসং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং পিতৄণাং নোপসর্পতি ২৫
কব্যং দত্তন্তু সায়াহ্নে রাক্ষসং তদ্ভবেদ্ধ্রুবং। দাতা নরকমাপ্নোতি ভোক্তা চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ২৬
ক্ষয়াহস্য তিথির্বিপ্রা যদি খণ্ডতিথির্ভবেৎ। ব্যাপ্যাপরাহ্ণিকায়ান্তু শ্রাদ্ধং কার্য্যং বিজানতা ॥ ২৭
ক্ষয়াহস্য তিথির্যা তু অপরাহ্ণদ্বয়ে যদি। পূর্ব্বা ক্ষয়ে তু কর্ত্তব্যা বৃদ্ধৌ কার্য্যা তথোত্তরা ॥ ২৮
মুহূর্ত্তদ্বিতয়ং পূর্ব্বদিনে স্যাদপরেঽহনি। তিথিঃ সায়াহ্নগা তত্র পরা কব্যস্য বিশ্রুতা ॥ ২৯
কেচিৎপূর্ব্বদিনং প্রাহুর্মুহূর্ত্তদ্বিতয়ে সতি। নৈতন্মতং হি সর্ব্বেষাং কব্যদানে মুনীশ্বরাঃ ॥ ৩০
নিমন্ত্রিতেষু বিপ্রেষু মিলিতেষু দ্বিজোত্তমাঃ। প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধাত্মা তেভ্যোঽনুজ্ঞাং সমাচরেৎ
শ্রাদ্ধার্থং সমনুজ্ঞাতো বিপ্রান্ ভূয়ো নিমন্ত্রয়েৎ। উভৌ চ বিশ্বেদেবার্থং পিত্রর্থং ত্রীন্ যথাবিধি
দেবতার্থঞ্চ পিত্রর্থমেকৈকং বা নিমন্ত্রয়েৎ। শ্রাদ্ধার্থং সমনুজ্ঞাতো মণ্ডলং কারয়েদ্ধরম্ ॥ ৩৩
চতুরস্রং ব্রাহ্মণস্য ত্রিকোণং ক্ষত্রিয়স্য চ। বৈশ্যস্য বর্ত্তুলং জ্ঞেয়ং শূদ্রস্যাভ্যুক্ষণং ভবেৎ ॥ ৩৪
ব্রাহ্মণানামভাবে তু ভ্রাতরং পুত্রমেব চ। আত্মানং বা নিযুঞ্জীত ন বিপ্রং বেদবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৫
প্রক্ষাল্য বিপ্রপাদাংশ্চ আচান্তানুপবেশ্য চ। যথাবদর্চ্চনং কুর্য্যাৎ পরং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৩৬
ব্রাহ্মণানান্তু মধ্যে তু দ্বারদেশে চ সত্তমাঃ। অপহতা ইত্যৃচার্থং কর্ত্তা তু বিকিরেৎ তিলান্ ॥ ৩৭
যবৈর্দর্ভৈশ্চ বিশ্বেষাং দেবানামিদমাসনম্। দদ্যেতি ভূয়ো দদ্যাচ্চ দেবেক্ষণপ্রতীক্ষণম্ ৩৮

অক্ষয্যাসনয়োঃ ষষ্ঠী দ্বিতীয়াবাহনে স্মৃতা। অন্নদানে চতুর্থী স্যাচ্ছেষাঃ সম্বুদ্ধয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯
আসাদ্য পাত্রং দ্বিতয়ং দর্ভশাখাসমন্বিতম্। তৎপাত্রে সেচয়েৎ তোয়ং শন্নোদেবীত্যৃচা দ্বিজঃ
যবোঽসীতি যবানৃক্ষিপ্ত্বা গন্ধপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ। আবাহয়েত্ততো দেবান্বিশ্বেদেবাস ইত্যৃচা ॥৪১
যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ দদ্যাদর্ঘ্যং সমাহিতঃ ॥ ৪২
গন্ধৈশ্চ পত্রপুষ্পৈশ্চ ধূপদীপৈশ্চ সত্তমাঃ। বাসোবিভূষণৈশ্চৈব যথাবিভবমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৩
দেবৈশ্চ সমনুজ্ঞাতো যজেৎ পিতৃগণাংস্তথা। তিলসংযুক্তদর্ভৈশ্চ দদ্যাৎ তেষাং তথাসনম্ ॥৪৪
পাত্রাণ্যাসাদয়েত্ত্রীণি অর্ঘ্যার্থং পূর্ব্ববদ্দ্বিজঃ। শন্নোদেব্যাজলং ক্ষিপ্ত্বাতিলোঽসীতি তিলং ক্ষিপেৎ
উশন্ত ইত্যৃচাবাহ পিতৄন্ বিপ্রঃ সমাহিতঃ। যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ দদ্যাদর্ঘ্যঞ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৪৬
গন্ধৈশ্চ পত্রপুষ্পৈশ্চ ধূপদীপৈশ্চ সত্তমাঃ। বাসোবিভূষণৈশ্চৈব যথাবিভবমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৭
ততোঽন্নগ্রাসমাদায় ঘৃতযুক্তং বিচক্ষণঃ। অগ্নৌকরিষ্যে ইত্যুক্ত্বা তেভ্যোঽনুজ্ঞাং সমাহরেৎ ॥
করবৈ করবাণীতি বিপ্রোক্তা ব্রাহ্মণৈর্দ্বিজাঃ। কুরুষ্ব ক্রিয়তাঞ্চেতি কুরু চেত্যাদৃতং দ্বিজাঃ ॥৪৯
ঔপাসনাগ্নিমাধায় স্বগৃহ্যোক্তবিধানতঃ। সোমায় পিতৃমতে স্বাহা নম ইতি চ সত্তমাঃ ॥ ৫০
অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা নম এব চ। স্বধান্তেনাপি বা বিপ্রা জুহুয়াৎ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥ ৫১
আভ্যামেবাহুতিভ্যাঞ্চ পিতরস্তৃপ্তিমাপ্নুয়ুঃ। অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণৌ হোমো বিধীয়তে ।
যথাচারং প্রকুর্ব্বীত পাণাবগ্নৌ চ বা দ্বিজাঃ ॥ ৫৩
নষ্টাগ্নির্দূরভার্য্যশ্চেৎ পার্ব্বণে সমুপস্থিতে। সন্ধায়াগ্নিং ততঃ কার্য্যং কৃত্বা তং বিসৃজেৎ কৃতী
যদাগ্নির্দূরগো বিপ্রাঃ পার্ব্বণে সমুপস্থিতে। ঋত্বিগ্‌ভিঃ কারয়েচ্ছ্রাদ্ধং সাগ্নিকৈর্বিধিবদ্দ্বিজাঃ ॥
ক্ষয়াহদিবসে প্রাপ্তে স্বস্যাগ্নির্দূরগো যদি। তদৈব ভ্রাতরস্তত্র লৌকিকাগ্নিরিতি স্থিতিঃ ॥ ৫৬
ঔপাসনাগ্নৌ দূরস্থে সমীপে ভ্রাতরি স্থিতে। যদাগ্নৌ জুহুয়াদ্বাপি পাণৌ বা স হি পাতকী ॥
ঔপাসনাগ্নৌ দূরস্থে কেচিদিচ্ছন্তি সত্তমাঃ। পাণাবেব চ হোতব্যমিতি তন্ন সমঞ্জসম্ ॥ ৫৮
প্রাচীনাবীতিনা হোমঃ কার্য্যোঽগ্নৌ দ্বিজসত্তমাঃ। তচ্ছেষং বিপ্রপাত্রেষু বিকিরেৎ সংস্মরন্ হরিম্
ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ খাদ্যৈশ্চ লেহ্যৈর্বিপ্রান্ প্রপূজয়েৎ। অন্নত্যাগং ততঃ কুর্য্যাদুভয়ত্র সমাহিতঃ ॥
আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ। যে যত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে ॥ ৬১
ইতি সংপ্রার্থয়েদ্দেবান্ যে দেবাস ঋচা তু বৈ। তথা সংপ্রার্থয়েদ্বিদ্বান্ যে চেতি ঋচা পিতৄন্
অমূর্ত্তানাং সমূর্ত্তানাং পিতৄণাং দীপ্ততেজসাম্। নমস্যামি সদা তেষাং ধ্যায়িনাং যোগচক্ষুষাম্
এবং পিতৄন্ নমস্কৃত্য নারায়ণপরায়ণঃ। দত্তং হবিশ্চ তৎ কর্ম্ম বিষ্ণবে চ সমর্পয়েৎ ॥ ৬৪
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ভুঞ্জীরন্ বাগ্‌যতা দ্বিজাঃ। হসতে রোদতে ঘোরং রাক্ষসং তদ্ভবেদ্ধবিঃ
যথাচারং প্রদেয়ঞ্চ মধুমাংসাদিকং তথা। পাকাদি ন প্রশংসেয়ুর্ বাগ্‌যতা ধৃতভাজনাঃ ॥ ৬৬
যদি পাত্রং ত্যজেয়ুস্তে ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধভোজিনঃ। শ্রাদ্ধে হন্তা স বিজ্ঞেয়ো নরকায়োপপদ্যতে
ভুঞ্জানেষু চ বিপ্রেষু চান্যোন্যং সংস্পৃশেদ্‌যদি। তদন্নমত্যজন্ ভুক্ত্বা গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ ॥৬৮
ভুঞ্জানেষু বিপ্রেষু কর্ত্তা শ্রাদ্ধপরায়ণঃ। স্মরন্ নারায়ণং দেবমনন্তমপরাজিতম্ ॥ ৬৯
রক্ষোঘ্নান্ বৈষ্ণবাংশ্চৈব পৈতৃকাংশ্চ বিশেষতঃ। জপেচ্চ পৌরুষং সূক্তং নাচিকেতত্রয়ং তথা
ত্রিমধু ত্রিসুপর্ণাংশ্চ পাবমানীর্যজূংষি চ। সামান্যপি তথোক্তানি বদেৎ পুণ্যকথাস্তথা ॥ ৭১
ইতিহাসপুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি। ভুঞ্জীরন্ ব্রাহ্মণা যাবৎ তাবদেব জপেৎ দ্বিজাঃ ॥ ৭২

ব্রাহ্মণেষু চ ভুক্তেষু বিকিরেন্নিক্ষিপেৎ তথা। শেষমন্নং বদেচ্চৈব মধুসূক্তঞ্চ বৈ জপেৎ ॥ ৭৩
স্বয়ঞ্চ পাদৌ প্রক্ষাল্য সমাগাচম্য পণ্ডিতাঃ। আচান্তেষু চ বিপ্রেষু পিণ্ডং নির্ব্বাপয়েৎ তথা ॥
স্বস্তিবাচনকং কুর্য্যাদক্ষয্যোদকমেব চ। দত্ত্বা সমাহিতঃ কুর্য্যাৎ কৃত্বা গোত্রাভিবাদনম্ ॥ ৭৫
স্বচান্নমিশ্রপাত্রস্ত স্বস্তি কুর্ব্বন্তি যে দ্বিজাঃ। বৎসরং পিতরস্তেষাং তদন্নোচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥ ৭৬
দাতারো নো বিবর্দ্ধন্তামিত্যাদ্যৈঃ স্মৃতিভাষিতৈঃ। আশীর্ব্বাদো ভবেত্তেভ্যো নমস্কারং চরেত্ততঃ
দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং শক্ত্যা তাম্বূলং গন্ধসংযুতম্। ন্যুব্জপাত্রমথানীয় স্বধাকারমুদীরয়েৎ ॥ ৭৮
বাজেবাজে ইতি ঋচা পিতৄন্ দেবান্ বিসর্জ্জয়েৎ। ভোক্তা চ শ্রাদ্ধকৃচ্চৈব রজন্যাং মৈথুনং ত্যজেৎ

তথা স্বাধ্যায়মধ্বানং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮০

অধ্বগশ্চাতুরশ্চৈব বিহীনশ্চ ধনৈস্তথা। আমশ্রাদ্ধন্তু কুর্ব্বীত হেম্না বা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৮১
দ্রব্যাভাবে দ্বিজাভাবে অন্নমাত্রন্তু পাচয়েৎ। পৈতৃকেণ তু সূক্তেন হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৮২
অত্যন্তদ্রব্যশূন্যশ্চ শক্ত্যা দদ্যাৎ তৃণং গবাম্। স্নাত্বা চ বিধিবদ্বিপ্রাঃ কুর্য্যাদ্বা তিলতর্পণম্ ॥ ৮৩
অথবা রোদনং কুর্য্যাদত্যুচ্চৈর্বিজনে বনে। দরিদ্রোঽহং মহাপাপী বদেদিতি বিচক্ষণঃ ॥ ৮৪
পরেদ্যুঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা যো ন তর্পয়তে পিতৄন্। তৎকুলং নাশমাপ্নোতি ব্রহ্মহত্যাঞ্চ বিন্দতি।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি যে মর্ত্ত্যাঃ শ্রদ্ধাবন্তো মুনীশ্বরাঃ। ন তেষাং সন্ততিচ্ছেদঃ সম্পদো নাপি ক্ষীয়তে

পিতৄন্ যজন্তি যে শ্রাদ্ধে তৈশ্চ বিষ্ণুঃ প্রপূজিতঃ ॥ ৮৭

পিতরো দেবতাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা। যক্ষাশ্চ সিদ্ধা মনুজা হরিরেব সনাতনঃ ॥ ৮৮
যেনেদমখিলং জাতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। তস্মাদ্ভোক্তা চ দাতা চ সর্ব্বং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৮৯
বিপ্রা যদস্তি যন্নাস্তি দৃশ্যাদৃশ্যমেব চ। সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জ্ঞেয়ং তস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ৯০
আধারভূতো বিশ্বস্য সর্ব্বভূতাত্মকোঽব্যয়ঃ। অনৌপম্যস্বভাবশ্চ ভগবান্ হব্যকব্যভুক্ ॥ ৯১
পরংব্রহ্মাভিধেয়ো য এক এব জনার্দ্দনঃ। কর্ত্তা কারয়িতা চৈব স বৈ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৯২
ইত্যেষ বো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রাদ্ধস্য বিধিরুত্তমঃ। কথিতঃ কর্ম্মতামেব পাপশান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৯৩
য ইদং পঠতে নিত্যং শ্রাদ্ধকালে মুনীশ্বরাঃ। পিতরশ্চৈব তুষ্যন্তি সন্ততিশ্চৈব বর্দ্ধতে ॥ ৯৪

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে শ্রাদ্ধবিধিকথনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তিথীনাং নির্ণয়ং বক্ষ্যে প্রায়শ্চিত্তবিধিং তথা। শৃণুধ্বং সর্ব্বধর্ম্মাণাং সিদ্ধির্যেন প্রজায়তে ॥ ১
শ্রৌতস্মার্ত্তব্রতং দানং যচ্চান্যৎ কর্ম্ম বৈদিকম্। অনির্ণীতাসু তিথিষু ন কিঞ্চিৎ ফলতি দ্বিজাঃ
একাদশ্যষ্টমী ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী। অমাবাস্যা দ্বিতীয়া চ উপবাসব্রতাদিষু ॥ ৩
পরবিদ্ধাঃ প্রশস্তাঃ স্যুর্ন গ্রাহ্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ। অভিব্যক্তিং তিথয়ো গ্রাহ্যাঃ স্যুঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ
নাগবিদ্ধা তু যা ষষ্ঠী শিববিদ্ধা তু সপ্তমী। দশম্যেকাদশীবিদ্ধা নোপোষ্যা স্যাৎ কদাচন ॥ ৫
দর্শঃ পৌর্ণমাসী সপ্তমী পিতৃবাসরম্। পরবিদ্ধা প্রকর্ত্তব্যা নৈকা কাপি নাচরেত্ ॥ ৬

কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্ববিদ্ধামষ্টমীঞ্চ চতুর্দ্দশীম্। প্রশস্তাং কেচিদাহুস্তু তৃতীয়াং নবমীং তথা॥ ৭
ব্রতাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং শুক্লপক্ষো বিশিষ্যতে। অপরাহ্ণাচ্চ পূর্ব্বাহ্ণং গ্রাহ্যং শ্রেষ্ঠতরং বিদুঃ॥৮
অসম্ভবে ব্রতাদীনাং যদি পূর্ব্বাহ্ণিকী তিথিঃ। মুহূর্ত্তদ্বিতয়ং গ্রাহ্যং ভগবত্যুদিতে রবৌ॥ ৯
প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা তিথির্নক্তব্রতে সদা। উপোষিতব্যং নক্ষত্রং যেনাস্তং যাতি ভাস্করঃ॥
তিথিনক্ষত্রসংযোগবিহিতব্রতকর্ম্মণি। প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা তদন্যথা বিফলং ভবেৎ॥ ১১
অর্দ্ধরাত্রাদধো যা তু নক্ষত্রব্যাপিনী তিথিঃ। সৈব গ্রাহ্যা মুনিশ্রেষ্ঠা নক্ষত্রবিহিতব্রতে॥ ১২
যদার্দ্ধরাত্রয়োর্ব্যাপ্তং নক্ষত্রন্তু দিনদ্বয়ে। তৎ পুণ্যতিথিসংযুক্তং নক্ষত্রং গ্রাহ্যমুচ্যতে॥ ১৩
অর্দ্ধরাত্রদ্বয়ে স্যাতাং নক্ষত্রঞ্চ তিথির্যদি। যত্নে পূর্ব্বা প্রশস্তা স্যাদ্বৃদ্ধৌ কার্য্যা তথোত্তরা॥১৪
রাগবৃদ্ধিবিশূন্যা চেদ্গ্রাহ্যা পূর্ব্বা তথাপরা। জ্যেষ্ঠাসংমিশ্রিতা মূলা রোহিণী বহ্নিসংযুতা ১৫
মৈত্রে সংমিশ্রিতা জ্যেষ্ঠা সন্তানাদিবিনাশিনী। ততঃস্যুস্তিথয়ঃপুণ্যাঃকর্ম্মানুষ্ঠানতো দিবা১৬
রাত্রিব্রতেষু সর্ব্বেষু রাত্রিযোগো বিশিষ্যতে॥ ১৭
তিথিনক্ষত্রযোগেন যা পুণ্যা পরিকীর্ত্তিতা। তস্যান্তু যদ্‌ব্রতং কার্য্যং সৈব কার্য্যা নি[illegible]
উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা শ্রবণদ্বাদশীব্রতে। সূর্য্যেন্দুগ্রহণং যাবৎ তাবদ্‌গ্রাহ্যা জপাদিষু॥ ১৯
সংক্রান্তিষু চ সর্ব্বাসু পুণ্যকালং নিগদ্যতে। স্নানদানজপাদীনাং কুর্ব্বতামক্ষয়ং ফলম্॥ ২০
তত্র কর্কটকে জ্ঞেয়ো দক্ষিণায়নসংক্রমঃ। পূর্ব্বতো ঘটিকাস্ত্রিংশৎ পুণ্যকালং বিদুর্বুধাঃ॥ ২১
বৃষভে বৃশ্চিকে চৈব সিংহে কুম্ভে তথৈব চ। পূর্ব্বমষ্টমুহূর্ত্তন্তু গ্রাহ্যং স্নানজপাদিষু॥ ২২
তুলায়াঞ্চৈব মেষে চ পূর্ব্বতঃ পরতঃ স্থিতাঃ। জ্ঞেয়া দশৈব ঘটিকা দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ ২৩
কন্যায়াং মিথুনে চৈব মীনে ধনুষি চ দ্বিজাঃ। ঘটিকা ষোড়শ জ্ঞেয়াঃ পরতঃ পুণ্যদায়িকাঃ॥
মাকরং সংক্রমং প্রাহুরুত্তরায়ণসংজ্ঞকম্। পরাশ্চ ত্রিংশদ্‌ঘটিকাশ্চত্বারিংশচ্চ পূর্ব্বতঃ॥ ২৫
আদিত্যাদ্যোতকিরণৌ গ্রস্তাবস্তং গতৌ যদি। দৃষ্ট্বা ভুঞ্জীত বিপ্রেন্দ্রাঃ পরেদ্যুঃ শুদ্ধমণ্ডলম্॥২৬
দৃষ্টচন্দ্রা সিনীবালী নষ্টচন্দ্রা কুহূঃ স্মৃতা। অমাবস্যা দ্বিধা প্রোক্তা বিভদ্ধৈর্ব্বহ্মণিশ্চ তিঃ॥ ২৭
সিনীবালী দ্বিজৈর্গ্রাহ্যা সাগ্নিকৈঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। কুহূঃ শূদ্রৈস্তথা স্ত্রীভিরপি চানগ্নিকৈস্তথা॥২৮
অপরাহ্ণদ্বয়ব্যাপিন্যমাবাস্যা তিথির্যদি। ক্ষয়ে পূর্ব্বা তথা কার্য্যা বৃদ্ধৌ কার্য্যা তথা পরা॥ ২৯
অমাবাস্যা প্রতীতা চেন্মধ্যাহ্নাৎ পরতো যদি। ভূতবিদ্ধেতি বিখ্যাতা সদ্ভিঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ
অত্যন্তক্ষয়পক্ষে তু পরেদ্যুর্নাপরাহ্ণগা। তত্র গ্রাহ্যা সিনীবালী সায়াহ্নব্যাপিনী তিথিঃ॥ ৩১
অসাচীনক্ষয়ে চৈব সায়াহ্নব্যাপিনী তথা। সিনীবালী পরা গ্রাহ্যা সর্ব্বথা শ্রাদ্ধকর্ম্মণি॥ ৩২
অত্যন্ততিথিবৃদ্ধৌ তু ভূতবিদ্ধাং পরিত্যজেৎ। গ্রাহ্যা স্যাদপরাহ্ণস্থা কুহূঃ পৈতৃককর্ম্মণি॥ ৩৩
তথাসাচীনবৃদ্ধৌ তু সংত্যাজ্যা ভূতসংহিতা। পরেদ্যুর্বিবুধশ্রেষ্ঠৈঃ কুহূর্গ্রাহ্যাপরাহ্ণগা॥ ৩৪
মধ্যাহ্নদ্বিতয়ে প্রাপ্তা অমাবাস্যা তিথির্যদি। তত্রেচ্ছয়া চ সংগ্রাহ্যা পূর্ব্বা বাপ্যথবা পরা॥৩৫
অথাধানং প্রবক্ষ্যামি মতং সম্পূর্ণপর্ব্বণি। প্রতিপদ্দিবসে কুর্য্যাদ্যাগঞ্চ মুনিসত্তমাঃ॥ ৩৬
পর্ব্বণো যশ্চতুর্থাংশ আদ্যাঃ প্রতিপদস্ত্রয়ঃ। যাগকালঃ পরিজ্ঞেয়ঃ প্রাতরুক্তো মনীষিভিঃ॥৩৭
মধ্যাহ্নদ্বিতয়ে স্যাতামমাবাস্যা চ পূর্ণিমা। পরেদ্যুরেব বিপ্রেন্দ্রাঃ সদ্যঃ কালো বিধীয়তে॥৩৮
পর্ব্বদ্বয়ে পরেদ্যুঃ স্যাৎ সঙ্গমাৎ পরতো যদি। সদ্যঃ কালঃ পরেদ্যুঃস্যাজ্‌জ্ঞেয়মেবং তিথিক্ষয়ে
সর্ব্বৈবৈকাদশী গ্রাহ্যা দশমীপরিবর্জ্জিতা। দশমীসংযুতা হন্তি পুণ্যং জন্মত্রয়ার্জ্জিতম্॥ ৪০

একাদশী কলামাত্রা দ্বাদশ্যান্তু প্রতীয়তে। দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যামস্তি চেৎ সা পরা স্মৃতা ॥ ৪১
সম্পূর্ণৈকাদশী শুদ্ধা দ্বাদশ্যান্তু প্রতীয়তে। ত্রয়োদশীঞ্চ রাত্র্যান্তু তত্র বক্ষ্যামি সুব্রতাঃ ॥ ৪২
পূর্ব্বা গৃহস্থৈঃ কার্য্যা স্যাদুত্তরা যতিভিঃ স্মৃতা। গৃহস্থা বৃদ্ধিমিচ্ছন্তি যতো মোক্ষং যতীশ্বরাঃ ॥৪৩
দ্বাদশ্যান্তু কলায়াঞ্চ যদ্যলভ্যন্ত পারণম্। তদানীং দশমীবিদ্ধাপ্যুপোষ্যৈকাদশী তিথিঃ ॥ ৪৪
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে ভবেদেকাদশীদ্বয়ম্। গৃহস্থানান্তু পূর্ব্বোক্তা যতীনামুত্তরা স্মৃতা ॥ ৪৫
দ্বাদশ্যাং বিদ্যতে কিঞ্চিদ্দশমী সংযুতা যদি। দিনক্ষয়ে দ্বিতীয়ৈব সর্ব্বেষাং পরিকীর্ত্তিতা ॥৪৬
বিদ্ধাপ্যেকাদশী গ্রাহ্যা পরতো দ্বাদশী ন চেৎ। অবিদ্ধাপি নিষিদ্ধৈব পরতো দ্বাদশী যদি ॥ ৪৭
একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী। তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ৪৮
একাদশী কলামাত্রা বিদ্যতে দ্বাদশীদিনে। দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যাং নাস্তি বা বিদ্যতেঽথবা ॥৪৯
বিদ্ধাপ্যেকাদশী তত্র পূর্ব্বা স্যাদ্গৃহিণান্তথা। যতিভিশ্চোত্তরা গ্রাহ্যা অবীরাভিস্তথৈব চ ॥৫০
সম্পূর্ণৈকাদশী শুদ্ধা দ্বাদশ্যাং নাস্তি কিঞ্চন। দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যাং নাস্তি তত্র কথং ভবেৎ ॥৫১
পূর্ব্বা গৃহস্থৈঃ কার্য্যা স্যাদুত্তরা যতিভিস্তিথিঃ। উপোষ্যৈব দ্বিতীয়াপি কেচিদাহুশ্চ ভক্তিতঃ
একাদশী যদা বিদ্ধা দ্বাদশ্যাং ন প্রতীয়তে। দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যামস্তি তত্র কথং ভবেৎ ॥ ৫৩
উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা সর্ব্বৈরেব ন সংশয়ঃ। কেচিদাহুশ্চ পূর্ব্বা তু তদযুক্তমসমঞ্জসম্ ॥ ৫৪
সংক্রান্তৌ রবিবারে চ গ্রামে চ গ্রহয়োস্তথা। পারণঞ্চোপবাসঞ্চ ন কুর্য্যাৎপুত্রবান্ গৃহী ॥ ৫৫
অর্কেঽহ্নি পর্ব্বরাত্রৌ চ চতুর্দ্দশ্যষ্টমী দিবা। একাদশ্যামহোরাত্রং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৫৬
আদিত্যগ্রহণে প্রাপ্তে পূর্ব্বযামচতুষ্টয়ে। ন কুর্য্যাদ্ভোজনং বিদ্বান্ কুর্য্যাচ্চেৎ সভোজনম্ ॥৫৭
চন্দ্রস্য গ্রহণে প্রাপ্তে পূর্ব্বযামত্রয়ে তথা। বালাদ্যৈর্যদি ভুঞ্জীত সুরাপানসমং স্মৃতম্ ॥ ৫৮
আদিত্যশীতকিরণৌ গ্রস্তাবস্তং গতৌ যদি। দৃষ্ট্বা স্নাত্বা চ ভুঞ্জীত পরেদ্যুঃ শুদ্ধমণ্ডলম্ ॥ ৫৯
অগ্ন্যাধানেষ্টিমধ্যে তু গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। প্রায়শ্চিত্তং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কথং কুর্ব্বন্তি যাজ্ঞিকাঃ ॥৬০
চন্দ্রোপরাগে জুহুয়াদ্দশমে সোম ইত্যৃচা। আপ্যায়স্ব ঋচা চৈব সোমবাস্ত ইতি দ্বিজাঃ ॥ ৬১
সূর্য্যোপরাগে জুহুয়াদাদিত্যং জাতবেদসম্। আসাদ্য সোদ্বয়ঞ্চৈব ত্রয়ো মন্ত্রা উদাহৃতাঃ ॥৬২
এবং তিথিং বিনিশ্চিত্য স্মৃতিমার্গেণ পণ্ডিতঃ। যঃ করোতি ব্রতাদীনি তস্য স্যাদক্ষয়ং ফলম্ ॥৬৩
বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো ধর্ম্মৈস্তুষ্যতি কেশবঃ। তস্মাদ্ধর্ম্মপরা যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৬৪
যে ধর্ম্মান্ কর্ত্তুমিচ্ছন্তি তে বৈ বিষ্ণুস্বরূপিণঃ। তস্মাচ্চৈষাং ভবব্যাধিঃ কদাচিন্নৈব বাধতে ॥৬৫

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে তিথিনির্ণয়ো নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

প্রায়শ্চিত্তবিধিং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ। প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধাত্মা সর্ব্বকর্ম্মফলং লভেৎ ॥ ১
প্রায়শ্চিত্তবিহীনৈস্তু যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে দ্বিজাঃ। তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং যাতি ন লভন্তে ক্রিয়াফলম্ ॥২
কামক্রোধবিহীনৈস্তু সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদৈঃ। বিপ্রেস্তু ধর্ম্মঃ প্রষ্টব্যঃ স্বধর্ম্মফললিপ্সুভিঃ ॥ ৩
প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরান্মুখৈঃ। ন নিষ্পুনন্তি বিপ্রেন্দ্রাঃ সুরাভাণ্ডমিবাপগাঃ ॥ ৪
ব্রহ্মহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ। মহাপাতকিনস্ত্বেতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥ ৫
যস্তু সংবৎসরং যাবচ্ছয়নাশনভোজনৈঃ। সংবসেৎ সততং বিদ্যাৎ পতিতং সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৬
অজ্ঞানাদ্ব্রাহ্মণং হত্বা চীরবাসা জটী ভবেৎ। তস্যৈব হতবিপ্রস্য কপালমভিধারয়েৎ ॥ ৭
তদভাবে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কপালমন্যমেব বা। তদদধ্যং ধ্বজদণ্ডে তু কৃত্বা বনচরো ভবেৎ ॥ ৮
বন্যাহারো ভবেন্নিত্যমেকাহারো মিতাশনঃ। সম্যক্ সন্ধ্যামুপাসীত ত্রিকালং স্নানমাচরেৎ।
অধ্যয়নাধ্যাপনাদীন্ বর্জ্জয়েৎ সংস্মরন্ হরিম্। ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যং গন্ধমাল্যাদি বর্জ্জয়েৎ ॥১০
তীর্থান্যনুবসেচ্চৈব পুণ্যতীর্থাশ্রমাণি চ। যদি বন্যৈর্ন জীবেত গ্রামে ভিক্ষাং সমাচরেৎ ॥ ১১
শরাবপাত্রধারী স্যাদ্দ্বারস্থো বিষ্ণুতৎপরঃ। বদেচ্চ ব্রহ্মহাস্মীতি সপ্তাগারাণি পর্য্যটেৎ ॥ ১২
চাতুর্বর্ণ্যেষু বা ভিক্ষাং ত্রিবর্ণেষ্বথবা চরেৎ। মিষ্টামিষ্টাবিবেকেন এককালন্তু ভোজয়েৎ ॥ ১৩
দ্বাদশাব্দং ব্রতং কুর্য্যাদেবং হরিপরায়ণঃ। ব্রহ্মহা শুদ্ধিমাপ্নোতি কর্ম্মার্হশ্চৈব জায়তে ॥ ১৪
ব্রতমধ্যে মৃগৈর্বাপি রোগৈর্বাপি নিসূদিতঃ। গোনিমিত্তং দ্বিজার্থঞ্চ প্রাণানাপি পরিত্যজেৎ ॥
যদ্বা দদ্যাদ্দ্বিজেন্দ্রাণাং গবাময়ুতমুত্তমম্। এতেষ্বন্যতমং কৃত্বা ব্রহ্মহা শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬
দীক্ষিতং ক্ষত্রিয়ং হত্বা চরেদ্ ব্রহ্মহণো ব্রতম্। অগ্নিপ্রবেশনং বাপি মরুপ্রপতনং তথা।
দীক্ষিতং ব্রাহ্মণং হত্বা দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ ॥ ১৭
আচার্য্যাদিবধে চৈব ব্রতমুক্তং চতুর্গুণম্। হত্বা তু বিপ্রমাত্রন্তু চরেৎ সংবৎসরং ব্রতম্ ॥ ১৮
এবং বিপ্রস্য কথিতঃ প্রায়শ্চিত্তবিধির্দ্বিজাঃ। দ্বিগুণং ক্ষত্রিয়স্যোক্তং ত্রিগুণন্তু বিশঃ স্মৃতম্॥১৯
ব্রাহ্মণং হন্তি যঃ শূদ্রস্তং মুষলাং বিদুর্বুধাঃ। রাজ্ঞৈব শিক্ষা কর্ত্তব্যা ইতি শাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্ ॥
ব্রাহ্মণীনাং বধেঽপ্যর্দ্ধং পাদস্তু কন্যকাবধে। হত্বা ত্বনুপনীতাং স্তু তথা পাদব্রতং চরেৎ ॥ ২১
হত্বা তু ক্ষত্রিয়ং বিপ্রঃ ষড়ব্দং কৃচ্ছ্রমাচরেৎ। সংবৎসরত্রয়ং বৈশ্যং হত্বা শূদ্রঞ্চ বৎসরম্ ॥ ২২
দীক্ষিতস্য স্ত্রিয়ং হত্বা ব্রাহ্মণীঞ্চাষ্টবৎসরম্। ব্রহ্মহত্যাব্রতং কৃত্বা শুদ্ধো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥২৩
প্রায়শ্চিত্তবিধানন্তু সর্ব্বত্র মুনিসত্তমাঃ। বৃদ্ধাতুরস্ত্রীবালানামর্দ্ধমুক্তং মনীষিভিঃ ॥ ২৪
গৌড়ী মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া পৈষ্টী চ ত্রিবিধা সুরা। চাতুর্বর্ণ্যৈরপেয়া স্যাত্তথা স্ত্রীভিশ্চ পণ্ডিতাঃ
ক্ষীরং ঘৃতং বা গোমূত্রমেতেষ্বন্যতমং দ্বিজাঃ। স্নাতাদ্র্রবাসা নিয়তো নারায়ণমনুস্মরন্ ॥ ২৬
অগ্নিবর্ণসন্নিভং কৃত্বা পিবেচ্চ কুড়পং ততঃ। তৎ তু লৌহেন পাত্রেণ চায়সেনাথবা পিবেৎ ॥ ২৭
তাম্রেণ বাথ পাত্রেণ তৎপীত্বা মরণং ব্রজেৎ। সুরাপী শুদ্ধিমাপ্নোতি নান্যথা শুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ২৮
অজ্ঞানজলবুদ্ধ্যা তু সুরাং পীত্বা দ্বিজশ্চরেৎ। ব্রহ্মহত্যাব্রতং সম্যক্ তচ্চিহ্নপরিবর্জ্জিতম্ ॥২৯
যদি রোগনিবৃত্ত্যর্থমৌষধার্থং সুরাং পিবেৎ। তস্যোপনায়নং ভূয়স্তথা চান্দ্রায়ণদ্বয়ম্ ॥ ৩০

সুরাসংস্পৃষ্টমন্নঞ্চ সুরাভাণ্ডোদকং তথা। সুরাপানসমং প্রাহুস্তথা চান্যস্য ভক্ষণম্ ॥ ৩১
তালঞ্চ পানসঞ্চৈব দ্রাক্ষং খর্জ্জুরসম্ভবম্। মাধূকং শৈলমারিষ্টং মৈরেয়ং নারিকেলজম্ ॥ ৩২
গৌড়ী মাধ্বী সুরা মদ্যমেবমেকাদশং স্মৃতম্। এতেষন্যতমং বিপ্রো ন পিবেদ্বৈ কদাচন ॥ ৩৩
এতেষন্যতমং যস্তু পিবেদজ্ঞানতো দ্বিজঃ। তস্যোপনায়নং ভূয়স্তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেৎ তথা ॥ ৩৪
সমক্ষং বা পরোক্ষং বা বলাচ্চৌর্য্যেণ বা তথা। পরস্বানামুপাদানং স্তেয়মিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
সুবর্ণস্য প্রমাণন্তু মন্বাদ্যৈঃ পরিভাষিতম্। বক্ষ্যে শৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রায়শ্চিত্তোক্তিসাধনম্ ॥৩৬
গবাক্ষগতমার্ত্তণ্ড-রশ্মিমধ্যে প্রদৃশ্যতে। ত্রসরেণুপ্রমাণন্তু রজ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩৭
ত্রসরেণ্বষ্টকং নিষ্কস্তত্ত্রয়ং রাজসর্ষপঃ। গৌরসর্ষপং তত্ত্রয়ন্তু তৎষট্কং যব উচ্যতে ॥ ৩৮
যবত্রয়ং কৃষ্ণলঃ স্যান্মাষঃ স্যাৎ তস্য পঞ্চকম্। মাষষোড়শমানন্তু সুবর্ণমিতি কথ্যতে ॥ ৩৯
হৃত্বা ব্রহ্মস্বমজ্ঞানাদ্দ্বাদশাব্দন্তু পূর্ব্ববৎ। কপালধ্বজহীনন্তু ব্রহ্মহত্যাব্রতং চরেৎ ॥ ৪০
গুরূণাং যজ্ঞকর্ত্তৄণাং ধর্ম্মিষ্ঠানাং তথৈব চ। শ্রোত্রিয়াণাং দ্বিজানাঞ্চ হৃত্বা হেম কথং ভবেৎ ॥
কৃতানুতাপো দেহঞ্চ সম্পূর্ণং লেপয়েদ্ঘৃতৈঃ। কারীষচ্ছাদিতো দগ্ধঃ স্তেয়পাপাদ্বিমুচ্যতে ॥৪২
ব্রহ্মস্বং ক্ষত্রিয়ো হৃত্বা অশ্বমেধেন শুধ্যতি। আত্মতুল্যসুবর্ণং বা দত্ত্বা বা গোশতত্রয়ম্ ॥ ৪৩
ব্রহ্মস্বং যস্তু হৃত্বা চ পশ্চাত্তাপমবাপ্য চ। পুনর্দদাতি তত্রৈব প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ কথম্ ॥ ৪৪
তত্র সান্তপনং কৃত্বা দ্বাদশাহোপবাসতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি বিপ্রেন্দ্রা অন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥৪৫
রত্নাসনমনুষ্যস্ত্রীভূমিধেন্বাদিকেষু চ। সুবর্ণসদৃশেষ্বেব প্রায়শ্চিত্তাৰ্দ্ধমুচ্যতে ॥ ৪৬
ত্রসরেণুসমং হেম হৃত্বা কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। প্রাণায়ামদ্বয়ং কুর্য্যাৎ তেন শুধ্যতি সত্তমাঃ।

প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা হৃত্বা নিষ্কপ্রমাণকম্ ॥ ৪৭

প্রাণায়ামাশ্চ চত্বারো রাজসর্ষপমাত্রকে। গৌরসর্ষপপ্রমাণন্তু হৃত্বা হেম বিচক্ষণাঃ।

স্নাত্বা চ বিধিবৎ কুর্য্যাদ্ গায়ত্র্যষ্টসহস্রকম্ ॥ ৪৮

যবমাত্রসুবর্ণস্য স্তেয়ে শুদ্ধ্যৈ জপেদ্দ্বিজাঃ। আসায়ং প্রাতরারভ্য গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ॥ ৪৯

• হেম্নঃ কৃষ্ণলমানস্য হৃত্বা সান্তপনং চরেৎ ॥ ৫০

মাষপ্রমাণহেম্নস্তু প্রায়শ্চিত্তন্তু কথ্যতে। গোমূত্রপক্বযবভুগ্ দেবার্চ্চনপরায়ণঃ।

মাসত্রয়েণ শুদ্ধঃ স্যান্নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৫১

কিঞ্চিন্ন্যূনসুবর্ণস্য স্তেয়ে মুনিবরোত্তমাঃ। গোমূত্রপক্বযবভুগব্দেনৈকেন শুধ্যতি ॥ ৫২
সম্পূর্ণস্য সুবর্ণস্য স্তেয়ং কৃত্বা মুনীশ্বরাঃ। ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্য্যাদ্ দ্বাদশাব্দান্ সমাহিতঃ ॥ ৫৩
সুবর্ণমানান্ন্যূনে তু রজতস্তেয়কর্ম্মণি। কুর্য্যাৎ সান্তপনং কুর্য্যাদন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥ ৫৪
দশনিষ্কান্তপর্য্যন্তমর্দ্ধনিষ্কচতুষ্টয়াৎ। হৃত্বা চেদ্রজতং বিদ্বান্ কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং দ্বিজাঃ ॥ ৫৫
দশাদিশতনিষ্কান্তরজতস্তেয়কর্ম্মণি। চান্দ্রায়ণদ্বয়ং প্রোক্তং তৎপাপপরিশোধকম্ ॥ ৫৬
শতাদূর্দ্ধ্বং সহস্রান্তং প্রোক্তং চান্দ্রায়ণত্রয়ম্। সহস্রাদধিকস্তেয়ে ব্রহ্মহত্যাব্রতং চরেৎ ॥ ৫৭
কাংস্যপিত্তলমুখ্যেষু অয়স্কান্তে তথৈব চ। সহস্রনিষ্কমানে তু পারক্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫৮

প্রায়শ্চিত্তন্তু রত্নানাং স্তেয়ে রজতবৎ স্মৃতম্ ॥ ৫৯

গুরুতল্পগতানাঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং প্রবক্ষ্যতে। অজ্ঞানান্ মাতরং গত্বা তৎসপত্নীমথাপি বা।

স্বয়মেব স্বমুষ্কন্তু ছিন্দ্যাৎ পাপমুদাহরন্ ॥ ৬০

হস্তে গৃহীত্বা মুক্তস্তু গচ্ছেদ্বৈ নৈর্ঋতীং দিশম্। গচ্ছন্তং মার্গসংসক্তং কদাচিন্ন নিবারয়েৎ ॥৬১
অপশ্যন্ পৃষ্ঠতো গচ্ছেৎ প্রাণান্তং যঃ স শুধ্যতি। মরুপ্রপতনং বাপি কুর্য্যাৎপাপমুদাহরন্ ॥৬২
সবর্ণোত্তমবর্ণাস্ত্রীগমনে ত্ববিজানতঃ। ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্য্যাদ্ দ্বাদশাব্দং সমাহিতঃ ॥ ৬৩
অমত্যাভ্যাসতো গচ্ছেৎ সবর্ণাঞ্চোত্তমাঞ্চ বা। কারীষবহ্নিনা দগ্ধঃ শুদ্ধিং যাতি দ্বিজোত্তমাঃ ॥
রেতঃসেকপূর্ব্বমেব নিবৃত্তো যদি মাতরি। ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্য্যাদ্রেতঃসেকেঽগ্নিদাহনম্ ॥ ৬৫
সবর্ণোত্তমবর্ণাসু নিবৃত্তো বীর্য্যসেচনাৎ। ব্রহ্মহত্যাব্রতং তত্র ষড়ব্দং কৃচ্ছ্রমাচরেৎ ॥ ৬৬
ক্ষত্রিয়াং পিতৃভার্য্যাঞ্চ গত্বা বিপ্রঃ সকৃন্মুনে। ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্য্যান্নবাব্দান্ বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ৬৭
বৈশ্যায়াং পিতৃপত্ন্যান্তু ষড়ব্দং কৃচ্ছ্রমাচরেৎ। গত্বা শূদ্রাং গুরোর্ভার্য্যাং ত্রিরব্দং ব্রতমাচরেৎ ॥

মাতৃস্বসারঞ্চ পিতৃস্বসারমাচার্য্যভার্য্যামথ মাতুলানীম্।
পুত্রীঞ্চ গচ্ছেদ্‌যদি কামতো যঃ শ্বশ্রূং যদি ব্রাহ্মণঘাতকঃ সঃ ॥ ৬৯

দিনত্রয়ে ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি। একস্মিন্নেব সেকে তু বহুবারে ত্রিবর্ষকম্ ॥ ৭০
একবারং গতঃ কৃচ্ছ্রব্রতং কৃত্বা বিশুধ্যতি। দিনত্রয়ে গতে বহ্নিদগ্ধঃ শুধ্যেত নান্যথা ॥ ৭১
চাণ্ডালীং পুল্কশীঞ্চৈব স্নুষাঞ্চ ভগিনীং তথা। মিত্রস্ত্রিয়ং শিষ্যপত্নীং যস্তু বৈ কামতো ব্রজেৎ ৭২
ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্য্যাৎ ষড়ব্দং মুনিসত্তমাঃ। অকামতো ব্রজেদ্‌যস্তু ত্রিরব্দং কৃচ্ছ্রমাচরেৎ ॥ ৭৩
মহাপাতকিসংসর্গে প্রায়শ্চিত্তন্তু কথ্যতে। প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধাত্মা সর্ব্বকর্ম্মফলং লভেৎ ॥ ৭৪
যস্য যেন ভবেৎ সঙ্গো ব্রহ্মহাদিচতুর্ষ্বপি। তত্তদ্ব্রতস্য নির্ব্বর্ত্ত্যা শুদ্ধিমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৭৫
অজ্ঞানাৎপঞ্চরাত্রন্তু সঙ্গমেভিঃ করোতি যঃ। কায়ব্রতং চরেৎ সম্যগন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥৭৬
দ্বাদশরাত্রসংসর্গে মহাসান্তপনং স্মৃতম্। সঙ্গং কৃত্বার্দ্ধমাসে তু উপবাসান্ দশাচরেৎ ॥ ৭৭
পরাকং মাসসংসর্গে চান্দ্রং মাসত্রয়ে স্মৃতম্। কৃত্বা ষণ্মাসসঙ্গন্তু কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণত্রয়ম্ ॥ ৭৮
কিঞ্চিন্ন্যূনাব্দসঙ্গে তু ষণ্মাসং ব্রতমাচরেৎ। অস্য দ্বিত্রিগুণং প্রোক্তং জ্ঞানাৎসঙ্গে যথাক্রমম্ ৭৯
মণ্ডূকং নকুলং কাকং বরাহং মূষিকং তথা। মার্জ্জারাজাবিকং শ্বানং হত্বা বৈ কুক্কুটং তথা ॥

কৃচ্ছ্রার্দ্ধমাচরেদ্বিপ্রাঃ স্ত্রিকৃচ্ছ্রমশ্বহা চরেৎ ॥ ৮০

তপ্তকৃচ্ছ্রং করিবধে পরাকং গোবধে স্মৃতম্। কামতো গোবধে নৈব শুদ্ধির্দৃষ্টা মনীষিভিঃ॥৮১
যানশয্যাসনাদ্যেষু পুষ্পমূলফলেষু চ। ভক্ষ্যভোজ্যাপহারেষু পঞ্চগব্যং বিশোধনম্ ॥ ৮২
শুষ্ককাষ্ঠতৃণানাঞ্চ দ্রুমাণাঞ্চ গুড়স্য চ। চর্ম্মবস্ত্রামিষাণাঞ্চ ত্রিরাত্রং স্যাদভোজনম্ ॥ ৮৩
টিট্টিভং চক্রবাকঞ্চ হংসকারণ্ডবং তথা। উলূকং সারসঞ্চৈব কপোতং জালপাদকম্ ॥ ৮৪
কৃকবাকুং বলাকঞ্চ শিশুমারঞ্চ কচ্ছপম্। এতেষন্যতমং হত্বা দ্বাদশাহমভোজনম্ ॥ ৮৫
প্রাজাপত্যব্রতং কুর্য্যাদ্রেতোবিণ্মূত্রভোজনে। চান্দ্রায়ণত্রয়ং প্রোক্তং শূদ্রোচ্ছিষ্টস্য ভোজনে৮৬
রজস্বলাঞ্চ চণ্ডালং মহাপাতকিনং তথা। সূতিকাং পতিতঞ্চৈব উচ্ছিষ্টরজকাদিকম্ ॥ ৮৭
স্পৃষ্ট্বা সচেলং স্নায়ীত ঘৃতস্য প্রাশনং তথা। গায়ত্রীঞ্চ বিশুদ্ধাত্মা জপেদষ্টশতং তথা ॥ ৮৮
এতেষন্যতমং স্পৃষ্ট্বা অজ্ঞানাদ্‌যদি ভোজয়েৎ। ত্রিরাত্রোপোষিতঃ শুদ্ধেৎপঞ্চগব্যস্য প্রাশনাৎ৮৯
দানস্নানজপাদীনাং ভোজনাধ্বনয়োস্তথা। মধ্যে শৃণোতি যদ্যেষাং শব্দং কুর্য্যাৎকথংদ্বিজাঃ
উদ্বমেদ্ভুক্তমন্নঞ্চ স্নাত্বা চোপবসেৎ তথা। দ্বিতীয়েঽহ্নি ঘৃতং প্রাশ্য শুদ্ধিমাপ্নোতি পণ্ডিতাঃ৯১
ব্রতাদিমধ্যে শৃণুয়াদযদ্যেষাং মুনিসত্তমাঃ। অষ্টোত্তরসহস্রন্তু জপেদ্বৈ বেদমাতরম্ ॥ ৯২

পাপানামধিকং পাপং দ্বিজদৈবতনিন্দনম্। ন দৃষ্টা নিষ্কৃতিস্তেষাং সর্ব্বশাস্ত্রেষু সত্তমাঃ ॥ ৯৩
মহাপাতকতুল্যানি যানি প্রোক্তানি সূরিভিঃ। প্রায়শ্চিত্তন্তু সর্ব্বেষামেবং কুর্য্যাদ্যথাবিধি ৯৪
প্রায়শ্চিত্তানি সন্তুর্য্যান্নারায়ণপরায়ণঃ। তস্য পাপানি নশ্যন্তি হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥ ৯৫
যস্তু রাগাদিনির্ম্মুক্তো যোহনুতাপসমন্বিতঃ। সর্ব্বভূতদয়াযুক্তো বিষ্ণুস্মরণতৎপরঃ ॥ ৯৬
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ। সর্ব্বৈঃ প্রমুচ্যতে সদ্যো যতো বিষ্ণুঃ পরং তপঃ
নারায়ণমনাদ্যন্তং বিশ্বাকারমনাময়ম্। যস্তু সংস্মরতে নিত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৮
স্মৃতো বা পূজিতো বাপি ধ্যাতো বা নমিতোহপি বা। নাশয়ত্যেব পাপানি বিষ্ণুরেষ সনাতনঃ
সম্পর্কাদ্যদি বা মোহাদ্যস্তু পূজয়তে হরিম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥১০০
সকৃৎসংস্মরণাদ্বিষ্ণোর্নশ্যন্তি ক্লেশসঞ্চয়াঃ। স্বর্গাদিভোগপ্রাপ্তিস্তু তস্য বিপ্রোহনুমীয়তে ॥ ১০১
মানুষ্যং দুর্লভং জন্ম প্রাপ্যতে যৈর্ম্মুনীশ্বরাঃ। তত্রাপি হরিভক্তিস্তু দুর্লভা পরিকীর্ত্তিতা ॥১০২
তস্মাত্তড়িল্লতালোলং মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্। হরিং সংপূজয়েদ্ভক্ত্যা পশুপাশবিমোচকম্১০৩
সর্ব্বান্তরায়া নশ্যন্তি মনঃশুদ্ধিশ্চ জায়তে। পরং মোক্ষং লভেচ্চৈব পূজ্যমানে জনার্দ্দনে ॥১০৪
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থাঃ সনাতনাঃ। হরিপূজাপরাণান্তু সিধ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৫
সংসারেহস্মিন্মহাঘোরে মোহনিদ্রাসমাকুলে। যে হরিং শরণং যান্তি কৃতার্থাস্তে ন সংশয়ঃ ॥
পুত্রদারগৃহক্ষেত্রে ধনধান্যবিমোহিনীম্। লব্ধ্বেমাং মানুষীং বৃত্তিং রে রে দর্পস্থ মা বৃথাঃ১০৭
সন্ত্যজ্য কামং ক্রোধঞ্চ লোভং মোহং মদং তথা। পরাপবাদং নিন্দাঞ্চ নত্রধ্বং ভক্তিতোহরিম্
ব্যাপারান্ সকলাংস্ত্যক্ত্বা পূজয়ধ্বং জনার্দ্দনম্। নিকটা এব দৃশ্যন্তে কৃতান্তনগরাক্রমাঃ ॥১০৯
যাবন্নায়াতি মরণং যাবন্নায়াতি বৈ জরা। যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং তাবদেবার্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ১১০
ধীমান্ন কুর্য্যাদ্বিশ্বাসং শরীরেহস্মিন্নশাশ্বতে। নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ সম্পদত্যন্তচঞ্চলা ১১১
আসন্নমরণো দেহস্তস্মাদ্দর্পং নিষেধয়। সংযোগা বিপ্রয়োগান্তাঃ সর্ব্বঞ্চ ক্ষণভঙ্গুরম্ ॥ ১১২
এতজ্জ্ঞাত্বা মহাভাগাঃ পূজয়ধ্বং জনার্দ্দনম্। আশু যাস্যথ তেনৈব মোক্ষমত্যন্তদুর্লভম্ ॥১১৩
ভক্ত্যা যজতি যো বিষ্ণুং মহাপাতকবানপি। প্রয়াতি পরমং স্থানং সর্ব্বপাপবিমোচিতঃ॥১১৪
সর্ব্বতীর্থানি যজ্ঞাশ্চ সাঙ্গবেদাশ্চ সত্তমাঃ। নারায়ণার্চ্চনস্যৈতে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ১১৫
কিং বেদৈঃকিমুবাশাস্ত্রৈঃকিংবাতীর্থাভিষেচনৈঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাংকিংতপোভিঃকিমধ্বরৈঃ

সূত উবাচ।

এবমুক্তানি সংক্ষেপাৎপ্রায়শ্চিত্তানি ভো দ্বিজাঃ। সনৎকুমারমুনয়ে নারদেন মহাত্মনা ॥ ১১৭

যজন্তি যে বিষ্ণুমনন্তমূর্ত্তিং নিরীহমোঙ্কারগতং বরেণ্যম্।
বেদান্তবেদ্যং ভবরোগবৈদ্যং তে যান্তি সর্ব্বে পদমচ্যুতস্য ॥ ১১৮
অনাদিমাত্মানমনন্তশক্তিমাধারভূতং জগতাং পরেশম্।
জ্যোতিঃস্বরূপং পরমচ্যুতাখ্যং সম্পূজ্য তে যান্তি পদং পবিত্রম্ ॥ ১১৯

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে প্রায়শ্চিত্তবিধিকথনং নামাষ্টবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

কথিতো ভবতা সম্যগ্বর্ণাশ্রমবিধির্মুনে। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো যমমার্গং সুদুর্গমম্॥ ১
তথা সংসারদুঃখাগ্নিং তৎক্লেশক্ষয়সাধনম্। ঐহিকান্নরকাংশ্চৈব যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ২

সূত উবাচ।

বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং বক্ষ্যামি যমমার্গং সুদুর্গমম্। সুখদং পুণ্যশীলানাং পাপিনান্তু ভয়ঙ্করম্॥ ৩
ষড়শীতিসহস্রাণি যোজনানাং মুনীশ্বরাঃ। স যমমার্গস্য বিস্তারঃ পাপিনাং ভয়দায়কঃ॥ ৪
যে নরা দানশীলাশ্চ তে যান্তি সুখিনো দ্বিজাঃ। ধর্ম্মশূন্যা নরা যান্তি দুঃখেন শৃণু যাতনাঃ॥ ৫
প্রেতভূতা বিবস্ত্রাশ্চ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ। ক্রন্দন্তঃ সুস্বরং দীনাঃ পাপিনো যান্তি তৎপথে॥৬
হন্যমানা যমভটৈঃ প্রতোদাদ্যৈস্তথায়ুধৈঃ। ইতস্ততঃ প্রধাবন্তো যান্তি দুঃখেন তৎপথে॥ ৭
বক্ষ্যে শৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা যমমার্গং ভয়ঙ্করম্। তত্রৈব পাপিনো যান্তি শৃণ্বতামতিভীতিদম্॥৮
ক্বচিৎপঙ্কঃ ক্বচিদ্বহ্নিঃ ক্বচিৎ সন্তপ্তকর্দ্দমঃ। সন্তপ্তসৈকতাশ্চৈব তীক্ষ্ণধারাঃ শিলাঃ ক্বচিৎ॥ ৯
ক্বচিদঙ্গারবৃষ্টিশ্চ শিলাবৃষ্টিস্তথৈব চ। জলবৃষ্টিঃ শস্ত্রবৃষ্টিরুষ্ণাম্বুবর্ষণং তথা॥ ১০
ক্বচিদঙ্গাররাশিশ্চ মহাধূমাকুলং ক্বচিৎ। ক্বচিদ্দুঃসহশীতঞ্চ ক্বচিদ্বায়ুবিশোষণম্॥ ১১
ক্ষারকর্দ্দমবৃষ্টিশ্চ মহাতাপান্বিতো মরুৎ। উষ্ণকর্দ্দমবৃষ্টিশ্চ মহানিম্নানি চ ক্বচিৎ॥ ১২
ক্বচিৎকণ্টকবৃক্ষাশ্চ দুঃখারোহাঃ শিলাস্তথা। গাঢ়ান্ধকারাশ্চ তথা কণ্টকাবরণং মহৎ॥ ১৩
বপ্রাগ্রারোহণঞ্চৈব কন্দরস্য প্রবেশনম্। শর্করাশ্চ তথা লোষ্ট্রাঃ সূচিতুল্যাশ্চ কণ্টকাঃ॥ ১৪
শৈবালঞ্চ ক্বচিন্মার্গে ক্বচিৎ কীলকপঙ্‌ক্তয়ঃ। ক্বচিদ্গজাশ্চ গর্জ্জন্তি ধারয়ন্তি ক্বচিন্নরাঃ॥ ১৫
এবং বহুবিধৈঃ ক্লেশৈঃ পাপিনো যান্তি সত্তমাঃ॥ ১৬
ক্রোশন্তশ্চ রুদন্তশ্চ ঘাতয়ন্তশ্চ পাপিনঃ। পাশেন যন্ত্রিতাঃ কেচিৎক্লিশ্যমানাস্তথায়ুধৈঃ॥ ১৭
শস্ত্রাস্ত্রৈর্নীয়মানাশ্চ পৃষ্ঠতঃ পাপিনস্তথা। নাসাগ্রপাশকৃষ্টাশ্চ কর্ণপাশৈস্তথাপরে॥ ১৮
গলপাশৈঃ কৃষ্যমাণাঃ করে কৃষ্টাস্তথাপরে॥ ১৯
পাদাগ্রপাশকৃষ্টাশ্চ কেচিদ্গাত্রৈশ্চ বন্ধিতাঃ। বহন্তশ্চায়সং ভারং শিশ্নাগ্রেণ প্রয়ান্তি বৈ॥ ২০
অয়োভারদ্বয়ং কেচিন্নাসাগ্রেণ তথাপরে। কর্ণাভ্যাঞ্চ তথা কেচিদ্বহন্তো যান্তি পাপিনঃ॥ ২১
কেচিচ্চ স্খলিতা যান্তি তাড্যমানাস্তথাপরে। নিরুচ্ছ্বাসতয়া কেচিৎ কেচিচ্ছাদিতলোচনাঃ॥
ছায়াজলবিহীনে তু পথি যান্তি সুদুঃখিতাঃ। শোচন্তঃ স্বানি কর্ম্মাণি শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ॥২৩
মুনীন্দ্রা যে তু ধর্ম্মিষ্ঠা দানশীলাঃ সুবুদ্ধয়ঃ। অতীবসুখসম্পন্নাঃ প্রয়ান্তি যমমন্দিরম্॥ ২৪
অন্নদা বিবুধশ্রেষ্ঠা ভুঞ্জন্তঃ স্বাদু যান্তি বৈ। নীরদা যান্তি সুখিনঃ পিবন্তঃ ক্ষীরমুত্তমম্॥ ২৫
তক্রদা দধিদাশ্চৈব পিবন্তঃ ক্ষীরমুত্তমম্। ঘৃতদা মধুদাশ্চৈব ক্ষীরদাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
সুধাপানং প্রকুর্ব্বন্তঃ প্রয়ান্তি যমমন্দিরম্॥ ২৬
শাকদঃ পায়সং ভুঞ্জন্ দীপদো জ্বলয়ন্ দিশঃ। বস্ত্রদো বিবুধশ্রেষ্ঠা যাতি দিব্যাম্বরং দধৎ॥২৭
পরিষ্কারপ্রদো যাতি পূজ্যমানোঽমরৈঃ সদা। গোদানেন নরো যাতি সর্ব্বকামসমন্বিতঃ॥২৮
ভূমিদো গৃহদশ্চৈব বিমানে সর্ব্বসম্পদি। অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে ক্রীড়ন্ যাতি যমালয়ম্॥ ২৯

ছত্রদো যানদশ্চাপি রথদশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ। যমালয়ং বিমানেন যান্তি ভোগান্বিতেন বৈ ॥ ৩০
অন্নদা মুনিশ্রেষ্ঠা যানারূঢ়াঃ প্রয়ান্তি বৈ ॥ ৩১
ফলদাঃ পুষ্পদাশ্চৈব যান্তি সন্তোষসংযুতাঃ। অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণাঃ সর্ব্বকামসমন্বিতাঃ ॥ ৩২
তাম্বূলদো নরো যাতি তুষ্টাত্মা যমমন্দিরম্ ॥ ৩৩
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষাং কৃতবান্ যো নরোত্তমঃ। স যাতি পরিতুষ্টাত্মা পূজামানোঽমরৈর্মুদা
শুশ্রূষাং কুরুতে যস্তু যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্। দ্বিজাতিব্রাহ্মণানাঞ্চ স যাত্যতিসুখান্বিতঃ ॥ ৩৫
সর্ব্বভূতদয়াযুক্তঃ পূজামানোঽমরৈর্দ্বিজাঃ। সর্ব্বভোগান্বিতেনাসৌ বিমানেন প্রয়াতি বৈ ॥ ৩৬
বিদ্যাদানরতো যাতি পূজ্যমানোঽজসূনুনা। পুরাণপাঠকো যাতি স্তূয়মানো মুনীশ্বরৈঃ ॥ ৩৭
এবং ধর্ম্মপরা যান্তি সুখেন যমমন্দিরম্। দুঃখেন পাপিনো যান্তি যমমার্গে সুদুর্গমে ॥ ৩৮
যমশ্চতুর্ভুজো ভূত্বা শঙ্খচক্রগদাদিভৃৎ। পুণ্যকর্ম্মরতানাঞ্চ স্নেহান্মিত্রবদর্চ্চয়েৎ ॥ ৩৯
ভো ভো বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠাঃ নরকক্লেশভীরবঃ। যুষ্মাভিঃ সাধিতং পুণ্যং পরত্র সুখদায়কম্ ॥ ৪০
মনুষ্যজন্ম সম্প্রাপ্য সুকৃতং ন করোতি যঃ। স এব পাপিনাং শ্রেষ্ঠ আত্মঘাতকসংজ্ঞিতঃ ॥ ৪১
অনিত্যং মানুষং প্রাপ্য নিত্যং যস্তু ন সাধয়েৎ। স যাতি নরকং ঘোরং কোঽন্যস্তস্মাদচেতনঃ ॥
শরীরং যাতনারূপং মলাদ্যৈঃ পরিদূষিতম্। তস্মিন্ করোতি বিশ্বাসং তং বিদ্যাদাত্মঘাতকম্
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাস্তেষাং বৈ বুদ্ধিজীবিনঃ। বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাস্তথা
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ। কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৪৫
ব্রহ্মবাদিষ্বপি শ্রেষ্ঠা নির্ম্মমা ইতি চোচ্যতে। এতেভ্যোঽপি পরো জ্ঞেয়ো নিত্যধ্যানপরায়ণঃ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ। সর্ব্বত্র পূজ্যতে সম্যগ্ধর্ম্মবান্ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৭
গচ্ছধ্বং পুণ্যসংস্থানং সর্ব্বভোগসমন্বিতম্। অস্তি চেদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ পশ্চাত্তত্রৈব ভোক্ষ্যথ ॥ ৪৮
এবং যমস্তানভ্যর্চ্চ্য প্রাপয়িত্বা চ সদ্গতিম্। আহূয় পাপিনঃ সর্ব্বান্ কালদণ্ডেন তর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৯
প্রলয়াম্বুদনির্ঘোষঃ অঞ্জনাদ্রিসমপ্রভঃ। বিদ্যুৎপ্রভায়ুধৈর্ভীমো দ্বাবিংশদ্ভুজসংযুতঃ ॥ ৫০
যোজনত্রয়বিস্তারো রক্তাক্ষো দীর্ঘনাসিকঃ। দংষ্ট্রাকরালবদনো বাপীতুল্যবিলোচনঃ ॥ ৫১
মৃত্যুজ্বরাদিভির্যুক্তশ্চিত্রগুপ্তো বিভীষণঃ। সর্ব্বে দূতাশ্চ গর্জ্জন্তি যমতুল্যবিভীষণাঃ ॥ ৫২
ততো ব্রবীতি তান্ সর্ব্বান্ কম্পমানাংশ্চ পাপিনঃ। শোচতঃ স্বানি কর্ম্মাণি চিত্রগুপ্তো যমাজ্ঞয়া
ভো ভোঃ পাপা দুরাচারা অহঙ্কারপ্রদূষকাঃ। কিমর্থমর্জ্জিতং পাপং যুষ্মাভিরবিবেকিভিঃ ॥
কামক্রোধাদিদুষ্টেন সগর্ব্বেণ তু চেতসা। যদ্যৎ পাপতরং তত্তৎ কিমর্থং চরিতং জনাঃ ॥ ৫৫
কৃতবন্তঃ পুরা যূয়ং পাপান্যত্যন্তহর্ষিতাঃ। তথৈব যাতনা ভোজ্যাঃ কিং বৃথা হ্যতিদুঃখিতাঃ ॥ ৫৬
পুত্রমিত্রকলত্রার্থং দুষ্কৃতং চরিতং মহৎ। তে স্বকর্ম্মবশাজ্জাতা যূয়মত্রাতিদুঃখিতাঃ ॥ ৫৭
যুষ্মাভিঃ পোষিতা যে তু পুত্রদাদ্যাস্ততো গতাঃ। যুষ্মাকমেব তৎপাপং প্রাপ্তং কিং দুঃখকারণম্
যথা কৃতানি পাপানি যুষ্মাভিস্তু বহূনি বৈ। তানি প্রাপ্যানি দুঃখস্য কারণং নাস্তি তে জনাঃ ॥
ধর্ম্মরাট্ পক্ষপাতন্তু ন করোতি হি হে জনাঃ। বিচারয়ধ্বং স্বয়ং তদ্ যুষ্মাভিশ্চরিতং পুরা ॥ ৬০
দরিদ্রেঽপি চ মূর্খে চ পণ্ডিতে বা শ্রিয়ান্বিতে। আঢ্যে বাপি চ দীনে বা যমবর্ত্তী সমঃ স্মৃতঃ ॥
চিত্রগুপ্তস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা তে পাপিনস্তদা। শোচন্তঃ স্বানি কর্ম্মাণি তূষ্ণীং তিষ্ঠন্তি নিশ্চলাঃ ॥
যমাজ্ঞাকারিণঃ সর্ব্বে চণ্ডাদ্যাঃ ক্ষতবেগিতাঃ। নরকেষু চ তান্ সর্ব্বান্ প্রাক্ষিপন্নতিবেগিতাঃ

শুভকর্ম্মফলং তে তু ভুক্ত্বান্তে পাপশেষতঃ। মহীতলঞ্চ সম্প্রাপ্য ভবন্তি স্থাবরাদয়ঃ॥ ৬৪

ঋষয় উচুঃ।

ভগবন্ সংশয়ো জাতো মচ্চেতসি দয়ার্ণব। ত্বং সমর্থোঽসি তং ছেত্তুং যতোব্যাসেনবোধিতঃ
ধর্ম্মাশ্চ বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ পাপানি সুবহূনি বৈ। চিরকালফলং প্রোক্তং ভোগস্তেষাং দয়ার্ণব॥
দিনান্তে ব্রহ্মণঃ প্রোক্তো নাশো লোকত্রয়স্য বৈ। পরার্দ্ধদ্বিতয়ান্তেঽপি ব্রহ্মাণ্ডস্যাপি সত্তম॥
গ্রামদানাদিপুণ্যানাং হরৈব ব্যাসবল্লভ। কল্পকোটিসহস্রেষু মহাভাগ উদাহৃতঃ॥ ৬৮
তদন্ত এব লোকানাং বিনাশঃ প্রাকৃতে লয়ে। একঃ শিষ্যত এবেতি ত্বয়া প্রোক্তং জনার্দ্দনঃ॥
এবং নঃ সংশয়ং তাত তৎসর্ব্বং ছেত্তুমর্হসি। পাপাদীনাঞ্চ ভোগানাং সমাপ্তির্নৈব জায়তে॥

সূত উবাচ।

সাধু সাধু মহাভাগা গুহ্যাদ্গুহ্যতমস্ত্বিদম্। পৃষ্টং তদ্বো বদিষ্যামি শৃণুধ্বং নাস্তমানসাঃ॥ ৭১
নারায়ণোঽক্ষয়োঽনন্তঃপরংজ্যোতিঃসনাতনঃ। বিশুদ্ধোনির্গুণো নিত্যোমহামোহবিবর্জ্জিতঃ
নির্গুণোঽপি পরানন্দো গুণবানিতি ভাতি যঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাখ্যশ্চ ভেদবানিতি লক্ষ্যতে
গুণোপাধিকভেদেষু ত্রিষ্বেতেষু সনাতনঃ। সংযোজ্য মায়ামখিলং জগৎকার্য্যং করোতি যঃ
ব্রহ্মরূপেণ সৃজতি বিষ্ণুরূপেণ পাতি চ। অন্তে চ রুদ্ররূপেণ সর্ব্বমত্তীতি নিশ্চিতম্॥ ৭৫
প্রলয়ান্তে সমুত্থায় ব্রহ্মরূপী জনার্দ্দনঃ। চরাচরাত্মকং বিশ্বং যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ॥ ৭৬
স্থাবরাদ্যাশ্চ বিপ্রেন্দ্রা যত্র যত্র ব্যবস্থিতাঃ। ব্রহ্মা তত্র জগৎসর্ব্বং যঃ পূর্ব্বঞ্চ করোতি বৈ॥ ৭
তস্মাৎ কৃতানাং পাপানাং পুণ্যানাঞ্চৈব সত্তমাঃ। অবশ্যমনুভোক্তব্যং সর্ব্বথা হ্যক্ষয়ং ফলম্॥
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥ ৭৯
যো দেবঃ সর্ব্বভূতানামন্তরাত্মা জগন্ময়ঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ॥ ৮০
যোঽসৌ বিশ্বোদ্ভবো দেবো গুণভেদব্যবস্থিতঃ। সৃজত্যত্তি চ পাত্যেতৎসর্ব্বংভুঙ্‌ক্তেঽবশোঽব্যয়

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে যমপুরীবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং কর্ম্মপাশনিযন্ত্রিতা জন্তবঃ স্বর্গাদিপুণ্যস্থানেষু পুণ্যভোগমনুভূয় যাতনাসু অতীবদুঃসহতরঃ পাপফলমনুভূয় ক্ষীণকর্ম্মাবসানে ইমং লোকমাগত্য সর্ব্বভয়বিকলেষু মৃত্যুবাধাসংযুক্তেষু স্থাবরাদিষু চ জায়ন্তে।

বৃক্ষগুল্মলতাবল্লীগিরয়শ্চ তৃণানি চ। স্থাবরা ইতি বিখ্যাতা মহামোহসমাবৃতাঃ॥ ১

স্থাবরত্বেঽপি পৃথিব্যামুপ্তবীজানি জলসেকানুপদং সুসংস্কারসামগ্রীবশাদন্তরূষ্ম প্রপাটিতান্যাচ্ছন্নত্বমানাদা ততো মূলভাবঃ। তন্মূলাদঙ্কুরোৎপত্তিস্তস্মাদপি পর্ণকাণ্ডলতাদিকং, কাণ্ডেষু চ প্রসবাঃ প্রপদ্যন্তে। তেষু প্রসবেষু পুষ্পসম্ভবঃ তানি পুষ্পাণি কানিচিৎ সফলানি কানিচিদফলানি কানিচিৎ ফলহেতুভূতানি, তেষু পুষ্পেষু বৃদ্ধভাবেষু তন্মূলত

স্তথোৎপত্তির্জায়তে। তেষু তুষেষু ভোক্তৄণাং প্রাণিনাং ভোগসংস্কারসামগ্রীবশাদধিকারি-রবিরশ্মিকিরণাসন্নতয়া তদোষধিরসস্তনতঃ প্রবিশ্য ক্ষীরভাবং সমেত্য স্বকালে তণ্ডুলত্বা-মুপগম্য তণ্ডুলে দৃঢ়ত্বমাগতে যোষধয়ো ম্রিয়ন্তে। বনস্পতয়স্তু ওষধিবদুৎপত্তিমাগত্য বৃক্ষভাবমুপাগম্য প্রাণিনাং ভোগসংস্কারবশাৎ সংবৎসরে ফলিনঃ স্যুঃ। স্থাবরত্বেঽপি বহুকালং বায়্বাদিভির্ভঞ্জনচ্ছেদনদাবাগ্নিদহনশীতাতপাদিদুঃখমনুভূয় ম্রিয়ন্তে। ততশ্চ কৃময়ো ভূত্বা সদা দুঃখবহুলাঃ ক্ষণার্দ্ধং জীবন্তঃ, ক্ষণার্দ্ধং ম্রিয়মাণাশ্চ বলবৎপ্রাণিপীড়াং নিবারয়িতুমক্ষমাঃ শীতবাতাদিক্লেশভূয়িষ্ঠা নিত্যং ক্ষুধাদিতা মলমূত্রাদিষু চ সংসরন্তো দুঃখমনুভবন্তি। ততস্ত এব পশুযোনিমাগতা বলবদ্বাধাবেক্ষিতা দুঃখোদ্বেগভূয়িষ্ঠাঃ শীত-তাতাদিনিত্যমনাচারিণো মাতৃষ্বপি বিষমানুরাগাদিক্লেশবহুলাঃ। কস্মিংশ্চিজ্জন্মনি মাংস-মেধ্যাশনাঃ কস্মিংশ্চিজ্জন্মনি কন্দমূলফলাশনা দুর্ব্বলপ্রাণিপীড়ানিরতা দুঃখমনুভবন্তি। ততোঽন্যজন্মন্যপি বাতাশনা অমেধ্যাদ্যাশনাশ্চ পরপীড়াপরায়ণা নিত্যং দুঃখবহুলাঃ সন্তো গ্রাম্যপশুযোনিমাগতা অপি স্বজাতিবিয়োগভারোদ্বহনপাশাদিবন্ধনতাড়নদহনধাবনাদি-সর্ব্বদুঃখান্যনুভবন্তি। এবং বহুযোনিষু সঙ্গতাঃ ক্রমেণ মানুষ্যং জন্ম প্রাপ্নুবন্তি। ক্বচিৎ পুণ্যবিশেষাচ্চ ক্রমেণাপি মানুষ্যং জন্ম প্রাপ্নুবন্তি। মনুষ্যজন্মনি চর্ম্মকারচণ্ডাল-ব্যাধরজককুম্ভকারলোহকারসুবর্ণকারতন্তুবায়বণিগ্ জটাশিখাঃ। ক্রমেণ ধাবকলেখক[illegible]-শাসনহারিভাদরিদ্রা হীনাঙ্গাধিকাঙ্গহাসদুঃখবহুলাঃ। জ্বরতাপশীতবাতশ্লেষ্মকুষ্ঠাপাদাক্ষি-শিরোরোগগর্ভপার্শ্ববেদনাদিদুঃখমনুভবন্তি। মনুষ্যত্বেঽপি যদা স্ত্রীপুরুষয়োর্দাবায়ং গাত্রয়োঃ-স্তুৎসময়ে রেতো জরায়ুং প্রবিশতি তদৈব কর্ম্মবশাজ্জন্তুঃ শুক্রেণ সহ জরায়ুং প্রবিশ্য শুক্রশোণিতকলনে প্রবর্ত্ততে, তদৈব জীবঃ প্রবিশতি, জীবপ্রবেশাৎ পঞ্চাহাৎ কললং ভবতি, অর্দ্ধমাসে কললভাবমপেত্য মাসে প্রাদেশভাবমাপদ্যতে। ততঃপ্রভৃতি বায়ু-বশাচ্চেতন্যভাবেঽপি মাতুরুদরে দুঃসহতাপক্লেশতয়ৈকত্র স্থাতুমশক্যত্বাদ্ভ্রমতি। মাসদ্বয়ে পূর্ণপুরুষাকারমাত্রতামুপগম্য, মাসত্রিতয়ে পূর্ণে করচরণাদ্যবয়বভাবমুপগম্যতে। চতু-র্থমাসেষু গতেষু সর্ব্বাবয়বানাং সন্ধিভেদপরিজ্ঞানম্। পঞ্চমবতীতেষু নখানামভিব্যক্তিঃ, ষট্সু অতীতেষু নখসন্ধিপরিস্ফুটতা, সপ্তস্বতীতেষু রোমাদীনাং পরিস্ফুটতা, অষ্টমে মাসে প্রারব্ধে তচ্ছরীরে চৈতন্যস্ফুটতামুপগম্য নাভিসূত্রেণ পুষ্যমাণমমেধ্যমূত্রলিপ্তাঙ্গং জরায়ুণা বদ্ধিতং রক্তাস্থিকৃমিবসামজ্জস্নায়ুকেশাদিদূষিতৈঃ কুৎসিতঃ শরীরমিতি বদন স্বয়মপোদং পরিদূষিতদেহো মাতুশ্চ কটুম্নলবণাদ্যুষ্ণরুক্ষতীক্ষ্ণাদিপীড়িতঃ। এতৈর্দহ্যমানস্বাত্মানং দৃষ্ট্বা দেহী পূর্ব্বজন্মস্মরণানুভূতভাবানুভাবাৎ, পূর্ব্বানুভূতদুঃখিতানি চ স্মৃত্বাত্যন্তদুঃখেন পরিদহ্যমানান্তঃকরণো মা ভূদ্দেহো মাতুর্দেহগ্নিনো মূত্রাদিরূক্ষেণ দহ্যমান এবং মনসি বিলপতি। অহো হাত্যন্তপাপোঽহং পূর্ব্বজন্মনি ভ্রাতাপিতামিত্রযোষিদ্গৃহক্ষেত্রধন-ধান্যাদিষ্বত্যন্তরাগেণ কলত্রাদিপোষণার্থং পরধনক্ষেত্রাদিকং পশ্যতো তস্যাপহারায়তো-ঽপহৃতা কামান্ধতয়া পরস্ত্রীহরণাদিকমনুভূয় মহাপাপমাচরম্। তৈঃ পাপৈরহমেক এব বিবিধনরকমনুভূয় পুনঃ স্থাবরাদিষু মহাদুঃখান্যনুভূয় সম্প্রতি জরায়ুণা পরিবেষ্টিতান্ত-র্দুঃখেন বহ্নিসন্তাপেন দহ্যামি, ময়া পোষিতা দারাদয়ঃ স্বকর্ম্মবশাদন্যতো গতাশ্চ।

অহো দুঃখমহো দুঃখমহো দুঃখেতি দেহিনাম্। দেহস্তু পাপাৎসঞ্জাতস্তস্মাৎপাপং ন কারয়েৎ
ভৃত্যমিত্রকলত্রার্থমন্যদ্রব্যং হৃতং ময়া। তেন পাপেন দহ্যামি জরায়ুপরিবেষ্টিতঃ॥ ৩
দৃষ্ট্বা তস্য শ্রিয়ং পূর্ণাং সন্তপ্তোঽহমসূয়য়া। গর্ভাগ্নিনা হি দহ্যেঽহমিদানীমতিপাপকৃৎ॥ ৪
কায়েন মনসা বাচা পরপীড়ামকারিষম্। তেন পাপেন দহ্যামি অহমেকোঽতিদুঃখিতঃ॥ ৫
এবং বহুবিধং জন্তুর্বিলপন্ স্বয়মেব চ। আত্মানমাত্মনাশ্বাস্যোৎপত্তেঃ স্বয়মনন্তরম্॥ ৬

সৎসঙ্গেন বিশুদ্ধমনা ভূত্বা সৎকর্ম্মাণি নির্বর্ত্যাখিলজগদন্তরাত্মনঃ সত্যজ্ঞানানন্দময়স্য শক্তিপ্রভাবানুষ্ঠিতাপবর্গস্য লক্ষ্মীপতের্নারায়ণস্য সকলসুরসিদ্ধগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপন্নগমুনিকিন্নরসমূহার্চ্চিতচরণকমলং স্তুতিভিঃ সমভার্চ্চ্য দুঃখসংসারচ্ছেদনকারণভূতং বেদরহস্যোপনিষদ্ভিঃ পরিস্ফুটং সকললোকপরায়ণং হৃদি নিধায় দুঃখসংসারাঙ্গারমতিক্রমিষ্যামীতি মনসি ভাবয়তি। ততস্তু মাতুঃ প্রসূতিসময়ে সতি গর্ভস্থো দেহী বায়ুনা বায়ুনা পরিপীড়িতো মাতুশ্চাপি দুঃখং কুর্ব্বন্ কর্ম্মপাশেন বদ্ধো যোনিমার্গান্নিষ্ক্রামন্ সকলযাতনাভোগমেককালমেবানুভবন্নতিবেগেন যোনিযন্ত্রপীড়িতো যদা নিষ্ক্রান্তো নিঃসংজ্ঞতাং যাতি, তদা বাহ্যবায়ুঃ সমুজ্জীবয়তি। বাহ্যবায়ুস্পর্শনানন্তরমেব নষ্টস্মৃতিঃ পূর্ব্বানুভূতাখিলদুঃখানি বর্ত্তমানস্যাপি জ্ঞানাদ্যভাবাদবিজ্ঞায়াত্যন্তদুঃখমনুভবতি। এবং বালত্বমাপন্নো জন্তুঃ স্বমলমূত্রাদিলিপ্তদেহ আধ্যাত্মিকাদিদুঃখেন পীড়্যমানোঽপি কিঞ্চিদপি বক্তুং ন শক্তঃ। ক্ষুতৃট্পীড়িতোঽস্মিন্নেব সতি শিশোঃ শিরোবেদনা বিদ্যত ইতি মত্বা জননী ঔষধপ্রয়োগং কুরুতে। শিরোবেদনাপীড়িতোঽস্মিন্নেব স্তনাদিকং দেয়মিতি মত্বা প্রযতন্তে। এবমনেকভোগাধীনতয়া অনুভূয়মানা দংশাদীনপি নিবারয়িতুমশক্তো বালভাবমাসাদ্য মাতাপিত্রোরুপাধ্যায়স্য তাড়নং, সদা পর্য্যটনশীলত্বং, পাংশুপঙ্কভস্মাদিষু ক্রীড়নং, সদা কলহনিরততমশুচিত্বং বহুব্যাপারাভোগকার্য্যাবিনিয়তত্বাৎ সম্ভবে আধ্যাত্মিকদুঃখমেবাসৌ বহুবিধমনুভবন্তি। ততস্তরুণভাবে ধনার্জ্জনস্বার্জ্জিতরক্ষণে তস্য নাশকরাদিষু অত্যন্তদুঃখিতা মায়ামোহিতাঃ কামক্রোধাদিদুষ্টমানসাঃ সদাসূয়াপরায়ণাঃ পরস্বপরস্ত্রীহরণোপায়পরায়ণাঃ পুত্রমিত্রকলত্রাদিভরণোপায়চিন্তাপরায়ণা বৃথাহঙ্কারদূষিতাঃ পুত্রাদিষু ব্যাধিপীড়িতেষু সৎসু সর্ব্বব্যাপ্তিং পরিত্যজ্য রোগাদিভিঃ ক্লেশিতানাং সমীপে স্বয়মেবাধ্যাত্মিকাদিদুঃখেন পরিপ্লুতা বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ চিন্তামুপাশ্নুবতে।

গৃহক্ষেত্রাদিকং কর্ম্ম কিঞ্চিন্নাপি বিচারিতম্। সমৃদ্ধস্য কুটুম্বস্য কথং ভবতি বর্ত্তনম্॥ ৭
মম মূলধনং নাস্তি বৃষ্টিশ্চাপি ন বর্ষতি। অশ্বঃ পলায়িতঃ কুত্র গাবঃ কিং নাগতা মম॥ ৮
বালাপত্যা চ মে ভার্য্যা ব্যাধিতোঽহঞ্চ নির্দ্ধনঃ। অনাচারাৎকৃষির্নষ্টা পুত্রা নিত্যং রুদন্তি চ॥ ৯
ভগ্নং ছিন্নঞ্চ মে সদ্ম বান্ধবা অপি দূরগাঃ। ন লভ্যতে বর্ত্তনঞ্চ রাজবাধাতিদুঃসহা॥ ১০
রিপবো মাং বাধন্তে কথং জেষ্যামহং রিপূন্। ব্যবসায়াক্ষমশ্চাহং প্রাপ্তাশ্চাতিথয়ো অমী॥

এবমত্যন্তচিন্তাকুলাঃ স্বদুঃখং নিবারয়িতুমক্ষমা ধিঙ্ধিগীদৃশিধং ভাগ্যহীনং মাং কিমর্থং বিদধাতীতি দৈবমাক্ষিপন্তি। তথা বৃদ্ধত্বমাপন্নো হীয়মানো জরাপলিতাদিব্যাপ্তদেহো ব্যাধিবৈকল্যাদিকমাপন্নোঽতিকম্পমানাবয়বঃ শ্বাসকাসাদিপীড়িতোঽতিশ্লেষ্মবাধিতকণ্ঠঃ পুত্রদারাদিভির্ভৎস্যমানঃ কদা মরণমাপ্স্যামীতি চিন্তাবশো মৃতে সতি মদর্জ্জিতগৃহ-

ক্ষেত্রাদিকং মৎপুত্রাদয়ঃ কথং রক্ষিষ্যন্তি, কথং বা ভবিষ্যন্তি, মদ্ধনে পরৈরপহৃতে পুত্রাদীনাং কথং জীবনং ভবিষ্যতীতি মমতাদুঃখপরিপ্লুতো গাঢ়ং নিশ্বস্য শেষে বয়সি কর্ম্মাণি কৃতানি পুনঃপুনঃ স্মরন্ ক্ষণে ক্ষণে বিস্মরতি চ। তত্র তামসমরণে ব্যাধিপীড়িতোঽসন্তাপাদিঃ ক্ষণং শয্যায়াং ক্ষণং মধ্যে ইতস্ততঃ পর্য্যটন্ ক্ষুত্তৃটপরিপীড়িতঃ কিঞ্চিন্মাত্রমুদকং দেহীতি কাতরতয়া যাচমানঃ, তত্রাপি জ্বরাবিষ্টানামুদকং ন শ্রেয়স্করমিতি কথয়ৎসু মনসাভিতপ্যমানো মন্দচৈতন্যো ভবতি। ততশ্চ হস্তপাদাকর্ষণে ন ক্ষমঃ, রুদদ্ভির্বন্ধুভির্জ্জনৈর্বেষ্টিতো বক্তুমক্ষমঃ স্বার্জ্জিতং ধনাদিকং কস্য ভবিষ্যতি ইতি চিন্তাপরো বাষ্পবিলোচনঃ। কণ্ঠে ঘুরঘুরায়িতে সতি শরীরান্নিষ্ক্রান্তপ্রাণো যমদূতৈর্ভর্ৎস্যমানঃ পাশযন্ত্রিতো নরকাদীনি পূর্ব্ববদেবাশ্নুতে।

তস্মাৎ সংসারদাবাগ্নিতাপার্তো দ্বিজসত্তমাঃ। অভ্যসেৎ পরমং জ্ঞানং জ্ঞানান্মুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ১২

জ্ঞানশূন্যা নরা যে তু পশবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। তস্মাৎ সংসারমোক্ষায় পরং জ্ঞানং সমভ্যসেৎ ॥ ১৩

মানুষ্যং জন্ম সম্প্রাপ্য সর্ব্বকর্ম্মপ্রসাধকম্। হরিন্তু ন ভজেদ্যস্তু কোঽন্যস্তস্মাদচেতনঃ ॥ ১৪

অহো চিত্রমহো চিত্রমহো চিত্রং মুনীশ্বরাঃ। সংস্থিতে কামদে বিষ্ণৌ নরো যান্তি হি যাতনাম্ ॥

নারায়ণে জগন্নাথে সর্ব্বকামফলপ্রদে। স্থিতেঽপি জ্ঞানশূন্যা বৈ পচ্যন্তে নরকে অহো ॥ ১৬

স্রবন্মূত্রপুরীষে তু শরীরেঽস্মিন্নশাশ্বতে। শাশ্বতং ভাবয়ন্ত্যজ্ঞা মহামোহসমাবৃতাঃ ॥ ১৭

মূর্চ্ছিতং যা সরক্তাদৌ দেহং সম্প্রাপ্য যো নরঃ। সংসারচ্ছেদকং বিষ্ণুং ন ভজেদ্যঃ স পাতকী ॥

অহো কষ্টমহো কষ্টমহো কষ্টন্তু মূর্খতা। হরিধ্যানপরো বিপ্রাশ্চণ্ডালোঽপি মহাসুখী ॥ ১৯

স্বদেহান্নির্গতং দৃষ্ট্বা মলমূত্রাদি কিল্বিষম্। উদ্বেগং মানবা মূর্খাঃ কিং নায়ান্তি হি পাপিনঃ ॥

দুর্লভং জন্ম মানুষ্যং প্রার্থ্যতে ত্রিদশৈরপি। তল্লব্ধা পরলোকার্থং যত্নং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ২১

অধ্যাত্মধ্যানসম্পন্না হরিপূজাপরায়ণাঃ। লভন্তে পরমং স্থানং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ২২

যতো জাতমিদং বিশ্বং যতশ্চৈতন্যমশ্নুতে। যস্মিংশ্চ বিলয়ং যান্তি সংসারস্য বিমোচকঃ ॥ ২৩

নির্গুণোঽপি পরানন্দো গুণবানিব ভাতি যঃ। তং সমভ্যর্চ্চ্য দেবেশং সংসারাৎ পরিমুচ্যতে ॥

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে সংসারবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

ভগবন্ সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টং বিদুষা ত্বয়া। সংসারপাশবদ্ধানাং দুঃখানি সুবহূনি চ ॥ ১

এতৎসংসারপাশস্য চ্ছেদকঃ কতমঃ স্মৃতঃ। কেনোপায়েন মোক্ষঃ স্যাত্তন্নো ব্রূহি মহামুনে ২

প্রাণিভিঃ কর্ম্মজাতাদি ক্রিয়ন্তে প্রত্যহর্নিশম্। ভুজ্যন্তে চ মুনিশ্রেষ্ঠ তস্য নাশঃ কথং ভবেৎ ॥

কর্ম্মণা দেহমাপ্নোতি দেহী কামেন বর্দ্ধতে। কামাল্লোভাভিভূতশ্চ লোভাৎ ক্রোধপরায়ণঃ ॥ ৪

ক্রোধাচ্চ ধর্ম্মনাশঃ স্যাদ্ধর্ম্মনাশান্মতিভ্রমঃ। প্রনষ্টবুদ্ধির্মনুজঃ পুনঃ পাপং করোতি চ ॥ ৫

তস্মাদ্দেহঃ পাপমূলঃ পাপকর্ম্মরতস্তথা। দেহভ্রান্তবতাং সিদ্ধির্মোক্ষোপায়ং বদস্ব তৎ ॥ ৬

সূত উবাচ।

সাধু সাধু মহাভাগাঃ মতির্বো বিমলোজ্জ্বলা। যস্মাৎ সংসারদুঃখানাং নাশোপায়মভীপ্সবঃ॥৭
যস্যাজ্ঞয়া জগৎসর্ব্বং ব্রহ্মা সৃজতি নিত্যশঃ। হরিশ্চ পালকো রুদ্রো নাশকঃ স হি মোক্ষকঃ৮
মহদাদিবিশেষান্তা জাতা যস্য প্রভাবতঃ। তং বিদ্যান্মোক্ষদং বিষ্ণুং নারায়ণমনাময়ম্॥ ৯
যস্যাভিন্নমিদং সর্ব্বং যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতে। তমীড্যমক্ষরং দেবং ধ্যাত্বা মোক্ষেণ যুজ্যতে ১০
অবিকারমজং শুদ্ধং স্বপ্রকাশং নিরঞ্জনম্। জ্ঞানরূপং মহানন্দং প্রাহুস্তং মোক্ষসাধকম্॥ ১১
যস্যাবতাররূপাণি ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ। সমর্চ্চয়ন্তি তং বিদ্যাচ্ছাশ্বতস্থানদং হরিম্॥ ১২
জিতপ্রাণা জিতাহারাঃ সদা ধ্যানপরায়ণাঃ। হৃদি পশ্যন্তি যং নিত্যং তদ্ধি জ্ঞেয়ং সুখাবহম্১৩
নির্গুণোঽপি নিরাহারো লোকানুগ্রহরূপধৃক্। আকাশমধ্যগঃ পূর্ণস্তং প্রাহুর্মোক্ষদায়কম্॥১৪
অশাঙ্কঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং যোগিনাং হৃদয়ে স্থিতঃ। অনুপমোঽখিলাধারস্তং দেবং শরণং ব্রজেৎ ১৫
সর্ব্বং সংগৃহ্য কল্পান্তে শেতে যস্তু জলে স্বয়ম্। তং প্রাহুর্মোক্ষদং বিষ্ণুং মনুজাস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥১৬
বেদার্থবিদ্ভিঃ কর্ম্মজ্ঞৈরিজ্যতে বহুভির্মখৈঃ। কর্ম্মণাং ফলদো বিষ্ণুর্মোক্ষদো ভক্তবৎসলঃ॥১৭
হব্যকব্যাদিদানেষু পিতৃদেবাদিরূপধৃক্। ভুঙ্ক্তে য ঈশ্বরোঽব্যক্তস্তং প্রাহুর্মোক্ষদং হরিম্॥১৮
ধ্যাতো বা নমিতো বাপি পূজিতো বাপি ভক্তিতঃ। দদাতি শাশ্বতং স্থানং তং দয়ালুং সমর্চ্চয়েৎ॥
আধারঃ সর্ব্বভূতানামেকো যঃ পুরুষঃ পরঃ। জরামরণনির্ম্মুক্তো মোক্ষদো হরিরব্যয়ঃ॥ ২০
সম্প্রাপ্য যস্য পাদাব্জং দেহিনোঽপি মুনীশ্বরাঃ। অমর্ত্ত্যতাং ব্রজন্ত্যাশু তং বিদুঃ পুরুষোত্তমম্
আনন্দমক্ষরং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্। পরাৎপরতরং যত্তু তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ২২
অক্ষরং নির্গুণং নিত্যমদ্বিতীয়স্বরূপকম্। পরিপূর্ণং জ্ঞানময়ং বিদুর্মোক্ষপ্রদায়কম্॥ ২৩
এবম্ভূতং পরং বস্তু যোগমার্গবিধানতঃ। য উপাস্তে সদা যোগী স যাতি পরমং পদম্॥ ২৪
সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী শমাদিগুণসংযুতঃ। কামাদ্যৈর্বর্জ্জিতো যোগী লভতে পরমং পদম্॥ ২৫

ঋষয় ঊচুঃ।

কর্ম্মণা কেন যোগস্য সিদ্ধির্ভবতি যোগিনাম্। তদুপায়ং যথাতত্ত্বং ব্রূহি নো বদতাং বর॥ ২৬

সূত উবাচ।

জ্ঞানলভ্যং পরং মোক্ষং প্রাহুস্তত্ত্বার্থচিন্তকাঃ। তজ্জ্ঞানং ভক্তিমূলঞ্চ ভক্তিঃ সৎকর্ম্মজা তথা
দানানি যজ্ঞা বিবিধাস্তীর্থযাত্রাদয়ঃ কৃতাঃ। যেন জন্মসহস্রেষু তস্য ভক্তির্ভবেদ্ধরৌ॥ ২৮
অক্ষয়ঃ পরমো ধর্ম্মো ভক্তিলেশেন জায়তে। শ্রদ্ধয়া পরয়া চৈব সর্ব্বপাপং প্রণশ্যতি॥ ২৯
সর্ব্বপাপেষু নষ্টেষু বুদ্ধির্ভবতি নির্ম্মলা। সৈব বুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা জ্ঞানশব্দেন সূরিভিঃ॥ ৩০
জ্ঞানঞ্চ মোক্ষদং প্রাহুস্তজ্জ্ঞানং যোগিনাং ভবেৎ। যোগস্তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ কর্ম্মজ্ঞানপ্রভেদতঃ
ক্রিয়াযোগং বিনা নৃণাং জ্ঞানযোগো ন সিধ্যতি। ক্রিয়াযোগরতস্তস্মাচ্ছ্রদ্ধয়া হরিমর্চ্চয়েৎ॥৩২
প্রতিমাদ্বিজভূম্যগ্নিসূর্য্যচিত্রাদিষু দ্বিজাঃ। অর্চ্চয়েদ্ধরিমেতেষু বিষ্ণুঃ সর্ব্বগতো যতঃ॥ ৩৩
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াপরাঙ্মুখঃ। পরিপূর্ণাত্মকং বিষ্ণুং পূজয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ॥ ৩৪
অহিংসা সত্যমক্রোধো ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ। অনীর্ষা চ দয়া চৈব যোগয়োরুভয়োঃ সমাঃ॥ ৩৫
চরাচরাত্মকং বিশ্বং বিষ্ণুরেব সনাতনঃ। ইতি নিশ্চিত্য মনসা যোগদ্বিতয়মভ্যসেৎ॥ ৩৬
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি মন্বানা যে মনীষিণঃ। তে জানন্তি পরং ভাবং দেবদেবস্য চক্রিণঃ॥ ৩৭

যদি ক্রোধাদিদুষ্টাত্মা পূজাধ্যানপরো ভবেৎ। ন তদা তুষ্যতে বিষ্ণুঃ প্রগতো ধর্ম্মতঃ স্মৃতঃ॥
যদি কামাদিদুষ্টাত্মা দেবপূজাপরো ভবেৎ। দম্ভাচারস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স বৈ পাতকিনাং বরঃ॥ ৩৯
তপঃপূজাধ্যানরতো যস্ত্বসূয়াপরো ভবেৎ। তৎ তপঃ সা চ পূজা চ তদ্ধ্যানঞ্চ নিরর্থকম্॥ ৪০
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মকং বিষ্ণুং শমাদিগুণতৎপরঃ। মুক্ত্যর্থমর্চ্চয়েৎ সম্যক্ ক্রিয়াযোগপরো নরঃ॥ ৪১
কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বলোকহিতে রতঃ। সমর্চ্চয়তি দেবেশং ক্রিয়াযোগঃ স উচ্যতে॥ ৪২
নারায়ণং জগদ্‌যোনিং সর্ব্বান্তর্যামিণং হরিম্। স্তোত্রাদ্যৈঃ পূজয়েদ্‌যস্তু ক্রিয়াযোগঃ সউচ্যতে
উপবাসাদিভিশ্চৈব পুরাণশ্রবণাদিভিঃ। পুষ্পাদ্যৈঃ প্রার্চ্চনং বিষ্ণোঃ ক্রিয়াযোগ ইতি স্মৃতঃ॥
এবং ভক্তিমতাং বিষ্ণৌ ক্রিয়াযোগরতাত্মনাম্। সর্ব্বপাপানি নশ্যন্তি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতানি বৈ॥
পাপক্ষয়াচ্ছুদ্ধমতির্বাঞ্ছতি জ্ঞানমুত্তমম্। জ্ঞানং হি মোক্ষদং জ্ঞেয়ং তদুপায়ং বদামি তৎ॥ ৪৬
চরাচরাত্মকং লোকে নিত্যঞ্চানিত্যমেব চ। সম্যগ্‌বিধারয়েদ্ধীমান্ সদ্ভিঃ শাস্ত্রার্থকোবিদৈঃ॥৪৭
অনিত্যাশ্চ পদার্থা হি নিত্য একো হরিঃ স্মৃতঃ। অনিত্যানি পরিত্যজ্য নিত্যমেব সমাশ্রয়েৎ॥
ইহামুত্র চ ভোগেষু বিমুক্তশ্চ তথা ভবেৎ। অবিরক্তো ভবেদ্ যস্তু সংসারে বর্ত্ততে পুনঃ॥ ৪৯
অনিত্যেষু পদার্থেষু যস্তু রাগী চরেন্নরঃ। তস্য সংসারব্যুচ্ছিত্তিঃ কদাচিন্নৈব জায়তে॥ ৫০
শমাদিগুণসম্পন্নো মুমুক্ষুর্জ্ঞানমভ্যসেৎ। শমাদিগুণহীনস্য জ্ঞানং নৈব হি সিধ্যতি॥ ৫১
রাগদ্বেষবিহীনো যঃ শমাদিগুণসংযুতঃ। হরিধ্যানপরো নিত্যং মুমুক্ষুরভিধীয়তে॥ ৫২
সর্ব্বভূতদয়াযুক্তঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ। হরিধ্যানপরো নিত্যং মুমুক্ষুরভিধীয়তে॥ ৫৩
চতুর্ভিঃ সাধনৈরেভির্বিশুদ্ধমতিরচ্যুতম্। সর্ব্বগং ভাবয়েদ্বিপ্রাঃ সর্ব্বভূতদয়াপরম্॥ ৫৪
পরাক্ষরাত্মকং বিশ্বং স্থিতং ব্যাপ্য সনাতনম্। বিষ্ণুং জ্ঞানেন জানীয়াৎ তজ্জ্ঞানং যোগজং বিদুঃ
যোগোপায়মতো বক্ষ্যে সংসারপরিপন্থিনঃ। যোগধ্যানবিশুদ্ধস্য স্যাৎ তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষদং বিদুঃ
আত্মানং দ্বিবিধং প্রাহুঃ পরাপরবিভেদতঃ। দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ॥ ৫৭
পরস্তু নির্গুণঃ প্রোক্তো অহঙ্কারযুতোঽপরঃ। তয়োরভেদবিজ্ঞানং যোগ ইত্যভিধীয়তে॥ ৫৮
এবম্ভূতাত্মকে দেহে যঃ সাক্ষী হৃদয়ে স্থিতঃ। অপরঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ পরমাত্মা পরঃ স্মৃতঃ॥
শরীরং ক্ষেত্রমিত্যাহুস্তৎস্থঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে। অব্যক্তঃ পরমঃ শুদ্ধঃ পরিপূর্ণ উদাহৃতঃ। ৬০
যদা ত্বভেদবিজ্ঞানং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। ভবেৎ তদা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পাশচ্ছেদো ভবিষ্যতি॥৬১
একঃ শুদ্ধোঽক্ষরো নিত্যঃ পরমাত্মা জগন্ময়ঃ। নৃণাং বিজ্ঞানভেদেন ভেদবানিব লক্ষ্যতে॥৬২
একমেবাদ্বিতীয়ন্তু পরং ব্রহ্ম সনাতনম্। গীয়মানঞ্চ বেদান্তৈস্তস্মান্নাস্ত্যপরো দ্বিজাঃ॥ ৬৩
ন তস্য কর্ম্ম কার্য্যং বা রূপং বর্ণমথাপি বা। কর্ত্তৃত্বং বাপি ভোক্তৃত্বং নির্গুণস্য পরাত্মনঃ॥ ৬৪
নিদানং সর্ব্বহেতূনাং তেজো যত্তেজসাং পরম্। অন্যন্নাস্তি কিমপ্যাদ্যং জ্ঞেয়ং বৈ মুক্তিহেতবে।
শব্দং ব্রহ্মময়ং যত্তু মহদাদ্যাদিকং দ্বিজাঃ। তদ্বিচারাদ্ভবেজ্‌জ্ঞানং পরং মোক্ষস্য সাধনম্॥৬৬
যস্তু জ্ঞানবিহীনৈস্তু দৃশ্যতে বিবিধং জগৎ। পরমজ্ঞানিনামেতৎ তাবদ্ ব্রহ্মাত্মকং দ্বিজাঃ॥৬৭
এক এব পরানন্দো নির্গুণঃ পরমাৎ পরঃ। স তু বিজ্ঞানভেদেন বহুরূপধরোঽব্যয়ঃ॥ ৬৮
মায়িনো মায়য়া ভেদং পশ্যন্তি পরমাত্মনি। তস্মান্মায়াং ত্যজেদ্‌যোগান্মুমুক্ষুর্দ্বিজসত্তমাঃ॥৬৯
নাসদ্রূপা ন সদ্রূপা মায়া বৈ নোভয়াত্মিকা। অনির্ব্বাচ্যাপ্যভিন্না জ্ঞেয়া ভেদবুদ্ধিপ্রদায়িনী॥৭০
মায়ৈবাজ্ঞানশব্দেন শব্দ্যতে মুনিসত্তমাঃ। তস্মাদজ্ঞানবিচ্ছেদো ভবেদ্বিজ্ঞতয়ানিমাম্॥ ৭১

সনাতনং পরংব্রহ্ম জ্ঞানশব্দেন কথ্যতে। জ্ঞানিনাং পরমাত্মা বৈ হৃদি ভাতি নিরন্তরম্ ॥ ৭২
অজ্ঞানং নাশয়েদ্‌যোগী যোগেন বুধসত্তমাঃ। অষ্টাঙ্গৈঃ সিধ্যতে যোগস্তানি বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ
যমাশ্চ নিয়মাশ্চৈব আসনানি চ সত্তমাঃ। প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারো ধারণা ধ্যানমেব চ ॥ ৭৪
সমাধিশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠা যোগাঙ্গানি যথাক্রমম্। এবং সংক্ষেপতো বক্ষ্যে বিধানানি মুনীশ্বরাঃ।
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ। অক্রোধশ্চানসূয়া চ প্রোক্তাঃ সঙ্ক্ষেপতো যমঃ ॥৭
সর্ব্বেষামেব ভূতানামক্লেশজননং হি যৎ। অহিংসা কথিতা সদ্ভির্যোগসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৭৭
যথার্থকথনং যৎ তু ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকতঃ। সত্যং প্রাহুর্মুনিশ্রেষ্ঠা অস্তেয়ং শৃণুতাধুনা ॥ ৭৮
চৌর্য্যেণ বা বলেনাপি পরস্বহরণং হি যৎ। স্তেয়মিত্যুচ্যতে সদ্ভিরস্তেয়ং তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৭৯
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রকীর্ত্তিতম্। ব্রহ্মচর্য্যপরিত্যাগী জ্ঞানবানপি পাতকী ॥ ৮০
সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী মৈথুনে যস্তু বর্ত্ততে। স চাণ্ডালসমো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্ববর্ণবহিষ্কৃতঃ ॥ ৮১
যস্তু যোগরতো বিপ্রো বিষয়েষু স্পৃহান্বিতঃ। তৎসংভাষণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা ভবেন্নৃণাম্ ৮২
সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী পুনঃসঙ্গী ভবেদ্যদি। তৎসঙ্গসঙ্গিনাং সদ্যো মহাপাতকদোষভাক্ ॥ ৮৩
অনাদানং হি দ্রব্যাণামাপদ্যপি মুনীশ্বরাঃ। অপরিগ্রহ ইত্যুক্তো যোগসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥ ৮৪
আত্মনস্তু সমুৎকর্ষং কুর্ব্বন্ নিষ্ঠুরভাষণম্। বোধমাত্রধর্ম্মবিদো হ্যক্রোধস্তদ্বিবর্জ্জনম্ ॥ ৮৫
ধনাদিভোগিকং দৃষ্ট্বা ভৃশং মনসি তাপনম্। অসূয়া কীর্ত্তিতা সদ্ভিস্তদ্যোগোহনসূয়তা ॥ ৮৬
এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তা যমাশ্চ বুধসত্তমাঃ। নিয়মানথ বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ৮৭
তপঃস্বাধ্যায়সন্তোষাঃ শৌচঞ্চ হরিপূজনম্। সন্ধ্যোপাসনযুক্তাশ্চ নিয়মাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮
চান্দ্রায়ণাদিভির্যৎ তু শরীরস্য বিশোষণম্। তপস্তু গদিতং সদ্ভির্যোগসাধনমুত্তমম্ ॥ ৮৯
প্রণবস্যোপনিষদং দ্বাদশাক্ষরপং চ। অষ্টাক্ষরং মহাবাক্যমিত্যাদীনাঞ্চ যো জপঃ ॥ ৯০
স্বাধ্যায়স্তু সমাখ্যাতো যোগসাধনমুত্তমম্। স্বাধ্যায়ং যস্ত্যজেন্মূঢ়স্তস্য যোগো ন সিধ্যতি ॥
যোগং বিনাপি স্বাধ্যায়ৈঃ পাপনাশো ভবেদ্ধ্রুবম্। স্বাধ্যায়ৈঃ স্তূয়মানাস্তু সুপ্রসীদন্তি দেব
জপস্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকোপাংশুমানসৈঃ। জপেষ্বেতেষু বিপ্রেন্দ্রাঃ পূর্ব্বাৎপূর্ব্বাৎপরো
মন্ত্রস্যোচ্চারণং সম্যক্ স্ফুটাক্ষরপদং যথা। জপস্য বাচিকঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদঃ ॥ ৯৪
মন্ত্রস্যোচ্চারণং কিঞ্চিৎ পদাৎপদবিবেচনম্। জপস্তু কথিতোপাংশুঃ পূর্ব্বস্মাদ্ দ্বিগুণাধিকঃ
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যাং যত্তদর্থবিচারণম্। মানসস্তু জপঃ প্রোক্তো যোগসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥ ৯৬
জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি। তস্মাৎ স্বাধ্যায়সম্পন্নো লভেৎ সর্ব্বমনোরথান্
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টিঃ সন্তোষ ইতি গীয়তে। সন্তোষহীনঃ পুরুষো ন লভেচ্ছর্ম্মসম্পদঃ ॥ ৯৮
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। ইতোধিকং কদা লাভ ইতি কামঃপ্রবর্দ্ধতে।
তস্মাৎ কামং পরিত্যজ্য দেহসংশোষকারণম্। যদৃচ্ছালাভসন্তোষী ভবেদ্ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১০
বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন শৌচং তদ্দ্বিবিধং স্মৃতম্। মৃজ্জলাভ্যাং বহিঃশুদ্ধির্ভাবশুদ্ধিরথান্তরম্ ॥
অন্তঃশুদ্ধিবিহীনৈস্তু যাঃ ক্রিয়া বিবিধাঃ কৃতাঃ। ন ফলন্তি মুনিশ্রেষ্ঠা ভস্মনি ন্যস্তহব্যবৎ ॥
ভাবশুদ্ধিবিহীনানাং সমস্তং কর্ম্ম নিষ্ফলম্। তস্মাদ্ রাগাদিকং সর্ব্বং পরিত্যজ্য সুখী ভবে
মৃদাং ভারসহস্রৈস্তু কোটিকুম্ভজলৈস্তথা। কৃতশৌচোঽপ্যশুদ্ধাত্মা স চাণ্ডাল ইতি স্মৃতঃ ॥
অন্তঃশুদ্ধিবিহীনস্তু দেবপূজাপরো যদি। তদ্দেবমেব তং হন্তি নরকঞ্চ প্রপদ্যতে ॥ ১০৫

অন্তঃশুদ্ধিবিহীনশ্চ বহিঃশুদ্ধিং করোতি যঃ। অলঙ্কৃতঃ সুরাভাণ্ডমিবাভাতি দ্বিজোত্তমাঃ ॥১০৬
মনঃশুদ্ধিবিহীনা যে তীর্থযাত্রাং প্রকুর্ব্বতে। ন তান্ পুনন্তি বিপ্রেন্দ্রাঃ সুরাভাণ্ডমিবাপগাঃ ॥
বাচা ধর্ম্মান্ প্রবদতি মনসা পাপমৃচ্ছতি। জানীয়াৎ তং মুনিশ্রেষ্ঠা মহাপাতকিনাং বরম্ ॥১০
বিশুদ্ধমানসা যে তু ধর্ম্মমাত্রমনুত্তমম্। কুর্ব্বন্তি তৎফলং বিদ্যাদক্ষয্যসুখদায়কম্ ॥ ১০৯
কর্ম্মণা মনসা বাচা স্তুতিস্মরণপূজনৈঃ। হরিভক্তির্দৃঢ়া যস্য হরিপূজেতি গীয়তে ॥ ১১০
এবং যমাশ্চ নিয়মাঃ সংক্ষেপাদ্বঃ প্রচোদিতাঃ। এভির্বিশুদ্ধমনসাং মোক্ষং হস্তগতং বিদুঃ ॥
যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব স্থিরবুদ্ধির্জিতেন্দ্রিয়ঃ। অভ্যসেদাসনং সম্যগ্যোগসাধনমুত্তমম্ ॥ ১১২
পদ্মকং স্বস্তিকং পীঠং সৌরঞ্চৈব চ কৌঞ্জরম্। কৌর্ম্মং বজ্রাসনঞ্চৈব বারাহং মৃগচৈলিকম্ ॥১১৩
ক্রৌঞ্চকং নালিকঞ্চৈব সর্ব্বতোভদ্রমেব বা। বার্ষভং নাগমাৎস্যঞ্চ বৈয়াঘ্রঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকম্ ॥ ১১৪
দণ্ডং তার্ক্ষ্যাসনং শৈলং খড়্গাং মুদ্গরমেব বা। মাকরং ত্রৈপথং কাষ্ঠং স্থাণুং বৈ চাস্তিকর্ণিকম্
ভৌমং বীরাসনঞ্চৈব যোগসাধনকারণম্। ত্রিংশৎসংখ্যান্যাসনানি মুনীন্দ্রাঃ কথিতানি বঃ ১১৬
এষামেকতমং বদ্ধা গুরুভক্তিপরায়ণঃ। অভ্যাসেন জয়েৎ প্রাণান্ রাগাতীতো বিমৎসরঃ ১১৭
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি তথা প্রত্যঙ্মুখোঽপি বা। অভ্যাসেনজয়েৎপ্রাণান্ নিঃশব্দে জনবর্জ্জিতে
প্রাণো বায়ুঃ শরীরস্থ আয়ামস্তস্য নিগ্রহঃ। প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো দ্বিবিধঃ কথিতো হি সঃ
অগর্ভশ্চ সগর্ভশ্চ দ্বিতীয়স্তু তয়োর্বরঃ। জপধ্যানং বিনাগর্ভঃ সগর্ভস্তৎসমন্বিতঃ ॥ ১২০
রেচকঃ পূরকশ্চৈব কুম্ভকঃ শূন্যকস্তথা। এবং চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামো মনীষিভিঃ ॥ ১২১
জন্তূনাং দক্ষিণা নাড়ী পিঙ্গলা পরিকীর্ত্তিতা। সূর্য্যদেবতকা চৈব পিতৃযোনিরিতি স্মৃতা ॥১২২
দেবযোনিরিতি খ্যাতা ইড়া নাড়ী ত্বদক্ষিণা। তত্রাধিদৈবতং চন্দ্রঃ শৃণুধ্বং গদতো মম ॥ ১২৩
এতয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না নাড়িকা স্মৃতা। অতিসূক্ষ্মা গুহ্যতমা জ্ঞেয়া সা ব্রহ্মদেবতা ॥ ১২৪
বামেন রেচয়েদ্বায়ুং রেচনাদ্রেচকঃ স্মৃতঃ। পূরয়েদ্দক্ষিণেনৈব পূরণাৎ পূরকঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৫
স্বদেহপূরিতং বায়ুং নিগৃহ্য ন বিমুঞ্চতি। সম্পূর্ণকুম্ভবৎ তিষ্ঠেৎ কুম্ভকঃ স হি বিশ্রুতঃ ॥ ১২৬
ন গৃহ্নাতি ন ত্যজতি বায়ুমন্তর্বহিঃস্থিতম্। জ্ঞেয়ং তচ্ছূন্যকং নাম প্রাণায়াম যথাস্থিতম্ ॥
শনৈঃ শনৈর্বিজেতব্যাঃ প্রাণা মত্তগজেন্দ্রবৎ। অন্যথা খলু জায়ন্তে মহারোগা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ১২৮
ক্রমেণ যো জয়েদ্বায়ুং যোগী বিগতকল্মষঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নুতে ॥ ১২৯
বিষয়েষু প্রসক্তানি ইন্দ্রিয়াণি মুনীশ্বরাঃ। সমাহৃত্য নিগৃহ্নাতি প্রত্যাহারস্তু স স্মৃতঃ ॥ ১৩০
জিতেন্দ্রিয়া মহাত্মানো ধ্যানশূন্যা অপি দ্বিজাঃ। প্রয়ান্তি পরমং স্থানং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥
অনির্জ্জিতেন্দ্রিয়গ্রামং যস্তু ধ্যানপরো ভবেৎ। মূঢ়াত্মানঞ্চ তং বিদ্যাজ্জ্ঞানঞ্চাস্য ন সিধ্যতি ॥
যদ্যৎ পশ্যতি তৎ সর্ব্বং পশ্যেদাত্মবদাত্মনি। প্রত্যাহৃতানীন্দ্রিয়াণি ধারয়েৎ সা তু ধারণা ॥
যোগী জিতেন্দ্রিয়গ্রামস্তানি ধৃত্বা দৃঢ়ং হৃদি। আত্মানং পরমং ধ্যায়েৎ সর্ব্বধাতারমচ্যুতম্ ॥
ধ্যায়েদ্বিশ্বাত্মকং বিষ্ণুং সর্ব্বলোকৈককারণম্। বিকসৎপদ্মপত্রাক্ষং চারুকুণ্ডলভূষিতম্ ॥ ১৩৫
শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং সুরাসুরনমস্কৃতম্। অষ্টারে হৃৎসরোজেহন্তর্দ্দশাঙ্গুলবিশ্রুতম্ ; ১৩৬
দীর্ঘবাহুং সুন্দরাঙ্গং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতম্। পীতাম্বরধরং দেবং হেমযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ১৩৭
বিভ্রতং তুলসীমালাং কৌস্তভেন বিরাজিতম্। ধ্যায়েদাত্মানমব্যক্তং পরাৎপরতরং বিভু ॥
ধ্যানং সদ্ভির্নিগদিতং প্রযতস্যৈকতানতা ॥ ১৩৮

ধ্যানং কৃত্বা মুহূর্ত্তং বা পরং মোক্ষং লভেন্নরঃ । ধ্যানাৎ পাপানি নশ্যন্তি ধ্যানান্মোক্ষঞ্চ বিন্দতি
ধ্যানাৎ প্রসীদতি হরির্ধ্যানাং সর্ব্বার্থসাধনম্ ॥ ১৩৯
যদ্যদ্ রূপং মহাবিষ্ণোস্তত্তদ্ধ্যায়েন্মহাত্মনঃ । তেন ধ্যানেন তুষ্টাত্মা হরির্মোক্ষং দদাতি বৈ ॥ ১৪০
অচলঞ্চ মনঃ কুর্য্যাদ্ধ্যেয়বস্তুনি সত্তমাঃ । ধ্যানধ্যেয়ধ্যাতৃভাবো যথা নশ্যতি নির্ভরম্ ॥ ১৪১
অতোঽমৃতত্বং ভবতি জ্ঞানামৃতনিষেবণাৎ । ভবেন্নিরন্তরং ধ্যানাদভেদপ্রতিপাদনম্ ॥ ১৪২
সুষুপ্তিবৎ পরানন্দযুক্তশ্চোপরতেন্দ্রিয়ঃ । নির্ব্বাতদীপবৎ সংস্থঃ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ১৪৩
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তঃ সদানন্দৈকবিগ্রহঃ । নিশ্চলঃ পরিপূর্ণশ্চ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ১৪৪
যোগী সমাধাবস্থায়াং ন শৃণোতি ন পশ্যতি । ন ঘ্রাতি নৈব স্পৃশতি ন কিঞ্চিদ্বক্তি সত্তমাঃ ॥ ১৪৫
আত্মা তু নির্ম্মলঃ শুদ্ধঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তো যোগিনাং ভাত্যচঞ্চলঃ ॥
নির্গুণোঽপি পরো দেবোঽজ্ঞানাদ্গুণবানিব । বিভাত্যজ্ঞাননাশে তু যথাপূর্ব্বং ব্যবস্থিতঃ ।
পরজ্যোতিরয়মাত্মা মায়াবানিব মায়িনাম্ । তন্নাশে নির্ম্মলং ব্রহ্ম প্রকাশয়তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১৪
একমেবাদ্বিতীয়ং তৎ পরং জ্যোতির্নিরঞ্জনম্ । সর্ব্বেষামেব ভূতানামন্তর্যামিতয়া স্থিতম্ ॥ ১৪
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ সনাতনাত্মাখিলবিশ্বহেতুঃ ।
পশ্যন্তি যং জ্ঞানবিদাং বরিষ্ঠাঃ পরাৎ পরস্মাৎ পরমং পবিত্রম্ ॥ ১৫০
অকারাদি-ক্ষকারান্ত-বর্ণভেদ-ব্যবস্থিতঃ । পুরাণপুরুষোঽনাদিঃ শব্দব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ ১৫১
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে হ্যন্তঃকরণসংযুতঃ । পুরাণপুরুষো দেবো অপরাত্মেতি কীর্ত্তাতে ॥ ১৫২
বিশুদ্ধমজরং নিত্যং পূর্ণমাকাশমব্যয়ম্ । আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং পরং ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ ১৫৩
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । পরং জ্যোতিঃ পরং ধাম পরং ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ । যস্যাযুতাযুতাংশাংশাস্তদ্ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে ॥ ১৫৫
যোগিনো যদি পশ্যন্তি পরাত্মানং সনাতনম্ । অবিকারমজং শুদ্ধং পরব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ ১৫৬
ধ্যানমন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বমৃষিসত্তমাঃ । সংসারতাপতপ্তানাং সুধাবৃষ্টিসমং নৃণাম্ ॥ ১৫৭
নারায়ণং পরানন্দং স্মরেৎ প্রণবসংস্থিতম্ । নাদরূপমনৌপম্যমর্দ্ধমাত্রাপরিস্থিতম্ ॥ ১৫৮
অকারং ব্রহ্মণো রূপমুকারং বিষ্ণুরূপবৎ । মকারং রুদ্ররূপং স্যাদর্দ্ধমাত্রা পরাত্মকম্ ॥ ১৫৯
মাত্রা তত্র সমাখ্যাতা ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশদৈবতা । তেষাং সমুচ্চয়ং বিপ্রাঃ পরং ব্রহ্মপ্রবোধকম্ ॥ ১৬০
বাচ্যন্তু পরমং ব্রহ্ম বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ । বাচ্যবাচকসম্বন্ধো হ্যুপচারস্তয়োর্দ্বিজাঃ ॥ ১৬১
জপন্তঃ পরমং নিত্যং মুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ । তদভ্যাসেন সংযুক্তাঃ পরং মোক্ষং লভন্তি চ ॥
জপশ্চ পরমং নিত্যং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্ । কোটিসূর্য্যসমং তেজো ধ্যায়েদাত্মনি নির্ম্মলম্ ১৬
শালগ্রামশিলারূপং প্রতিমারূপমেব বা । যদ্যৎ পাপহরং বস্তু তত্তদ্বা চিন্তয়েদ্ধৃদি ॥ ১৬৪
যদেতদ্বৈষ্ণবং জ্ঞানং কথিতং বো মুনীশ্বরাঃ । এতদ্বিদিত্বা যোগীন্দ্রো লভেন্মোক্ষমনুত্তমম্ ॥ ১৬৫
যশ্চৈতৎ পুণ্যমাখ্যাতং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ । সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো হরিসারূপ্যমশ্নুতে ॥ ১৬৬

ইতি বৃহন্নারদীয়ে পুরাণে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সমাখ্যাতানি সর্ব্বাণি যোগাঙ্গানি মহামুনে। ইদানীমপি সর্ব্বজ্ঞ যৎপৃচ্ছামস্তদুচ্যতাম্ ॥ ১
যোগো ভক্তিমতামেব সিধ্যতীতি ত্বয়োদিতম্। যথা তুষ্যতি সর্ব্বেশো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥
তন্নো বদস্ব ধর্ম্মজ্ঞ সূত কারুণ্যবারিধে ॥ ২

সূত উবাচ।

পুরা সনৎকুমারেণ এবং পৃষ্টঃ স নারদঃ। যদুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পিবধ্বং তৎকথামৃতম্ ॥ ৩
নারায়ণং পরং দেবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্। যজধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে বিমুক্তিং যদ্যভীপ্সথ ॥ ৪
রিপবস্তং ন বাধন্তে ন বাধন্তে গ্রহাশ্চ তম্। রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরং বিষ্ণুপরায়ণম্ ॥ ৫
ভক্তির্দৃঢ়া ভবেদ্যস্য দেবদেবে জনার্দ্দনে। শ্রেয়াংসি তস্য সিধ্যন্তি ভক্তিমন্তোঽধিকাস্ততঃ ॥ ৬
তৌ পাদৌ সফলৌ পুংসাং কৃষ্ণায়তনগামিনৌ। তৌ করৌ ভাগ্যনিলয়ৌ হরিপূজাপরায়ণৌ
তে চ নেত্রে মহাভাগে পশ্যেতে যে জনার্দ্দনম্। সা জিহ্বা প্রোচ্যতে সদ্ভির্হরিনামপরায়ণা ॥ ৮
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে। বেদশাস্ত্রাৎ পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥৯
সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি সারং বচ্মি পুনঃপুনঃ। অসারে দগ্ধসংসারে সারং যদ্বিষ্ণুপূজনম্ ॥ ১০
সংসারপাশং সুদৃঢ়ং মহামোহপ্রদায়কম্। হরিভক্তিকুঠারেণ ছিত্ত্বাত্যন্তসুখী ভবেৎ ॥ ১১
তন্মনঃ সংযুতং বিষ্ণৌ সা বাণী তৎপরায়ণা। তে শ্রোত্রে তৎকথাসারপূরিতে লোকবন্দিতে ॥ ১২
আনন্দমক্ষরং শুদ্ধং পূজ্যাং ত্রিদশৈরপি। আকাশমধ্যগং দেবং যজধ্বমৃষিসত্তমাঃ। ১৩
স্থানং বা শক্যতে বক্তুং স্বরূপং বা কদাচন। নির্দ্দেষ্টুং মুনিশার্দ্দূল দ্রষ্টুং বাপ্যকৃতাত্মভিঃ ॥ ১৪
সমস্তকরণৈর্যুক্তো ন চ তৈঃ করণৈস্তথা। অস্বরূপো যদাত্মা চ পুণ্যাপুণ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৫
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তো হ্যনিন্দ্যো নির্গুণো বিভুঃ ॥ পরংব্রহ্মময়ো দেবঃ সূক্ষ্ম ইতি গীয়তে ॥ ১৬
ভাবনাময়মেতদ্বৈ জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। বিদ্যুদ্বিলোলং বিপ্রেন্দ্রা যজধ্বং তং জনার্দ্দনম্ ॥ ১৭
অহিংসা সত্যমস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ। বর্ত্তন্তে যস্য তস্যৈব তুষ্যতে জগতাং পতিঃ ॥ ১৮
সর্ব্বভূতদয়াযুক্তো বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ। মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষুস্তস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৯
সৎকথায়াঞ্চ রমতে সৎকথাঞ্চ করোতি চ। সত্যবান্ নিরহঙ্কারস্তস্য প্রীত উমাপতিঃ ॥ ২০
নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃটপ্রস্খলিতাদিষু। করোতি সততং বিপ্রাস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ
যা তু নারী পতিপ্রাণা পতিপূজাপরায়ণা। তস্যাস্তুষ্টো জগন্নাথো মধুকৈটভমর্দ্দনঃ ॥ ২২
নিরসূয়াপরো যস্তু অহঙ্কারবিবর্জ্জিতঃ। দেবপূজাপরশ্চৈব তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ॥ ২৩
তস্মাচ্ছৃণুধ্বমৃষয়ো যজধ্বং সততং হরিম্। আয়ুঃশুধ্বমহঙ্কারং বিদ্যুল্লোলশ্রিয়া বৃতম্ ॥ ২৪
শরীরং মৃত্যুসংযুক্তং জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্। রাজাদিভির্ধনং গ্রাহ্যং সম্পদঃ ক্ষণভঙ্গুরাঃ ॥ ২৫
হে জনাঃ কিং ন পশ্যধ্বমায়ুষোঽর্দ্ধন্তু নিদ্রয়া। হৃতঞ্চ ভোজনাদ্যৈশ্চ কিয়দায়ুঃ সমাহৃতম্ ॥ ২৬
কিয়দায়ুর্বালভাবাদ্বৃদ্ধভাবাৎ কিয়দ্ধৃতম্। কিয়দ্বিষয়ভোগৈশ্চ কদা ধর্ম্মান্ করিষ্যথ ॥ ২৭
বালভাবে চ বার্দ্ধক্যে ন ঘটেতাচ্যুতার্চ্চনম্। বয়স্যেব চ ধর্ম্মান্ বৈ কুরুধ্বমনহঙ্কৃতাঃ ॥ ২৮

মা বিনাশয় সংসারগর্ত্তে মগ্না বৃথা জনাঃ । বপুর্ব্বিনাশনিলয়মাপদাং পরমং পদম্ ॥ ২৯
শরীরং রোগনিলয়ং মলাদ্যৈঃ পরিদূষিতম্ । কিমর্থং শাশ্বতধিয়া পাপং কুরুথ সর্ব্বদা ॥ ৩০
অসারভূতে সংসারে নানাদুঃখসমন্বিতে । বিশ্বাসো নাত্র কর্ত্তব্যো নিশ্চিতং নাশমেষ্যতি ৩১
শৃণুধ্বমস্য সর্ব্বে সত্যমেতদ্বয়োচ্যতে । কায়ঃ সন্নিহিতাপায়ঃ পূজ্য এব জনার্দ্দনঃ ॥ ৩২
মানং ত্যজত দুষ্টারং কামক্রোধাদিবর্জ্জিতাঃ । যজধ্বং সততং কৃষ্ণং মানুষ্যমতিদুর্ল্লভম্ ॥ ৩৩
কোটিজন্মসহস্রেষু স্থাবরাদিষু সত্তমাঃ । সম্ভ্রান্তস্য তু মানুষ্যং কথঞ্চিৎ পরিলভ্যতে ॥ ৩৪
তত্রাপি দেবতাবুদ্ধির্জ্ঞানবুদ্ধিশ্চ সত্তমাঃ । ভোগবুদ্ধিস্তথা নৃণাং জন্মান্তরতপঃফলম্ ॥ ৩৫
মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য যো হরিং নার্চ্চয়েৎ সকৃৎ । মূর্খঃ পরতরস্তস্মাৎকোঽন্যস্তস্মাদচেতনঃ ॥
দুর্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং নার্চ্চয়ন্তি চ যে হরিম্ । তেষামতীব মূর্খাণাং বিবেকঃ কুত্র তিষ্ঠতি ॥ ৩৭
আরাধিতো জগন্নাথো দদাত্যভিমতং ফলম্ । কস্তং ন পূজয়েদ্বিপ্রাঃ সংসারাগ্নিপ্রদীপিতঃ ৩৮
চাণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠা বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ । বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধিকঃ
রাগদ্বেষপরিত্যক্তশ্চণ্ডালোঽপি দ্বিজাধিকঃ । তস্মাৎ কামাদিকং ত্যক্ত্বা যজধ্বং হরিমব্যয়ম্ ॥
তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ ॥ ৪০
যথা হস্তিপদে সর্ব্বং পদমাত্রং বিলীয়তে । তথা চরাচরং বিশ্বং কৃষ্ণ এব প্রলীয়তে ॥ ৪১
আকাশেন যথা ব্যাপ্তং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ । তথৈব হরিণা ব্যাপ্তং বিশ্বমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৪২
জননে মরণং নৃণাং মরণং জন্মসাধনম্ । উভে তে সঙ্কটে নৃণাং তন্নাশো হরিসেবয়া ॥ ৪৩
ধ্যাতঃ স্মৃতঃ স্তুতো বাপি নমিতো বা জনার্দ্দনঃ । সংসারপাশবিচ্ছেদী কস্তং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥
যন্নামোচ্চারণাদেব মহাপাতকনাশনম্ । যং সমভ্যর্চ্য বিপ্রেন্দ্রাঃ পরং মোক্ষং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥
অহো চিত্রমহো চিত্রমহো চিত্রমিদং দ্বিজাঃ । হরিনাম্নি স্থিতে লোকাঃ সংসারে বর্ত্তন্তে পুনঃ
ভূয়ো ভূয়োঽপি বক্ষ্যামি সত্যমেতৎ তপোধনাঃ । নীয়মানো যমভটৈরশক্তো ধর্ম্মসাধনে ॥ ৪৭
যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং যাবদ্ব্যাধির্ন বাধতে । তাবদেবার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং যদি মুক্তিপরো নরঃ ॥ ৪৮
মাতৃগর্ভাদ্বিনিষ্ক্রান্তো যদা জন্তুস্তদৈব হি । মৃত্যোর্বক্ত্রগতং বাঢ়ং তস্মাদ্ধর্ম্মরতো ভবেৎ ॥ ৪৯
অহো কষ্টমহো কষ্টমহো কষ্টমিদং বপুঃ । বিনাশধর্ম্মং বিপ্রেন্দ্রা যজধ্বং শাশ্বতং প্রভুম্ ॥ ৫০
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে । দম্ভাচারং পরিত্যজ্য যজধ্বং চক্রপাণিনম্ ॥ ৫১
ভূয়ো ভূয়ো হিতং বচ্মি ভুজমুদ্ধৃত্য পণ্ডিতাঃ । বিষ্ণুঃ সর্ব্বাত্মনা পূজ্যস্ত্যাজ্যাঽসূয়া তথাঽধৃতিঃ
ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারসাধনম্ । ধর্ম্মক্ষয়করঃ ক্রোধস্তস্মাৎ তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৩
কামমূলমিদং জন্ম কামঃ পাপস্য কারণম্ । যশঃক্ষয়করঃ কামস্তস্মাৎ তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৪
সমস্তদুঃখজালানাং মাৎসর্য্যং কারণং স্মৃতম্ । নরকাণাং সাধনঞ্চ মাৎসর্য্যং তৎ পরিত্যজেৎ ॥
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ । তস্মাৎ তদেব সংযোজ্য পরাত্মনি সুখী ভবেৎ ॥
অহো ধৈর্য্যমহো ধৈর্য্যমহো ধৈর্য্যমহো নৃণাম্ । বিষ্ণৌ স্থিতে জগন্নাথে ন ভজন্তে মদোদ্ধতাঃ
অনারাধ্য জগন্নাথং সর্ব্বধাতারমচ্যুতম্ । সংসারসাগরে মগ্নাঃ কথং পারং গমিষ্যথ ॥ ৫৮
অচ্যুতানন্তগোবিন্দনামোচ্চারণভীষিতাঃ । নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥৫৯
নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন । ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্ব্বত্র বন্দিতাঃ ॥ ৬০
অদ্যাপি চ মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাদ্যা অপি দেবতাঃ । প্রভাবং ন বিজানন্তি বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥৬১

অহো মৌর্খ্যমহো মৌর্খ্যমহো মৌর্খ্যং দুরাত্মনাম্। হৃৎপদ্মসংস্থিতং বিষ্ণুং ন বিজানন্তি সর্ব্বদা।
শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে ভূয়ো ভূয়ো বদাম্যহম্। হরিঃ শ্রদ্ধাবতাং তুষ্টো ন ধনৈর্ন চ বান্ধবৈঃ॥ ৬৩
বন্ধুমত্ত্বং ধনাঢ্যত্বং পুত্রবত্ত্বঞ্চ সত্তমাঃ। বিষ্ণুভক্তিমতাং নৃণাং ভবেদ্বৈ জন্মজন্মনি॥ ৬৪
পাপমূলময়ং দেহঃ পাপকর্ম্মরতস্তথা। এতদ্বিদিত্বা সততং পূজয়ধ্বং জনার্দ্দনম্॥ ৬৫
পুত্রমিত্রকলত্রাদ্যা বহবঃ সখ্যসম্পদঃ। হরিপূজারতানাঞ্চ ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৬৬
ইহামুত্র ফলং প্রেপ্সুঃ পূজয়েৎ সততং হরিম্। ইহামুত্র সুখং প্রেপ্সুঃ পরনিন্দাং পরিত্যজেৎ॥
ধিগ্জন্ম ভক্তিহীনানাং দেবদেবে জনার্দ্দনে। সৎপাত্রদানশূন্যঞ্চ তদ্ধনং ধিক্ পুনঃপুনঃ॥ ৬৮
ন নমেদ্বিষ্ণবে যস্য শরীরং জন্মভেদিনে। পাপানামাকরং তদ্বৈ জ্ঞেয়ং বিবুধসত্তমাঃ॥ ৬৯
সৎপাত্রদানরহিতং যদ্দ্রব্যং যেন রক্ষিতম্। সর্পেণ রক্ষিতমিব ইতি লোকেষু নিশ্চিতম্॥ ৭০
তড়িল্লোলশ্রিয়া মত্তা ক্ষণভঙ্গুরশালিনঃ। নারাধয়ন্তি বিশ্বেশং পশুপাশবিমোচকম্॥ ৭১
সৃষ্টিস্তু দ্বিবিধা জ্ঞেয়া দেবাসুরবিভেদতঃ। হরিভক্তিযুতা দৈবী তদ্ধীনা ত্বাসুরী স্মৃতা॥ ৭২
তস্মাচ্ছৃণুত বিপ্রেন্দ্রা হরিভক্তিপরায়ণাঃ। শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বত্র বিখ্যাতা যতো ভক্তিঃ সুদুর্লভা॥ ৭৩
অসূয়ারহিতা যে তু বিপ্রত্রাণপরায়ণাঃ। কামাদিরহিতা যে তু তেষাং তুষ্যতি কেশবঃ॥ ৭৪
সম্মার্জ্জনাদিভির্যে তু হরিশুশ্রূষণে রতাঃ। সৎপাত্রদাননিরতাঃ প্রয়ান্তি পদমুত্তমম্॥ ৭৫
তস্মাৎ সংসারতপ্তানাং হরিরেব পরা গতিঃ। যন্নামশ্রবণাদেব প্রয়ান্তি পদমুত্তমম্॥ ৭৬

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে হরিভক্তিকথনে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

পুনর্বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং দেবদেবস্য চক্রিণঃ। পঠতাং শৃণ্বতাং সদ্যঃ পাপরাশিঃ প্রণশ্যতি॥ ১
শান্তা জিতারিষড়্বর্গা যোগেনাপ্যনহঙ্কৃতাঃ। যজন্তি জ্ঞানরূপেণ জ্ঞানরূপিণমব্যয়ম্॥ ২
তীর্থস্নানবিশুদ্ধা যে ব্রতদানতপোমখৈঃ। যজন্তি কর্ম্মযোগেন সর্ব্বধাতারমচ্যুতম্॥ ৩
লুব্ধা ব্যসনিনোঽজ্ঞাশ্চ ন যজন্তি জগৎপতিম্। অজরামরবন্মূঢ়াস্তিষ্ঠন্তি নরকীটকাঃ॥ ৪
তড়িল্লোলশ্রিয়া মত্তা বৃথাহঙ্কারদূষিতাঃ। ন যজন্তি জগন্নাথং সর্ব্বশ্রেয়োবিধায়কম্॥ ৫
হরিধর্ম্মরতাঃ শান্তা হরিপাদাব্জসেবকাঃ। দৈবাৎ কেঽপীহ জায়ন্তে লোকানুগ্রহতৎপরাঃ॥ ৬
কর্ম্মণা মনসা বাচা যো যজেদ্ভক্তিতো হরিম্। স যাতি পরমস্থানং সর্ব্বলোকোত্তমোত্তমম্॥ ৭
অত্রেবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ৮
বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং চরিতং যজ্ঞমালিসুমালিনোঃ। যস্য শ্রবণমাত্রেণ বাজিমেধফলং লভেৎ॥ ৯
কশ্চিদাসীৎ পুরা বিপ্রা ব্রাহ্মণো রৈবতেঽন্তরে। দেবমালিরিতি খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥
সর্ব্বভূতদয়াযুক্তো হরিপূজাপরায়ণঃ। পুত্রমিত্রকলত্রার্থং ধনার্জ্জনপরোঽভবৎ॥ ১১
অপণ্যবিক্রয়ং চক্রে তথা চ রসবিক্রয়ম্। চাণ্ডালাদ্যৈরপি তথা প্রতিগ্রহপরোঽভবৎ॥ ১২

তপসা বিক্রয়ং চক্রে ব্রতানাং বিক্রয়ং তথা। পরার্থং তীর্থগমনং কলত্রার্থমকারয়ৎ॥ ১৩
কালেন গচ্ছতা বিপ্রা জাতৌ তস্য সুতাবুভৌ। যজ্ঞমালী সুমালিশ্চ সমানাবতিশোভিনৌ॥
ততঃ পিতা কুমারৌ তাবতিস্নেহসমন্বিতঃ। যোজয়ামাস বাৎসল্যাদ্বহুভিঃ সাধনৈস্তথা॥ ১৫
দেবমালির্বহূপায়ৈর্ধনং সম্পাদ্য যত্নতঃ। স্বধনং গণয়ামাস কিয়ৎ স্যাদিতি বেদিতুম্॥ ১৬
নিষ্ককোটিসহস্রাণাং কোটিকোটিগুণান্বিতম্। বিগণয্য স্বয়ং হৃষ্টো বিস্মিতশ্চাপ্যচিন্তয়ৎ॥ ১৭
অসৎপ্রতিগ্রহৈশ্চৈবমপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ৈঃ। মহাতপোবিক্রয়াদ্যৈরেতৎ তু সমুপার্জ্জিতম্॥ ১৮
অদ্যাপি শান্তিং নাপন্না মম তৃষ্ণাতিদুঃসহা। মেরুতুল্যসুবর্ণানি চাসংখ্যাতানি বাঞ্ছতি॥ ১৯
অহো মন্যে মহাকষ্টং সমস্তক্লেশসাধনম্। সর্ব্বান্ কামানবাপ্যাশু পুনরন্যচ্চ কাঙ্ক্ষতি॥ ২০
জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ। চক্ষুঃশ্রোত্রে চ জীর্য্যেতে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে
মমেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাণি মন্দভাবং ব্রজন্তি চ। বলং হৃতঞ্চ জরসা সা তৃষ্ণা তারুণ্যং গতা॥ ২২
কষ্টা সা বর্ত্ততে যস্য স বিদ্বানপ্যপণ্ডিতঃ। স শান্তোঽপি প্রমন্যুঃ স্যাদ্ধীমানপ্যতিমূঢ়ধীঃ॥২৩
আশা ভঙ্গকরী পুংসামজেয়ারাতিসন্নিভা। তস্মাদাশাং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞো যদীচ্ছেচ্ছাশ্বতং সুখম্
বলং তেজো যশশ্চৈব বিদ্যাং শৌর্য্যঞ্চ বৃদ্ধতাম্। তথৈব সুকুলে জন্ম আশা হন্ত্যতিবেগতঃ॥২৫
নৃণামাশাভিভূতানামাশ্চর্য্যমিদমুচ্যতে। কিঞ্চিদ্দত্বাপি চাণ্ডালস্তস্মাদধিকতাং গতঃ॥ ২৬
আশাভিভূতা যে মর্ত্ত্যা মহামোহাঃ শুচোদ্ধতাঃ। অবমানাদিকং দুঃখং ন জানন্তি যদপ্যহো॥
তথাপ্যেবং বহুক্লেশৈরেতদ্ধনমুপার্জ্জিতম্। শরীরমপি জীর্ণঞ্চ জরসাপহৃতং বলম্॥ ২৮
ইতঃপরং যতিষ্যামি পরলোকার্থমাদরাৎ। এবং নিশ্চিত্য বিপ্রেন্দ্রা ধর্ম্মমার্গরতোঽভবৎ॥ ২৯
সদ্য এব ধনং সর্ব্বং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ ততঃ। স্বয়ন্তু ভাগদ্বিতয়মর্জ্জিতত্বাদপাহরৎ॥ ৩০
শেষন্তু ভাগদ্বিতয়ং পুত্রয়োরুভয়োর্দদৌ। স্বেনার্জ্জিতানাং পাপানাং নাশং কর্ত্তুমনাস্তদা॥ ৩১
প্রপাতড়াগারামাংশ্চ তথা দেবগৃহান্ বহূন্। অন্নাদীনাঞ্চ দানানি গঙ্গাতীরে চকার সঃ॥ ৩২
এবং ধনবিশেষঞ্চ বিশ্রাণ্য হরিভক্তিমান্। নরনারায়ণস্থানং জগাম তপসে বনম্॥ ৩৩
তত্রাপশ্যন্মহারণ্যে আশ্রমং মুনিসেবিতম্। ফলিতৈঃ পুষ্পিতৈশ্চৈব শোভিতং বৃক্ষসঙ্কুলৈঃ॥
গৃণদ্ভিঃ পরমং ব্রহ্ম শাস্ত্রচিন্তাপরৈস্তথা। পরিচর্য্যাপরৈর্বৃদ্ধৈর্মুনিভিঃ পরিশোভিতম্॥ ৩৫
গৃণন্তং পরমং ব্রহ্ম তেজোরাশিং দদর্শ হ। শমাদিগুণসংযুক্তং রাগাদিরহিতং মুনিম্॥ ৩৬
শীর্ণপর্ণাশনং দৃষ্ট্বা দেবমালির্ননাম তম্। তস্য জানন্তিরাগন্তোঃ কল্পয়ামাস চার্হণাম্॥ ৩৭
কন্দমূলফলাদ্যৈস্তু নারায়ণধিয়া তদা। কৃতাতিথ্যক্রিয়স্তেন দেবমালিঃ কৃতাঞ্জলিঃ॥
বিনয়াবনতো ভূত্বা প্রোবাচ বদতাং বরম্॥ ৩৮
ভগবন্ কৃতকৃত্যোঽস্মি বিগতং কল্মষং মম। মামুদ্ধর মহাভাগ জ্ঞানদানেন পণ্ডিত॥ ৩৯
এবমুক্তস্ততস্তেন জানন্তির্মুনিসত্তমঃ। উবাচ প্রহসন্ বাণীং দেবমালিং গুণান্বিতম্॥ ৪০

জানন্তিরুবাচ।

শৃণুষ্ব বিপ্রশার্দ্দূল সংসারচ্ছেদকারণম্। প্রবক্ষ্যামি সমাসেন দুর্লভং দুষ্কৃতাত্মনাম্॥ ৪১
ভজ বিষ্ণুং পরং নিত্যং স্মর নারায়ণং প্রভুম্। পরাপবাদং পৈশুন্যং কদাচিদপি মা কৃথাঃ ৪১
পরোপকারনিরতঃ সদা ভব মহামতে। হরিপূজাপরশ্চৈব ত্যজ মূর্খসমাগমম্॥ ৪৩
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ মোহঞ্চ মদমৎসরৌ। পরিত্যজ্যাত্মবল্লোকং মত্বা শান্তিং গমিষ্যসি॥৪

অসূয়াং পরনিন্দাঞ্চ কদাচিদপি মা কৃথাঃ। দম্ভাচারমহঙ্কারং নৈষ্ঠুর্য্যঞ্চ পরিত্যজ ॥ ৪৫
দয়াং কুরুষ্ব ভূতেষু শুশ্রূষাঞ্চ তথা সতাম্। ত্বয়া কৃতাংশ্চ ধর্ম্মান্ বৈ যথার্থং বদ পৃচ্ছতাম্ ॥৪৬
অনাচারপরান্ দৃষ্ট্বা নোপেক্ষাং কুরু শক্তিতঃ। পূজয়স্বাতিথীন্ নিত্যং স্বমবেবাধিরোধতঃ ॥
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্ব্বাপি দূর্ব্বাভিঃ পল্লবৈস্তথা। পূজয়স্ব জগন্নাথং নারায়ণমকামতঃ ॥ ৪৮
দেবানৃষীন্ পিতৄংশ্চৈব তর্পয়স্ব যথাবিধি। অগ্নেশ্চ বিধিবদ্বিপ্র পরিচর্য্যাপরো ভব ॥ ৪৯
দেবতায়তনে নিত্যং সম্মার্জ্জনপরো ভব। তথোপলেপনঞ্চৈব কুরুষ্ব সুসমাহিতঃ ॥ ৫০
শীর্ণস্ফুটিতসন্ধানং কুরু দেবগৃহে সদা। মার্গশোভাঞ্চ দীপঞ্চ বিষ্ণোরায়তনে কুরু ॥ ৫১
কন্দমূলফলৈর্ব্বাপি সদা পূজয় মাধবম্। প্রদক্ষিণনমস্কারৈঃ স্তোত্রাণাং পঠনৈস্তথা ॥ ৫২
পুরাণশ্রবণঞ্চৈব পুরাণপঠনং তথা। বেদান্তপঠনঞ্চৈব কুরুষ্ব প্রত্যহং দ্বিজ ॥ ৫৩
এবং স্থিতে তব জ্ঞানং ভবিষ্যত্যুত্তমোত্তমম্। জ্ঞানাৎসমস্তপাপানাং মোক্ষমাহুর্বিপশ্চিতঃ ॥

সূত উবাচ।

এবং প্রবোধিতস্তেন দেবমালির্মহামতিঃ। তদা জ্ঞানরতো নিত্যং জ্ঞানলেশমবাপ্তবান্ ॥ ৫৫
দেবমালিঃ কদাচিৎ তু জ্ঞানলেশপ্রচোদিতঃ। কোঽহং মম ক্রিয়া কেতি স্বয়মেবাবিচারয়ৎ ৫৬
মম জন্ম কথং জাতং রূপং কীদৃগ্বিধং মম। এবং বিচারয়ামাস অহমেকোঽথবা বহু ॥ ৫৭
অনিশ্চিতমতিঃ সদ্যো দেবমালির্দ্বিজোত্তমঃ। পুনর্জানন্তিমাগত্য প্রণম্য সমুবাচ হ ॥ ৫৮

দেবমালিরুবাচ।

মম চিত্তমতিভ্রান্তং গুরো ব্রহ্মবিদাং বর। কোঽহং মম ক্রিয়া কা বা মম জন্ম কথং বদ ॥৫৯

জানন্তিরুবাচ।

সত্যমাহ মহাভাগ চিত্তং ভ্রান্তং সুনিশ্চিতম্। অবিদ্যানিলয়ং চিত্তং কথং সদ্ভাবমেষ্যতি ॥৬০
মমেতি গদিতং যত্তু তদপি ভ্রান্তিরিষ্যতে। অহঙ্কারো মনোধর্ম্ম আত্মনো ন হি পণ্ডিত ॥৬১
পুনশ্চৈকোঽহমিত্যুক্তং দেবমালে ত্বয়া মুনে। নামজাত্যাদিশূন্যস্য কথং নাম করোম্যহম্ ৬২
অপরিচ্ছিন্নভাবস্য নির্গুণস্য পরাত্মনঃ। নীরূপস্যাপ্রমেয়স্য কথং রূপাদি কথ্যতে ॥ ৬৩
পরংজ্যোতিঃস্বরূপস্য কথং নাম করোম্যহম্। অপরিচ্ছিন্নভাবস্য কথ্যতে বা কথং ক্রিয়া ॥৬৪
স্বপ্রকাশাত্মনো বিপ্র নিত্যস্য পরমাত্মনঃ। অনন্তস্যাক্রিয়াখ্যস্য কথং জন্ম চ কথ্যতে ॥ ৬৫
জ্ঞানস্য বেদ্যমজরং পরংব্রহ্ম সনাতনম্। পরিপূর্ণসদানন্দং তস্মাৎ তং ভজ হে দ্বিজ ॥ ৬৬
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থজ্ঞানং মোক্ষস্য সাধনম্। জ্ঞানে চানাহতে সিদ্ধে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ম্ভবেৎ ॥৬৭
এবম্প্রবোধিতস্তেন দেবমালির্মুনীশ্বরাঃ। মুমোচ পশ্যন্নাত্মানমাত্মন্যেবাচ্যুতং প্রভুম্ ॥ ৬৮
উপাধিবর্জ্জিতং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশং নিরঞ্জনম্। অহমেবেতি নিশ্চিত্য পরাং শান্তিমবাপ্তবান্ ॥৬৯
ততশ্চ ব্যবহারার্থং দেবমালির্মুনীশ্বরম্। গুরুং প্রণম্য জানন্তিং সদা ধ্যানপরোঽভবৎ ॥ ৭০
গতে বহুতিথে কালে দেবমালির্মহামতিঃ। বারাণসীং পুরীং প্রাপ্য পরং মোক্ষমবাপ্তবান্ ॥
য ইমং পঠতেঽধ্যায়ং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ। স্বকর্ম্মপাশবিচ্ছেদং সম্প্রাপ্য সুখমশ্নুতে ॥ ৭২

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে বিষ্ণুমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

দেবমালেঃ সুতৌ প্রোক্তৌ যাবুভৌ মুনিসত্তমাঃ । যজ্ঞমালিঃ সুমালীতি তয়োঃ কর্ম্মাধুনোচ্যতে
তয়োরাদ্যো যজ্ঞমালির্বিভেদ পিতৃসঞ্চিতম্ । ধনং দ্বিধা কনিষ্ঠস্য ভাগমেকং দদৌ তদা ॥ ২
সুমালী তদ্ধনং সর্ব্বং ব্যসনাভিরতস্তদা । অসজ্জনাদিভিশ্চৈব নাশয়ামাস ভো দ্বিজাঃ ॥ ৩
গীতবাদ্যরতো নিত্যং মদ্যপানরতোঽভবৎ । বেশ্যাবিভ্রমলুব্ধোঽসৌ পরদাররতোঽভবৎ ॥ ৪
তস্মিন্ নাশে সমায়াতে হিরণ্যে পিতৃসঞ্চিতে । অপহৃত্য পরদ্রব্যং বারস্ত্রীনিরতোঽভবৎ ॥ ৫
দৃষ্ট্বা সুমালিনঃ শীলং যজ্ঞমালির্মহামতিঃ । বভূব দুঃখিতো গাঢ়মনুজঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৬
অলমত্যন্তকষ্টেন বৃত্তেনাস্য মৎকুলে । ত্বমেক এব দুষ্টাত্মা মহাপাপরতোঽভবঃ ॥ ৭
এবং নিবারয়ন্তং স বহুশো ভ্রাতরং ততঃ । হনিষ্যামীতি নিশ্চিত্য খড়্গহস্তঃ কচেঽগ্রহীৎ ॥ ৮
ততো হাহারবো জজ্ঞে নগরে মুনিসত্তমাঃ । ববন্ধুর্নাগরাশ্চৈনং কুপিতাস্তে সুমালিনম্ ॥ ৯
যজ্ঞমালিরমেয়াত্মা পৌরান্ সম্প্রার্থ্য দুঃখিতঃ । বন্ধনান্মোচয়ামাস ভ্রাতৃস্নেহবিমোহিতঃ ॥১০
যজ্ঞমালিঃ পুনশ্চাপি বিভেদে স্বধনং দ্বিধা । আদদে স্বয়মর্দ্ধঞ্চ দদাবর্দ্ধং কনীয়সে ॥ ১১
সুমালী হৃতিমূঢ়াত্মা তদ্ধনেনাপি সত্তমাঃ । পূর্ব্বৈঃ পাষণ্ডচাণ্ডালৈর্বুভুজে চ মদোদ্ধতঃ ॥ ১২
অসত্তামুপভোগায় দুর্জ্জনানাং বিভূতয়ঃ । পিচুমর্দ্দঃ ফলাঢ্যোঽপি কাকৈরেবেহ ভুজ্যতে ॥১৩
লীলয়া দত্তং ধনং প্রাপ্য সুমালী মত্ততাং গতঃ । শর্করাসহিতং দুগ্ধং পীত্বেব পবনাশনঃ ॥ ১৪
সুমালী হৃতিমূঢ়াত্মা চাণ্ডালত্বমুপাগতঃ । মদ্যপানপ্রমত্তশ্চ গোমাংসাদীন্যভক্ষয়ৎ ॥ ১৫
ত্যক্তো বন্ধুজনৈঃ সর্ব্বৈশ্চাণ্ডালস্ত্রীসমন্বিতঃ । রাজ্ঞাপি বাধিতশ্চাপি প্রপেদে নির্জ্জনং বনম্
যজ্ঞমালিঃ সুধীবিপ্রঃ সদা ধর্ম্মরতোঽভবৎ । অবারিতং দদাবন্নং সৎসঙ্গগতকল্মষঃ ॥ ১৭
পিত্রা কৃতানি সর্ব্বাণি তড়াগাদীনি সত্তমাঃ । অপালয়দ্ যজ্ঞমালিঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১৮
বিশ্রাণিতং ধনং সর্ব্বং যজ্ঞমালের্মহাত্মনঃ । সৎপাত্রদাননিষ্ঠস্য ধর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তিনঃ ॥ ১৯
অতো সদুপভোগায় সজ্জনানাং বিভূতয়ঃ । কল্পবৃক্ষফলং সর্ব্বমমরৈরেব ভুজ্যতে ॥ ২০
ধনং বিশ্রাণ্য ধর্ম্মার্থং যজ্ঞমালির্মহামতিঃ । নিত্যং বিষ্ণুগৃহে সম্যক্ পরিচর্য্যাপরোঽভবৎ ।
কালেন গচ্ছতা তৌ তু বৃদ্ধভাবমুপাগতৌ । যজ্ঞমালিঃ সুমালী চ এককালমৃতৌ দ্বিজাঃ ॥ ২২
হরিপূজারতস্যাস্য যজ্ঞমালের্মহাত্মনঃ । হরিঃ সম্প্রেষয়ামাস বিমানশতমুত্তমম্ ॥ ২৩
দিব্যং বিমানমারুহ্য যজ্ঞমালির্মহামতিঃ । পূজ্যমানঃ সুরগণৈঃ স্তূয়মানো মুনীশ্বরৈঃ ॥ ২৪
গন্ধর্ব্বৈর্গীয়মানশ্চ অপ্সরোভিশ্চ সেবিতঃ । কামধেন্বাকৃষ্যমাণশ্চিত্রাভরণভূষিতঃ ॥ ২৫
কোমলৈস্তুলসীমালৈর্ভূষিতস্তেজসাং নিধিঃ । গচ্ছন্ বিষ্ণুপুরং তূর্ণমনুজং পথি দৃষ্টবান্ ॥ ২৬
তাড্যমানং যমভটৈঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাপরিপীড়িতম্ । প্রেতভূতং বিবস্ত্রঞ্চ দৃষ্টবান্ পাশবেষ্টিতম্ ॥ ২৭
ইতস্ততঃ প্রধাবন্তং বিলপন্তং স্বকর্ম্ম চ । ক্রোশন্তঞ্চ রুদন্তঞ্চ ব্রজন্তং পথি দৃষ্টবান্ ॥ ২৮
যজ্ঞমালির্দয়াযুক্তো হরিদূতান্ সমাগতান্ । কোঽয়ং ভটৈর্বাধ্যমান ইত্যপৃচ্ছৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥২৯
অথ তে হরিদূতাস্তং যজ্ঞমালিং মহৌজসম্ । অসৌ সুমালী ভ্রাতা তে পাপাত্মা ইত্যবোধয়ন্
যজ্ঞমালিঃ সমাকর্ণ্য ব্যাখ্যাতং বিষ্ণুকিঙ্করৈঃ । মনসা দুঃখমাপন্নঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ চাপি তান্ ॥৩০

কথমস্য ভবেন্মোক্ষো হ্যর্জ্জিতৈঃ পাপসঞ্চিতৈঃ। তদুপায়ং বদধ্বং মে শীঘ্রং যূয়ং হি বান্ধবাঃ
সথ্যং সাপ্তপদীনং স্যাদিত্যাহুর্ধর্ম্মকোবিদাঃ। তস্মান্মে বান্ধবা যূয়মপ্রার্থিতসমাগতাঃ ॥ ৩৩
যজ্ঞমালের্বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণুদূতো দয়াপরঃ। পুনঃ স্মিতমুখো ভূত্বা যজ্ঞমালিং হরিপ্রিয়ম্ ॥ ৩৪

বিষ্ণুদূত উবাচ।

যজ্ঞমালে মহাভাগ নারায়ণপরায়ণ। উপায়ং তব বক্ষ্যামি শৃণুষ্ব বদতো মম ॥ ৩৫
কৃতস্তু সুমহৎ কর্ম্ম ত্বয়া প্রাক্তনজন্মনি। প্রবক্ষ্যামি সমাসেন শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ ॥ ৩৬
পুরা ত্বং বৈশ্যজাতীয়ো নাম্না বিশ্বম্ভরঃ স্মৃতঃ। ত্বয়া কৃতানি পাপানি মহান্ত্যগণিতানি বৈ।
স্বকর্ম্মকামনাহীনো মাতাপিত্রোস্তথোজ্ঝকঃ। একদা বন্ধুভিস্ত্যক্তঃ শোকসন্তাপপীড়িতঃ।
ক্ষুধাগ্নিনাপি সন্তপ্তঃ প্রাপ্তবান্ হরিমন্দিরম্ ॥ ৩৮
তত্র বৃষ্টিসমুদ্ভূতং কর্দ্দমং হাতুমিচ্ছতা। নিবারিতস্ত্বয়া সোঽপি উপলেপনতাং গতঃ ॥ ৩৯
উপোষিতশ্চ তদ্রাত্রৌ তস্মিন্ দেবালয়ে দ্বিজাঃ। সর্পেণ দংশিতস্তত্র প্রাপ্তঃ পঞ্চত্বমাগতঃ ॥৪০
তেন পুণ্যপ্রভাবেণ উপলেপনজেন তে। বিপ্রজন্ম চ তত্রাপি হরিভক্তিরচঞ্চলা ॥ ৪১
কল্পকোটিশতং সাগ্রং নির্বিশ্য হরিসন্নিধৌ। তত্রৈব জ্ঞানমাসাদ্য পরং মোক্ষং গমিষ্যসি ॥৪২
অনুজং পাতকিশ্রেষ্ঠং যং তু মোক্তুমিহেচ্ছসি। উপায়ং তত্র বক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে ॥৪৩
গোচর্ম্মমাত্রভূমেস্তু উপলেপনজং ফলম্। দত্ত্বোদ্ধর মহাভাগ তস্মাৎ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৪৪
এবমুক্তস্ততস্তেন যজ্ঞমালির্মহামতিঃ। দেবদূতোক্তমাত্রস্তু দদৌ তস্মৈ ফলং তদা ॥ ৪৫
বিনষ্টমভবৎ তস্য পাপজালং মুনীশ্বরাঃ। যমাজ্ঞাকারিণঃ সর্ব্বে তং বিমুচ্য প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৪৬
বিমানমাগতং সদ্যঃ সর্ব্বভোগসমন্বিতম্। সমারুহ্য সুমালী চ মুমুদে দেববৎ তদা ॥ ৪৭
তাবুভৌ ভ্রাতরৌ বিপ্রা দেবদুন্দুভিসংস্তুতৌ। অবাপতুর্মহাপ্রীতিং সমালিঙ্গ্য পরস্পরম্ ॥ ৪৮
যজ্ঞমালিঃ সুমালী চ স্তূয়মানৌ মহর্ষিভিঃ। গীয়মানৌ চ গন্ধর্ব্বৈর্বিষ্ণুলোকমুপাগতৌ ॥ ৪৯
অবাপ হরিসারূপ্যং সুমালী দ্বিজসত্তমাঃ। যজ্ঞমালিশ্চ ধর্ম্মাত্মা হরিসারূপ্যতামগাৎ ॥ ৫০
ভুক্ত্বা ভোগাংশ্চিরং তত্র যজ্ঞমালির্মহামতিঃ। তত্রৈব জ্ঞানসম্পন্নঃ পরং মোক্ষমুপাগতঃ ॥৫১
সুমালী চ মহাভাগো বিষ্ণুলোকে যুগাযুতম্। স্থিত্বা ভূমিং পুনঃ প্রাপ্য ভূয়োবিপ্রত্বমাগতঃ ॥৫২
যজ্ঞানিয়াজ তত্রৈব মোক্ষার্থং বিষ্ণুতৎপরঃ। সমস্তব্রতদানানি ধর্ম্মাংশ্চ কৃতবাংস্তথা ॥ ৫৩
হরিপূজাপরো নিত্যং হরিনামপরায়ণঃ। ব্যাহরন্ হরিনামানি প্রপেদে জাহ্নবীতটম্ ॥ ৫৪
তত্র স্নাতশ্চ গঙ্গায়ামিষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং প্রভুম্। অবাপ পরমং স্থানং যোগিনামপি দুর্ল্লভম্ ॥ ৫৫
অতিশুদ্ধকুলে জাতো গুণবান্ বেদপারগঃ। সর্ব্বসম্পৎসমাযুক্তো হরিপূজাপরায়ণঃ ॥ ৫৬
উপলেপনমাহাত্ম্যং কথিতং বো মুনীশ্বরাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজয়ধ্বং জনার্দ্দনম্ ॥ ৫৭
ন তেষাং নরকং বিপ্রা যে প্রপন্না জনার্দ্দনম্। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সম্পূজ্যো জগতাং পতিঃ
অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎ পূজাং প্রকুর্ব্বতে। ন তেষাং ভববন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে ॥৫৯
হরিপূজারতান্ যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ। তং পূজয়ন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ৬০
হরিভক্তিপরাণান্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥ ৬১
হরিপূজাপরাণান্তু হরিনামরতাত্মনাম্। শুশ্রূষানিরতা যান্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্ ॥৬২

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে হরিভক্তিমাহাত্ম্যে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ভূয়ঃ শৃণুত বিপ্রেন্দ্রা মাহাত্ম্যং কমলাপতেঃ। কস্য নো জায়তে প্রীতিঃ শ্রোতুং হরিকথামৃতম্
নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাম্। একমেব হরের্নাম সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ২
সকৃদ্বা ন নমেদ্যস্তু বিষ্ণবে কর্ম্মহারিণে। শবোপমং তং জানীয়াৎ কদাচিদপি নালপেৎ॥ ৩
হরিপূজাবিহীনস্তু যস্য বেশ্ম দ্বিজোত্তমাঃ। শ্মশানসদৃশং বিদ্যান্ন কদাচিদ্বিশেচ্চ তৎ॥ ৪
হরিপূজাবিহীনাশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথা। দ্বিজগোদ্বেষিণশ্চৈব রাক্ষসাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৫
যো বা কো বাপি বিপ্রেন্দ্রাঃ বিপ্রদ্বেষপরায়ণঃ। যদার্চ্চয়তি গোবিন্দং সা পূজা বিফলাভবেৎ॥
অন্যশ্রেয়োবিঘাতার্থং যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনম্। সা পূজা সুমহাভাগাঃ পূজকানাঞ্চ হন্তি বৈ ৭
হরিপূজাপরো যস্তু যদি পাপং করোতি বৈ। তমেব বিষ্ণুদ্বেষ্টারং প্রাহুস্তত্ত্বার্থকোবিদাঃ॥ ৮
যে বিষ্ণুনিরতাঃ শান্তা লোকানুগ্রহতৎপরাঃ। সর্ব্বভূতদয়াযুক্তো বিষ্ণুরূপা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৯
কোটিজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্বিষ্ণুভক্তিঃ প্রজায়তে। দৃঢ়ভক্তিমতাং বিষ্ণৌ পাপবুদ্ধিঃ কথং ভবেৎ
জন্মকোট্যর্জ্জিতং পাপং হরিপূজারতাত্মনাম্। ক্ষীণং যাতি ক্ষণাদেবা তেষাং স্যাৎপাপধীঃকথম্
বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। চাণ্ডালা অপি বৈ পূজ্যা হরিভক্তিপরায়ণাঃ১২
নরাণাং বিষয়ান্ধানাং সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী। হরিসেবেতি বিখ্যাতা ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী॥ ১৩
সঙ্গান্মোহাৎ তথা লোভাদজ্ঞানদ্বাপি যো নরঃ। বিষ্ণোরুপাসনং কুর্য্যাৎসোঽক্ষয়ং স্বর্গমশ্নুতে
হরিপাদোদকং যস্তু কণমাত্রন্তু ধারয়েৎ। স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু বিষ্ণোঃ প্রিয়তরো ভবেৎ॥১৫
অকালমৃত্যুশমনং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্। সর্ব্বদুঃখোপশমনং হরিপাদোদকং শুভম্॥ ১৬
নারায়ণপরং ধাম জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্। যে প্রপন্না মহাত্মানস্তেষাং মুক্তির্হি শাশ্বতী॥

সূত উবাচ।

আসীৎ পুরা কৃতযুগে কণিকো নাম লুব্ধকঃ। পরদারপরস্বাপহরণে সততোদ্যতঃ॥ ১৮
পরনিন্দাপরো নিত্যং জন্তুপীড়ারতঃ সদা। হতবান্ ব্রাহ্মণান্ গাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৯
দেবস্বহরণে নিত্যং পরস্বহরণে তথা। উদ্যুক্তো বর্ব্বরো বিপ্রাঃ কীনাশানামধীশ্বরঃ॥২০
তেন পাপান্যনেকানি কৃতানি সুমহান্তি চ। ন তেষাং শক্যতে বক্তুং সংখ্যা বৎসরকোটিভিঃ
স কদাচিন্মহাপাপো জনানামন্তকোপমঃ। সৌচীররাজ্যং নগরং সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতম্॥ ২২
যোষিদ্ভির্ভূষিতাভিশ্চ সরোভির্নির্ম্মলোদকৈঃ। অলঙ্কৃতং বিপণিভির্যযৌ দেবপুরোপমম্॥২৩
তস্যোপবনমধ্যস্থং রম্যং কেশবমন্দিরম্। ছাদিতং হেমকলসৈর্দৃষ্ট্বা ব্যাধো মুদং যযৌ॥ ২৪
হরামাত্র সুবর্ণানি বহুনি চ বিনিশ্চিতঃ। জগাম বিষ্ণুভবনং কীনাশশ্চার্থলোলুপঃ॥ ২৫
তত্রাপশ্যদ্দ্বিজবরং শান্তং তত্ত্বার্থকোবিদম্। পরিচর্য্যাপরং বিষ্ণোরুতঙ্কং তপসাং নিধিম্॥২৬
একাকিনং দয়াযুক্তং নিঃস্পৃহং ধ্যানলোলুপম্। দৃষ্ট্বাসৌ লুব্ধকোমেনে তং চৌর্য্যস্যান্তরায়িক
দেবস্য দ্রব্যজাতন্তু সমাদাতুমনা নিশি। উতঙ্কং হন্তুমারেভে বিধৃতাসির্মদোদ্ধতঃ॥ ২৮
পাদেনাক্রম্য তদ্বক্ষো নিগৃহ্য পাণিনা কচম্। এবং কৃতমতিং তস্য উতঙ্কঃ প্রেক্ষ্য চাব্রবীৎ॥ ২৯

ভো ভোঃ সাধো বৃথা মাং ত্বং হনিষ্যসি নিরাগসম্। ময়া কিমপরাধং তে কৃতং তদ্বদ লুব্ধক
কৃতাপরাধিনো লোকে শিক্ষাং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ। ন হিংসন্তি বৃথা সৌম্য সজ্জনা অপি পাপিনম্
বিরোধিষ্বপি মূর্খেষু নিরীক্ষ্যাবস্থিতান্ গুণান্। বিরোধং নাপি গচ্ছন্তি সজ্জনাঃ শান্তচেতসঃ ॥
বহুধা বাধ্যমানোঽপি যো নরঃ ক্ষময়ান্বিতঃ। তমুত্তমং নরং প্রাহুর্বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং তথা ॥৩৩
সুজনো ন যাতি বৈরং পরহিতবুদ্ধির্বিনাশকালেঽপি। ছেদেঽপি চন্দনতরুঃ সুরভয়তি মুখং কুঠারস্য
অহো বিধির্ব্বলবান্ বাধতে বহুধা জনান্। সর্ব্বসঙ্গবিহীনোঽপি বাধ্যতে চ দুরাত্মনা ॥৩৫
অহো নিষ্কারণং লোকে বাধন্তে পিশুনা জনান্। তত্রাপি সাধূন্ বাধন্তে ন সমানান্ কথঞ্চন ॥
মৃগমীনসজ্জনানাং তৃণজলসন্তোষবিহিতবৃত্তীনাম্। লুব্ধকধীবরপিশুনা নিষ্কারণবৈরিণো জগতি
অহো বলবতী মায়া মোহয়ত্যখিলং জগৎ। পুত্রমিত্রকলত্রার্থং সর্ব্বদুঃখে নিয়োজতি ॥ ৩৮
পরদ্রব্যাপহারেণ কলত্রং পোষিতঞ্চ যৈঃ। অন্তে তৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য এক এব প্রয়াতি বৈ ॥৩৯
মম মাতা মম পিতা মম ভার্য্যা মমাত্মজঃ। মমেদমিতি জন্তূনাং মমতা বাধতে বৃথা ॥ ৪০
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সহৈবাস্তামিহামুত্র ন চাপরঃ। যাবদর্জ্জয়তি দ্রব্যং তাবদেব হি বান্ধবাঃ ॥ ৪১
ধর্ম্মাধর্ম্মার্জ্জিতৈর্দ্রব্যৈঃ পোষিতা যেন যে নরাঃ। মৃতমগ্নিমুখে হুত্বা মৃতান্নং ভুঞ্জতে হি তে ॥৪২
গচ্ছন্তং পরলোকঞ্চ নরং তং হ্যনুতিষ্ঠতঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন চ ধনং ন পুত্রা ন চ বান্ধবাঃ ॥ ৪৩
কামঃ সমৃদ্ধিমায়াতি নরাণাং পাপকর্ম্মণাম্। বৃথায়ং বাধতে লোকো ধনাদীনামুপার্জ্জনে ॥
সদ্ভাবি তদ্ভবত্যেব নৈতজ্জানন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৪
পাদেনৈকেন বক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। ভবিতব্যং ভবত্যেবতচ্চ লোকো ন বুধ্যতে ॥
যদ্ভাব্যং তদ্ভবত্যেব যদভাব্যং ন তদ্ভবেৎ। ইতি নিশ্চিতবুদ্ধীনাং ন চিন্তা বাধতে ক্বচিৎ ৪৬
দৈবাধীনমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। তস্মাজ্জন্ম চ মৃত্যুঞ্চ দৈবং জানাতি নাপরঃ ॥ ৪৭
যত্র কুত্র স্থিতস্যাপি যদ্ভাব্যং তদ্ভবেদ্ধ্রুবম্। লোকস্তু তদবিজ্ঞায় বৃথায়াসসমাকুলঃ ॥ ৪৮
অহো দুঃখং মনুষ্যাণাং মমতাকুলচেতসাম্। মহাপাপানি কৃত্বাপি পরান্ পুষ্যন্তি যত্নতঃ ॥
অর্জ্জিতঞ্চ ধনং সর্ব্বং ভুঞ্জতে বান্ধবাঃ সমম্। স্বয়মেকো নাম মূঢ়স্তৎপাপফলমশ্নুতে ॥ ৫০
ইতি ব্রুবাণং তমৃষিং বিমুচ্য ভয়বিহ্বলঃ। কনিকঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ ক্ষমস্বেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৫১
তৎসংসর্গপ্রভাবেণ হরিসন্নিধিমাত্রতঃ। গতপাপো লুব্ধকশ্চ অনুতাপীদমব্রবীৎ ॥ ৫২

কনিক উবাচ।

ময়া কৃতানি পাপানি মহান্তি সুবহূনি চ। তানি সর্ব্বাণি নষ্টানি বিপ্রেন্দ্র তব দর্শনাৎ ॥ ৫৩
অহোঽহং পাপধীর্নিত্যং মহাপাপং সমাচরম্। কথং মে নিষ্কৃতির্ভূয়াৎ কং যামি শরণং বিভো
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতৈঃ পাপৈর্লুব্ধকত্বমবাপ্তবান্। তত্রাপি পাপজালানি কৃত্বা কাং গতিমাপ্নুয়াম্॥৫৫

অহো মমায়ুঃ ক্ষয়মেতি শীঘ্রং পাপান্যনেকানি সমর্জ্জিতানি।
প্রতিক্রিয়া নৈব কৃতা ময়ৈষাং গতিশ্চ কা স্যান্মম জন্ম কিং বা ॥ ৫৬
অহো বিধিঃ পাপশতাকুলং মাং কিং সৃষ্টবান্ ভারকরঞ্চ মহ্যাঃ।
কথং নু তৎপাপফলানি ভোক্ষ্যে কিয়ৎস্বহং জন্মস্বহমুগ্রকর্ম্মা ॥ ৫৭

এবং বিনিন্দ্য চাত্মানমাত্মনা লুব্ধকস্তদা। অনুতাপাভিসন্তপ্তঃ সদ্যঃ পঞ্চত্বমাগতঃ ॥ ৫৮
উত্তঙ্কঃ পতিতং প্রেক্ষ্য লুব্ধকং তং দয়াপরঃ। বিষ্ণুপাদোদকেনৈনমভ্যষিঞ্চন্মহামতিঃ ॥ ৫৯

হরিপাদোদকস্পর্শাদ্ গুলিকো বীতকল্মষঃ। দিব্যং বিমানমারুহ্য মুনিমেনমথাব্রবীৎ ॥ ৬০

গুলিক উবাচ।

উত্তঙ্ক মুনিশার্দ্দূল গুরুস্ত্বং মম সুব্রত। বিমুক্তস্ত্বৎপ্রসাদেন মহাপাতকবন্ধনাৎ ॥ ৬১
জাতস্ত্বদুপদেশান্মে সন্তাপো মুনিপুঙ্গব। তেন মে পাপজালানি বিনষ্টানি মহামতে ॥ ৬২
হরিপাদোদকং যস্মান্ময়ি ত্বং সিক্তবানসি। প্রাপিতোঽস্মি ত্বয়া তস্মাত্তদ্বিষ্ণোঃ পরংপদম্ ॥
ত্বয়াহং কৃতকৃত্যোঽস্মি গুরুস্ত্বং মম সুব্রত। তস্মান্নতোঽস্মি তে বিদ্বন্ যৎ কৃতং তৎ ক্ষমস্ব মে
ইত্যুক্ত্বা দেবকুসুমৈর্মুনিশ্রেষ্ঠমবাকিরৎ। প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা নমস্কারং চকার সঃ ॥ ৬৫
ততো বিমানমারুহ্য সর্বকামসমন্বিতম্। অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণং প্রপেদে হরিমন্দিরম্ ॥ ৬৬
এতদ্দৃষ্ট্বা বিস্মিতোঽভূদুত্তঙ্কস্তপসাং নিধিঃ। শিরস্যঞ্জলিমাধায় অস্তৌষীৎ কমলাপতিম্ ॥৬৭
তেন স্তুতো মহাবিষ্ণুর্দত্তবান্ বরমুত্তমম্। বরেণ তেনোত্তঙ্কোঽপি প্রপেদে পরমং পদম্ ॥৬৮

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে হরিমাহাত্ম্যবর্ণনে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

কিং তৎস্তোত্রং মহাভাগ কথং তুষ্টো জনার্দ্দনঃ। উত্তঙ্কঃ পুণ্যঃ পুরুষঃ কীদৃশং লব্ধবান্ বরম্ ॥

সূত উবাচ।

উত্তঙ্কো নাম বিপ্রেন্দ্রো হরিধ্যানপরায়ণঃ। হরিপূজনসামর্থ্যং দৃষ্ট্বা তুষ্টাব ভক্তিতঃ ॥২

নমামি নারায়ণমাদিদেবং জগন্নিবাসং জগদন্তহেতুম্।
চক্রাসিশার্ঙ্গাব্জধরং মহান্তং স্মৃতার্ত্তিবিচ্ছেদকরং প্রসন্নম্ ॥ ৩
যন্নাভিজাব্জপ্রভবো বিধাতা সৃজত্যমুং লোকসমুচ্চয়ং যঃ।
যৎক্রোধজো রুদ্র ইমং সংহন্তি তমাদিনাথং প্রণতোঽস্মি বিষ্ণুম্ ॥ ৪
পদ্মাপতিং পদ্মদলায়তাক্ষং বিচিত্রবীর্য্যং নিখিলৈকহেতুম্।
বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং তেজোনিধিং বিষ্ণুপদং প্রপদ্যে ॥ ৫
আত্মা শ্রুতঃ সর্বগতোঽচ্যুতাখ্যো জ্ঞানাত্মকো জ্ঞানবিদাং বরিষ্ঠঃ।
নিত্যঃ প্রপন্নার্ত্তিহরঃ পরাত্মা দয়াম্বুধির্মে বরদঃ স্বরূপঃ ॥ ৬
যৎ স্থূলসূক্ষ্মাদিবিশেষভেদৈর্জ্জগৎসু বিস্তারিতমেতদীশ।
ত্বমেব তৎসর্ব্বমনন্তসার ত্বত্তঃ পরং নাস্তি পরাপরাত্মন্ ॥ ৭
অগোচরং যৎ তব সূক্ষ্মরূপং মায়াবিহীনং গুণজাতিহীনম্।
নিরঞ্জনং নির্ম্মলমপ্রমেয়ং পশ্যন্তি সন্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞম্ ॥ ৮
একেন হেম্নৈব বিভূষণানি জাতানি ভিন্নত্বমুপাধিভেদাৎ।
তথৈব সর্ব্বেশ্বর এক এব প্রদৃশ্যতে ভিন্ন ইবাখিলাত্মা ॥ ৯

যন্মায়য়া মোহিতমানসা যে পশ্যন্তি নাত্মানমপি প্রপন্নম্।
ত এব মায়াবিগতাস্তদৈব পশ্যন্তি সর্ব্বাত্মকমাত্মরূপম্ ॥ ১০

নির্গুণং পরমানন্দমমায়মজরং ধ্রুবম্। পরং জ্যোতিরনৌপম্যং বিষ্ণুসংজ্ঞং নমাম্যহম্ ॥ ১১
সমস্তমেতদ্ভুতং যতো যত্র প্রতিষ্ঠিতম্। যতশ্চৈতন্যমায়াতি যদ্রূপং তস্য বৈ নমঃ ॥ ১২
অপ্রমেয়মনাধারমাধারং জগতামপি। পরমানন্দচিন্মাত্রং বাসুদেবং নমাম্যহম্ । ১৩
হৃদ্গুহানিলয়ং দেবং যোগিভিঃ পরিসেবিতম্। যোগানামাদিভূতং তং নমামি প্রণবস্থিতম্ ॥
নাদাত্মকং নাদবীজং প্রণবং প্রণবাত্মকম্। সদ্ভবং সচ্চিদানন্দং বন্দে তং তিগ্মচক্রিণম্ ।১৫
অক্ষরং জগতাং সাক্ষিমবাঙ্মনসগোচরম্। নিরঞ্জনমনন্তাখ্যং বিশ্বরূপং নতোঽস্ম্যহম্ ॥ ১৬
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সত্ত্বং তেজো বলং ধৃতিঃ। বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেবচ ১৭
বিদ্যাবিদ্যাত্মকং প্রাহুর্যমীশং জগতাং পতিম্। পরাৎপরাত্মকং প্রাহুঃ পরাৎপরতরং তথা ১৮
অনাদিনিধনং শান্তং সর্ব্বধাতারমচ্যুতম্। যে প্রপন্না মহাত্মানস্তেষাং মুক্তির্হি শাশ্বতী ॥ ১৯

বরং বরেণ্যং বরদং পুরাণং সনাতনং সর্ব্বগতং প্রসন্নম্।
নতোঽস্মি ভূয়োঽপি নতোঽস্মি ভূয়ো নতোঽস্মি ভূয়োঽপি নতোঽস্মি ভূয়ঃ
যৎপাদতোয়ং ভবরোগবৈদ্যং যৎপাদপাংশুর্বিমলত্বসিদ্ধ্যৈ।
যন্নাম দুষ্কর্ম্মনিবারণীয়ং তমপ্রমেয়ং পুরুষং ভজামি ॥ ২১

সদ্রূপং তমসদ্রূপং সদসদ্রূপমব্যয়ম্। তত্তদ্বিলক্ষণং শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠাচ্ছ্রেষ্ঠতরং ভজে ॥ ২২
নিরঞ্জনং নিরাকারং পূর্ণমাকাশমধ্যগম্। পরং বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং হৃদম্বুজনিবাসিনম্ ॥ ২৩
অপ্রকাশমনির্দ্দেশ্যং মহতাং বা মহত্তরম্। অণোরণীয়াংসমজং সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৪
যন্নিত্যং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্। বিষ্ণুসংজ্ঞং জগদ্ধাম তমাস্মি শরণং গতঃ ॥ ২৫
যং ভজন্তি ক্রিয়ানিষ্ঠা যং পশ্যন্তি চ যোগিনঃ। পূজ্যাৎপূজ্যতরং শান্তং নতোঽস্মি শ্রীপতিং প্রভুম্
যন্ন পশ্যন্তি বিদ্বাংসো যত্তদ্রূপং তিষ্ঠতি। সর্ব্বব্যাপকং নিত্যং নতোঽস্মি বিভুমব্যয়ম্ ॥
অন্তঃকরণযোগাদ্ধি জীব ইত্যুচ্যতে চ যঃ। অবিদ্যাকার্য্যরহিতঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ২৮
সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বহেতুং সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদম্। বরং বরেণ্যমজরং প্রণতোঽস্মি পরাৎপরম্ ॥ ২৯

সর্ব্বজ্ঞাতং সর্ব্বগতং মহান্তং বেদান্তগং বেদবিদাং বরিষ্ঠম্।
তং বাঙ্মনোঽচিন্ত্যমনন্তশক্তিং জ্ঞানৈকবেদ্যং পুরুষং ভজামি ॥ ৩০
ইন্দ্রাগ্নিকালাসুরপাশিবায়ু-সোমেশমার্ত্তণ্ডপুরন্দরাদ্যৈঃ।
যঃ পাতি লোকান্ পরিপূর্ণভাবঃ তমপ্রমেয়ং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩১
সহস্রশীর্ষং সহস্রপাদং সহস্রবাহুং সহস্রনেত্রম্।
সমস্তযজ্ঞৈঃ পরিপূর্ণমাদ্যং নতোঽস্ম্যভীষ্টপ্রদমুগ্রবীর্য্যম্ ॥ ৩২
কালাত্মকং কালবিভাগহেতুং গুণত্রয়াতীতমজং গুণেশম্।
গুণপ্রিয়ং কামদমস্তসংজ্ঞমতীন্দ্রিয়ং বিশ্বভুজং বিতৃষ্ণম্ ॥ ৩৩
নিরীহমগ্র্যং মনসাপ্যগম্যং মনোময়ঞ্চান্নময়ং স্বরূপম্।
অবাঙ্ময়ং প্রাণময়ং ভজামি বিজ্ঞানভেদপ্রতিপন্নকল্পম্ ॥ ৩৪
ন যস্য রূপং ন বলং প্রভাবো ন যস্য কর্ম্মাণি ন যৎপ্রমাণম্।

জানন্তি দেবাঃ কমলোদ্ভবাদ্যাঃ স্তোষ্যামি নিত্যং কথমাত্মরূপম্ ॥ ৩৫
সংসারসিন্ধৌ পতিতং জড়ং মাং মোহাকুলং কামশতেন বদ্ধম্ ।
বিজ্ঞানভেদভ্রমিতাত্মবুদ্ধিং ত্রায়স্ব বিষ্ণো সততং নমস্তে ॥ ৩৬
লজ্জাবিহীনঞ্চ দয়াবিহীনং তুচ্ছং পরদ্রব্যপরায়ণং মাম্ ।
মমত্বপাশান্তরবস্থিতঞ্চ ত্রায়স্ব বিষ্ণো সততং নমোঽস্তু ॥ ৩৭
অকীর্ত্তিভাজং পিশুনং কৃতঘ্নং সদাশুচিং পাপরতং প্রমত্ন্যাম্ ।
দয়াম্বুধে ত্রাহি ভয়াকুলং মাং পুনঃপুনস্ত্বাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩৮
ইতি প্রসাদিতস্তেন দয়ালুঃ কমলাপতিঃ । প্রত্যক্ষতামগাৎ তস্য ভগবাংস্তেজসাং নিধিঃ ॥ ৩৯
অতসীপুষ্পসঙ্কাশং ফুল্লপঙ্কজলোচনম্ । কিরীটিনং কুণ্ডলিনং হারকেয়ূরভূষিতম্ ॥ ৪০
শ্রীবৎসকৌস্তুভধরং হেমযজ্ঞোপবীতিনম্ । নাসাগ্রন্যস্তমুক্তাভাবর্দ্ধমানতনুচ্ছবিম্ ॥ ৪১
পীতাম্বরধরং দেবং বনমালাবিভূষিতম্ । তুলসীকোমলদলৈরর্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং মহাদ্যুতিম্ ॥ ৪২
কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যৈশ্চ শোভিতং গরুড়ধ্বজম্ । দৃষ্ট্বা ননাম বিপ্রেন্দ্রো দণ্ডবৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥৪৩
ক্ষালয়ন্ চরণৌ বিষ্ণোস্তস্য হর্ষবারিভিঃ । মুরারে রক্ষ রক্ষেতি ব্যাহরন্ নান্যধীস্তদা ॥ ৪৪
তমুত্থাপ্য মহাবিষ্ণুরালিলিঙ্গে দয়াপরঃ । বরং বৃণীষ্ব বৎসেতি প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৪৫
অসাধ্যং নাস্তি কিঞ্চিৎ তে প্রসন্নে ময়ি সত্তম । বরং বরয় তস্মাৎ ত্বমিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥৪৬
ইতীরিতং সমাকর্ণ্য উতঙ্কশ্চক্রপাণিনা । পুনঃ প্রণম্য তং প্রাহ দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ৪৭
কিং মাং মোহয়সীশ ত্বং কিমন্যৈর্দেব মে বরৈঃ । ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়া মেঽস্তু জন্মজন্মান্তরেষ্বপি
কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু রক্ষঃপিশাচমনুজেষ্বপি যত্র তত্র ।
জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ ত্বয্যেব ভক্তিরচলাব্যভিচারিণী চ ॥ ৪৯
এবমস্ত্বিতি দেবেশঃ শঙ্খপ্রান্তেন তং স্পৃশন্ । দিব্যজ্ঞানং দদৌ তস্মৈ যোগিনামপি দুর্লভম্ ৫০
পুনঃ স্তুবন্তং বিপ্রেন্দ্রং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ । ইদমাহ স্মিতমুখো হস্তং তচ্ছিরসি ক্ষিপন্ ॥ ৫১
শ্রীভগবানুবাচ ।
আরাধয় ক্রিয়াযোগৈর্মাং সদা বিপ্রসত্তম । নরনারায়ণস্থানং ব্রজ মোক্ষো ভবিষ্যতি ॥ ৫২
ত্বয়া কৃতমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ । সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ
ইত্যুক্ত্বা মাধবো দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত । নরনারায়ণস্থানমুতঙ্কোঽপি সমাযযৌ ॥ ৫৪
তস্মাদ্ভক্তিঃ সদা কার্য্যা দেবদেবে জনার্দ্দনে । হরিভক্তিঃ পরা প্রোক্তা সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ৫৫
পূজয়ধ্বং মহাদেবং বিপ্রেন্দ্রা গরুড়ধ্বজম্ । পূজিতো নমিতো বাপি সংস্মৃতো বাপি মোক্ষদঃ
তস্মান্নারায়ণং দেবমনন্তমপরাজিতম্ । ইহামুত্র ফলপ্রেপ্সুঃ পূজয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৫৭
যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ । সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে হরিভক্তিমাহাত্ম্যে ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ভূয়ং শৃণুত বিপ্রেন্দ্রা মাহাত্ম্যং পরমেষ্ঠিনঃ। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং নারদেন প্রভাষিতম্ ॥ ১
অহো হরিকথা লোকে পাপঘ্নী পুণ্যদায়িনী। শৃণ্বতাং ব্রুবতাঞ্চৈব তদ্ভক্তানাং বিশেষতঃ ॥ ২
হরিভক্তিরসাস্বাদমুদিতা যে নরোত্তমাঃ। নমস্করোম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্ যতঃ ॥ ৩
হরিভক্তিপরা যে তু হরিনামপরায়ণাঃ। দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৪
সংসারসাগরং তর্ত্তুং য ইচ্ছেন্মুনিপুঙ্গবাঃ। স ভজেৎ পরমাত্মানং ভক্তাস্তে পাপহারিণঃ ॥ ৫
দৃষ্টঃ স্মৃতঃ পূজিতো বা ধ্যাতো বা নমিতোঽপি বা। সমুদ্ধরতি গোবিন্দো দুস্তরাদ্ভবসাগরাৎ
স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজংস্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চ চরংস্তথা। বদন্তি যে হরের্নাম তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥৭
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্। যস্মান্মুক্তিঃ করস্থৈব যোগিনামপি দুর্লভা ॥ ৮
আসীৎ পুরা মহীপালঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ। যজ্ঞধ্বজ ইতি খ্যাতো নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৯
বিষ্ণোর্দ্দেবালয়ে নিত্যং সম্মার্জ্জনপরায়ণঃ। দীপদানরতশ্চৈব সর্ব্বভূতদয়াপরঃ ॥ ১০
স কদাচিন্মহীপালো রেবাতীরে মনোরমে। বিচিত্রং কুশলোপেতং কৃতবান্ হরিমন্দিরম্ ॥১১
সোঽপি তত্রাভবদ্রাজা সদা সম্মার্জ্জনে রতঃ। দীপদানে চ বিপ্রেন্দ্রা বিশেষেণ হরিপ্রিয়ঃ ॥১২
হরিনামপরো নিত্যং হরিসংসক্তমানসঃ। হরিপ্রণামনিরতো হরিভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৩
বীতহোত্র ইতি খ্যাত আসীৎ তস্য পুরোহিতঃ। যজ্ঞধ্বজস্য চরিতং দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতঃ ॥ ১৪
কদাচিদুপবিষ্টং তং রাজানং বিষ্ণুতৎপরম্। অপৃচ্ছদ্বীতহোত্রস্তং বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১৫

বীতহোত্র উবাচ।

রাজন্ পরমধর্ম্মজ্ঞ হরিভক্তিপরায়ণ। বিষ্ণুভক্তিমতাং পুংসাং শ্রেষ্ঠোঽসি ভরতর্ষভ ॥ ১৬
সম্মার্জ্জনপরো নিত্যং দীপদানরতস্তথা। তন্মে বদ মহাভাগ ত্বয়া কিং বিদিতং ফলম্ ॥ ১৭
সম্পাদনে তু বর্ত্তীনাং তৈলসম্পাদনে তথা। উদ্যুক্তোঽসি মহাভাগ সদা সম্মার্জ্জনে রতঃ ॥
কর্ম্মাণ্যন্যানি সন্ত্যেব বিষ্ণোঃ প্রিয়তরাণি বৈ। তথাপি ত্বং মহাভাগ এতয়োঃ সততোদ্যতঃ
সর্ব্বাত্মনা মহাপুণ্যং জনেশ বিদিতং ত্বয়া। তদ্ব্রূহি মে সদাগুপ্তং প্রীতির্ময়ি তবাস্তি চেৎ ॥২০
পুরোধসৈবমুক্তস্তু প্রহসন্ রাজসত্তমঃ। বিনয়াবনতো ভূত্বা প্রোবাচেদং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২১

যজ্ঞধ্বজ উবাচ।

শৃণুষ্ব বিপ্রশার্দ্দূল মমৈব চরিতং পুরা। জাতিস্মরত্বাজ্জানামি শ্রোতৄণাং বিস্ময়প্রদম্ ॥ ২২
আসীৎ পুরা কৃতযুগে ব্রহ্মন্ স্বারোচিষেঽন্তরে। রৈবতো নাম বিপ্রেন্দ্রো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥
অযাজ্যযাজকশ্চৈব সদৈব গ্রামযাজকঃ। পিশুনো নিষ্ঠুরশ্চৈব অপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ী ॥ ২৪
নিষিদ্ধকর্ম্মাচরণঃ পরিত্যক্তঃ স্ববন্ধুভিঃ। দরিদ্রো দুঃখিতশ্চৈব দুঃশীলো ব্যাধিতোঽভবৎ ॥২৫
স কদাচিদ্ধনার্থন্তু পৃথিব্যাং পর্য্যটন্ দ্বিজঃ। মমার নর্ম্মদাতীরে কাসশ্বাসপ্রপীড়িতঃ ॥ ২৬
তস্মিন্ মৃতে তস্য ভার্য্যা নাম্না বন্ধুমতী তদা। কামাচাররতা নিত্যং পরিত্যক্তা স্ববন্ধুভিঃ ॥২৭
তস্যাং জাতোঽস্মি চাণ্ডালো দণ্ডকেতুরিতি স্মৃতঃ। মহাপাপরতো নিত্যং নিন্দকঃ পিশুনস্তথা
পরদারপরদ্রব্যলোলুপো জন্তুহিংসকঃ। গাবশ্চ বিপ্রা বহবো নিহতা মৃগপক্ষিণঃ ॥ ২৯

মেরুতুল্যাসুবর্ণানি বহুশ্লপহৃতানি চ। মদ্যপানরতো নিত্যং ব্রহ্মদ্বেষরতস্তথা॥ ৩০
এবং পাপরতো নিত্যং বহুশো মার্গরোধকৃৎ। পশুপক্ষিমৃগাদীনাং জন্তূনামন্তকোপমঃ॥ ৩১
স কদাচিৎ কামতপ্তো রক্তকামঃ পরস্ত্রিয়ম্। শূন্যং পূজাদিভির্বিষ্ণোর্মন্দিরং প্রাপ্তবান্ নিশি॥
তত্রৈবাত্মোপভোগার্থং শয়িতুং তেন কামিনা। স্ববস্ত্রপ্রান্ততো ব্রহ্মন্ কিয়দ্দেশঃ প্রমার্জ্জিতঃ॥
যাবন্তঃ পাংশুকণিকাস্তেন সম্মার্জ্জিতস্তদা। তাবজ্জন্মকৃতং পাপং তদৈব ক্ষয়মাগতম্॥ ৩৪
প্রদীপঃ স্থাপিতং তত্র রমণার্থং দ্বিজোত্তম। তেনাপি মম দুষ্কর্ম্ম নিঃশেষং ক্ষয়মাগতম্॥ ৩৫
এবং স্থিতে বিষ্ণুগৃহে আগতাঃ পুরপালকাঃ। চৌরোঽয়মিতি তত্রৈব জঘ্নুরাবাং দ্বিজোত্তম॥
দিব্যং বিমানমারুহ্য সর্ব্বভোগসমন্বিতম্। সদ্য এব তয়া সার্দ্ধং বিষ্ণুলোকমুপাগতঃ॥ ৩৭
তত্র স্থিত্বা ব্রহ্মকল্পশতং সাগ্রং দ্বিজোত্তম। ততশ্চ ব্রহ্মণা সার্দ্ধং তাবৎকালং ব্যবস্থিতঃ॥ ৩৮
দিব্যভোগসমাযুক্তস্তাবৎকালং দিবি স্থিতঃ। ততশ্চ ভূমিভাগেষু দেবযোগেষু বৈ ক্রমাৎ॥৩৯
তেন পুণ্যপ্রভাবেণ যদূনাং বংশসম্ভবঃ। তেনৈব ভুজ্যতে সম্পৎ তথা রাজ্যমকণ্টকম্॥ ৪০
ব্রহ্মন্ কৃতানুরাগার্থমেবং শ্রেয়ঃ সমাপ্তবান্। ভক্ত্যা কৃতবতাং পুংসাং কিং ভবেদিতি বেদ ন॥
তস্মাৎ সম্মার্জ্জনে নিত্যং দীয়মানে তু সত্তম। যতিষ্যে পরয়া ভক্ত্যা হ্যহং জাতিস্মরো যতঃ॥
যঃ পূজয়েজ্জগন্নাথমেকাকী বিগতস্পৃহঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রযাতি পরমং পদম্॥ ৪৩
অবশেনাপি যৎকর্ম্ম কৃত্বেমাং শ্রিয়মাগতঃ। ভক্তিমদ্ভিঃ প্রশান্তৈশ্চ কিং ফলং সমাগর্চ্চনাৎ॥৪৪
ইতি ভূপবচঃ শ্রুত্বা বীতহোত্রো দ্বিজোত্তমঃ। অত্যন্ততুষ্টিমাপন্নো হরিপূজাপরোঽভবৎ॥ ৪৫
তস্মাচ্ছৃণুত বিপ্রেন্দ্রা দেবো নারায়ণোঽব্যয়ঃ। জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং বিমুক্তিদঃ॥
অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ। নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ॥
অনিত্যা বান্ধবাঃ সর্ব্বে সম্পদত্যন্তচঞ্চলা। শরীরাণাং ধ্রুবো মৃত্যুস্তস্মাদ্ যজত কেশবম্॥ ৪৮
হে জনা কিং বৃথা গর্ব্বং করিষ্যথ মদোদ্ধতাঃ। কায়ঃ সন্নিহিতাপায়ো যমাদীনাং কিমুচ্যতে॥
জন্মকোটিসহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জ্জিতম্। তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছুদ্ধা দেবদেবে জনার্দ্দনে॥৫০
সুলভং জাহ্নবীস্নানং তথা চাতিথিপূজনম্। সুলভাঃ সর্ব্বযজ্ঞাশ্চ বিষ্ণুভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥ ৫১
দুর্ল্লভা তুলসীসেবা দুর্ল্লভা সঙ্গতিঃ সতাম্। দুর্ল্লভা হরিভক্তিশ্চ সংসারার্ণবপাতিনাম্॥ ৫২
সর্ব্বভূতদয়া বাপি দুর্ল্লভা যস্য কস্যচিৎ। সৎসঙ্গতুলসীসেবা হরিভক্তিশ্চ দুর্ল্লভা॥ ৫৩
দুর্ল্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং মা বৃথা নাশয়িষ্যথ। অর্চ্চয়ধ্বং মহাত্মানং ভূয়ো ভূয়ো বদামি বঃ॥৫৪
ততুং যদীচ্ছথ জনা দুস্তরং ভবসাগরম্। হরিভক্তিবিধানঞ্চ আশ্রয়ধ্বং সুদুর্ল্লভম্॥ ৫৫
নজন্বমাত্ত গোবিন্দং বিলম্বং কিং করিষ্যথ। আসন্নমেব নগরং কৃতান্তস্য হ দৃশ্যতে॥ ৫৬
নারায়ণং জগদ্যোনিং সর্ব্বকারণকারণম্। সমর্চ্চয়ধ্বং বিপ্রেন্দ্রা যদি মুক্তিমভীপ্সথ॥ ৫৭
সর্ব্বাধারং সর্ব্বযোনিং সর্ব্বান্তর্যামিণং প্রভুম্। যে প্রপন্না মহাত্মানং তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥
তে বান্ধবাস্তে পূজ্যাশ্চ নমস্কার্য্যা বিশেষতঃ। যেঽর্চ্চয়ন্তি মহাবিষ্ণুং প্রণতার্ত্তিপ্রণাশনম্॥৫৯
যো বিষ্ণুভক্তান্নিষ্কামান্ ভোজয়েচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। ত্রিঃসপ্তকুলসংযুক্তঃ স যাতি হরিমন্দিরম্॥ ৬০
বিষ্ণুভক্তায় যো দদ্যান্নিষ্কামায় মহাত্মনে। পানীয়ং বা ফলং বাপি স এব ভগবান্ হরিঃ॥৬১
বিষ্ণুপূজাপরাণাঞ্চ শুশ্রূষাং কুর্ব্বতে তু যে। তে যান্তি বিষ্ণুভবনং ত্রিসপ্তপুরুষান্বিতাঃ॥ ৬২
যে যজন্তি স্পৃহাশূন্যা হরিং বা হরমেব বা। ত এব ভুবনং সর্ব্বং পুনন্তি বিবুধর্ষভাঃ॥ ৬৩

দেবপূজাপরো যশ্চ গৃহে বসতি সর্ব্বদা। তত্রৈব সর্ব্বদেবাশ্চ হরিশ্চৈব শ্রিয়ান্বিতঃ ॥ ৬৪
পুণ্যমালা চ তুলসী যস্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি। তস্য শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি সিধ্যন্ত্যহরহর্দ্বিজাঃ ॥ ৬৫
শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। ন বাধন্তে গ্রহাস্তত্র ভূতবেতালকাদয়ঃ ॥ ৬৬
শালগ্রামশিলা যত্র তৎ তীর্থং তৎ তপোবনম্। যতঃ সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৬৭
যদ্গৃহে নাস্তি তুলসী শালগ্রামশিলার্চ্চনা। শ্মশানসদৃশং বিদ্যাৎ তদ্গৃহং শুভবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৮
পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাণি চ দ্বিজাঃ। সাঙ্গবেদাশ্চ সর্ব্বস্য বিষ্ণো রূপং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৯
ভক্ত্যা কুর্ব্বন্তি যে বিষ্ণোঃ প্রদক্ষিণচতুষ্টয়ম্। তে প্রযান্তি পরং স্থানং সর্ব্বলোকোত্তমোত্তমম্
অত্রৈব নারদেনোক্তমিতিহাসং পুরাতনম্। বদতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব সর্ব্বপাপহরং দ্বিজাঃ ॥ ৭১
বৈবস্বতেঽন্তরে পূর্ব্বং শক্রস্য চ বৃহস্পতেঃ। সংবাদস্তু মহানাসীৎ তং বক্ষ্যে শৃণুত দ্বিজাঃ ॥
একদা সর্ব্বভোগাঢ্যো বিবুধৈঃ পরিবারিতঃ। অপ্সরোগণসংকীর্ণো বৃহস্পতিমভাষত ॥ ৭৩

ইন্দ্র উবাচ।

বৃহস্পতে মহাভাগ সর্ব্বতত্ত্বার্থকোবিদ। অতীতব্রহ্মণঃ কল্পে স্বর্গঃ কীদৃগ্বিধঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৪
ইন্দ্রস্তু কীদৃশঃ প্রোক্তো বিবুধাঃ কীদৃশাঃ স্মৃতাঃ। তেষাং কীদৃশং কর্ম্ম যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৭৫

বৃহস্পতিরুবাচ।

অহমদ্যতনঃ শক্র নাহং জানামি কিঞ্চন। পূর্ব্বেন্দ্রকৃতকর্ম্মাণি অপি বক্তুং ন শক্যতে ॥ ৭৬
বর্ত্তমানদিনে বাপি বিধাতুঃ পরমেষ্ঠিনঃ। মনবঃ সমতীতাশ্চ তৎক্রমমপি ন ক্ষমঃ ॥ ৭৭
সুধর্ম্ম ইতি বিখ্যাতঃ কশ্চিদাস্তে পুরন্দর। স এবৈতদ্বিজানাতি তং পৃচ্ছামো যথাতথম্ ॥ ৭৮
ইতি নিশ্চিত্য শক্রোঽপি বৃহস্পতিপুরোগমঃ। দেবতাগণসঙ্কীর্ণঃ সুধর্ম্মং প্রাপ্তবাংস্তদা ॥ ৭৯
সমাগতং দেবপতিং বৃহস্পতিসমন্বিতম্। যথার্হমর্চ্চয়ামাস সোৎসবৈর্বহুবিস্তরৈঃ ॥ ৮০
সুধর্ম্মেণার্চ্চিতঃ শক্রো দৃষ্ট্বা তচ্ছ্রিয়মুত্তমাম্। মনসা বিস্ময়াবিষ্টঃ প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৮১

ইন্দ্র উবাচ।

সুধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বসম্পৎসমন্বিত। যশসা তেজসা কীর্ত্ত্যা মত্তোঽধিকতাং গতঃ ॥ ৮২
দানেন বা তপোভির্বা যজ্ঞৈর্বা তীর্থসেবনৈঃ। সখে কেন প্রভাবেণ ঈদৃশং প্রাপ্তবান্ শ্রিয়ম্ ॥
অতীতব্রহ্মকল্পস্য বৃত্তান্তং বেৎসি ত্বং কিম্। গতানিন্দ্রাংশ্চ দেবাংশ্চ কেন জানাসি তদ্বদ ॥ ৮৪
ইত্যুক্তো দেবরাজেন সুধর্ম্মঃ প্রহসংস্তদা। প্রোবাচ বিনয়াবিষ্টঃ পূর্ব্ববৃত্তং যথাবিধি ॥ ৮৫

সুধর্ম্ম উবাচ।

চতুর্যুগসহস্রাণি ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে। তস্মিন্নেব দিনে শক্র মনবস্তু চতুর্দ্দশ ॥ ৮৬
ইন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ প্রোক্তা দেবাশ্চ বিবিধাঃ পৃথক্। ইন্দ্রাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং সম্পদাদ্যাস্তু পূর্ব্ববৎ ॥
তেষাং নামানি বক্ষ্যামি মন্বাদীনাং শৃণুষ্ব মে। তত্তন্মন্বন্তরে শক্র তত্তন্মনুসুতা নৃপাঃ ॥ ৮৮
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বস্ততঃ স্বারোচিষস্তথা। উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥ ৮৯
বৈবস্বতো মনুশ্চৈব সূর্য্যসাবর্ণিরষ্টমঃ। নবমো দক্ষসাবর্ণিঃ সর্ব্ববর্ণিতে স্মৃতঃ ॥ ৯০
দশমো ব্রহ্মসাবর্ণির্ধর্ম্মসাবর্ণিকস্ততঃ। ততস্তু রুদ্রসাবর্ণী রোচমানস্ততঃ স্মৃতঃ।
ভৌত্যশ্চতুর্দ্দশ প্রোক্ত এতে চ মনবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯১
দেবানিন্দ্রাংশ্চ বক্ষ্যামি শৃণুষ্ব বিবুধর্ষভ ॥ ৯২

যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে। শচীপতিঃ সমাখ্যাতস্তেষামিন্দ্রো মহামতিঃ॥
পারাবতাঃ সন্তুষিতা দেবাঃ স্বারোচিষেঽন্তরে। বিপশ্চিন্নাম তত্রেন্দ্রঃ সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতঃ॥
সুধামানস্তথা সত্যাঃ শিবাশ্চাথ প্রতর্দ্দনাঃ। তেষামিন্দ্রঃ সুশান্তিশ্চ তৃতীয়ে পরিকীর্ত্তিতঃ॥৯৫
হ্যপবাহবয়শ্চৈব সুপ্রাশ্চ সুবিয়স্তথা। তেষামিন্দ্রঃ শিবঃ প্রোক্তশ্চতুর্থে পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৯৬
বিভুনামা দেবপতিঃ পঞ্চমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। অমিতাভাদয়ো দেবাঃ ষষ্ঠমিন্দ্রং মে শৃণু॥ ৯৭
আর্য্যাদ্যা বিবুধাঃ প্রোক্তাস্তেষামিন্দ্রো মনোজবঃ। আদিত্যবসুরুদ্রাদ্যা দেবা বৈবস্বতেঽন্তরে॥
ইন্দ্রঃ পুরন্দরঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকামসমন্বিতঃ। অষ্টমে চাপি বিবুধাঃ সুতপাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥৯৯
বিষ্ণুপূজাপ্রভাবেণ তেষামিন্দ্রো বলিঃ স্মৃতঃ। পারাবতাদ্যা নবমে ইন্দ্রশ্চাদ্ভুত উচ্যতে॥ ১০০
সুধামনাদ্যা দশমে বিবুধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। শান্তির্নাম চ তত্রেন্দ্রঃ সর্ব্বভোগসমন্বিতঃ।
বিহঙ্গমাদ্যা দেবাশ্চ তেষামিন্দ্রো বৃষঃ স্মৃতঃ॥ ১০১
একাদশতমাঃ প্রোক্তাঃ শৃণু দ্বাদশমাস্তথা। ঋতুনামা চ তত্রেন্দ্রো হরিতাদ্যাস্তথা সুরাঃ॥১০২
সুত্রামাণাদয়ো দেবাস্ত্রয়োদশতমাঃ স্মৃতাঃ। দিবস্পতির্মহাবীর্য্যস্তেষামিন্দ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥১০৩
চতুর্দ্দশ চাক্ষুষাদ্যা দেবা ইন্দ্রঃ শুচিঃ স্মৃতঃ॥ ১০৪
এবং তে মনবঃ প্রোক্তা দেবা ইন্দ্রাশ্চ তত্ত্বতঃ। একস্মিন্ ব্রহ্মদিবসে স্বাধিকারান্ প্রভুঞ্জতে॥
লোকেশসর্ব্বসর্গেষু সৃষ্টিরেবংবিধা স্মৃতা। কর্ত্তারো বহবঃ সন্তি তৎসংখ্যাং বেত্তি কো দিবি॥
ময়ি স্থিতে বিষ্ণুলোকে ব্রহ্মাণো বহবো গতাঃ। তেষাং সংখ্যাং ন সংখ্যাতুং শক্তোঽস্ম্যদিতিজোত্তম
স্বর্গলোকং ময়ি প্রাপ্তে যাবৎকালং শৃণুষ্ব মে। চত্বারো মনবোঽতীতা মম শ্রীশ্চাতিবিস্তরা॥
স্থাতব্যং ময়াত্রৈব যুগকোটিসমং প্রভো। ততঃ পরং গমিষ্যামি কর্ম্মভূমিং শৃণুষ্ব মে॥ ১০৯
ময়া কৃতং সুকৃতং বদামি তব পণ্ডিত। বদতোঽং শৃণ্বতাঞ্চৈব সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ১১০
অহমাসং পুরা শক্র গৃধ্রঃ পাপাবশেষতঃ। স্থিতশ্চ ভূমিভাগে বৈ অমেধ্যামিষভোজনঃ॥১১১
একদাহং বিষ্ণুগৃহপ্রাকারে সংস্থিতঃ প্রভো। পতিতো ব্যাধশস্ত্রেণ গচ্ছন্ বিষ্ণোর্গৃহাঙ্গণে॥১১২
ময়ি কণ্ঠগতপ্রাণে ভষকো মাংসলোলুপঃ। জগ্রাহ মাং স্ববক্ত্রেণ খণ্ডিতৈস্ত্রিভিদ্রুতঃ॥ ১১৩
নয়ন্মাং সম্মুখেনৈব ভীতোঽন্যৈর্ভষকৈস্তথা। গতঃ প্রদক্ষিণাকারং বিষ্ণোস্তন্মন্দিরং প্রভো॥১১৪
তেনৈব তুষ্টিমাপন্নো অন্তরাত্মা জগন্ময়ঃ। মম চাপি শুনশ্চাপি দত্তবান্ পরমং পদম্॥ ১১৫
প্রদক্ষিণাকারতয়া গতস্যাপীদৃশং ফলম্। সংপ্রাপ্তং বিবুধশ্রেষ্ঠ কিং পুনঃ সম্যগর্চ্চনাৎ॥ ১১৬
ইত্যুক্তো দেবরাজস্তু সুধর্ম্মেণ মহাত্মনা। মনসা প্রীতিমাপন্নো হরিপূজারতোঽভবৎ॥ ১১৭
অদ্যাপি নির্জ্জরাঃ সর্ব্বে ভারতে জন্মলিপ্সবঃ। সমর্চ্চয়ন্তি বিবুধা নারায়ণমনাময়ম্॥ ১১৮
যে যজন্তি সদা ভক্ত্যা নারায়ণমনাময়ম্। তানর্চ্চয়ন্তি সততং ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ॥ ১১৯
নারায়ণানুস্মরণাদ্যতীনাং মহাত্মনাং তাক্তপরিগ্রহণাম্॥
কথং ভবত্যাগ্রভবস্য বন্ধস্তৎসঙ্গলুব্ধা অপি মুক্তিভাজঃ॥ ১২০
যে মানবাঃ প্রতিদিনং পরিমুক্তসঙ্গা নারায়ণং গরুড়বাহনমর্চ্চয়ন্তি।
তে সর্ব্বপাপনিচয়ৈঃ পরিমোচিতাশ্চ বিষ্ণোঃ পদং শুভতরং প্রতিযান্তি হৃষ্টাঃ॥১২১
যে মানবা বিগতরাগপরাপরজ্ঞা নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।
ধ্যানেন তেন হতকিল্বিষবেদনাস্তে মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি॥১২২

যে মানবা হরিকথাশ্রবণাস্তদোষাস্তৎপাদপদ্মবিনিবেশিতমানসাশ্চ ।
তে বৈ পুনন্তি জগতাং স্মরণাচ্চ সঙ্গাৎ সম্ভাষণাদপি ততো হরিরেব পূজ্যঃ ॥ ১২৩
হরিপূজাপরা যত্র মহান্তঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ । তত্রৈব সকলং ভদ্রং যথা নিম্নে জলং দ্বিজাঃ ॥ ১২৪
হরিরেব পরো বন্ধুর্হরিরেব পরা গতিঃ । হরিরেব পরঃ পূজ্যো যতশ্চৈতন্যকারণম্ ॥ ১২৫
স্বর্গাপবর্গফলদং সদানন্দং নিরাময়ম্ । পূজয়ধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পরং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১২৬
পূজয়ন্তি হরিং যে তু নিষ্কামাঃ শুদ্ধমানসাঃ । তেষাং বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি
য ইদং শৃণুয়াদ্বাপি পঠেদ্বা সুসমাহিতঃ । সংপ্রাপ্নোত্যশ্বমেধস্য ফলং বিবুধসত্তমাঃ ॥ ১২৮
ইত্যেতদ্বঃ সমাখ্যাতং হরিপূজাফলং দ্বিজাঃ । সঙ্কোচবিস্তরাভ্যাঞ্চ কিমন্যৎ কথয়ামি বঃ ॥ ১২৯

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে হরিভক্তিমাহাত্ম্যবর্ণন নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় ঊচুঃ ।

আখ্যাতং ভবতা সর্ব্বং সূত তত্ত্বার্থকোবিদ । ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো যুগানাং স্থিতিলক্ষণম

সূত উবাচ ।

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞা যূয়ং লোকোপকারিণঃ । যুগধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বলোকোপকারকান্ ॥২
ধর্ম্মা বিবৃদ্ধিমায়ান্তি কালে কস্মিংশ্চিদুত্তমাঃ । তথা বিনাশমায়ান্তি ধর্ম্মা এব মহীতলে ॥ ৩
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্ । দিব্যৈর্দ্বাদশভির্জ্ঞেয়ং সহস্রৈস্তচ্চ সত্তমাঃ ॥ ৪
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশযুক্তানি যুগানি সদৃশানি বৈ । কালতো বেদিতব্যানি ইত্যাহুস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৫
আদ্যং কৃতযুগং প্রাহুস্ততস্ত্রেতাভিধায়িনম্ । ততশ্চ দ্বাপরং প্রাহুঃ কলিমন্ত্যং বিদুঃ ক্রমাৎ ॥৬
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ । ইমে কৃতযুগে বিপ্রাঃ সর্ব্বে দেবসমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭
সর্ব্বে হৃষ্টাশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠা ন তত্র ক্রয়বিক্রয়ৌ । বেদানাঞ্চ বিভাগশ্চ ন যুগে কৃতসংজ্ঞকে ॥ ৮
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্বাচারতৎপরাঃ । সদা নারায়ণপরাস্তপোধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৯
কামাদিদোষনির্ম্মুক্তাঃ শমাদিগুণতৎপরাঃ । আশ্রমাচারনিরতা গতাসূয়া অদাম্ভিকাঃ ॥ ১০
সত্যবাক্যরতাঃ সর্ব্বে চতুরাশ্রমধর্ম্মিণঃ । বেদাধ্যয়নসম্পন্নাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণাঃ ॥ ১১
চতুরাশ্রমযুক্তেন কর্ম্মণা কালযোনিনা । অকামফলসংযোগাঃ প্রযান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১২
নারায়ণঃ কৃতযুগে শুক্লবর্ণঃ সুনির্ম্মলঃ । ত্রেতাধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ১৩
ধর্ম্মঃ পাদোনতাং যাতি ত্রেতায়াং বিপ্রর্ষভাঃ । হরিস্তু রক্ততাং যাতি কিঞ্চিৎক্লেশান্বিতা নরাঃ
ক্রিয়াযোগরতাঃ সর্ব্বে যজ্ঞকর্ম্মসু নিষ্ঠিতাঃ । সত্যব্রতা ধ্যানপরা দানাদানপরায়ণাঃ ।

দ্বিপাদোনগতে ধর্ম্মে দ্বাপরে চ মুনীশ্বরাঃ ॥ ১৫

পীতত্বঞ্চ হরির্যাতি বেদশ্চাপি বিভুজ্যতে । অসত্যনিরতশ্চাপি যঃ কশ্চিদপি বর্ত্ততে ॥ ১৬
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ বর্ণাশ্চ কিঞ্চিদ্রাগাদিদুর্গুণাঃ । কেচিৎস্বর্গোপভোগার্থং বিপ্রা যজ্ঞান্ প্রকুর্ব্বতে॥১৭
কেচিদ্ধনাদিকামাশ্চ কেচিৎ কল্মষচেতসঃ । ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রবর্ত্তেতাং দ্বাপরে বিপ্রসত্তমাঃ ॥ ১৮

অধর্ম্মস্য প্রভাবেণ ক্ষীয়ন্তেঽত্র প্রজাস্তথা। অল্পায়ুষো ভবিষ্যন্তি কেচিচ্চাপি মুনীশ্বরাঃ॥ ১৯
কেচিৎপুণ্যপরান্ দৃষ্ট্বা অসূয়াং কুর্ব্বতে সদা। কলেঃ স্থিতিং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ২০
ধর্ম্মঃ কলিযুগে প্রাপ্তে ত্রিপাদোনঃ প্রবর্ত্ততে। তামসং যুগমাসাদ্য হরিঃ কৃষ্ণত্বমাগতঃ॥ ২১
যঃ কশ্চিদপি ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞং দানং করোতি চ। যঃ কশ্চিদপি ধর্ম্মাত্মা ক্রিয়াযোগরতো ভবেৎ
নরং ধর্ম্মরতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বেঽসূয়াং প্রকুর্ব্বতে। ব্রতাচারাঃ প্রণশ্যন্তি ধ্যানযজ্ঞাদয়স্তথা॥ ২৩
উপদ্রবা ভবিষ্যন্তি চাধর্ম্মস্য প্রবর্ত্তনাৎ। অসূয়ানিরতাঃ সর্ব্বে দম্ভাচারপরায়ণাঃ।
প্রজাশ্চাল্পায়ুষঃ সর্ব্বা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥ ২৪

ঋষয় উচুঃ।

সধর্ম্মাঃ সমাখ্যাতাস্ত্বয়া সংক্ষেপতো মুনে। কলিং বিস্তরতো ব্রূহি ত্বং হি সর্ব্ববিদাং বরঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম। কিমাহারাঃ কিমাচারা ভবিষ্যন্তি বদস্ব নঃ॥২৬

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে নারদেন মহাত্মনা। সনৎকুমারমুনয়ে কথিতং যদ্বদামি তৎ॥ ২৭
সর্ব্বে ধর্ম্মা বিনশ্যন্তি কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বমাগতে। তস্মাৎ কলির্মহাঘোরঃ সর্ব্বপাপস্য সাধকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ধর্ম্মপরাঙ্মুখাঃ॥ ২৮
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে দ্বিজা বেদপরাঙ্মুখাঃ। ব্যাজধর্ম্মরতাঃ সর্ব্বে দম্ভাচারপরায়ণাঃ॥ ২৯
লোলুপাশ্চ কৃতঘ্নাশ্চ তথা বৈ ভণ্ডকা নরাঃ। অত স্বল্পায়ুষঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥৩০
অল্পায়ুষ্ট্বান্মনুষ্যাণাং ন বেদগ্রহণং দ্বিজাঃ। বিদ্যাগ্রহণশূন্যত্বাদধর্ম্মো বর্ত্ততে পুনঃ॥ ৩১
ব্যুৎক্রমেণ প্রজাঃ সর্ব্বা ম্রিয়ন্তে পাপতৎপরাঃ। ব্রাহ্মণাদ্যাস্তথা বর্ণাঃ সঙ্কীর্য্যন্তে পরস্পরম্॥৩২
কামক্রোধপরা মূঢ়া বৃথাহঙ্কারপীড়িতাঃ। বদ্ধবৈরা ভবিষ্যন্তি পরস্য ধনলিপ্সবঃ॥ ৩৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মপরাঙ্মুখাঃ। অল্পার্থাশ্চ ভবিষ্যন্তি তপঃসত্যবিবর্জ্জিতাঃ॥৩৪
সর্ব্বে জনা দয়াহীনা দাক্ষিণ্যপরিবর্জ্জিতাঃ। উত্তমা নীচতাং যান্তি নীচাশ্চোত্তমতাং তথা॥
রাজানশ্চার্থনিরতাস্তথা লোভপরায়ণাঃ। ধর্ম্মকঞ্চুকসংবীতা ধর্ম্মবিধ্বংসকারিণঃ॥ ৩৬
অস্মিন্ কলিযুগে ঘোরে সর্ব্বাধর্ম্মসমন্বিতে। যো যো রথাশ্বনাগাঢ্যঃ স স রাজা ভবিষ্যতি॥৩৭
কিঙ্করাশ্চ ভবিষ্যন্তি শূদ্রাণাঞ্চ দ্বিজাতয়ঃ। ধর্ম্মস্ত্রিয়ং ন গচ্ছন্তি পতয়ো জারলক্ষণাঃ॥ ৩৮
দ্বিষন্তি পিতরং পুত্রা গুরুং শিষ্যা দ্বিষন্তি চ। পতিঞ্চ বনিতা দ্বেষ্টি কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বমাগতে॥ ৩৯
লোভাভিভূতমনসঃ সর্ব্বে দুষ্কর্ম্মশীলিনঃ। পরান্নলোলুপা নিত্যং ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ॥ ৪০
পরস্ত্রীনিরতাঃ সর্ব্বে পরদ্রব্যপরায়ণাঃ। মৎস্যামিষেণ জীবন্তি দুহন্তি চাপ্যজাবিকাঃ॥ ৪১
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে নরং ধর্ম্মপরায়ণম্। অসূয়ানিরতাঃ সর্ব্বে উপহাসং প্রকুর্ব্বতে॥ ৪২
সরিত্তীরে বদ্ধহালৈর্বাপয়িষ্যন্তি চৌষধীঃ। অল্পমল্পং ফলং তাসাং ভবিষ্যতি কলৌ যুগে॥ ৪৩
বেশ্যালাবণ্যশীলেষু স্পৃহাং কুর্ব্বন্তি যোষিতঃ। ধর্ম্মবিঘ্না ভবিষ্যন্তি স্ত্রিয়ঃ স্বপুরুষেষু চ॥ ৪৪
প্রায়শঃ কৃপণানাঞ্চ বধূনাঞ্চ তথা দ্বিজাঃ। সাধূনাং বিধবানাঞ্চ বিত্তান্যপহরন্তি চ॥ ৪৫
ন ব্রতানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদনিন্দকাঃ। ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি হেতুবাদৈর্বিনাশিতাঃ॥ ৪৬
দ্বিজাঃ কুর্ব্বন্তি দম্ভার্থং পিতৃযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। অপাত্রেষু চ দানানি কুর্ব্বন্তি চ তথা নরাঃ॥
ক্ষীরোপায়নিমিত্তেন গোষু প্রীতিঞ্চ কুর্ব্বতে। ন কুর্ব্বন্তি তথা বিপ্রাঃ স্নানশৌচাদিকাঃ ক্রিয়াঃ

অকালধর্ম্মনিরতাঃ কূটযুক্তিবিশারদাঃ। দেবনিন্দাপরাশ্চৈব বিপ্রনিন্দারতাস্তথা।
ন কস্যচিদভিমতো বিষ্ণুভক্তিপরস্তথা॥ ৪৯

দেবপূজাপরান্দৃষ্ট্বা উপহাসং প্রকুর্ব্বতে। বধ্নন্তি চ দ্বিজানেব ধনার্থং রাজকিঙ্করাঃ।
তাড়য়ন্তি চ বিপ্রেন্দ্রাঃ কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বমাগতে ॥ ৫০

দানযজ্ঞজপাদীনাং বিক্রীণন্তে ফলং দ্বিজাঃ। প্রতিগ্রহং প্রকুর্ব্বন্তি চাণ্ডালাদেরপি দ্বিজাঃ ॥৫
কলেঃ প্রথমপাদেঽপি বিনিন্দন্তি হরিং নরাঃ। যুগান্তেঽপি হরের্নাম নৈব কশ্চিৎস্মরিষ্যতি ॥
শূদ্রস্ত্রীসঙ্গনিরতা বিধবাসঙ্গলোলুপাঃ। শূদ্রান্নভোগনিরতা ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিজাঃ ॥ ৫৩
কুতর্কৈরক্ষরৈস্তত্র হেতুবাদবিশারদৈঃ। পাষণ্ডিনো ভবিষ্যন্তি চাতুরাশ্রমনিন্দকাঃ ॥ ৫৪
ন চ দ্বিজাতিশুশ্রূষাং ন স্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তনম্। করিষ্যন্তি তদা শূদ্রা প্রব্রজ্যালিঙ্গিনোঽধমাঃ ॥ ৫৫
শূদ্রা ধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যন্তি কূটযুক্তিবিশারদাঃ ॥ ৫৬

অশৌচযুক্তমতয়ঃ পরপক্কান্নভোজিনঃ। ভবিষ্যন্তি দুরাত্মানঃ শূদ্রাঃ প্রব্রজিতাস্তথা ॥ ৫৭
উৎকোচজীবিনস্তত্র মহাপাপরতাস্তথা। ভবিষ্যন্ত্যথ পাষণ্ডাঃ কাপালা ভিক্ষবস্তথা ॥ ৫৮
ধর্ম্মবিধ্বংসশীলানাং দ্বিজানাং বিপ্রসত্তমাঃ ॥ ৫৯

এতে চান্যে চ বহবঃ পাষণ্ডা বিপ্রসত্তমাঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥৬০
গীতবাদ্যপরা বিপ্রা বেদদেবপরাঙ্মুখাঃ। ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে শূদ্রমার্গপ্রবর্ত্তিনঃ ॥ ৬১
অল্পদ্রব্যা বৃথালিঙ্গা বৃথাহঙ্কারদূষিতাঃ। হর্ত্তারো ন চ দাতারো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৬২
প্রতিগ্রহপরা নিত্যং জনদুর্ম্মার্গশীলিনঃ। আত্মস্তুতিপরাঃ সর্ব্বে পরনিন্দাপরাস্তথা ॥ ৬৩
বিশ্বাসহীনাঃ পিশুনা বেদদেবদ্বিজাতিষু। অসংস্কৃতোক্তিবক্তারো ব্রহ্মদ্বেষরতাস্তথা ॥ ৬৪
পরমায়ুশ্চ ভবিতা তদা বর্ষাণি ষোড়শ। ততঃ প্রাণান্ প্রহাস্যন্তি কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বমাগতে ॥ ৬৫
পঞ্চমে বাথ ষষ্ঠে বা বর্ষে কন্যা প্রসূয়তে। সপ্তবর্ষাষ্টবর্ষাঃ প্রজাস্যন্তি নরাস্তথা ॥ ৬৬
স্বকর্ম্মত্যাগিনঃ সর্ব্বে কৃতঘ্না ভিন্নবৃত্তয়ঃ। যাচকাঃ পিশুনাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৬৭
পরাপমাননিরতা আত্মস্তুতিপরায়ণাঃ। পরস্বহরণোপায়চিন্তকাঃ সর্ব্বদা জনাঃ ॥ ৬৮
অত্যাহ্লাদপরাস্তত্র ভুঞ্জতে পরবেশ্মনি। তথৈব নিন্দাপরতা বৃথাভিশস্তিনো জনাঃ ॥ ৬৯
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি সততং পিতৃমাতৃসুতেষু চ। বদন্তি বাচা ধর্ম্মাংশ্চ চেতসা পাপলোলুপাঃ ॥ ৭০
ধনবিদ্যাবয়োমত্তাঃ সর্ব্বদুঃখপরায়ণাঃ। ব্যাধিতস্করদুর্ভিক্ষৈঃ পীড়িতা অতিমায়িনঃ ॥ ৭১
প্রদ্বিষন্তি তথৈবাত্মমবিচার্য্য সুহৃৎকৃতম্। ছাদয়ন্তি প্রযত্নেন স্বদোষং পাপকর্ম্মণঃ ॥ ৭২
স্বমায়াং দুষ্কৃতাঃ সম্যগ্ বিবৃণ্বন্তি নরাধমাঃ। ধর্ম্মমার্গপ্রণেতারং তিরস্কুর্ব্বন্তি পাপিনঃ ॥ ৭৩
ধর্ম্মকার্য্যরতা নৈব বৃথা বিশ্রম্ভিণো জনাঃ। ভবিষ্যন্তি কলৌপ্রাপ্তে রাজানো ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥৭৪
শূদ্রা ভৈক্ষ্যরতাশ্চৈব তেষাং শুশ্রূষবো দ্বিজাঃ। দ্বিজাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্যাশ্চ জাতয়ঃ
অত্যন্তকামিনঃ সর্ব্বে সঙ্কীর্য্যন্তে পরস্পরম্ ॥ ৭৫

ন শিষ্যো ন গুরুঃ কশ্চিন্ন পুত্রো ন পিতা তথা। ন ভার্য্যা ন পতিশ্চৈব ভবিতা তত্র সঙ্করে ॥
কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ধনাঢ্যা অপি যাচকাঃ। রসবিক্রয়িণশ্চৈব ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭৭
ধর্ম্মকঞ্চুকসংবীতা মুনিবেশধরা দ্বিজাঃ। অপণ্যবিক্রয়রতা ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭৮
বেদনিন্দাপরাশ্চৈব ধর্ম্মশাস্ত্রবিনিন্দকাঃ। শূদ্রবৃত্ত্যা চ জীবন্তি দ্বিজা নরকভাগিনঃ ॥ ৭৯

অনাবৃষ্টিভয়প্রাপ্তা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ। ভবিষ্যন্তি তদা সর্ব্বে জনাঃ ক্ষুদ্ভয়কাতরাঃ ॥ ৮০
কন্দপর্ণফলাহারাস্তাপসা ইব মানবাঃ। আত্মানং ঘাতয়িষ্যন্তি অনাবৃষ্ট্যাতিদুঃখিতাঃ ॥ ৮১
কামার্ত্তা হ্রস্বদেহাশ্চ বহ্বন্নাশনতৎপরাঃ। কলৌ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি অল্পভাগ্যা বহুপ্রজাঃ ॥ ৮২
শূদ্রস্ত্রীপোষণপরা বেশ্যালাবণ্যশীলিনঃ। শ্রুতিবাক্যমনাদৃত্য সদা স্বগ্রহতৎপরাঃ ॥ ৮৩
দুঃশীলা দুষ্টশীলেষু করিষ্যন্তি সদা স্পৃহাঃ। অসদ্বৃত্তা ভবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলাঙ্গনাঃ ॥ ৮৪
পরুষানৃতভাষিণ্যো দেহসংস্কারবর্জ্জিতাঃ। বাচালাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে চ যোষিতঃ ॥৮৫
নগরেষু চ গ্রামেষু প্রাকারেঽধিকা জনাঃ। চৌরাদিভয়ভীতাশ্চ কাষ্ঠযন্ত্রাণি কুর্ব্বতে ॥ ৮৬
দুর্ভিক্ষকরপীড়াভিরতীবোপদ্রুতা জনাঃ। গোধূমাঢ্যং যবান্নাঢ্যং দেশং যাস্যন্তি দুঃখিতাঃ ॥৮৭
নিধায় হৃদি কর্ম্মাণি ঈরয়ন্তি বচঃ শুভম্। স্বকার্য্যসিদ্ধিপর্য্যন্তং বন্ধুত্বং কুর্ব্বতে জনাঃ ॥ ৮৮
ভিক্ষবশ্চাপি মিত্রাদি স্নেহসম্বন্ধযন্ত্রিতাঃ। অন্নোপাধিনিমিত্তেন শিষ্যান্ গৃহ্নন্তি ভিক্ষবঃ ॥ ৮৯
উভাভ্যামপি হস্তাভ্যাং শিরঃকণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ। কুর্ব্বন্ত্যো গুরুভর্ত্তৃণামাজ্ঞাং ভর্ৎসন্ত্যনাদৃতাঃ
পাপজালেন নিরতাঃ পাষণ্ডজনসঙ্গিনঃ। যদা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি তদা বৃদ্ধিং গতঃ কলিঃ ॥ ৯১
যদা যদা ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ। তদা তদা কলের্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৯২
অধর্ম্মবৃদ্ধির্ভবিতা বালমৃত্যুরপি দ্বিজাঃ। সর্ব্বধর্ম্মেষু নষ্টেষু যাতি নিঃশ্রীকতাং জগৎ ॥ ৯৩
এবং কলেঃ স্বরূপঞ্চ কথিতং দ্বিজসত্তমাঃ। হরিভক্তিপরাণাঞ্চ ন কলির্বাধতে ক্বচিৎ ॥ ৯৪
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং ধ্যানমেব হি। দ্বাপরে জ্ঞানমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ৯৫
যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেঽপি তৎ। দ্বাপরে তচ্চ মাসেন চাহোরাত্রেণ তৎকলৌ ॥৯৬
ধ্যায়ন্কৃতে যজন্যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্
অহোরাত্রং হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নরাঃ। কুর্ব্বন্তি হরিপূজাঞ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥ ৯৮
নমো নারায়ণায়েতি কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নরাঃ। নিষ্কামা বা সকামা বা ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥৯৯
হরিনামপরা যে তু ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ। ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ১০০
শিবপূজাপরা যে তু শিবনামপরায়ণাঃ। ত এব শিবতুল্যাশ্চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ ॥ ১০১
সমস্তজগদাধারং পরমাত্মস্বরূপিণম্। ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ন সীদতি ॥ ১০২
পরমার্থমশেষস্য জগতামাদিকারণম্। শরণ্যং শরণং যাতো গোবিন্দং নাবসীদতি ॥ ১০৩
হরত্যঘমশেষঞ্চ হরিঃ শ্রদ্ধাবতাং দ্বিজাঃ। তমাদিদেবমজরং নরো ধ্যায়ন্ন সীদতি ॥ ১০৪
অহোঽতীব সভাগ্যাস্তে সকৃদ্বা কেশবার্চ্চকাঃ। ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে ॥১০৫
ন্যূনাতিরিক্ততা সিদ্ধা কলৌ বেদোক্তকর্ম্মণাম্। হরিস্মরণমেবাত্র সম্পূর্ণফলদায়কম্ ॥ ১০৬
হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়। ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥১০৭
শিব শঙ্কর রুদ্রেশ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন। ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥১০৮
মহাদেব বিরূপাক্ষ গঙ্গাধর মৃড়াব্যয়। ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ১০৯
জনার্দ্দন জগন্নাথ পীতাম্বরধরাচ্যুত। ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ১১০
সংসারে ভ্রমতাং লভ্যা পুত্রদারধনাদয়ঃ। ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥১১১

সনৎকুমার উবাচ।

সত্যমুক্তং মহাভাগ ত্বয়া কারুণ্যবারিধে। পুনঃ শৃণোমি বিপ্রেন্দ্র তথাপি বদতাং বর ॥ ১১২

ত এব মুনিশার্দ্দূল পাষণ্ডা বেদনিন্দকাঃ। সম্যক্‌শ্রদ্ধাবিহীনাশ্চ ইতি পূর্ব্বং ত্বয়োদিতম্‌১১৩
অধর্ম্মনিরতানাঞ্চ যাতনাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বেদমার্গবহিষ্কৃতে ॥ ১১৪
পাষণ্ডত্বং প্রসিদ্ধং বৈ সর্ব্বেষাংপরিকীর্ত্তিতম্‌। ঘোরেকলিযুগেব্রহ্মন্‌ জনানাং পাপকর্ম্মণাম্‌।
মনঃশুদ্ধিবিহীনানাং নিষ্কৃতিশ্চ কথং ভবেৎ ॥ ১১৬
মনঃশুদ্ধিবিহীনস্যাদ্বিপ্রাদীনাঞ্চ সত্তম। স্বকর্ম্মাণি ন সিধ্যন্তি তেষাং কা গতিরুত্তমা ॥ ১১৬
নারদ উবাচ।
সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ লোকানুগ্রহতৎপর। উপায়ং তব বক্ষ্যামি শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ ॥ ১১৭
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন সর্ব্বশাস্ত্রসুনিশ্চিতম্‌। গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরঞ্চৈব সর্ব্বলোকোপকারকম্‌ ॥ ১১৮
দৈবাধীনমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্‌। যথৈব প্রেরিতং তেন তথৈব বর্ত্ততে জগৎ ॥ ১১৯
শক্তিতঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি বেদোক্তানি সমাচরেৎ। তান্যর্পয়েন্মহাবিষ্ণৌ নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ১২০
সমর্পিতানি কর্ম্মাণি মহাবিষ্ণোঃ পরাত্মনঃ। সম্পূর্ণতাং প্রযান্ত্যেব হরিস্মরণমাত্রতঃ ॥ ১২১
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিরেব পরা গতিঃ। মহারিষ্টোপশান্ত্যর্থং হরিভক্তিঃ কলৌ যুগে১২২
হরিভক্তিরতানাঞ্চ পাপবন্ধো ন জায়তে। হরিস্মরণনিষ্ঠানাং শিবনামরতাত্মনাম্‌ ॥
সত্যং সমস্তকর্ম্মাণি যান্তি সম্পূর্ণতাং দ্বিজাঃ ॥ ১২৩
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং হরিভক্তিরতাত্মনাম্‌। ত্রিদশৈরপি পূজ্যন্তে কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ১২৪
তস্মাৎসমস্তলোকানাং হিতমেব ময়োচ্যতে। হরিনামপরান্মর্ত্ত্যান্‌ ন কলির্বাধতে ক্বচিৎ ॥১২৫
হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্‌। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ১২৬
সূত উবাচ।
এবং সনৎকুমারস্তু নারদেন মহাত্মনা। সম্যক্‌প্রবোধিতঃ সত্যং পরাং নির্বৃতিমাপ হ ॥ ১২৭
তস্মাচ্ছৃণুত বিপ্রেন্দ্রা হরিনিষ্ঠিতমানসাঃ। প্রযান্তি পরমং স্থানং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্‌ ॥ ১২৮
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিনামপরায়ণাঃ। সমস্তপাপনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাং গতিম্‌ ॥ ১২৯
হরিপূজাপরাণাঞ্চ শিবপূজারতাত্মনাম্‌। ন্যূনাতিরিক্ততা ন স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু পণ্ডিতাঃ ॥ ১৩০
সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম কলৌ যুগে। তে কৃতার্থা মহাত্মানস্তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥১৩১
ইত্যেতদ্বঃ সমাখ্যাতং নারদেন প্রভাষিতম্‌। সনৎকুমারমুনয়ে বৃহন্নারদসংজ্ঞিতম্‌ ॥ ১৩২
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বদুঃখনিবারণম্‌। সমস্তপুণ্যফলদং সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদম্‌ ॥ ১৩৩
যে পঠন্ত্যত্র বিবুধাঃ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা। ন তেষাং পাপবন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে১৩৪
যে চাত্রাধ্যায়পঠনং কুর্ব্বন্তি সকৃদপ্যুত। তে যান্তি বিবুধশ্রেষ্ঠা জ্যোতিষ্টোমফলং দ্বিজাঃ১৩৫
বিষ্ণ্বর্পিতমিদং পুণ্যং পুরাণং সর্ব্বকামদম্‌। ভক্ত্যা বদন্তি শৃণ্বন্তি তেষাং পুণ্যফলং শৃণু ॥১৩৬
শতজন্মার্জ্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব বিমোচিতাঃ। সহস্রকুলসংযুক্তাঃ প্রযান্তি পরমং পদম্‌ ॥১৩৭
কিং তীর্থৈর্ব্বা প্রদানৈর্ব্বা কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। অহন্যহনি গোবিন্দং তন্ময়ত্বেন শৃণ্বতাম্‌॥
কিং পুত্রদারৈঃ কিং ভৃত্যৈঃ কিং মিত্রক্ষেত্রবান্ধবৈঃ। অহন্যহনি গোবিন্দং কীর্ত্তয়ন্তঞ্চ শৃণ্বতাম
এতৎপবিত্রমারোগ্যং ধন্যং দুঃখপ্রণাশনম্‌। যেষাং গৃহেষু লিখিতং বর্ত্ততে তৎফলং শৃণু ॥১৪০
ন বাধন্তে গ্রহাস্তত্র ভূতবেতালকাদয়ঃ। তত্রৈব সর্ব্বশ্রেয়াংসি বর্দ্ধন্তে চ দিনে দিনে ॥
ন চাগ্নির্বাধতে তত্র ন চৌরাদিভয়ং তথা। ১৪১

গবাং কোটিসহস্রন্ত যো দদাতি কুটুম্বিনে। তৎফলং সমবাপ্নোতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পাঠনাৎ ॥ ১৪২
গঙ্গাস্নানশতং কৃত্বা জ্যোতিষ্টোমশতং তথা। তৎফলং সমবাপ্নোতি দশাধ্যায়স্য পাঠনাৎ ॥১৪৩
যত্র তৎপঠ্যতে শাস্ত্রং শৃণুয়াদ্বিষ্ণুতৎপরঃ। তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ১৪৪
শতজন্মার্জ্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব বিমুচ্যতে। শতবংশসমেতস্তু দেহান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ১৪৫
যঃ পঠেৎপ্রাতরুত্থায় যদত্র শ্লোকবিংশতিম্। জ্যোতিষ্টোমফলং সত্যং গঙ্গাস্নানং দিনেদিনে
এতৎ পবিত্রমারোগ্যমবাচ্যং দুষ্কৃতাত্মনাম্। নীচাসনগতঃ সর্ব্বঃ শৃণুয়াদিদমুত্তমম্ ॥ ১৪৭
এতৎপুরাণশ্রবণমিহামুত্র সুখপ্রদম্। বদতাং শৃণ্বতাং সদ্যঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৪৮
দম্ভাদ্বা যদিবা মোহাদ্ যে শৃণ্বন্তীদমুত্তমম্। তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাংগতিম্ ॥

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়োপুরাণে হরিভক্তিমাহাত্ম্যেহষ্ট-
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সম্পূর্ণমিদং বৃহন্নারদীয়পুরাণম্

॥ শ্রীঃ ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণ

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী, সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয় * নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। কমলার প্রীতিভাজন পরম প্রভু প্রভূত-করুণাসম্পন্ন বৃন্দাবন-বিহারী পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি যদীয় অংশ, ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, সেই পরমবিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ আদি দেবকে ভজনা করি। সূত বলিলেন,—শৌনক প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী মহাত্মা ঋষিগণ মুক্তি-অভিলাষী হইয়া নৈমিষারণ্যে তপস্যা করিতেন। তাঁহারা সকলেই জিতেন্দ্রিয়, জিতাহার, সাধু, সত্যপরায়ণ এবং পরমভক্তিসহকারে জগদাদি জগদ্গুরু বিষ্ণুর অর্চ্চনায় তৎপর ছিলেন। ঈর্ষা, মমতা, অহঙ্কার তাঁহাদের ছিল না; সর্ব্বধর্ম্মে অভিজ্ঞ এবং লোকানুগ্রহ-পরায়ণ সেই ঋষিগণের চিত্ত পরমেশ্বরেই রত ছিল। কামক্রোধাদি-মলবিবর্জ্জিত, সত্ত্বাদি-গুণযুক্ত, কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়, জটিল, ব্রহ্মচারী সেই সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী ঋষিগণ—জগৎকারণ জগদ্গুরু পরমব্রহ্ম উচ্চারণ, কেহ কেহ বা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের অর্চ্চনা, অপর কেহ কেহ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানময়ের উপাসনা, কেহ কেহ বা পরম ভক্তিসহকারে নারায়ণ-পূজা করিতেন। একদা সেই উত্তম মহাত্মা ঋষিগণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের (এক) উপায় জানিতে অভিলাষী হইয়া সভা করিলেন। ষড়্‌বিংশতি-সহস্র (২৬০০০) ঊর্দ্ধরেতা মুনি আর তাঁহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্য যে কত, তাহার সংখ্যা করা যায় না; ভাবিতাত্মা মহাতেজা মুনিগণ তথায় সমবেত হইলেন। রাগদ্বেষ তাঁহাদের নাই, লোকানুগ্রহই তাঁহাদের প্রয়োজন। পৃথিবীতে পবিত্র ক্ষেত্র কি কি? কি কি তীর্থ আছে? তাপ-কাতরচিত্ত মানবগণ মুক্তি লাভ করিতে পারে কিরূপে? মানবগণের ঐকান্তিক হরিভক্তি কিরূপে হয় এবং শুভ, অশুভ ও

* অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থের নাম 'জয়'। জয়—সংসার-বিজয়ের উপায়।

শুভাশুভ এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ফলসম্পত্তি কিরূপে হইয়া থাকে? মুনিগণ এই সব বিষয় নিজসমীপে জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, সুধী শৌনক, কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে বলিলেন,—বহুবিধ যজ্ঞে বিশ্বরূপ জনার্দ্দনের অর্চ্চনা-নিরত পৌরাণিকোত্তম সূত পবিত্র সিদ্ধাশ্রমে আছেন, তিনি এতৎ সমস্তই অবগত আছেন; কেননা সেই সূত মুনি ব্যাসদেবের শিষ্য ও পুরাণ-সংহিতাবক্তা। লোমহর্ষণ-নন্দন সেই সূত মুনি, বিশেষতঃ শান্ত। মধুসূদন যুগে যুগে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের অল্পতা দর্শন করিয়া দ্বাপরে বেদব্যাসরূপে বেদভাগ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! শুনিয়াছি, বেদব্যাস মুনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। আর সূত ব্রহ্মসিদ্ধ। ধীমান্ বেদব্যাস হইতেই সূতের সম্যক্সিদ্ধি। তিনিই পুরাণবেত্তা, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরাণবিৎ আর কেহ নাই। পুরাণার্থ যাঁহার বিদিত, জগতে তিনি বুদ্ধিমান্, তিনি শান্ত, তিনি মোক্ষধর্ম্মবেত্তা, কর্ম্ম ও ভক্তি বিষয়ে সকল কথাই তিনি জানেন, (অধিক কি) তিনি সর্ব্বজ্ঞ। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! বেদ-বেদাঙ্গ শাস্ত্রের যাহা সার, জগতের হিতের জন্য পুরাণশাস্ত্রে বেদব্যাস তৎসমস্তই বলিয়াছেন। সূত জ্ঞানের সমুদ্র, সর্ব্বতত্ত্বার্থে অভিজ্ঞ, অতএব সেই সূতকেই প্রষ্টব্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব। শৌনক, মুনিগণকে এই কথা বলিলেন। অনন্তর সেই মুনিগণ, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ শৌনককে আলিঙ্গন পুরঃসর স্তব করত সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন। তৎপরে, তাঁহারা সকলে, (অচ্ছোদ-সরোবর-তীরস্থিত) মৃগযূথ-সমাকীর্ণ, মুনিগণ-পরিশোভিত, সুচারু-তরু লতা-ফল-পুষ্প-ভূষিত এবং অতিথিগণের আতিথ্যেকর্ম্মে ব্যাপৃত, সিদ্ধাশ্রম কাননে গমন করিলেন। সিদ্ধাশ্রম এতই সুস্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ বোধ হইল, যেন কত শত অচ্ছোদসরোবর একত্র মিলিত হইয়া কাননাকারে পরিণত হইয়াছে। মুনিগণ তথায় দেখিলেন, লোমহর্ষণ-তনয় সূত অনন্ত অপরাজিত নারায়ণদেবকে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে অর্চ্চনা করিতেছেন। সূত তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিলে, সেই মহাতেজা ঋষিগণ সূতের যজ্ঞান্ত-স্নান অপেক্ষা করত সেই যজ্ঞশালায় অবস্থান করিলেন। পৌরাণিক-প্রবর সূতমুনি যজ্ঞান্ত-স্নান করিবার পর, সুখে উপবিষ্ট হইলে, নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুব্রত! আমরা আসিয়াছি অতিথি; আপনিও আতিথি-সেবা-পরায়ণ; অতএব জ্ঞানতত্ত্ব-উপচার দ্বারা যথাবিধি আমাদের পূজা করুন। দেবগণ, চন্দ্রকলামৃত পান করিয়া জীবন ধারণ করেন। হে মুনে! আপনি নিজমুখনিঃসৃত জ্ঞানামৃত আমাদিগকে পান করাইবেন।* এতৎ সমুদয় বিশ্ব যাঁহার সৃষ্ট, যাঁহাতে অবস্থিত, যাঁহার পালিত, যদাত্মক এবং যাঁহাতে লীন হইবে, হে তাত! সেই বিষ্ণু কি করিলে প্রসন্ন হন? মনুষ্যগণের তাঁহাকে কিরূপে পূজা করা কর্ত্তব্য? বর্ণাশ্রমাচার ও অতিথি-পূজা কিরূপ? কর্ম্মসাফল্য কিরূপে হয়? মনুষ্যগণের মোক্ষোপায় কি? ভক্তি করিলে মানুষে কি লাভ করে? এবং ভক্তি কি প্রকার? হে মুনিবর সূত! এই সব তত্ত্ব নিঃসংশয়ে কীর্ত্তন করুন। আপনার বচনামৃত

* মূলে, 'পিবসি' অন্তর্ভূত ণিজর্থ, অর্থাৎ পায়য়সি, (বর্ত্তমান-সামীপ্যে) ফলিতার্থ, 'পায়য়িষ্যসি,' অনুবাদ. 'পান করাইবেন'।

শ্রবণে কাহার সন্তোষ না জন্মে? সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! সকলে শ্রবণ করুন, আপনাদের অভিলষিত বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি;—মহাত্মা নারদ, সনৎকুমারের নিকট যাহা বলিয়াছেন, সর্ব্বপাপবিনাশক, দুষ্টগ্রহ-নিবারক, দুঃস্বপ্নদোষ-শান্তিকর, ভক্তি-মুক্তিপ্রদ, সর্ব্বমঙ্গল-সাধক, হরিকথা-সমন্বিত, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষসাধন, অবপূর্ব্ব-পুণ্যফল-জনক, সেই মহাফলপ্রদ বেদার্থ-সম্মিত ধন্য বৃহন্নারদীয় পুরাণ সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। মহাপাতকীই হউক, আর সর্ব্ববিধ পাতকীই হউক, এই দিব্য বৃহন্নারদীয় পুরাণ শ্রবণ করিলে মুক্তিলাভ করিবে। হে দ্বিজগণ! এই পুরাণের এক অধ্যায় পাঠ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়, দুই অধ্যায় পাঠ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। মানব, উপবাসী থাকিয়া জ্যৈষ্ঠমাস পূর্ণিমা মূলানক্ষত্রে মথুরাধামে যমুনানদীতে পবিত্র ভাবে স্নান করিয়া যথাবিধি বিষ্ণুপূজা করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, হে দ্বিজগণ! আমি তাহা সম্যক্ প্রকারে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কোটি কুলের সহিত অযুত-জন্মার্জ্জিত-পাপ-মুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হয়, পরে তথা হইতেই তাহার মুক্তিলাভ হয়। এই পুরাণের দশ অধ্যায় ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিলেও উক্ত ফলপ্রাপ্তি হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ কর্ত্তব্য নহে, কেননা বিষ্ণুভক্তিই এই পুরাণের বিষয় কিনা। এই পুরাণ, শ্রাব্য সন্দর্ভসমূহের মধ্যে পরম শ্রাব্য, পবিত্র বস্তুর মধ্যে সর্ব্বোত্তম, দুঃস্বপ্ন-দোষনাশক এবং পবিত্র; অতএব যত্নপূর্ব্বক ইহা শ্রোতব্য। মানব শ্রদ্ধাসহকারে এই পুরাণের এক শ্লোক বা অর্দ্ধশ্লোক পাঠ করিলেও তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি উপপাতক হইতে মুক্তি লাভ করে। এই পুরাণ সাধুদিগের নিকটেই প্রয়োগ করা উচিত, কেননা ইহা অতি গুহ্য; বিষ্ণুমন্দির, পুণ্যক্ষেত্র এবং সভাতে এই পুরাণ কীর্ত্তন করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ব্রহ্মদ্বেষী, দম্ভাচার-রত, লোকাপকারী*-দিগকে এই পুরাণ উপদেশ দিবে না। কামাদি-দোষহীন, বিষ্ণুভক্তি-রত এবং গুরুভক্তিরত যে সব ব্যক্তি, তাঁহাদিগের নিকটেই এই মোক্ষসাধন পুরাণ প্রকাশ্য। সর্ব্বদেবময় বিষ্ণু কামপীড়া বিনাশক, সেই ভক্তবৎসল দেব ভক্তি দ্বারাই প্রীত হন, অন্য প্রকারে নহে; যাঁহার নাম কীর্ত্তন বা প্রশংসন রুচি ব্যতিরেকে করিলেও পাতক-বর্জ্জিত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। হে সাধুপ্রবরগণ! মধুসূদন, সংসাররূপ ঘোরতর অরণ্য-পথ-প্রদাহী দাবাগ্নি, যাহারা তাঁহাকে স্মরণ করে, তাহাদের নিখিল পাপ অবিলম্বে বিনাশ করেন। এই উত্তম পবিত্র পুরাণ, তৎপ্রাপক (বিষ্ণু-ভক্তিসম্পাদক অথবা বিষ্ণুপ্রাপ্তির হেতু); অতএব শ্রাব্য। ইহা শ্রবণ বা পাঠ করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। এই পুরাণ-শ্রবণে যে ব্যক্তির ভক্তিসহকৃত বুদ্ধি আছে, সে-ই কৃতার্থ এবং সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। হে দ্বিজগণ! এই পুরাণ শ্রবণের জন্য বুদ্ধি যে স্থির থাকে, ইহাই তপঃপুণ্য-অর্জ্জন এবং ইহাই ক্রিয়া-সাফল্য। 'উত্তম ব্যক্তিগণ সৎকথাতে প্রবৃত্ত হন' এই বুদ্ধি এই পুরাণ হইতেই উৎপন্ন হয়। পাপিষ্ঠ

* 'লোকাপকৃতিরতানাং' এই পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ করা হইয়াছে, 'লোকযাজক-রতানাং' এই পাঠ কিন্তু মূলের। তাহার অর্থ, লোকযাজী অর্থাৎ বহুযাজী।

অসজ্জনেরা নিন্দা ও কলহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যে নরাধমেরা পুরাণে অর্থবাদ (অলীক ফলশ্রুতি) আছে মনে করে, তাহাদের অর্জ্জিত পুণ্য অর্থবাদ-রূপেই পরিণত হইবে, অর্থাৎ বিফল হইবে। যে নরাধম, সমস্তকর্ম্ম-নির্ম্মূলনক্ষম, মোক্ষসাধন পুরাণ অর্থবাদগ্রস্ত ভাবিয়া শ্রবণ করে, তাহার নরকভোগ হয়। ব্রহ্মার চরাচর জগৎসৃষ্টি যাবৎ বর্ত্তমান থাকে, সেই পাপী, তাবৎ নরকানলে সতত পক্ক হয়। দুটী চারি অক্ষর কথা আছে, উচ্চারণ মাত্রেই একটী পুণ্যের আদিকারণ আর একটী পাপের আদি কারণ। হে মুনীন্দ্র! সেই নামদ্বয় হইল 'নারায়ণ' আর 'অর্থবাদ'। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! সর্ব্বধর্ম্মোপদেশক পুরাণ শাস্ত্রকে যাহারা অর্থবাদপূর্ণ বলে, তাহারা নরকে যায়। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে ব্যক্তি অনায়াসে পুণ্যরাশি উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তিই ভক্তি-সহকারে পুরাণ শ্রবণ করিবে। যাহার পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ বিনা-শোন্মুখ, তাহারই পুরাণশ্রবণে বুদ্ধি হইয়া থাকে। পুরাণ বর্ত্তমান্ থাকিতেও যে পাপ পাশ-বন্ধন দূর হয় না, তাহা পুরাণ অনাদর করিয়া বৃথা গল্পে মনঃ-সংযোগের ফল। সৎসঙ্গ, দেবপূজা, সৎকথা এবং অজ্ঞকে সদুপদেশ দেওয়া, এই সব কার্য্যে রত মানব, দেহাবসানে বিষ্ণুর তুল্য তেজঃসম্পন্ন হইয়া বিষ্ণুর পরম-পদ প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! যাহা শ্রবণে জন্ম-জরাদি দূর হয়, মানব নির্দ্দোষ হইয়া পরিশেষে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই এই বৃহন্নারদীয় পুরাণ শ্রবণ করুন। যাঁহার প্রভায় সর্ব্বলোক উদ্ভাসিত, যাঁহার সঙ্কল্প হইতে চরাচরের উৎপত্তি, সেই বরদ, বরেণ্য, বর, পুরাণ পুরুষ পরমাদি-দেবকে স্মরণ করিলে মানব মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। যিনি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর নামক শরীর-ভেদে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতেছেন, সেই পরম আদি-দেব পরমেশ্বরকে ভাবনা করিলে মুক্তি লাভ হয়। নাম, জাতি, গোত্র ইত্যাদি বিকল্প যাঁহার নাই, যিনি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, কারণের কারণ, সেই বেদান্ত-বেদ্য স্বপ্রকাশ স্বরূপ ঈশ্বর সকল পুরাণ ও বেদে পূজিত হন; অতএব সেই ঈশ্বর-ভজনা করিলেই মুক্তিলাভ হয়, এই পুরাণ সেই ঈশ্বর নারায়ণের উপাসনার সম্পূর্ণ উপযোগী, পরম রহস্য এবং চতুর্ব্বর্গের নিদান। এই পুরাণ স্মরণ করিলে মানব কার্য্য-কারণপতি নারায়ণকে প্রাপ্ত হয়। হে পণ্ডিতগণ! শ্রদ্ধাসম্পন্ন ধার্ম্মিক যতি, বৈরাগ্যযুক্ত, জ্ঞানী এবং মুমুক্ষুর নিকট এই পুরাণ কীর্ত্তনীয়। পুণ্যদেশ, সভা, পুণ্যক্ষেত্র, দেবালয় এবং পুণ্যতীর্থে এই পুরাণ কীর্ত্তন করিবে। হে বিচক্ষণগণ! সন্ধ্যাকালে ইহা কীর্ত্তনীয় নহে। এই উত্তম সংবাদ উচ্ছিষ্ট দেশে যাহারা কীর্ত্তন করে, তাহারা, চন্দ্র-সূর্য্য যতদিন থাকেন, ততদিন ঘোর নরকে পচিয়া থাকে। যে মূঢ়, ভক্তিহীন হইয়া দম্ভবশে এই পুরাণ শ্রবণ করে, তাহার পুরাণ-শ্রবণও বিফল, আর আ-কল্প মহাঘোর নরকে পচিতে থাকে। যে মানব, সৎ-কথার মধ্যে অন্য কোন কথা বলে, সেই পাতকী চন্দ্রসূর্য্য-স্থিতিকাল ঘোরনরক ভোগ করে। অতএব শ্রোতা এবং বক্তা সকলেই একাগ্রচিত্ত হইবে; চিত্ত একাগ্র না হইলে ত কিছু বুঝা যায় না। মানব, অনন্য মনে হরিকথামৃত পান করিবে, চিত্তের চাঞ্চল্য থাকিলে সাগ্রহ হইবে কেন? সর্ব্বদা যাহার চিত্ত চঞ্চল, জগতে তাহার কি সুখ

হয়? অতএব একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুচিন্তা করিবে। চঞ্চলচেতা মানবগণের বৈষয়িক সুখই যখন অনুভূত হয় না, তখন যোগসিদ্ধি হইবে কিরূপে? অতএব দুঃখসাধন কামদোষ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুচিন্তা করিবে। অবিনাশী নারায়ণকে যে কোন উপায়ে পাতকী ব্যক্তি স্মরণ করিলেও তিনি তৎপ্রতি প্রসন্ন হন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। অব্যয় বিষ্ণু নারায়ণদেবে যাহার পরম ভক্তি, তাহার জন্মসাফল্য হয় এবং মুক্তিও করতলস্থ হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয় হরিভক্তগণের সিদ্ধ হয়, সংশয় নাই।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—দেবর্ষি নারদমুনি, সনৎকুমারকে সকল ধর্ম্ম উপদেশ কিরূপে দিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইলেনই বা কিরূপে? হে তাত! সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিদ্বয় কোন্ ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিলেন? নারদ যাহা সনৎকুমারকে বলিয়াছেন, হে কৃপাসিন্ধো! তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন,—সনকাদি মহাত্মা ঋষিগণ ব্রহ্মার পুত্র; তাঁহারা সকলেই নির্ম্মম, নিরহঙ্কার এবং ঊর্দ্ধরেতা। তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, যথা;—সনক, সনন্দন, সনৎকুমার এবং সনাতন। ইহাঁরা বিষ্ণুভক্ত, মহাত্মা, ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ, সহস্র-সূর্য্য-সদৃশ-দীপ্তিশালী, সত্যসন্ধ এবং মুমুক্ষু। একদা মহাতেজা সনকাদি ব্রহ্মনন্দনগণ, ব্রহ্মসভা অবলোকন করিবার জন্য সুমেরুশৃঙ্গে সমাগত হইলেন। বিখ্যাততেজা সেই ঋষিগণ, বিষ্ণুপাদসম্ভূতা মহাপবিত্রা সীতা নাম্নী গঙ্গানদীতে স্নান করিতে তথায় উদ্যত হইলেন। হে বিপ্রগণ! এমন সময়ে দেবর্ষি নারদমুনি, 'হরে নারায়ণ' ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করত তথায় উপস্থিত হইলেন। হে নারায়ণ! অচ্যুত! অনন্ত! বাসুদেব! জনার্দ্দন! যজ্ঞেশ! যজ্ঞপুরুষ! কৃষ্ণ! বিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার। হে কমললোচন! কমলাকান্ত! গঙ্গাজনক! কেশব! ক্ষীরোদশায়িন্ দেবেশ! নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার। হে শ্রীকৃষ্ণ! বিষ্ণো! নৃসিংহ! মুরারে! হে প্রদ্যুম্ন! সঙ্কর্ষণ! বাসুদেব! হে অজ! অনিরুদ্ধ! অচ্যুত! বিশ্বরূপ! আপনি আমাদিগকে সর্ব্ব প্রকার ভীতি হইতে অজস্র পরিত্রাণ করুন। নারদমুনি, এইরূপ হরিনামোচ্চারণে অখিল জগৎ পবিত্র করত সেই লোকপাবনী গঙ্গার স্তব করিতে করিতে সমাগত হইলেন। সনকাদি মহর্ষিগণ, নারদকে আসিতে দেখিয়া যথাযোগ্য পূজা করিলেন; নারদও সেই মহর্ষিদিগকে বন্দনা করিলেন। মুনিগণ সকলেই কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া মনোরম গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইলে, নারদ হরি-গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সনৎকুমার সেই সভামধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ মুনিপুঙ্গব নারদকে বলিলেন,—হে মুনিগণের মানবর্দ্ধক মহা প্রাজ্ঞ নারদ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনা হইতে অধিক বিষ্ণুভক্ত আর নাই। ঘাহা-

জঙ্গমাত্মক এই অখিল জগৎ যাঁহার সৃষ্ট এবং গঙ্গা যাঁহা হইতে উদ্ভূত; সেই হরিকে জানা যায় কিরূপে? গঙ্গা আবির্ভূতা কিরূপে হইলেন? ত্রিবিধ ধর্ম্ম সফল হয় কিরূপে? মানবগণের জ্ঞান হয় কিরূপে? তপস্যার লক্ষণ কিরূপ? সেরূপ অতিথি-পূজা করিতে হয় এবং বিষ্ণু যাহাতে প্রসন্ন হন, হরিভক্তি-সম্পাদক ইত্যাদি গুহ্যবিষয় আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকেত যথার্থতঃ বলুন। নারদ বলিলেন,—পরাৎপরতর, পরাৎপর-নিবাস, সগুণ নির্গুণ পরম দেবতাকে নমস্কার। জ্ঞান, অজ্ঞান, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বিদ্যা এবং অবিদ্যারূপী আত্মস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। আপনি মায়াবর্জ্জিত, মায়িক, যোগজ-রূপসম্পন্ন, যোগগম্য, যোগেশ্বর, যোগস্বরূপ আত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি জ্ঞানের অগম্য অথচ জ্ঞানেরই গম্য, সর্ব্বজ্ঞানৈকহেতু দিব্য জ্ঞানরূপী জ্ঞানেশ্বর, আপনাকে নমস্কার। আপনি ধ্যানমাত্রে পাপহারী, ধ্যানগম্য, ধ্যানেশ্বর, ধ্যানস্বরূপ সুধী এবং শুদ্ধাত্মা; আপনাকে নমস্কার। যাঁহার সৃষ্ট আদিত্য, ইন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, সিদ্ধ, যক্ষ, অসুর এবং নাগসমূহ যাঁহাতেই লীন হন, সেই স্তবীশ স্তবযোগ্য অনাদি পুরাণ পুরুষকে সতত নমস্কার করি। যাঁহার নামকীর্ত্তনে পবিত্রস্বভাব মুনিশ্রেষ্ঠগণও স্বপ্নেও যাঁহার দর্শন পান না, আর বিরিঞ্চিপ্রমুখ দেবতারা অদ্যাপি যাঁহাকে জানিতে পারেন নাই, সেই আদ্য ঈশ্বরকে সতত নমস্কার করি। যিনি ব্রহ্মরূপে জগৎ সৃষ্টি, বিষ্ণু-রূপে জগৎ পালন এবং কল্লান্তে রুদ্ররূপে জগৎ সংহার করিয়া শয়ান হন, সেই অজকে নমস্কার করি। যিনি শিবভক্তগণের পক্ষে শিবস্বরূপে এবং বিষ্ণুভক্তগণের পক্ষে বিষ্ণুস্বরূপ, সেই নিজ সঙ্কল্প-সাধিত-বিবিধ-মূর্ত্তিধারী বর-বরেণ্য দেবের শরণাপন্ন হই। যিনি কেশী অসুরের বিনাশ ও নরকাসুরের হন্তা, যিনি করাগ্রমাত্র দ্বারা গিরি ধারণ করিয়াছেন, ভূভার-হরণ-প্রীতি-কামী সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি। যে দেব, মৎস্য অবতারে হয়গ্রীবাসুরকে জয় করিয়া বেদসমূহের রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাগত হইলাম। যিনি দেবগণের হিতার্থে অমৃত-মন্থনকালে ক্ষীরোদ সাগরে নিজ পৃষ্ঠে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কূর্ম্ম-অবতারকে প্রণাম করি। যে অব্যয় দেব দন্তাগ্র দ্বারা সমুদ্র হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া সমগ্র জগৎকে এইরূপে স্থাপন করিয়াছেন, সেই বরাহকে আমি নমস্কার করি। যিনি দৈত্যনন্দন প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য শিলাগ্র-কর্কশ-বক্ষঃস্থল দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুকে বিদারণ করিয়া নিহত করিয়াছেন, সেই নৃসিংহকে আমি নমস্কার করি। যিনি বিরোচননন্দন বলির নিকট (ত্রিপাদ স্থান) দান-প্রাপ্ত হইয়া দ্বিপাদ দ্বারা ভূর্লোক অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, সেই বামনদেবকে নমস্কার করি। যিনি কার্ত্তবীর্য্যের অপরাধে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়গণকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই জামদগ্ন্য পরশুরামকে নমস্কার করি। যিনি রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে আবির্ভূত হইয়া বানরগণ সমভিব্যাহারে রাক্ষস-সৈন্যগণকে নিহত করেন, সেই দশরথনন্দন রাম-অবতারকে নমস্কার করি। যিনি রাম কৃষ্ণ দুই দেহ আশ্রয় করিয়া মুষল এবং লাঙ্গলের অগ্রভাগের সাহায্যে ভূভার হরণ করেন, সেই বলরাম-অবতারকে ভজনা করি।

যাঁর বুদ্ধিতে ভূম্যাদি ত্রিলোক এবং আত্মাকে বিলীন করিয়া অবস্থিত যে পুরুষকে যোগিগণ অবলোকন করেন, সেই বুদ্ধাবতারকে ভজনা করি। যিনি কলিযুগান্তে অশুদ্ধ পাপীদিগকে তীক্ষ্ণ খড়্গধারা দ্বারা ছেদন করিয়া, সত্যযুগের প্রথমে ধর্ম্মস্থাপন করেন, সেই কল্কি-অবতারকে নমস্কার করি। পরমাত্মার ইত্যাদি মূর্ত্তি এত যে, বহুকোটি বৎসরেও তৎসমস্তের নামোচ্চারণই করিয়া উঠা যায় না। মুনি মুনীন্দ্রগণও যাঁহার নাম-মাহাত্ম্যের পারগমনে অসমর্থ, আমি সামান্য ব্যক্তি, তাঁহাকে ভজনা করি কিরূপে? মহাপাতকীরাও যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে (অপরেরও) পবিত্রতা-সম্পাদক হয়, আমি অল্পবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে স্তব করিব কিরূপে? সুরাসেবী অজামিলও যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, অল্পবুদ্ধি আমি তাঁহাকে স্তব করিব কিরূপে? যে কোন প্রকারে যাঁহার নাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলেও পাপিষ্ঠগণের পাপমুক্তি ও বিশুদ্ধ ব্যক্তিগণের মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, নিষ্পাপ যোগিগণ আত্মাতে মনঃসমাধান করিয়া যে জ্ঞানস্বরূপকে অবলোকন করেন, আমি তাঁহার শরণাগত হইতেছি। সাংখ্য-যোগিগণ, যে পরিপূর্ণাত্মক হরিকে সর্ব্বত্র অবলোকন করেন, সেই জ্ঞানরূপ অজর আদি দেবকে আমি নমস্কার করি। মূঢ়গণ, যে জগদীশ্বরকে পাষাণ-প্রতিমাদিরূপেই অবস্থিত বলিয়া সর্ব্বদা মনে করে, * সেই সর্ব্বত্র-সংস্থিত পুরুষোত্তম দেবকে বন্দনা করি। কর্ম্ম এবং তপস্যামাত্রই যে মহাত্মার রূপ, সেই সদাকাম্য জ্ঞানময় ঈশ্বরকে সতত ভজনা করি। সর্ব্বতত্ত্বময়, সর্ব্বস্রষ্টা, সহস্রশীর্ষা, শান্ত, ভাবনাময় ঈশ্বরকে বন্দনা করি। যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান স্থাবর-জঙ্গম-স্বরূপ, যিনি হৃদয় হইতে দশ অঙ্গুল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত, সেই অজর ঈশ্বরকে ভজনা করি। যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম, মহৎ বস্তুর মধ্যে মহত্তম এবং গোপনীয় বস্তু হইতে গোপনীয়তম, সেই অনাদি-দেবকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। যাঁহার ধ্যান, স্মরণ, পূজা, স্তব এবং প্রণাম করিলে, যিনি আত্মপদ প্রদান করেন, সেই পুরুষোত্তম দেবকে বন্দনা করি। সেই সনকাদি মুনিপ্রবরগণ পরমেশ্বরের স্তবপরায়ণ মহর্ষি নারদকে আনন্দ-সলিলে রুদ্ধনেত্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। "যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই নারদ-কৃত বিষ্ণুস্তব পাঠ করিবে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হইবে।" সেই মুনিশ্রেষ্ঠগণ নারদকে এই বর দিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করত নারদ মুনির স্তবস্তুতি করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

* প্রতিমাতে যে ভগবানের আবির্ভাব হয়, মূঢ়গণ তাহা জানে না, তাহারা ভাবে প্রতিমাই ভগবান্; এবং প্রতিমা ব্যতীত ভগবানের অন্যপ্রকারে সত্তাও তাহারা অবগত নহে।

তৃতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—নারায়ণ—অব্যয়, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী এবং নিরঞ্জন; এই অখিল চরাচর জগতের তিনিই ব্যাপক। স্বপ্রকাশ জগন্ময় মহাবিষ্ণু, সৃষ্টি-প্রারম্ভে গুণভেদ অনুসারে তিন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। হে মুনে! সনৎকুমার! প্রভু মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করিবার জন্য প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলেন দক্ষিণাঙ্গ হইতে; সংহারের জন্য ঈশান রুদ্রকে সৃষ্টি করিলেন দেহ-মধ্যভাগ হইতে; আর জগৎপালনের জন্য অব্যয় বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিলেন বামাঙ্গ হইতে। সৃষ্টিপ্রারম্ভে মহাবিষ্ণু এইরূপ মূর্ত্তিত্রয় আশ্রয় করিয়াছেন। সেই অজর আদিদেবকে কেহ কেহ রুদ্র, কেহ কেহ বিষ্ণু, অন্যে আবার ব্রহ্মা এবং অপর সম্প্রদায় সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া থাকে। সেই বিষ্ণুর পরমা শক্তি জগৎকর্ত্রী, তিনি ভাব এবং অভাব স্বরূপা ও বিদ্যা অবিদ্যা নামে তিনিই পরিচিত। যাঁহার জন্য, লোকে বিশ্বকে মহাবিষ্ণু হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ, তিনিই অবিদ্যা; অবিদ্যাই সংসার-দুঃখের হেতু। হে সনৎকুমারাদি সাধু-শ্রেষ্ঠগণ! 'জ্ঞাতা, জ্ঞেয়' ইত্যাদি ভেদ-বুদ্ধি যাঁহা হইতে বিনষ্ট হয়, সেই সর্ব্বৈকাবোধনী বুদ্ধিই বিদ্যা নামে অভিহিতা। মহাবিষ্ণুর এই মায়া মহাবিষ্ণু হইতে বিভিন্ন। এই জ্ঞান যতদিন থাকে, ততদিন মায়া তাঁহাকে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ করেন; অভেদরূপে প্রতীয়মানা হইলে, তিনি সংসারবন্ধন দূর করেন। এই সমগ্র চরাচর জগৎ বিষ্ণুশক্তি হইতেই সমুদ্ভূত। নিষ্ক্রিয় জগৎস্বরূপ বিষ্ণু হইতে এই জগৎ ভিন্ন নহে। আকাশ যেমন ঘট-পটাদি উপাধিভেদ বশতঃ 'ঘটাকাশ' 'পটাকাশ' ইত্যাদি প্রকারে বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ উপাধি বশতই এক বিষ্ণুই নিখিল সংপ্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হন। বিষ্ণু যেমন জগদ্ব্যাপক, হে সনৎকুমার! তাঁহার শক্তিও তদ্রূপ। দৃষ্টান্ত;—অঙ্গারকে ব্যাপিয়া অবস্থিত অঙ্গারের দাহ-শক্তি। মহর্ষিগণের মধ্যে কেহ কেহ সেই শক্তিকে উমা নামে অভিহিত করেন, অন্যে বলেন লক্ষ্মী, অপরে বলেন সরস্বতী; গিরিজা অম্বিকা ইত্যাদি নামেও তাঁহাকে আখ্যাত করা হয়। দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, ব্রাহ্মী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়া এবং মূল-প্রকৃতি এই সকল আখ্যাই কোন না কোন ভেদে মহর্ষিমণ্ডলীর কথিত। ইনিই বিষ্ণুর সেই পরমা শক্তি; জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার তিনিই করেন, ব্যক্ত এবং অব্যক্তরূপে জগৎকে ব্যাপিয়া তিনিই অবস্থিতা। সেই শক্তিই প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই রূপত্রয়ে বর্ত্তমান। এক সেই শক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। যিনি ব্রহ্মারূপে অখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তদপেক্ষা পরম-দেব 'বিভা' নামে আখ্যাত। যে পরম পুরুষ জগতের রক্ষা-কর্ত্তা, তদপেক্ষা পরম-পদার্থ সেই অব্যয় ব্রহ্ম। অক্ষর, নির্গুণ, শুদ্ধ, পরিপূর্ণ, সনাতন, পরাৎপর যোগিধ্যেয় পুরুষই কালরুদ্র নামে আখ্যাত। সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, পরমানন্দময়, সর্ব্বোত্তম পরমাত্মা একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই বিজ্ঞেয়। এই শুদ্ধ-চৈতন্যই অহঙ্কাররূপ উপাধির যোগে 'দেবী' নামে অভিহিত; তত্ত্বজ্ঞানই এই উপাধি-নাশের হেতু। মনেরও অগোচর যে নির্ম্মল-জ্যোতিতে বাগিন্দ্রিয়-প্রযুক্ত 'পরব্রহ্ম' এই নামও ঔপচারিক অর্থাৎ বাস্তবিক নহে; সেই পরম-শুদ্ধ দেব সত্ত্ব, রজঃ এবং

তমঃ এই গুণভেদ-ভিন্ন সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-হেতু মূর্তিত্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার অযুত অযুত অংশের অংশ, সেই দেব এই চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত। জগৎকর্তা ব্রহ্মা যাঁহার নাভিকমল-সম্ভূত, তিনিই আনন্দরূপ পরমাত্মা; পরমাত্মা তদ্ভিন্ন নহেন। অন্তর্যামী জগৎস্বরূপী সর্ব্বসাক্ষী নিরঞ্জন পরমেশ্বর জগৎ হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন-রূপে অবস্থিত। জগতের আশ্রয় মহামায়া তাঁহারই শক্তি। বিশ্বোৎপত্তির হেতু বলিয়া পণ্ডিতেরা সেই মহামায়াকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করেন। মহাবিষ্ণু সৃষ্টি-প্রারম্ভে লোক-সৃষ্টি করিতে সমুদ্যত হইয়া প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই তিন রূপ অবলম্বন করিয়াছেন।* আত্মধ্যান-পরায়ণ যোগিগণ, পরব্রহ্ম-পদবাচ্য বিষ্ণুর সেই বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময় পরম-পদ অবলোকন করিয়া থাকেন। যে নির্গুণ বস্তুর পরব্রহ্ম নামও ঔপচারিক, তিনিই তত্ত্বজ্ঞানিগম্য বিষ্ণু; তিনিই শুদ্ধ, অনন্ত, কালরূপী, মহেশ্বর। সেই প্রভুই গুণরূপী, গুণাধার এবং জগতের আদিকর্তা। জগদ্‌গুরু পুরুষের সাহায্যে প্রকৃতি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলে মহত্তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইল; বুদ্ধি এই মহত্তত্ত্বেরই নামান্তর। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। অহঙ্কার হইতে তন্মাত্র নামক সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়-গণের উৎপত্তি হইল এবং জগৎসৃষ্টির জন্য তন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূল-ভূতের উৎপত্তি। হে ব্রহ্মনন্দন সনৎকুমার! আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পঞ্চভূত যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুসারে, উত্তর উত্তরের উৎপত্তির প্রতি অন্যতম কারণ হইল। অনন্তর, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা বৃক্ষাদির সৃষ্টি করিলেন, এই সৃষ্টি তমোময়ী; ইহার নামান্তর 'অবুদ্ধি-পূর্ব্বক সর্গ'। প্রভু ব্রহ্মা সেই সৃষ্টিকে মনের মত না দেখিয়া পশু-পক্ষি-মৃগাদি তির্য্যক্-যোনিদিগকে সৃষ্টি করিলেন। সে সৃষ্টিকেও মনোমত না দেখিয়া দেবগণের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তিনি মানুষ সৃষ্টি করিলেন। মানুষ-সৃষ্টির প্রারম্ভেই সৃষ্টিসাধক দক্ষপ্রমুখ মানস-পুত্র সৃষ্টি করিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারাই এই দেবাসুর-মানুষময় নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইয়াছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং সত্য এই সপ্ত লোক ক্রমে ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং হে বিপ্রেন্দ্র! অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল-লোক ক্রমে অধস্তলে অধস্তলে অবস্থিত। এই চতুর্দ্দশ ভুবনেই ভিন্ন ভিন্ন অধিপতি, কুলপর্ব্বত-সমূহ, নদীগণ এবং তত্তৎ-লোকবাসিগণের উপযুক্ত জীবিকা ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন। ভূতলের মধ্যস্থলে সর্ব্বদেবাশ্রয় সুমেরু, সর্ব্বশেষে লোকালোক পর্ব্বত এবং ভূতলের মধ্যেই সপ্তসাগর বর্ত্তমান। হে সনৎকুমারাদি দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! ভূমণ্ডলে সপ্তদ্বীপ, দ্বীপে দ্বীপে কুল-পর্ব্বত এবং বহুতর নদী আর অধিবাসী জনগণ দেবতুল্য। জম্বুদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ, শাল্মলদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ এবং পুষ্করদ্বীপ এই সকল দ্বীপগুলিই দেবভূমি। এই সপ্ত দ্বীপ, সমগ্রই লবণ-সমুদ্র, ইক্ষু-সমুদ্র, সুরা-সমুদ্র, সর্পিঃ-সমুদ্র (ঘৃত-সমুদ্র), দধি-সমুদ্র, দুগ্ধ-সমুদ্র এবং জল-সমুদ্র এই সপ্ত সমুদ্রে একেবারেই আবৃত। এই যে সপ্ত-দ্বীপ ও সপ্ত-সমুদ্র, ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তর

* শক্তি ও মহাবিষ্ণু বস্তুতঃ অভিন্ন, সুতরাং এস্থলে যে কথিত হইয়াছে, শক্তির ঐ তিন রূপ, তাহা এ বচনের প্রতিকূল হইল না।

উত্তর দ্বিগুণ করিয়া বিস্তৃত। এই সপ্ত দ্বীপ ও সমুদ্রের শেষ সীমা হইল—লোকালোক পর্ব্বত। ক্ষার-সমুদ্র অর্থাৎ লবণ-সমুদ্রের উত্তর এবং হিমালয়ের দক্ষিণ যে ভূভাগ, তাহাই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি। হে ব্রহ্মনন্দন! এই ভারতবর্ষে লোকে শুভ, অশুভ এবং মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে; তাহার ফলভোগ হয় যথানিয়মে ভোগভূমিতে ভারতবর্ষে লোকে শুভ বা অশুভ যেরূপ কর্ম্মই করুক না, সম্পূর্ণ ফলভোগ যতদিন না হয়, ততদিন অন্যত্র ভোগ করিতে হইবে। দেবগণ এখনও ভারত-ভূমিতে জন্মগ্রহণে অভিলাষী, ভারত-ভূমিতে জন্মই তাঁহারা নির্ম্মল অক্ষয় সঞ্চিত শুভ সুমহৎ পুণ্য বলিয়া মনে করেন। "কবে আমরা ভারত-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিব, কবে মহাপুণ্য-বলে পরম-পদ প্রাপ্ত হইব? দান, বিবিধ যজ্ঞ বা তপস্যা দ্বারা বিষ্ণু অর্চ্চনা করিয়া অনিন্দ্য পরমপদে কবে যাইতে পারিব? ভক্তিমার্গ, কর্ম্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিয়া কবে নিত্যানন্দময় প্রভু জগদীশ্বর বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইব? যে ব্যক্তি ভারত-ভূমি প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হয়, সূর্য্যের তেজের সদৃশ যেমন কিছু নাই, তদ্রূপ তাহার সদৃশও কেহ থাকে না। হরিকীর্ত্তন-শীল, বৈষ্ণবপ্রিয় অথবা সাধু-শুশ্রূষু, যাহাই কেন হউন না, তিনি উত্তম এবং আমাদের বন্দনীয়। নারায়ণ, কৃষ্ণ, বাসুদেব ইত্যাদি হরিনাম-কীর্ত্তনপর, অহিংসক ও শান্তিগুণাবলম্বী ব্যক্তি উত্তম এবং আমাদের বন্দনীয়। শিব, নীলকণ্ঠ এবং শঙ্কর ইত্যাদি শিবনাম-সঙ্কীর্ত্তনপর, নিত্য সর্ব্বভূত-হিতরত উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয়। শিবধ্যানরত, গুরুভক্ত, বর্ণাশ্রমাচার-পরায়ণ, অসূয়াশূন্য এবং সদা শান্তিগুণাবলম্বী উত্তম ব্যক্তি আমাদিগের বন্দনীয়। সদভিপ্রায়ে সকল কার্য্যেই ব্রাহ্মণগণের হিতকারী নিত্য বেদবাদরত উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয়। যে ব্যক্তি দেবদেব শিব-নারায়ণে ভেদজ্ঞান না করেন, তিনি অব্রাহ্মণ হইলেও আমাদের বন্দনীয়, সাধুতম (ব্রাহ্মণ) হইলে ত কথাই নাই। ইন্দ্রিয়সংযম-সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী পরনিন্দা-বিবর্জ্জিত, প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ উত্তম ব্যক্তি আমাদিগের বন্দনীয়। চৌর্য্যাদি দোষ-বর্জ্জিত, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, পরোপকার-তৎপর শুচি উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয়। যে ব্যক্তি নিরন্তর তড়াগ-প্রতিষ্ঠা, সরোবর-প্রতিষ্ঠা এবং উদ্যান-প্রতিষ্ঠা তৎপর, বেদার্থগ্রহণ, পুরাণশ্রবণ এবং সৎসঙ্গে যাহার মতি, সেই উত্তম পুরুষ আমাদের বন্দনীয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, এইরূপ বিবিধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষে অনুষ্ঠান করেন, সেই উত্তম ব্যক্তি আমাদিগের বন্দনীয়। যে মানব, এতন্মধ্যে কোন একপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মশুদ্ধি সম্পাদন না করে, সেই দুষ্কৃতিশালীই মূঢ়, তদপেক্ষা নির্ব্বোধ আর কে আছে? ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া সৎকর্ম্মে পরাঙ্মুখ হওয়া, আর অমৃতকুম্ভ ত্যাগ করিয়া বিষভাণ্ড অন্বেষণ করা সমান। যে মানব শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্ম-সমুদয় দ্বারা আত্মশুদ্ধি সম্পাদন না করে, সে-ই আত্মঘাতী এবং নিখিল পাতকিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে মানব, কর্ম্মভূমিতে আসিয়া ধর্ম্ম না করে, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বতোভাবে দুঃখী; তদপেক্ষা মূঢ়ই বা আর কে আছে? আপনা কর্ম্মফল-প্রদান-শক্তিশালিনী এই ভারত-ভূমিতে থাকিয়া দুষ্কর্ম্ম করা, আর কামধেনু ত্যাগ করিয়া অর্কবৃক্ষের আটা অনুসন্ধান করা সমান।" হে সনৎকুমার! এক্ষা

দেবগণও ভারতবর্ষের এইরূপ প্রশংসা করেন; কেননা, তাঁহাদের স্বপদে, ভোগক্ষয়-ভয় আছে। অতএব হে মহাভাগ! এই ভারতবর্ষ অতি পবিত্র এবং কর্ম্মভূমি বলিয়া জ্ঞাতব্য। এ দেশ দেবগণেরও দুর্লভ। যে মানব এই পুণ্যভূমিতে সৎকার্য্য করিতে উদ্যতও হয়, তাহার সদৃশ কোন ব্যক্তিই ত্রিলোকে নাই। এই পুণ্যভূমিতে উৎপন্ন যে মনুষ্য নিজের কর্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত চেষ্টা করেন, তিনি মানবাকারে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ বিষ্ণুই, এ বিষয়ে সংশয় নাই। পরলোকে ফললাভে ইচ্ছুক হইয়া নিরালস্যে কর্ম্ম করিতে হয়, তৎপরে সেই কর্ম্ম বিষ্ণুকে নিবেদন করিলে, তাহার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। যদি কর্ম্মফলে প্রকৃত-বৈরাগ্য হয়, তাহা হইলে আর কিছু করিতে হইবে না; তবে "বিষ্ণু প্রীত হউন" ইহা মনে করিয়া স্বকৃত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিবে। ব্রহ্মলোক হইতে যে কিছু স্থান আছে, তৎসমস্তই পুনর্জ্জন্মের হেতু; তাহাতে অভিলাষ না করিলে, নিষ্কাম পরমধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামনা ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আশ্রমের অনুরূপ বেদোক্ত কর্ম্ম সকল ভগবৎ-সন্তোষার্থে করিবে; তাহা হইলে তাহার পরম-পদ-প্রাপ্তি হইবে। ফল নিষ্কামভাবেই হউক অথবা সকামভাবেই হউক, কর্ম্ম যথাবিধি করিতে হইবে। আশ্রমাচারহীন, কর্ম্মহীন ব্যক্তিকে পণ্ডিতেরা পতিত বলিয়া থাকেন। সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজে বর্দ্ধিত হন এবং বিষ্ণুও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; ইহকালে ও পরকালে তাঁহার পুণ্যফল-প্রাপ্তি হয়। ধর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান—সকলই বাসুদেবে পর্য্যবসিত; বাসুদেব ভিন্ন আর কিছুই নাই। ব্রহ্মা হইতে সামান্য তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎই বাসুদেব-স্বরূপ; তিনি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব; দেবতা, অসুর, যক্ষ এবং সিদ্ধগণও তিনি; অধিক কি, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই তিনি,—তাঁহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। যাঁহা অপেক্ষা কনিষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ কিছু নাই, যাঁহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও মহত্তর কিছু নাই, তিনিই এই জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন; এই জন্যই ইহা বিচিত্র। সুখে অভিলাষ থাকিলে সেই পরম-দেবতা ঈশ্বরকে প্রণাম করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে সকল ধর্ম্মই অভিলষিত ফল দান করেন; যেহেতু শ্রদ্ধা থাকিলে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং হরি সন্তুষ্ট হন। ভক্তি (শ্রদ্ধা) সহকারে ভক্তি করিবে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিবে; হে দ্বিজোত্তমগণ! শ্রদ্ধাবিহীন যে সমস্ত কার্য্য, তাহা কখনই সিদ্ধ হয় না। আলোক যেরূপ প্রাণিগণের চেষ্টার কারণ হয়, ভক্তি সেইরূপ সমস্ত সিদ্ধির পরম কারণ। জল যেরূপ সমস্ত লোকের জীবন, ভক্তি সেইরূপ সকল সিদ্ধির কারণ। যেরূপ সমস্ত জন্তুগণ ভূমিকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্য সাধন করিবে।

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ধর্ম্মলাভ করেন, শ্রদ্ধাবান্ অর্থ প্রাপ্ত হন, শ্রদ্ধা দ্বারা অভিলাষ পূর্ণ হয় এবং শ্রদ্ধাবান্ মনুষ্যই মুক্তিলাভ করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ হরি, শ্রদ্ধাহীন দান, শ্রদ্ধাহীন তপস্যা এবং শ্রদ্ধাহীন বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ দ্বারাও সন্তুষ্ট হন না। অভক্তি-পূর্ব্বক কোটি কিংবা সহস্র কোটি সুমেরু-পরিমিত সুবর্ণ দান করিলেও তাহা কেবল অর্থ নাশের নিমিত্ত হয়। অভক্তিপূর্ব্বক যে তপস্যা, তাহা কেবল শরীরকে শুষ্ক করে। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে হোম, তাহা ভস্মের উপর সম্পাদিত হোমের ন্যায় হয়। যদ্যপি লোক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অল্পমাত্রও কর্ম্ম করে, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম মনুষ্যদিগকে নিত্যপ্রীতি দান করেন। হে ব্রহ্মন্! অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক বেদবিহিত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলেও তৎসমস্তই নিষ্ফল হয়। শ্রেষ্ঠা হরিভক্তি মনুষ্যগণের পক্ষে কামধেনুর তুল্য। অহো! অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই বিষ্ণুভক্তি সত্ত্বেও সংসাররূপ বিষ পান করে। হে ব্রহ্মনন্দন! এই অসার সংসার মধ্যে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ, হরিভক্তি এবং ত্যাগেচ্ছাই সার। হে ব্রহ্মন্! যাহারা অসূয়া বশতঃ ভক্তি ও দানাদি কর্ম্ম করে, তাহাদিগের তৎসমস্তই নিষ্ফল এবং হরি তাহা-দিগের অতিশয় দূরে থাকেন। যাহারা পরশ্রীতে উত্তপ্ত হইয়া কর্ম্ম করে কিংবা যে ব্যক্তি দম্ভ বশতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত, হরি সেই সকল মিথ্যা কর্ম্মকারী ব্যক্তিদিগের দূরে অবস্থান করেন। যে সকল ব্যক্তি প্রধান-ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে মনুষ্যকে মিথ্যা-ধর্ম্মের উপদেশ করে এবং যাহাদিগের ধর্ম্মকার্য্যে মানসিক ভক্তি নাই, হরি তাহাদিগের দূরে অবস্থান করেন। ধর্ম্ম বেদ-প্রণিহিত, ঐ বেদ পরম নারায়ণ স্বরূপ; অতএব যে সকল মনুষ্য বেদে অশ্রদ্ধা করে, হরি তাহাদিগের দূরে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-বিহীন হইয়া দিনযাপন করে, সে কর্ম্মকারের যন্ত্রের ন্যায় বায়ু আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিলেও জীবিত নহে। হে ব্রহ্মনন্দন! যাহারা শ্রদ্ধাবান্, তাহাদিগেরই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ সনাতন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়; শ্রদ্ধা না থাকিলে কিছুই হয় না। যে ব্যক্তি স্বীয় আচার অতিক্রম না করিয়া হরিভক্তি-পরায়ণ হন, তিনি জ্ঞানিদৃশ্য বিষ্ণু-ভবনে গমন করেন। হে মুনীন্দ্র! যে সকল ব্যক্তি হরির চিন্তাতে আসক্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমোচিত বেদবিহিত কর্ম্ম করেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন। আচার হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, এবং ধর্ম্মের প্রভু ভগবান্ অচ্যুত; অতএব আশ্রমোচিত আচারানুসারে সর্ব্বদা হরিকে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি সাঙ্গ বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও স্বকীয় আশ্রমোচিত-আচারভ্রষ্ট, সে কর্ম্মবহিষ্কৃত—এইজন্য পতিত। হরিভক্তি-পরায়ণ হউক অথবা হরি-ধ্যান-পরায়ণ হউক, যে ব্যক্তি স্বীয় আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট, ঋষিরা তাহাকে পতিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদই হউন, হরিভক্তিই হউন বা শিবভক্তিই হউন, কেহই আচারভ্রষ্ট মূঢ়কে পবিত্র করিতে পারেন না। হে ব্রহ্মন্! পুণ্যক্ষেত্রে গমন, পবিত্র-তীর্থের সেবা অথবা নানারূপ যজ্ঞানুষ্ঠান—কিছুই আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারেন না। আচার হইতে স্বর্গ, আচার হইতে সুখ এবং আচার হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হয়; আচার হইতে লব্ধ না হয় কি?—সমস্তই লাভ করা যায়। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! সমস্ত আচার, সমস্ত যোগ এবং হরিভক্তি—সকলেরই আদি-কারণ ভক্তি। মনুষ্য যদ্যপি ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুকে পূজা করে, তাহা হইলে তিনি বাঞ্ছিত ফল দান করেন; অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, "ভক্তিই সমস্ত

লোকের মাতৃস্বরূপ। প্রাণিগণ যেরূপ মাতাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, সমস্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করেন।” হে ব্রজনন্দন! স্বকীয় আশ্রমোচিত আচারবান ব্যক্তির যে সময়ে হরিভক্তির উদয় হয়, সেই সময়ে ত্রিজগতের মধ্যে তাহার সদৃশ আর কোন ব্যক্তি থাকে না। ভক্তি দ্বারা কর্ম্ম-সিদ্ধি হয় এবং কর্ম্ম দ্বারা হরি সন্তুষ্ট হন। হরি সন্তুষ্ট হইলে জ্ঞানের উদয় হয়, জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তিলাভ হয়। ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গ হইলে ভক্তি জন্মে, কিন্তু মনুষ্য পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য দ্বারা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ করে। যে সমস্ত ব্যক্তি বর্ণ এবং আশ্রমোচিত আচারের অনুষ্ঠান করে, যাহাদিগের মন ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গ করিতে ইচ্ছা করে এবং যাহারা কাম-ক্রোধাদিবর্জ্জিত, তাহারাই পণ্ডিত ও লোকদিগের শিক্ষক। হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি অকৃতাত্মা, সে কখনই উত্তম সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পারে না; যদি লাভ করে, তাহা হইলে জানিবে, সেই ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য আছে। যে ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, তাহারই সাধুসঙ্গ লাভ হয়; তাহা না হইলে নিশ্চয়ই তাহা ঘটে না। সূর্য্য, কিরণসমূহ দ্বারা দিবসে বাহিরের অন্ধকার নষ্ট করেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা সূক্তি-মরীচি-সমূহ দ্বারা সর্ব্বদাই অন্তরের অন্ধকার নষ্ট করেন। ভগবানে ভক্তি-পরায়ণ পুরুষ জগতে দুর্লভ যে ব্যক্তির তাঁহার সহিত সঙ্গ হয়, সে নিত্য শান্তিলাভ করে। সনৎকুমার কহিলেন,—ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ কি, তাঁহারা কি কর্ম্ম করেন এবং তাঁহারা কোন্ লোক লাভ করেন, এই সমস্ত যথার্থরূপে আমার নিকট বলুন। আপনি মহেশ্বর দেবদেব চক্রীর ভক্ত, অতএব আপনি ইহা বলিতে সক্ষম। আপনা হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। নারদ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! জগন্নাথ যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইলে, জ্ঞানী মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট যে সমস্ত গোপনীয় কথা বলিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই যে বিষ্ণু, ইনি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, দেবদেব, নিত্য; সমস্ত জগৎ ইঁহার রূপ, ইনি জগতের কর্ত্তা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই ইঁহার শরীর। ইনি প্রলয়কালে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করত ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করেন, জগৎ জলে পরিপূর্ণ এবং স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত বিনষ্ট হইলে, এই শেষাত্মা ভগবান্ হরিই বটপত্রে শয়ন করিয়া থাকেন। যাঁহার সমস্ত রোম অসংখ্য ব্রহ্মাদি দ্বারা সম্যক্‌রূপে ভূষিত, যিনি পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্র হইতে বিনিঃসৃত গঙ্গা দ্বারা সমস্ত জলকে পবিত্র করিয়া থাকেন, যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু বটপত্রে শয়ান হইলে মহাভাগ্যবান্ নারায়ণ-পরায়ণ মার্কণ্ডেয় সেই স্থানে অবস্থান করত সেই মহেশের সমস্ত লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মুনে! সেই মহাঘোর সময়ে স্থাবর-জঙ্গম বিনষ্ট হইলে, ভগবান্ কেবল একাকী অবস্থান করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে এইরূপ শুনিয়াছি। জগৎ একার্ণব এবং স্থাবর-জঙ্গম বিনষ্ট,—হরি সকলকেই গ্রাস করিয়াছিলেন; তবে কি নিমিত্ত সেই মার্কণ্ডেয়কে গ্রাস করেন নাই? হে সূত! ইহা জানিতে আমাদিগের অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে;—হরিকীর্ত্তন স্বরূপ অমৃতপানে কোন্ ব্যক্তির আলস্য হয়? সূত কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মৃকণ্ডু নামে বিখ্যাত অতি ভাগ্যবান্ এক মুনি ছিলেন। সেই মুনি শালগ্রাম নামক মহাতীর্থে সনাতন বেদপাঠপূর্ব্বক অযুত যুগকাল মহা তপস্যা করিয়াছিলেন। সমস্ত প্রাণীতেই আত্মনির্ব্বিশেষ-দৃষ্টিসম্পন্ন, বিষয়ে নিঃস্পৃহ,

সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী, দান্ত, উপবাস-পরায়ণ, ক্ষমাশীল, সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় সেই মৃকণ্ডু মুনি যখন ঘোরতর তপস্যা করেন, তৎকালে ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতা মৃকণ্ডুর তপস্যায় শঙ্কিত হইয়া, অনাময় পরমেশ্বর নারায়ণের শরণাগত হইলেন এবং ক্ষীরোদ-সমুদ্রের উত্তরতীরে গমন করিয়া, দেবশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু পদ্মনাভকে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন,—"হে নারায়ণ! তুমি অক্ষর, তোমার ধ্বংস নাই ও অন্ত নাই। হে শরণাগতপালক! আমরা মৃকণ্ডুর তপস্যায় ভীত হইয়া, তোমার শরণাগত হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। হে দেবাধিদেবেশ! তোমার জয় হউক; হে শঙ্খ-গদাধর! তোমার জয় হউক; হে লোকস্বরূপ! হে ব্রহ্মাণ্ডকারণ! তোমার জয় হউক। তুমি পরম দেবতার ঈশ্বর তোমাকে নমস্কার। হে লোকপাবন! তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিলোকের নাথ, তোমাকে নমস্কার। তুমি লোকদিগের সাক্ষিস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধ্যান দ্বারা লভ্য ও ধ্যানের কারণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধ্যানস্বরূপ এবং ধ্যানের সাক্ষী, তোমাকে নমস্কার। তুমি কেশী অসুরকে বিনাশ করিয়াছ, মধু-দৈত্যকে নিধন করিয়াছ, তুমি পরমাত্মা স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত তোমার রূপ, তুমি চৈতন্য-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্র, নির্গুণ ও গুণ স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি রূপবিহীন, সরূপ ও বহুরূপী, তোমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি গো-ব্রাহ্মণের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী, অতএব হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা, ব্রহ্মাদি দেবতা তোমারই স্বরূপ; তুমি সূর্য্যরূপী, তুমিই হব্য এবং কব্যের ভোক্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি নিত্য, তুমি সকলের পূজ্য, তুমি সদানন্দ-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি স্মরণকারী ব্যক্তিদিগের পীড়া নাশ করিয়া থাক, অতএব তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।" শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান্ কমলাপতি দেবতাদিগের এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যাঁহার চক্ষুর্দ্বয় প্রস্ফুটিত পদ্মপত্রের সদৃশ শরীরের প্রভা কোটিসূর্য্য-তুল্য; যিনি সকল অলঙ্কার-ভূষিত; যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত; যিনি সুবর্ণময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন, যাঁহার চরণদ্বয় সুবর্ণপদ্ম সদৃশ, প্রধান মুনিগণ যাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন,—দেবগণ সেই পীতাম্বরধারী সৌম্যমূর্ত্তি হরিকে সম্মুখে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে দয়াময় হরি, মেঘের ন্যায়, গম্ভীর ধ্বনি করিয়া, সমুদ্রের শব্দকে পরাভূত করত দেবতাদিগকে গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিলেন,—"মৃকণ্ডুর তপস্যাতে তোমাদিগের মানসিক দুঃখ হইয়াছে, আমি তাহা জানিয়াছি। মৃকণ্ডু সজ্জন, অতএব তিনি নিশ্চয় তোমাদিগকে পীড়া দিবেন না। যে সমস্ত সাধু স্বীয় তপস্যা দ্বারা পাপক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহারা ধনবান্ হউন অথবা পণ্ডিত হউন, কদাচ অন্য ব্যক্তির পীড়া দেন না। যে ব্যক্তি বিষয়রূপ শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই মূঢ়ধী আপনাকে রক্ষা না করিয়া অন্যকে দ্বেষ করে। যে মানব আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক এবং আধিদৈবিক তাপত্রয়রূপ শত্রুর বাধা জানিতে পারিয়াছে, সেই পরম সাধু কি নিমিত্ত অন্যকে পীড়া দান করিবে? যে ব্যক্তি কর্ম্ম, মন এবং বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা পরকে পীড়িত করে, সে, আপনি যাহাকে জয় করিয়াছে, তাহা দ্বারাও আপনার বিনাশের

আশঙ্কা করে। যাহাদিগের মন লোভে অভিভূত, যাহারা অতি অল্প-ধন-সম্পত্তিশালী, সেই মায়ামোহিতদিগেরই সর্ব্বদা ভয় হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা আশঙ্কাযুক্ত, সে-ই দুঃখী; যাহার কোনরূপ আশঙ্কা নাই, সে-ই সুখী; যে পরের হিতকার্য্য করে এবং দান্ত, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা শঙ্কারহিত। হে পরম সাধুগণ! যে মনুষ্য লোকের হিত-কার্য্য করে এবং অসূয়া ও মাৎসর্য্য-রহিত, পণ্ডিতগণ সেই ব্যক্তিকেই ইহকাল ও পরকালে শঙ্কা-রহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে অমরগণ! তোমরা গমন কর, মুনি তোমাদিগকে পীড়া দিবেন না। আমি সর্ব্বদা রক্ষা করিব; তোমরা যথাসুখে বিশ্রাম কর।" অতসী পুষ্পের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হরি দেবতাদিগকে এইরূপ বর-প্রদান করিয়া, দেবতারা দর্শন করিতেছেন—সেই সময়েই, তাঁহাদিগের সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণ সন্তোষলাভ করত, যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্বর্গে গমন করিলেন; হরিও মৃকণ্ডুর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলেন। মৃকণ্ডু পূর্ব্বে পরম সমাধি দ্বারা যাঁহাকে স্বপ্রকাশরূপ নিরঞ্জন পরম-ব্রহ্ম স্বরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহাকে অতসী-কুসুমের ন্যায় শোভা-সম্পন্ন, পীতাম্বরপরিধায়ী এবং দিব্যবস্ত্রধারী দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে মৃকণ্ডু নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া প্রসন্নবদন, সকলের বিধাতা, শান্ত এবং অচ্যুত সেই হরিকে সমাগত দর্শন করিলেন। তৎকালে বিপ্র রোমাঞ্চিত-শরীরে ও আনন্দাশ্রু-নয়নে, দণ্ডের ন্যায়, ভূমিতে পতিত হইয়া, দেবদেব চক্রীকে প্রণাম করিলেন এবং আনন্দবারি দ্বারা তাঁহার চরণদ্বয় প্রক্ষালন করত মস্তকে অঞ্জলি অর্পণ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন;—"তুমি পরমেশ্বর, পরস্বরূপ, পর হইতে পর এবং পরম হইতে পরম, তুমি অপারের পার, পরমাত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা ও অন্য হইতে পরম পবিত্রকারী; তোমাকে নমস্কার। যিনি নাম-জাত্যাদি বিকল্পশূন্য যাঁহার রূপ শব্দাদি-দোষ হইতে ভিন্ন এবং বহুস্বরূপ হইয়াও অব্যক্ত, সেই আদি পরমেশ্বরকে ভজনা করি। যিনি বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা জ্ঞেয়, যিনি পুরাতন পুরুষ, যিনি ব্রহ্মা প্রভৃতিরূপে সমস্ত জগৎস্বরূপ এবং যিনি স্বকীয়-রূপ-মিশ্রিত পত্নীর সহিত একত্রিত আমি সেই সকলের প্রভু আদি-ঈশ্বরকে ভজনা করি। যাঁহাদিগের সমস্ত দোষ নষ্ট হইয়াছে, যাঁহারা স্পৃহারহিত এবং কামাদিবিবর্জ্জিত, সেই সকল ব্যক্তিগণ ধ্যানপরায়ণ হইয়া যাঁহাকে দর্শন করেন,—সংসারনাশের কারণ সেই পরম পবিত্রকে নমস্কার করি। যিনি স্মরণকারীর পীড়া নাশ করেন, শরণাগতকে পালন করেন,—সকলের সেব্য এবং জগতের আশ্রয়, সেই করুণাময় পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। যাঁহার সহস্র শরীর, সহস্র চরণ, সহস্র চক্ষু, সহস্র মস্তক, সহস্র বাহু এবং সহস্র নাম, যিনি সহস্রকোটি যুগকে ধারণ করিতেছেন, সেই অনন্ত নিত্য পুরুষকে নমস্কার করি।" শঙ্খ-চক্র-গদাধারী মহাবিষ্ণু সেই মহাত্মার এই প্রকার স্তব শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর দেব চারিটী দীর্ঘ হস্ত দ্বারা মুনিকে আলিঙ্গন করত পরম প্রীতিপূর্ব্বক "তুমি আনন্দের সহিত বর প্রার্থনা কর" এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—"হে বিপ্র! তুমি পাপরহিত, তোমার তপস্যা এবং এই স্তব দ্বারা আমি প্রীতিলাভ করিয়াছি, অতএব হে সুব্রত! তোমার মনে যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেই বর যাচ্ঞা কর।" মৃকণ্ডু কহিলেন,—"হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! আমি

কৃতার্থ হইয়াছি, তাহাতে সংশয় নাই; যেহেতু পুণ্য-রহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তোমার দর্শন অতিশয় অপূর্ব্ব। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার দর্শন পান না, যিনি বেদের অগোচর, আমি সেই পরম-ব্রহ্মকে দর্শন করিলাম; অতএব আমার অপেক্ষা আর অধিক শ্রেষ্ঠ কে আছে? সমদর্শী সাধু ভক্তগণও যাঁহাকে দেখিতে পান না, আমি সেই পরম বস্তুকে দর্শন করিলাম, ইহার পর আর কি বলিব। বীতরাগ, নির্ম্মৎসর জিতেন্দ্রিয়গণও যে চিদ্রূপ পরম বস্তুকে দর্শন করিতে পান না, আমি তাহাই দর্শন করিলাম, ইহার পর আর কি আছে? দেবতারা এবং যোগিগণ যাঁহাকে দর্শন করিতে পান না, আমি সেই পরম ধামকে দর্শন করিলাম, ইহা হইতে আর কি অধিক উত্তম হইবে? পরোপকার-পরায়ণ এবং দয়ালু ব্যক্তিগণ যাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইতে পারেন না, আমি সেই পরম ধামকে দর্শন করিলাম, ইহা হইতে আর কি অধিক উত্তম হইবে? হে জনার্দ্দন! হে জগদ্‌গুরো! আমি ইহা দ্বারাই কৃতার্থ হইয়াছি; কারণ, পুণ্য-রহিত ব্যক্তিরা স্বপ্নেও তোমার দর্শন লাভে সক্ষম হয় না। হে অচ্যুত। যাহারা মহাপাতকী, তাহারাও তোমার নাম স্মরণমাত্রেই যখন পরমপদ প্রাপ্ত হয়, তখন যাহারা তোমাকে দর্শন করিয়াছে, তাহাদিগের তদপেক্ষা অধিক কি হইবে?" শ্রীভগবান্ কহিলেন,— "হে ব্রহ্মন্! তুমি সত্য বলিয়াছ, হে পণ্ডিত। আমি প্রীত হইয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি আমার দর্শন কোন সময়ে নিষ্ফল হয় নাই। দেবতাগণ সর্ব্বদা এই কথা বলেন যে, "বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তির অনেক পরিবার হয়", আমি সেই কথা পালন করিয়া থাকি, যেহেতু সাধু-ব্যক্তি মিথ্যা বলেন না। অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমস্ত গুণযুক্ত দীর্ঘজীবী এবং রূপবান্ পুত্র হইব। যাহার বংশে আমার জন্ম হয়, তাহার সমস্ত বংশ মুক্তিলাভ করে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তুষ্ট হইলে তোমার কি অসাধ্য হইবে? যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ হইয়া, আমাতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার পূজা করে ও ধ্যান করে, সে স্বকীয় সমস্ত বংশকে ভগবানের সারূপ্য লাভ করায়। যে ব্যক্তি আমাতে মন অর্পণ করত আমাকে প্রণাম করে এবং আমার নিমিত্ত কর্ম্ম করে, সে আপনার সমস্ত বংশকে অচ্যুতের সারূপ্য লাভ করায়। অতএব হে বিপ্র! আমি তোমার স্তব এবং তপস্যায় প্রীত হইয়াছি; পুত্রভাবে তোমার নিকট ঋণ হইতে মুক্ত হইব, তাহাতে সংশয় নাই।" হরি এই কথা বলিয়া মৃকণ্ডুর মস্তকের উপর আপনার হস্ত অর্পণ করত সমস্ত অঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তৎকালে মৃকণ্ডু পরমপ্রীতি লাভ করত আপনাকে পুণ্যবান্ জ্ঞান করিয়া, হরিকে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হরিসেবা-নিরত মৃকণ্ডু-মুনি বিষ্ণুর নিকট হইতে বরলাভ করিয়া, মার্কণ্ডেয় নামে দ্বিতীয় হরির সদৃশ পুত্র লাভ করিলেন। অতি ভাগ্যবান্, দয়ালু, ধার্ম্মিক,

ব্রহ্মজ্ঞ, সত্য-পরায়ণ, সূর্য্যের সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, মহাজ্ঞানী, সকলের যাথার্থ্য-জ্ঞানে পণ্ডিত, মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ মার্কণ্ডেয় আরাধনা করিলে জগৎপতি অচ্যুত তাঁহাকে পুরাণ এবং সংহিতা রচনা করিবার নিমিত্ত বরদান করিলেন; অতএব মার্কণ্ডেয় মুনি নারায়ণ স্বরূপ, চিরজীবী এবং দেবদেব চক্রীর অতিশয় ভক্ত।—হে বিপ্রগণ! জগৎ একার্ণব হইলে, জনার্দ্দন হরি তাঁহার স্বকীয় প্রভাব দর্শন করাইবার নিমিত্ত মার্কণ্ডেয়কে সংহার করিলেন না। বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বুদ্ধিমান্ মার্কণ্ডেয় সেই ঘোরতর জল মধ্যে শীর্ণপত্রের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন। স্বয়ং হরি যে কাল পর্য্যন্ত শয়ন করিয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় সেই কাল পর্য্যন্ত উক্তরূপে জলমধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন; আমি সেই কালের পরিমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে ব্রহ্মনন্দন! পঞ্চদশ নিমিষে কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় কলা, ত্রিংশৎ কলায় ক্ষণ, ছয় ক্ষণে দণ্ড, দুই দণ্ডে মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে একদিন হয়। ত্রিংশৎ দিনে দুই পক্ষ—এক মাস। দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নে বৎসর হয়। সেই বৎসর দেবতাদিগের এক দিন; তাহার মধ্যে উত্তরায়ণ—দিবা ও দক্ষিণায়ন—রাত্রি। মানুষের এক মাসে পিতৃগণের এক দিন হয়; চন্দ্র ও সূর্য্যের সংযোগে (অমাবস্যায়) তাঁহাদিগের প্রশংসিত কল্য (প্রত্যূষ—রাত্রিশেষ) জানিবে। দেবতাদিগের দ্বাদশ সহস্র বর্ষে এক যুগ। দেবতাদিগের দুই সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন, সেই দিন মনুষ্যদিগের দুই কল্প। দেবতাদিগের একসপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর। হে মুনে! চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার দিবস; যে পরিমাণে তাঁহার দিবস, সেই পরিমাণে রাত্রি। হে বিপ্রেন্দ্র! সেই রাত্রিকালে সমস্ত জগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! ব্রহ্মার দিন, মনুষ্য পরিমাণে সহস্র-চতুর্যুগে হইয়া থাকে; ব্রহ্মার মাস এবং বৎসরও এই রীতিক্রমে জানিবে। হে দ্বিজগণ! তদনুসারেই শত বৎসরে দুই পরার্দ্ধ বৎসর ব্রহ্মার আয়ুকাল। ব্রহ্মার শত বৎসরে বিষ্ণুর এক দিন; রাত্রি-পরিমাণও তাবৎ। মার্কণ্ডেয় ততকাল জীর্ণ-পত্রের ন্যায় অবস্থিত ছিলেন; ঘোর জলময় সময়ে তিনি বিষ্ণু-শক্তির বলেই বলীয়ান্ হইয়া পরমাত্ম-ধ্যান পূর্ব্বক বিষ্ণুর সমীপেই ছিলেন। অনন্তর সময় উপস্থিত হইলে যোগনিদ্রা-বিমুক্ত বিষ্ণু, ব্রহ্মারূপে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিলেন; মার্কণ্ডেয় জলের অপগম এবং বিশ্ব-সৃষ্টি দেখিয়া বিস্ময় এবং পরমপ্রীতি সহকারে বিষ্ণুর চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। মহামুনি মার্কণ্ডেয় মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক সদানন্দমূর্ত্তি ভগবান্‌কে প্রিয়বচনে স্তব করিতে লাগিলেন,—"সহস্রশীর্ষা, অনাময়, আশ্রয়শূন্য, দেবদেব, নারায়ণ বাসুদেব জনার্দ্দনকে প্রণাম করি। যিনি অজ্ঞেয়, অজর, নিত্য, সদানন্দই যাঁহার স্বরূপ, সেই অনন্তমেয় অনির্দ্দেশ্য জনার্দ্দনকে প্রণাম করি। যিনি অবিকারী, পরম, নিত্য, বিশ্বদর্শী এবং বিশ্বের উৎপাদক, সেই সর্ব্বতত্ত্বময় শান্ত জনার্দ্দনকে প্রণাম করি। পুরাণ-পুরুষ, সিদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, পরাৎপরতর জনার্দ্দনকে প্রণাম করি। যিনি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, পরম পবিত্র আশ্রয়স্বরূপ এবং পরম বস্তু, সেই সর্ব্বরূপী পরম জনার্দ্দনকে প্রণাম করি। সদানন্দ, চিন্মাত্র, কারণসমূহের পরম-কারণ, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই সনাতন জনার্দ্দনকে প্রণাম করি। যিনি সগুণ ও নির্গুণ, মায়াতীত ও মায়াবী, রূপহীন ও

বহুরূপধারী, সেই শান্ত জনার্দ্দনকে প্রণাম করি। যে ভগবান্ এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতেছেন, সেই আদিদেব ঈশান জনার্দ্দনকে প্রণাম করি। হে পরমেশ্বর! হে পরমানন্দময়! হে মনোতীত! হে শরণাগত-বৎসল! হে কৃপাসিন্ধো! আপনাকে প্রণাম করি; আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন।" এই-প্রকার-স্তুতি-পরায়ণ বিপ্রশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী বিষ্ণু পরম প্রীতিসহকারে বলিলেন,—"জগতে যাঁহারা ভগদ্ভক্ত এবং ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অনুরক্ত, আমি তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করি, এবিষয়ে সংশয় নাই। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমিই-ভগবদ্ভক্ত-রূপে দেহ গোপনপূর্ব্বক সর্ব্বদাই সকল লোক রক্ষা করি।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—"ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ কি এবং কি কর্ম্ম করিলেই বা ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায়, ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি; যেহেতু এ বিষয়ে আমার পরম কৌতূহল।" শ্রীভগবান্ বলিলেন,—"হে মুনিসত্তম! ভগবদ্ভক্তগণের লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি; তাঁহাদের প্রভাব কোটি বৎসরেও বলিবার সামর্থ্য হয় না। যাঁহারা সর্ব্ব-প্রাণীর হিতকারী, অসূয়া-দ্বেষ-বর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, নিঃস্পৃহ এবং শান্তিগুণাবলম্বী, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্তগণের বা বৈষ্ণবগণের প্রধান। যাঁহারা কর্ম্ম, মন এবং বাক্য দ্বারা পরকে পীড়া দেন না এবং প্রতিগ্রহ পরাঙ্মুখ, তাঁহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। আমার গুণানুবাদ-শ্রবণে যাঁহার সাত্ত্বিক বুদ্ধি আছে এবং ভক্তবৎসল বিষ্ণুর (আমার) ভক্ত, তাঁহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। যে মানব-প্রধানেরা, গঙ্গা ও বিশ্বেশ্বর এই বুদ্ধিতে মাতাপিতার শুশ্রূষা করেন তাঁহারাই বৈষ্ণবপ্রধান। যাঁহারা দেবপূজায় এবং ইষ্টদেবতার সাধনায় তৎপর ও ইষ্টপূজা দেখিয়া তাহার অনুমোদন করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব-প্রধান। যাঁহারা ব্রহ্মচারী এবং যতিগণের পরিচর্য্যা-পরায়ণ ও পরনিন্দা-বাহ্মুখ, তাঁহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। যে নর-প্রধানেরা সকলেরই হিতজনক বাক্য কীর্ত্তন করেন ও লোকে গুণগ্রাহী, তাঁহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। যে নর-প্রধানগণ, সর্ব্বভূতে আত্মবৎ সন্দর্শন করেন এবং শত্রু-মিত্রে সমদর্শী, তাঁহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। যাঁহারা সত্যবাদী, সাধুসেবী, ধর্ম্মশাস্ত্র-বক্তা, তাঁহারা বৈষ্ণব-প্রধান। যাঁহারা পুরাণের ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতা এবং পুরাণবক্তাদিগের প্রতি ভক্তিমান্, তাঁহারা বৈষ্ণবপ্রধান। যাঁহারা গো-ব্রাহ্মণের সেবায় সর্ব্বদা রত, তীর্থযাত্রাপরায়ণ, অন্যের শ্রীবৃদ্ধি-দর্শনে প্রফুল্ল ও হরিনাম-কীর্ত্তনে মগ্ন, তাঁহারা বৈষ্ণব-প্রধান। যাঁহারা আরাম রোপণ, তড়াগরক্ষা, দেবগৃহনির্ম্মাণ ও কূপ-তড়াগ-সরোবর-খনন করিয়া দেন এবং যাঁহারা গায়ত্রীজপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বৈষ্ণব-প্রধান। হরিনাম-শ্রবণ করিলে আনন্দে যাঁহাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তুলসীকানন দর্শন করিলে যাঁহারা প্রণাম করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের কণ্ঠ তুলসীকাষ্ঠে অঙ্কিত, তুলসীর গন্ধ ও মূল-মৃত্তিকা আঘ্রাণে যাঁহাদিগের প্রীতি এবং যাঁহারা অতিথিসেবা, আশ্রম-চতুষ্টয়ের আচারপালন ও বেদব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বৈষ্ণব-প্রধান। শিবে প্রীতি, শিবে ভক্তি, শিবের অর্চ্চনা, রুদ্রাক্ষ ও ত্রিপুণ্ড্রধারণ, হরিনাম ও শিবনাম কীর্ত্তন, বহু দক্ষিণাদানে দৃঢ়ভক্তির সহিত তাঁহাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান ও বিদিত-শাস্ত্রের উপদেশ-প্রদান যাঁহারা করেন এবং যাঁহারা সকল বিষয়ে গুণধর, তাঁহারা বৈষ্ণব-প্রধান। যাঁহারা দেবাদিদেব শিব ও পরমাত্মা বিষ্ণুকে অভিন্ন ভাবেন এবং শিবধ্যান, শিবকার্য্য,

অগ্নিকার্য্য, পঞ্চাক্ষর-মন্ত্রজপ, অন্ন-জল-কন্যা-গো-দান, একাদশীব্রত ও আমার কার্য্য করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব প্রধান। হে বিপ্র! এ স্থলে কতিপয়মাত্র বৈষ্ণবের উল্লেখ করিলাম, নতুবা আমিও শত শত কোটি বৎসরে সমস্ত উল্লেখ করিতে সমর্থ নহি; অতএব হে দ্বিজবর! তুমিও সুশীল, সর্ব্বপ্রাণীর উপজীব্য, মিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ হও। এইরূপে যুগান্ত পর্য্যন্ত মদীয় মূর্ত্তিধ্যান করিয়া নিখিল-ধর্ম্মাচরণ করিলে পরম নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে।" করুণাসিন্ধু ভগবান্ হরি স্বীয় ভক্ত মার্কণ্ডেয় মুনিকে এইরূপ বর দিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। হরিভক্তি পরায়ণ মহাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনি যথাবিধি পরম ধর্ম্মাচরণ ও বহুযজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শালগ্রাম মহাক্ষেত্রে কঠোর তপস্যা করিয়া তদীয় চরণারবিন্দ ধ্যানে আয়ুঃক্ষয় করত পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। অতএব যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের হিতকারী ও হরিভক্তি পরায়ণ, সে নিঃসন্দেহ মনোভীষ্ট লাভ করে। নারদ কহিলেন,—হে সনৎ-কুমার! এই বিষ্ণুভক্তি-মাহাত্ম্য তোমার প্রশ্নানুরূপ বলিলাম; এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, বল।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—তখন মুনীশ্বর সনৎকুমার ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণে প্রীত হইয়া দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর! এক্ষণে কৃপা করিয়া সত্য বলুন,—কোন ক্ষেত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সকল তীর্থের প্রধানতম। নারদ কহিলেন,—হে দ্বিজ! পরম গুহ্যকথা শ্রবণ কর;—মহর্ষিগণ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র ও নিখিল তীর্থের শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। ইহা নিখিল রোগ, পাপ, দুঃস্বপ্ন ও দুষ্টগ্রহ-ভয় নিবারণ করে, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও সর্ব্বসম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকে। ইহা শুভ ও পুণ্যদায়ক। ইহার বিষয় নিত্য মুনিগণের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। এই তীর্থের জল শ্বেত ও কৃষ্ণ; মুনি, মনুষ্য ও ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত পুণ্যের আশায় ইহার সেবা করিয়া থাকেন। হে বিপ্র! পুণ্যনদী গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা এবং যমুনাও সাক্ষাৎ সূর্য্যনন্দিনী; অতএব তাঁহাদের সঙ্গমস্থল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তীর্থ নাই। এই নদীপ্রবরা গঙ্গা স্মৃতিমাত্রেই অখিল পাপ, উপদ্রব ও যাতনা নষ্ট করেন। হে মহর্ষে! সসাগরা পৃথিবীতে যে সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র আছে, তৎসমুদায়েরই মধ্যে প্রয়াগই শ্রেষ্ঠ। এই প্রয়াগে ব্রহ্মা যজ্ঞ দ্বারা নিজ পিতামহ অচ্যুতের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং সমস্ত মুনি বিবিধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সর্ব্বতীর্থে স্নানজন্য যে পুণ্যরাশি সঞ্চিত হয়, তাহা গঙ্গার বিন্দুমাত্র জলে অভিষেকজন্য পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। গঙ্গাবাসীর কথা দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি অযুত যোজন দূরে থাকিয়া

মুখে গঙ্গানাম উচ্চারণ করে, সেও পাপমুক্ত হইয়া থাকে। যাঁহার বিষ্ণুপাদ হইতে উৎপত্তি ও বিশ্বেশ্বর সন্নিধানে গতি, যাঁহাকে দিব্য মুনিগণ সেবা করিয়া থাকেন, যাঁহার সৈকত-মৃত্তিকা ললাটে ধারণ করিলে শিবত্বলাভ হয়, যাঁহার মঙ্গলময় পবিত্র জল অকৃতপুণ্য দিগের দুর্লভ, অধিক আর কি বলিব, বিষ্ণুর সারূপ্যদায়ক, যাঁহাতে স্নান করিলে পাপিগণও সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিমানারোহণে বিষ্ণুলোকে গমন করে, মহাত্মগণ যাঁহাতে স্নান করিলে সমস্ত পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে পূজ্য হইয়া থাকেন, যাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিলে সকল তীর্থে স্নান ও নিখিল পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করা হয় সন্দেহ নাই, যদীয় জলে কৃতস্নান ব্যক্তিকে দেখিলে পাপিষ্ঠেরও স্বর্গগতি হয়, যাঁহার অঙ্গ-স্পর্শমাত্রেই ইন্দ্রত্ব দুর্লভ নহে, যদীয় মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করিলে শিবত্ব ও দেহে লেপন করিলে তৎসান্নিধ্য-প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং যাঁহার মৃত্তিকায় লিপ্তদেহ মানবকে দর্শন করিয়া পাপীরাও যোগিজনদৃশ্য বিষ্ণুর সেই পরমপদ লাভ করে,—তাঁহার অপেক্ষা অন্য নদী কেমনে উৎকৃষ্ট হইবে? গঙ্গা, তুলসী-বৃক্ষমূল ও হরিভক্ত-পদের মৃত্তিকা-রেখা বিষ্ণুর সারূপ্য প্রদান করে। গঙ্গা, তুলসী, বিষ্ণু ও ধর্ম্মপ্রবক্তা—ইহাঁদিগের প্রতি ভক্তি মনুষ্যের অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু যদি ঘটে, তাহা হইলে অবিলম্বে হরিপদ লাভ হইয়া থাকে। "কবে গঙ্গায় যাইব ও তাঁহাকে দর্শন করিব" এই কথা নিত্য যে ভাবে ও অনুতাপ করে, সে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। হে ব্রহ্মন্! স্বয়ং বিষ্ণুও বহুশত বৎসরে এই গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণনে সমর্থ নহেন, অধিক আর কি বলিব! কি আশ্চর্য্য মায়া! সকল জগৎই উহাতে মুগ্ধ হইয়া আছে! যেহেতু, এই গঙ্গানাম সত্ত্বেও লোকে নরকগামী হইতেছে। কারণ, এই গঙ্গা-নাম এবং তুলসী ও হরিভক্তি-বক্তার প্রতি ভক্তি সংসার-পাশ ছেদন করে। যে জন মুখে একবারমাত্র গঙ্গানাম উচ্চারণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি গঙ্গা-উদ্দেশে যাত্রা করিয়া তিন যোজন পথ যায়, সেও নিষ্পাপ হইয়া ত্রৈলোক্যাধিপতি হইয়া থাকে। এইরূপ মহামহিম-শালিনী অশেষপুণ্যদায়িনী কল্যাণমূর্ত্তি নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা, বৈশাখাদি মাসে নিখিল জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন। গোদাবরী, সরস্বতী, কালিন্দী, কাবেরী, কৃষ্ণা, রেবা, বাহুদা, তুঙ্গভদ্রা, ভীমরথী, বেত্রবতী, তাম্রপর্ণী ও শতদ্রু ইত্যাদি সমস্ত নদীতে গঙ্গা সর্ব্বদাই অবস্থান করেন। শাস্ত্রোক্ত পুণ্যতিথি মাত্রেই তিনি সেই সকল নদীর জলে অধিষ্ঠান করিয়া নিখিল জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন। বিষ্ণু ও তদীয় পদ যেমন সর্ব্বব্যাপী, তদ্রূপ সর্ব্বপাপনাশিনী গঙ্গা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। অহো কি আশ্চর্য্য! বিশ্বধাত্রী গঙ্গা স্নান-পানাদি আচরণে ভুবন পবিত্র করেন ও করান, তথন মানবে তাঁহার সেবা কেন না করিবে? বারাণসী নামে বিখ্যাত দেবগণসেব্য অপর একটী উত্তম তীর্থ ও ক্ষেত্র আছে; ইহার দর্শনমাত্রেই নরগণ পরমগতি লাভ করে এবং ইহা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। মাঘমাসে গঙ্গা, জলমাত্রেই অবস্থান করেন; তৎকালে স্নান-পানাদি আচরণে জগৎ পবিত্র করেন ও ইন্দ্রত্বপদ দিয়া থাকেন। লোক-মঙ্গলকারী সাক্ষাৎ যে শঙ্কর লিঙ্গরূপে নিত্য গঙ্গার ভজনা করেন, তাঁহার মহিমা কেমনে কীর্ত্তন করিব? হর—হরিরূপ-ধারী, হরি—হর-রূপধারী; এতদুভয়ের কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ নাই। যে ব্যক্তি ভেদজ্ঞান করে

সে পাপগ্রস্ত হয়। অনাদি-নিধন হরি-হর দেবতা-বিষয়ে ভেদবুদ্ধি অজ্ঞান-সাগরে মগ্ন পাপি-লোককেই করিয়া থাকে। যে দেব ত্রিজগতের পতি, অবিনাশী ও কারণ-সমুদায়ের কারণ, প্রলয়কালে তিনিই রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া অখিল জগৎ সংহার করেন। রুদ্র বিষ্ণু-রূপে পালন করেন। বিষ্ণু ব্রহ্মারূপে সৃজন করেন, আবার স্বয়ং তাহা সংহার করেন। যে ব্যক্তি এই হরি-হর-বিরিঞ্চি বিষয়ে ভেদজ্ঞান করে, সে, যাবৎ চন্দ্র তারা বিদ্যমান, তাবৎ নরকভোগ করে। হরি, হর ও বিধাতাকে যে ব্যক্তি অভিন্নভাবে দেখে, সে পরমানন্দ লাভ করে, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। যে জনার্দ্দন অনাদি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই লিঙ্গরূপে সন্নিহিত আছেন। কাশীর বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গকে জ্যোতির্লিঙ্গ কহে; মনুষ্য তদ্দর্শনে পরমজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ শিব ও বিষ্ণুর মৃণ্ময়ী, দারুময়ী, শিলাময়ী বা চিত্রময়ী মূর্ত্তি উত্তম; কারণ, উহাতে ভগবান্ হরি সন্নিহিত আছেন। যেখানে তুলসী-কানন ও পদ্মবন থাকে এবং পুরাণ-পাঠ হয়, তথায়ও হরি সন্নিহিত থাকেন। যিনি স্বার্থে বা পরার্থে ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা পুরাণ পাঠ করেন, তিনি সাক্ষাৎ হরি—এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা বিষ্ণুর ভজনা করে অথবা নিত্য শিবপূজা করে, তাহাতে হরির সান্নিধ্য থাকে। যে ব্যক্তি, পুরাণ ও সংহিতার পাঠক সে সাক্ষাৎ হরি;—তাঁহার প্রতি যাহারা ভক্তি করে, তাহাদিগের নিত্য গঙ্গাস্নান জন্য ফল লাভ হয়। পুরাণশ্রবণে ভক্তি গঙ্গাস্নান তুল্য ও পুরাণ বক্তার প্রতি ভক্তি প্রয়াগস্নান-তুল্য ফলদায়ক। যে ব্যক্তি পুরাণ কথা উপদেশ দ্বারা সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ হরি—তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। গঙ্গাসদৃশ তীর্থ, মাতৃতুল্য গুরু, বিষ্ণুসমান দেবতা ও গুরু অপেক্ষা পরম তত্ত্ব নাই। বেদ যেমন পরম মন্ত্র, সর্ব্বাত্মা যেমন পরম দেবতা ও বিদ্যা যেমন পরম ধন,—গঙ্গা তেমনি পরম তীর্থ। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, নক্ষত্রবৃন্দের মধ্যে চন্দ্র ও সকল জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র যেমন শ্রেষ্ঠ,—গঙ্গা তেমনি শ্রেষ্ঠ জানিবে। শান্তি অপেক্ষা যেমন বন্ধু নাই, সত্য অপেক্ষা যেমন পরম তপস্যা নাই ও মোক্ষ অপেক্ষা যেমন পরম লাভ নাই,—গঙ্গা অপেক্ষা তেমনি প্রধান নদী নাই। গঙ্গার প্রধান নাম—পাপ-কাননের দাবাগ্নি; গঙ্গা ভবরোগ-হারিণী; অতএব সর্ব্বতোভাবে ইহাঁর সেবা করা উচিত। গঙ্গা ও গায়ত্রী উভয়ই সর্ব্ব-পাপহারিণী; ইহাঁদিগের প্রতি যে ব্যক্তি ভক্তিহীন, তাহাকে পতিত বলিয়া জানিবে। গায়ত্রী যেমন বেদমাতা, গঙ্গা তেমনি এই লোকের জননী; ইহাঁরা উভয়েই নিখিল পাপনাশের কারণ। গায়ত্রী যাহার প্রতি প্রসন্ন, গঙ্গাও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন; এতদুভয় বিষ্ণু-ভক্তির সহিত মিলিত হইলে সর্ব্বকাম ও অর্থসিদ্ধি প্রদান করেন। এই অব্যক্ত পরমোৎকৃষ্ট গায়ত্রী ও জাহ্নবী, নিখিল-লোকের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ফলরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গায়ত্রী, জাহ্নবী, তুলসী ও হরির প্রতি সাত্ত্বিকী ভক্তি মনুষ্যের অতি দুর্লভ। গঙ্গার কি আশ্চর্য্য মহিমা,—যাঁহার স্মরণে পাপনাশ, দর্শনে বিষ্ণুলোকে গতি ও পানে তদীয় সারূপ্য লাভ হয়, যাঁহাতে স্নান করিলে মনুষ্য বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করে, যিনি স্নান ও পানমাত্রে মোক্ষদান করিয়া থাকেন। এই গঙ্গার নাম যাহারা জপ করে, তাহাদিগকে স্বয়ং সনাতন জগৎপাতা

বাসুদেব নারায়ণ মনোভীষ্ট ফল প্রদান করেন। গঙ্গার জলকণা-সেকেও মানব সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া পরম-পদ প্রাপ্ত হয়। এই গঙ্গার জলবিন্দু সেবনে সগর-সন্তানগণ রাক্ষসভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্গতি লাভ করিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—সগরবংশে রাক্ষস ভাব হইতে কে মুক্তি পাইয়াছিল? সগর রাজা কে? কাহার গর্ভে উৎপন্ন? আমরা শুনিয়াছি, তদ্বংশে উৎপন্ন ভগীরথ, গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন। হে মুনীন্দ্র সূত! সমস্ত বিবরণ বিস্তৃতরূপে আমাদিগকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বলুন। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! সনৎকুমারকে নারদ গঙ্গার যে উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ মুনিবৃন্দ! আপনারা আজ নিঃসংশয়ে ধন্য, যেহেতু, পুণ্যাত্মাদিগের দুর্লভ গঙ্গা-মাহাত্ম্য শ্রবণে ভক্তি-সহকারে আপনারা উদ্যত হইয়াছেন। হে ঋষিগণ! গঙ্গাজল সেকে সগরকুলের বিষ্ণুপদ প্রাপ্তির বিচিত্র কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশে বৃক রাজার পুত্র বাহু নামে এক প্রাজ্ঞ রাজা ছিলেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধর্ম্মানুসারে এই সসাগরা পৃথিবী পালন করিতেন। তদীয় পালনগুণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অপরাপর জাতি স্ব স্ব বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সপ্তদ্বীপে সপ্তত্রিংশৎসংখ্যক অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন; গন্ধ-মাল্যাদি-দানে নিখিল দেবতার প্রীতি-সাধনেও বিমুখ ছিলেন না। তিনি নীতিশাস্ত্র বিশারদ, শত্রুজয়ী ও অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন। তদীয় সুশাসন-বলে প্রজালোক সুখে অঙ্গে চন্দন লেপন ও অলঙ্কার ধারণ করিত, পৃথিবী ফল-পুষ্পবতী ও সর্ব্ব-শস্যশালিনী হইয়া বিরাজ করিতেছিল। দেবরাজ ইন্দ্র যথাসময়ে বৃষ্টি করিতেন। প্রজালোকের পাপ-বুদ্ধি ছিল না; তপস্বিগণও নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা করিতেন। এইরূপে শুভ-লক্ষণ সম্পন্ন কৃতজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ সেই রাজা নবতি সহস্র বৎসর পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। একদা লোভ বশতঃ সেই রাজার মনে ঈর্ষ্যার সহিত সর্ব্ব অনর্থের মূল এই প্রবল অহঙ্কার উদিত হইয়াছিল যে, "আমিই সমস্ত লোকের শাসনকর্ত্তা, রাজা ও বলবান্; আমি অসংখ্য যজ্ঞ করিয়াছি; আমা অপেক্ষা পূজ্য কে আছে? আমিই জ্ঞানবান্, শ্রীমান্, সর্ব্বশত্রুজেতা, সমস্ত দ্বীপের অধিপতি, বিশ্বজয়ী, শিক্ষক, গুণবান্, বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, অজেয় ও অব্যাহতৈশ্বর্য্য;—আমা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী আর কে আছে?" সেই রাজার সর্ব্বানর্থ-নিদান অজ্ঞান-নিবন্ধন এইরূপ অহঙ্কার হইয়াছিল। অহঙ্কার উপস্থিত হইলে, সেই সঙ্গে কামাদি রিপুগণও উপস্থিত হয়; তাহা হইলে মনুষ্য নিশ্চিতই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যৌবনকাল, অর্থসম্পদ্, প্রভুতা ও অবিমৃষ্যকারিতা ইহাদিগের এক একটিই অনর্থের মূল; যে পুরুষে এই চারিটী বিদ্যমান, তথায় বিষম অনর্থ ঘটিবারই কথা! সর্ব্বলোক-বিরুদ্ধা, স্বদেহ-ক্ষয়কারিণী, সর্ব্বসম্পদ্-নাশিনী, পাপ-অসূয়াও তদীয় হৃদয়ে

প্রবল হইয়াছিল। অবিবেচক পুরুষের সম্পত্তি, শরৎকালের নদীর মত, অতিশয় চঞ্চল জানিবে। অসূয়াবিষ্ট-চিত্ত লোকের সম্পদ্ও তুষানলে বায়ু-সংযোগের ন্যায় বিনশ্বর। অসূয়াবান্, দম্ভাচারী ও কর্কশ-ভাষীদিগের ইহকালেও সুখ নাই এবং পরকালেও সুখ নাই। বিশেষতঃ অসূয়াক্রান্তচিত্ত ও নিষ্ঠুরভাষীদিগের প্রিয়জন, পুত্র বা বান্ধব—সকলেই শত্রু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরশ্রী-দর্শনে নিত্য অসূয়া করে, সে নিজেরই সর্ব্বস্বচ্ছেদনে কুঠার প্রয়োগ করিয়া থাকে। যে জন নিজের শ্রেয়োবিনাশে যত্ন করে, সে দম্ভপ্রযুক্ত আত্মকল্যাণ-রাশির প্রতি সদা দ্বেষ দেখাইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! অসূয়া করিলে পুত্র, মিত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, ধান্য ও যশের হানি হইয়া থাকে। ইহা নিশ্চয় জানিও যে, অসূয়া করিলে বিপদ্ অবশ্যম্ভাবিনী; সুতরাং হৈহয় ও তালজঙ্ঘগণ তাঁহার প্রবল শত্রু হইল। ফলতঃ লক্ষ্মীপতি যাহার প্রতি অনুকূল, তাহার সৌভাগ্য-বৃদ্ধি হয়,—তিনি বিমুখ হইলে পদে পদে অনর্থ ঘটিয়া থাকে। তাঁহার কৃপা-কটাক্ষপাত যতদিন থাকে, ততদিন পুত্র, পৌত্র, ধন, ধান্য ও গৃহাদি বিরাজমান থাকে। অধিক কি, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি থাকিলে মূর্খ, অন্ধ, বধির, জড়, দুর্ব্বল ও অবিবেচক—সকলেই শ্লাঘাস্পদ হয়। যাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি না থাকে, তাহার সৌভাগ্য-হানি হয় এবং তৎসঙ্গে অসূয়াদি-দোষ ও বিশেষতঃ প্রাণীদিগের প্রতি দ্বেষ আসিয়া পড়ে। হে মুনীন্দ্রগণ! যে কোন ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ করিলে অশেষ-শুভ-হানি হইয়া থাকে। যে পুরুষে অসূয়া বিদ্যমান, তাহার প্রতি বিষ্ণু বিমুখ হইয়া থাকেন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার নিখিল কল্যাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অহঙ্কার বিবেক নষ্ট করে, অবিবেক অমুজার হানি করে, ইহা হইতেই বিপত্তির উদ্ভব; অতএব অহঙ্কার ত্যাগ করিবে। অসূয়াদিদোষ অহঙ্কারের অনুগামী; সুতরাং অহঙ্কার হইলে অচিরে বিনাশ হইবারই কথা। এইরূপ অসূয়াক্রান্ত সেই রাজার শত্রুবর্গের সহিত এক মাস ব্যাপিয়া ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে হৈহয় ও তালজঙ্ঘ রিপুগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিল। তখন তিনি ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া, পত্নীর সহিত সহসা অরণ্য আশ্রয় করিলেন। এইরূপ অবস্থায় সেই রিপুগণ ভবিষ্যদ্ভয়ে তদীয় গর্ভবতী পত্নীর গর্ভবিনাশের জন্য ঘোরতর বিষ প্রয়োগ করিল। তাহাতে সেই বাহু রাজা দুঃখিত অন্তঃকরণে পত্নীর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করত ঔর্ব্ব-মুনির আশ্রমাভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন। রাজা বাহু তদীয় গর্ভিণী পত্নীর সহিত স্বকর্ম্মের উদ্দেশে বিলাপ করত নিদাঘতাপে পদব্রজে যাইতে যাইতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ সম্মুখে বৃহৎ সরোবর দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। অসূয়াবিষ্ট-চিত্ত সেই রাজার ভাবদর্শনে সেই সরোবরবাসী পক্ষিগণ লীন হইয়া পরস্পরে এই বিচিত্র কথা বলিতে লাগিল যে, "হে পক্ষিগণ! হায় কি কষ্ট! এই পাপিষ্ঠ এই স্থানেই আসিতেছে; তোমরা নিজ নিজ নীড়ে প্রবেশ কর।" রাজাকে দর্শন করিয়া বিহঙ্গমগণ এইরূপে নিন্দা করিতে লাগিল। হায়! ধিক্! অসূয়া জগতের কি কষ্টকরী!! এদিকে সেই রাজা মহিষীর সহিত সরোবরে স্নান ও তদীয় জল পান করিয়া বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। যখন এই রাজা বাহু বনে গমন করেন, তখন তৎ-প্রতিপালিত প্রজাবর্গ তাঁহার দোষরাশি উল্লেখ করিয়া ধিক্কার দিয়াছিল। হে দ্বিজগণ! এই পৃথিবীতে যে

কোন ব্যক্তিই হউক না কেন, নিখিলগুণে অলঙ্কৃত, সকলের শ্লাঘনীয়, অশেষ সম্পত্তিশালী হইয়াও দোষান্বিত হইলে, তাহাকে সকলেই নিন্দা করিয়া থাকে। ত্রিজগতে অকীর্ত্তির তুল্য মনুষ্যের মৃত্যু নাই, আবার কীর্ত্তির তুল্য মাতাও নাই। বাহু-রাজার বনগমন দেখিয়া রাজ্যবাসী সমস্ত লোকই নিজ শত্রু-নিধনের সদৃশ সন্তোষলাভ করিয়াছিল। বাহু-রাজাও অতিশয় নিন্দাস্পদ হইয়া, কাননে মৃতবৎ অবস্থান করিতেছিলেন। 'অকীর্ত্তি কাহাকে না নষ্ট করিয়া থাকে? হায়! অকীর্ত্তি-সমান মৃত্যু, ক্রোধতুল্য শত্রু, নিন্দাসম পাপ ও মোহের সদৃশ ভয় নাই। অসূয়ার সমান অকীর্ত্তি, কামের তুল্য অনল, বিষয়-বাসনার সদৃশ বন্ধন ও সঙ্গদোষের ন্যায় বিষও নাই"—এইরূপে বিবিধ বিলাপে অতি দুঃখিত রাজা মনস্তাপে জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবর হওয়ায় জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। পরে বহুকালের পর পীড়িত হইয়া ঔর্ব্ব-মুনির আশ্রম-সমীপে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন তদীয় গর্ভিণী ভার্য্যা পতি-শোকে অধীর হইয়া বহু বিলাপ করত সহগমনে মানস করিলেন। স্বয়ং কাষ্ঠরাশি আনয়নপূর্ব্বক চিতা সজ্জিত করিয়া তদুপরি পতিকে আরোহণ করাইয়া চিতারোহণে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে তেজোনিধি ঔর্ব্ব-মুনি ধ্যান-বলে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। ইহা বিস্ময়াবহ নহে,—অসূয়াশূন্য মহাত্মা ঋষিগণ জ্ঞান-চক্ষু বলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। মুনি তখন জানিতে পারিয়া পতিব্রতা বাহু-মহিষীর সমীপে ঝটিতি সমাগত হইলেন। তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া সেই মুনি এই ধর্ম্মগর্ভ বাক্যগুলি বলিলেন,—"অয়ি পতিব্রতে! রাজবর-মহিষি! ঈদৃশ অতি সাহসের কার্য্য করিও না, তোমার গর্ভে শত্রু-হন্তা চক্রবর্ত্তী সন্তান অবস্থিতি করিতেছে। অয়ি কল্যাণি! যাহাদিগের পুত্র বালক, যাহারা গর্ভবতী, যাহাদিগের রজোদর্শন হয় নাই ও যাহারা রজস্বলা,—তাহাদিগের সহগমন নিষিদ্ধ আছে। অয়ি সুব্রতে! ব্রহ্মহত্যাদি পাপের বরং নিষ্কৃতি কথিত আছে, কিন্তু দাম্ভিক, নিন্দক, ভ্রূণহা, নাস্তিক, কৃতঘ্ন, ধর্ম্মদ্বেষী ও বিশ্বাসঘাতকের নিষ্কৃতি নাই। অতএব এই মহাপাপ হইতে নিবৃত্ত হও, তোমার সকল দুঃখ মোচন হইবে।" ঔর্ব্ব-মুনির এইরূপ অনুগ্রহ-বাক্য শ্রবণে পতিব্রতা রাজ-মহিষী তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া অতি দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা মুনি তখন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—"অয়ি রাজপুত্রি! রোদন করিও না, তোমার অতঃপর শ্রী লাভ হইবে। অয়ি বুদ্ধিমতি! অশ্রুমোচন করিও না, মুক্ত অশ্রু মৃত ব্যক্তিকে সত্যই দগ্ধ করিয়া থাকে; অতএব শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক এই সময়ের কর্ত্তব্য কার্য্য কর। দেখ,—কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি দুর্ব্বৃত্ত, কি সদ্বৃত্ত—সকলেই মৃত্যুর কাছে সমান। নগরে বা বনে, সমুদ্রে বা পর্ব্বতে কর্ম্মানুসারে অবশ্যই জীবের ফল ভোগ হইবে। দুঃখ যেমন প্রার্থনা না করিলেও উপস্থিত হয়, সুখও সেইরূপ আসে,—এ বিষয়ে দৈবই প্রবল। ইহজীবনে প্রাক্তন কর্ম্মেরই ভোগ হইয়া থাকে;—তদ্বিষয়ে দৈবই কারণ, জীব কখনই কারণ নহে। অয়ি কমলাননে! গর্ভ বা বাল্যকালে, যৌবন বা বৃদ্ধাবস্থায়, জীবকে মৃত্যুবশ হইতে হইবেই হইবে।" ভগবান্ গোবিন্দ কর্ম্মাধীন জীবগণকে বিনাশ ও রক্ষা করেন, জীব হেতুমাত্র; অজ্ঞ-লোকেরাই তাহার উপর দোষা-

রোপ করিয়া থাকে। অতএব এই মহাদুঃখ ত্যাগ করিয়া তুমি সুখী হও, পতির কর্ম্ম কর এবং বিবেক বিষয়ে স্থির হও। এই শরীর অযুত অযুত দুঃখ ও ব্যাধিতে পূর্ণ এবং দুঃখভোগ, মহাক্লেশ ও কর্ম্মপাশে বদ্ধ।" মহামতি ঔর্ব্ব-মুনি এইরূপে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া-কলাপ করাইলেন। রাজ-মহিষীও শোকত্যাগ করিলেন। তখন তিনি অভিবাদনপূর্ব্বক মুনিবরকে বলিলেন,—"মহাত্মারা যে পরার্থ ফল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা বিচিত্র নহে;—বৃক্ষ কখন স্বকীয় ভোগের জন্য এই পৃথিবীতে ফল ধারণ করে না। যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ জ্ঞাত হইয়া সদ্বাক্যে সান্ত্বনা করেন, তাঁহাতে বৈষ্ণব সত্ত্বগুণ বিরাজমান আছে;—যেহেতু, সে সর্ব্বভূত-হিতাকাঙ্ক্ষী। যে অন্যের দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখিত, সে ব্যক্তি নররূপধারী সাক্ষাৎ জগদীশ হরি। সুখ ও দুঃখ হইতে মুক্তির জন্য সজ্জনেরা শাস্ত্র শ্রবণ করেন; যদি তাঁহারা সেই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তবে সকলেরই দুঃখ দূর হইয়া থাকে। যথায় সাধুলোকেরা শাস্ত্র-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তথায় দুঃখ দুঃখপ্রদ হয় না—; সূর্য্য বর্ত্তমানে অন্ধকার কি দেখা দিয়া থাকে?" এইরূপ বলিয়া তিনি মুনি-প্রদিষ্ট প্রণালীক্রমে নদীতীরে নিজ পতির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। মুনি সেই শব দর্শন করিবামাত্র রাজা দেবরাজের ন্যায় জাজ্বল্যমান কোটি বিমানের অধিপতি হইয়া পরম-পদ প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনিসত্তমগণ! দেহ ভস্ম বা ধূমমাত্রাবশিষ্ট হইলেও পুণ্যাত্মার দৃষ্টিতে মনুষ্যের সদ্গতি হইয়া থাকে। মহাপাতকী অথবা সর্ব্বপাতকযুক্ত ব্যক্তিও মহতের দর্শনে দিব্য পদ পাইয়া থাকে। তৎপরে পতির কার্য্য সম্পন্ন হইলে সেই রাজপত্নী ঔর্ব্ব-মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক সযত্নে প্রতিদিন তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—সেই পতিব্রতা বিশুদ্ধভাবে ভক্তিসহকারে ভূ-লেপনাদি দ্বারা প্রতিদিন তাঁহার সেবা করায় পাপমুক্ত হইয়া কিছু দিনের পর শুভলগ্নে শক্রপ্রদত্ত বিষের সহিত পুত্রপ্রসব করিলেন। হে মুনীন্দ্রবর্গ! সাধুসঙ্গের কি অলৌকিক শক্তি! ইহাতে সকল বিষ নিবারণ হয় ও অশেষ কল্যাণ প্রসব করে। মহাত্মাদিগের শুশ্রূষা শত্রু ও জ্ঞানাজ্ঞান-কৃত সমস্ত পাপ অচিরে নষ্ট করে। সৎসঙ্গে জড়ও পৃথিবীতলে পূজ্য হয়, তাই ভগবান্ শম্ভু কলামাত্র চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সৎসঙ্গ মনুষ্যের ইহকালে ও পরকালে পরম সমৃদ্ধি প্রদান করে; সজ্জন অতীব পূজ্য। হে মুনীশ্বরগণ! মহাত্মাদিগের গুণব্যাখ্যানে কে সমর্থ? দেখুন, তদীয় গর্ভস্থিত বিষ সত্ত্বাশ্রিত হইলেও মুনির প্রসাদে বিনষ্ট হইয়া গেল। পরে তেজস্বী ঔর্ব্ব-মুনি গরের (বিষের) সহিত পুত্রদর্শনে, জাতকর্ম্মাখ্য সংস্কার সমাধা করিয়া, "সগর" নাম রাখিলেন। তপোবল-লব্ধ মধু ও ক্ষীরাদি দ্বারা তাহাকে পোষণ করিলেন ও চূড়াকরণ

প্রভৃতি সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া রাজশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। পরে তাঁহাকে যুবা ও উপযুক্ত পাত্রদর্শনে স-মন্ত্র সমস্ত শস্ত্র প্রদান করিলেন। তখন সগর ঔর্ব্ব-মুনির নিকট যথাবিধি শিক্ষিত হইয়া বলবান্, গুণবান্, ধার্ম্মিক, শুচি, কৃতজ্ঞ ও ধনুর্দ্ধারীর অগ্রগণ্য হইলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতে মুনির জন্য সমিৎকুশাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। একদা স্বকীয় মাতাকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে তিনি বলিলেন,—"মাতঃ! আমার পিতা কোথায় গিয়াছেন? তাঁহার নাম কি? তিনি কে? এই সমস্ত অনুগ্রহ করিয়া বলুন। জগতে পিতৃহীন লোক জীবন্মৃতের তুল্য। যাহার দরিদ্র পিতাও বর্ত্তমান, সে ধনপতির সমান। যাহার পিতামাতা নাই, ধর্ম্মহীন মূর্খের ন্যায় তাহার ইহকালেও সুখ নাই এবং পরকালেও সুখ নাই। জননি! অজ্ঞ, অবিবেচক, নিঃসন্তান, ঋণগ্রস্ত ও পিতৃহীন—এই সকলের জন্মই বৃথা। চন্দ্রহীন রাত্রি, পদ্মহীন সরোবর, পতিহীনা নারী, ধর্ম্মহীন মানব, ধনহীন গৃহী, শিশুহীন গৃহ ও পিতৃহীন ব্যক্তি—সমস্তই সমান। হরিভক্তিহীন ধর্ম্ম যেমন নিষ্ফল, পিতৃহীন মনুষ্যের জীবন সেইরূপ বৃথা। স্বাধ্যায়হীন বিপ্র, অতিথিসৎকার-পরাঙ্মুখ গৃহস্থ, দানশূন্য দ্রব্য, সত্যহীন বাক্য, মন্ত্রিহীন সভা, দয়াহীন তপস্যা, গুণহীন নারী, জলশূন্য নদী ও শান্তিরহিত বিদ্যা যেমন,—পিতৃহীন ব্যক্তির জীবনও তদ্রূপ। হে মাতঃ! জগতে যাচক-ব্যক্তি যেমন লঘু, দুঃখশতাক্রান্ত পিতৃহীন ব্যক্তিও সেইরূপ লঘু।" সূত বলিলেন,—পুত্রের এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া তদীয় মাতা দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আমূলাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন। তাহা শুনিয়া সগর কোপে আরক্তলোচন হইয়া তৎক্ষণাৎ শত্রু-বধের প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন সত্যবাদী সগর জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া, মুনির নিকট বিদায় লইয়া তদীয় আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া, নিজ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কুলগুরুকে প্রণাম করিলেন এবং গুরু জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সমস্ত জানিতে পারিলেও তিনি তাঁহাকে স্বকার্য্য নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠ-মুনি তাঁহাকে ঐন্দ্র, বারুণ, ব্রাহ্ম ও আগ্নেয় অস্ত্র এবং খড়্গ ও অনুপম ধনু প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। একমাত্র ধনু দ্বারা সগর শত্রুদিগকে পুত্র, পৌত্র ও অনুচরবর্গের সহিত স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। কতিপয় শত্রু তদীয় ধনুর্ম্মুক্ত শরানলের সন্তাপে নষ্ট হইয়া গেল, কেহ পলায়ন করিল, কেহ বিকীর্ণ-কেশে বল্মীকের উপরে অবস্থান করিল, কেহ তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিল, কেহ বা দিগম্বর হইয়া জলে প্রবেশ করিল। শক, যবন ও অপরাপর রাজবর্গ জীবনের আশায় তদীয় গুরু বশিষ্ঠ-মুনির শরণাগত হইল। এইরূপে বাহুপুত্র সগর সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, 'শত্রুগণ গুরু-সমীপে অবস্থান করিতেছে' চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ গুরু-সন্নিধানে আগমন করিলেন। বশিষ্ঠ-মুনি তাঁহাকে আগত দেখিয়া, শরণাগত ব্যক্তিদিগের রক্ষা ও শিষ্যের অভিমত কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়, ক্ষণমাত্র তদ্বিষয়ে বিচার করিলেন। পরক্ষণেই শকগণকে মুণ্ড, যবনদিগকে লম্বকেশ ও অপরাপর রাজাদিগকে শ্মশ্রুল, মুণ্ড ও বেদ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বশিষ্ঠ-মুনি কর্ত্তৃক তাহাদিগকে হতপ্রায় দেখিয়া সগর হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—"হে গুরুদেব! মদীয়-রাজ্য-হরণোদ্যত এই দুর্ব্বৃত্তদিগকে

কেন বৃথা রক্ষা করিতেছেন? আমি সর্ব্বথা ইহাদিগকে বধ করিব। দেখুন, ধর্ম্ম-দেবিগণকে দেখিয়া যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে, সে-ই সর্ব্বনাশের মূল, সন্দেহ নাই। শত্রুরা প্রথমে মদমত্ত হইয়া সকল জগৎকে পীড়া দেয়, পরে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে অত্যন্ত সাধুভাব ধারণ করে। মায়ার কি আশ্চর্য্য কার্য্য! পাপচিত্ত খলেরা যতদিন প্রবল থাকে, ততদিন নিষ্ঠুরতাচরণ করে। কল্যাণার্থী ব্যক্তি শত্রুগণের দাসত্ব, বারবনিতার সৌহার্দ্দ ও সর্পের সাধুত্বের প্রতি কদাচ বিশ্বাস করিবে না। খলেরা প্রথমে যে দর্প প্রকাশ করিয়া ত্যাগ করে, নিজ সামর্থ্য-ক্ষয়ে তাহা শীঘ্র আর প্রকাশ করে না এবং যে জিহ্বায় পরুষবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতেই অতি সকরুণ বাক্য বলিয়া থাকে। নীতিশাস্ত্রজ্ঞ নিজ শুভার্থী লোক খলের সাধুত্ব বা দাসত্বে কখনই বিশ্বাস করিবে না। হে গুরো! আপনি প্রণত দুর্জ্জনের প্রতি মনের প্রীতি দেখাইবেন না; কারণ, খলজন যাহাকে আশ্রয় করে, তাহারই জীবন-হরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রণত দুর্জ্জন কপটমিত্র ও দুষ্টা ভার্য্যাকে বিশ্বাস করে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব হে গুরুদেব! ব্যাঘ্রাচারী গোরূপধারী এই শত্রুদিগকে রক্ষা করিবেন না, আপনার প্রসাদে ইহাদিগকে বধ করিয়া আমায় পৃথিবী ভোগ করিতে দিউন।" বশিষ্ঠদেব তাঁহার বাক্য শুনিয়া মনে মনে প্রীতিলাভ করিলেন ও কর দ্বারা সগরের অঙ্গস্পর্শ করিয়া এই বাক্য বলিলেন,—"হে মহাত্মন্! সাধু, সাধু! সত্য বলিতেছ সন্দেহ নাই, তথাপি আমার কথা শুনিয়া পরম শান্তিলাভ কর। আমি তোমার প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী ইহাদিগকে পূর্ব্বেই হতপ্রায় করিয়াছি; নিহত ব্যক্তির বধে তোমার কি কীর্ত্তি হইবে? হে ভূপতে! সর্ব্ব-জন্তুই কর্ম্মপাশে নিয়ন্ত্রিত, তথাপি পাপকর্ম্মে নিহত সেই জন্তুগণকে কেন তুমি বধ করিবে? এই দেহ পাপজনিত ও পাপেই হত, কিন্তু আত্মা পূর্ণতা বশতঃ অভেদ্য;—ইহা সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। জন্তুগণ নিজ নিজ কর্ম্মফল-ভোগের হেতুমাত্র, দৈবই কর্ম্মের মূল; এই জগৎ সেই দৈবের অধীন। অতএব দৈবই শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন-কর্ত্তা; পরতন্ত্র মনুষ্যের কার্য্য করিবার শক্তি কি আছে বল? শরীর যখন পাপোৎপন্ন ও পাপেই বর্দ্ধিত এবং পাপই উহার মূল; তখন জানিয়া শুনিয়া কেন তদ্বধে উদ্যত হই-তেছ? হে রাজন্! আত্মা বিশুদ্ধ হইলেও পাপমূল দেহে থাকা প্রযুক্ত পণ্ডিতবর্গ উঁহাকে দোষী বলিয়া থাকেন। হে বাহুনন্দন! সেই পাপমূল দেহ-বধে তোমার কিছুই কীর্ত্তি প্রকাশ পাইবে না; অতএব ইহাদিগকে বধ করিও না।" সূত কহিলেন,—গুরুদেবের এইরূপ বাক্য শুনিয়া তিনি নিষ্কোপ হইলেন। তখন মুনি হস্ত দ্বারা সগরের অঙ্গ স্পর্শপূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর অথর্ব্ব-বেদ-বিশারদ বশিষ্ঠ মুনি সদাচারী মুনিবর্গের সহিত মহাত্মা সগরের রাজ্যাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। কুশিক-বংশোদ্ভব বিদর্ভ-রাজের কন্যা কেশিনী ও সুমতি নামে তাঁহার দুই ভার্য্যা ছিল। একদা তপোনিধি ঔর্ব্ব মুনি তাঁহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত শুনিয়া, বন হইতে রাজাকে সম্ভাষণ করিতে আসিলেন। তাঁহার সেই ভার্য্যাদ্বয় তখন মুনির নিকট পুত্র-বর প্রার্থনা করিল। ঔর্ব্ব মুনি কেশিনী ও সুমতিকে আনন্দিত করিয়া বলিলেন যে, আমি "একজনের বংশধর একমাত্র পুত্র হইবে ও অপরের ষষ্টিসহস্র সন্তান হইবে' এই বর দিতে প্রস্তুত আছি;

এক্ষণে যাহার যাহা অভিরুচি, গ্রহণ কর।” বুদ্ধিমতী কেশিনী বংশধর এক পুত্র ও সুমতি ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রার্থনা করিল। এইরূপ বর দিয়া মুনি নিজ আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। কালক্রমে কেশিনী অসমঞ্জস নামে এক পুত্র প্রসব করিল; সুমতির গর্ভে ষষ্টিসহস্র পুত্র উৎপন্ন হইল। বাল্যাবস্থা হইতেই অসমঞ্জস (মন্দ) কর্ম্ম করায় তাহার নাম অসমঞ্জস হইল। তাহার দৃষ্টান্তে সগরের অপরাপর সন্তানগণ দুর্বৃত্ত হইতে লাগিল। বাহু-নন্দন সগর তাহাদিগের দুর্বৃত্ততা বালকতার কার্য্য ভাবিলেন। জগতে দুর্জ্জন-সঙ্গ কি কষ্টকর! লৌহ-সংযোগমাত্র কর্ম্মকারের নিকট অগ্নিকেও তাড়না পাইতে হয়। সংপক্ষাবলম্বী, গুণবান্, বলিষ্ঠ ও পিতামহের হিতপরায়ণ অংশুমান্ নামে অসমঞ্জসের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। দুর্বৃত্ত সগর-সন্তানেরা লোকের উপদ্রব করিতে লাগিল,—অনুষ্ঠান-সম্পন্ন ঋত্বিকদিগের অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত করিল। যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌গণ যথাবিধি যে ঘৃতাদি দেবগণোদ্দেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা দেবগণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সগর-সন্তানগণ আপনারা ভোজন করিতে লাগিল। স্বর্গ হইতে বলপূর্ব্বক কেশ গ্রহণ করিয়া রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরোবর্গকে আনয়ন করত সতত অপমান করিতে লাগিল। সদা মদ্যপানে রত থাকিয়া, সগর-সন্তানেরা পারিজাতাদি বৃক্ষের পুষ্প লইয়া নিজ শরীরে শোভা সংবর্দ্ধন করিতে লাগিল। সাধুগণের বিত্তহরণ করিল ও সমস্ত ধর্ম্ম নষ্ট করিতে লাগিল। অধিক কি, তাহারা উৎকট পাপ ও বলমদে মত্ত হইয়া পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এতদ্দর্শনে ইন্দ্রাদি দেবগণ অতি দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের বিনাশ-সাধনের নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়া, প্রচ্ছন্ন-রূপী বিষ্ণু-তুল্য কপিল-মুনির নিকট পাতালে গমন করিলেন। তাঁহাকে পরানন্দ-রূপী বিশুদ্ধ বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন দেখিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া তখন তাঁহারা স্তব করিতে লাগিলেন;—“হে রাগ-দ্বেষাদিশূন্য, নররূপে প্রচ্ছন্ন বিষ্ণু, জিষ্ণু, তপোনিধে! তোমায় নমস্কার। হে লোকানুগ্রহের নিমিত্ত পরেশভক্ত! তোমায় নমস্কার। হে সংসারারণ্যের দাবানল স্বরূপ জ্ঞান সম্পন্ন! তুমি নিষ্কাম ও মহান্; তোমায় পুনঃপুনঃ নমস্কার। আমরা সগর-সন্তানের উৎপীড়নে তোমার শরণাপন্ন,—আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।” দেবগণ এইরূপে স্তব করিলে, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ কপিল-মুনি যথাবিধি তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া আনন্দিত করত বলিলেন,—“হে দেবগণ! ইহা আশ্চর্য্য নহে, যাহারা সম্পদ্, আয়ু, যশ ও বলের সহিত অচিরে নষ্ট হইবে, তাহারাই লোকপীড়ন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিরপরাধে জন-পীড়নে প্রবৃত্ত, তাহাকে পাপভোগ-রত বলিয়া জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা অপরকে পীড়া দেয়, দৈবই তাহাকে অচিরে বিনষ্ট করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আয়ু, সন্তান ও তেজের সহিত যাহার শীঘ্র বিনাশ সম্ভাবনা, সেই ব্যক্তিই সকল জনের পীড়া দেয়, ইহা সজ্জনেরা বলিয়া থাকেন। হে সুরোত্তমগণ! অল্প দিবসের মধ্যেই ইহা-দিগের বিনাশ ঘটিবে; অতএব দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান কর।” মহাত্মা কপিল-মুনি এই কথা বলিলে পর, সেই দেবগণ তাঁহাকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ইত্যবসরে রাজা সগর বশিষ্ঠপ্রভৃতি মহর্ষি দ্বারা অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ

করাইলেন। সেই যজ্ঞের অশ্বটী অপহরণ করিয়া ইন্দ্র পাতালে কপিলাশ্রমে রাখিয়া আসিলেন। এদিকে সগর-সন্তানগণ প্রচ্ছন্নরূপী ইন্দ্র কর্ত্তৃক অপহৃত অশ্ব জানিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া ভূরাদি সপ্তলোক ভ্রমণ করিল। তথাপি অশ্ব না দেখিতে পাইয়া পাতালে অন্বেষণ-উদ্দেশে এক এক যোজন করিয়া সকলে মহীতল খনন করিতে লাগিল। অনন্তর সগর-সন্তানগণ প্রত্যেকে এক এক যোজন বিস্তৃত মৃত্তিকা খনন করিয়া সমুদ্রতীরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই রন্ধ্র দ্বারা সকলেই পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তথায় অশ্বকে বহুতর অন্বেষণ করত তথায় রসাতল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোটি সূর্য্যসমপ্রভ ধ্যাননিমগ্ন মহাত্মা কপিলমুনি ও তাঁহার নিকটে সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে দেখিতে পাইল। তৎপরে সেই সকল পাপনিরত মদোন্মত্ত অবিবেকশালী সগরপুত্রগণ, সহসা মুনিবর কপিলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইল এবং সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিল,—"ইহাকে ত্বরায় বিনাশ কর, বিনাশ কর; বন্ধন কর, বন্ধন কর; গ্রহণ কর, গ্রহণ কর। এই ব্যক্তি অশ্ব হরণ করিয়া এক্ষণে কেমন বকবৎ ধ্যাননিমগ্ন হইয়া সাধুর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে! কি আশ্চর্য্য!—যাহারা প্রতারক, এই জগতে তাহারাই ধর্ম্মের অধিক আড়ম্বর দেখাইয়া থাকে!" সগরপুত্রগণ পরস্পর এইরূপ বলিয়া সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞান শূন্য আত্মারাম মুনিবর কপিলদেবকে উপহাস করিতে আরম্ভ করিলেও তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। পরে সেই দুর্ম্মতি আসন্নমৃত্যু সগরপুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে পাদ দ্বারা প্রহার ও কেহ কেহ তাঁহার বাহু আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন মুনিপুঙ্গব কপিল, সমাধি ভঙ্গ হওয়ায়, ভস্মরাশী ভ নয়নের উন্মীলন করিয়া সগর-সন্তানগণকে, নিরীক্ষণপূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"যাহারা ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত কিংবা যাহারা ক্ষুধাতুর অথবা যাহারা কামী বা অহঙ্কার-পরায়ণ, তাহা-দিগের বিবেকশক্তি এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। অভ্যন্তরে রত্ন থাকায় বসুমতীই যখন সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হন, তখন সামান্য মানব যে সেই রত্ন ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? এবং দুর্জ্জন লোকেরা যে সাধু ব্যক্তিদিগকে নিয়ত উৎপীড়িত করিয়া থাকে, তাহাও বিচিত্র নহে; কারণ, নদীর কুটিলবেগেই তীরোৎপন্ন সরল মহীরুহ-দিগকে পতিত হইতে দেখা যায়। যে জন ঐশ্বর্য্য ও যৌবনমদে-মত্ত এবং পরদার-নিরত, তাহার সকল বিষয়ে অন্ধতা ও মূর্খতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ওঃ! কনকের কি অদ্ভুত মহিমা! উহা বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। ধুস্তুর-বৃক্ষের অপর একটা নাম কনক বলিয়া উহাতেও মাদকতা আছে। জগৎপ্রাণ পবনদেব যেমন অগ্নির সখা হইলে এবং প্রাণপ্রদ দুগ্ধ যেমন সর্পমুখ-স্পৃষ্ট হইলে জগতের অহিতকর হইয়া উঠে, সেইরূপ সম্পদ্ও খল-পুরুষ-সেবিতা হইলে জগজ্জীবের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! যে ব্যক্তি ধনমদে অন্ধ, সে কোন বস্তু দেখিয়াও দেখিতে পায় না; কেবল যদি কোন স্বার্থ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবেই সে নিঃসন্দেহ দেখিতে পায়।" মুনিবর কপিল এইরূপ বলিয়া ক্রোধভরে নেত্রাগ্নি দ্বারা সমুদয় সগরবংশধরগণকে ভস্মসাৎ করিলেন। তৎকালে পাতাল-তলবাসী জীবগণ, তাঁহার নেত্রসম্ভূত ভীষণ অগ্নি সন্দর্শন করিয়া, অকালে প্রলয় উপস্থিত বোধ করত সকলেই আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। নিখিল ভুজঙ্গ ও রাক্ষসগণ

সেই অগ্নিতাপে সন্তপ্ত হইয়া সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। বস্তুতঃ সাধুগণের কোপ এইরূপই দুঃসহ হইয়া থাকে। এদিকে নারদ, সেই সময় মহীপতি সগররাজের যজ্ঞাগারে উপস্থিত হইয়া সেই সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন, কিন্তু সর্ব্ববিৎ সগররাজ নারদ-মুখে সেই দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়াও পরম আনন্দিত চিত্তে কহিলেন,—"দৈবই দুষ্টগণকে দমন করিয়াছেন। কি মাতা, কি পিতা, কি ভ্রাতৃবর্গ, কি পুত্র—যেই অধর্ম্মাচারী, পণ্ডিতগণ তাহাকেই শত্রু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমুদয় শাস্ত্রেই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মাচরণে বিমুখ ও সর্ব্বলোকের অপ্রিয়কারী, সে শত্রুমধ্যে পরিগণিত।" নৃপবর সগর, পুত্রগণের বিনাশ শ্রবণেও কথন শোক প্রকাশ করেন নাই; কারণ, দুর্ব্বৃত্তের নিধন হইলে সাধুদিগের উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অনন্তর সর্ব্ববিৎ সগর-মহীপতি, অপুত্রকদিগের যজ্ঞে অধিকার নাই বিবেচনা করত অসমঞ্জের পুত্র জ্ঞানিপ্রবর মহাবীর্য্যশালী স্বীয় পৌত্র অংশুমানকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, অশ্ব আনয়নার্থ নিয়োগ করিলেন। পরে অংশুমান্, পিতৃব্যগণ-কৃত রন্ধ্রপথে পাতালতলে গমনপূর্ব্বক তেজঃপুঞ্জ-কলেবর মুনিপুঙ্গব কপিলকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বিনীতভাবে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই শান্তপ্রকৃতি মুনিবরকে কহিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! আমার পিতৃব্যগণ যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা ক্ষমা করুন; সাধুগণ সর্ব্বদা পরোপদেশে নিরত এবং ক্ষমাশীল। সুধাকর যেমন চণ্ডাল-গৃহেও সুধাময় কিরণ-জাল বিতরণে কুণ্ঠিত হন না, সেইরূপ সাধুগণ দুর্জ্জনের প্রতিও দয়া প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত নহেন এবং চন্দ্রমা যেমন অমরগণ কর্তৃক ভুজ্যমান হইলেও পরম আনন্দ বিতরণ করেন, সেইরূপ সাধু-ব্যক্তির অপকার করিলেও তিনি সকলের উপকার করিয়া থাকেন। আর চন্দনকাষ্ঠকে ছেদন বা বিদারণ করিলেও সে যেমন সৌরভ বিতরণে বিরত নহে, সাধুজনও সেইরূপ। সদ্গুণজ্ঞ মুনীশ্বরগণ, নিজ তপোনুষ্ঠান, শান্তি ও সদাচার-প্রভাবে দুষ্টলোকদিগকে দমন করিবার জন্যই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্তই সকলে তাঁহাদিগকে পুরুষোত্তম বলিয়া জ্ঞান করেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মমূর্ত্তি ও ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ, আপনাকে বারংবার নমস্কার।" তৎকালে অংশুমান্ এইরূপ স্তব করিলে মুনিবর প্রসন্ন হইয়া সাদরে কহিলেন,—"বৎস! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, অতএব বর প্রার্থনা কর।" সেই মুনিবর এইরূপ কহিলে, অংশুমান্ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! মদীয় পিতৃব্যগণ যাহাতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহার উপায় করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।" অংশুমানের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে মুনিবর কপিল পরম পরিতুষ্ট হইয়া সাদরে কহিলেন,—"তোমার পৌত্র গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়া নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে ব্রহ্মলোকে গমন করাইবে। সত্যযুগে তদীয় পৌত্র পবিত্র-জলময়ী নদীরূপিণী গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিলে, তিনিই তাহাদিগকে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া পরম-পদ লাভ করাইবেন। হে পুত্র! তুমি এক্ষণে তোমার পিতামহের এই যজ্ঞীয় অশ্বকে লইয়া যাও। সতত তোমার যেন ধর্ম্মে মতি থাকে, তোমার মঙ্গল হইবে।" অংশুমান্ তৎকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণতিপূর্ব্বক অশ্ব গ্রহণ করিয়া ত্বরায় সগর-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কিছুকাল অতীত

হইলে, অংশুমানের দিলীপ নামে জগদ্বিখ্যাত এক পুত্র হয় এবং দিলীপ হইতে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছেন। পরে উক্ত ভগীরথের বংশে সুদাস নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতির জন্ম হয় এবং তাঁহার মিত্রসহ নামে ত্রিলোক-বিদিত যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, সেই সৌদাসই বশিষ্ঠ-শাপে রাক্ষস-দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় গঙ্গার বিন্দুমাত্র জলস্পর্শে নিজদেহ লাভ করিয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মুনিসত্তম! মহর্ষি বশিষ্ঠ, সৌদাসকে কিজন্য অভিসম্পাত করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা তিনি বিন্দুমাত্র গঙ্গাজল-স্পর্শে শাপ হইতে পুনরায় মুক্তিলাভ করেন?—আপনি এই সমুদয় বিষয় বিশেষ করিয়া আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন; কারণ, আমরা শুনিয়াছি, যাঁহারা গঙ্গা-মাহাত্ম্য শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন,তাঁহাদিগের নিখিল পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। সূত কহিলেন,—নৃপবর সৌদাস পরম ধর্ম্মপরায়ণ, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, গুণবান্, পবিত্রাত্মা, পুত্র-পৌত্রান্বিত এবং সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত ছিলেন। তিনিও সগররাজের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে ত্রিংশৎসহস্র বর্ষ সপ্তসাগরান্বিতা বসুমতীকে রক্ষণাবেক্ষণ করত উপভোগ করিয়াছিলেন। একদা নৃপবর সৌদাস, মৃগয়াভিলাষে সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া মন্ত্রিগণে পরিকৃত হইয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বন্য পশুদিগকে বাণবিদ্ধ করত বিচরণ করিতে করিতে পিপাসার্ত্তহৃদয়ে মধ্যাহ্ন সময়ে রেবা-নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর আহ্নিকাদি কার্য্য সমাধানান্তে মন্ত্রিগণের সহিত আহারাদি করিয়া তথায় এক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মৃগয়াভিলাষে মন্ত্রিগণের সহিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একদা মহীপতি সৌদাস, এক কৃষ্ণসার মৃগকে লক্ষ্য করিয়া আকর্ণ শর আকর্ষণপূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করত সৈন্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। পরে একাকী নানা বন ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক গুহা মধ্যে সুরত ক্রীড়াসক্ত ব্যাঘ্রদ্বয়কে অবলোকন করিলেন। অনন্তর মৃগের অনুসরণে বিরত হইয়া সেই ব্যাঘ্রদ্বয়ের সম্মুখে গমনপূর্ব্বক উভয়ের একটীকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই শরবিদ্ধ ব্যাঘ্র, ত্রিংশৎ-যোজন-বিস্তৃত ভয়ঙ্কর রাক্ষস-শরীর ধারণ করিয়া, যুগান্ত-কালীন মেঘের ন্যায়, ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে অপর ব্যাঘ্র, "থাক, ইহার প্রতিশোধ লইব" বলিয়া মহাবেগে সেই স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান করিল। এদিকে নৃপতিও সেই বন মধ্যে ভয়োৎকণ্ঠিত চিত্তে বিচরণ করিতে করিতে সৈন্যদিগকে দেখিয়া মন্ত্রিগণ-সন্নিধানে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করত নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। নৃপবর সৌদাস, স্বপুরে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বদা সশঙ্ক-হৃদয়ে সর্ব্বরত্ন-সুশোভিতা বসুমতীকে ধর্ম্মানুসারে পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, নৃপবর, বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ দ্বারা পরমানন্দে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করাইলেন। অনন্তর, মহর্ষি

বশিষ্ঠ, ব্রহ্মাদি দেবগণ উদ্দেশে যথাবিধি যজ্ঞীয় হবিঃ প্রদানপূর্ব্বক যজ্ঞ-সমাপনান্তে স্নানার্থ নির্গত হইলে, পূর্ব্বে নৃপবর, সুরতাসক্ত যাহার পত্নীকে নিহত করিয়া চিত্তক্ষোভ উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই রাক্ষস, ক্রোধভরে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বশিষ্ঠের বেশ ধারণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল,—"রাজন্! আমার ভোজনের নিমিত্ত মাংস প্রস্তুত কর, আমি স্নান করিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া প্রস্থানপূর্ব্বক পুনরায় পাচকের বেশ ধারণ করিয়া রাজার হস্তে নরমাংস আনিয়া দিলে, তিনিও তাহা স্বর্ণপাত্রে ধারণ করত গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ সমাগত হইলে, বিনয়ের সহিত পরম সমাদরে তাঁহাকে সেই স্বর্ণপাত্রস্থিত নরমাংস প্রদান করিলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ, "দর্শনে পরম বিস্ময়াম্বিত হইয়া কিয়ৎকাল চিন্তার পর ধ্যানযোগে নরমাংস বলিয়া জানিতে পারিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—"অহো! এই নৃপতির কি দুঃশীলতা, যাহা অভোজ্য, তাহাই আমাকে দান করিতেছে!" তিনি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"ক্ষিতীশ্বর! তুমি যখন আমাকে অভোজ্য বস্তু প্রদান করিলে তখন তোমার এইরূপই খাদ্য হউক। তুমি যেমন রাক্ষসদিগের আহারযোগ্য নরমাংস দান করিলে তজ্জন্য তুমি নরভোজী রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইবে।" মহর্ষি বশিষ্ঠ ঈদৃশ অভিসম্পাত করিলে নৃপবর সৌদাস, ভয়বিহ্বল-চিত্তে কহিলেন,—"আপনিই যে এইমাত্র এইরূপ আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন।" তচ্ছ্রবণে বশিষ্ঠ পুনরায় চিন্তা করিয়া জ্ঞানবলে জানিলেন,—সৌদাস রাক্ষসকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছে। তৎকালে নৃপতি সৌদাসও, "গুরুদেব অবিবেচনাপূর্ব্বক বৃথা আমায় অভিসম্পাত করিয়াছেন।" এইরূপ বোধ করিয়া বশিষ্ঠকে শাপ-প্রদানার্থ উদ্যত হইয়া জল গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার পত্নী মদয়ন্তী, তাঁহাকে ক্রোধ-মূর্চ্ছিত এবং গুরুকে শাপপ্রদানে সমুদ্যত দেখিয়া বলিলেন,—"হে রাজন্! ক্রোধ সংবরণ করুন; আপনার যাহা ভবিতব্য ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। হে মহাত্মন্! যে মানব, দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ হুঙ্কার-পূর্ব্বক গুরুর প্রতি বাক্য প্রয়োগ করে, সেই মূঢ়মতি নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে ব্রহ্মরাক্ষসরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, যাহারা জিতেন্দ্রিয় তপঃ-পরায়ণ এবং গুরু-শুশ্রূষায় নিরত, তাহাদিগের ব্রহ্মলোকে বাস হয়।" পত্নীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণে নৃপবর সৌদাস ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে যথেষ্ট সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং "এক্ষণে কোথায় এই জল নিক্ষেপ করি" এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিবেচনাপূর্ব্বক তাহা নিজ চরণদ্বয়েই নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই শাপবারি স্পর্শ-মাত্রে তাঁহার পাদদ্বয় কল্মষপ্রাপ্ত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ হইল। তদবধি তিনি ত্রিলোক মধ্যে 'কল্মাষপাদ' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তৎকালে নীতিকোবিদ মতিমান কল্মাষপাদ প্রিয়ার বাক্যে শান্ত ও মনে মনে ভীত হইয়া গুরুদেবের চরণযুগল বন্দনা করত কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়ের সহিত বলিলেন,—"হে ভগবন্! আমি কোনরূপ অপরাধ করি নাই, আমাকে ক্ষমা করুন।" তখন মুনিবর বশিষ্ঠ, দুঃখিত হৃদয়ে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে আপনাকে অবিবেচক বোধ করিয়া স্বয়ংই নিন্দা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন —"হায়! অবিমৃষ্যকারিতাই নিখিল অনর্থের মূল। জগতে যাহার বিবেচনা-শক্তি নাই, সে যে পশুমধ্যে পরিগণিত, তাহার

হার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজা যখন অজ্ঞানতা নিবন্ধন এই কার্য্য করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে ইহা অসুচিত হয় নাই; কিন্তু আমি বিবেকযুক্ত হইয়াও ঘোর পাপকার্য্য করিয়াছি। যে কোন ব্যক্তি, যথার্থ বিবেকশালী হইলে চিরসুখ এবং বিবেকশূন্য হইলে চিরদুঃখ লাভ করিয়া থাকে।" তিনি মনে মনে এইরূপ কহিয়া পুনরায় ভূপতিকে কহিলেন,—"হে রাজন্! তোমার এই রাক্ষসদেহ অধিক দিনের জন্য নহে,—উহা দ্বাদশ বর্ষ মাত্র থাকিবে। পরে ভাগীরথীর বিন্দুমাত্র জল স্পর্শে তুমি রাক্ষসদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নরদেহ লাভ করিয়া পুনরায় এই পৃথিবী উপভোগ করিবে। তোমার সেই বিন্দুমাত্র গঙ্গাজল স্পর্শে দিব্য জ্ঞান হওয়ায় সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইবে; তখন তুমি হরিসেবায় নিরত হইয়া পরিণামে পরম শান্তি লাভ করিবে।" ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ, এইরূপ কহিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলে, নৃপবর কল্মাষপাদও বিষণ্ণ-হৃদয়ে রাক্ষসদেহ ধারণপূর্ব্বক সতত ক্রোধপরবশ ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে বিজন অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করত স্বচ্ছন্দভাবে বিবিধ মৃগ, মনুষ্য, সরীসৃপ, বিহঙ্গ ও প্লবঙ্গমগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রগণ! তৎকালে প্রভূত অস্থি, শোণিত-শূন্য কলেবর, রক্তাক্ত শিরানিচয় এবং শবগণের কেশজালে ধরাতল ভয়ঙ্কর দৃশ্য হইয়া উঠিল। তিনি এইরূপে ঋতুত্রয় মধ্যে শত যোজনায়ত ভূভাগ দূষিত করিয়া পুনরায় বনান্তরে গমনপূর্ব্বক সেই স্থানেও সর্ব্বদা এইরূপ নরমাংস ভোজন করত সিদ্ধ ও মুনিগণ-সেবিত নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলেন। একদা তথায় সেই সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর রাক্ষসরূপী কল্মাষপাদ ক্ষুধা ও তপন-তাপে সন্তপ্ত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে, পত্নীর সহিত বিহারানক্ত কোন এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তিনি দ্রুতবেগে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগ-শিশুকে আক্রমণ করে, সেইরূপ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন তদীয় ব্রাহ্মণী, নিজ পতিকে নিশাচরের করতলগত দেখিয়া, ভয়-চকিত-চিত্তে মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"হে ক্ষত্রিয়-বংশধর! আমার মনোরথ এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, অতএব মদীয় প্রাণনাথের প্রাণদান করিয়া, এই ভয়-বিহ্বলা রমণীকে পরিত্রাণ করুন। আপনি সূর্য্যবংশ-সম্ভূত, আপনার নাম মিত্রসহ, আপনি রাক্ষস নহেন; অতএব এই জন-শূন্য অরণ্য মধ্যে আমাকে রক্ষা করুন। হে অরিমর্দ্দন! পতি-বিরহিতা রমণীরই যখন জীবন ধারণ ও মৃত্যু উভয়ই সমান, তখন বাল্যবৈধব্যের বিষয় আর কি বলিব? আমি পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব, কাহাকেই জানি না; কেবলমাত্র এই জানি, পতিই আমার পরম বন্ধু এবং পতিই আমার জীবনের জীবন। হে জননাথ! আপনিও যোষিদ্‌গণের নিখিল ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বিদিত আছেন, অতএব এই বন্ধুহীনা অবলাকে পরিত্রাণ করুন; বিশেষতঃ আমার পুত্র অতিশয় শিশু। আমি পতিবিহীনা হইয়া কিপ্রকারে এই নির্জ্জন অরণ্যে জীবনধারণ করিব? অতএব আমাকে পতিদান করিয়া রক্ষা করুন;—আমাকে আপনি কন্যা বলিয়া জানিবেন। পরম জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, 'প্রাণদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান কখন হয় নাই ও হইবেও না,' অতএব আমায় প্রাণদান করুন।" বিপ্র-পত্নী এইরূপ কহিয়া, সেই রাক্ষসের চরণ-যুগলে পতিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার কহিলেন,—"আমি আপনার কন্যা, আমাকে পতিপ্রদানে রক্ষা করুন।" তিনি ঈদৃশ প্রার্থনা করিলেও, শার্দ্দূল যেমন বলপূর্ব্বক কুরঙ্গ-শিশুকে

ভক্ষণ করে, রাক্ষস-রূপী সৌদাসও সেই ব্রাহ্মণকে সেইরূপ ভক্ষণ করিল। অনন্তর সেই পতিব্রতা বিপ্রপত্নী নানাবিধ বিলাপ করিয়া ক্রোধভরে, সেই দুষ্টমতি একব বশিষ্ঠশাপে তাদৃশ দুরবস্থাপন্ন হইলেও, পুনরায় তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন। কহিলেন, "যেহেতু তুমি সুরতাসক্ত মদীয় পতিকে বলপূর্ব্বক বধ করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি রতিক্রীড়ায় উদ্যত হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।" ক্রোধান্বিতা বিপ্র-পত্নী এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া পুনরায় কহিলেন,—"তুমি যখন আমার স্বামীকে বিনাশ করিয়াছ, তখন তোমার বহুদিন রাক্ষসত্ব থাকিবে।" সেই নিশাচররূপী সৌদাস ব্রাহ্মণীর শাপদ্বয় শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া, মুখমণ্ডল হইতে অঙ্গাররাশি বিসর্জ্জন করত কহিল,—"রে দুষ্টে! তুই কি জন্য আমাকে অকারণ শাপদ্বয় প্রদান করিলি? এক অপরাধে এক অভিসম্পাতই উচিত, অতএব তুই যখন অগ্রে আমাকে শাপান্তর প্রদান করিয়াছিস্, তখন অদ্যই পুত্রের সহিত পিশাচত্ব লাভ কর।" ব্রাহ্মণী তৎকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রের সহিত পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইল এবং ভীতা ও ক্ষুধার্ত্তা হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই বিজন অরণ্য মধ্যে রাক্ষস ও পিশাচী উভয়েই চীৎকার করিতে করিতে নর্ম্মদাতীরস্থ রাক্ষস-সেবিত কোন এক বটবৃক্ষ-সমীপে উপস্থিত হইল। তথায়, সকলের অহিতকর কোন এক ব্যক্তি, গুরুর অবমাননা করিয়া, রাক্ষসদেহ ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতে অবস্থিতি করিতেছিল। বটবৃক্ষস্থ সেই ব্রহ্ম-রাক্ষস স্বীয় আবাসভূমি বটবৃক্ষতলে উক্ত রাক্ষস ও পিশাচীকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—"তোমরা কিজন্য এ স্থানে আসিয়াছ? আমার নিকট সত্য পরিচয় দাও, তোমরা কি পাপে আমার ন্যায় ঈদৃশ ভীষণ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ?" তাহার বাক্য শ্রবণে সৌদাস, স্বয়ং ও পিশাচী যাদৃশ কার্য্য করিয়াছে, তাহার নিকট তৎসমুদয় প্রকাশপূর্ব্বক কহিল,—"হে মহাভাগ! তুমি কে এবং তুমিই বা কি কার্য্য করিয়াছিলে? আমি তোমার সখা; বন্ধুত্ব হেতু আমার নিকট তৎসমুদয় বর্ণন কর। যে নরাধম, মিত্রকে বঞ্চনা করে, সে কোটি কোটি যুগ পাপফল ভোগ করিয়া থাকে। মিত্রদর্শনে মনুষ্যগণের নিখিল দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া থাকে এজন্য মতিমান্ ব্যক্তি কখনই মিত্রকে বঞ্চনা করেন না। ব্যাধিগ্রস্তই হউক, দরিদ্রই হউক, বঞ্চিতই হউক, অথবা দুঃখিতই হউক, মিত্রের দর্শন পাইলে তাহার সমুদয় ক্লেশ বিদূরিত হইয়া যায়।" কল্মাষপাদ এইরূপ কহিলে, বটবৃক্ষবাসী সেই ব্রহ্মরাক্ষস পরম প্রীত হইয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল,—"পূর্ব্বে আমি মগধদেশে সোমদত্ত নামে ধর্ম্মপরায়ণ, বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম। হে মহাভাগ! একদা বিদ্যা বয়স ও ধনমদে মত্ত হইয়া গুরুদেবের অবমাননা করায় ঈদৃশ দুর্গতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমার কিছুমাত্র সুখ নাই; আমি শত সহস্র বিপ্রদেহ ভোজন করিয়াছি, তথাপি আমার অনাহার-জন্য দুঃখ দূর হয় নাই। সমুদয় জগৎ আমার ভয়ে ভীত, আমি নিরন্তর মাংস ভোজন করিয়াও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া সর্ব্বদা মনস্তাপে কালক্ষেপ করিতেছি। গুরুকে অবজ্ঞা করিলে যে রাক্ষসত্ব লাভ হয়, আমিই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেন গুরুর অবমাননা না করেন।" সৌদাস কহিল,—"হে সখে! তুমি যে গুরুর প্রশংসা করিলে, সেই গুরু কিপ্রকার

আমার শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে, অতএব আমার নিকট তদ্বিষয় প্রকাশ কর।” সোমদত্ত কহিল,—“সখে! গুরু অনেক আছেন, তাঁহারা সকলেই সাদরে পূজনীয় ও মাননীয়; আমি তাঁহাদের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অনন্যমনাঃ হইয়া শ্রবণ কর। যাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করেন, যাঁহারা বেদের মর্ম্ম অবগত আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রার্থ ব্যক্ত করেন, যাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মবক্তা, যাঁহারা নীতি-শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করেন, যাঁহারা মন্ত্র বা বেদ-বাক্যের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া থাকেন, যাঁহারা ব্রত উপদেশ করেন, যাঁহারা ভয় হইতে রক্ষাকর্ত্তা, যিনি অন্নদাতা, যিনি গায়ত্রী উপদেশ করিয়া থাকেন, যিনি কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন এবং শ্বশুর, মাতুল, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতা ও যিনি গর্ভাধানাদি সংস্কার কর্ম্ম করাইয়াছেন,—তাঁহারা সকলেই গুরু। হে মহীপতে! এতদ্ভিন্ন আরও গুরু আছেন, আমি কতকগুলির মাত্র নামোল্লেখ করিলাম। ইঁহারা যে, সতত বন্দনীয় ও পূজনীয়, তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।” [illegible]দাম কহিল,—“তুমিও অনেকবিধ গুরুর কথা কহিলে, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কিংবা সকলেই সমান, তাহা যথার্থরূপে ব্যক্ত কর।” সোমদত্ত কহিল,—“হে মহাপ্রাজ্ঞ! ভাল জিজ্ঞাসা করিয়াছ, অতএব আমি তোমার [illegible] কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; ইহাতে ত্বরায় আমাদিগেরও পরম মঙ্গল [illegible] আমরা ক্ষুৎ-পিপাসাতুর রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়াও যখন গুরুমাহাত্ম্য বিষয়ে কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন নিঃসন্দেহ মঙ্গল লাভ করিব।—পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুরুগণই যে সর্ব্বদা সম্মান ও পূজার যোগ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; তথাপি এক্ষণে শাস্ত্রের সারমর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। বেদাধ্যাপক, মন্ত্রব্যাখ্যাকারী, পিতা এবং ধর্ম্মবক্তা বিশেষ গুরু বলিয়া উল্লিখিত আছে। হে ভূপাল! আবার ইঁহাদের মধ্যে যিনি পরম গুরু, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। নিখিল শাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন,—যিনি পণ্ডিত এবং সংসারীদিগের অশেষ-পাপ-নাশক ধর্ম্মসঙ্গত পুরাণ সকল শ্রবণ করান, তিনি উত্তম গুরু। যিনি দেবপূজার উপযুক্ত কর্ম্ম, দেবপূজার ফল এবং ধর্ম্মোপায় কীর্ত্তন করেন, তিনি পরম গুরু বলিয়া কথিত আছেন। মুনিগণ বলেন, সর্ব্বশাস্ত্রার্থসার পুরাণ সকল দেবতাস্বরূপ; যিনি সেই পুরাণ-শাস্ত্র ব্যক্ত করেন, তিনিও পরম গুরু। সমুদয় শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি সংসাররূপ সাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহার পুরাণ শ্রবণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে মহীপতে! দ্বিজোত্তমগণ এক পুরাণ শাস্ত্রকেই সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, এজন্য পুরাণবক্তাকে পণ্ডিতগণ পরম গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বেদবিভাগকর্ত্তা ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস পুরাণ মধ্যে সমুদয় ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। হে মহাবুদ্ধে! তর্কশাস্ত্র কেবল বাগ্‌বিতণ্ডার এবং নীতিশাস্ত্র ঐহিক সুখেরই কারণ; কিন্তু এক পুরাণ-শাস্ত্র ইহকাল ও পরকালের সুখজনক। হে ভূপ! যে মানব ভক্তিসহকারে সর্ব্বদা পুরাণ শ্রবণ করে, তাহার বুদ্ধি নির্ম্মল ও ধর্ম্মানুরাগিণী হয় এবং সর্ব্বগুণদায়িনী হরিভক্তি উদিত হইয়া থাকে। পুরাণ শ্রবণে মানবগণের বুদ্ধি প্রথমে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, পরে ধর্ম্মবলে সমুদয় পাপরাশি বিনষ্ট ও বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল মহাত্মা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অভিলাষী, তাঁহাদিগের সমুদয় পুরাণ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে ব্রহ্মবাদী মুনিবর গৌতম রমণীয় গঙ্গাতীরে পুরাণ-শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমাকে সমুদয় ধর্ম্ম শ্রবণ করাইয়াছেন এবং আমিও তাঁহার উপদেশানুসারে নিখিল ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে সখে! একদা আমি পরমেশ্বরের পূজা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হন; কিন্তু আমি তাঁহাকে তৎকালে প্রণাম না করিলেও তদুপদিষ্ট কার্য্য করিতেছিলাম বলিয়া তিনি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর সর্ব্ব-জগদ্গুরু ভগবান্ মহেশ্বর, আমা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, গুরুর অবজ্ঞা-জন্য পাপ হেতু আমার রাক্ষসত্ব বিধান করিলেন। জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক আর অজ্ঞানপূর্ব্বকই হউক, যাহারা মহতের অবমাননা করে, তাহাদিগের সন্তান, সম্পত্তি এবং সমুদয় কার্য্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে; কোন বিষয়েই মঙ্গল হয় না। পণ্ডিতগণ বলেন, যে মানব মহতের সেবা করে, সে পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। হে নৃপসত্তম! আমি সেই পাপে সর্ব্বদা ক্ষুধানলে অন্তরে দগ্ধ হইতেছি; কত দিনে যে মুক্তি পাইব, জানি না।" সূত কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! বটবৃক্ষবাসী ব্রহ্ম-রাক্ষস এইরূপ বলিতে লাগিলে, ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রসঙ্গ হেতু তাহাদিগের পাপের অবসান হইল। সেই সময়ে কলিঙ্গ-দেশজাত গর্গ নামক কোন এক পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল স্কন্ধে করিয়া সানন্দে ভগবান্ মহেশ্বরের স্তুতি-পাঠ ও হরিনাম গান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন সেই পিশাচী ও রাক্ষসদ্বয় তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, "আমাদিগের আহার উপস্থিত হইয়াছে" এইরূপ বিবেচনা করত সকলেই বাহুযুগল উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল; কিন্তু তিনি যে পরমেশ্বরের নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তৎশ্রবণে তাহারা তাঁহার সন্নিধানে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া দূরদেশে অবস্থান পূর্ব্বক কহিল,—"কি আশ্চর্য্য! হে মহাভাগ! আপনি পরম মহাত্মা, আপনাকে প্রণাম করি। আমরা রাক্ষস হইয়াও নাম-সঙ্কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য হেতু আপনার নিকটে যাইতে অক্ষম। হে বিপ্র! আমরা পূর্ব্বে সহস্র সহস্র, কোটি কোটি বিপ্রদেহ ভক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু আজ আপনার এই নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ গাত্রাবরণই আপনাকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিল। অহো! হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের কি অদ্ভুত মহিমা! রাক্ষসগণও সম্মুখাগত হইয়া নামশ্রবণমাত্রে পরম শান্তি লাভ করিল! হে মহাভাগ! আপনি সম্পূর্ণরূপে রাগ-দ্বেষাদিশূন্য হইয়াছেন, অতএব আমাদিগকে গঙ্গাজল-সেকে ভীষণ পাতক হইতে পরিত্রাণ করুন। পণ্ডিতগণ বলেন, যে ব্যক্তি হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনাকে সংসার-সাগর হইতে নিস্তার করে, সে সমুদয় জগৎকেই নিস্তার করিয়া থাকে। ঘোর সংসার-রূপ রোগের হরিনামই ঔষধ-স্বরূপ এবং সর্ব্বপাপনাশক, এজন্য পণ্ডিত ব্যক্তি, হরিনামরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। লৌহময় উড়ুপ দ্বারা জল উত্তীর্ণ হইতে গেলে যেমন জল মধ্যেই নিমগ্ন হইতে হয়, সেইরূপ যাহারা অকৃতপুণ্য, তাহারা হরিনাম পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া স্বয়ংই উত্তীর্ণ হইতে অসক্ত, সুতরাং অন্যকে কিপ্রকারে নিস্তার করিবে? মহতের কি অদ্ভুত চরিত্র! সুধাকর যেমন সুধাবর্ষণে সমুদয় জগৎকে আনন্দিত করেন, সেইরূপ মহতের চরিত্র হইতেও সকলের সুখোচ্ছ্বাস পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! এই পৃথিবীতে যত কিছু পবিত্র তীর্থ আছে, তন্মধ্যে কেহই গঙ্গা

জলকণার তুল্য নহে। তুলসীপত্র-মিশ্রিত সর্ষপমাত্র-পরিমিত গঙ্গাজলও একসপ্ততি কুলকে পবিত্র করিয়া থাকে। অতএব হে ব্রহ্মন্! হে মহাভাগ! হে সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্মজ্ঞ! আমরা অতিশয় পাপিষ্ঠ, আপনি গঙ্গাজল প্রদান করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।” দ্বিজবর গর্গ, রাক্ষস-মুখে পবিত্র গঙ্গা-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং ভাবিলেন,—“সর্ব্বলোকজননী ভাগীরথীর প্রতি ইহাদিগেরও যখন ঈদৃশী ভক্তি, তখন না জানি, যাঁহারা তাঁহার মহিমা অবগত আছেন, সেই পুণ্যশীল মহাত্মা ব্যক্তিগণের কি প্রকার হইয়া থাকে!” অনন্তর সেই বিপ্রবর, “যাঁহারা সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে তৎপর, তাঁহাদিগের পরম-পদ-প্রাপ্তি হয়” এইরূপ ধর্ম্ম স্থির করিয়া সদয়-হৃদয়ে তাহাদিগের উপর তুলসী-পত্র-মিশ্রিত অনুত্তম গঙ্গাজল নিক্ষেপ করিলেন। তখন রাক্ষসগণ, সর্ষপ-পরিমিত গঙ্গাজল স্পর্শে রাক্ষসভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবসাদৃশ্য লাভ করিল। হে জ্ঞানিপ্রবরগণ! সেই সপুত্রা ব্রাহ্মণী ও সোমদত্ত তৎকালে কোটি-সূর্য্যসম প্রভা-সম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাহারা হরিসারূপ্য লাভ করিয়া শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করত সেই ব্রাহ্মণকে স্তব করিতে করিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল এবং কল্মাষপাদ নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর নৃপবর কল্মাষপাদকে দুঃখার্ত্ত দেখিয়া ভগবতী সরস্বতী অদৃশ্যভাবে থাকিয়া ধর্ম্মমূলক মহাবাক্যে কহিলেন,—“হে রাজন্! দুঃখিত হইও না; হে মহাভাগ! তুমিও কিয়ৎকাল রাজ্যভোগান্তে পরম মঙ্গল লাভ করিবে। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহাদিগের পাতক নির্দ্ধূত হইয়াছে, যাঁহারা হরিভক্তি-পরায়ণ, সমুদয় ভূতগণের প্রতি দয়াপরবশ, বেদমার্গের অনুসারী এবং গুরুপূজানিরত, তাঁহারা যে বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।” নৃপবর সৌদাস, এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়মধ্যে সন্তোষ লাভ করত গুরুবাক্য স্মরণ করিলেন এবং সানন্দে সেই বিপ্রবর গর্গ, গঙ্গা ও পরমেশ্বরকে স্তুতি করিয়া গর্গ-সন্নিধানে সমুদয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে বিধিবৎ প্রণামপূর্ব্বক হরিনাম গান করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর, ছয় মাস মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবতী গঙ্গা ও বিভু বিশ্বনাথকে সন্দর্শন পূর্ব্বক পরম আনন্দিত-চিত্তে নিজ রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া অভিলষিত বিষয় উপভোগ-পূর্ব্বক কিয়ৎকাল সসাগরা ধরা প্রতিপালনান্তে চির-শান্তি-সুখ লাভ করিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেইজন্য সকলেই সর্ব্বদা ভগবতী ভাগীরথীর পরম মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহেশ্বর—কেহই তাঁহার মহিমার সীমা অবগত নহেন। মানব, গঙ্গানাম শ্রবণমাত্রে কোটি কোটি মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিঃসন্দেহ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। একবার মাত্র “গঙ্গা গঙ্গা” এই নাম করিলে মনুষ্যগণ তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে। যে সকল মানব, ভক্তি-সহকারে এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারা যে গঙ্গাস্নানজন্য পুণ্য লাভে সমর্থ হয়, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ সূত! মুনিগণ যে বিষ্ণু-পাদার্ঘ-সম্ভূতা গঙ্গা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আপনি আমাদের নিকট তদ্বিষয় বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—হে বিষ্ণুপরায়ণ ঋষিগণ! আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহাত্মা নারদ, সনৎকুমারকে এই বিষয় বলিয়াছিলেন। ঐ উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয়, নিখিল পাপের শান্তি এবং পরিণামে মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। কশ্যপ নামে কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের জনক। দক্ষকন্যা দিতি ও অদিতি নামে তাঁহার দুই পত্নী। অদিতির গর্ভে সুরগণ ও দিতির গর্ভে অসুরগণের জন্ম হয়। ঐ সুর ও অসুরগণ সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরের প্রতি জয়াকাঙ্ক্ষী। ক্রমে অসুরবংশে প্রহ্লাদের পৌত্র ও বিরোচনের পুত্র বলিরাজ জন্মগ্রহণ করিয়া এই পৃথিবী উপভোগ করে। একদা সেই মহাবল-পরাক্রান্ত অসুররাজ বলি, সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গরাজ্য জয় করিতে ইচ্ছুক হয়। হে মুনীন্দ্রগণ! তাহার ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বর্ণন করিব? অযুতকোটি লক্ষ মাতঙ্গ, তৎপরিমিত তুরঙ্গ ও রথ এবং প্রত্যেক মাতঙ্গের প্রতি পঞ্চশত করিয়া পদাতিক সৈন্য ছিল। কোটি কোটি অমাত্যের মধ্যে কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ নামে দুই প্রধান অমাত্য ছিল শৌর্য্যে ও পরাক্রমে পিতৃসম, শতপুত্রের অগ্রজ বাণ নামে তাহার এক পুত্র হয়। দৈত্যরাজ সুরগণকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া, বিপুল সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিলে, তদীয় ধ্বজা ও আতপত্র দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন গগনরূপ অম্বুরাশি মধ্যে তরঙ্গ ও তড়িন্মালা শোভা পাইতেছে। অনন্তর অসুররাজ বলি, সিংহবৎ বিক্রমশালী দৈত্যগণের সহিত স্বর্গধামে উপস্থিত হইয়া, ইন্দ্র-নগরী অবরোধ করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণও যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। পরে দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, প্রলয়কালীন মেঘ-নির্ঘোষের ন্যায় ডিণ্ডিম শব্দে উহা অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন দেবগণ অসুর-সৈন্যের প্রতি এবং অসুরগণ দেব-সৈন্যের প্রতি নানাবিধ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেই দারুণ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে "অসুরগণকে বধ কর, বধ কর; ভেদ কর, ভেদ কর; বিদীর্ণ কর, বিদীর্ণ কর; বন্ধন কর, বন্ধন কর" ইত্যাকার তুমুল-শব্দ উত্থিত হইল। অনন্তর সুরগণের দুন্দুভি-নিনাদে, অসুরগণের সিংহনাদে, রথসমূহের ঘর্ঘরশব্দে, কার্ম্মুক-নিকরের টঙ্কার-ধ্বনিতে এবং অশ্বগণের হ্রেষিত, করিগণের বৃংহিত ও শরজালের আকর্ষণ-শব্দে সমুদয় জগৎ যেন শব্দময় হইয়া উঠিল। তৎকালে, সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শরজালের পরস্পর ঘর্ষণ জন্য এতাদৃশ অগ্নি উত্থিত হইতে লাগিল যে, তদ্দর্শনে সমুদয় জগদ্বাসিগণ মনে করিল,—অকালে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। তখন সমুজ্জ্বল-অস্ত্র-শস্ত্রধারী অসুর-সৈন্যগণ, চঞ্চল তড়িন্মালা-পরিবৃত জলদজালে আচ্ছাদিত রজনীর ন্যায়, শোভাধারণ করিল। সেই ভীষণ-রণক্ষেত্রে অসুরগণ যে সকল শৈলনিচয় নিক্ষেপ করিতে লাগিল, দেবরাজ ইন্দ্র, মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত, নারাচাস্ত্রে তৎসমুদয় চূর্ণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ মাতঙ্গ দ্বারা মাতঙ্গ, কেহ কেহ তুরঙ্গ দ্বারা তুরঙ্গ, কেহ কেহ রথ দ্বারা রথ এবং কেহ কেহ বা দণ্ড

দ্বারা দণ্ড সকল ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর কোন কোন দানব পরিঘাঘাতে তাড়িত হইয়া, শোণিতময় কর্দ্দম মধ্যে এবং কেহ কেহ বা গতপ্রাণ হইয়া রথোপরি পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে যে সকল দৈত্য, দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতে লাগিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ দেবত্ব লাভ করিয়া অসুরগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর দানবগণ, দেবগণ কর্ত্তৃক অতিশয় তাড়িত হওয়ায়, সকলেই সমবেত হইয়া ভূশণ্ডী, ভিন্দিপাল, খড়্গ, পরশু, তোমর, পরিঘ, ছুরিকা, দণ্ড, চক্র, শঙ্কু, মুষল, অঙ্কুশ, লাঙ্গল, পট্টিশ, শক্তি, উপল, শতঘ্নী, প্রাস, আয়োদণ্ড, মুষ্টি, শূল, কুঠার, পাশ, ক্ষুরাস্ত্র, যষ্টি, বৃহৎশর, অয়োমুখ, তুণ্ড, চক্র, দণ্ড, ক্ষুদ্রপট্টিশ, নারাচ এবং ভয়ঙ্কর ক্ষেপণীয়াস্ত্র-নিচয়ে সুরগণকে আহত করিতে লাগিলে, সুরগণও দৈত্যগণের প্রতি নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথী ও পদাতিগণে ক্রমে ভীষণ সঙ্কুল-যুদ্ধ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে সহস্র বর্ষ সেই সুদারুণ সংগ্রাম হইল। অনন্তর দৈত্যসেনা পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবগণ পরাভূত হইয়া সশঙ্কহৃদয়ে সুরলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মনুষ্যরূপে আত্ম-গোপন করত অবনী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণ-পরায়ণ মহাবল পরাক্রান্ত বিরোচনাত্মজ বলিরাজ এইরূপে প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া, অক্ষুণ্নভাবে ত্রিভুবন উপভোগ করত বিষ্ণু-প্রীতিকামনায় প্রভূত যজ্ঞানুষ্ঠান করিল। বলিরাজ স্বয়ংই ইন্দ্র ও দিক্‌পালগণের কার্য্য করিতে লাগিল। তৎকালে দ্বিজগণ, দেবগণের প্রীত্যর্থে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, সেই যজ্ঞে সে নিজেই যজ্ঞীয় হবিঃ ভোজন করিত। এদিকে দেবমাতা অদিতি নিজ পুত্রগণকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, "হায়! আমি বৃথা পুত্র প্রসব করিয়াছি" এইরূপ বিবেচনা করত অতীব দুঃখিতান্তঃকরণে হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য এবং দৈত্যগণের পরাজয় কামনায় ভগবান্ হরির চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রমে কিছুকাল উপবিষ্টা, কিছু-কাল দণ্ডায়মানা, কিছুকাল একপাদে অবস্থিতা, কিছুকাল চরণাগ্রের উপর নির্ভর করত দণ্ডায়মানা হইয়া এবং কিয়দ্দিবস, কেবল ফল, কিয়দ্দিবস গলিত পত্র, অনন্তর কিয়দ্দিবস জলমাত্র, পরে কিয়ৎকাল বায়ুমাত্র ভক্ষণ করত ও তৎপরে কিছুকাল অনাহারে থাকিয়া, হৃদয়-মধ্যে সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি দিব্য সহস্র বর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। এদিকে মায়াবী দৈত্যগণ তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে বলিরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, দেবতারূপ অবলম্বনপূর্ব্বক অদিতিকে কহিল,—'মাতঃ! আপনি কিজন্য তপস্যায় শরীর ক্ষয় করিতেছেন? যদি দৈত্যগণ জানিতে পারে, তাহা হইলে অতিশয় বিপদ্ ঘটিতে পারে। অতএব, আপনি এই শরীরশোষক ভীষণ ক্লেশকর উদ্যম পরিত্যাগ করুন। কারণ, জ্ঞানিগণ প্রয়াস-সাধ্য মঙ্গল প্রার্থনা করেন না। দেখুন, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের যত্নপূর্ব্বক শরীর রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; কারণ, যাহারা শরীরের প্রতি উপেক্ষা করে, তাহারা আত্মঘাতীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে; অতএব হে কল্যাণি! তপস্যায় বিরত হউন, পুত্রগণের জন্য খেদ করিবেন না। কারণ, হে মাতঃ! প্রাণিগণ মাতৃহীন হইলে, নিঃসন্দেহ মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। যাহার গৃহে মাতা নাই এবং ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী, তাহার বনে গমন করাই কর্ত্তব্য

কারণ, তাহার পক্ষে গৃহ ও অরণ্য উভয়ই সমান। কি পশু, কি পক্ষী, কি পন্নগ, কি মহীরুহ, মাতৃহীন হইলে, কেহই সুখী হয় না; সকলেই মৃতকল্প হইয়া থাকে। দরিদ্রই হউক, রোগীই হউক, কিংবা দেশান্তরস্থই হউক, মাতৃদর্শন পাইলে সকলেই পরম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। অন্ন, জল, পত্নী কিংবা ধনাদির উপরেও কখন না কখন লোকের অনাদর হইতে পারে, কিন্তু মাতার প্রতি কখনই সেরূপ হয় না। যাহার ভবনে মাতা, ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র এবং পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রী নাই, তাহার বনে গমন করাই কর্ত্তব্য। কথিত আছে, নারায়ণের প্রতি ভক্তিহীন ধর্ম্ম, সন্তোষ-রহিত ধন এবং ভার্য্যা-তনয়শূন্য গৃহ যেমন বৃথা, সেইরূপ মাতৃহীন মনুষ্যও বৃথা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। অতএব হে দেবি! নিজ দুঃখার্ত্ত আত্মজগণকে পরিত্রাণ করুন।” দৈত্যগণ এইরূপ কহিলেও যখন অদিতির সমাধিভঙ্গ হইল না, তখন তাহারা সেই পরমাত্মধ্যান-নিমগ্না অদিতিকে বিনষ্ট করিবার বাসনায় রোষ-কষায়িত লোচনে, প্রলয়কালীন জলদজালের ন্যায়, ভীষণ গর্জ্জন করত ক্ষণকাল মধ্যে সেই অরণ্য দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া, দংষ্ট্রাগ্র হইতে অগ্নি উদ্গিরণ করিতে লাগিল। তখন সেই অগ্নিতে শত যোজন বিস্তৃত সেই কানন, এবং সেই সকল দৈত্যগণ দগ্ধ হইল, কিন্তু অদিতি তাহা জানিতে পারিলেন না। তৎকালে সেই অরণ্য মধ্যে নারায়ণ-ধ্যান-নিমগ্না, কেবলমাত্র দেবজননী অদিতিই বিষ্ণু সুদর্শন কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া ভীষণ পাবকের হস্তে পরিত্রাণ পাইলেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! আপনি আমাদিগের নিকট অতি অদ্ভুত বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন। সেই অগ্নি, ক্ষণকাল মধ্যে, অদিতি ভিন্ন সমুদয় দৈত্যগণকে কি প্রকারে ভস্মসাৎ করিল? অতএব এক্ষণে আমাদিগের নিকট অদিতির মহত্ত্ব বর্ণন করুন;—দেখুন, সাধু-স্বভাব মুনীন্দ্রগণ সতত পরোপদেশে নিরত। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! হরিভক্তগণের মহিমা শ্রবণ করুন;—যাহারা হরিধ্যানে নিমগ্ন থাকে, তাহাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে কেহই সমর্থ হয় না। কারণ, যে স্থানে একজন মাত্র হরিভক্ত অবস্থিতি করে, তথায় সতত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ ও সিদ্ধগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। হে মহাভাগগণ! যাহারা হরি-চিন্তায় নিমগ্ন, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব? যাহারা শান্ত-চিত্ত এবং হরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে, ভগবান্ হরি, তাহাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রেই নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন। যে স্থানে শিবপূজা-পরায়ণ বা হরিপূজা-পরায়ণ ব্যক্তি অবস্থিত, তথায় সমুদয় দেবগণ ও কমলাদেবী অবস্থান করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ যে স্থানে বাস করেন, তথায় কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে না এবং রাজা, তস্কর বা ব্যাধি হইতে কোনরূপ ভয় থাকে না। প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, গ্রহ, বালগ্রহ, ডাকিনী এবং রাক্ষসগণ, বিষ্ণু-পূজকের কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। হরি-নির্মাল্যার্জনে

নিরত সাধু ভক্ত যে স্থানে অবস্থিতি করেন, ভূত বেতাল প্রভৃতি পরপীড়া-জনক সমুদয় প্রাণী, সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। সর্ব্বজন-হিতৈষী নম্রপ্রকৃতি জিতেন্দ্রিয় হরি-সেবক যে স্থানে বাস করেন, তথায় নিখিল দেবগণ নিজ নিজ ভার্য্যার সহিত বিরাজ করিয়া থাকেন। যোগিগণ যে স্থলে নিমেষমাত্র বা নিমেষার্দ্ধমাত্র অবস্থিতি করিয়া থাকেন, সেই স্থানে সমুদয় তীর্থের আবির্ভাব হয় এবং সেই স্থান পরম তীর্থ ও তপোবন স্বরূপ হইয়া থাকে। যে ভগবানের নামমাত্র উচ্চারণে সমুদয় উপদ্রব তিরোভূত হইয়া যায়, তাঁহাকে স্তব, পূজা বা ধ্যান করিলে যে তাহা হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এজন্য হে সাধুগণ। সেই অগ্নি এবং দৈত্যগণ ধ্যান-নিমগ্ন অদিতির কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারে নাই; বস্তুতঃ হরিকে স্মরণ করিবামাত্র নিখিল দুঃখ বিদূরিত হইয়া থাকে। অনন্তর পদ্মপলাশ-লোচন শঙ্খ-চক্রাদিধারী হরি প্রসন্ন-বদনে অদিতির সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে দশনপ্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করত কশ্যপপ্রিয়া অদিতির গাত্রে পবিত্র করকমল অর্পণ করিয়া কহিলেন,—"হে দেবমাতঃ! আমি তোমার তপস্যায় পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি বহুকাল ক্লেশ পাইতেছ, এক্ষণে নিঃসন্দেহ তোমার কল্যাণ হইবে। হে ভদ্রে! আর ভয় নাই, এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি, প্রার্থনা কর; হে মহাভাগে! অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে।" দেবদেব চক্রধারী এইরূপ কহিলে, দেবমাতা অদিতি সেই সর্ব্বলোক-সুখপ্রদ ভগবান্‌কে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন,—"হে দেবদেবেশ। হে জনার্দ্দন। হে সর্ব্বব্যাপিন্। আপনি সত্ত্বাদি-গুণভেদে জগদ্বাসী জীবগণকে পরিচালিত করিতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে মহাত্মন্! আপনি সর্ব্বকালে একরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। আপনি রূপবিহীন হইয়াও বহুরূপধারী এবং গুণাতীত হইয়াও গুণত্রয়ের আশ্রয়, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে মঙ্গলময়! আপনি ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং পরম জ্ঞান স্বরূপ; ভক্তগণকে ভালবাসা আপনার স্বভাবসিদ্ধ গুণ; আমি আপনাকে প্রণাম করি। মুনীশ্বরগণ যাঁহার অবতার-রূপের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, আমি সেই আদিদেব পরম পুরুষকে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রণিপাত করিতেছি। মুনিগণ বা জ্ঞানিগণ যাঁহার তত্ত্ববোধে অসমর্থ, আমি সেই মায়াতীত অথচ পরমমায়ী বিশ্ববীজ পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। যাঁহার অদ্ভুত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে জীব মমতাপাশে আবদ্ধ হয় না এবং যাঁহার চরণারবিন্দ-রেণুতে মস্তক রঞ্জিত করিয়া অগণ্য জীব পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আমি সেই বিশ্ববন্দিত বিশ্বহেতু বিশ্ববীজ কমলা-পতিকে বারংবার নমস্কার করিতেছি। দেব-বাক্যও যে হরির মহিমা বর্ণনে অসমর্থ, যিনি সতত ভক্তগণের সমীপে বিরাজমান, যিনি স্বয়ং সঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়াও সঙ্গরহিত শান্তচেতাঃ ভক্তগণের সঙ্গপ্রিয় এবং যিনি যজ্ঞকর্ম্মে অধিষ্ঠিত ও যজ্ঞকর্ম্মের জ্ঞানদাতা, আমি সেই করুণার্ণব যজ্ঞভোক্তা যজ্ঞেশ্বরকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। পাপাত্মা অজামিল, যাঁহার নামকীর্ত্তন করিয়া পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি সেই লোকসাক্ষী হরিকে বন্দনা করি। হে নাথ! আমি লোকমুখে শুনিয়াছি, ভগবান্ মহেশ্বর হরিরূপী এবং জনার্দ্দন ও হররূপী, আমি সেই জগদ্‌গুরু হরিহররূপী আপনাকে নমস্কার করি। ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া যাঁহার পরম তত্ত্ব বিদিত নহেন, যিনি [illegible]

বিরাজমান থাকিলেও অজ্ঞান বশতঃ দূরস্থের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন, যাঁহার তত্ত্ব প্রমাণপথকে অতিক্রম করিয়াছে, আমি সেই সর্ব্বনায়ক জ্ঞানসাক্ষী ভগবান্‌কে বারংবার বন্দনা করি। হে দেব! আপনার মুখকমল হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরুদেশ হইতে বৈশ্য, চরণদ্বয় হইতে শূদ্র, মন হইতে চন্দ্র, চক্ষুঃ হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে অগ্নি ও ইন্দ্র এবং কর্ণ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। আপনি সপ্তস্বর এবং ঋগ্‌ যজুঃ সাম ও ষড়ঙ্গ স্বরূপ, অতএব আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। হে অনাথনাথ! আপনিই ইন্দ্র, আপনিই চন্দ্র সূর্য্য, আপনিই শঙ্কর ও আপনিই অন্তক এবং আপনিই অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ, আপনিই নির্ঋতি, আপনিই পিশাচ ও সমুদয় রাক্ষস, আপনিই সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব এবং আপনিই বসুধা শৈল সাগর প্রভৃতি সমুদয় স্থাবর; অধিক কি, হে দেব! নিখিল বস্তুই আপনার স্বরূপ, অতএব সতত নমস্কার করি। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি ভূতগণের আদি ও বেদ-স্বরূপ; অতএব হে জনার্দ্দন! রাক্ষস-পীড়িত আমার পুত্রগণকে পরিত্রাণ করুন।" দেবজননী অদিতি, এইরূপ স্তব ও বারংবার প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া আনন্দাশ্রুতে স্তনযুগল অভিষিক্ত করত কহিলেন,—"হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে, তবে হে সর্ব্বাদিকারণ! মৎপুত্র সুরগণকে নিষ্কণ্টক ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন। হে বিশ্বরূপ পরমেশ্বর! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী, অতএব হে দেব! কোন্‌ বিষয় আপনার অপরিজ্ঞাত আছে? হে প্রভো! কিজন্য আমাকে ছলনা করিতেছেন? হে দেবেশ! তথাপি আমি আপনার নিকট মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি। দেব! আমি বৃথা পুত্রগণকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি; কারণ তাহারা এক্ষণে দৈত্যহস্তে নিপীড়িত হইতেছে। যখন ঐ দৈত্যগণ আমার সপত্নী-পুত্র, তখন তাহাদিগের অনিষ্ট-বাসনা করি না, তবে এই মাত্র প্রার্থনা করি যে, দৈত্যগণকে বিনাশ না করিয়া মদীয় সন্তানগণকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন।" অদিতি এইরূপ কহিলে, দেবাধিদেব হরি, পুনরায় পরম প্রীত হইয়া সাধ্বী অদিতিকে সাদরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দিত করত কহিলেন,—"হে দেবি! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, অতএব তোমার মঙ্গল হউক, সপত্নী-পুত্রের প্রতিও তোমার যখন ঈদৃশ স্নেহ, তখন আমিও তোমার পুত্র হইব। ভূমণ্ডলে যে সকল মানব, ত্বৎকৃত এই স্তোত্র পাঠ করিবে, তাহাদিগের সন্তান ও ধন সম্পত্তি কখন বিনষ্ট হইবে না। যে ব্যক্তি, আপনার ও অন্যের পুত্রকে সমভাবে দর্শন করে, তাহার কখন পুত্রশোক হয় না।" অদিতি কহিলেন,—"হে দেব! আমি, কিপ্রকারে আপনাকে উদরে ধারণ করিব? কারণ, হে অব্যয়! আপনি, সকলের আদি ও পুরুষোত্তম, আপনার রোমকূপ-নিকরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে। হে প্রভো! সমুদয় বেদ ও দেবগণ যাহার মহিমা অবগত নন, আমি সেই দেবদেবকে কিরূপে গর্ভে ধারণ করিব! হে দেব! যিনি অতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম এবং মহৎ হইতেও মহত্তম; যাঁহার নামস্মরণ মাত্রে মহাপাতকীও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, হে দেবেশ! আমি সেই ভগবান্‌ পুরুষোত্তমকে কিপ্রকারে বহন করিতে সক্ষম হইব!" সুত কহিলেন,—দেবদেব জনার্দ্দন, দেবমাতা অদিতির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—"হে মহাভাগে! তুমি যে সত্যবাক্য বলিয়াছ, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই;

কিন্তু হে শুভে! তথাপি আমি তোমায় পরম গুহ্য বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল মদীয় ভক্তগণ, রাগদ্বেষশূন্য, শরণাগতপ্রাণ, অসূয়া ও দম্ভ-বিহীন, তাহারা সর্ব্বদাই আমাকে বহন করিয়া থাকে। যাহারা পরের অপকারে বিমুখ, শিবার্চ্চন-পরায়ণ এবং সতত আমার চরিত্র-কথা শ্রবণ করিতে উৎসুক; তাহারা নিরন্তরই আমাকে অন্তরে ধারণ করিয়া থাকে। হে বালে! যে সকল রমণী পতিব্রতা, পতিপ্রাণা, পতিভক্তি-পরায়ণা এবং মৎসরশূন্যা; তাহারাও আমাকে সতত বহন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পিতামাতার শুশ্রূষাকারী, গুরুভক্ত, অতিথিপ্রিয়, ব্রাহ্মণগণের হিতকারী, সৎকথা-শ্রবণে আসক্তচিত্ত, যতিগণের শুশ্রূষাভিলাষী, স্বীয় আশ্রমোচিত-ধর্ম্মাচরণে তৎপর, সে-ও আমাকে সর্ব্বদা বহন করে, আর যাহারা নিরন্তর পুণ্যতীর্থরত, সাধুসহবাসে আসক্ত, সকলের প্রতি দয়াশীল, পরের উপকার-সাধনে নিরত, পরদ্রব্য-হরণে পরাঙ্মুখ, পরস্ত্রীতে ক্লীববৎ, তুলসীর উপাসনা মদীয় নাম কীর্ত্তন ও গোরক্ষণে তৎপর, প্রতিগ্রহ-বিমুখ এবং ক্ষুধিতকে অন্ন ও পিপাসার্ত্তকে জল দান করে, তাহারাও সতত আমাকে বহন করিয়া থাকে। হে দেবি! তুমি পতিপ্রাণা সাধ্বী এবং প্রাণিগণের হিতকারিণী, অতএব আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, সমুদয় রিপুগণকে বিনাশ করিব।” দেবাধিদেব ভগবান্ হরি, দেবমাতা অদিতিকে এইরূপ কহিয়া নিজ কণ্ঠহার ও অভয় প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হই-লেন। এদিকে সেই দক্ষনন্দিনী দেবজননী অদিতিও সানন্দ-হৃদয়ে কমলাকান্তকে প্রণাম পুরঃসর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিবস গত হইলে, লোক-বন্দিতা দক্ষসুতা অদিতি, ত্রিলোকের সৌন্দর্য্যহারী, এক পুত্র প্রসব করিলেন,—তিনি জগতে বামন নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর যিনি, চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী শঙ্খচক্রধারী এবং শান্ত-মূর্ত্তি; যাঁহার অপর করদ্বয়ে সুধাকলস ও দধিমিশ্রিত অন্ন বিরাজমান, নয়ন-যুগল প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় মনোহর, দেহপ্রভা সহস্র সহস্র দিবাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল, অঙ্গ সকল দিব্যাভরণে ভূষিত এবং পরিধেয় পীতবসন; সেই মুনিগণারাধ্য সর্ব্বলোকৈক-নায়ক ভগবান্ হরিকে আবির্ভূত জানিয়া, কশ্যপ হৃষ্টান্তঃকরণে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। কশ্যপ কহিলেন,—“আপনি, সকলের আদিকারণ, সকলের পালক, সকলের নায়ক এবং দৈত্যগণের সংহারকারী, অতএব আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। আপনি ভক্তপ্রিয়, সজ্জনরক্ষক, দুর্জ্জননাশক ও জগতের ঈশ্বর, অতএব পুনঃপুনঃ আপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের কারণ হইয়াও বামনরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার বিক্রম অসীম এবং ভুজ-চতুষ্টয়ে শরাসন চক্র অসি ও গদা বিরাজমান, অতএব আমি সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ আপনাকে প্রণাম করি। আপনি জলরাশি মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, ভক্তগণের হৃদয়-কমল আপনার বসিবার আসন, ভবদীয় শরীরপ্রভা সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল; যে স্থানে পুণ্যকথা, তথায় আপনার সমাগম; চন্দ্র সূর্য্য আপনার নেত্র-স্বরূপ; আপনি যজ্ঞ-ফলপ্রদ, যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সজ্জনবল্লভ, কারণের কারণ, শব্দাদি-বিবর্জ্জিত, দিব্যসুখপ্রদ এবং ভক্তগণের হৃদয়বাসী, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে ভ্রমনাশন! আপনার অপর একটী নাম যজ্ঞবরাহ। আপনি মন্দর পর্ব্বতকে ধারণ করিয়াছেন এবং মহাসুর হিরণ্যাক্ষ আপনা হইতেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। হে বামন-

রূপিন্! আপনি পরশুরামরূপে ক্ষত্রিয়কুল ও রামরূপে রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন এবং বলদেব রূপে নন্দগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে কমলাকান্ত! আপনি সকলের সুখপ্রদ, আপনাকে স্মরণ করিলে নিখিল দুঃখ বিদূরিত হইয়া থাকে, অতএব আমি আপনাকে বারংবার নমস্কার করি।" সূত কহিলেন,—যে মানব ত্রিসন্ধ্যা এই বামনস্তব পাঠ করে, তাহার প্রতিদিন বল, আরোগ্য, অর্থ ও সন্তানগণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কশ্যপ, সেই লোক-পাবন দেবদেব ভগবান্ বামনকে এবংবিধ স্তুতি করিলে তিনি কশ্যপের প্রীতি বর্দ্ধন করত হাস্যসহকারে কহিলেন,—"হে তাত! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমার অবশ্যই মঙ্গল হইবে। হে সুরগণপূজ্য! আমি অচিরকালের মধ্যে তোমার সমুদয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। আমি পূর্ব্ব দুই জন্মেও এইরূপ তোমাদিগের পুত্র হইয়াছি এবং ভাবী জন্মেও তোমাদেরই পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় সুখাশা পূর্ণ করিব।" ঐ সময়ে দৈত্যবর বলি, নিজ-গুরু শুক্রাচার্য্য এবং বহুল প্রধান প্রধান মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘকালসাধ্য এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করে। পরে সেই যজ্ঞে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ, যজ্ঞীয়হবিঃ গ্রহণার্থ কমলার সহিত ভগবান্ বিষ্ণুকে আহ্বান করিলে, বামন-নামধারী ভক্তবৎসল মহাবিষ্ণু ঈষৎ হাস্য সহকারে জনগণকে মুগ্ধ করত তথায় উপস্থিত হইয়া বলিরাজের সমক্ষে যূতভোজনার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ দুর্ব্বৃত্তই হউক আর সুবৃত্তই হউক; মূর্খই হউক আর পণ্ডিতই হউক; ভক্তিমান্ হইলেই ভগবান্ হরি তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকেন। এদিকে সেই বামনদেবকে নিকটে আগমন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ জ্ঞাননেত্রে তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং সকলেই অভ্যর্থনার্থ গাত্রোত্থান করিলেন। তখন শুক্রাচার্য্যও তদ্বিবরণ অবগত হইয়া গোপন-ভাবে বলিরাজকে কহিতে লাগিলেন। ফলতঃ যাহারা খল-স্বভাব, তাহারা নিজের ইষ্ট না বুঝিয়াই কার্য্য করিয়া থাকে। ভার্গব কহিলেন,—"হে দৈত্যপতে! হে সৌম্য! ভগবান্ বিষ্ণু তোমার ঐশ্বর্য্য হরণ করিবার জন্য বামনরূপে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ত্বদীয় যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতেছেন; এজন্য হে অসুরেশ্বর! তুমি তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্রও দান করিও না। তুমি পণ্ডিত, অতএব আমার মত শ্রবণ কর। আত্ম-বুদ্ধি শুভকরী, গুরুবুদ্ধি তদপেক্ষা অধিকতর শুভদায়িনী এবং পরবুদ্ধি অনিষ্টের-হেতু আর স্ত্রীবুদ্ধি সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল। যে ব্যক্তি শত্রুর হিতকারী, তাহাকে বিনাশ করাই কর্ত্তব্য; কারণ শত্রুর সহায়কে নিধন করিতে পারিলে সে আর কোন কার্য্যই সমাধা করিতে পারে না।" বলিরাজ কহিল—"হে গুরো! আপনার ঈদৃশ ধর্ম্মবহির্ভূত বাক্য বলা উচিত নহে; দেখুন যদি স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুই আমার ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আর অধিক সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? বিদ্বজ্জন বিষ্ণুর প্রীত্যর্থই নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই বিষ্ণুই যদি সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তবে তদপেক্ষা জগতে অধিক আর কি হইবে? হে গুরো! দরিদ্রও যৎকিঞ্চিৎ বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া থাকে এবং তাহাই পরম অক্ষয় দান বলিয়া কথিত হয়। যে ব্যক্তি অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে কেবলমাত্র স্মরণ করে, তিনি তাহাকে পবিত্র করিয়া থাকেন আর যে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে পারে,

সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। অগ্নিকে অনিচ্ছা পূর্ব্বক স্পর্শ করিলেও যেমন দগ্ধ হইতে হয়, সেইরূপ পাপ-পরায়ণ ব্যক্তিগণও তাঁহাকে স্মরণ করিলে নিখিল পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি রসনাগ্রে "হরি" এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করে, সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পুনরায় তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। মনীষিগণ বলিয়াছেন, 'যে মানব রোগাদিশূন্য হইয়া সতত 'গোবিন্দ' এই নাম জপ করে, সে বিষ্ণুভবনে গমন করিয়া থাকে।' হে গুরো। হে মহাভাগ। যে ব্যক্তি হরিজ্ঞানে অগ্নি বা অনলে আহুতি অর্পণ করিতে পারে, ভগবান্ বিষ্ণু তাহার প্রতি পরম প্রীত হন। আমিও সেই ভগবান্ হরিরই প্রীতিকামনায় এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব যদি তিনি স্বয়ংই আগমন করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমি কৃতার্থ হইব।" দৈত্যেশ্বর বলি এইরূপ কহিতেছে, এমত সময় বামনরূপী বিষ্ণু প্রদীপ্তানল-শোভিত যজ্ঞগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন বলিরাজ, সেই জগদাধার বিষ্ণুকে যথাবিধি অর্ঘ্যপ্রদান পূর্ব্বক রোমাঞ্চিত-গাত্রে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করত কহিল,—"হে প্রভো! আজ আমার জন্ম সফল, আজ আমার যজ্ঞ সফল ও আজ আমার জীবন সফল হইল। আমি আজ যথার্থই কৃতার্থ হইলাম। আমার বোধ হইতেছে, আজ অতি দুর্লভ অমোঘ অমৃতবৃষ্টি উপস্থিত হইয়াছে। হে দেব! আপনার আগমনমাত্রে আমার এই মহোৎসবের সমুদয় আয়াস দূর হইল। হে প্রভো! আজ এই সমস্ত ঋষিবৃন্দ যে কৃতার্থ হইলেন এবং যিনি যাহা তপস্যা করিয়াছিলেন তাহাও যে সফল হইল, তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। নাথ! অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম, কৃতার্থ হইলাম; অতএব আপনাকে নমস্কার। হে বিভো। এক্ষণে আমি আপনার আজ্ঞায় আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব, ইহাই আমার অভিপ্রায়; অতএব আমাকে আদেশ করুন।" যজ্ঞদীক্ষিত দৈত্যনাথ বলি এইরূপ কহিলে বামনদেব সহাস্যে কহিলেন,—"তপস্যার জন্য ত্রিপাদ পরিমিত-ভূমি আমাকে দান কর।" তদ্বাক্য শ্রবণে বলিরাজ কহিল,—"আপনি সমুদয় রাজ্য নগর গ্রাম বা ধন প্রার্থনা না করিয়া কি প্রার্থনা করিলেন?" কপট-বেশধারী ভগবান্ বিষ্ণু বলিরাজের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে বলি যেন অবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট হইবে বলিয়াই তাহার বৈরাগ্য উৎপাদন করত কহিলেন,—"হে দৈত্যেন্দ্র। আমি তোমাকে পরম গুহ্যবিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা সর্ব্বসঙ্গ-বিহীন, তাহাদিগের আর অর্থের প্রয়োজন কি? তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, সমুদয় জগৎ আমাতেই অবস্থিত, অতএব হে দৈত্যবর। অন্য ধনে আমার আর কি কার্য্য সাধিত হইবে? যাহারা রাগ-দ্বেষ বিহীন, শান্ত-চিত্ত, মায়াতীত এবং নিত্যানন্দস্বরূপ, তাহাদিগের অপর ধনে প্রয়োজন কি? যে সকল সমগুণান্বিত ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীকেই আত্মবৎ সন্দর্শন করে, সুতরাং নিখিলবস্তুই যাহাদিগের আত্মতুল্য, তাহাদিগের দাতাই বা কে? আর দেয় বস্তুই বা কি? শাস্ত্রে উক্ত আছে, এই পৃথিবী ক্ষত্রিয়ের অধীনে থাকিবে এবং তাহা হইলে সমুদয় লোক সেই ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞাধীন থাকিয়া, পরম সুখ উপভোগ করিতে পারিবে। হে বলে। মুনিগণও রাজাকে রাজস্ব-স্বরূপ তপস্যার ষষ্ঠাংশ অর্পণ করিবেন এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলেরই ব্রাহ্মণদিগকে সাদরে কিঞ্চিৎ ভূমি দান করা কর্ত্তব্য। আমি ভূমি-দানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে দৈত্যসত্তম। এই জগতে কেহই

ভূমিদানের প্রকৃত মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে সমর্থ নহে। ভূমিদানের তুল্য, ফলজনক দান কখন হয়ও নাই ও হইবেও না। ভূমিদান করিলে নিঃসন্দেহ নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। নাস্তিক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে স্বল্পমাত্র ভূমি দান করিলেও ব্রহ্মলোকলাভে সমর্থ হয় এবং তাহার পুনরায় আর পতন হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি ভূমি দান করে, তাহার নিখিল-বস্তু-দানের ফল হয়, অধিক কি, পরিণামে মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ নিশ্চয় জানিবে, ভূমিদানে সর্ব্বপ্রকার পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হইয়া যায়। মহাপাতক কিংবা সর্ব্বপ্রকার পাপে লিপ্ত হইলেও যদি দশ-হস্ত-পরিমিত ভূমি দান করিতে পারে, তাহা হইলে, তাহার নিখিল পাপরাশি তিরোভূত হইয়া থাকে। সৎপাত্রে ভূমি দান করিলে, সর্ব্ববস্তু-দানের ফল হয়। ফলতঃ, ভূমি-দাতার সমান সৌভাগ্যশালী, ত্রিভুবনে আর কেহই নাই। হে বলে! যে ব্যক্তি, বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করে, আমি শত শত বর্ষেও তাহার পুণ্যফল বর্ণন করিতে অসমর্থ। হে ভূমিপ! দেবপূজানক্ত বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিলে নিঃসন্দেহ স্বয়ংই বিষ্ণু-স্বরূপ হইয়া থাকে। যে মানব, বহুপরিবারান্বিত বৃত্তিহীন দরিদ্র দ্বিজকে স্বল্পমাত্রও ভূমি দান করিতে পারে, সে বিষ্ণুর সাযুজ্যলাভে সমর্থ হয়। যে ভূমিতে আঢ়ক-পরিমিত ধান্য জন্মে, দেবপূজা-নিরত বিপ্রকে এরূপ ভূমি দান করিলে দিনত্রয়কৃত-গঙ্গাস্নানের ফল হয়। সদাচার-নিরত বৃত্তিহীন বিপ্রকে—দ্রোণপরিমিত ধান্যোৎপাদনে সমর্থ,—ভূমি দান করিলে, যেরূপ ফল হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। মানব গঙ্গাতীরে যথাবিধি শতশত অশ্বমেধযজ্ঞ করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ব্যক্তি, সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। আর যে ভূমিতে খারী-পরিমিত ধান্য হয়, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তাদৃশ ভূমি দান করিলে, গঙ্গা-তীরে শত শত অশ্বমেধ ও শত শত বাজপেয়যজ্ঞ জন্য পুণ্যফলের তুল্য ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অধিক আর কি কহিব, ভূমিদানই মহাদান ও অতিদান বলিয়া কথিত আছে। ভূমিদানে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট এবং অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে। হে দৈত্য-কুলেশ্বর! এই বিষয়ে আমি এক ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর,—শ্রদ্ধা-সহকারে উহা শ্রবণ করিলে, ভূমিদানের ফল হয়। হে বলে! পূর্ব্বকালে ভদ্রমতি নামে কোন এক বৃত্তিহীন দরিদ্র ব্রহ্মকল্প মহামুনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ এবং সমুদয় পুরাণ ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পারদর্শী। শ্রুতা, সিন্ধু, যশোবতী, কামিনী, মানিনী ও শোভা নামে তাঁহার ছয় পত্নী ছিল। হে অসুরশ্রেষ্ঠ! সেই পত্নীগণের গর্ভে ত্রিশত চত্বরিংশৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহারা প্রতিদিনই ক্ষুধায় আকুল হইত। একদা সেই দরিদ্র ভদ্রমতি স্বয়ং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এবং প্রিয় পুত্রগণকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া, ব্যাকুল-চিত্তে বিলাপ করত ভাবিলেন, 'হায়, যাহার সৌভাগ্য নাই ও ধন নাই, তাহার জন্মে ধিক্। যে ব্যক্তি, উদরান্নের নিমিত্ত সর্ব্বদা সচেষ্ট, যে ব্যক্তি অতিথি-সৎকারে অসক্ত, যাহার কোনরূপ সদাচার নাই, যে সতত অন্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে এবং যাহার বন্ধু বা সুখ্যাতি নাই, তাহাদিগের জীবনে ধিক্। যে মানব, বহু-সন্তানান্বিত অথচ ঐশ্বর্য্যহীন, তাহার জীবন-ধারণে শত শত ধিক্। মানব, দরিদ্ররূপ সাগরে নিমগ্ন হইলে, তাহার কি সদ্‌গুণনিচয়, কি মধুরতা, কি পাণ্ডিত্য এবং কি সৎকুলে

জন্ম, কিছুরই শোভা থাকে না। যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য-বিহীন হয়, তাহাকে কি প্রিয়-পুত্রগণ, কি পৌত্র, কি বান্ধব, কি ভ্রাতা এবং কি শিষ্য, সকলেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি চাণ্ডালই হউক আর ব্রাহ্মণই হউক, সকলের নিকটই সমাদৃত হয়, আর দরিদ্র হইলে, শববৎ সকলের ঘৃণার্হ হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য। যাহার সম্পত্তি আছে, সে নিষ্ঠুরই হউক বা অনিষ্ঠুরই হউক, গুণবানই হউক আর গুণহীনই হউক, মূর্খই হউক আর পণ্ডিতই হউক, কিংবা ধার্ম্মিকই হউক আর অধার্ম্মিকই হউক; সে নিঃসন্দেহ সকলের নিকট পূজনীয় হয়। হায়, এক দরিদ্রতাই ভীষণ দুঃখকর, আবার তাহাতে আশা, মানবগণের নিরতিশয় ক্লেশ-দায়িনী। আশাভিভূত পুরুষগণ নিরন্তর স্বয়ং দুঃখানুভব করিয়া থাকে। যাহারা আশার অধীন, তাহারা সকলেরই দাসবৎ থাকে। অতুল-সম্পত্তিই মহত্তের সম্মানের কারণ, কিন্তু আশারূপ শত্রু সেই সম্মানকেও বিনষ্ট করে, অতএব মহতী আশার মূলীভূত দারিদ্র্যই সর্ব্বানর্থের হেতু। দরিদ্র ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-বেত্তা হইলেও মূর্খের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দারিদ্র্যরূপ মহারোগগ্রস্ত মানবগণের কেহই পরিত্রাণকর্ত্তা নাই, অতএব এই জগতে দারিদ্র্য অপেক্ষা মহৎ দুঃখকর আর কিছুই নাই, তন্মধ্যে দরিদ্র যদি বহুপুত্রান্বিত হয়, তাহার দুঃখের কথা আর কি কহিব?' সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী ভদ্রমতি, মনে মনে এইরূপ কহিয়া ধর্ম্মজনক কোন কার্য্য সামান্য সম্পত্তিতেও হইতে পারে, বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করিলেন,—'ভূমিদানই সর্ব্বপ্রকার দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; পণ্ডিতগণ ভূমিদানকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়াছেন। মানব, ভূমি দান করিলে, সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টই লাভ করিতে পারে।' হে বৎসে! মতিমান্ ধীর ভদ্রমতি, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, পত্নীগণের সহিত কৌশাম্বী নগরীতে গমনপূর্ব্বক তথায় সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত, সুঘোষ নামক বিপ্রের নিকট পঞ্চহস্ত-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ সুঘোষ, তাঁহাকে সপরিবার দেখিয়া, সন্তুষ্ট-হৃদয়ে যথাবিধি সৎকারপূর্ব্বক কহিলেন,—'হে ভদ্রমতে! আপনি যখন আমায় অনুগ্রহ করিয়াছেন, তখন আমি আজ চরিতার্থ হইলাম এবং আমার জন্ম সফল ও কুল পবিত্র হইল।' হে দৈত্যেন্দ্র! পরম-ধার্ম্মিক মহামতি সুঘোষ এইরূপ কহিয়া, সেই দ্বিজবর ভদ্রমতিকে বিষ্ণু-বুদ্ধিতে যথোচিত অর্চ্চনাপূর্ব্বক 'এই পবিত্রা পৃথিবী বিষ্ণুময়ী এবং বিষ্ণু-পালিতা, অতএব ইহার দান জন্য ভগবান্ জনার্দ্দন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এই মন্ত্র পাঠ করত পঞ্চহস্ত ভূমি দান করিলেন। পরে ধীমান্ দ্বিজবর ভদ্রমতিও সেই প্রার্থনালব্ধ ভূমিখণ্ড বহুপোষ্য-সমন্বিত কোন এক হরিভক্ত শ্রোত্রিয়কে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর সুঘোষ সেই ভূমিদানফলে কোটিবংশের সহিত, যে স্থানে গমন করিলে আর ক্লেশভোগ করিতে হয় না, ঈদৃশ বিষ্ণুভবন প্রাপ্ত হইলেন। হে বৎসে। এদিকে ভদ্রমতিও ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করায় পরিবারবর্গের সহিত যুগযুগান্তর বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করেন, পরে শত অযুত যুগ ব্রহ্মলোকে অবস্থানপূর্ব্বক পঞ্চকল্পকাল ইন্দ্রত্ব ভোগ করিয়াছিলেন; অনন্তর সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত ও জাতিস্মর হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অত্যুৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করেন এবং পরে সেই বিষ্ণু-পরায়ণ মহাভাগ ভদ্রমতি নিষ্কাম-হৃদয়ে বৃত্তিহীন বিপ্রদিগকে ভূমি দান করায় ভগবান্ বিষ্ণু

তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রদানপূর্ব্বক পরিণামে কোটিবংশের সহিত মোক্ষপদ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব হে দৈত্যপতে! তুমি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, আমি মোক্ষের জন্য তপস্যা করিব; তুমি আমায় ত্রিপাদ ভূমি প্রদান কর।" বামনবাক্য-শ্রবণে বিরোচনাত্মজ বলি হৃষ্ট হইয়া পৃথিবী দান করিবার বাসনায় জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিল, কিন্তু শুক্রাচার্য্য তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন। তখন সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু শুক্রাচার্য্যকে জলপাত্রের রন্ধ্রাবরক জানিয়া তাহার দ্বারদেশে হস্তস্থিত কুশাগ্র প্রবেশ করাইবা মাত্র তাহা কোটিসূর্য্য-সমপ্রভ অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্ররূপ ধারণ করিয়া শুক্রাচার্য্যের এক চক্ষু নাশ করিলে, তিনি শূর অসুরগণকে অভিসম্পাত করিলেন যে, 'তোমরাও আমার ন্যায় এক চক্ষে দর্শন করিবে' এই বলিয়া শস্ত্র-সন্নিভ কুশাগ্র চক্ষু হইতে উন্মোচন করিলেন। এ দিকে বলিরাজ, অমিতপ্রভাব বিশ্বাত্মা মহাবিষ্ণু বামনদেবকে ত্রিপাদভূমি দান করিবামাত্র তিনিও আব্রহ্ম-ভবন কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দুই পদে অসীম পৃথিবী ও অপর পদে ব্রহ্মকটাহ পর্য্যন্ত গ্রাস করিলেন। অনন্তর তাঁহার চরণাঙ্গুষ্ঠ-তাড়নে ব্রহ্মাণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায়, তদ্দ্বার হইতে ব্রহ্মাণ্ড-বাহ্যস্থিত সলিলরাশি বহুধারে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন সেই লোকপাবন নির্ম্মল ব্রহ্মাণ্ড-বাহ্যসলিল ধারারূপে বিষ্ণুপদ ধৌত করত ব্রহ্মাদি দেবগণকে পবিত্র করিয়া এবং সপ্তর্ষি কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া সুমেরুশিখরে পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে, ব্রহ্মাদি সুরগণ, ঋষিগণ ও মনুগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া আনন্দিতান্তঃকরণে ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—"হে সনাতন! হে জগন্নাথ! আপনি পরমেশ্বর, পরাত্মরূপী ও পরাৎপর। আপনার রূপ শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং আপনার কর্ম্ম সর্ব্বত্র অব্যাহত। আপনি স্বয়ং ব্রহ্ম-স্বরূপ, অথচ আপনার মন ও প্রাণ ব্রহ্মেই আসক্ত। আপনি প্রমাণাতীত ও পরমানন্দস্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার। সর্ব্বত্র আপনার চক্ষুঃ বাহু ও মস্তক বিরাজমান এবং এরূপ স্থান নাই, যে স্থানে আপনি গমন না করিয়া থাকেন; এজন্য আমরা আপনাকে পুনঃপুন প্রণাম করিতেছি।" ভগবান্ কমলাকান্ত মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণের ঈদৃশ স্তুতিবাক্য শ্রবণে হাস্য করত তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদ ও অভয়প্রদান পূর্ব্বক বিরোচনাত্মজ বলিরাজকে বন্ধন করিয়া নিবাসার্থ তাহাকে ভোগবহুল রসাতল প্রদান করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! ভগবান্ মহাবিষ্ণু, সর্পভয়াকুল রসাতল মধ্যে বলিরাজের কিপ্রকার ভোজ্য স্থির করিলেন? সূত কহিলেন,—যে ব্যক্তি, অনলমধ্যে মন্ত্রব্যতীত ঘৃতাহুতি, কিংবা অপাত্রে যে কোন বস্তু দান করে—তৎসমুদয়, আর অশুচি ব্যক্তির অগ্নিতে দত্ত ঘৃত ও অশুচিকৃত যে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, অধঃপাতজনক তৎসমস্তই তাহার ভোগ্য হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণু, এইরূপে বলিরাজকে ও রাক্ষসগণকে রসাতলে প্রেরণ পূর্ব্বক সুরগণকে অত্যুত্তম স্বর্গরাজ্য প্রদান করিলেন। তৎকালে তাঁহাকে অমরগণ অর্চ্চনা ও মহর্ষিগণ স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার গুণগানে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি পুনরায় পূর্ব্ববৎ বামনমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ তাঁহার তাদৃশ বিচিত্র কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্ব্বক হাস্য করত সেই পুরুষোত্তম বামনদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সর্ব্বভূতাত্মক ভগবান্ বিষ্ণু, এইরূপে অখিল

জমগণকে মুগ্ধ করত তপস্যার্থ বামনরূপে অরণ্যমধ্যে প্রস্থান করিলেন। বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা ভগবতী ভাগীরথী এবংবিধ-প্রভাব-সম্পন্না; তাঁহার নামস্মরণমাত্রে জীবগণ সমুদয় পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও "গঙ্গা গঙ্গা" এইরূপ উচ্চারণ করে, সে নিখিল পাপপুঞ্জ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিষ্ণু-লোকে পরমসুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হয়। দেবালয়ে বা গৃহে সমাহিতচিত্ত হইয়া এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করিলে, সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে এবং যাহারা একাগ্রমনে ইহা ব্যাখ্যা করে, গঙ্গা ও বিষ্ণুর প্রসাদে তাহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন,—হে সূত! কিরূপ ব্যক্তিকে দান করা কর্ত্তব্য, কিপ্রকার কালে দান করা উচিত এবং কোন্ ব্যক্তি প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র? আপনি এই সকল বিষয় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন,—ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের পরম গুরু, অতএব ব্রাহ্মণকেই দান করা বিধেয়, তন্মধ্যে সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে সংসার হইতে নিস্তার করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, গোপভিন্ন সকলের নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের প্রতিগ্রহের কথা কুত্রাপি নাই। যে ব্যক্তি দাম্ভিক, পুত্রহীন এবং বেদদ্বেষী, তাহাকে দান করিলে নিস্ফল হয়। আর ব্রাহ্মণদ্বেষী, স্বকর্ম্মত্যাগী, পরদাররত, পর-দ্রব্যাপহারী, দৈবজ্ঞব্রাহ্মণ, অসূয়াযুক্ত, কৃতঘ্ন, কপটাচারী, অযাজ্যযাজক, সতত প্রার্থনা-সক্ত, হিংসক, শঠ, মাংসবিক্রয়ী, বেদবিক্রয়ী, স্মৃতিবিক্রয়ী, ধর্ম্মবিক্রয়ী, কিংবা যে ব্যক্তি পর-পীড়াকারী, তাহাদিগকে দান করিলেও কোন ফল নাই। যাহারা পাপকার্য্যে নিরত এবং সুজনের নিকট সর্ব্বদা নিন্দনীয়, তাহাদিগের নিকট কিছুমাত্র প্রতিগ্রহ বা তাহা-দিগকে কিছুমাত্র দান করিবে না। সৎকর্ম্মপরায়ণ, সাত্ত্বিক, বৃত্তিহীন, বহুপরিবারান্বিত এবং দরিদ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে বিপ্রগণ! আর যে ব্যক্তি, দেবপূজা ও সৎকথায় আসক্ত, যত্নপূর্ব্বক তাহাকে দান করিবে; আবার সে যদি দরিদ্র হয়, তাহা হইলে, তাহাকে দান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! পূর্ব্বে মহাভাগ ভগীরথ, কি প্রকারে গঙ্গার শুভ-মাহাত্ম্য বিদিত হইয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন? সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা উত্তম বিষয়ই শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছেন, কারণ, গঙ্গার মাহাত্ম্যকথা শ্রবণ করিতে সতত উৎসুক থাকিলে মানবগণ পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। হে ঋষিগণ! এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহাত্মা নারদ, ঐ পবিত্র বিষয় মুনিবর সনৎকুমারকে কহিয়াছিলেন। ঐ পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলে নিখিল পাপরাশি তিরোভূত হয়। অধিক কি, ভগবান্ নারদ মুনি বলিয়াছেন, "উহা শ্রবণে ব্রহ্মহত্যাকারীও পবিত্র হইয়া থাকে।" সগরবংশধর ভগীরথ, কাহার উপদেশে কি প্রকারে গঙ্গাকে আনায়ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সকল বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সগরবংশজাত মহারাজ ভগীরথ, সপ্তদ্বীপ-সমন্বিতা সসাগরা ধরা শাসন করিতেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মরত, সত্যনিষ্ঠ, যজ্ঞানুষ্ঠানে তৎপর, দয়াদি-গুণসম্পন্ন, সতত সাধুগণের পক্ষপাতী, কন্দর্প তুল্য সৌন্দর্য্যশালী, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, হিমাদ্রির ন্যায় ধৈর্য্যান্বিত, সাক্ষাৎ ধর্ম্মতুল্য সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত, সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শী, সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত, সকলের আনন্দকর, অতিথিসেবায় আসক্ত, সতত বাসুদেবার্চ্চনে নিরত, মহাপরাক্রমশালী, সর্ব্বগুণাকর এবং প্রাণিগণের হিতসাধনে সর্ব্বদা উদ্যুক্ত ছিলেন। একদা মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ, ঈদৃশ বহুগুণ-সম্পন্ন সেই নৃপবর ভগীরথকে নিরীক্ষণ করিবার বাসনায় সমাগত হইলে, তিনি তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া ক্ষিতি-তলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ, অতিথি-সৎকার গ্রহণ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলে, মহাভাগ ভগীরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে কহিলেন,— "হে মহাভাগ! হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ! আজ আমি কৃতার্থ হইলাম। আমি মনুষ্য, আপনি দেবতা, সুতরাং কি প্রকারে আমি আপনার উপকার করিব?" সগরকুলতিলক বীরবর ভগীরথ এইরূপ কহিলে, সূর্য্যতনয় ধর্ম্মরাজ, তাঁহার প্রতি পরম কৃপাপরবশ হইয়া হাস্য করত কহিলেন,—"হে রাজন্! তুমি ত্রিলোক মধ্যে ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমি তজ্জন্য তোমার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আগমন করিয়াছি জানিও। যে মানব সৎপথপ্রবৃত্ত এবং নিখিল প্রাণীর হিতসাধনে তৎপর, সদ্‌গুণ-লোলুপ দেবগণ তাহাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। হে ভূপতে! যাহার কীর্ত্তি, নীতি ও সম্পত্তি বিরাজমান, সাধুগণ ও সমুদয় দেবগণ তাহার নিকট বাস করেন। হে রাজন্! হে মহাভাগ! তোমার কি অদ্ভুত চরিত্র। তোমার তুল্য সর্ব্বভূত-হিতৈষিতা আমাদিগেরও দুর্লভ।" ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিতে লাগিলে, বদতাংবর ভগীরথ, তাঁহাকে যথাবিধি প্রণাম পূর্ব্বক সত্য অথচ মধুর বাক্যে কহিলেন,—"হে ভগবন্! হে সুরেশ্বর! আপনি সমদর্শী এবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, অতএব আমি আপনাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া তদ্বিষয় কীর্ত্তন করুন। ধর্ম্ম কি প্রকার? কাহারাই বা ধর্ম্মশীল? কতিবিধ যাতনা, এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে সেই যাতনা ভোগ করিতে হয়? আর, কাহারা আপনার নিকট

সম্মাননীয় বা কাহারা দণ্ডনীয় হইয়া থাকে? হে মহাভাগ! আপনি আমার নিকট সবিস্তারে এই সকল বিষয় বর্ণন করুন।” ধর্মরাজ কহিলেন,—“সাধু সাধু, হে মহাভাগ। তোমার বুদ্ধি অতি নির্ম্মল ও সমুজ্জ্বল। হে ভূপতে! আমি এক্ষণে তোমার জিজ্ঞাসানুরূপ প্রকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাহাতে পবিত্র লোকে গমন করা যায়, এরূপ বহুবিধ ধর্ম্ম এবং অসংখ্য প্রকার যাতনাও উল্লিখিত আছে। কিন্তু সে সমুদয় আমি শত বর্ষেও বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে সমর্থ নহি, এজন্য সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাজন্! দ্বিজগণকে বৃত্তিদান মহাপুণ্যজনক বলিয়া কথিত আছে, তন্মধ্যে তাহা যদি অধ্যাত্মবিৎ ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তাহা হইলে অক্ষয় পুণ্যজনক হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কলত্রান্বিত গুণযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে বৃত্তিদান পূর্ব্বক স্থাপন করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সে, পিতৃকুল ও মাতৃকুলের দ্বিকোটি পুরুষের সহিত কল্পকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুর সহিত বাস করিয়া পরিণামে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। বরং ভূমি-রেণু বা বৃষ্টিবিন্দুও গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মস্থাপন-ফল স্বয়ং বিধাতাও গণনা করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণই নিখিল দেবতা-স্বরূপ, সুতরাং তাঁহাকে জীবিকা দান করিলে যে কি ফল হয়, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারিবে। যে নিরন্তর বিপ্রগণের হিতকারী, তাহার অখিল যজ্ঞের, সমুদয় তীর্থস্নানের এবং সর্ব্বপ্রকার তপোনুষ্ঠানের ফল লাভ হইয়া থাকে। অধিক কি কহিব যে মানব, ‘ব্রাহ্মণগণকে বৃত্তিদান কর’ এরূপ বাক্যও প্রয়োগ করে, সেও তাহার তুল্য ফলভোগী হয়। যে ব্যক্তি, স্বয়ং বা অন্য দ্বারা তড়াগ খনন করাইতে পারে, শত শত বর্ষেও তাহার পুণ্যফল ব্যক্ত করিতে পারি না। হে রাজন্! তড়াগকারী, পঞ্চকোটিকুলে পরিবৃত হইয়া কল্পকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুর সহিত অবস্থান করিয়া পরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। যে কোন পথিক, তড়াগের জল পান করিলে তড়াগকারীর নিখিল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে রাজন্! এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। যে ব্যক্তি, এক দিবসও ভূতলে জল রক্ষা করিতে পারে, সেও সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শতবর্ষ স্বর্গে অবস্থিতি করে। যে মানব আপনার সাধ্যানুসারে তড়াগ-খননে উদ্যত হয়, কিংবা যে তাহার উপায় উদ্ভাবন করে, তাহারাও তড়াগকারীর তুল্য পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিক কি, যে ব্যক্তি, তড়াগ মধ্য হইতে তিলার্দ্ধ-পরিমিত মৃত্তিকা উত্তোলন করে, সেও কোটি কোটি পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ স্বর্গবাসী হয়। যে মানব, ভগবান্ শঙ্কর বা নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সে মাতৃকুল ও পিতৃকুলের লক্ষকোটি পুরুষের সহিত কল্পত্রয় বিষ্ণুলোকে অবস্থান পূর্ব্বক পরিণামে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। কাষ্ঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করাইলে দ্বিগুণ, ইষ্টক-মন্দিরে ত্রিগুণ, প্রস্তরময় মন্দিরে চতুর্গুণ, স্ফটিকাদিতে দশগুণ, তাম্র-মন্দিরে শতগুণ এব স্বর্ণ মন্দির নির্ম্মাণ করাইলে কোটিগুণ অধিক ফল হয়। যে ব্যক্তি দেবালয় তড়াগ বা গ্রাম পালন করে, হে মহীপতে। সেও কর্ত্তা অপেক্ষা শতগুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা এই সকল ধর্ম্মকথা শুনিতে ইচ্ছা করে, তাহারা চিরদিনের জন্য বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। যাহারা সম্পত্তিহীন হইয়াও শক্ত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে কিংবা বলপূর্ব্বক অন্য দ্বারা সম্পাদন করায়, তাহারা

শতকোটি কুলে পরিবৃত হইয়া বিষ্ণুর সহিত বৈকুণ্ঠধামে পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকে। হে রাজন্! সরোবর-নির্ম্মাণে তড়াগের অর্দ্ধেক, কূপ-স্থাপনে তাহার অর্দ্ধেক এবং কুল্যা-স্থাপনে তড়াগ অপেক্ষায় শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি গ্রাম স্থাপন করে এবং দরিদ্র যদি একটী মাত্র গো কিংবা এক হস্ত পরিমিত ভূমি দান করিতে পারে, তাহা হইলে উভয়েরই তুল্য ফল হয়, ইহা কথিত আছে। ধনী ব্যক্তি প্রস্তরময় এবং দরিদ্র মৃন্ময় দেবগৃহ নির্ম্মাণে সমান ফল লাভ করে। ধনাঢ্যের তড়াগ এবং দরিদ্রের কূপ প্রতিষ্ঠায় সমান ফল অভিহিত আছে। ধনবান্ বহুল প্রাণীর হিতসাধনার্থ উদ্যান স্থাপন করিলে চিরকালের জন্য ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে, আর দরিদ্র একটীমাত্র বৃক্ষ স্থাপন করিতে পারিলে কুলত্রয়ের সহিত ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করিতে পারে। গো, ব্রাহ্মণ, কিংবা যে কোন প্রাণী ক্ষণকালের জন্য সেই বৃক্ষচ্ছায়া সেবন করিলে, রোপণকারীর স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। যাহারা উদ্যান, দেবালয়, তড়াগ অথবা গ্রাম স্থাপন করিতে পারে, ভগবান্ হরি, সেই সকল মহাভাগ্যবান্‌গণকে সমাদর করিয়া থাকেন। হে জনেশ্বর! যাহারা সাধারণের উপভোগার্থ কিংবা দেবপূজার্থ পুষ্পোদ্যান স্থাপন করে, তাহাদিগের পুণ্যফল শ্রবণ কর। সেই উদ্যানে যাবৎপরিমিত পত্র ও পুষ্প উৎপন্ন হয়, উদ্যানকর্ত্তা শতকোটিকুলের সহিত তাবৎকাল স্বর্গধামে বাস করিয়া থাকে। হে রাজন্! যাহারা সেই পুষ্পোদ্যানের প্রাচীর বা কণ্টকময় বৃতি দান করে, তাহাদিগের তিনযুগ ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং যাহারা, উদ্যানের প্রাচীর বা কণ্টকবৃতি প্রদান করিতে পারে, তাহারা শত-যুগ যথাযোগ্য স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। হে মনুজেশ্বর! যাহারা তুলসীবৃক্ষ রোপণ করে, তাহাদিগের পুণ্যফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহারা পিতৃ-মাতৃকুলের সপ্তকোটী পুরুষের সহিত সার্দ্ধ শতকল্প পর্য্যন্ত নারায়ণ-সমীপে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি, তুলসী-তলের মৃত্তিকায় উর্দ্ধপুণ্ড্রক রচনা করে, পরিণামে তাহার ললাটদেশে একটী চক্ষু ও মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজ করিয়া থাকে অর্থাৎ সে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। তুলসীমূল হইতে যতগুলি তৃণ উন্মূলন করা যায়, নিঃসন্দেহ তাবৎ-পরিমিত ব্রহ্মহত্যাপাপ বিলীন হইয়া থাকে। তুলসীবৃক্ষে অল্পমাত্র জল সেচন করিলে যতকাল চন্দ্র ও তারকারাজি বিরাজ করিবে, তাবৎকাল ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত বাস হইয়া থাকে। মানব ব্রাহ্মণকে তুলসীর কোমল পত্র দান করিলে কুলত্রয়ের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি সতত কর্ণে তুলসীপত্র এবং কণ্ঠদেশে তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণ করে, তাহার কোনরূপ উপপাতক থাকে না। হে রাজেন্দ্র! প্রাচীর বা কণ্টক দ্বারা তুলসীকে বেষ্টিত রাখিলে যেরূপ মহৎ পুণ্যফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। হে রাজন্! যত দিন ঐ কণ্টকাবরণ থাকিবে, তাবৎকাল সেই কণ্টকদাতাও কুলত্রয়ের সহিত ব্রহ্মলোকে বাস করে এবং প্রাচীরদাতা কুলত্রয়ের সহিত বিষ্ণুর সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কোমল তুলসীপত্র দ্বারা ভগবান্ হরির চরণকমল অর্চ্চনা করিতে পারে, কখন তাহার ব্রহ্মলোক হইতে পতন হয় না। মানব দ্বাদশী কিংবা পৌর্ণমাসী তিথিতে বিষ্ণুকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইলে অযুতকুলের সহিত বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভগবান কেশবকে প্রস্থ-পরিমিত দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইতে পারে, তাহারও অযুতকুলের

সহিত বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ হয়। যে মানব প্রস্থপরিমিত ঘৃত দ্বারা দ্বাদশী তিথিতে নারায়ণকে স্নান করায়, হে রাজন্! সে কোটিকুলের সহিত হরিসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে এবং একাদশীতিথিতেও পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইলে কোটিকুলের সহিত বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে নৃপোত্তম! একাদশী দ্বাদশী বা পৌর্ণমাসী-তিথিতে নারিকেলোদক দ্বারা নারায়ণকে স্নান করাইলে যাদৃশ ফল হয়, শ্রবণ কর। হে নৃপ! যে ব্যক্তি শতজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দ্বিশত কুলের সহিত বিষ্ণু-সহ বাসে পরমসুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইক্ষুরসে দেবদেব কেশবকে স্নান করাইতে পারে, সেও অযুতকুলের সহিত বিষ্ণুসহবাসে সুখী হয়। পুষ্পোদক বা গন্ধোদক দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে স্নান করাইলে, মানব এক যুগ স্বর্গের অধীশ্বর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন্ত্রপূত জল দ্বারা কেশবকে স্নান করায়, সে সমুদয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শতবর্ষ স্বর্গে পরমসুখে কালযাপন করে। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে ভগবান্ বিষ্ণুকে ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইলে, চতুর্দ্দশ পুরুষের সহিত বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। (শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, একাদশী, দ্বাদশী, পঞ্চমী ও পূর্ণিমা, রবিবার, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, মন্বন্তরা, যুগাদ্যা, ব্যতীপাত, বৈধৃতি, গজচ্ছায়া ও অর্দ্ধোদয় যোগ, সূর্য্যের সহিত পুষ্যা হস্তা বা রোহিণীনক্ষত্রের যোগ, শনির সহিত রোহিণী বা অশ্বিনী, চন্দ্র বা বুধের সহিত অশ্বিনী, ভৃগুপাত, অর্কবৈধৃতি, বুধের সহিত অনুরাধা এবং চন্দ্র বা সূর্য্যের সহিত শ্রবণাযোগ হইলে, কিংবা বৃহস্পতি হস্তানক্ষত্রে অবস্থান করিলে, অথবা বুধাষ্টমী বা ভৃগুরেবতী-সংযুক্ত বুধাষাঢ়ে পবিত্র ও বাগ্‌যত হইয়া ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা বিষ্ণু কিংবা শিবকে স্নান করাইলে, যে ফল হয়, শ্রবণ কর। সে, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের ফললাভ করত নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, একবিংশতি পুরুষের সহিত কল্পকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে অবস্থানপূর্ব্বক যোগিগণেরও দুর্লভ জ্ঞান লাভ করিয়া, পুনরাবৃত্তিশূন্য নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।) হে ভূপতে! যে ব্যক্তি সোমবার-যুক্ত কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে দুগ্ধ দ্বারা শঙ্করকে স্নান করায়, সে শিবসাযুজ্য লাভ করে এবং সোমবারযুক্ত অষ্টমী-তিথিতেও ভক্তি-সহকারে নারিকেলজলে কিংবা কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে ঘৃত বা মধু দ্বারা মহেশ্বরকে স্নান করাইলে শিব-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি সোমবারে মন্ত্রপূর্ব্বক পুষ্পোদক বা ফলোদক দ্বারা মহাদেবকে স্নান করায়, তাহার শতকল্প স্বর্গবাস হয়। তিলতৈল দ্বারা ভগবান্ কেশব বা মহেশ্বরকে স্নান করাইলে, কুলত্রয়ের সহিত তত্তৎসারূপ্য লাভ হইয়া থাকে। যে মানব ভক্তিভাবে ইক্ষুরসে মহেশ্বরকে স্নান করায়, সে, শতকোটি কুলের সহিত এক কল্প শিবলোকে বাস করে। হে মহাভাগ! যে পুণ্যাত্মা ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করাইতে পারে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই ভাগ্যবান্ নর, অযুত জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া কোটিকুলের সহিত শিব-সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। উত্থান দ্বাদশীতে পরম ভক্তিসহকারে দুগ্ধ দ্বারা নারায়ণকে স্নান করাইলে, যেরূপ ফল হয়, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই ব্যক্তি কোটিকুলের সহিত অযুত জন্মার্জ্জিত পাপ-রাশি, হইতে নিষ্কৃতি লাভ করত নিঃসন্দেহ পরম পদ প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে প্রস্থপরিমিত মধু দ্বারা নারায়ণকে স্নান করাইতে পারিলে, শতকোটি কুলের সহিত

হরিকে লাভ করিয়া থাকে। মনোহর গন্ধ এবং পুষ্প দ্বারা নারায়ণ বা মহেশ্বরকে অর্চনা করিলে তত্তৎসারূপ্য লাভ হয়। যে মানব পদ্মপুষ্প দ্বারা হরি বা হরকে পূজা করে, সে কুলত্রয়ের সহিত বৈকুণ্ঠে বাস করে। কেতকীকুসুম দ্বারা কেশবকে এবং ধুস্তুর পুষ্প দ্বারা শঙ্করকে অর্চনা করিলে, নিখিল পাপপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হইয়া এক যুগ বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করিয়া থাকে। হে মহাভাগ! চম্পকপুষ্পে হরিকে এবং অর্কপুষ্পে শঙ্করকে পূজা করিলে, তত্তৎসারূপ্য লাভ হয়। জাতিপুষ্প দ্বারা শঙ্করের এবং বন্ধুকপুষ্প দ্বারা হরির পূজা করিলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয় এবং স্বর্গধামে বাস হইয়া থাকে। মানবগণ কাকোলকুসুমে বিষ্ণুকে এবং রুদ্রপুষ্পে দেবদেব মহেশ্বরকে অর্চনা করিলে, তত্তৎসারূপ্য লাভ করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! মনোহর প্রস্থপুষ্প কিংবা শমীপুষ্প দ্বারা নারায়ণ বা মহেশ্বরকে পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশী তিথিতে অপামার্গপত্র দ্বারা বিশেষরূপে মহেশ্বরকে অর্চনা করে, সে শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। শঙ্কর বা বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্ব্বক ঘৃতসংযুক্ত গুগ্‌গুল ও ধূপ দান করিলে সমস্ত পাপ তিরোভূত হয়। ভগবান্ শঙ্কর বা বিষ্ণুকে তিলতৈলের দীপ দান করিতে পারিলে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট লাভ করিতে পারা যায়। হরি বা হরের উদ্দেশে ঘৃতপ্রদীপ দান করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া গঙ্গাস্নানের ফলভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শঙ্কর বা হরিকে গ্রাম্য তৈলের এবং রাজভোগ্য ঘৃতের প্রদীপ দান করে, তাহার ফল শ্রবণ কর। সে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত এবং সর্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত হইয়া একবিংশতি পুরুষের সহিত তত্তৎসালোক্য লাভ করিয়া থাকে। জগতে যাহা কিছু নিজের প্রিয় বস্তু, মহেশ্বর বা বিষ্ণুকে তাহা দান করিলে চত্বারিংশৎ পুরুষের সহিত পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি আপনার প্রিয় বস্তু ব্রাহ্মণগণকে দান করে, সে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে, আর তাহার পতন হয় না। হে ভূপতে! ভ্রূণহত্যাকারীও অন্নদান করিলে পবিত্র হইয়া থাকে। অন্ন ও জলদানের তুল্য দান কখন হয় নাই ও হইবেও না। যে অন্নদান করে, সকলে তাহাকে প্রাণদাতা এবং যে প্রাণদান করে, তাহাকে সর্ব্বদাতা বলিয়া থাকে। অতএব হে নৃপোত্তম! যে ব্যক্তি অন্নদান করে, তাহার নিখিল বস্তুদানের ফল হয়। সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রে স্থিরীকৃত আছে যে, অন্নদান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে, তাহার আর পতন হয় না; এই জন্যই অন্নদানের তুল্য আর দান নাই। আবার, অন্নদান অপেক্ষা তৎক্ষণাৎ তুষ্টি-কারক জলদান অধিক আদরণীয়। হে ভূপাল! উহার অদ্ভুত শক্তি শ্রবণ কর, মহাপাতকী কিংবা সর্ব্বপ্রকার পাতকযুক্ত হইলেও যদি অন্ন জল দান করে, তবে সেও পবিত্র হয়। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, 'অন্ন হইতেই শরীর এবং অন্নই প্রাণ' এ কারণ, হে পৃথিবীপতে! যে অন্নদান করে, তাহাকে প্রাণদাতা জানিবে। অন্নদান, তৎক্ষণাৎ সন্তোষজনক এবং সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ; এ জন্য অন্নদানের সমান ফলজনক আর কিছুই নাই ও হইবেও না। অধিক কি, হে নৃপ! যে অন্নদান করে, তাহার বংশজাত সহস্র পুরুষ কখন নরকের মুখ নিরীক্ষণ করে না, এজন্য সর্ব্বপ্রকার দাতা অপেক্ষা অন্নদাতাই শ্রেষ্ঠ। হে রাজন্! যে মানব ভক্তিসহকারে অতিথিকে যথাবিধি সৎকার পূর্ব্বক অন্নদান করে, সে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে; অতএব সকলকে অন্নদান কর। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক অতিথির চরণদ্বয়ে

তৈল মর্দ্দন করে, তাহার গঙ্গাদি নিখিল তীর্থে স্নানের পুণ্য হয়। হে মহারাজ! দ্বিজগণকে তৈলাভ্যঙ্গ করাইলে, নিঃসন্দেহ সম্পূর্ণ শতবর্ষকৃত গঙ্গাস্নানের ফল হইয়া থাকে। হে ক্ষিতিপাল! যে ব্যক্তি, রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করে, সে কোটিকুলের সহিত এক যুগ ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। হে পৃথিবীপাল! একটী মাত্র রোগগ্রস্ত মনুষ্যকে রক্ষা করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে অভীষ্ট প্রদান করেন। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে পীড়িতকে রক্ষা করে, সে নিষ্পাপ হইয়া সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। হে মহীপাল! ব্রাহ্মণকে বাসস্থান দান করিলে বিষ্ণুপ্রভৃতি অখিল দেবতা প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী ধেনু দান করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে, আর তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। হে মহীপতে! অন্যের নিকট প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক গোদান করিলেও যে প্রকার ফল হয়, পণ্ডিত ব্যক্তিও তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। যে ব্যক্তি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পয়স্বিনী কপিলা ধেনু দান করিতে পারে, সে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধ্যাত্মবিৎ বিপ্রকে উভয়মুখী গো দান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা শতবর্ষেও ব্যক্ত করিতে অক্ষম। হে ভূপ! যে ব্যক্তি বিহ্বলচিত্ত মানবগণকে অভয় প্রদান করে, কোন্ পণ্ডিত তাহার পুণ্যফল বর্ণন করিতে পারেন? একদিকে প্রভূতদক্ষিণাপূর্ণ নিখিল যজ্ঞ ও একদিকে ভীত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা, এ উভয়ই সমান। হে মহীপাল! যে মানব, বিপ্রকে রক্ষা করিতে পারে, সে যে সম্পূর্ণ শতবর্ষকৃত গঙ্গাস্নানের ফলভোগী হয়, তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। হে রাজন্! যে ব্যক্তি, ভীতকে অভয় দান করে, সে নিঃসন্দেহ বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হয়, এইজন্যই অভয়-প্রদান, সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। অন্নদাতা রুদ্রলোকে, কন্যাদাতা ব্রহ্মলোকে এবং স্বর্ণদাতা সবংশে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, কন্যাকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া অধ্যাত্মবিৎ-ব্রাহ্মণ-করে সমর্পণ করিতে পারে, সে শতবংশ-সমাযুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করে। হে ভূপতে! যে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে মহাদেবের প্রীত্যর্থ বৃষ উৎসর্গ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সে, সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবরূপ ধারণ পূর্ব্বক সপ্ততিকুলের সহিত শিবসহবাসে পরমানন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকে। হে রাজন্! ত্রিশূলাঙ্কিত মহিষ উৎসর্গ করিলে নরক দর্শন করিতে হয় না। হে নৃপসত্তম! যে ব্যক্তি, ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণকে তাম্বূল দান করে, ভগবান্ বিষ্ণু তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ঐশ্বর্য্য দান করিয়া থাকেন। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত বা মধু দান করিলে দেব পরিমাণে এক যুগ সুখে স্বর্গবাস করা যায়। হে নৃপোত্তম! মানব ইক্ষু দান করিলে চন্দ্রলোক, গন্ধ পুষ্প বা ফল দান করিলে ব্রহ্মলোক, ইক্ষুরস বা গুড় দান করিলে ক্ষীরসাগর, মঠ বা জল দান করিলে অনুত্তম সূর্য্যলোক এবং বিদ্যাদান করিলে সাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে, কারণ বিদ্যাদান অতিদানের মধ্যে পরিগণিত। বিদ্যাদান মহাদান এবং গোদান উত্তম হইতেও উত্তম। পণ্ডিতগণ গো, ভূমি ও বিদ্যাদানকে অতিদান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যদিচ এই ত্রিবিধ দানেই নরক নিবারণ হয় বটে, কিন্তু তথাপি বিদ্যাদান

শ্রেষ্ঠ। হে পরন্তপ! জ্ঞানদানে সাযুজ্য লাভ করা যায় এবং সত্যদান, অক্রোধ ও সরলতা এই তিনই মুক্তিসাধক বলিয়া অভিহিত আছে। ধান্য দান করিলে মানব সমুদয় উপপাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকে। মানব, কোটি-ব্রহ্মাণ্ড দানে যে ফল লাভ করিতে পারে, এক শিবলিঙ্গ প্রদানে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং শালগ্রামশিলা দান করিলে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল হয়, কারণ, ভগবান্ বিষ্ণুই নিঃসন্দেহ শালগ্রামশিলারূপে বিরাজ করিতেছেন। যে ব্যক্তি, ঘৃতযুক্ত প্রদীপ দান করে, সে সম্পূর্ণ গঙ্গাস্নানের ফলভাগী হইয়া থাকে। হে নৃপোত্তম! রত্নযুক্ত সুবর্ণ দান করিলে পরম মুক্তি লাভ হয়, কারণ, উহা মহাদানের মধ্যে পরিগণিত এবং মাণিক্য দান করিলেও পরম মোক্ষপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে ভূপতে! হীরক দানে ধ্রুবলোকে, বিদ্রুমদানে সূর্লোকে, মৌক্তিকদানে চন্দ্রলোকে এবং বৈদূর্য্য বা পদ্মরাগ মণিদানে রুদ্রলোকে বাস হয়। যে মানব, অলঙ্কার দান করে, সে সর্ব্বত্র সুখ লাভ করিয়া থাকে এবং যে যান দান করে, সে, সর্ব্বদা বিমানে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে পারে। গোগণকে তৃণ দান করিলে অত্যুত্তম রুদ্রলোক এবং মহিষ বা লবণ দান করিলে বরুণলোকে বাস হয়। যাহারা, আশ্রমোচিত আচারে নিরত, স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে তৎপর এবং দম্ভ ও অসূয়াশূন্য, তাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে সকল ব্যক্তি অন্যকে সদুপদেশ দানে আসক্তচিত্ত, রাগদ্বেষাদিশূন্য এবং হরি-চরণার্চ্চনে নিরত, তাহাদিগেরও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। যাহারা সর্ব্বভূতহিতে রত ও পরনিন্দা-বিমুখ এবং সাধু-সহ-বাসে যাহাদিগের অপার আনন্দ, তাহাদিগকে যমালয় দর্শন করিতে হয় না। আর, যাহাদের চিত্ত পরস্ত্রীসঙ্গে কুণ্ঠিত এবং গো-ব্রাহ্মণের হিতসাধনে উৎসুক, তাঁহারাও কখন যমপুরী নিরীক্ষণ করে না। যাহারা জিতেন্দ্রিয়, জিতাহার, গোগণের প্রতি সদ্ব্যবহার-সম্পন্ন এবং বিপ্রগণের হিতকারী, তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি, অগ্নি, গুরু ও যতিগণের শুশ্রূষাকারী, তাহাদিগকে যম-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। যাহারা সর্ব্বদা দেবতার্চ্চনে নিরত, হরিনাম-জপে আসক্ত এবং প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ, তাহারাও পরম পদ লাভ করে। যাহারা অনাথ বিপ্রকুলোৎপন্ন মৃত ব্যক্তির দাহ করে, সেই সকল নরোত্তমগণ সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মনুজেশ্বর! যে ব্যক্তি পত্র, পুষ্প, ফল বা জল দ্বারা পূজাবিহীন শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিতে পারে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে জনাধিপ! যৎসামান্য জল দ্বারা অর্চ্চনাশূন্য শিবলিঙ্গকে স্নান করাইলে লক্ষ লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের অত্যুত্তম ফল লাভ করা যায় এবং পত্র বা পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে মানব সহস্রগুণিত অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি, ভোজ্য ভক্ষ্য কিংবা ফল দ্বারা পূজা করে, তাহার শিবসাযুজ্য লাভ হয়, পুনরায় তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। হে সূর্য্যকুলকুমার! পূজা-বিহীন বিষ্ণু-মূর্ত্তির পূজা করিলে যেরূপ ফল হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি, কেবলমাত্র জল দ্বারা পূজা করে, সে সপ্ততি-কুলের সহিত বিষ্ণুর সালোক্য; যে পত্র, পুষ্প বা ফল দ্বারা অর্চ্চনা করে, সে বিশত-কুলের সহিত বিষ্ণুর সারূপ্য এবং যে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা ঐরূপ বিষ্ণু-মূর্ত্তির পূজা করে, সে অযুত

কুলের সহিত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, ভগ্ন শিবলিঙ্গ বা বিষ্ণু-মূর্ত্তি কিংবা শিব-মন্দির অথবা বিষ্ণুমন্দিরের পুনরায় সংস্কার করে, সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ, ত্রিকুলের সহিত শতজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কল্পকাল পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। হে রাজন্! দেবালয় সম্মার্জ্জন করিলে, যে ফল হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে নৃপ! যতগুলি ধূলিকণা সম্মার্জ্জিত হয়, তাবৎ-পরিমিত সহস্র সহস্র কল্প বিষ্ণুলোকে পরম সুখে অবস্থিতি করা যায়। হে রাজন্! গোচর্ম্মসেচনোপযোগী জল দ্বারা বিষ্ণুমন্দির ধৌত করিলে, যতগুলি বালুকাকণা দ্রবীভূত হয়, হে জনেশ্বর! তাবৎ-জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, গন্ধোদক দ্বারা ভক্তি-সহকারে দেবালয় সিক্ত করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে মনুজেশ্বর! যতগুলি ধূলি জলসিক্ত হয়, সে, তাবৎ-পরিমিত সহস্র সহস্র কল্প বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করিয়া থাকে। মানব, ধাতু-বিকার বা মৃত্তিকা দ্বারা দেবতায়তন নির্ম্মাণ করিলে কুলদ্বয়ের সহিত সুখে বৈকুণ্ঠে বাস করে। হে নৃপ! যে ব্যক্তি শিলাচূর্ণ দ্বারা দেবতায়তনে স্বস্তিকাদি রচনা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে সূর্য্যকুলতিলক! স্বস্তিকাদি নির্ম্মাণকালে যতগুলি ধূলিকণা ভূতলে পতিত হয়, সে, তাবৎ যুগ-সহস্র হরিসারূপ্য লাভ করিয়া থাকে। শালিপিষ্টাদি দ্বারা দীপ রচনাপূর্ব্বক দেবালয়ে দান করিলে, যে ফল হয়, শতবর্ষেও তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। যে ব্যক্তি, ভগবান্ শঙ্কর বা বাসুদেব উদ্দেশে অখণ্ড দীপ দান করে, তাহার প্রতিদিন অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। হে নৃপ! অর্চ্চিত শঙ্কর বা বিষ্ণুকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক প্রণাম করিলে, শতবর্ষ বিষ্ণুলোকে বাস হয়। হে মনুজেশ্বর! যে ব্যক্তি, বিষ্ণুকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করে, সে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবেন্দ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। পরমাত্মা বিষ্ণুকে অগ্রে প্রদক্ষিণ করিলে, একবারেই সম্পূর্ণ অশ্বমেধের ফল হয়। বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্তে শঙ্করকে প্রদক্ষিণ করিলে, যে ফল হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাজন্! এক-বার প্রদক্ষিণে ব্রহ্মহত্যাপাপ বিনষ্ট হয়, দুই বারে রাজত্ব এবং তিন বারে চন্দ্রসম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। মানব, মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে সোমসূত্র লঙ্ঘন করিবে না। উহা লঙ্ঘন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বলিয়া একবার লঙ্ঘনে, তিন অযুতবার লঙ্ঘন করা হয়। মঙ্গলময় জগন্নাথ নারায়ণকে স্তুতিবাদ করিলে, নিখিল মনোবাঞ্ছিত বিষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে ভূপতে! যে ব্যক্তি, ভক্তি-সহকারে দেবতায়তনে নৃত্য বা গীত করে, তাহার ফল শ্রবণ কর। সেই গীতকারী, কল্পকাল পর্য্যন্ত গন্ধর্ব্বাধিপত্য এবং নৃত্যকারী ইন্দ্রের গণাধিপত্য লাভ করিয়া পরিণামে অষ্টকুলের সহিত মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা দেবতায়তনে মুখবাদ্য করে, তাহারা শতবিমানের অধীশ্বর হইয়া, কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বর্গবাসী হয় এবং যাহারা করবাদ্য করে, তাহারা সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যুগদ্বয় বিমানের অধীশ্বর হইয়া থাকে। দেবতায়তনে ঘণ্টাধ্বনি করিলে, যে ফল হয়, এই জগতে কোন পণ্ডিত তাহা বর্ণন করিতে পারেন না। মৃত্তিকা, ধাতু-বিকার বা গোময়াদি দ্বারা দেবালয় লেপন করিলে, বিমানাধিপতি হয়। ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ, ডিণ্ডিম ও বিষাণাদি বাদ্য দ্বারা দেবাধিদেবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, যেরূপ ফল

হয়, তাহা শ্রবণ কর। শত শত দেবাঙ্গনার সহিত মিলিত হইয়া, সর্ব্বলোকে সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক পঞ্চকল্প পরম সুখে কালাতিপাত হইয়া থাকে। হে রাজন্! যে মানব, দেবতায়তনে শঙ্খধ্বনি করে, সে, অখিল পাপরাশি অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত সুখে কালক্ষেপ করিয়া থাকে। দেবতায়তনে কাহলাদি বাদ্য করিলে, সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া মানব, স্বর্গাধিপত্য লাভ করে। যে ব্যক্তি, বিষ্ণুগৃহে করতালাদি কাংস্যবাদ্য করিতে পারে, তাহার যেরূপ ফল হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। সে, সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত, শত শত বিমানের অধিপতি এবং গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! ইত্যাদি শত শত সহস্র সহস্র কত মহা-ধর্ম্মই যে কথিত আছে, তাহা কেহই সম্যক্রূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন্! যিনি, সর্ব্বভুক্, কামরূপী ও নিরঞ্জন এবং যিনি, নিখিল ধর্ম্মের ফলদাতা; যে দেবাধিদেব চক্রীকে স্মরণ করিবামাত্র সমুদয় কার্য্য সফল হয়; সদাচারসম্পন্ন মানবগণ, প্রতিনিয়ত যাঁহাকে হৃদয় মধ্যে চিন্তা করিয়া থাকে; যাঁহাকে স্মরণ করিবামাত্র সমুদয় ক্লেশ বিদূরিত হইয়া যায় এবং যিনি অখিল সৎকর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকেন, হে ভূপতে! সেই অবিনাশী অনন্ত পরমাত্মা বিষ্ণুই, সমুদয় ধর্ম্ম ও সমুদয় কর্ম্ম এবং তিনিই কর্ম্মফল-ভোক্তা। বস্তুতঃ যাবতীয় কার্য্য ও কারণ, সকলই বিষ্ণু, এ জগতে বিষ্ণু ভিন্ন আর কিছুই নাই।"

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কাল কহিলেন,—"এক্ষণে পাপবিশেষ এবং স্থূল স্থূল তীব্র নরক-যন্ত্রণার বিষয় ও যে সকল দুরাত্মা নরকাগ্নিতে নিরন্তর অসীম ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণ কর; কারণ নরক অতি ভয়ঙ্কর স্থান। তপন, বালুকাকুম্ভ, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, নিরুচ্ছ্বাস, কালসূত্র, প্রমর্দ্দন, ভীষণ অসিপত্রবন, লালাভক্ষ্য, হিমোৎকট, মূষাবস্থা, বসাকূপ, বৈতরণী নদী, খভক্ষ্য, মূত্রপান, পুরীষহ্রদ, তপ্তশূল, তপ্তশিলা, শাল্মলীদ্রুম, শোণিতকূপ এবং যে স্থানে কেবল-মাত্র শোণিত ভোজন করিতে হয়, তাদৃশ শোণিতভোজন প্রভৃতি ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ নানাবিধ নরক আছে এবং কোন নরকে স্বমাংস ভোজন, কোন স্থানে বহ্নিজ্বালা মধ্যে প্রবেশ, কোন নরকে নিরন্তর শিলাবৃষ্টি, কোন নরকে শস্ত্রবৃষ্টি ও কোথাও বা সতত বহ্নিবৃষ্টি ভোগ করিতে হয়। কোন নরক, অসহ্য ক্লেশপ্রদ ক্ষার-বারি ও কোন নরক উষ্ণবারিতে পরিপূর্ণ। কোন নরকে গলিত-লৌহ ভক্ষণ, কোন নরকে অধোলম্বিত-মস্তকে শরীর শোষণ ও কোন নরকে অত্যুচ্চ শৈলশিখর হইতে পতন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বহুবিধ পাষণযন্ত্র আছে, যাহাতে পাপী সকল অশেষ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং কোন নরকে কৃমিভোজন, কোন স্থানে ক্ষারাম্বুপান ও তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতে হয়। কোথায়ও ক্রকচাঘাতে পাতকীর

দেহ খণ্ড খণ্ড হইতেছে। কোথায়ও পুরীষভোজন, কোথায়ও পুরীষলেপন, কোথায়ও অসহনীয় রেতঃপান ও কোথায় বা অঙ্গার মধ্যে শয়ন করিতে হয়। কোন নরকে যম-কিঙ্করগণ পাপীর সমুদয় দেহসন্ধি দগ্ধ ও কোথায়ও বা মুষলাঘাতে সমুদয় দেহ চূর্ণ করিতেছে। তদ্ভিন্ন নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক বহুবিধ কাষ্ঠযন্ত্র আছে এবং কোন স্থানে যমদূতগণ পাপীর দেহ ছেদন ও কোন স্থানে কর্ষণ করিতেছে, কোথায়ও পাতকী সকল একবার পড়িতেছে একবার উঠিতেছে, কোথায়ও গদাদণ্ডাদি দ্বারা তাড়িত, কোথায়ও হস্তিদন্ত-প্রহারে জর্জ্জরিত ও কোথায়ও বা নানাবিধ সর্পদংশনে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইতেছে। ক্ষারাম্বু-সেচন নামক নরকে পাপিগণের মুখ ও নাসিকারন্ধ্রে সতত ক্ষারবারি সিক্ত হয়। কোন নরকে ক্ষারাম্বুপান, কোন নরকে লবণ ভক্ষণ, কোন নরকে স্নায়ু ছেদন, কোন নরকে স্নায়ু বন্ধন ও কোন নরকে অস্থি ছেদন হইয়া থাকে। কোথায়ও কর্ণরন্ধ্র মধ্যে নিরন্তর ক্ষারজল প্রবেশ করায় পাপীর ক্লেশের পরিসীমা নাই। কোথায়ও পাপিগণ মাংসভোজন, কোথায়ও পিত্তপান, কোথায়ও শ্লেষ্মভোজন, কোথায়ও পাষাণধারণ ও কোথায়ও বা কণ্টকোপরি শয়ন করিতেছে। কোন নরকে বৃক্ষাগ্র হইতে পতিত, কোন নরকে নিমগ্ন, কোন নরকে পিপীলিকাগণ কর্তৃক দষ্ট ও কোন নরকে পাপিগণকে বৃশ্চিকগণ কর্তৃক পীড়িত হইতে হয়। ব্যাঘ্রপীড়া নামক নরকে পাপী সকল ব্যাঘ্রভক্ষিত, শিবাপীড়া নামক নরকে শৃগালভক্ষিত এবং মহিষপীড়ন নরকে মহিষ দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে। কোন নরকে দুর্গন্ধময় কর্দ্দম মধ্যে শয়ন, কোন নরকে অস্ত্র-শস্ত্রের উপর অধিষ্ঠান, কোন নরকে মহাতীক্ষ্ণ-বস্ত্র-নিচয়ের সংঘর্ষণ, কোন নরকে অত্যুষ্ণ তৈল পান, কোথায়ও ভীষণ কটুদ্রব্য ভক্ষণ, কোন স্থানে কষায়োদক পান, কোন স্থানে উত্তপ্ত পাষাণ ভক্ষণ, কোথায়ও অত্যুষ্ণ বালুকা মধ্যে অবগাহন, কোথায়ও দন্ত উৎপাটন, কোন নরকে তপ্তলৌহ মধ্যে শয়ন, কোন নরকে উত্তপ্ত ও কখন অতি শীতল জলসেক, কোন নরকে নেত্র ও অন্যান্য মুখসন্ধিস্থানে সূচী-প্রক্ষেপ এবং কোনও নরকে পাতকীদিগের শিশ্ন ও অণ্ডমধ্যে লৌহভার বন্ধন করা হয়। হে মহাভাগ! ইত্যাদি কোটি কোটি যাতনা আছে, আমি সহস্র বৎসরেও তাহা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহি। হে ক্ষিতিপাল! যে পাতকীকে, যে পাপে, যে যন্ত্রণা, ভোগ করিতে হয়, এক্ষণে তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, সুবর্ণাপহরণ কিংবা গুরুপত্নী-গমন করে, তাহারা এবং তাহাদিগের সংসর্গকারীরা মহাপাতকী। যে ব্যক্তি পঙ্‌ক্তি-ভেদ, বৃথাপাক, ব্রাহ্মণনিন্দা, গুরুজনকে অবজ্ঞা বা বেদ বিক্রয় করে, তাহারাও ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হয়। যে মানব, ধনাদি দান করিব বলিয়া কোন ব্রাহ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক "নাই" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে; যে দুর্ম্মতি, যাহার নিকট ধর্ম্ম বিষয় পরিজ্ঞাত হয়, পরে তাহাকেই আবার দ্বেষ কিংবা অবমাননা করিয়া থাকে; যে পাপাত্মা, পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপানার্থ ধাবমান গোগণের জলপান বিষয়ে বিঘ্ন উৎপাদন করে; যে ব্যক্তি স্নান বা ভোজনার্থ ধাবমান ব্রাহ্মণের বিঘ্নকর্ত্তা হয়; যে নরাধম, শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করে; যে সর্ব্বদা অহঙ্কার-পরায়ণ; যে ব্যক্তি শাস্ত্র না জানিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দান, চিকিৎসা, জ্যোতিষগণনা বা ধর্ম্মনির্ণয় করে; যে মানব, বিদ্যাভিমান বা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করে; যে ব্যক্তি, সতত পরনিন্দা

আত্মশ্লাঘা, মিথ্যাকথন, অন্যের উদ্বেগকর কার্য্য, অন্যের প্রতি কপটতা, দাম্ভিকতা, সর্ব্বদা প্রতিগ্রহ, প্রাণিবধ কিংবা অধর্ম্ম বিষয়ে অনুমোদন করিয়া থাকে; পণ্ডিতগণ, তাহাদিগকেও ব্রহ্মঘাতী বলিয়াছেন। হে নৃপ! এইরূপ বহুবিধ পাপ, ব্রহ্মহত্যার সমান বলিয়া কথিত আছে। এক্ষণে সংক্ষেপে মদ্যপানের তুল্য যে সকল পাপ, তাহার উল্লেখ করিতেছি। বহুজনস্পৃষ্ট অন্ন এবং বেশ্যা বা পতিত ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ করিলে মদ্যপানের সমান পাতক হইয়া থাকে। সন্ধ্যোপাসনাদি পরিত্যাগ, দেবল ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন কিংবা মদ্যপানকারিণী রমণীর সংসর্গ করিলেও মানবকে মদ্যপানের পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। যে ব্রাহ্মণ, শূদ্রকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত কিংবা আদিষ্ট হইয়া ভোজন করে, সে মদ্যপায়ীর মধ্যে পরিগণিত, তাহার কোনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার থাকে না। হে রাজন্! এই প্রকার বিবিধ পাপ সুরাপান-পাপের তুল্য; সুবর্ণস্তেয়-পাপের সদৃশ পাপ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি;—কন্দ (মূলবিশেষ), ফল, মূল, মৃগনাভি, পট্টবস্ত্র এবং রত্ন-অপহরণ পাপ, সুবর্ণস্তেয়-পাপের তুল্য *। গুবাক, দুগ্ধ, চন্দন এবং কর্পূর অপহরণ-পাপ সুবর্ণস্তেয়-পাপের তুল্য। তাম্র, লৌহ, রাঙ, কাংস্য, ঘৃত, মধু এবং সুগন্ধি দ্রব্য অপহরণ-পাপ সুবর্ণস্তেয়-পাপের তুল্য। রস দ্রব্য, ধান্য এবং রুদ্রাক্ষ হরণ-পাপও সুবর্ণস্তেয়-পাপের তুল্য। বিমাতৃ-গমন-পাপের তুল্য পাপ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি;—ভগিনী-গমন, পুত্রপত্নী-গমন (ক) এবং রজস্বলাগমন, বিমাতৃ-গমনের তুল্য। ভ্রাতৃজায়া-গমন, বন্ধুপত্নী-গমন এবং বিশ্বস্তাগমন, বিমাতৃ-গমনের তুল্য। যথাকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম না করা, কন্যাগমন (খ), অগ্রজাগমন, সুরাপায়িনী স্ত্রীতে উপগমন (গ) এবং পরদার-গমন (ঘ) বিমাতৃগমনের তুল্য। বেদের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীনতাও বিমাতৃগমনের তুল্য। শ্রাদ্ধ তর্পণ যে না করে, ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহার বিলুপ্ত এবং যতিনিন্দক ব্যক্তিও বিমাতৃগামীদের অন্তর্গত জানিবে। হে রাজন্! ইত্যাদি পাপ মহাপাতক নামে † অভিহিত; এতন্মধ্যে যে কোন পাপে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সংসর্গী ‡ যে, সে ব্যক্তিও মূলপাপীর তুল্য হইবে। শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণ, প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠান দ্বারা যে কোন পাপেরই নিষ্কৃতি শাস্ত্রে দেখাইয়াছেন, অথবা বেদে দেখিয়াছেন। হে ভূপতে! যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই এবং উক্ত সমগ্র পাপের ন্যায় মহানরক-প্রদ, তৎসমস্তও কীর্ত্তন করিতেছি। যে ব্যক্তি শূদ্র-পূজিত শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে ‖ প্রণাম করে, বহু অযুত প্রায়শ্চিত্তেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। যে ব্যক্তি শূদ্র-স্পৃষ্ট শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে প্রণাম করে, চন্দ্র ও তারকারাজির যতকাল স্থিতি, ততকাল সে সর্ব্ববিধ নরক-যাতনা প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! কি বেদবেত্তা এবং কি সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা সকলেই পাষণ্ডপূজিত শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিলে পাষণ্ডতা প্রাপ্ত

---

* সর্ব্বত্রই বিবেচনা অনুসারে পরিমাণ-কল্পনা করিতে হইবে।

(ক), (খ) (গ) এবং (ঘ) স্থল-বিশেষে বিমাতৃগমনের তুল্য।

† মহাপাতকের সদৃশ বলিয়া অনুপাতকও মহাপাতকের মধ্যেই পরিগণিত হইল।

‡ সংসর্গ-বিচার প্রায়শ্চিত্তবিশেষে দ্রষ্টব্য।

‖ শালগ্রাম শিলা।

হয়। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের পূজিত শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে প্রণাম করে, সে কল্পান্ত পর্য্যন্ত কোটি পুরুষের সহিত রৌরব নরকে বাস করে। মন্ত্রবেত্তৃগণ, যথাবিধানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা অবধি, ঐ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ স্ত্রী শূদ্রে স্পর্শ করিবে না। হে জননাথ! স্ত্রী, শূদ্র এবং অনুপনীত বালকে, শিবলিঙ্গ ও নারায়ণ স্পর্শে অধিকারী নহে। হে রাজশ্রেষ্ঠ! আশ্রমাচার-বর্জ্জিত ব্যক্তিগণের পূজিত শিবলিঙ্গ ও নারায়ণের পূজা স্বপ্নেও কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি শূদ্রসংস্কৃত শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে প্রণাম করে, সে ইহলোকেও অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে, পরলোকে ত করেই। আভীর জাতির পূজিত শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে প্রণাম করিলে একেবারেই বিনাশ হয়, অন্য বহু বাক্য-প্রয়োগে প্রয়োজন কি? স্ত্রী, শূদ্র, অনুপনীত এবং পতিত ব্যক্তি শিবলিঙ্গ বা নারায়ণ স্পর্শ করিলে, নরক ভোগ করে। ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে কখন নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ-দ্বেষক, তাহার নিষ্কৃতি কখন নাই। হে জননাথ! বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন এবং শূদ্র-রমণী-সংসর্গকারীর কোথাও নিষ্কৃতি নাই। যাহাদের শরীর শূদ্রান্নে পুষ্ট, বেদনিন্দা করাই যাহাদের স্বভাব এবং গুরুনিন্দায় যাহারা তৎপর, তাহাদের নিষ্কৃতি নাই-ই। যাহারা শিব-নিন্দাপরায়ণ, বিষ্ণুনিন্দা করা যাহাদের স্বভাব এবং যাহারা সাধু কথার নিন্দক, তাহাদের ইহ-পরকালে নিস্তার নাই। যে দ্বিজ, অতি বিপদেও বৌদ্ধগৃহে প্রবেশ করে, বহুশত প্রায়শ্চিত্তেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। বৌদ্ধগণ পাষণ্ডী;—যেহেতু তাহারা বেদনিন্দক। বেদে যদি ভক্তি থাকে ত দ্বিজ, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না। দ্বিজ, জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বৌদ্ধগৃহে প্রবেশ করিলেই পাপী হয়। তবে জ্ঞানতঃ প্রবেশকারীর আর পাপ হইতে নিষ্কৃতি নাই, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। পাপ-বাহুল্য প্রযুক্ত এই সব পাপী বহু কোটি কল্প নরক ভোগ করে এবং ইহারাই পাষণ্ডী নামে অভিহিত, সুতরাং ইহাদের নিষ্কৃতি নাই। হে প্রভাবশালিন্! প্রায়শ্চিত্ত-শূন্য যে সব পাপের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, তত্তৎপাপে যে নরকভোগ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সকল পাপে পাপীরা বহু সহস্রকোটি কল্প এবং বহু শতকোটি-কল্প, অযুত কুলের সহিত সকল নরকভোগ করে। অনন্তর কর্ম্মশেষে, তিন কল্পকাল স্থাবর যোনিতে (বৃক্ষাদিরূপে) অবস্থান করে, তৎপরে কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহারা ষষ্টিসহস্র বৎসর এবং ষষ্টিশত বৎসর, বিষ্ঠাভোজী বিষ্ঠাকৃমি হইয়া থাকে। তৎপরে এককল্প সর্প, অনন্তর সহস্র যুগ পশু এবং শেষে বিবিধ ম্লেচ্ছ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ক্রমে কর্ম্মক্ষয়ে তাহারা গোলক, বিধবা-গর্ভসম্ভূত জারজ সন্তান হয়, পরে এক জন্ম, কুণ্ড (সধবা-গর্ভসম্ভূত জারজ সন্তান) হইয়া থাকে। তৎপরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ হয়। সে নিত্য-দারিদ্র্য-পীড়িত এবং নিত্য-প্রতিগ্রাহী হইয়া থাকে; প্রতিগ্রহ প্রযুক্ত পাপযুক্ত হয়, পাপফলে নরকভোগ করে। হে মহাভাগ! হে রাজন্! তোমার নিকট যে সব নরকের কথা বলা হইয়াছে, মহাপাতকি-গণ, তাহার প্রত্যেক নরকেই এক যুগ করিয়া বাস করে। তৎপরে পৃথিবীতে আসিয়া সপ্তজন্ম গর্দ্দভ, দশ জন্ম কুকুর এবং গ্রাম্যশূকর হয়। হে রাজন্! শত বৎসর কাল বিষ্ঠার কৃমি, তার পর শত বৎসর মূষিক এবং দ্বাদশ জন্ম সর্প হয়। হে রাজন্! পরে সহস্র জন্ম মৃগাদি পশু, তারপর স্থাবর-যোনি প্রাপ্ত এবং তৎপরে গোজন্ম প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সপ্তজন্ম চণ্ডাল, পরে ষোড়শ জন্ম শূদ্র প্রভৃতি হীনজাতি হইয়া থাকে। তারপর দুই জন্ম ক্ষত্রিয়

এবং বৈশ্য হয়। সে জীবনেও প্রবলের পীড়নে উৎপীড়িত হইয়া থাকে। তারপর ব্যাধি-পীড়িত দরিদ্র ব্রাহ্মণ হয়। সে জন্মে প্রতিগ্রহ-পরায়ণতানিবন্ধন নরকভোগ করে। যাহাদের মন অসূয়া-কলুষিত, তাহাদের তিন কল্প নরকভোগ, তারপর কোটি জন্ম চাণ্ডাল-যোনি-প্রাপ্তি হয়। দেবতা, অগ্নি বা ব্রাহ্মণ উদ্দেশে দান করাতে যে ব্যক্তি প্রতিষেধক হয়, সে, শতবার কুক্কুর জন্ম ভোগের পর চাণ্ডাল-যোনিতে নিপাতিত হয়। তারপর এক কল্প বিষ্ঠা-ক্রিমি, তিন জন্ম ব্যাঘ্র এবং একবিংশতিযুগ নরকবাসী হয়। যাহারা পরনিন্দারত, যাহারা নিষ্ঠুরভাষী এবং যাহারা দানের বিঘ্নকর্ত্তা, তাহাদের পাপফল সকল শ্রবণ কর। তাহাদের মুখ তপ্তলৌহপিণ্ডপূর্ণ, চক্ষু সূচী-পূরিত, মস্তক অধোলম্বিত এবং পদদ্বয় উর্দ্ধোত্থাপিত করিয়া, যমকিঙ্করেরা তাহাদিগকে তাড়না করে। শতবৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ ভোগের পর শতবৎসর কাল শোণিতহ্রদে নিমগ্ন থাকে ও তখন তাহার গলদেশে পাষাণ স্থাপিত হয়। অনন্তর সকল নরকে একশত বৎসর বাস করিয়া আমিষভোজী প্রাণী হইয়া থাকে। হে বিদ্বন্! পরদ্রব্যাপহারীদিগের নরকের কথা শ্রবণ কর। চৌরগণ, মুষল এবং উদূখলে অতিশয় যাতনা ভোগ করে। অনন্তর তিন বৎসর তপ্ত-পাষাণ-গ্রহণ-যাতনা ভোগ করে, তৎপরে চৌরগণ, স্বকৃত কর্ম্মের অনুশোচনা করত সপ্তবৎসর কালসূত্র নরকে বিদীর্ণ হয়। তৎপরে ক্রমে সর্ব্বনরকানলেই সতত পক্ক হইতে থাকে। হে ভূপতে! যাহারা পরস্বসূচক, তাহাদের নরক-ভোগের নিয়ম শ্রবণ কর; সহস্র সহস্র যুগ তপ্তলৌহপিণ্ড ভক্ষণে যন্ত্রণা পায়, অতি দারুণ সন্দংশ-নিকর দ্বারা তাহারা দশনোৎপাটিত হয় এবং এক কল্প অতি ঘোর নিরুচ্ছ্বাস নরক ভোগ করে। হে ভূপতে! পরদারগামীদিগের নরকভোগের বিষয় শ্রবণ কর; তাহারা তপ্ততাম্রময় নারীর সহিত অতিশয় সঙ্গ করিতে বাধ্য হয়। পরদারগামী ভয়ে পলায়নপর হইলে, সেই সব তপ্ততাম্রময় নারী বলপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়া, সংসর্গ করে, আর ইহার কৃত কর্ম্ম নির্দ্দেশ করে। তৎপরে ক্রমে বহু নরক ভোগ করে। হে রাজন্! যে রমণীরা পতিকে ত্যাগ করিয়া, অন্য পুরুষকে ভজনা করে, তাহাদের নরকের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অতি বলবান্ তপ্তলৌহময় পুরুষেরা তপ্তলৌহময় শয্যাতে সেই রমণীদিগকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, এক কল্প বিহার করে। সেই পুরুষেরা ছাড়িয়া দিলে, রমণীগণ, অগ্নিসম উত্তপ্ত লৌহস্তম্ভ আলিঙ্গন করিয়া, সহস্র বৎসর অবস্থান করে। অনন্তর ক্ষারজলে স্নান ও ক্ষারজল পান-রূপ নরক ভোগ করিয়া ক্রমে সর্ব্ববিধ নরকভোগ করে। হে রাজসত্তম! যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণী, গো এবং ক্ষত্রিয়া বধ করে, সে, পঞ্চকল্প এই সব নরক ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, সাধু ব্যক্তিগণের নিন্দা সাদরে শ্রবণ করে, তাহাদিগের কর্ণে তপ্ত-লৌহশঙ্কু অর্পিত হয়। তারপর সেই কর্ণচ্ছিদ্র অতি-তপ্ত তৈল দ্বারা পূর্ণ করা হয়। অনন্তর সেই ব্যক্তি, কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। হে ভূপতে! নাস্তিকগণের নরকের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর;—তাহারা কোটি বৎসর নরক ভোগ করে, অনন্তর এক কল্প বিষ্ঠা ভোজন করে, তৎপরে এক যুগ রৌরব-নরক-ভোগের পর তপ্তসৈকত-ভোজনে যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। যে নরাধমেরা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সক্রোধ দৃষ্টিপাত করে, তাহাদের নেত্র বহুসহস্র তপ্ত সূচী দ্বারা পূর্ণ হয়। হে রাজসত্তম! তৎপরে সেই পাপিষ্ঠেরা ক্ষারজলে স্নান এবং ঘোর ক্রকচাস্ত্র

দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া থাকে। বিশ্বাসঘাতী, সীমাপহারী এবং পরান্ন-লোভীদিগের দারুণ নরকের কথা শ্রবণ কর ;—তাহারা কুক্কুরমাংসভোজী এবং কুক্কুরভক্ষণে পীড্যমান হইয়া প্রত্যেক নরকেই এক যুগ করিয়া বাস করে। হে রাজন্। যাহারা প্রতিগ্রহরত, যাহারা নক্ষত্রপাঠী (দৈবজ্ঞবিশেষ) এবং যাহারা দেবলান্নভোজী, তাহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ;—সেই পাপিষ্ঠগণ এক কল্প, বিষ্ঠা-ভোগ-নিরত হইয়া অতি কষ্টভোগ করত সর্ব্বদা নরকে পচিতে থাকে। তৎপরে ভূতলে আসিয়া শত জন্ম চাণ্ডাল হইয়া থাকে, এই সকল জন্মেই দুঃখ দারিদ্র্য এবং রোগ প্রচুর পরিমাণই হইয়া থাকে। মিথ্যাবদী এবং নিষ্ঠুরভাষী-দিগের জিহ্বা অতিদারুণ সন্দংশনিকর দ্বারা উৎপাটিত হয়, তৎপরে তপ্ততৈলে স্নান ও কালসূত্র নরকভোগ হয়, অনন্তর ক্ষারজলে স্নান ও মূত্র-বিষ্ঠা-সেবনে যন্ত্রণাভোগ হয়। পরে ভূতলে ম্লেচ্ছজন্ম হয়। যাহারা অপরের উদ্বেগকর, তাহারা বৈতরণী নদীতেই মগ্ন হয়, যাহারা পঞ্চমহাযজ্ঞ-পরিত্যাগী, তাহারা লালাভক্ষ নরকে গমন করে। উপাসন-অগ্নি পরিত্যাগী, রৌরব নরকে গমন করে, অনুষ্ঠানহীন ব্যক্তিরা কৃমিভক্ষনরকে গমন করে। হে রাজন্! এই চতুর্ব্বিধ পাপীর নরকদুঃখ পঞ্চ যুগ পর্য্যন্ত। তৎপরে ভূতলে আসিয়া ইহারা পরসেবক হইয়া থাকে। হে রাজন্। যাহারা ব্রাহ্মণ গ্রামের কর গ্রহণ করে, তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর;—চন্দ্র-তারকা যতকাল থাকে, ততকাল উহারা নরক ভোগ করে, আর যে ব্যক্তি উক্ত গ্রামে অধিক কর স্থাপন করে, তাহার সহস্র পুরুষ ও সে নিজেও কোটিকল্প নরক ভোগ করে। অধিক কি, উক্ত করগ্রহণে যে অনুমতি দেয়, সে ব্যক্তি পর্য্যন্ত অযুত অযুত ব্রহ্মহত্যা-পাপে পতিত হয়। আতিথ্যবর্জ্জিত মনুষ্যেরা নিত্য খবিষ্ঠা ভোজন ও চারিযুগ ঘোরতর কাল-সূত্র নরকে বাস করে। অযোনি, পশুযোনি ও বিরুদ্ধ-যোনিতে যে রেতঃসেক করে, সেই মহাপাতকী রেতোভোজন করে এবং পরে বসাকূপে দেব পরিমাণে সপ্ততিবর্ষ থাকিয়া, রেতো-ভোজী সর্ব্বলোক-নিন্দিত মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। উপবাস-দিবসে যে দন্তধাবন করে, তাহার চারিযুগ ব্যাঘ্রভক্ষ্য ঘোর নরকে গতি হয়। স্বদত্ত বা পরদত্ত ভূমি হরণকারীর পাপফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। উক্তরূপ ভূমি যে হরণ করে, তাহার কোটি পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকে কোটি কল্প পূতিমৃত্তিকা ভোজন করত, যাতনা নরক ভোগ করে ও ষাট হাজার বৎসর বিষ্ঠাভোজী হইয়া, জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ভূমির মিথ্যা পরিমাণ করে, তাহার নরক শ্রবণ কর,—তাহার কোটিকুল পর্য্যন্ত তপ্ত কর্দ্দমে নিমগ্ন হয়। পরে সে বিষ্ঠাহ্রদে সহস্র যুগ মগ্ন হইয়া থাকে। তদন্তে যাবৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্র, তাবৎকাল যাতনা ভোগ করে, অবশেষে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া, শতযুগ বিশ্ব-নিন্দিত, কুষ্ঠ ও ব্রণে অভিভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, স্বকীয় কর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহাকে পণ্ডিতবর্গ পাষণ্ডী বলিয়া থাকেন। তাহার সঙ্গকারীও তত্তুল্য ; তাহারা উভয়েই অতি পাপী ; তাহারা সহস্র ও শতকোটি কল্প সহস্র পুরুষের সহিত নরকে বাস করে। যাহার অঙ্গ তপ্ত শঙ্খাদি চিহ্নে চিহ্নিত, সে সমস্ত যাতনা ভোগ করে ও কোটিকল্প চণ্ডাল হইয়া জন্মায়। উক্তরূপ ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র যাবৎ রৌরবগামী হইতে হয়। চক্রাঙ্কিত-শরীরধারী যথায় থাকে,

তথায় কেহই বাস করিবে না; যদি কেহ বাস করে, সে ব্রহ্মহত্যা-পাপে পতিত হয়। গঙ্গাস্নান ও অশ্বমেধ যজ্ঞে রত হইলেও চক্রাঙ্কিত-তনুকে দেখিয়া পুরুষ-সূক্ত জপ করত সূর্য্য দর্শন করিবে, নচেৎ নরকগমন হইবে। লিঙ্গাঙ্কিত দেহধারীর দর্শনে রুদ্রসূক্ত জপ করত সূর্য্যকে দেখিবে, অন্যথা রৌরবগামী হইতে হইবে। হে রাজন্! ব্রাহ্মণের দেহে সকল দেবতা অবস্থিতি করেন জানিবে; তাহা সন্তাপিত হইলে পাপের কথা আর কি বলিব? তন্মধ্যে চক্র ও লিঙ্গ-চিহ্নধারী ব্যক্তি বেদ ও স্মৃতি-বিহিত কোন কর্ম্মেই অধিকারী নহে জানিবে। যাহারা ছাত্রের নিকট বেতন লইয়া অধ্যাপনে রত ও যাহারা বেতন দিয়া অধ্যয়ন করে, তাহারা কল্পকাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ করে; ও তৎপরে ম্লেচ্ছযোনিতে জন্ম-গ্রহণ করে। স্ত্রীলোক ও শূদ্রের সমীপে যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করে, সে সহস্র কোটি কল্প একে একে সমুদায় নরক ভোগ করে। যাহারা দেবদ্রব্য ও গুরুদ্রব্য অপহরণ করে, তাহারা অযুত ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা অনাথের প্রতি দ্বেষ করে ও তদীয় ধন হরণ করে, তাহাদিগের পাপের কথা বলিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ কর। অধোমস্তক ও উর্দ্ধপাদে দুইটী স্তম্ভে কীলবদ্ধ হইয়া ধূম পান মাত্র করিয়া ব্রহ্মার এক দিবস পর্য্যন্ত তাহাদিগকে থাকিতে হয়। দেবপূজার নিমিত্ত কল্পিত উদ্যান হইতে যাহারা বৃথা পুষ্প গ্রহণ করে, তাহাদিগের বহ্নিজ্বালাময় ঘোর নরকে গতি হয়। দেবালয় অথবা জলে যে ব্যক্তি দেহমল পরিত্যাগ করে, সে ভ্রূণহত্যা তুল্য পাপভাগী হয়। আর উক্তরূপ স্থানে যে ব্যক্তি অস্থি, দন্ত, নখ ও উচ্ছিষ্ট ক্ষেপণ করে, তাহার পাপের কথা শুন;—সে প্রাস ও প্রতোদন অস্ত্রে জর্জ্জরিতদেহ হইয়া আর্ত্তরব করত তৈল-পাক ও কুম্ভীপাক নরক ভোগ করে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব—তুষ বা কাষ্ঠ হরণ করে, চন্দ্রতারকা যতকাল অবস্থিতি করেন, ততকাল তাহাকে ঘোরনরকগামী হইতে হয়। হে রাজন্! ব্রহ্মস্ব হরণ ইহকালে ও পরকালে দুঃখদায়ক। উহা ইহকালে সম্পদ বিনাশ করে ও পর-কালে নরকযন্ত্রণা দেয়। যে ব্যক্তি কূট সাক্ষ্য দেয়, তাহার পাপের কথা শুন,—চতুর্দ্দশ ইন্দ্র যাবৎ অবস্থিতি করেন, তাবৎকাল সমুদায় নরক ভোগ করে। আর মিথ্যাসাক্ষ্য যে ব্যক্তি দেয়, ইহকালে তাহার পুত্র ও পৌত্র বিনষ্ট হয় এবং পরকালে সে রৌরবে গমন করে। যাহারা অতিকামী ও মিথ্যাবাদী, তাহাদিগের মুখে সর্পপ্রমাণ জলৌকা পূরিয়া দেওয়া হয়। ষাট বৎসর কাল এইরূপে থাকিয়া ক্ষারজলাবগাহন, কুক্কুরমাংস-ভোজন ও ক্ষার-কর্দ্দমে লুণ্ঠন করিতে হয়। তৎপরে হস্তিশুণ্ডে নিপতিত ও মরুভূমিতে সন্তপ্ত হইতে হয়; অবশেষে মর্ত্তালোকে হীনাঙ্গ হইয়া জন্মাইতে হয়। হে নরপতে! যে ব্যক্তি ঋতুকালে নিজ পত্নীতে গমন করে না, সে ব্রহ্মহত্যা-পাপভাগী হয় ও রৌরবে গমন করে। যে ব্যক্তি শক্তি সত্বে অপরকে অনাচারে রত দেখিয়াও নিবারণ করে না, সে উপেক্ষা-নিবন্ধন তাহার পাপের অর্দ্ধভাগী হয়। যে ব্যক্তি পাপীদিগের পাপ গণনা করে, যদি পাপ সত্য থাকে, তবে সে তুল্যপাপী হয়; আর মিথ্যা হইলে দ্বিগুণপাপী হয়। নিষ্পাপীর উপর পাপ আরোপ করিয়া যে ব্যক্তি নিন্দা করে, চন্দ্র-তারকার অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত তাহার সমুদয় নরক ভোগ করিতে হয়। পাপীদিগের পাপের কথা যে বলে, সে তাহার মত পাপগ্রস্ত হয় ও তাহাদিগের অর্দ্ধেক পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি

নিজ কন্যায় গমন করে, তাহাকে সদা কুক্কুরে ভক্ষণ করে ও সে ধূম্রপান ও মৃষাবর্ত্ত নরক প্রাপ্ত হয়। ব্রতগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি সমাপন না করত পরিত্যাগ করে, সে অসিপত্র নরক ভোগ করিয়া হীনাঙ্গ ভাবে ভূতলে জন্মগ্রহণ করে। অন্যে ব্রত গ্রহণ করিলে যে তাহার বিঘ্ন করে, সে একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত শ্লেষ্মভোজন নরকগামী হয়। হে ভূপতে! ন্যায় ও ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে যে পক্ষপাত করে, তাহার নিষ্কৃতি শত শত প্রায়শ্চিত্তেও হয় না। যে ব্যক্তি অখাদ্য ভোজন করে, সে অযুত বর্ষ পিত্ত-পান নরক ভোগ করিয়া চণ্ডালবংশে জন্মিয়া সদা গোমাংস-ভোজী হয়। দ্বিজগণকে বাক্য দ্বারা অবমাননা করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হয় ও যে করে, তাহার সমুদয় নরক ভোগ এবং দশজন্ম চাণ্ডাল হইতে হয়। যে পরের অর্থ হরণ করিয়া অপরকে প্রদান করে, সে নরকগামী হয় ও যাহার অর্থ, সে ব্যক্তি দানের ফল লাভ করে। অন্যায় পূর্ব্বক দ্রব্য আহরণ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যকে দান করে, তাহার নরকে গতি হয় ও যাহার সেই দ্রব্য, সে ফললাভ করে। অঙ্গীকার করিয়া না প্রদান করিলে, লালাভক্ষ্য নামক নরকে গমন করিতে হয় ও যতিদিগের নিন্দা করিলে শিলাযন্ত্র নরক ভোগ হয়। যাহারা উদ্যান ছেদন করে, তাহারা একবিংশতি যুগ শ্বভোজন নরকে গমন করে, তৎপরে সমুদয় যাতনা প্রাপ্ত হয়। দেবগৃহ, তড়াগ ও পুষ্পোদ্যান যাহারা ভগ্ন করে, তাহাদিগের গতি শুন,—তাহারা কোটি কোটি পুরুষের সহিত ছয় অযুতকোটি কল্পকাল পৃথক্ পৃথক্ সকল নরক ভোগ করে। পরে কোটিকল্প বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া থাকে। এক বিংশতি কল্প বিষ্ঠাভোজী ও একবিংশতিযুগ কৃমি-ভোজী হয়। পরিশেষে কোটিজন্ম চাণ্ডাল হইয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। যাহারা গ্রাম ধ্বংস করে, তাহাদিগের পাপ এত অধিক হয় যে, আমি তাহা শতকোটি জন্মেও বলিতে পারি না। দেবপুরী ও গ্রাম দাহ যাহারা করে, তাহারা ব্রহ্মার সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত নরক প্রাপ্ত হয়। যে কোন পাপের অনুমতি যে করে, সে অর্দ্ধেক পাপভাগী ও যথোচিত নরকগামী হয়। যে ব্যক্তি কুণ্ড ও গোলকের অন্ন ভক্ষণ করে এবং গ্রামযাজী ও অযাজ্যযাজী, তাহারা সকলেই মহাপাতকী। স্বাস্থ্যায়ক, নক্ষত্রযাজী ও দেবলব্রাহ্মণ—এই ব্রহ্ম-চণ্ডালেরা পঞ্চমহাপাতকী ও ইহাদিগকে একবিংশতিযুগ নরকভোগ হইয়া সপ্তজন্মকাল পৃথিবীতে চাণ্ডাল হইতে হয়। যাহারা উচ্ছিষ্ট ভোজন করে ও মিত্রদ্রোহে রত, তাহাদিগকে সমুদয় নরক চন্দ্রতারকার অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হয়। যাহারা পিতৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ করে না এবং বেদমার্গচ্যুত, তাহাদিগকে পাষণ্ড বলে, তাহাদিগের অসংখ্য নরক ভোগ হয়। এইরূপ পাতক ও উপপাতক বহুবিধ কীর্ত্তিত আছে; তাহাদিগের বাহুল্য প্রযুক্ত কতিপয় মাত্র তোমায় বলিলাম। হে রাজন্! পাপ, নরক এবং ধর্ম্মাদির সংখ্যা কীর্ত্তন করা বিষ্ণু ভিন্ন কাহার সাধ্য? এই সকল পাপের ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত যে যে প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহা করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। বিষ্ণুসমীপে প্রায়শ্চিত্ত করিলে, কর্ম্মের ন্যূনাতিরেক হয় না; কার্য্য সকলই চইয়া থাকে। গঙ্গা, তুলসী, সাধুসঙ্গ, হরিকথা, অনসূয়া এবং অহিংসা, সর্ব্বপাপ-বিনাশক। বিষ্ণুসমর্পিত কর্ম্ম সফল হইয়া থাকে, আর বিষ্ণুতে যে কর্ম্ম অর্পিত না হয়, তৎসমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইয়া থাকে। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং বুদ্ধিসাধক

যে কর্ম্ম, তৎসমস্ত বিষ্ণুতে সমর্পিত হইলেই সাত্ত্বিক এবং সফল হয়। হে রাজন্! মানুষের পরম বিষ্ণু-ভক্তি, সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী; ভক্তের কৃত কর্ম্ম সফলই হইয়া থাকে। মানুষের দশবিধ বিষ্ণু-ভক্তিই পাপকাননের দাবানল স্বরূপ। তামস, রাজস এবং সাত্ত্বিক ভেদে এই দশবিধতা হইয়া থাকে। হে ভূপতে! শ্রবণ কর;—অন্যের বিনাশের জন্য শ্রদ্ধা সহকারে যে হরিভজনা, তাহাই (সেই ভক্তিই) অধম-তামস; স্বৈরিণী-রমণী নিজ পতিকে যেমন ভজনা করে, যে ব্যক্তি, সেইরূপ কপট-বুদ্ধিতে বিষ্ণু-ভজনা করে, তাহার সেই ভক্তি মধ্যম-তামস। অপরকে দেবপূজা-পরায়ণ দেখিয়া, মাৎসর্য্য বশতঃ যে হরিভক্তি, তাহাই উত্তম-তামস। ধন-ধান্যাদি প্রার্থনাপূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধা-সহকারে যে হরি-ভক্তি, তাহাই অধম-রাজস। যে ব্যক্তি, সর্ব্বলোক-বিখ্যাত কীর্ত্তি উদ্দেশ করিয়া, পরম ভক্তি-সহকারে মাধবকে পূজা করে, তাহার ভক্তিই মধ্যম-রাজস। যে ব্যক্তি, সালোক্যাদি মুক্তি প্রার্থনা বশতঃ হরি-পূজা করে, তাহার ভক্তি উত্তম-রাজস। হে রাজন্! যে ব্যক্তি স্বকৃত পাপক্ষয়ের জন্য পরম শ্রদ্ধা-সহকারে হরি-পূজা করে, তাহার ভক্তি অধম-সাত্ত্বিক। হে রাজন্! যে মানব, 'এই কার্য্য বিষ্ণুর প্রিয়' এইরূপ মনে করিয়া, সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার ভক্তি মধ্যম-সাত্ত্বিক। যে ব্যক্তি, কর্ত্তব্যবোধে দাসবৎ চক্রপাণির পূজা করে, তাহার ভক্তি শ্রেষ্ঠ ভক্তি এবং উত্তম-সাত্ত্বিক। যে মানব, নারায়ণের কোন প্রকার মহিমা শ্রবণে তন্ময়ভাবে সন্তোষ লাভ করে, তাহার ভক্তি উত্তম-সাত্ত্বিক। 'আমিই বিষ্ণু, সমস্ত জগৎ আমাতেই অধিষ্ঠিত'; যে ব্যক্তি, সতত এইরূপ উপলব্ধি করে, সেই উত্তমোত্তম অর্থাৎ তাহার ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই দশবিধ ভক্তি হইতেই (শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক,) সংসারবন্ধ দূর হয়। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকী ভক্তি, সর্ব্ব-কাম-ফলদায়িনী। অতএব হে রাজন্! শ্রবণ কর, সংসারবন্ধ-চ্ছেদনে যাহার ইচ্ছা, সে যেন, নিজ কর্ম্মের অবিরোধে বিষ্ণু-ভক্তি করে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তিমাত্র লইয়া কালযাপন করে, বিষ্ণু তাহার প্রতি তুষ্ট হন না, যেহেতু বিষ্ণু আচারে অর্থাৎ সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্ম হইতে সন্তোষ অনুভব করেন। আচারই সর্ব্বশাস্ত্রের প্রথম প্রতিপাদ্য; আচার হইতে ধর্ম্মের আবির্ভাব, বিষ্ণু ধর্ম্মের প্রভু। অতএব স্বধর্ম্মাবিরুদ্ধ হরিভক্তি অনুষ্ঠেয়। যাহারা সদাচার-বর্জ্জিত, তাহাদের ধর্ম্ম এবং অর্থও সুখজনক নহে। হে মহীপতে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। অতএব হে দৃঢ়ব্রত! তুমি ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া, সুখ-ভোগ কর। যত্নসহকারে অবিকারী নারায়ণকে পূজা কর, তাঁহার পূজা করিলে, সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। হে মহীপতে! হরি হরে অভেদ বুদ্ধি করিয়া তাঁহাদের পূজা কর, যে ব্যক্তি, তাঁহাদের ভেদ জ্ঞান করে; তাহাদের অযুত অযুত ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। শিবই সাক্ষাৎ বিষ্ণু, বিষ্ণুই সাক্ষাৎ শিব; এতদুভয়ে ভেদবুদ্ধি যে করে, সে, কোটি কোটি বার নরকে গমন করে। হে রাজন্! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ, আত্মঘাতন-পাপী; কপিল-কোপানলে দগ্ধ হইয়া তাহারা নরকে বাস করিতেছে। হে মহাভাগ বিদ্বন্! গঙ্গাজল সেচনকল্পে তাঁহাদিগকে উদ্ধার কর; গঙ্গা সকল পাপই বিনষ্ট করেন। হে জনাধিপ! কেশ, অস্থি, নখ, দন্ত এবং ভস্মও গঙ্গাজল-স্পৃষ্ট হইবামাত্র, ঐ সব বস্তু যে যে পুরুষের

তাহাদিগকে বিষ্ণুপাদনীত করে। হে রাজন্! যাহার ভস্ম বা অস্থি গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়, সে ব্যক্তি মহাপাতকী হইলেও পরম পদ প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! গুহ্য কথা শ্রবণ কর;—গঙ্গা নিখিল-পাপনাশিনী, গঙ্গাজল-বিন্দু সেচনেই পরমপদ-প্রাপ্তি হয়। হে বিদ্বন্! যে সব পাপের কথা তোমার নিকট বলিয়াছি, গঙ্গাজল-বিন্দু মাত্র অভিষেকে তৎসমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।" নারদ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ধর্ম্মরাজ, রাজা ভগীরথকে এই কথা বলিয়া, অন্তর্হিত হইলেন, রাজা ভগীরথও তপস্যা করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। হে সনৎকুমার! রাজা সমগ্র পৃথিবী রাজ্যের ভার মন্ত্রিগণের উপর ন্যস্ত করিয়া, তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! পৃথিবীপতি ভগীরথ হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন? তাহা তুমি আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া বল। সূত কহিলেন,—মহারাজ ভগীরথ হিমালয় পর্ব্বতে গমন করত বন মধ্যে জটা কৌপীন ধারণ করিয়া, তপস্যার নিমিত্ত গোদাবরী-তটে গমন করিয়াছিলেন। যেস্থানে ভৃগু-মুনির সুন্দর আশ্রম, যে মহারণ্য কৃষ্ণসার-পরিপূর্ণ, যাহাতে মাতঙ্গ-সমূহ বাস করিতেছে, যে স্থানে ভ্রমরগণ ভ্রমণ করিতেছে, যে স্থান, পক্ষিসমূহের শব্দে পরিপূর্ণ, যে স্থানে বরাহগণ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে, যে বন মধ্যে চমরীরা বালতালব্যজন করিতেছে, যাহাতে ময়ূর সকল নৃত্য করিতেছে, যে স্থানে চাতক প্রভৃতি পক্ষিসমূহ বাস করিতেছে, যে স্থানে মুনিকন্যারা আদর পূর্ব্বক বৃহৎ বৃক্ষ সকলকে বর্দ্ধিত করিয়াছে, যে মহারণ্য—শাল, তাল, তমালবৃক্ষে পূর্ণ, যে বন বৃহৎ তিন্তিড়ীবৃক্ষ-পরিশোভিত, যাহা প্লক্ষ, যজ্ঞোডুম্বর, কুদ্দাল, শমী এবং রুচকবৃক্ষ দ্বারা উত্তম শোভা-সম্পন্ন, যে বন মালতী, যূথিকা, কুন্দ, চম্পক এবং অশ্বত্থ বৃক্ষে ভূষিত, যে বনে পুষ্প সকল সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত, যাহাতে ঋষিগণ সর্ব্বদা বাস করেন, গোদাবরী-তীরস্থিত সেই মহারণ্য দর্শন করত সেই মহারণ্য মধ্যে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নশব্দে পরিপূর্ণ ভৃগুর আশ্রমে ভগীরথ প্রবেশ করিলেন। ভগীরথ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শ্রেষ্ঠ-শিষ্যগণ-পরিবৃত, বেদাদি-শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভৃগুমুনিকে দর্শন করিলেন। পরে তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ ভৃগুকে যথাবিধি প্রণাম করিলেন, ভৃগুও সম্মানপূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ ভৃগু, রাজার আতিথ্য করিলে, মহারাজ কৃতাঞ্জলি হইয়া মুনিপুঙ্গব ভৃগুকে বিনয়পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—"হে ভগবন্! আপনি সমস্ত ধর্ম্মই অবগত আছেন এবং সকল শাস্ত্রের পারদর্শী, অতএব সংসার-সমুদ্রের একমাত্র উদ্ধার-কর্ত্তা ভগবান্, যে কর্ম্ম দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন এবং যে সকল কর্ম্ম করিলে ভূতভাবন ভগবানের পূজা করা হয়, হে ব্রহ্মন্!

অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট সেই সমস্ত প্রকাশ করুন।" ভৃগু কহিলেন,—"হে রাজন্! তুমি যাহা অভিলাষ করিয়াছ, তাহা জানিয়াছি, তুমি অতিশয় পুণ্যবান্ তাহা না হইলে কিজন্য আপনার পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইবে? হে ভূপাল! যে কোন ব্যক্তি গঙ্গা-জল-সেকাদি দ্বারা আত্মীয়গণকে উদ্ধার করিতে অভিলাষ করে, তুমি তাহাকে মনুষ্যরূপধারী হরিরূপে জানিবে। হে রাজেন্দ্র! দেবতাশ্রেষ্ঠ ভগবান্ যে সকল কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যদিগকে ইষ্টফল প্রদান করেন, আমি তাহা বলিতেছি, তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে রাজন্! তুমি সত্য অবলম্বন কর, কদাচ হিংসা করিও না। সর্ব্বদা সকল প্রাণীর হিতকারী হইবে, কখনই মিথ্যা বলিবে না। দুর্জ্জনের সংসর্গ ত্যাগ করিবে, সাধুজনের সংসর্গ করিবে, তুমি দিবারাত্র পুণ্যকার্য্য করিবে। সনাতন বিষ্ণুকে স্মরণ কর, মহাবিষ্ণুর পূজা কর, অনুত্তমা শান্তির আশ্রয় গ্রহণ কর, পরে অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র জপ করিয়া, মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে।" রাজা কহিলেন,—"হে মুনে! সত্য কিপ্রকার? অহিংসাই বা কিরূপ? কিরূপ কার্য্য করিলে, সকল প্রাণীর হিত করা হয়? অনৃত কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ ব্যক্তি দুর্জ্জন? কাহারাই বা সাধু? পুণ্য কিপ্রকার? কিরূপে বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হয়? তাঁহার পূজা কিরূপ? শান্তি কাহাকে বলে? অষ্টাক্ষর মন্ত্র কি? হে মুনে! আপনি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ যথার্থরূপ অবগত আছেন এবং যথার্থ-অর্থ-জ্ঞানে আপনার ন্যায় পণ্ডিত আর নাই, অতএব পুত্রবাৎসল্য সহকারে আমার নিকট এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন।" ভৃগু কহিলেন,—"হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি অতিশয় সাধু, তোমার বুদ্ধি অতি উত্তম। হে রাজন্! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তোমার নিকট তৎসমস্ত বলিতেছি; হে রাজন্! পণ্ডিতগণ বলেন, যথার্থ-কথনই সত্য; ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ, ধর্ম্মের অবিরোধী সত্য বাক্য বলিবেন। সুতরাং সাধুরা দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতিকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া স্বকীয় ধর্ম্মের অবিরোধী যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহা সত্য। হে রাজন্! যে সমস্ত কর্ম্ম কোন প্রাণীরই ক্লেশকর হয় না, তাহাকেই সর্ব্ব-কামার্থদায়িনী অহিংসা বলিয়া জানিবে। যাহা ধর্ম্মকার্য্যের সহায় এবং অকার্য্যের শত্রু, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সকল লোকের হিতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া ইচ্ছানুরূপ বাক্যকেই সমস্ত মঙ্গল কার্য্যের বিরোধী অনৃত বলিয়া জানিবে। হে রাজন্! যাহারা সকল লোকের শত্রু, যাহাদিগের বুদ্ধি অনবরত কুপথে গমন করে, যাহারা সর্ব্ব-কর্ম্ম-বহিষ্কৃত এবং মূর্খ, তাহারাই দুর্জ্জন। যাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, বেদের আদেশ অনুসারে কর্ম্ম করে এবং যাহারা সকল জীবের হিত-কার্য্য করে, তাহারাই সাধু। সাধুগণ কহিয়াছেন,—যাহা ঈশ্বরের প্রীতিকর, সদ্ব্যক্তিরা যাহাকে সেবা করিয়া থাকেন এবং আপনার প্রীতিজনক, তাহাই পুণ্য। 'এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়, বিষ্ণুই সকলের কারণ এবং আমিও বিষ্ণু' এইরূপ চিন্তার নাম বিষ্ণুস্মরণ। বিষ্ণুই সমস্ত দেবতা, তাঁহার পূজাতে কোনরূপ বিধি নাই, এইরূপ মনের প্রীতিকে ভক্তিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'নিত্যস্বরূপ, পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণুই সর্ব্বভূতময়' এইরূপ অভেদ-জ্ঞানস্বরূপ যে ভক্তি, তাহাই পূজা।—শত্রু এবং মিত্র উভয়ে সমজ্ঞান, আপনার জিতেন্দ্রিয়তা এবং যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বস্তুতে যে সন্তোষ, তাহার নাম শান্তি। এতৎ সমস্ত হইতেই তপঃসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং সমস্ত পাপ-

রাশি অচিরে বিনষ্ট হয়। হে রাজেন্দ্র! তোমার নিকট সমস্ত পাপ-নাশক, 'একমাত্র পুরুষার্থ-সাধন, অষ্টাক্ষররূপ মহামন্ত্র বলিতেছি। সমস্ত-সিদ্ধি-প্রদানে সক্ষম, বিষ্ণুর প্রীতিজনক 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। লক্ষ্মী যাঁহার বামক্রোড়ে অবস্থান করিতেছেন, যিনি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস-চিহ্নে চিহ্নিত, যিনি প্রদীপ্ত কৌস্তুভমণিযুক্ত মালা ধারণ করিয়াছেন, যিনি হস্ত দ্বারা অভয় দান করিতেছেন, দেবতা এবং অসুরগণ যাঁহাকে নমস্কার করে, সেই শঙ্খ-চক্রধর কিরীট-কুণ্ডলধারী, রোগশূন্য, পীতবস্ত্রধারী, সমস্ত অভীষ্টফলপ্রদানে সক্ষম, শান্ত-স্বভাব, প্রভু, নারায়ণের ধ্যান যে ব্যক্তি করে এবং এই প্রকার উৎপত্তি-বিনাশবর্জ্জিত পরমাত্ম-স্বরূপ মহাবিষ্ণুকে আপনাতে দর্শন করে, সে সমস্ত মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। হে ভূপতে! এক্ষণে তুমি বিশ্রাম কর। নারায়ণ বাচ্য, মন্ত্র তাঁহার বাচক, মহাত্মা নারায়ণের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ নিত্য। এই ঘোর সংসারসমুদ্র যেরূপ অনাদিপ্রবৃত্ত, মহাবিষ্ণুও তদ্রূপ অনাদি এবং তিনিই সংসার হইতে মুক্ত করেন। ঐ মহাবিষ্ণু, জগতের বিধাতা, তিনিই সমস্ত অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তিনিই অন্তর্যামী জ্ঞানরূপী নিত্যস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তৎসমস্ত কহিলাম, তোমার মঙ্গল হউক, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ কর এবং পরমসুখে গমন কর।" সূত কহিলেন,—ঋষিশ্রেষ্ঠ ভৃগু, মহীপাল ভগীরথকে এই কথা বলিলে, ভগীরথ উত্তম প্রীতিলাভ করত তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। পরে হিমালয়পর্ব্বতে গমন করিয়া, মনোহর গঙ্গাতীরে বাস করত নাদেশ্বর নামক মহাক্ষেত্রে অতিশয় কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইলেন। রাজা তপস্যাকালে ত্রিকালীন স্নান, কন্দ মূল ফল আহার, সর্ব্বদা অতিথিপূজা ও হোম করিতে লাগিলেন এবং সকল প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী, শান্তিগুণাবলম্বী, গলিতপত্রভোজী রাজা নারায়ণে, একাগ্রচিত্ত হইয়া পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল দ্বারা ত্রিকালীন হরিপূজা করত অত্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বহুকাল যাপনকরত হরির ধ্যান করিতে লাগিলেন। পরে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজা, প্রাণায়াম দ্বারা নিশ্বাস রোধ করত তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে অনন্ত, অবিনাশী, পরমদেবতা নারায়ণের ধ্যান করত, ষষ্টিসহস্র বর্ষকাল, নিশ্বাস রোধ করিয়া রহিলেন। পরে রাজা ভগীরথের নাসিকাদ্বয় হইতে ভয়ঙ্কর ধূম বহির্গত হইতে লাগিল। হে মহামুনে! দেবতারা সেই ধূম দর্শন করিয়া, অতিশয় ভীত হইলেন। পরে দেবতাগণ ভয়ে অতিশয় পীড়িত হইয়া, স্বীয় স্বীয় অধিকার বিনষ্ট হইবে এই ভয়ে, যে স্থানে জগদীশ্বর মহাবিষ্ণু বাস করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। পরে স্বর্গের ঈশ্বর দেবগণ, ক্ষীরোদ-সমুদ্রের উত্তর তীরে গমন করিয়া, পশুপাশ-বিমোচনকারী দেবাদিদেব ঈশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—"যাঁহার স্মরণমাত্র সমস্ত পীড়ার শান্তি হয়, ঈশ্বরজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁহাকে জ্ঞানগত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, যিনি জগতের একমাত্র প্রভু, সেই স্বভাবপরিশুদ্ধ পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর বিষ্ণুকে আমরা নমস্কার করি। ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিরা যাঁহাকে সর্ব্বদা ধ্যান করে, যিনি সকলের পরমাত্মা, যিনি স্বকীয় ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া, দেবতাদিগের কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, সমস্ত জগৎ যাঁহার স্বকীয় রূপ, সেই জগতের একমাত্র প্রভু পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি। যে মুরারির নাম কীর্ত্তন

করিলে, সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, সেই পুরাতন আদিপুরুষ পরমেশ্বর বিষ্ণুকে, পুরুষার্থসিদ্ধি নিমিত্ত নমস্কার করি। দিবাকর প্রভৃতি যাঁহার তেজে প্রকাশ পাইতেছেন, যাঁহার প্রভাবে নদী এবং নদ সকল সমুদ্রকে আক্রম করিতে পারে না, সেই পুরুষার্থস্বরূপ, কালরূপী, দেবগণের আদিদেব বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যাঁহার আজ্ঞানুসারে কমলযোনি ব্রহ্মা নিরন্তর জগৎসৃষ্টি করিতেছেন, বেদ এবং ব্রাহ্মণগণ লোকদিগকে পবিত্র করিতেছেন, সেই গুণাকর দেবাদিদেব বিষ্ণুকে নমস্কার করি। দেবতা ও অসুরগণ যাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন, যিনি সাধুভক্তগণের অভিলষিত-সিদ্ধির কারণ, যিনি একমাত্র জ্ঞান দ্বারা লভ্য; সেই মধুকৈটভারি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যিনি পদ্মযোনি ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধ্য, যজ্ঞই যাঁহার প্রিয়, যিনি যজ্ঞের ভোক্তা, যিনি সকল হইতে উত্তম এবং যিনি বাঞ্ছিত বস্তুর প্রদানে সক্ষম, সেই বিশুদ্ধ, পীতাম্বরধারী অনন্তদেব পরমেশ্বর নারায়ণকে নমস্কার করি। যিনি নিত্যানন্দ এবং নিত্যজ্ঞান স্বরূপ, যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের অজ্ঞেয়, যাঁহার আদি-মধ্য অন্ত কিছুই নাই, যিনি উৎপত্তি-বিবর্জ্জিত, সেই রূপাদিবিহীন পরমেশ্বর-দেবকে নমস্কার করি।" ইন্দ্রাদি দেবগণ তৎকালে মহাবিষ্ণুকে এইরূপে স্তব করিলে, মহাবিষ্ণু, দেবগণের নিকট সেই রাজর্ষি ভগীরথের চরিত্র বর্ণন করিতে লাগিলেন। পরে হরি দেবগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অভয় প্রদান করিয়া, যে স্থানে রাজর্ষি ভগীরথ তপস্যা করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। পরে শঙ্খ-চক্র-ধারী সচ্চিদানন্দরূপী সমস্ত জগতের গুরু, দেবদেব হরি, সেই রাজার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। যাঁহার শরীর-প্রভায় দিক্ সকল সমুজ্জ্বল, বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায়, কর্ণ সমুজ্জ্বল কুণ্ডল দ্বারা ভূষিত, প্রস্ফুটিত পদ্মপত্র সদৃশ নেত্র, মস্তক প্রদীপ্ত মুকুট দ্বারা উজ্জ্বল, যিনি শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভ ধারণ করিতেছেন, যাঁহার বাহুদ্বয় সুদীর্ঘ, সমস্ত অঙ্গ প্রশস্ত, দেবতাগণ যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন, পৃথিবীপালক রাজা ভগীরথ সেই হরিকে নিকটে দর্শন করত ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে ভগীরথ অত্যন্ত হর্ষান্বিত-চিত্তে রোমাঞ্চিত-শরীরে গদ্গদ-বাক্যে পুনঃপুনর্ব্বার "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিতে লাগিলেন। তৎকালে ভূতভাবন ভগবান্ অন্তর্যামী জনার্দ্দন বিষ্ণু, প্রসন্ন-চিত্তে তাঁহার উপর সদয় হইয়া, কহিতে লাগিলেন,—"হে ভগীরথ। তুমি অতি ভাগ্যবান্, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষ পিতৃ-পিতামহগণ আমার লোকে আগমন করিবে। তুমি আপনার সামর্থ্যানুসারে আমারই শরীরান্তর শম্ভুকে স্তব দ্বারা আরাধনা কর, সেই শম্ভু তোমার সমস্ত মঙ্গল বিধান করিবেন, তাহাতে সংশয় নাই। হে রাজন্। আমিও সেই হিমালয়-কন্যা ভগবতীর পতিকে প্রতিদিন পূজা করিয়া থাকি, অতএব, তুমি, সেই স্তবার্হ, সুখদানে সক্ষম, ঈশানকে স্তব দ্বারা আরাধনা কর। হে রাজন্। তুমি সেই উৎপত্তি-বিনাশ-বর্জ্জিত সমস্ত অভিলষিত ফলদাতা দেবকে পূজা করিলে, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন।" বিশ্বাত্মা দেবাদিদেব পরমেশ্বর জগদীশ্বর অচ্যুত এই কথা বলিয়া, অন্তর্হিত হইলেন, পৃথিবীনাথও গাত্রোত্থান করিলেন। পরে হে দ্বিজোত্তমগণ। রাজেন্দ্র ভগীরথ ইহাকে স্বপ্ন, কি সত্য এইরূপ বিতর্ক করত, বিস্মিত-চিত্তে 'এক্ষণে কি করিব' এইরূপ অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর বিভ্রান্ত-চেতা ভগীরথের

প্রতি আকাশমার্গে অতি উচ্চ দৈববাণী হইল, 'তুমি এই সমস্ত সত্যরূপে জানিবে, চিন্তা করিও না।' তৎকালে পৃথিবীনাথ উন্মনা হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক জগৎকারণ, সকল দেবতা স্বরূপ ঈশানকে স্তব করিতে লাগিলেন—"যিনি প্রণতদিগের পীড়ানাশক, বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা অজ্ঞেয় এবং যিনি প্রণব স্বরূপ, সেই জগৎপতি ঈশান দেবকে নমস্কার করি। এই জগৎ যাঁহার রূপ, যিনি উৎপত্তিরহিত এবং যিনি সর্গ-স্থিতি বিনাশের কারণ, সেই ঊর্দ্ধরেতা, বিশ্বরূপী বিরূপাক্ষকে নমস্কার করি। যোগীন্দ্রগণ যাঁহাকে আদি-অন্ত-মধ্য রহিত এবং অজ ও অব্যয় এইরূপ কহিয়া থাকেন, সেই সন্তোষ-বর্দ্ধন অনন্তকে নমস্কার করি। যিনি ত্রিলোকের অধীশ্বর, যিনি সকলের প্রতি অনুরাগী এবং সকলে যাঁহার প্রতি অনুরক্ত, তাঁহাকে নমস্কার। নীলকণ্ঠকে নমস্কার। পশুপতিকে নমস্কার। যিনি চৈতন্য স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি পুষ্টদিগের অধীশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার। যাঁহার স্মরণ মাত্রে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, তাঁহাকে নমস্কার। মীঢ়ুষ্টমকে নমস্কার। রুদ্রদেবকে নমস্কার। কপর্দ্দী প্রচেতাকে নমস্কার। পিনাকপাণিকে নমস্কার। শূলপাণিকে নমস্কার। তুমি সমস্ত ভূতস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। ঘণ্টাহস্তকে নমস্কার। পঞ্চাস্যহস্তকে নমস্কার। ক্ষেত্রপতিকে নমস্কার। কপালহস্তকে নমস্কার। পাশ এবং মুদ্গরপাণিকে নমস্কার। যাহারা সমস্ত পাপরাশিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাহাদিগের প্রভুকে নমস্কার। যিনি ভূতগণের অধীশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার এবং ক্ষেত্রীদিগের পতিকে নমস্কার। হিরণ্যগর্ভকে নমস্কার, হিরণ্যপতিকে নমস্কার। তুমি হিরণ্যরেতা, তোমাকে নমস্কার। এই সমস্ত বিশ্বসংসার তোমার রূপান্তর, তোমাকে নমস্কার। তুমিই ধ্যানস্বরূপ, ধ্যানের সাক্ষী এবং ধ্যানকর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার ও অহিবুধ্নকে নমস্কার। মেঘ যেরূপ বৃষ্টি সৃজন করে, তাহার ন্যায় যিনি এই চরাচর অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেছেন, যিনি প্রধান পুরুষ এবং যিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সনাতন পরমজ্যোতি স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই মনুষ্য-চক্ষুর সূর্য্যস্বরূপ মহাত্মাকে নমস্কার করি। হে উমাকান্ত! হে বিরূপাক্ষ! হে নীলকণ্ঠ! হে সদাশিব! হে মৃত্যুঞ্জয়! হে মহাভাগ! যাহা মঙ্গল, তুমি তাহাই বিধান কর। কপর্দ্দীকে নমস্কার। হে নীলগ্রীব! তোমাকে নমস্কার। কৃশানুরেতাকে নমস্কার। শিব আমাদিগের প্রতি প্রসন্নমনা হউন। সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা এবং সিদ্ধগণ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, জীবগণ যাঁহা হইতে চেষ্টা করিতেছে, সেই মহাদেব আমাদিগের শুভপ্রদান করুন। যোগিগণেরা যাঁহাকে বিশুদ্ধরূপে ধ্যান করিতেছেন, যাঁহাকে সকল প্রাণীর অন্তরাত্মার আশ্রয়রূপে গান করেন, যিনি অদ্বিতীয় এবং স্বতন্ত্র, যিনি সমস্ত গুণত্রয়ের আধার, তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি।" যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা সময়ে এই সাগরভাষিত শঙ্করস্তোত্র পাঠ করে, সে সমস্ত ইচ্ছানুরূপ ফললাভ করে। ভগীরথ এইরূপে স্তব করিলে, লোকদিগের মঙ্গলকারী মহাদেব শঙ্কর তৎকালে উগ্রতপা রাজা ভগীরথের নিকটে উপস্থিত হইলেন। যাঁহার পাঁচটী বদন, দশ হস্ত; যিনি চন্দ্রের অর্দ্ধ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন; যাঁহার তিন লোচন, অঙ্গ অতি সুন্দর; যিনি নাগসর্পকে যজ্ঞোপবীতরূপে ধারণ করিয়াছেন; যাঁহার বক্ষঃস্থল অতিপ্রশস্ত, আটটী বাহু; যিনি গজচর্ম্মের বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন; দেবতারা যাঁহার পাদ-

পদ্মকে মূর্চ্ছনা করিতেছেন, রাজা ভগীরথ, সেই মহাতেজস্বী মহাদেবকে দর্শন করত ভাবে গদ্গদ হইয়া, পৃথিবীমণ্ডলে পতিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে 'মহাদেব' এই কথা বলিয়া, মহাদেবকে প্রণাম করিলেন। চন্দ্রশেখর শঙ্কর, রাজার ভক্তি অবগত হইয়া, আনন্দের সহিত রাজাকে কহিলেন,—"আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর যাচ্ঞা কর। হে নিষ্পাপ! তোমার স্তব এবং তপস্যা দ্বারা আমি পূজিত হইয়াছি, তুমি অতুল ভোগ্যবস্তু ভোগ করত মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।" দেবদেব এই কথা বলিলে, রাজা আনন্দচিত্তে যুক্তহস্ত হইয়া জগদীশ্বরের ঈশ্বরকে কহিতে লাগিলেন,—"হে মহেশ্বর! যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে বরদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গার প্রসাদে আমার পিতামহদিগকে উদ্ধার করুন।" দেবদেব কহিলেন,—"আমি তোমাকে গঙ্গা প্রদান করিলাম, এই গঙ্গা তোমার পিতামহদিগের উদ্ধারপথ হইবে এবং তোমাকেও মোক্ষপদ প্রদান করিলাম।" মহাদেব এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে শিব-শিরোবাসিনী ত্রিজগতের একমাত্র পবিত্রকারিণী গঙ্গা, সমস্ত জগৎকে পবিত্র করত ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। হে পণ্ডিত! সেই অবধি পাপনাশিনী নির্ম্মলা গঙ্গাদেবী, ত্রিলোকের মধ্যে ভাগীরথী এই নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে মুনীশ্বরগণ! সগর-রাজার পুত্রেরা যে স্থানে দগ্ধ হইয়াছিল, সরিদ্বরা গঙ্গা, সেই দেশকে প্লাবিত করিলেন। যে সময়ে গঙ্গা, সগর-সন্তানদিগের ভস্মকে সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিলেন, সেই সময়েই নরকমগ্ন সগর-সন্তানগণ পাপ হইতে মুক্ত হইলেন এবং পূর্ব্বে যম, যে সগর-সন্তানদিগকে তাড়না করত শিক্ষা প্রদান করিতেন, এক্ষণে সেই যমই গঙ্গাজল-পরিপ্লুত সেই সগর-সন্তানদিগকে পূজা করিতে লাগিলেন। পরে যম, সগর-সন্তানদিগকে নিষ্পাপ জানিয়া, সবিনয়ে তাঁহাদিগকে প্রণাম করত যথাবিধি পূজা করিয়া, এই কথা বলিতে লাগিলেন,—"ওহে রাজপুত্রগণ! তোমরা স্বীয় কর্ম্ম-বশতঃ এই কাল পর্য্যন্ত এই অতি ভীষণ-নরক ভোগ করিলে, এক্ষণে তোমাদিগের বংশে ভগীরথ নামে এক ধন্য সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ভগীরথ তোমাদিগকে এই নরক হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছেন; তোমরা শীঘ্র এই সর্ব্বকামান্বিত-বিমানে আরোহণ করিয়া, সমস্ত লোকের প্রধান হইতে প্রধান বিষ্ণু-লোকে গমন কর।" যম, তাহাদিগকে এই কথা বলিলে, মহাত্মা সগর-সন্তানগণ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, শত কোটি পুরুষের সহিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেন। যিনি হরির চরণপ্রান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই মহাপাতক-নাশিনী ত্রিলোক-বিশ্রুতা গঙ্গার এইরূপ প্রভাব। এই উপাখ্যান, অতিশয় পুণ্যজনক, পরমায়ু-বৃদ্ধিকর এবং মহাপাতক-বিনাশে সক্ষম। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে, সে গঙ্গাস্নানের ফললাভ করে। যে ব্যক্তি দেবতার গৃহে এই পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করে, সে, যে কাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ইন্দ্র, সেই কাল পর্য্যন্ত, বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে শ্রেষ্ঠতম ঋষিগণ। যে সমস্ত ব্রত করিলে, পশুপাশ-বিমোচন-কারী হরি প্রসন্ন হন, সেই ব্রত সম্যক্‌রূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর ;—যাহা দ্বারা জনার্দ্দন অনায়াসে সকলের প্রতি প্রসন্ন হন, ইহকাল এবং পরকালে সুখ এবং তপস্যার বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। হরিপূজা-পরায়ণগণ যে কোন উপায় দ্বারা পরমস্থান প্রাপ্ত হন, পণ্ডিতেরা ইহাই বলিয়া থাকেন। মনুষ্য অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিয়া, দ্বাদশীদিনে দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নান ও শুক্লবস্ত্র ধারণ করিয়া, গন্ধ পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে সম্যক্‌রূপে বাক্য সংযমপূর্ব্বক "কেশবায় নমস্তুভ্যম্" এই মন্ত্র দ্বারা সেই জলশায়ী হরি-বিষ্ণুকে পূজা করিবে। পরে ঐ মন্ত্র দ্বারা যত্নপূর্ব্বক অগ্নিতে তিলাহুতি প্রদান করিবে। রাত্রিকালে শালগ্রামশিলার নিকটে জাগরণ করিয়া থাকিবে। প্রস্থপরিমিত দুগ্ধ দ্বারা সেই অনাময় নারায়ণকে স্নান করাইবে এবং গীত, বাদ্য, নৈবেদ্য ও ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা মহালক্ষ্মীর সহিত কেশবকে ত্রিকালীন পূজা করিবে। পুনর্ব্বার প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত, যথোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বাক্য-সংযমপূর্ব্বক, সংযত এবং শুচি হইয়া দেবকে পূজা করিবে। পরে (কেশবঃ কেশিহা দেবঃ সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়কঃ। পরমান্নপ্রদানেন মম স্যাদিষ্টসাধকঃ।) "যে কেশব কেশী অসুরকে নষ্ট করিয়াছেন, যিনি সমস্ত সম্পৎ-প্রদানে সক্ষম, আমি তাঁহাকে পরমান্ন দান করিতেছি, তিনি আমার ইষ্টসাধন করুন।" এতদর্থক মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে ঘৃতসংযুক্ত-পায়স, নারিকেলের জল এবং দক্ষিণা ভক্তিপূর্ব্বক দান করিবে। পরে বন্ধুগণের সহিত আপনার শক্ত্যনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে এবং আপনি নারায়ণে একাগ্রচিত্ত হইয়া, বাক্য-সংযমপূর্ব্বক ভোজন করিবে। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি, এইরূপে ভক্তিপূর্ব্বক কেশবের অর্চ্চনা করে, সে পৌণ্ডরীক-যজ্ঞের আট গুণ ফল লাভ করে। এইরূপ সংযমপূর্ব্বক পৌষ মাসের শুক্লপক্ষ-দ্বাদশীতে পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া, 'নমো নারায়ণ' এই মন্ত্র দ্বারা হরিকে পূজা করিবে, প্রস্থপরিমিত দুগ্ধ দ্বারা অনাময় হরিকে স্নান করাইয়া, ত্রিকালীন অর্চ্চনা করত রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, গন্ধ, মনোহর পুষ্প, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও স্তব দ্বারা হরিকে পূজা করিবে। পরে ঘৃতের সহিত কৃশরান্ন এবং দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দান করিবে। (সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকেশঃ সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ। নারায়ণঃ প্রসন্নঃ স্যাৎ কৃশরান্নপ্রদানতঃ।) "আমি কৃশরান্ন প্রদান করিতেছি, সকলের আত্মস্বরূপ, সকল লোকের ঈশ্বর, সর্ব্বব্যাপী, সনাতন নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে উত্তম অন্ন দান করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া, বন্ধুগণের সহিত আপনি ভোজন করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে প্রভু নারায়ণ দেবের পূজা করে, সে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের সম্পূর্ণ আট গুণ ফল লাভ করে। মনুষ্য পূর্ব্বের ন্যায় উপবাস করিয়া, মাঘমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে 'ওঁ নমো মাধবায়' এই মন্ত্র দ্বারা আটটী ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে, প্রস্থ-পরিমিত দুগ্ধ দ্বারা মাধবকে পবিত্র

ভাবে স্নান করাইবে, গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা সম্যক্‌রূপে মাধবের অর্চ্চনা করিবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তিপূর্ব্বক রাত্রিতে জাগরণ করিবে, পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, পুনর্ব্বার মাধবের অর্চ্চনা করিবে। "মাধবঃ সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বকর্ম্ম-ফলপ্রদঃ। তিলদানেন মহতা সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতু" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রস্থপ্রমিত তিল দান করিবে। ভক্তিসহকারে এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে দান করিয়া, প্রভু মাধবকে স্মরণ করিয়া, ভক্তি-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। যে দ্বিজ ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে তিলদান-ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে শত বাজপেয়-যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল লাভ করে। ব্রতধারী ব্যক্তি, উপবাস করিয়া, ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে "গোবিন্দায় নমস্তুভ্যং" এই মন্ত্র দ্বারা সম্যক্‌রূপে পূজা ও ঘৃতমিশ্রিত তিল দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া, প্রস্থপরিমিত দুগ্ধ দ্বারা গোবিন্দকে স্নান করাইবে, শুচি হইয়া রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং ত্রিকালীন হরির পূজা করিবে। হে মুনে! পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, গোবিন্দকে পূজা করিবে, পরে "নমো গোবিন্দ সর্ব্বেশ গোপিকাজনবল্লভ। অনেন ধান্যদানেন প্রীতো ভব জগদ্‌গুরো" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে আঢ়ক-পরিমিত ব্রীহি এবং দক্ষিণার সহিত বস্ত্র দান করিবে। মনুষ্য এইরূপে সম্যক্ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, সহস্র গোমেধ-যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল লাভ করে। পূর্ব্বদিবস উপবাস করিয়া চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ দ্বাদশীতে "নমোহস্তু বিষ্ণবে তুভ্যং" এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় অর্চ্চনা করিবে, ভক্তিপূর্ব্বক প্রস্থপরিমিত দুগ্ধ দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইয়া, আদরপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত-রূপে প্রস্থ-পরিমিত ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে। হে বিপ্রগণ! ব্রতধারী ব্যক্তি, রাত্রিতে জাগরণ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে যথাযোগ্য প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, হরিকে অর্চ্চনা করিবে এবং অষ্টোত্তরশত মধু-মিশ্রিত তিলাহুতি প্রদান পূর্ব্বক "প্রাণরূপী মহাবিষ্ণুঃ প্রাণদঃ প্রাণবল্লভঃ। তণ্ডুলস্য প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ;" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত আঢ়ক-পরিমিত তণ্ডুল দান করিবে। মনুষ্য, ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে, সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের অতিরিক্ত অষ্টগুণ ফল লাভ করে। ব্রতধারী ব্যক্তি উপবাস করিয়া, বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে ভক্তিপূর্ব্বক দ্রোণপরিমিত ক্ষীর দ্বারা দেবতাশ্রেষ্ঠ মধুসূদনকে স্নান করাইবে, ত্রিকালীন পূজা করিয়া, রাত্রিতে জাগরণ করিবে, "নমস্তে মধুহন্ত্রে" এই মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ঘৃতের আহুতি দান করিবে। তৎপরে প্রাতঃকালে মধুসূদনকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া "নমস্তে দেবদেবেশ সর্ব্বলোকৈকভাবন। ঘৃতদানেন মহতা সর্ব্বান্ কামান্ দদস্ব মে" এই মন্ত্রে অধ্যাত্মবিৎ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত প্রস্থ-পরিমিত ঘৃত দান করিবে। হে বিপ্রগণ! এইরূপে ঘৃতদান এবং মধুসূদনের পূজা করিলে, সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞের অষ্টগুণ ফল লাভ করে। একাদশীতে উপবাসী ব্যক্তি, জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে, আঢ়কপরিমিত দুগ্ধ দ্বারা ত্রিবিক্রমকে স্নান করাইবে এবং ভক্তিযুক্ত হইয়া, "নমস্ত্রিবিক্রমায়" এই মন্ত্র দ্বারা ত্রিবিক্রমের পূজা করত পায়স দ্বারা অষ্টোত্তর শত আহুতি দানপূর্ব্বক রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং পরদিন সম্যক্‌রূপে পুনর্ব্বার পূজা করিয়া, "দেবদেব জগন্নাথ প্রসীদ পরমেশ্বর। উপায়নঞ্চ সংগৃহ্য

ভবাভীষ্টফলপ্রদঃ" এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত বিংশতি-সংখ্যক পিষ্টক দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া বাক্যসংযম পূর্ব্বক আপনি ভোজন করিবে। তাহা হইলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নরমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। উপবাসী ব্রতধারী মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া, আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে প্রস্থ-পরিমিত দুগ্ধ দ্বারা বামনকে স্নান করাইয়া, "নমস্তে বামনায়" এই মন্ত্রে শক্তি অনুসারে দূর্ব্বা দ্বারা হোম করিবে, পরে রাত্রিজাগরণ করত সম্যক্‌রূপে বামনকে অর্চ্চনা করিয়া "বামনো বুদ্ধিদো দাতা দ্রব্যস্থো বামনঃ স্বয়ং। বামনস্তারকো ভূয়াদ্বামনায় নমো নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক বামনদেবের অর্চ্চনাকারী আত্মবিৎ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত দধিযুক্ত অন্ন এবং নারিকেলফল দান করিবে। হে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি শক্তি অনুসারে এইরূপে দধির সহিত অন্নদান করিয়া দ্বিজগণকে ভোজন করায়, সে তিনশত গোগ্রাস-দানের ফল লাভ করে। উপবাসকারী ব্যক্তি, শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে, শক্তি অনুসারে মধুমিশ্রিত ক্ষীর দ্বারা শ্রীধরকে পূজা করিবে। "নমোঽস্তু শ্রীধরায়" এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া, ক্রমে ক্রমে ঘৃত দ্বারা যথাশক্তি হোম করিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! পরে রাত্রিতে জাগরণ করিয়া, পুনর্ব্বার সেইরূপে পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণকে আঢ়ক-পরিমিত উত্তম ক্ষীর দান করিবে। পরে "ক্ষীরাব্ধিশায়িন্ দেবেশ পশুপাশবিমোচক:। ক্ষীরদানেন সুপ্রীতো ভব সর্ব্বসুখপ্রদঃ" এই মন্ত্র দ্বারা সমস্ত অভিলষিত-সিদ্ধির নিমিত্ত দক্ষিণার সহিত বস্ত্র এবং সুবর্ণময় দুইটী কুণ্ডল দান করিবে। যে ব্রতধারী ব্যক্তি শক্তি অনুসারে এইরূপ দান করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, সে সহস্র অশ্বমেধের সম্পূর্ণ ফল লাভ করে। উপবাসী নর ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে দ্রোণ-পরিমিত দুগ্ধ দ্বারা জগদ্‌গুরু হৃষীকেশকে স্নান করাইবে, পরে যত্নপূর্ব্বক "হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং" এই মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া, আপনার শক্তি অনুসারে ব্রত ধারণপূর্ব্বক মধুযুক্ত চরু দ্বারা হোম করিবে, পরে জাগরণাদি-কার্য্য সমাপন করিয়া "হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং সর্ব্বলোকৈকহেতবে। মম সর্ব্বসুখং দেহি গোধূমস্য প্রদানতঃ।" এই মন্ত্র বলিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে আত্মবিৎ ব্রাহ্মণকে আঢকার্দ্ধ-পরিমিত গোধূম এবং দক্ষিণা দান করিবে। পরে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, বাক্যসংযম-পূর্ব্বক আপনি ভোজন করিবে। তাহা হইলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, ব্রহ্মমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। উপবাসী নর শুচি হইয়া, আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ দ্বারা পদ্মনাভকে স্নান করাইবে, পরে শক্তি অনুসারে "নমস্তে পদ্মনাভায়" এই মন্ত্রে তিল যব ব্রীহি দ্বারা হোম করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে, পরে জাগরণাদি সমাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূজা করিয়া "পদ্মনাভ নমস্তুভ্যং সর্ব্বলোকপিতামহ। মধুদানেন সুপ্রীতো ভব সর্ব্বসুখপ্রদঃ।" এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত কুড়ব-পরিমিত মধু দান করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে পদ্মনাভের পূজা করে, সে সহস্র ব্রহ্মমেধ-যজ্ঞের অনুত্তম ফল প্রাপ্ত হয়। উপবাসী মনুষ্য মাংস মৈথুনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্ত্তিকমাসের দ্বাদশীতে আঢ়কপরিমিত ক্ষীর, দধি এবং ঘৃত দ্বারা "নমো দামোদরায়" এই মন্ত্রে ভক্তি পূর্ব্বক দামোদরকে স্নান করাইবে, পরে অষ্টোত্তর শত

মধুমিশ্রিত তিল হোম করিয়া সংযতচিত্তে ত্রিকালীন পূজা করত রাত্রিতে জাগরণ করিবে, পরদিন প্রাতঃকালে মনোহর পদ্মপুষ্প দ্বারা দেবদেবের পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ঘৃতমিশ্রিত তিল দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে, পরে ভক্তি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে সুপক্ক ভক্ষ্যবস্তুর সহিত অন্নদান করিয়া "দামোদর জগন্নাথ সর্ব্বকারণকারণ। ত্রাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসবল" এই মন্ত্র দ্বারা তপস্বী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত উপায়ন দান করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। এইরূপে সম্যক্ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বন্ধুগণের সহিত আপনি ভোজন করিবে। তাহা হইলে দ্বিসহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। যে ব্যক্তি ব্রতধারণ পূর্ব্বক এক বৎসর-কাল ব্যাপিয়া প্রতি দ্বাদশী তিথিতে এইরূপ উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এক মাসে অথবা দুই মাসে ভক্তির সহিত ব্রতানুষ্ঠান করে, সেও তাহার ফল প্রাপ্ত হয় এবং পরম পদ লাভ করে। এইরূপে সংবৎসরকাল ব্রত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। হে মুনীশ্বরগণ। অগ্রহায়ণমাসে পূর্ণিমাতে দন্তধাবন পূর্ব্বক আচারানুসারে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া শুক্লবর্ণ মালা এবং বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে শুক্লবর্ণ গন্ধ অনুলেপন করত সুন্দর শোভাযুক্ত চতুষ্কোণ মণ্ডল করাইবে। পরে ঐ মণ্ডলকে ঘণ্টা এবং চামরযুক্ত, উত্তম কিঙ্কিণী দ্বারা পরিশোভিত, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, গন্ধ মাল্য দ্বারা ভূষিত, ধ্বজা দ্বারা শোভিত, শুক্ল-পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত এবং দীপমালা দ্বারা বিভূষিত করিবে। পরে ঐ মণ্ডলের মধ্যস্থানে সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডল করিবে। অনন্তর তাহার উপর জলপূর্ণ দ্বাদশটী কুম্ভ স্থাপন করিয়া কেশ-কীটাদি-শোধিত এক খণ্ড শুক্লবস্ত্র দ্বারা পঞ্চরত্ন-সংযুক্ত ঐ কুম্ভকে আচ্ছাদন করিবে। পরে হে দ্বিজগণ। ভক্তিমান্ ব্রতধারী নর সুবর্ণ, রজত অথবা তাম্র দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণ দেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ কুম্ভের উপরিভাগে স্থাপন করত সংযমী পুরুষ ঐ প্রতিমাকে স্নান করাইবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। শক্তি-অনুসারে প্রতিমার মূল্য অথবা কাঞ্চন মূর্ত্তি-নির্ম্মাণকারীকে দান করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল ব্রতেই বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিবে। যদ্যপি বিত্তশাঠ্য করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পরমায়ু, ধন এবং সম্পৎ সমস্তই বিনষ্ট হয়। প্রথমে ভক্তিসহকারে অনন্তশায়ী অনাময় নরায়ণ-দেবকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে এবং কেশব প্রভৃতি নাম দ্বারা উপচার প্রদান করিবে। রাত্রিতে পুরাণাদি শ্রবণ দ্বারা জাগরণ করিবে এবং উপবাসী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সম্যক্‌রূপে নিদ্রাকে জয় করিবে। পরে বিভবানুসারে ত্রিকালীন দেবকে অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর ব্রতী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক ব্যাহৃতি দ্বারা সহস্র-সঙ্খ্যক তিলহোম করিবে। পুনর্ব্বার গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাক্রমে পূজা করিয়া, দেবতার অগ্রে পুরাণ পাঠ করিবে। হে পণ্ডিতগণ। ব্রতী ব্যক্তি দ্বাদশজন ব্রাহ্মণকে দধিযুক্ত অন্ন, পায়স, দশটী পিষ্টক, ঘৃত এবং দক্ষিণা দান করিবে। "দেবদেব জগদ্রূপ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ। গৃহাণোপায়নং কৃষ্ণ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদো ভব" এই মন্ত্র দ্বারা পিষ্টক দান করিবে। তাহার পর যুক্তহস্তে দুই জানু ভূমিতে পাতিত করত বিনয়াবনত হইয়া প্রার্থনা করিবে। হে সুরদেবরাজ! তোমাকে নমস্কার। তুমি অদ্য আমার এই ব্রতকে সম্পূর্ণ ফলে পূর্ণ

কর। পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। হে জগন্নিবাস! হে দেব! তোমাকে নমস্কার। হে বিপ্র! পুরুষোত্তম দেবের নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া, পৃথিবীতে পাতিত-জানু হইয়া, হে লক্ষ্মীপতে! তোমাকে নমস্কার। তুমি পয়োনিধি সমুদ্রে বাস করিতেছ, তুমি প্রভু; হে দেবেশ! তুমি লক্ষ্মীর সহিত অর্ঘ্যগ্রহণ কর। যাঁহার স্মরণ এবং নাম কথন দ্বারা যজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য ন্যূন হইলেও তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ হয়, সেই অচ্যুতকে বন্দনা করি। ব্রতী সংযত হইয়া দেবতার নিকট সেই সমস্ত এইরূপে অবগত করাইয়া আচার্য্যকে বস্ত্রের সহিত প্রতিমাদান করিবে। তাহার পর ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া, শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দান করিবে। পরে বাক্যসংযমপূর্ব্বক বন্ধুজনের সহিত আপনি ভোজন করিবে এবং সায়ংকাল অবধি পণ্ডিতগণের সহিত একত্রিত হইয়া বিষ্ণু-কথা শ্রবণ করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপে পবিত্রকারী দ্বাদশীব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে ইহকাল ও পরকালে সমস্ত অনুত্তম অভিলষিত বস্তু লাভ করে এবং একবিংশতি পুরুষের সহিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, যেস্থানে গমন করিলে কোন শোক থাকে না, সেই স্থানে গমন করে। হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই উত্তম দ্বাদশীব্রতের উপাখ্যান শ্রবণ করে অথবা অন্য দ্বারা ব্যক্ত করে, সে বাজপেয়-যজ্ঞের ফল লাভ করে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—আমি অন্য প্রকার ব্রত কহিতেছি, তোমরা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। এই ব্রত সমস্ত পাপ নষ্ট করে, অতিপবিত্র, ইহার অনুষ্ঠানে সমস্ত দুঃখ নষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রীলোক সকলেই ইহাতে অধিকারী। এই ব্রত, সমস্ত অভিলষিত-ফলদানে সক্ষম। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, সমস্ত ব্রতের ফল প্রাপ্ত হয়, ইহা দুঃখনাশক এবং ধর্ম্ম্য; এই ব্রত করিলে দুষ্টগ্রহের শান্তি হয়। এই পূর্ণিমা-ব্রত অতি উত্তম এবং সমস্ত লোকে বিখ্যাত। যে পূর্ণিমাব্রতের আচরণ করিলে কোটি কোটি পাপ বিনষ্ট হয়, তাহার বিধান বলিতেছি আমার নিকট শ্রবণ কর। অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষের পৌর্ণমাসী তিথিতে সংযত এবং শুচি হইয়া আচারানুসারে দন্তধাবন করত স্নান করিবে। পরে শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শ্রদ্ধাভাবে গৃহে আগমন করত বাক্যসংযম করিয়া, পাদ-প্রক্ষালনান্তর আচমন করিবে। তাহার পর নিত্য-কর্ত্তব্য দেবতার পূজা করিয়া, পরে সঙ্কল্পপূর্ব্বক ভক্তিভাবে লক্ষ্মীনারায়ণ-দেবের অর্চ্চনা করিবে। ব্রতাচারী ব্যক্তি "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রে আবাহন, আসনাদি ও গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা ভক্তির সহিত পূজা করিবে। ব্রতকারী বাক্য-সংযম-পূর্ব্বক শুচি হইয়া, নৃত্য-গীত-বাদ্য পুরাণাদি পাঠ এবং স্তোত্র দ্বারা দেবতাকে আরাধনা করিবে। পরে দেবতার সম্মুখে অরত্নিপরিমিত চতুষ্কোণ স্থণ্ডিল করিয়া, তাহাতে স্বকীয় গৃহ্যানুসারে অগ্নিস্থাপন করিবে। পরে আজ্যভাগান্ত পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, পুরুষসূক্ত মন্ত্রে চরু, তিল এবং ঘৃত দ্বারা হোম করিবে। সমস্ত পাপ নাশের নিমিত্ত এক বার দুই বার অথবা তিন বার শক্তি-অনুসারে যত্নপূর্ব্বক হোম

করিবে। পরে পণ্ডিত ব্রতী স্বীয় গৃহোক্ত বিধানে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত-হোমাদি সমাপন করিয়া, শান্তিসূক্ত জপ করিবে। তৎপরে দেবতার নিকট গমন করিয়া পুনর্ব্বার পূজা করিবে এবং সেই সময়ে ভক্তিপূর্ব্বক দেবতার নিকটে উপবাস জানাইবে। 'হে দেব। তোমার আজ্ঞানুসারে পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! পরদিনে ভোজন করিব, তুমি আমাকে রক্ষা কর।' এইরূপে দেবতার নিকটে জানাইয়া চন্দ্রকে অর্ঘ্যদান করিবে। পৃথিবীতে জানুদ্বয় স্থাপন করিয়া, "তুমি ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অত্রি মুনির নেত্র হইতে তোমার উৎপত্তি। হে প্রভো! আমি এই অর্ঘ্যদান করিতেছি, রোহিণীর সহিত তুমি গ্রহণ কর।" এই মন্ত্র দ্বারা ইন্দুকে শুক্লপুষ্প এবং আতপতণ্ডুল-সংযুক্ত অর্ঘ্যদান করিয়া অঞ্জলিপুটে ইন্দুর নিকট প্রার্থনা করিবে। হে শ্রেষ্ঠ-সাধুগণ! তৎপরে পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, চন্দ্রকে দর্শন করত, তুমি শুভ্রাংশু তোমাকে নমস্কার। হে দ্বিজরাজ! তোমাকে নমস্কার। হে রোহিণীপতে! তুমি লক্ষ্মীর, ভ্রাতা, তোমাকে নমস্কার।" এই বলিয়া প্রণাম করিবে। তৎপরে পুরাণাদি শ্রবণ দ্বারা রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং মৈথুনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, শুদ্ধভাবে পাষণ্ডাদের সহিত আলাপ ত্যাগ করিবে। তাহার পর প্রাতঃকালে যথাবিধি আচার এবং অনুষ্ঠান করিয়া পুনর্ব্বার বিভবানুসারে দেবকে পূজা করিবে। পরে ব্রত-পরায়ণ নর শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। পরে বন্ধু এবং ভৃত্যগণের সহিত বাগ্‌যত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। এই প্রকার পৌষ মাঘ প্রভৃতি সকল মাসে উপবাস করিয়া পূর্ণিমাদিনে ভক্তিসহকারে অনাময় নারায়ণের পূজা করিবে। এইরূপে সংবৎসরকাল ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে প্রতিষ্ঠা করিবে। তোমাদিগের নিকট তাহার বিধান বলিতেছি। চতুষ্কোণ মণ্ডলাকার উত্তম মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া, ঐ মণ্ডপকে পুষ্পমালা চন্দ্রাতপ এবং ধ্বজা দ্বারা শোভিত করত বহুদীপে সমকীর্ণ ও উত্তম কিঙ্কিণী দ্বারা পরিশোভিত করিবে। ঐ মণ্ডপ দর্পণ, চামর এবং কলস দ্বারা সমাবৃত হইবে। পরে তাহার মধ্যে পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি দ্বারা সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর জলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিবে। হে দ্বিজগণ! পরে পরিশুদ্ধ এবং অতিসুন্দর বস্ত্র দ্বারা ঐ কুম্ভকে আচ্ছাদন করিয়া, সুবর্ণ রজত অথবা তাম্র দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপরিভাগে স্থাপন করিবে। পরে পঞ্চামৃত দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইয়া, ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক গন্ধপুষ্প প্রভৃতি এবং ভক্ষ্যভোজ্যাদি নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে। পরে শ্রদ্ধাসহকারে সম্যক্‌রূপে জাগরণ করিয়া, প্রাতঃকালে পূর্ব্বের ন্যায় যথাবিধি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। পরে আচার্য্যকে দক্ষিণার সহিত প্রতিমা দান করিয়া, বিভব থাকিলে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে অবারিত ভোজন করাইবে। পরে যথাশক্তি তাঁহাদিগকে তিল দান করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় অগ্নিতে যথাবিধি তিল দ্বারা হোম করিবে। মনুষ্য এইরূপে লক্ষ্মীনারায়ণ-ব্রতের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে পুত্রপৌত্রের সহিত ইহকালে যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করত অযুত পুরুষের সহিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যে স্থান যোগিগণেরও দুর্লভ, সেই বিষ্ণুভবনে গমন করে।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন—ধ্বজারোপণ নামে অন্য প্রকার ব্রত বলিতেছি, এই ব্রত সমস্ত পাপকে নষ্ট করে। ইহা অতি পবিত্র এবং বিষ্ণুপ্রীতির কারণ। হে পরম সাধুগণ! এই ধ্বজারোপণ ব্রত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং স্ত্রীজাতি ইহাদিগের সকলের সমস্ত দুঃখ বিনাশ ও সংসারচ্ছেদের কারণ। যে ব্যক্তি বিষ্ণুগৃহে উত্তম ধ্বজারোপণ করে, আমি অন্য আর কি কহিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবতা তাহাকে পূজা করেন। যে ব্যক্তি ধ্বজারোপণ কার্য্য সম্পন্ন করে, সে কুটুম্বীকে সহস্র সুবর্ণভার দান করিলে যে ফল হয়, তত্তুল্য ফল লাভ করে। অত্যুত্তম গঙ্গাস্নান, তুলসীসেবা অথবা শিবলিঙ্গপূজা ইহারা সকলেই ধ্বজারোপণের তুল্য। হে দ্বিজগণ! এই ধ্বজারোপণ ব্রত অতিশয় অপূর্ব্ব, অতিশয় আশ্চর্য্য এবং সমস্ত পাপনাশক ও পবিত্র। ইহার পর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত যথাবিধি স্নান এবং আচমনের পর ধ্বজারোপণ কার্য্যে যে যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা বলিতেছি, তোমরা আমার নিকট শ্রবণ কর। পবিত্র নর, কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দশমীতে দন্তধাবন পূর্ব্বক যত্নসহকারে স্নান করিবে। একাদশীদিনে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নারায়ণকে স্মরণ করত জপ করিবে এবং শুক্ল বস্ত্র ধারণ করিয়া পবিত্রভাবে নারায়ণের অগ্রে শয়ন করিবে। তাহার পর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত যথাবিধি স্নান এবং আচমনের পর নিত্যকার্য্য সমাপন করিয়া বিষ্ণুকে পূজা করিবে। চারি জন ব্রাহ্মণের সহিত স্বস্তিবাচন করিয়া, ধ্বজারোপণ কার্য্যে নান্দীমুখশ্রাদ্ধ করিবে। বস্ত্রসংযুক্ত দুইটী ধ্বজস্তম্ভকে গায়ত্রী দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া সেই ধ্বজপটে সূর্য্য, গরুড় এবং চন্দ্রকে পূজা করিবে। তাহার পর দুইটী স্তম্ভে হরিদ্রা, আতপতণ্ডুল গন্ধ পুষ্প এবং পবিত্র পুষ্প দ্বারা জগৎপাতা বিধাতাকে অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর গোচর্ম্ম-পরিমিত স্থণ্ডিল করিয়া তাহাতে স্বীয় গৃহ্যোক্ত কর্ম্মানুসারে অগ্ন্যাধানের পর ক্রমে আজ্যভাগাদি কার্য্য করিয়া, অষ্টোত্তর শত পায়স এবং ঘৃত দ্বারা হোম করিবে। প্রথমে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে বিষ্ণুর উদ্দেশে সমিদাহুতি প্রদান করিবে তৎপরে বৈনতেয়ের উদ্দেশে "স্বাহা" এই মন্ত্রে আটটী আহুতি প্রদান করিবে। হে দ্বিজগণ! তাহার পর পবিত্র ভাবে "সামী ধেনু স্বাহা" এই মন্ত্রে পাঁচ বার হোম করিবে। সেই সময়ে শক্তি অনুসারে সূর্য্যের মন্ত্র এবং শান্তিসূক্ত জপ করিবে। তাহার পর শুচি হইয়া হরির নিকটে অবস্থান করত রাত্রিতে জাগরণ করিবে। পরে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিত্যকার্য্য সমাপন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যথাক্রমে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর মঙ্গল বাদ্য, সুন্দর সূক্তপাঠ, নৃত্য এবং স্তবপাঠ পূর্ব্বক বিষ্ণুর গৃহে ধ্বজা আনয়ন করিবে। হে বিপ্রগণ! তৎপরে আমোদান্বিত হইয়া দেবগৃহের দ্বারদেশে অথবা উপরিভাগে স্তম্ভসংযুক্ত ধ্বজাকে সুস্থির ভাবে স্থাপন করিবে। পরে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, মনোরম ধূপ, দীপ এবং ভক্ষ্য ভোজ্যাদি সংযুক্ত নৈবেদ্য দ্বারা হরিকে পূজা করিবে। এইরূপে দেবালয়ে সুন্দর উত্তম ধ্বজাকে স্থাপন করিয়া, ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ প্রদক্ষিণ করত এই স্তব পাঠ করিবে—"হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বভাবন! তোমাকে নমস্কার। হে হৃষীকেশ! তুমি মহাপুরুষের পূর্ব্বে

জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার করি। যাঁহা দ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত এবং যাঁহাতে এই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে, সেই মাধবের শরণাগত হইলাম। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যাঁহার পরম ভাব জানিতে পারেন না, যোগিগণ যাঁহাকে সম্যক্‌ভাবে দর্শন করেন, সেই জ্ঞানস্বরূপকে বন্দনা করি। আকাশ যাঁহার নাভি, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, পৃথিবী যাঁহার চরণ, সেই বিশ্বরূপীকে বন্দনা করি। সমস্ত দিক্‌ যাঁহার কর্ণ, চন্দ্রসূর্য্য যাঁহার চক্ষু, ঋক্‌ সাম যজু এই তিন বেদ যাঁহা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মরূপীকে বন্দনা করি। ব্রাহ্মণেরা যাঁহার মুখ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়গণ যাঁহার বাহু হইতে, বৈশ্য যাঁহার ঊরুদেশ হইতে এবং শূদ্রগণ যাঁহার চরণদ্বয় হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; যাঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, প্রাণ হইতে বায়ু এবং মুখ হইতে অগ্নি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; পণ্ডিতগণ, যাঁহাকে মায়ার সহিত যোগ হইলে পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন; যিনি স্বাভাবিক নির্ম্মল, পবিত্র নির্ব্বিকার; যাঁহাতে দোষের লেশ মাত্র নাই; যিনি ক্ষীরসমুদ্রে শয়ন করিতেছেন; যিনি সকলের অজ্ঞেয় ও কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারা লভ্য, আমি সেই ভক্তবৎসল এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, পঞ্চ ইন্দ্রিয় যাঁহা দ্বারা অবস্থান করিতেছে, সেই সর্ব্বতোভুজ বিষ্ণুকে নমস্কার করি। ব্রহ্ম যাঁহার পরম ধাম, যিনি সকল লোকের উত্তম হইতে উত্তম এবং নির্গুণ সেই পরম সূক্ষ্মকে পুনঃপুনর্ব্বার নমস্কার করি। যাঁহার বিকার নাই, যিনি উৎপত্তিবিবর্জ্জিত, সমস্ত যাঁহার বাহু, যোগীন্দ্রগণ যাঁহাকে সমস্ত কারণের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই পরিশুদ্ধ ঈশ্বরকে নমস্কার করি। বিষ্ণুই একমাত্র মহান্‌ ভূত, তদ্ভিন্ন, পৃথক্‌ পৃথক্‌ অনেক ভূত বিদ্যমান আছে, ঐ ভূতাত্মা অবিনাশী বিশ্বভুক্‌ বিষ্ণু, তিন লোক ব্যাপিয়া সমস্ত ভোগ করেন। যে দেব সকল ভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ, যিনি জগন্ময়, নির্গুণ এবং পরমানন্দস্বরূপ, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিদিগের হৃদয়স্থ হইয়াও দূরস্থ এবং যিনি জ্ঞানীদিগের নিকটে সর্ব্বত্রগ, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি যথাক্রমে চারি, চারি, দুই, পাঁচ ও পুনর্ব্বার দুই দ্বারা হুত হন, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি জ্ঞানীদিগের, ক্রিয়াবান্‌ ব্যক্তিদিগের এবং ভক্তিমান্‌ মনুষ্যদিগের বুদ্ধিদাতা, যিনি বিশ্বভুক্‌, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। জগতের হিতের নিমিত্ত হরি যে সকল দেহ ধারণ করিয়াছেন, দেবতারা সেই দেহকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। পণ্ডিতগণ, যাঁহাকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, নির্গুণ এবং গুণের আধার বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি পরমেশ্বর, পরমানন্দ-স্বরূপ, যিনি পর হইতে পরতর, প্রভু, যিনি জ্ঞান-স্বরূপ এবং জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয়, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" যে ব্যক্তি প্রতিদিন স্তবের মধ্যে উত্তম হইতে উত্তম এই স্তব, পাঠ করে, সে মনস্তাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করে। এইরূপে স্তব করিয়া, বিষ্ণুকে নমস্কার করিবে এবং ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিবে। পরে দক্ষিণা এবং বস্ত্রাদি দ্বারা আচার্য্যকে পূজা করিয়া, শক্তি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। হে ব্রাহ্মণগণ! পরে নারায়ণে একাগ্রচিত্ত হইয়া, বাক্য-সংযম-

পূর্ব্বক পুত্র, মিত্র, পত্নী এবং বন্ধুগণের সহিত পারণ করিবে। যে ব্যক্তি এই ধ্বজারোপণনামক কর্ম্ম করে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি, তোমরা সমাহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। হে প্রধানতম ব্রাহ্মণগণ। ধ্বজার বস্ত্র যে কাল পর্য্যন্ত বায়ু দ্বারা চঞ্চল থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্য মহাপাতকযুক্ত হউক, অথবা সমস্ত পাপযুক্ত হউক, যদ্যপি বিষ্ণুর গৃহে ধ্বজারোপণ করে, তাহা হইলে, সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ। ঐ ধ্বজ যাবৎ বিষ্ণুর গৃহে অবস্থান করে, তাবৎ যুগসহস্রকাল হরির সারূপ্য লাভ করে। যে সমস্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি, আরোপিত ধ্বজাকে দর্শন করিয়া অভিনন্দন করে, তাহারাও তৎক্ষণাৎ কোটি মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণুগৃহে আরোপিত ধ্বজা আপনার বস্ত্রকে কম্পিত করিয়া, নিমিষার্দ্ধের মধ্যে কর্ত্তার সমস্ত পাপকে কম্পিত করে। সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! তোমরা সর্ব্বপাপ-প্রণাশক, নারদ-কথিত অতি পবিত্র পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে সুমতি নামে এক রাজা ছিলেন। ঐ রাজা চন্দ্রবংশ-সম্ভূত, অতিশয় শ্রীমান্ এবং সপ্তদ্বীপের একচ্ছত্র রাজা এবং পরম-ধার্ম্মিক। তিনি কোন সময়েই সত্য ব্যতিরেকে মিথ্যা বলিতেন না এবং তিনি অতি পবিত্র ছিলেন। রাজা কুকুরকে পর্য্যন্ত অতিথি করিতেন। তিনি সমস্ত সুলক্ষণাক্রান্ত ছিলেন ও তাঁহার সমস্ত সম্পত্তিই ছিল। ঐ রাজা সর্ব্বদা হরিপূজায় আসক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা হরি-কথা শ্রবণ করিতেন। তিনি হরিভক্তি-পরায়ণদিগের সেবা করিতেন। তাঁহার অহঙ্কার ছিল না এবং তিনি পূজ্য ব্যক্তির পূজা করিতেন। সকলের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল এবং তিনি গুণবান্ ছিলেন। ঐ রাজা সকল প্রাণীর হিতকার্য্যে রত, শান্ত, কৃতজ্ঞ এবং কীর্ত্তিমান্ ছিলেন। ঐ রাজার সত্যমতি নামে মহাভাগ্যবতী, সর্ব্বলক্ষণাক্রান্তা, পতিপ্রাণা এক পতিব্রতা ভার্য্যা ছিল। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে প্রতিদিন হরির পূজা করিতেন। তাঁহারা জাতিস্মর এবং অতিশয় ভাগ্যবান্ ছিলেন। তাঁহারা সৎপক্ষ অবলম্বন এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন; প্রতিদিন অন্ন-দান এবং জলদানে রত ছিলেন ও অসংখ্য তড়াগ, উপবন এবং বপ্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই মিষ্টভাষিণী মনোহারিণী সতী সত্যমতি অতিশয় সন্তোষ পূর্ব্বক প্রতিদিন শুচি হইয়া, বিষ্ণুর গৃহে নৃত্য করিত এবং সেই মহাভাগ্যধর রাজাও প্রতি দ্বাদশী তিথিতে বহুতর মনোহর ধ্বজারোপণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত দেবতারাও সেই নিত্য-হরিপরায়ণ পরম ধার্ম্মিক রাজাকে এবং তাহার প্রেয়সী সত্যমতিকে সর্ব্বদা স্তব করিয়াছিলেন। এক সময়ে বিভাণ্ডক মুনি সেই ত্রিলোকবিশ্রুত, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ স্ত্রী-পুরুষকে দর্শন করিবেন এই মানসে শিষ্যের সহিত আগমন করিলেন। তৎকালে রাজা, বিভাণ্ডক মুনি আগমন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া, পত্নীর সহিত তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। পরে পূজা এবং নানাপ্রকার স্তব দ্বারা আতিথ্যক্রিয়া-সমাপনান্তর মুনিকে শান্ত ও আসনে উপবিষ্ট করাইয়া, আপনি নীচ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বদ্ধহস্তে মুনিকে কহিতে লাগিলেন,—"হে ভগবন্! হে প্রভো! আপনার আগমনে আমি কৃতার্থ হইলাম। পণ্ডিতগণ, সন্তের আগমন অতি সুখজনক, এই বলিয়া তাহাকে প্রশংসা করেন। পণ্ডিতেরা ইহাই বলিয়া থাকেন যে, যে স্থানে

মহৎ ব্যক্তির প্রেম থাকে, সেই স্থানে তেজ, কীর্ত্তি, ধন এবং পুত্র এই সমস্ত সম্পৎ অবস্থান করে। হে মুনে! যে স্থানে দিন দিন সমস্ত মঙ্গল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, হে প্রভো! সাধুগণ সেই স্থানে অত্যন্ত কৃপা করেন। হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি মস্তক দ্বারা মহতের পাদতলোদক ধারণ করে, সে সকল তীর্থে স্নান করে এবং পুণ্যবান্, ইহাতে সংশয় নাই। আমি পুত্র, পত্নী এবং সম্পত্তি আপনাতে অর্পণ করিলাম। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার শাসনকর্ত্তা, আমাকে আজ্ঞা করুন, আপনার কি করিব?" মুনিশ্রেষ্ঠ বিভাণ্ডক সেই রাজাকে বিনয়াবনত দেখিয়া, হস্ত দ্বারা রাজাকে স্পর্শ করত হর্ষচিত্তে কহিতে লাগিলেন,—"হে রাজন্! তুমি যাহা কহিলে, সেই সমস্ত তোমার বংশোচিত। যাহারা বিনয়াবনত হয়, তাহারা সকলেই পরম মঙ্গল লাভ করে। হে নৃপসত্তম! বিনয় হইতে কোন্ বস্তুর লাভ না হয়? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সমস্তই বিনয় হইতে লাভ হয়। হে ভূপাল! আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার শত্রুগণ সৎপথ অবলম্বন করুক। হে মহাভাগ! তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা বল। হরির সন্তোষজনক বহুতর পূজা আছে, তুমি অদ্যাপি নিত্য নিত্য কি জন্য ধ্বজারোপণ কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইতেছ এবং তোমার এই সাধ্বী ভার্য্যাও কি জন্য প্রতিদিন নৃত্য করে? তুমি ইহার যথার্থ বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ হও।" রাজা কহিলেন,— "হে ভগবন্! আপনি যে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মুনে! আমাদিগের দুই জনের চরিত্র সকল ভূতের আশ্চর্য্য। হে সত্তম! আমি পূর্ব্বে মাতুলি নামে কুপথগামী শূদ্র ছিলাম। প্রতিদিন সকল লোকের অনিষ্ট করিতাম এবং খল, ধর্ম্মবিদ্বেষী হইয়া দেবদ্রব্যের অপহরণ করিতাম। আমি মহাপাতকী, এইজন্য আমার অর্থ এবং পুত্র বিনষ্ট হইয়াছিল। আমি নিরন্তর নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতাম এবং অতিশয় পাপিষ্ঠ ও বেশ্যাসক্ত ছিলাম। আমি কিছুকাল এইরূপে অবস্থান করত মহতের বাক্যে আদর না করিয়া, সমস্ত বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করত বনে গমন করিলাম। সেই স্থানে প্রতিদিন মৃগমাংস ভক্ষণ করত সৎপথের বিরোধ করিতাম। এইরূপে বহুতর দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া একাকী নির্জ্জন বনে বাস করিলাম। এক সময়ে সেই নির্জ্জন বনমধ্যে বর্ষার অবসানে ক্ষুধা এবং পিপসায় কাতর হইয়া, একটী জীর্ণ বিষ্ণুর মন্দির ও তাহার নিকটে হংস-কারণ্ডযুক্ত বৃহৎ সরোবর দর্শন করিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ঐ সরোবর পর্য্যন্ত বনের বহু পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত। আমি ঐ সরোবরে জল পান করিয়া তাহার তটে বিশ্রাম করিলাম। মৃণালের মূল উত্তোলন করিয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে নিবারণ করিলাম। পরে আমি বিষ্ণুর সেই জীর্ণ-মন্দির মধ্যে বাস করিতে লাগিলাম ও ঐ মন্দিরের যে যে স্থান ফাটিয়াছিল, তাহা পরস্পরে মিলিত করিয়া দিলাম এবং পত্র, তৃণ ও কাষ্ঠ দ্বারা সম্যক্‌রূপে গৃহ নির্ম্মাণ করিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পরে আমি আমার ভাগ্যের আধিক্যবশতঃ সেই স্থানের ভূমি গোময়াদি-দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিলাম এবং আমি সেই স্থানে ব্যাধের বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বহুপ্রকার মৃগ বিনাশ করত জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া বিংশতি বৎসর জীবনধারণ করিলাম। তাহার পর বিন্ধ্যদেশোৎপন্না ব্যাধ-বংশ-সম্ভূতা কোকিলিনী নামে এই সাধ্বী আগমন

করিলেন। বন্ধুজনেরা ইহাঁকে পরিত্যাগ করিলে, দুঃখে ইহাঁর শরীর জীর্ণ হইল। পরে হে ব্রহ্মন্! ইনি ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতরা হইয়া আত্মকৃত কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া শোকের সহিত নির্জ্জন বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রীষ্মতাপে এবং অনুতাপে পীড়িতা হইয়া দৈবযোগে আমাকে প্রাপ্ত হইলেন। আমি এই দুঃখিনীকে দর্শন করিলে আমার অতিশয় ঘৃণা হইল। পরে আমি ইহাঁকে জল, মাংস এবং বন্যফল দান করিলাম। হে ব্রহ্মন্! ইনি বিশ্রাম করিলে, আমি ইহাঁকে যথাযথ জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনিও আমাকে আপনার সমস্ত কার্য্য অবগত করাইলেন। হে মহামুনে! সেই সমস্ত শ্রবণ করুন। হে পণ্ডিত! ইহাঁর নাম কোকিলিনী, ব্যাধের কুলে ইহাঁর জন্ম। ইনি দাম্ভিক নামে ব্যাধের কন্যা, বিন্ধ্যাপর্ব্বতে বাস করিতেন। ইনি নিত্যই পরধন হরণ করিতেন ও সর্ব্বদা পৈশুন্য বাক্য প্রয়োগ করিতেন। ইহাঁর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল, এই জন্য বন্ধুবর্গেরা ইহাঁকে পরিত্যাগ করিলে, হে ব্রহ্মন্! ইনি এই দুর্গম বনমধ্যে আমার নিকটে আসিলেন। ইনি এইরূপে সমস্ত আত্মকৃত কর্ম্ম আমার নিকট আবেদন করিলেন। হে মুনে! আমি এবং ইনি বিষ্ণুর সেই জীর্ণ-মন্দিরে স্ত্রীপুরুষভাব অবলম্বনপূর্ব্বক মাংসভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। একদিন আমরা দুই জনে রাত্রিতে সেই মন্দিরমধ্যে মদ্যপানে মত্ত ও মাংসভোজনে আনন্দিত হইয়া, দণ্ডের অগ্রভাগে বস্ত্রবন্ধনপূর্ব্বক মদ্যসেবায় অতিশয় উন্মত্ত হইয়া, অতিশয় হর্ষের সহিত সম্যক্‌রূপে নৃত্য করিতে লাগিলাম। হে মুনে! সেই কালেই আমাদিগের দুই জনের মৃত্যু হইল। পরে ভয়ঙ্কর যমদূতগণ পাশহস্তে আগমন করিল এবং ভগবান্ মধুসূদন আমাদিগের সেই নৃত্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে হরণ করিবার নিমিত্ত স্বীয় দূত প্রেরণ করিলেন। হে সত্তম! সেই স্থানে দূতগণের অতিশয় বিবাদ হইয়াছিল। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! আমি সেই সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি, আপনি শ্রবণ করুন। দেবদূতেরা কহিল,—'ওহে ক্রূর দুরাচার! তোমাদিগের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই, এই স্ত্রীপুরুষদ্বয় হরির অতিশয় প্রিয়, ইহাদিগের পাপ নাই; অতএব এই দুই জনকে পরিত্যাগ কর। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোক মধ্যে বিবেকই সম্পদের আদি কারণ এবং বিবেকশূন্যতই বিপদের আদিকারণ-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি নিষ্পাপকে পাপিষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।' যমদূতেরা কহিল,— 'তোমরা সত্যই বলিয়াছ, এই দুই জন অতিশয় পাপী; পাপিষ্ঠেরা দণ্ডার্হ আমরা জানি, অতএব আমরা এই দুই জনকে লইয়া যাইব। বেদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম, তাহার যে বিপরীত, সে-ই অধর্ম্ম; এই দুই জন অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, অতএব আমরা ইহাদিগকে যমের নিকটে লইয়া যাইব।' মহাতেজস্বী দেবদূতগণ এই বাক্য শ্রবণ করত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বকীয় তেজ দ্বারা দিক্ সকলকে প্রকাশিত করত যমদূতদিগকে কহিতে লাগিল,—'ইহা হইতে আর কি কষ্ট হইবে? যেহেতু অধর্ম্ম ধর্ম্মিষ্ঠকে স্পর্শ করিতেছে! তোমরা বিশেষ পাপ করিয়াছিলে, এই জন্য নরকের অধ্যক্ষ হইয়াছ। তোমরা কিজন্য আজ পর্য্যন্ত এই সমস্ত পাপ-কর্ম্মে উদ্যোগী হইতেছ? যাহারা মহাপাতকী, তাহারা অধর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত নরকে অবস্থান করে। যে কাল পর্য্যন্ত চন্দ্র এবং নক্ষত্র

বিদ্যমান থাকিবে, তোমরা সেই পর্য্যন্তই নরকে বাস করিবে। যাহা দ্বারা পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের ক্ষয় হয়, কোন সময়ে এরূপ চেষ্টা তোমরা করিতেছ না, কিন্তু কিজন্য বারংবার এই সকল পাপ-কর্ম্ম করিতেছ? শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম—ইহা সত্য; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই দুই জন যে সমস্ত ধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, তাহা আমরা যথার্থরূপে বলিতেছি। ইহারা সর্ব্বদা হরিসেবাতে নিরত, এইজন্য পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে; হরি ইহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ করিয়াছেন, অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ কর, বিলম্ব করিও না। হে যমদূতগণ! এই নারী বিষ্ণুগৃহে নৃত্য করিয়াছে এবং এই পুরুষ অন্তকালে ধ্বজা দান করিয়াছে; এই জন্য দুই জনই পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। যাহারা মৃত্যুসময়ে একবার যাঁহার নাম শ্রবণ করিলেও পরম স্থান লাভ করিতে পারে, তাহারা যদ্যপি তাঁহার সেবায় রত হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের কি না হয়? মনুষ্য মহাপাতক-যুক্ত হউক অথবা সমস্ত পাপযুক্তই হউক, ভগবদ্ভক্ত যাহাকে দর্শন করে, সে পরম-পদ লাভ করে। যতি এবং বিষ্ণু-ভক্তদিগের সেবাতে নিরত ব্যক্তিগণ যাহাকে দর্শন করেন, তাহারা পাপিষ্ঠ হইলেও উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এক মুহূর্ত্ত অথবা অর্দ্ধ-মুহূর্ত্ত হরির মন্দিরে অবস্থান করে, সে পরম স্থানে গমন করে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা হরির সেবাতে নিরত, তাহাদিগের কি না হয়? এই দুই জন প্রতিদিন হরির মন্দিরে উপলেপন দান করিয়াছে, তাহার সংমার্জ্জন করিয়াছে, ভগ্নস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে, জল সেচন করিয়াছে এবং হরি-মন্দিরে দীপ দান করিয়াছে, অতএব কিজন্য এই মহাভাগ্যবান্ দুই জনকে যমালয়ে লইয়া যাইবে?' দেবদূতগণ এই কথা বলিয়া, পাশচ্ছেদনপূর্ব্বক আমাদিগকে বিমানে আরোহণ করাইয়া, বিষ্ণুর পরম স্থানে গমন করিলেন। আমরা—চক্রধারী দেবের দেব বিষ্ণুর নিকটে গমনপূর্ব্বক যে কাল পর্য্যন্ত উত্তম ভোগ করিয়াছি, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। আমরা সহস্র কোটিযুগ এবং শতকোটি যুগ বিষ্ণু-ভবনে বাস করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম; সেই স্থানেও তাবৎকাল অবস্থান করিয়া, ইন্দ্রত্বপদ-প্রাপ্ত হইলাম; সেই স্থানেও অবশ্যম্ভাবী উৎকৃষ্ট দিব্য ভোগ করিয়া, হে মুনিসত্তম! ক্রমে তাহার পর পৃথিবীর রাজা হইয়াছি। এ স্থানেও অতুল-সম্পৎ হইয়াছে। হে মুনে! আমি অজ্ঞানবশতঃ ঐ সমস্ত করিয়া, এই সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে বিশ্বনাথ মাধবকে সম্যক্‌রূপে ভক্তিভাবে আরাধনা করিয়া, পরম-মঙ্গল প্রাপ্ত হইব, ইহাই আমার নিশ্চিত বুদ্ধি। হে বিপ্র! যে সমস্ত কর্ম্ম অজ্ঞানবশতঃ করিলেও মনুষ্যদিগকে মহৎ ফল দান করে, যদ্যপি, সম্যক্‌রূপে পূজা করা হয়, তাহা হইলে কি কিনা হয়?—সমস্তই হইতে পারে।" মুনিশ্রেষ্ঠ বিভাণ্ডক এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, রাজাকে অভিনন্দন করত আপনার তপোবনে গমন করিলেন। সূত কহিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ! অতএব তোমরা শ্রবণ কর, দেবের দেব চক্রীর পরিচর্য্যা সমস্ত ব্যক্তির কামধেনু স্বরূপ। যাহারা হরিপূজা-পরায়ণ, সমস্ত অভিলষিত ফলদানে সক্ষম সনাতন হরি তাহাদিগকে পরম মঙ্গল প্রদান করেন। যে ব্যক্তি এই সমস্ত পাপনাশক পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করে, অথবা শ্রবণ করে, সে ধ্বজারোপণের পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—আমি সকল লোকের দুর্লভ, হরিপঞ্চক নামে অন্য প্রকার ব্রত কহিতেছি, তোমরা সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। এই ব্রত—নারী এবং নরদিগের সমস্ত দুঃখ-নাশক। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ স্বরূপ পুরুষার্থের একমাত্র সাধন। সমস্ত অভীষ্ট দান করিতে সক্ষম, সমস্ত ব্রতের ফলদানে যোগ্য, সকল ব্রত হইতে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ। মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে ইন্দ্রিয়সংযম করত দন্ত-ধাবন পূর্ব্বক স্নানাদি কর্ম্ম করিয়া সম্যক্‌রূপে দেবপূজা এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিবে। ব্রতী ব্যক্তি ব্রত দিনে এইরূপে ইন্দ্রিয়সংযম করিবে। হে প্রধানতম মুনিগণ। একাদশীদিনে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত আচারানুসারে স্নান করিয়া গৃহ মধ্যে হরিকে অর্চ্চনা করিবে। দেবদেবের ঈশ্বরকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া উত্তম ভক্তি সহকারে যথাক্রমে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য এবং তাম্বূলাদি দ্বারা পূজা করিবে, পরে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দেবাদিদেবের পূজা করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে;—"তুমি জ্ঞান স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার; তুমি জ্ঞানদাতা, তোমাকে নমস্কার; সমস্ত বস্তুই তোমার রূপ, তুমি সমস্ত সিদ্ধি প্রদানে সক্ষম, তোমাকে নমস্কার;" এইরূপে দেবতাপ্রধান দেবের দেব জনার্দ্দনকে নমস্কার করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা উপবাস সমর্পণ করিবে;—"হে কেশব! হে জগৎ পতে! তোমার আজ্ঞানুসারে অদ্য হইতে পঞ্চ রাত্রি উপবাস করিব, তুমি আমার অভীষ্ট প্রদান কর।" হে দ্বিজগণ! ব্রতী এইরূপে দেবের নিকট উপবাস অর্পণ করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করত একাদশীদিনে রাত্রিতে জাগরণ করিবে। হে দ্বিজগণ! দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী এবং পূর্ণিমা এই চারি তিথিতেও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এইরূপে বিষ্ণুর পূজা করিবে। হে দ্বিজগণ! একাদশী এবং পূর্ণিমা এই দুই তিথিতে জাগরণ করিবে। পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান এবং পূজা সামান্যাকারে পাঁচ তিথিতেই করিবে। পৌর্ণমাসীতে শক্তি অনুসারে ক্ষীর দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইয়া তিল দ্বারা হোম ও তিলদান করিবে। তার পর ষষ্ঠদিনে স্বীয় আশ্রমোচিত-কার্য্য সমাপন করত পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় হরিকে পূজা করিবে। পরে বিভব থাকিলে ব্রাহ্মণদিগকে অবারিত ভোজন করাইবে। পরে বাগ্‌যত হইয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত আপনি ভোজন করিবে। হে সত্তমগণ! এইরূপে পৌষ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত প্রতি শুক্লপক্ষে পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে ব্রত করিবে। ব্রতী এইরূপে সংবৎসর ব্যাপিয়া পাপনাশক ব্রত করিয়া পুনর্ব্বার অগ্রহায়ণ মাসে ব্রতের উদ্‌যাপন করিবে। হে সাধুগণ! পূর্ব্বের ন্যায় একাদশীতে উপবাস করিবে, দ্বাদশীদিনে সমাহিত হইয়া পঞ্চগব্য পান করিবে, পরে জিতেন্দ্রিয় হইয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা দেবদেব জনার্দ্দনকে সম্যক্‌রূপে পূজা করত ব্রাহ্মণকে মধু ঘৃত ফলসংযুক্ত পায়স ও দক্ষিণার সহিত সুগন্ধি ফলযুক্ত পূর্ণকুম্ভ স্বরূপ উপঢৌকন দান করিবে। হে প্রধান মুনিগণ! পরে পঞ্চরত্ন-সমন্বিত বস্ত্রাচ্ছাদিত কুম্ভ আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণকে দান করিবে। "তুমি সকলের পরমাত্মা-স্বরূপ সকল ভূতের ঈশ্বর, সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য। হে মাধব! আমি পরমান্ন দান করিতেছি, তুমি ইহা দ্বারা উত্তম প্রীতি লাভ

কর। হে নারায়ণ! তুমি জগতের ত্রাণকর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার। হে জনার্দ্দন! আমি জলপূর্ণ কুম্ভ দান করিতেছি, তুমি প্রীতিলাভ কর।” এই মন্ত্র দ্বারা উপঢৌকন দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। পরে শক্তি অনুসারে বাক্যসংযমপূর্ব্বক বন্ধুর সহিত আপনি ভোজন করিবে। যে ব্যক্তি হরিপঞ্চক নামে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে কস্মিন্‌কালে ব্রহ্মলোক হইতে পুনর্ব্বার আগমন করে না। যে ব্যক্তি উত্তম মুক্তি ইচ্ছা করে, সে এই ব্রত করিবে। হে দ্বিজগণ! এই ব্রত সমস্ত পাপরূপ দুর্গম অরণ্য মধ্যে দাবানলের তুল্য। মনুষ্য সহস্র কোটি গোদান করিলে যে ফল লাভ করে, একটীমাত্র উপবাস করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি নারায়ণে একাগ্রচিত্ত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, সে ঘোরতর কোটি কোটি উপপাতক হইতে মুক্ত হয়।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—আমি অন্যরূপ ব্রত কহিতেছি, তোমারা সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। এই ব্রত সকল পাপের নাশক, পবিত্র ও সকলের উপকারক। হে দ্বিজগণ! আষাঢ় মাস, শ্রাবণ মাস, ভাদ্র মাস অথবা আশ্বিন মাসে এই ব্রত করিবে। এই সকল মাসের অন্যতম মাসে শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাতঃকালে দন্তধাবন পূর্ব্বক স্নান করিবে। পরে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া যত্নপূর্ব্বক নিত্য দেবপূজা করিবে। একাদশী দিনে ব্রহ্মচারী ভূমিশায়ী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চগব্য পান করত বিষ্ণুর নিকটে শয়ন করিবে। তাহার পর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম সমাপন করত ইন্দ্রিয় জয় এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুকে পূজা করিবে। পণ্ডিতগণের সহিত বিষ্ণুকে যথোচিত পূজা করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। পরে “হে কেশব! আমি অদ্য হইতে একমাসকাল উপবাসী থাকিয়া, হে দেব-দেব! মাসান্তে তোমার আজ্ঞানুসারে পারণ করিব। তুমি তপস্যাস্বরূপ এবং তপস্যার ফলদাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার অভিলষিত ফল দান কর ও সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ কর।” এইরূপে দেব বিষ্ণুর নিকট মঙ্গলজনক মাসব্রত সমর্পণ করিয়া, সেই অবধি একমাসকাল হরির মন্দিরে শয়ন করিবে। প্রতিদিন পঞ্চামৃত দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইবে। সেই মাসে হরির মন্দিরে নিরন্তর দীপ-দান করিবে। প্রতিদিন অপামার্গের শাখা দ্বারা দন্তধাবন করত নারায়ণের স্মরণ পূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিবে। পরে কেশব প্রভৃতি দ্বাদশ নাম দ্বারা বিষ্ণুর উদ্দেশে তর্পণ করিয়া ঐ সমস্ত নাম দ্বারাই বিষ্ণুকে পূজা করিবে; ইহাতে সংশয় নাই। এইরূপে বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া একমাস উপবাস করিবে। পূজার পর পবিত্র হইয়া স্নান করত পূর্ব্বের ন্যায় বিষ্ণুকে পূজা করিবে। পরে শক্তি অনুসারে ভক্তি পূর্ব্বক দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। আপনিও বন্ধুগণের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক ভোজন করিবে। এইরূপে মাসোপবাস নামক ত্রয়োদশটী ব্রত করিয়া

তাহার অন্তে বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত গো দান করিবে। পরে ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক শক্তি অনুসারে দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া, শক্তি-অনুসারে বস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রভৃতি দক্ষিণা দান করিবে। একটীমাত্র মাসোপবাস ব্রতের আচরণ করিলে বাজপেয়-যজ্ঞের ফল লাভ করে। দুইবার অনুষ্ঠান করিলে পৌণ্ডরীক-যজ্ঞের ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া তিনবার মাসোপবাস-ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি সোম-যজ্ঞের দ্বিগুণ ফল লাভ করে। হে সাধুত্তম মুনিগণ! যে ব্যক্তি চারিবার পরাকব্রত করে, সে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের অষ্টগুণ উত্তম পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়। যে মহাত্মা পাঁচবার এই ব্রত করে, সে অত্যগ্নিষ্টোম জন্য ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি সংযত হইয়া ছয়বার মাসোপবাস ব্রত করে, সে জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞের আট গুণ ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি অনাহারে সাতবার মাস যাপন করে, সে অশ্বমেধ-যজ্ঞের আট গুণ ফল লাভ করে। হে প্রধান মুনিগণ! যে ব্যক্তি আটবার মাসোপবাস ব্রত করে, সে নরমেধ-যজ্ঞের আট গুণ ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি নয়বার মাসোপবাস ব্রতের আচরণ করে, সেই নর গোমেধ-যজ্ঞের দ্বিগুণ ফল লাভ করে। হে মুনিসত্তমগণ! যে ব্যক্তি দশবার পরাকব্রত করে, সে ব্রহ্মমেধ-যজ্ঞের দ্বিগুণ উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক একাদশবার পরাকব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করত বিষ্ণুর সালোক্য লাভ করে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া দ্বাদশবার মাসোপবাস ব্রত করে, সে সমস্ত ভোগের সহিত হরির সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। যে নর পবিত্র হইয়া ত্রয়োদশবার পরাকব্রত করে, সে, যেস্থানে গমন করিলে শোক প্রাপ্ত হয় না, সেই পরমানন্দ স্থানে গমন করে। যে সমস্ত ব্যক্তি মাসোপবাসব্রত অনুষ্ঠান করে, যাহারা সর্ব্বদা গঙ্গাস্নান করে এবং যাহারা ধর্ম্মপথ উপদেশ করে, তাহারা মুক্ত, ইহাতে সংশয় নাই। হে প্রধানতম সাধুগণ! যতী, ব্রহ্মচারী, স্বামী-পুত্র-বিহীনা-স্ত্রী এবং বিশেষ বানপ্রস্থ, ইহাদিগের মাসোপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রী, অথবা পুরুষ এই দুর্লভ মাসোপবাস ব্রত করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এই ব্রত যোগিগণেরও দুর্লভ। মনুষ্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বর্ণী, ভিক্ষু অথবা অদ্বৈতশূন্য হউক, এই ব্রত হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যে ব্যক্তি নারায়ণে মনোনিবেশপূর্ব্বক এই ব্রত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে অথবা পাঠ করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—আমি ত্রিলোক-বিখ্যাত এই অন্য ব্রত কহিতেছি। হে দ্বিজগণ! এই ব্রত সকল পাপের নাশক, সমস্ত অভিলষিত-ফলদানে সক্ষম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রীলোক ইহাদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি হউক, ভক্তিপূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান

করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই ব্রত বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়। হে বিপ্রগণ! ইহার নাম একাদশীব্রত। এই ব্রত সমস্ত কামনা-ফলদানে যোগ্য, বিষ্ণুপ্রীতির কারণ এবং সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না, যদি ভোজন করে, তাহা হইলে পাপী হইবে এবং পরকালে নরকে গমন করিবে। যে ব্যক্তি উপবাসের ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে চারি বার ভোজন ত্যাগ করিবে—পূর্ব্বদিন এবং পরদিনে রাত্রিতে, মধ্যদিনে দিবা ও রাত্রিতে। হে প্রধান সাধুগণ! যে ব্যক্তি একাদশীদিনে ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, সে সমস্ত পাপ ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, ইহাতে সংশয় নাই। হে প্রধান মুনিগণ! যদি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে দশমী এবং দ্বাদশীতে একবার ভোজন ও একাদশীতে উপবাস করিবে। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে কোন পাপ, সকলই একাদশীতে অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপের কোনরূপে নিষ্কৃতি হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে ভোজন করে, তাহার কখনই নিষ্কৃতি নাই। মনুষ্য মহাপাতকযুক্ত হউক বা সমস্ত পাপযুক্ত হউক, যদ্যপি একাদশীতে উপবাস করে, তাহা হইলে সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। একাদশী তিথি অতিশয় পুণ্যজনক এবং বিষ্ণুর প্রিয়; অতএব যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ সংসারচ্ছেদের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ তিথিকে সেবা করিবেন। মনুষ্য দশমীদিনে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত দন্তধাবন পূর্ব্বক স্নান করিয়া পবিত্রভাবে যথাবিধি বিষ্ণুকে পূজা করিবে। একাদশীদিনে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহপূর্ব্বক ব্রতাচরণ করিবে এবং বিষ্ণু-পরায়ণ হইয়া, বিষ্ণুর নিকটে শয়ন করিবে। এইরূপ একাদশীদিনে স্নান করিয়া গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা জনার্দ্দনকে সম্যক্‌রূপে পূজা করত পরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—"হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি একাদশীদিনে অনাহারে থাকিয়া পরদিনে ভোজন করিব। হে অচ্যুত আমাকে রক্ষা কর।" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত ভক্তির সহিত আত্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া দেবের দেব চক্রীর নিকট উপবাস সমর্পণ করিবে। পরে ব্রতী সংযত হইয়া, গীত বাদ্য নৃত্য এবং পুরাণ-শ্রবণাদি দ্বারা দেবতার সম্মুখে অবস্থান করত জাগরণ করিবে। তাহার পর ব্রতী দ্বাদশীদিনে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত যথাবিধি স্নান করিয়া, ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা করিবে। একাদশীদিনে পঞ্চামৃত এবং দ্বাদশীদিনে দুগ্ধ দ্বারা জনার্দ্দনকে স্নান করাইলে, হরির সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। "হে কেশব! আমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে অন্ধ হইয়াছি; হে নাথ! এই ব্রত দ্বারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমাকে জ্ঞানরূপ চক্ষু প্রদান করুন।" হে বিপ্রেন্দ্রগণ! দেবদেব চক্রীকে এইরূপে জানাইয়া, পরে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে ও দক্ষিণা দান করিবে। পরে অধ্যাপন প্রভৃতি পঞ্চমহাযজ্ঞ সমাপন করত নারায়ণে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া, স্বকীয় বন্ধুগণের সহিত আপনি ভোজন করিবে। যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া, এইরূপ পবিত্র একাদশীব্রত করে, সে বিষ্ণুভবনে গমন করে, তাহার আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। হে সত্তমগণ! যে ব্যক্তি উপবাস-ব্রত-পরায়ণ ও ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী, সে চণ্ডাল এবং পতিতের সহিত বাক্যমাত্রও কহিবে না। নাস্তিক, সাধুগণের অমর্য্যাদাকারী, সাধারণের নিন্দাকারী এবং খল, ইহাদিগের সহিত উপবাস-ব্রতকারী পণ্ডিত কোনরূপ বাক্যালাপ করিবে না। ব্রতী-ব্যক্তি—বৃষলী-সন্তানের

প্রতিপালক, বৃষলীর পতি এবং অযাজ্যযাজক ইহাদিগকে কোনরূপ আলাপ করিবে না। উপবাস ব্রত-পরায়ণ ব্যক্তি,—জারজান্নভোজী, গায়ক, দেবলের অন্নভোজী, চিকিৎসক, দেবতা ও ব্রাহ্মণের বিরোধী, পরান্নভোজী এবং পরস্ত্রী-রত, ইহাদিগের সহিত বাক্য মাত্র কহিবে না। এই সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা পরিশুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয় এবং সদ্গুণালঙ্কৃত ব্যক্তি উপবাসব্রত করিলে, উত্তম সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই, মা'র তুল্য গুরু নাই, বিষ্ণুর সদৃশ দেবতা নাই এবং উপবাসের অপেক্ষা অন্য আর তপস্যা নাই। যেরূপ বেদের তুল্য শাস্ত্র নাই, শান্তির তুল্য সুখ নাই, চক্ষের সদৃশ জ্যোতি নাই, সেইরূপ উপবাস অপেক্ষা আর তপস্যা নাই। যেরূপ ক্ষমার তুল্য সুখ্যাতি নাই, কীর্ত্তির সদৃশ ধন নাই, জ্ঞানের তুল্য লাভ নাই, সেইরূপ উপবাস অপেক্ষা তপস্যা নাই। পণ্ডিতগণ এ স্থানে ভদ্রশীল এবং তাহার পিতা গালবের সংবাদরূপ পুরাতন ইতিহাস কহিয়াছেন। পূর্ব্বকালে সত্য-পরায়ণ, শান্ত, দান্ত, পরমতাপস গালব মুনি নর্ম্মদা নদীর তীরে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গালব,—বহুতর বৃক্ষে পূর্ণ, নানারূপ মৃগ দ্বারা আচ্ছন্ন, সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব যক্ষ এবং বিদ্যাধর কর্তৃক সেবিত, কন্দ মূল ফলে পরিপূর্ণ এবং মুনিগণ-সেবিত সেই নর্ম্মদাতীরে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। ঐ গালব মুনির ভদ্রশীল নামে জাতিস্মর, মহাভাগ্যবান্, বিষ্ণু-ভক্ত এবং জিতেন্দ্রিয় পুত্র ছিল। মহামতি ভদ্রশীল বালককালে ক্রীড়ার সময়েও সর্ব্বদা বিষ্ণুর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন এবং মনুষ্য মাত্রেরই প্রতিদিন বিষ্ণুর পূজা করা কর্ত্তব্য ও পণ্ডিতদিগের একাদশীব্রত কর্ত্তব্য, এইরূপ বালকগণকে উপদেশ করিতেন। হে মুনীশ্বরগণ! বালকেরা এইরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া হরির গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বদা পূজা করিতেন। ভদ্রশীল সকলের জেতা বিষ্ণুকে নমস্কার করত 'সমস্ত জগতের মঙ্গল হউক' এই কথা বলিতেন। তিনি ক্রীড়া সময়ে, এক মুহূর্ত্ত অথবা অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত একাদশী লাভ হইলে তাহাতে সঙ্কল্প করিয়া বিষ্ণুকে প্রণাম করিতেন। গালব মুনি পুত্রকে এইরূপ সচ্চরিত্র দর্শন করত বিস্ময়ান্বিত হইয়া তপোনিধি-পুত্রকে এইরূপ কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ভদ্রশীল! তুমি অতি ভাগ্যবান্। হে সুব্রত! তোমার স্বভাব অতি উত্তম, যেহেতু তোমার চরিত্র মঙ্গলময় এবং যোগিগণেরও দুর্লভ। তুমি প্রতিদিন হরির পূজা ও সকল প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাক, একাদশীব্রতের অনুষ্ঠান কর, সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাক, তুমি কাহারও সহিত সঙ্গ কর না, মায়ারহিত, শান্ত এবং সর্ব্বদা হরির ধ্যানে আসক্ত; অতএব তোমার এইরূপ সদ্বুদ্ধি কিপ্রকারে জন্মাইল? তাহা আমার নিকটে বল।" ভদ্রশীল পিতার বাক্য শ্রবণ করত হাস্য করিয়া যাহা ঘটিয়াছে, আপনার অনুভবানুসারে সমস্তই পিতার নিকট নিবেদন করিলেন,—"হে তাত! হে মহাভাগ! আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, যম পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি জাতিস্মর, এইজন্য তাহা জানিয়াছি।" মুনিশ্রেষ্ঠ গালব এই কথা শ্রবণ করত বিস্মিত এবং প্রীতিযুক্ত হইয়া মহামতি ভদ্রশীলকে কহিতে লাগিলেন,—"হে মহাভাগ! তুমি পূর্ব্বে কে ছিলে? যম তোমাকে কাহার জন্য, কি নিমিত্ত কি বলিয়াছেন, তাহা সমস্ত বল।" ভদ্রশীল কহিলেন,—"হে তাত! আমি পূর্ব্বে চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলাম, আমার নাম ধর্ম্মকীর্ত্তি। ভগবান্ দত্তাত্রেয় আমার গুরু ছিলেন। আমি

নয় হাজার বৎসর সমস্ত পৃথিবী শাসন করত বহুতর অধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম করিয়াছিলাম। পরে আমি ধনমদে অতিশয় মত্ত হইয়া বহুতর অধর্ম্ম করিয়াছিলাম এবং পাষণ্ডজনের সংসর্গে আমার চরিত্রও পাষণ্ডের ন্যায় হইয়াছিল। হে তপোধন! আমি পূর্ব্বে যে বহুতর পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, সেই সমস্ত পুণ্যই পাষণ্ডের সহিত আলাপমাত্রে বিনষ্ট হইল, আমিও পাষণ্ডগণের উপদেশে বেদমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কূটযুক্তি অবলম্বন করিয়া যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করিলাম। তৎকালে দেশস্থ প্রজাগণ আমাকে অধর্ম্মনিরত দেখিয়া সর্ব্বদা অধর্ম্ম করিতে লাগিল; আমিও সেই সমস্ত অধর্ম্মের ষষ্ঠাংশ লাভ করিতে লাগিলাম। এইরূপে পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করত ব্যসনে রত হইয়া এক সময়ে মৃগয়ার নিমিত্ত বনে গমন করিলাম। আমি সৈন্যের সহিত সেই বন মধ্যে বহু প্রকার মৃগ হনন করত ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর এবং শ্রান্ত হইয়া রেবা নদীর তীরে গমন করিলাম। পরে তপন-তাপে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া রেবাতে স্নান করিলাম এবং সৈন্যগণের অদর্শনে একাকী ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতিশয় পীড়িত হইলাম। হে তাত! তৎকালে কতকগুলি তীর্থ-বাসী আমার নিকট আগমন করিলেন। আমি সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, তাঁহারা একাদশী-ব্রত করিয়া রহিয়াছেন। হে তাত! আমি একাকী সেই স্থানে ঐ তীর্থবাসীদিগের সহিত উপবাস করিয়া সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করত, রাত্রিতে জাগরণ করিলাম। হে তাত! আমি পথশ্রমে পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া রাত্রিজাগরণের পর সেই স্থানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলাম। তাহার পর বৃহৎ দন্তযুক্ত ভয়ঙ্কর যমদূতগণ আমাকে বদ্ধ করিল, আমি নানারূপ ক্লেশজনক পথ দ্বারা যমের নিকট গমন করিলাম। দংষ্ট্রা-করাল-বদন যমকে দর্শন করিলাম। তৎপরে যম, চিত্রগুপ্তকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন,—'হে পণ্ডিত! এই ব্যক্তির যেরূপ শিক্ষাবিধান, তুমি তাহা বল।' হে সত্তমগণ! ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, চিত্রগুপ্ত বহুকাল বিচার করিয়া পুনর্ব্বার এই কথা বলিলেন,—'হে ধর্ম্মপাল! এই ব্যক্তি পাপকার্য্যে রত, ইহা সত্য, তথাপি আপনি শ্রবণ করুন। এই ব্যক্তি একাদশীতে উপবাস জন্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। এই ব্যক্তি, একাদশীতে মনোহর রেবাতীরে জাগরণ এবং উপবাস করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। যে কোন বহুতর পাপ করিয়াছিল, উপবাস-প্রভাবে সেই সমস্ত পাপই নষ্ট হইয়াছে।' বুদ্ধিমান্ চিত্রগুপ্তএই কথা বলিলে, হে তাত! ধর্ম্ম-রাজ আমার ভয়ে অতিশয় কম্পিত হইয়া, ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং হে তাত! ধর্ম্মরাজ আমাকে ভক্তিভাবে পূজা করিতে লাগিলেন। পরে আপনার সমস্ত সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন,—'হে দূতগণ! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে উত্তম হিতজনক বাক্য বলিতেছি। যে সকল মনুষ্য ধর্ম্মনিরত, তোমরা তাহাদিগকে আনয়ন করিও না। যে সমস্ত মনুষ্য বিষ্ণুভক্ত, পবিত্র ও কৃতজ্ঞ, যাহারা একাদশীব্রত-পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং 'হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে হরে! রক্ষা কর' এই কথা সর্ব্বদা বলে, তাহাদিগকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে। যে সকল মনুষ্য 'হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে জনার্দ্দন! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো! হে পদ্মেশ! হে পদ্মজনিত! হে শিব! হে শঙ্কর!' সর্ব্বদা এই কথা বলে; যাহারা সকল লোকের হিতকারী এবং শান্তিপ্রিয়,

হে দূতগণ! তাহাদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। সেই সকল ব্যক্তিকে আমার শিক্ষা দিবার অধিকার নাই। দূতগণ! যাহারা হরিনামে আসক্ত, পাষণ্ডগণের সঙ্গ-বিহীন, দ্বিজগণের প্রতি ভক্তিমান্, সাধুসহ বাসে লোলুপ, অতিথিসেবায় তৎপর, হরি-হরে সমবুদ্ধি এবং সমুদয় লোকের উপকারে নিরত, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। অধিক কি, যাহাদিগের শ্রুতিযুগল অনুক্ষণ হরিনামামৃতপানে লালায়িত, অন্তঃকরণ প্রতিনিয়ত নারায়ণের স্তুতিবাদে সমুৎসুক এবং বিপ্রেন্দ্রগণের পাদোদক-সেবনে প্রফুল্ল হইয়া থাকে, এবংবিধ মহাত্মা সকল যাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহারা ঘোর পাতকী হইলেও তাহাদিগকে কখন স্পর্শ করিও না। যাহারা অবিরত পিতা-মাতাকে ভর্ৎসনা করে, নিখিল লোকের দ্বেষকারী, দ্বিজগণের অনিষ্টাচরণে তৎপর, দেবদ্রব্যে লোভপরায়ণ ও লোকক্ষয়ের হেতু, হে দূতগণ! সেই সকল অপরাধীকে আনয়ন করিবে। যে ব্যক্তি একাদশী-ব্রতপালনে পরাঙ্মুখ, উগ্রস্বভাব, লোকের অপবাদদানে নিরত, পরনিন্দক, গ্রামনাশকর, সাধুগণের নিন্দাকারী এবং ব্রাহ্মণের ধনে লোভপরতন্ত্র, সেই পাপিষ্ঠকে আনয়ন করিও। যাহারা হরিভক্তি-বিমুখ এবং যাহারা কখন শরণাগত-পালক ভগবান্ নারায়ণকে সমর্চ্চনপূর্ব্বক নমস্কার করে না ও যে মূর্খ মানব কখন বিষ্ণুমন্দিরে গমন করে না, সেই সকল দণ্ডার্হ অতি পাপিষ্ঠদিগকে আনয়ন করিবে।' আমি পূর্ব্বে যমমুখে এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়াছি এবং এক্ষণে তৎকার্য্য স্মরণ করত অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি। হে পিতঃ! অনুতাপে ও তাদৃশ ধর্ম্ম শ্রবণে মদীয় নিখিল পাতকই তৎকালে নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। অনন্তর আমি পাপশেষ হইতে মুক্ত হইয়া হরিসারূপ্য লাভ করিলে, আমার কলেবর সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিল। তৎকালে ধর্ম্মরাজ যম আমাকে প্রণাম করিলেন এবং যমদূতগণ তদ্ব্যাপার দর্শনে অতীব ভীত ও যমবাক্যে সাতিশয় বিস্মান্বিত হইল। অনন্তর ধর্ম্মরাজ আমাকে পূজা করিয়া তৎক্ষণাৎ বিমানারোহণে বিষ্ণুলোকে প্রেরণ করিলেন, তৎকালে শত শত বিমান আমার সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিল। হে জনক! সেই কর্ম্মফলে আমি, সর্ব্বভোগাঢ্য কোটি কোটি বিমানের সহিত কোটি কোটি কল্প বিষ্ণুলোকে অবস্থানপূর্ব্বক পশ্চাৎ ইন্দ্রলোকে সমাগত হইয়া সেই স্থানে তাবৎকাল বাস করিয়া এই পৃথিবীতে মহৎ বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে মুনীশ্বর! জাতিস্মরতা হেতু এই সমস্ত ঘটনাই আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। আমি, পূর্ব্বে এই একাদশীব্রত-মাহাত্ম্য জানিতে পারি নাই, সম্প্রতি জাতিস্মরতা-প্রভাবে জানিয়াছি। হে প্রভো! আমি যখন অনিচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কার্য্য করিয়া তাহার ঈদৃশ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন যাঁহারা ভক্তিসহকারে একাদশীব্রত অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের যে কি প্রকার পুণ্যফল, তাহা জানি না। অতএব হে পিতঃ! পরমস্থানে বাস-বাসনায় শুভ একাদশীব্রত ও প্রতিদিন বিষ্ণুপূজা করিব। যে সকল মানব, শ্রদ্ধাসহকারে একাদশী-ব্রত পালন করিয়া থাকে, তাহারা পরম আনন্দদায়ক বিষ্ণুভবনে বাস করে। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই একাদশী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পরম আনন্দে বাস করিয়া থাকে।' সূত কহিলেন,—মুনিবর গালব, পুত্রের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে মনে মনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন, 'মদীয় কুলে যখন এই

পরম বিষ্ণুভক্তের জন্ম হইয়াছে, তখন আমার জন্ম সফল এবং আমার বংশও পবিত্র হইল।' তিনি এইরূপ সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া ধীমান্ পুত্রের নিকট যথাবিধি হরিপূজার বিধান সকল ব্যক্ত করাইলেন। হে মুনিগণ! এই আমি আপনাদিগের সন্নিধানে প্রশ্নানুরূপ যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে বলুন, সংক্ষেপ বা বিস্তাররূপে কোন্ বিষয় ব্যক্ত করিব।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ কহিলেন,—হে তত্ত্বার্থকোবিদ সূত! আপনি ভাগীরথীর মহিমা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরিপূজাবিধান, সবিস্তার ব্রত এবং একাদশীর মহিমাও বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন। হে মুনে! এক্ষণে বর্ণাশ্রমবিধি, আশ্রমাচার এবং প্রায়শ্চিত্তবিধি শ্রবণ করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। হে মহাভাগ! আপনি ত নিখিল তত্ত্বার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব কৃপা করিয়া, ঐ সকল বিষয় প্রকাশ করুন। সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! যে ব্যক্তি বর্ণা-শ্রমোচিত আচার প্রতিপালন করিতে পারে, অব্যয় হরি তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, অতএব হে বিপ্রেন্দ্র সকল! ব্রহ্মপুত্র নারদ, পূর্ব্বে মুনিবর সনৎকুমারকে যেরূপ বর্ণাশ্রম-বিনির্ণয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং মনু প্রভৃতিও যে প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহাদিগকে পণ্ডিতগণ দ্বিজ এবং ত্রিজও বলিয়াছেন। প্রথমে মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসরণ, পরে উপনয়ন ও দীক্ষাগ্রহণ, ক্রমে উহা-দিগের এই তিন জন্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। পূর্ব্বোক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের বর্ণানুরূপ ধর্ম্ম-কার্য্য সকল পালন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি স্বীয় বর্ণ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে পাষণ্ড বলিয়া অভিহিত হয়। দ্বিজগণ নিজ নিজ গৃহ্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইবে, অন্যথা পতিত ও সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া থাকে জানিবে। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই যথোচিত যুগ-ধর্ম্ম এবং স্মৃতিমার্গের অবিরোধী দেশাচার পালন করা বিধেয়। মানবগণ যত্নপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মাচরণ করিবে। যাহা লোকনিন্দিত, তাহা ধর্ম্মজনক হইলেও আচরণীয় নহে। মনুষ্যগণ কলি-যুগে সমুদ্র-যাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, শ্রাদ্ধে মাংসদান, বান-প্রস্থাশ্রম, দত্তা অক্ষতযোনি বিধবা কন্যার পুনরায় অন্যকে প্রদান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ, অশ্বমেধ, গোমেধ ও মহাপ্রস্থান, এই সকল ধর্ম্ম বর্জ্জন করিতে কহিয়াছেন। যাহারা যে দেশে বাস করে, তাহারা সেই দেশের আচার গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি তাহা না করে, তাহাকে পতিত ও সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত জানিবে। হে সাধুগণ! এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ত্তব্য, সংক্ষেপে বলিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণগণ—ব্রাহ্মণকে দান, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের পূজা ও যত্নে যোগ্য ব্যক্তিকে যাজন করাইবেন। প্রতিদিন স্নান ও বেদ-পাঠ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজীবী এবং পরকীয় রত্ন ও প্রস্তরে

সমবুদ্ধি হইবেন। অগ্নিগ্রহণ, সকলের হিতসাধন, মধুর বাক্য প্রয়োগ ও ঋতুকালে পত্নীতে উপগত হওয়া ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ-বিষ্ণুপূজায় আসক্ত হইবেন, কখন কাহাকে অপ্রিয় কহিবেন না। হে দ্বিজোত্তমগণ! ক্ষত্রিয়গণ দ্বিজগণকে দান, বেদ পাঠ ও যজ্ঞাচরণ দ্বারা দেবগণের পূজা করিবে এবং শস্ত্রজীবী হইবে। ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীপালন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বৈশ্যগণের পশুপালন, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য ও বেদাধ্যয়ন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শূদ্রগণও দান করিবে, সিদ্ধান্ন দ্বারা দেবগণের পূজা করিবে না এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের শুশ্রূষাকারী হইবে। ঋতুকালে স্বপত্নী-গমন, সকল লোকের হিতেচ্ছা ও মঙ্গলসাধন, প্রিয়বাদিতা, অতিরিক্ত আয়াস না করা, মহোৎসাহ, তিতিক্ষা ও অভিমানশূন্যতা, ইহা মুনিগণ, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই প্রশস্ত বলিয়াছেন। নিজ নিজ আশ্রমোচিত কার্য্যানুষ্ঠানে সকলেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! আপৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াচার ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যাচার আশ্রয় করিতে পারে; কিন্তু মহা-আপৎ উপস্থিত হইলেও কেহ শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতেই পারিবে না। যদি কোন মূঢ়মতি দ্বিজ, শূদ্রবৃত্তি আশ্রয় করে, তাহা হইলে চণ্ডালের মধ্যে পরিগণিত হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা দ্বিজনামে প্রসিদ্ধ। উহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি প্রকার আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, পঞ্চম আর কিছুই নাই। ঐ চারি প্রকার আশ্রম দ্বারাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! যাহারা উক্ত চতুর্ব্বিধ আশ্রমোচিত কার্য্য পালনে তৎপর, ভগবান্ বিষ্ণু তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে সকল মানব, নিঃস্পৃহ, শান্তচিত্ত ও স্বকর্ম্ম-পালনে তৎপর, তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হয়, আর তাহাদিগকে সংসারে আসিতে হয় না।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! এক্ষণে বর্ণাশ্রমাচারবিধি বিশেষ করিয়া বর্ণন করিতেছি, আপনারা সকলে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি নিজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পরকার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে পাষণ্ড ও সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত জানিবেন। যথাসময়ে যথাবিধি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গর্ভাধানাদি-সংস্কার কর্ত্তব্য, ঐ কার্য্যে স্ত্রীলোকের মন্ত্র উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রথম গর্ভের চতুর্থ মাসে সীমন্তোন্নয়ন প্রশস্ত, ঐ সময়ে না হইলে ষষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম মাসেও করিতে পারে। পুত্র জন্মাইলে পিতা সত্বর স্নানান্তে জাতকর্ম্ম নিমিত্ত স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিবে। হেম বা উত্তম ধান্য দ্বারা উক্ত জাতশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি অন্ন দ্বারা উহার অনুষ্ঠান করে, সে চাণ্ডালতুল্য হইয়া থাকে। অশৌচান্তে পিতা, বাগ্যত হইয়া আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধ-সমাধানান্তে যথাবিধি নামকরণ করিবে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! যে নামের অর্থ নাই, কিংবা যাহার অর্থ অস্পষ্ট এবং

যাহা অতি গুরু অক্ষর বা বিষমাক্ষরযুক্ত, তাদৃশ নাম রক্ষা করিবে না। তৃতীয় বৎসরে চূড়াকরণ প্রশস্ত, ঐ সময়ে না হইলে পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম কিংবা নবম বর্ষে গৃহ্যবচনানুসারে কর্ত্তব্য। দৈবযোগে গর্ভাধানাদি কার্য্য যথাকালে না হইলে কৃচ্ছ্রপাদ প্রায়শ্চিত্ত এবং চূড়া না হইলে কৃচ্ছ্রার্দ্ধ করিতে হইবে। গর্ভাষ্টম বা অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তব্য; মনীষিগণ, গর্ভ হইতে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের গৌণকাল বলিয়াছেন। গর্ভ হইতে একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন প্রশস্ত; আর দ্বাবিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের গৌণকাল। পণ্ডিতগণ বৈশ্যের দ্বাদশবর্ষই উপনয়নের প্রশস্ত কাল এবং চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত অপ্রশস্ত কাল বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে যাহার উক্ত কালে উপনয়ন না হয়, তাহাকে সাবিত্রী-পতিত জানিবেন, তাহার সহিত কদাচ আলাপ করা কর্ত্তব্য নহে। হে বিপ্রগণ। ব্রাহ্মণের উপনয়নের মুখ্যকাল-বাধ হইলে দ্বাদশাব্দ-ব্রতানুষ্ঠানের পর চান্দ্রায়ণ ব্যবস্থা, কিংবা সান্তপনদ্বয় করিয়া উপনয়ন বিধেয়; তাহা না হইলে সে পতিত ও কর্ত্তাও ব্রহ্ম-হত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ মুঞ্জালতা দ্বারা, ক্ষত্রিয় ধনুর্জ্যা দ্বারা এবং বৈশ্য মেষচর্ম্ম দ্বারা মেখলাবন্ধন করিবে। এক্ষণে উহাদিগের ব্যবহার্য্য চর্ম্মের ব্যবস্থা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণের কৃষ্ণসার-মৃগের, ক্ষত্রিয়ের রুরুনামক মৃগবিশেষের এবং বৈশ্যের ছাগের চর্ম্মই কথিত আছে। সম্প্রতি যথাক্রমে দণ্ডের বিষয় বলিতেছি। ব্রাহ্মণের পালাশ দণ্ড, ক্ষত্রিয়ের ঔডুম্বর দণ্ড এবং বৈশ্যের বৈল্ব দণ্ড কর্ত্তব্য। এক্ষণে তাহার প্রমাণ শ্রবণ করুন। বিপ্রের কেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসিকা পর্য্যন্ত দণ্ডমান হইবে। সম্প্রতি ব্রাহ্মণাদির বস্ত্রের কথা বলিতেছি; যথাক্রমে কাষায়, মাঞ্জিষ্ঠ ও হারিদ্র বস্ত্র কথিত আছে। হে বিপ্রগণ। উপনীত বিপ্র, বেদাধ্যয়ন পর্য্যন্ত গুরুগৃহে অবস্থান করত গুরুর পরিচর্য্যায় নিরত থাকিবে। হে দ্বিজসত্তমগণ! প্রতিদিন প্রাতঃস্নান, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এবং নিত্য প্রাতঃকালে গুরুর নিমিত্ত সমিধ্, কুশ ও ফলাদি আহরণ করা তাহার কর্ত্তব্য। যজ্ঞোপবীত, অজিন ও দণ্ড নষ্ট বা ভ্রষ্ট হইলে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নূতন ধারণ করিয়া পুরাতনকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, কেবল ভিক্ষান্ন দ্বারাই ব্রহ্মচারীর জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে এবং ঐ ভিক্ষান্নও সংযতে-ন্দ্রিয় হইয়া শ্রোত্রিয়ের গৃহ হইতে আহরণ করা কর্ত্তব্য। ভিক্ষাগ্রহণ কালে ব্রাহ্মণ অগ্রে, ক্ষত্রিয় মধ্যে এবং বৈশ্য অন্তে 'ভবৎ' শব্দের উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষাদাতাকে সম্বোধন করিবে। ব্রহ্মচারীর জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে অগ্নিকার্য্য এবং যথাসময়ে ব্রহ্মযজ্ঞ ও তর্পণ করিতে হয়। অগ্নিকার্য্য-বিহীন ব্রহ্মচারীকে বুধগণ পতিত এবং ব্রহ্মযজ্ঞ-বিহীন ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্মচারী—দেবতার্চ্চন ও গুরুসেবায় রত হইবে এবং সংযতচিত্তে প্রতিদিন বিপ্রগণের গৃহ হইতে ভিক্ষা আনয়ন পূর্ব্বক গুরুকে নিবেদন করে তদীয় অনুমতি লইয়া ভিক্ষান্ন ভোজন করিবে, কদাচ প্রত্যহ এক ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ করা বিধেয় নহে। মধু, স্ত্রী, মাংস, লবণ, তাম্বূল, দন্তধাবন, উচ্ছিষ্ট, দিবানিদ্রা, ছত্র, পাদুকা, গন্ধ, মালা, অনুলেপন, জলকেলি, অক্ষক্রীড়া, গীত, বাদ্য, পরনিন্দা, ক্রোধ, অতিশয় আনন্দ, বিরুদ্ধবাক্য প্রয়োগ, অঞ্জন এবং পাষণ্ড ও শূদ্রের সহ বাস ব্রহ্মচারীর পরিত্যাজ্য। জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধদিগকে

যথাক্রমে অভিবাদন করিবে। যে গুরু বেদশাস্ত্রোপদেশ দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ সকল নিবারণ করেন, অগ্রে তাঁহাকেই অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। দ্বিজগণের অভিবাদন কালে 'আমি অমুক' এই বলিয়া অভিবাদন করিতে হয়। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় কদাচ বিপ্রের অভিবাদনীয় নহে। নাস্তিক, মর্য্যাদাবিহীন, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, পাতকী, পাষণ্ড, পতিত, মূর্খ, নক্ষত্রপাঠক, উন্মত্ত, শঠ, ধূর্ত্ত, ধাবমান, অশুচি, সর্ব্বাঙ্গ ও মস্তকে তৈলাভিষিক্ত, জপনিষ্ঠ এবং যে স্নান বা ভোজন করিতেছে, যাহার হস্তে সমিধ, পুষ্প কিংবা জলপাত্র আছে, যে ব্যক্তি সতত বিবাদশীল, জলমধ্যস্থিত, রমণাসক্ত, ভিক্ষান্নধারী, শয়ান, এবং যে রমণী স্বামিহত্যা কিংবা গর্ভপাত করে, যে রজস্বলা, পরপুরুষে আসক্তা, কৃতঘ্নী, অতি কোপনা কিংবা সূতিকা, এই সকল ব্যক্তিকে অভিবাদন করিতে নাই। সভাস্থল, যজ্ঞাগার কিংবা দেবতায়তন মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নমস্কার করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুণ্যক্ষেত্রে, পুণ্যতীর্থে এবং স্বাধ্যায় সময়ে এক এক করিয়া, প্রণাম করিলে, পূর্ব্বপুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, ব্রত, দান, দেবতার্চ্চন এবং যজ্ঞ বা তর্পণ করিতেছে, তাহাকে অভিবাদন করিবে না। অভিবাদন করিলে, যে প্রত্যভিবাদন না করে, তাহাকে আর অভিবাদন করা উচিত নহে, সে শূদ্রতুল্য। পাদদ্বয় প্রক্ষালন-পূর্ব্বক আচমন করিয়া, গুরুর সম্মুখীন হইয়া, উপবেশন করত, তাঁহার পাদগ্রহণান্তে, অধ্যয়ন করিবে। বিপ্রেন্দ্রগণ! অষ্টকা, চতুর্দ্দশী, প্রতিপৎ, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, মহাভরণী, শ্রবণদ্বাদশী, প্রেতপক্ষের দ্বিতীয়া, শয়ন ও উত্থান দ্বাদশী, শ্রোত্রিয়ের মৃত্যুদিবস, আষাঢ় কার্ত্তিক ও ফাল্গুন মাসের শুক্ল দ্বিতীয়া, যে দিবস গ্রাম দাহ হয়, মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী, আশ্বিন মাসের নবমী, যে দিন সূর্য্যমণ্ডল হয়, যে দিন গৃহে শ্রোত্রিয় উপস্থিত হন, যে দিবস ব্রাহ্মণের পূজা, ভয়ঙ্কর কলহ, সন্ধ্যাকালে বা অকালে মেঘগর্জ্জন, উল্কা বা বজ্রপাত ও ব্রাহ্মণ অবমানিত হয় এবং মন্বাদি ও যুগাদি, এই সকল দিবসে যে দ্বিজ সমুদায় কর্ম্ম-ফল-বাসনা করেন, তিনি কথনই অধ্যয়ন করিবেন না। বৈশাখ মাসের শুক্ল-তৃতীয়া, প্রেতপক্ষের ত্রয়োদশী, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমী ও মাঘমাসের পূর্ণিমা যুগাদ্যা বলিয়া কথিত আছে, ঐ সময়ে যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয়-ফল-জনক হইয়া থাকে। এক্ষণে মন্বাদির বিষয় বলিতেছি, সমাধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। আশ্বিন মাসের শুক্ল-নবমী, কার্ত্তিক মাসের শুক্লদ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্রমাসের তৃতীয়া, আষাঢ় মাসের শুক্ল-দশমী, মাঘমাসের শুক্লসপ্তমী, শ্রাবণমাসের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ়মাসের পূর্ণিমা, ফাল্গুনমাসের অমাবস্যা, পৌষমাসের শুক্লৈকাদশী এবং কার্ত্তিক ফাল্গুন চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা মন্বাদি বলিয়া উল্লিখিত হয়, ঐ সকল দিনে দান করিলে, তাহার পুণ্য অক্ষয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত মন্বাদি ও যুগাদিতে দ্বিজগণের শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য এবং শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলে, কিংবা চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ হইলে এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দিবসে দ্বিজগণ অধ্যয়ন করিবেন না। শবানুগমন, জননাশৌচ, মরণাশৌচ ও ভূমিকম্প হইলে অনধ্যায় প্রশস্ত। আরণ্যক নামক বেদাংশ অধ্যয়নের পরও অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত নহে। যাহারা অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়ন করে, স্বয়ং যম তাহাদিগের সন্তান সন্ততি, প্রজ্ঞা, যশঃ, সম্পদ, আয়ুঃ, বল ও স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়া থাকেন। বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি অনধ্যায় দিনে অধ্যয়ন

পরে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী জানিবেন, তাহার সহিত সম্ভাষণ বা বাস কিছুই করিতে নাই। কোন কোন পণ্ডিত জারজ সন্তানের, কতিপয় মনীষিগণ জড়াদির এবং কেহ কেহ তাহাদিগের পুত্রের উপনয়ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অগ্রে বেদাধ্যয়ন না করিয়া অপরাপর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সে শূদ্রতুল্য এবং অন্তে নরকগামী হয় জানিবেন এবং সে কোনরূপ সদাচরণের ফল প্রাপ্ত হয় না;—ফল কথা, শূদ্রও যেরূপ, সেও তদ্রূপ। ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন না করিলে কি নিত্য, কি নৈমিত্তিক, কি কাম্য এবং কি অন্য বৈদিক কার্য্য তাহার সমস্তই নিষ্ফল। শব্দব্রহ্মময় বিষ্ণু এবং বেদ সাক্ষাৎ হরি বলিয়া কথিত আছে। হে বিপ্রগণ! এজন্য বেদাধ্যায়ীর সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—বেদাধ্যয়ন পর্য্যন্ত গুরুর শুশ্রূষায় নিরত থাকিবে। পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া অগ্নি পরিগ্রহ করিবে। হে দ্বিজগণ! মানবগণ বেদ, বেদাঙ্গ এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক গৃহী হইবে। যে কন্যা, সর্ব্বসুলক্ষণ-যুক্তা, রূপবতী, সদ্‌গুণশালিনী, সুশীলা, ধর্ম্মচারিণী এবং সৎকুলসম্ভূতা, সে যদি মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তমী না হয়, তাহা হইলে, দ্বিজগণ সেই কন্যার পাণি-গ্রহণ করিবে; যদ্যপি উক্ত প্রকার পঞ্চমী ও সপ্তমী কন্যা পরিত্যাগ করা না হয়, তাহা হইলে বিবাহকর্ত্তা গুরুতল্প-গমনের পাতকী হইয়া থাকে। যে কন্যা রোগগ্রস্তা কিংবা রোগগ্রস্ত কুলে উৎপন্না; যাহার চক্ষুঃ-দ্বয় গোলাকার, শরীর অত্যন্ত উন্নত বা খর্ব্ব; যাহার অঙ্গ, অধিক বা ন্যূন; যাহার কেশ অতিরিক্ত বা অত্যল্প; যে বিরূপা, বহুভাষিণী, কোপনস্বভাবা, ক্রূরমতি ও পুরুষাকৃতি; যাহার গুলফ স্থূল, জঙ্ঘা দীর্ঘ ও মুখমণ্ডল শ্মশ্রু-চিহ্নাঙ্কিত; যে বৃথা হাস্য ও সর্ব্বদা পরগৃহে বাস করে; যে বিবাদ ও ভ্রমণে আসক্ত-চিত্তা, নিষ্ঠুরা এবং বহুভোজিনী; যাহার দন্ত ও ওষ্ঠ স্থূল, কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং বর্ণ অতি কৃষ্ণ বা রক্ত; যে সতত রোদনশীলা, পাণ্ডুবর্ণা, কুৎসিতা, শ্বাস কাসাদি সংযুক্তা, নিদ্রালু, অনর্থ-ভাষিণী, লোকের প্রতি দ্বেষকারিণী, পরনিন্দায় নিরতা, চৌর্য্যান্বিতা ও ধূর্ত্তা; যাহার নাসিকা দীর্ঘ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিক পরিমাণে লোমে আবৃত এবং চরিত্র বকের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তি কখন এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না। শৈশবাবস্থায় চরিত্র সম্যক্ না জানিয়া বিবাহের পর যদি গুণহীনা ও প্রগল্‌ভা বলিয়া জানিতে পারে, তবে সর্ব্বথা তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে রমণী স্বামীর পুত্রগণের প্রতি সতত নিষ্ঠুরাচরণ এবং অন্যের আনুকূল্য করে, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। মুনিসত্তমগণ! বিবাহ অষ্ট প্রকার,—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ, ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বই শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাব হইলেই পর পর করিবে।

দ্বিজোত্তমগণ ব্রাহ্ম বা দৈব বিবাহেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। কেহ কেহ ব্রাহ্মণের পক্ষে আর্যবিবাহও বিহিত বলিয়াছেন। প্রাজাপত্য প্রভৃতি পঞ্চপ্রকার বিবাহ গর্হিত, সুতরাং পূর্ব্ব-পূর্ব্বের অভাব হইলেই পর-পর বিবাহ করা জ্ঞানিগণের কর্ত্তব্য। দ্বিজগণ, উত্তরীয় সহ যজ্ঞোপবীতদ্বয়, সুবর্ণময় কুণ্ডল-যুগল, বৈণব দণ্ড, সজল কমণ্ডলু, উষ্ণীষ, নির্ম্মল ছত্র, পাদুকাযুগল এবং সুগন্ধ পুষ্পমালা ধারণ করিবে। সতত পবিত্র থাকিবে, কেশ ও নখ ছেদন করিবে, নিত্য অধ্যয়ন-শীল হইবে, গাত্রে চন্দনাদি লেপন এবং যথাবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। পরান্ন ও পরস্ত্রী বর্জ্জন করিবে, পাদ দ্বারা পাদপীড়ন করিবে না, উচ্ছিষ্ট লঙ্ঘন করিবে না। উভয় হস্তে নিজ মস্তক কণ্ডুয়ন করিবে না! পূজ্য বা দেবালয়ের প্রতিকূল গমন করিবে না। দেবার্চ্চন, আচমন, স্নান, ব্রত ও শ্রাদ্ধকালে মুক্তকেশ হইবে না এবং এক বস্ত্র ধারণ করিবে না। দুষ্টযানে আরোহণ করিবে না। বৃথা কলহ পরিত্যাগ করিবে। বিপ্রগণ অশ্বত্থ ও চতুষ্পথের প্রতিকূল গমন করিবে না। খলতা, অসূয়া, মাৎসর্য্য ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। পরপাপ ও স্বীয়পুণ্য প্রকাশ করিবে না। নিজ নাম, নিজ নক্ষত্র ও নিজ মান গোপন রাখিবে। দুর্জ্জনের সহ বাস করিবে না। অশাস্ত্রীয় বাক্য শ্রবণে পরাঙ্মুখ হইবে। ...গার, অক্ষক্রীড়া এবং গীতাদিতে অভিলাষ করিবে না। মার্গস্থিত, উচ্ছিষ্ট, শূদ্র, পতিত, ...ব, চিকিৎসক, চিতা, চিতাকাষ্ঠ, যূপ, চণ্ডাল ও দেবল ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিয়া, সবস্ত্র ...ন করিবে। দীপচ্ছায়া, খট্বাচ্ছায়া, তনুচ্ছায়া, কেশ-বস্ত্র, ঘটোদক, ছাগ ও মার্জ্জারের ...নু স্পর্শ করিলে পূর্ব্বপুণ্য বিনষ্ট হয়। শূর্পবায়ু, প্রেতধূম, শূদ্রান্নভোজন এবং যে ...নূঢ়াকন্যায় উপগত, তাহার সহ বাস দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। অসৎ শাস্ত্রে অভি-...বেশ, নখ-কেশভক্ষণ এবং উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না। গো, অশ্ব ও সভার প্রতিকূল ...মন করিবে না। মস্তক তৈলাক্ত করিয়া অবশিষ্ট তৈল দ্বারা অঙ্গলেপন, অশুচি হইয়া ...ম্বূল গ্রহণ, সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগরণ, অপবিত্র থাকিয়া অগ্নি গুরু বা দেবগণের পূজা, বাম ...স্ত বা এক হস্তে কিংবা পশ্বাদির ন্যায় বক্ত্র দ্বারা জলপান, গুরুর ছায়া বা আজ্ঞা লঙ্ঘন ...বং যোগী ব্রতী কিংবা যতিগণের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। হে মুনীশ্বরগণ! পরস্পরের ...রিহাস বাক্য প্রকাশ করিবে না। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে যথাবিধি যাগ করিবে এবং প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে দ্বিজাতিগণের যথাবিধি আহুতি দান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে দ্বিজ তাহা পরিত্যাগ করে, বুধগণ তাহাকে সুরাপায়ীর তুল্য বলিয়া থাকেন। দ্বিজগণ! অয়ন ও বিষুব সংক্রান্তিতে, যুগাদ্যাতে, অমাবস্যা ও প্রেতপক্ষে, মন্বাদি দিবসে, মৃতাহে, অষ্টকাত্রয়ে, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণে, নিখিল পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থানে এবং নবধান্য উৎপন্ন হইলে কিংবা কোন শ্রোত্রিয় গৃহাগত হইলে, গৃহী ব্যক্তি যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিবে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ঊর্দ্ধপুণ্ড্র না করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদাধ্যয়ন এবং পিতৃ-তর্পণাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, সকলই বৃথা হইয়া থাকে। কোন কোন মনীষী বলেন, শ্রাদ্ধে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ও তুলসীর প্রয়োজন নাই, এজন্য, যাহারা নিজ মঙ্গলাভিলাষী, তাহারা এই বিষয়ে বৃদ্ধগণের আচার গ্রহণ করিবে। স্মৃতি শাস্ত্রে ইত্যাদি কর্ম্ম কথিত আছে; এ সকল ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, সর্ব্ব প্রকার অভীষ্ট ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে, এজন্য

দ্বিজাতিগণের সম্যক্‌রূপে উহা পালন করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজোত্তমগণ। যাহারা, ঈদৃশ সদাচার-পরায়ণ, তাহাদিগের প্রতি ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হন এবং বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে তাহাদিগের অসাধ্য কি থাকে?

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! এক্ষণে গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি, ঐ কর্ত্তব্য সকল পালন করিলে, অখিল পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে। গৃহস্থ, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কেশ-কলাপ পরিষ্কার করিয়া, যাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিরোধী নহে, এরূপ জীবনোপায় বিষয় চিন্তা করিবে। দিবসে ও সন্ধ্যাত্রয়ে কর্ণে যজ্ঞোপবীত-স্থাপনপূর্ব্বক উত্তরাস্য হইয়া এবং রাত্রিকালে দক্ষিণাস্য হইয়া, মল-মূত্র পরিত্যাগ করিবে। বস্ত্র দ্বারা মস্তক এবং তৃণনিচয়ে ভূমিতল আবৃত করিয়া, করতলে কাষ্ঠখণ্ড বহন করত মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক মলত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পথে, গোষ্ঠে, নদীতীরে, তড়াগ বা কূপসন্নিকটে, দেবালয়ে, উদ্যানে, কর্ষিত ভূমিতে, চতুষ্পথে, ব্রাহ্মণ গো অশ্বত্থবৃক্ষ এবং স্ত্রীলোকের সমীপে এবং তুষ অঙ্গার নরকপাল ও জল ইত্যাদি স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না। শৌচ বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন রাখা কর্ত্তব্য, কারণ, শৌচই দ্বিজত্বের মূল। যে ব্যক্তি, শৌচাচার-বিহীন, তাহার নিখিল কর্ম্মই নিষ্ফল হয়। শৌচ দুই প্রকার,—বাহ্য ও আন্তর। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্য-শুদ্ধি এবং ভাব-শুদ্ধি হইলেই আভ্যন্তর শৌচ সম্পন্ন হইয়া থাকে। মলত্যাগান্তে লিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া, শৌচার্থ অনুচ্ছিষ্ট স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। যাবৎকাল পর্য্যন্ত লেপগন্ধ বিদূরিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক শৌচক্রিয়া কর্ত্তব্য। মূষিকাদি কর্তৃক উৎকীর্ণ, কিংবা লাঙ্গলোৎকীর্ণ মৃত্তিকা শৌচার্থ গ্রহণ করিবে না এবং জল মধ্যে অবস্থিত হইয়া, তথা হইতে মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক শৌচক্রিয়া করা নিষিদ্ধ। বাপী কূপ বা তড়াগ মধ্যেও বাহ্য মৃত্তিকা নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। লিঙ্গে তিন বার বা একবার, বৃষণে দুই বার, মলদ্বারে পাঁচ বার, বামহস্তে দশ বার, যুগপৎ উভয় হস্তে সপ্ত বার এবং প্রত্যেক পাদে তিন তিন বার করিয়া, মৃত্তিকা লেপন করিবে। লেপগন্ধ দূর করিবার জন্য গৃহস্থের এইরূপ মৃত্তিকাশৌচ বিহিত আছে। ব্রহ্মচারীর উহার দ্বিগুণ, বনস্থদিগের ত্রিগুণ ও যতিগণের চতুর্গুণ কর্ত্তব্য। হে মুনিবরগণ! মানবগণের স্ব-গ্রামেই সম্পূর্ণ আচার কর্ত্তব্য, পথিমধ্যে অর্দ্ধেক এবং রোগাবস্থায় বা মহা আপদ্‌কালে কোন নিয়ম নাই, জানিবেন; তৎকালে যেরূপে লেপগন্ধ দূর হয়, যত্নসহকারে সেই প্রকার শৌচ করিবে। স্ত্রীলোক ও অনুপনীত দ্বিজকুমারগণেরও যাহাতে লেপগন্ধ নাশ হয়, সেই প্রকার শৌচ জানিবেন। বিপ্রেন্দ্রগণ! বিধবা ও ব্রতস্থ যাবতীয় ব্যক্তিরই যতির ন্যায় শৌচ করণীয়। দ্বিজগণ, পূর্ব্বোক্ত প্রকার শৌচক্রিয়ান্তে সংযতেন্দ্রিয় ও সম্যক্ সমাহিতচিত্ত হইয়া

পূর্ব্বাস্যে কিংবা উত্তরাস্যে উপবেশনপূর্ব্বক আচমন করিবে। গন্ধ বা ফেনাদিশূন্য জল, বারত্রয় বা বার-চতুষ্টয় পান করিয়া, দুই বার কপোল ও তিন বার ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জনপূর্ব্বক ক্রমে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসারন্ধ্রদ্বয়, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা যথাক্রমে নেত্র ও কর্ণ-যুগল, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভিরন্ধ্র, করতল দ্বারা উরঃস্থল, সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক এবং করতল কিংবা অঙ্গুলিনিচয়ের অগ্রভাগ দ্বারা অংসদ্বয় স্পর্শ করিবে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! বিচক্ষণ মানব, এবংবিধ আচমনে অত্যুত্তম শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর স্নান করিয়া, গাত্রমার্জ্জনপূর্ব্বক তিল-তর্পণ ও সন্ধ্যা-সমাধানান্তে গায়ত্রী উচ্চারণ করত সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে। প্রাতঃকালে যাবৎ না সূর্য্য দর্শন হয় এবং সায়ংকালে যাবৎ না তারকা-নিচয় প্রকাশ পায়, তাবৎকাল গায়ত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। মানবগণ, মধ্যাহ্নকালেও সন্ধ্যোপাসনানন্তর পূর্ব্ববৎ সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট হইয়া, সম্যক্‌রূপে গায়ত্রী জপ করিবে। হে মুনিবরগণ! গৃহস্থের প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নকালে স্নান এবং কুশাঙ্গুরীয় ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মযজ্ঞ ও বেদ-বিহিত কার্য্য সকল আচরণ করা কর্ত্তব্য। যদি প্রমাদ বশতঃ দিবসে কর্ত্তব্য কর্ম্মের বাধ হয়, তাহা হইলে, রাত্রির প্রথম যামে যথাক্রমে সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে। যে দুর্বৃত্ত মানব, কোনরূপ আপদ্ না থাকিলেও সন্ধ্যা উপাসনায় পরাঙ্মুখ হয়, তাহার কোনরূপ কর্ম্মে অধিকার নাই, তাহাকে পাষণ্ড জানিবেন। যে ব্যক্তি কূটযুক্তিতে পারদর্শী হইয়া, সন্ধ্যাদি কার্য্য পরিত্যাগ করে, সে ঘোর পাপাচারীদিগের অগ্রগণ্য। অধিক কি, যাহারা সন্ধ্যাদিকার্য্য পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিলে, যতকাল গগনতলে চন্দ্র ও তারকানিচয় বিরাজমান থাকিবে, তাবৎকাল, আলাপকারী দ্বিজগণকে ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। গৃহী প্রত্যহ দেবপূজা, যথাবিধি বলিবৈশ্ব এবং মধুরবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক উপস্থিত অতিথিকে গন্ধাদিদানে সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়া কন্দ মূল ও অন্ন জল দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে; কারণ অতিথি ভগ্ন-মনোরথ হইয়া যাহার গৃহ হইতে পরাঙ্মুখ হয়, সেই অতিথি তাহার পুণ্য গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে স্বীয় পাপরাশি প্রত্যর্পণ করত গমন করিয়া থাকে। যাহার গোত্র ও নাম অজ্ঞাত, পণ্ডিতগণ তাহাকেই অতিথি বলেন। গৃহী ব্যক্তি তাহাকে বিষ্ণুবৎ বোধে সমুচিত সেবা করিবে। পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত প্রতিদিন স্বগ্রামবাসী বিষ্ণুপরায়ণ অনাথ কোন এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে ভোজ্যাদি দানে অর্চ্চনা করা বিধেয়। পঞ্চযজ্ঞত্যাগীকে বুধগণ ব্রহ্মহা বলিয়া থাকেন, এজন্য সর্ব্ব-প্রযত্নে প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ ইহাকেই সাধুগণ পঞ্চযজ্ঞ বলেন। দ্বিজগণ পঞ্চযজ্ঞাদি-কার্য্যাবসানে ভৃত্য ও মিত্রাদির সহিত বাগ্‌যত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। অভোজ্য ভোজন ও ভোজনকালে ভোজনপাত্র পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। আসনোপরি পাদতল স্থাপন বা অর্দ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া কিংবা মুখশব্দ করত যে ব্যক্তি ভোজন করে, বুধগণ তাহাকে সুরাপী বলিয়া থাকেন। যে মানব ভক্ষিত বস্তু পুনরায় ভক্ষণ করে, কিংবা মোদক ও ফলাদিতে প্রত্যক্ষ লবণ ভোজন করে, সে গোমাংসাশী বলিয়া কথিত হয়। বিপ্রগণ! জলাদি পেয়-বস্তুপানে কিংবা আচমনে শব্দ করিলে নরকগামী হইয়া থাকে। প্রতিদিন পথ্য অন্ন

ভোজন করিবে। অন্নদাতাকে ঘৃণা করিবে না। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! গৃহস্থ এইরূপে ভোজনের পর আচমনপূর্ব্বক শাস্ত্রচিন্তায় তন্মনাঃ হইবে। গৃহী ব্যক্তি রাত্রিকালেও অতিথি সমাগত হইলে কন্দ মূল ও ফলাদি এবং আসন ও শয্যাদানে তাহাকে যথাশক্তি সৎকার করিবে। হে বুধগণ! গৃহস্থ প্রতিদিন এইরূপ সদাচার-পরায়ণ হইবে। ঈদৃশ সদাচার ত্যাগ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকে। দ্বিজগণ নিজ কেশজাল শুক্লবর্ণ এবং শরীর-মাংস শিথিল দেখিয়া পুত্রের নিকট পত্নীকে রাখিয়া কিংবা পত্নীর সহিত বনে গমন করিবে। বনবাসকালে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান, নখ শ্মশ্রু ধারণ, তৃণশয্যায় শয়ন, পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ফলমূলমাত্র ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থাশ্রমী ব্যক্তি ব্রহ্মচারী সর্ব্বভূতে দয়াবান্, নারায়ণ-পরায়ণ এবং বেদাধ্যয়নে নিরত হইবে। গ্রাম্য পুষ্প বা ফল পরিত্যাগ করিবে। অষ্টগ্রাসমাত্র ভোজন করিবে এবং রাত্রিতে ভোজন করিবে না। বন্য তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করিবে। মৈথুন, নিদ্রা, আলস্য, পরনিন্দা এবং মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ করিয়া মনোমধ্যে নিরন্তর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান্ হরিকে চিন্তা করিতে থাকিবে। সর্ব্বদা চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণ, শীত-তাপাদিক্লেশসহন এবং অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে। যখন সকল বস্তুর * প্রতিই মানসিক বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, বিদ্বান্ মানব, তখনই সন্ন্যাস করিবে, বৈরাগ্য-অভাবে সন্ন্যাস করিলে পতিত হইবে। সন্ন্যাসী, সর্ব্বদা বেদান্তাভ্যাস-রত, শমদমসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয়, সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্ববর্জ্জিত, নিরহঙ্কার এবং মমতাবিহীন হইবে। সন্ন্যাসী, শমাদিগুণ-সম্পন্ন ও কামক্রোধবর্জ্জিত হইবে, উলঙ্গ থাকিবে বা জীর্ণ কৌপীন পরিধান করিবে, মুণ্ডিত মুণ্ড হইবে, শত্রু-মিত্র ও মান-অপমানে সমতাজ্ঞান করিবে। একদিনের অধিক গ্রামে থাকিবে না, তিন দিনের অধিক নগরে থাকিবে না, নিত্য ভিক্ষা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে! একান্নাশী হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মচারীরা যেমন পাঁচ বাড়ীর ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া ভোজন করে, সন্ন্যাসী সেরূপ করিবে না; একজনে যাহা ভিক্ষা দিবে, তাহাই ভোজন করিবে। চুল্লীর অঙ্গার পরিস্ফুত ও সমগ্র পরিবারের ভোজন ব্যাপার সমাহিত হইলে অর্থাৎ অপরাহ্ণে, সন্ন্যাসী, কলহাদিবর্জ্জিত উত্তম দ্বিজ-নিকেতনে ভিক্ষা করিতে পর্য্যটন করিবে। সন্ন্যাসী ত্রিকালস্নায়ী ও নারায়ণ-পরায়ণ হইবে, সংযতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় † থাকিবে, নিত্য প্রণব জপ করিবে। যে যতি একান্নাশী নহে বা কদাচিৎ লাম্পট্য করে, বহুশত প্রায়শ্চিত্তেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। হে বিপ্রগণ! সন্ন্যাসী যদি লোভযুক্ত, বা দম্ভযুক্ত হয় ত তাহাকে বর্ণাশ্রম-বিগর্হিত চাণ্ডালতুল্য জানিবে। সন্ন্যাসী আত্মাকে নারায়ণ ভাবিবে; আময়, দ্বন্দ্বদোষ, মমতা ও মাৎসর্য্য আত্মাতে নাই ভাবিবে; আত্মাকে শান্ত, মায়াতীত, অব্যয়, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সনাতন, নির্ম্মল, ও পরম জ্যোতির্ম্ময় মনে করিবে। ভাবিবে, আত্মার বিকার নাই, আদি নাই, অন্ত নাই; আত্মা জগতের চৈতন্যহেতু, গুণাতীত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উপনিষৎপাঠ, বেদার্থচিন্তা এবং

* মূলে 'বস্তুষু' পাঠ আছে, 'জন্তুষু' পাঠও আছে

† প্রত্যাবশ্যকত্ব-জ্ঞাপনই পুনরুক্তির ফল।

ইন্দ্রিয়জয় পুরঃসর সহস্রশীর্ষা দেবদেবের ধ্যান সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। যে সন্ন্যাসী মাৎসর্য্যাদি-বিহীন এবং এই প্রকার ধ্যাননিষ্ঠ, তিনি পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যে দ্বিজ ক্রমে এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম পালন করেন, যথায় গমন করিলে শোক হয় না, সেই পরম স্থানে তিনি গমন করেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মতৎপর মানবগণ, নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করত বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা সকলে উত্তম শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিলে নিখিল পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রাদ্ধকর্ত্তা মৃততিথির (শ্রাদ্ধদিনের) পূর্ব্বদিনে স্নান করিয়া একাহারী ও ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিবে, পর্য্যঙ্কে শয়ন করিবে না এবং পাত্রীয় ব্রাহ্মণদিগকে সায়ংকালে * নিমন্ত্রণ করিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা (শ্রাদ্ধদিনে) দন্তধাবন, তাম্বূল, তৈলমর্দ্দন, অধ্যয়ন এবং পরান্ন পরিত্যাগ করিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা এবং শ্রাদ্ধপাত্রান্নভোক্তা ব্রাহ্মণ উভয়েই শ্রাদ্ধের পর, সেই দিনে এক ক্রোশের অধিক গমন, কলহ, ক্রোধ, স্ত্রীসঙ্গ এবং দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া স্ত্রীসঙ্গ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ এবং নরকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ পাত্রীয় ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন সংযত থাকিবে। শ্রোত্রিয়, বিষ্ণুভক্ত, শাস্ত্রোক্ত-প্রকৃত-আচার-নিষ্ঠ, শান্তিগুণভূয়িষ্ঠ, সদ্বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিবে। রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জিত, ত্রিমধু বা ত্রিসুপর্ণ বেদজ্ঞ, পুরাণার্থ-বিশারদ, সর্ব্বভূতে দয়ালু, দেবপূজা-রত, স্মৃতিতত্ত্বাভিজ্ঞ, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বলোক-হিতকারী, কৃতজ্ঞ, গুণবান্, গুরুসেবারত এবং শাস্ত্রার্থকথন দ্বারা পরোপদেশ-পরায়ণ ব্রাহ্মণেরাই শ্রাদ্ধে নিয়োজয়িতব্য। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শ্রাদ্ধে যাহারা বর্জ্জনীয়, তাহাদিগের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। অঙ্গহীন, অধিকাঙ্গ, প্রায়শ রোগযুক্ত, কুষ্ঠী, কুনখী, লম্পট, ব্রতচ্যুত, নক্ষত্রপাঠজীবী (দৈবজ্ঞবিশেষ), শবদাহজীবী, অপবাদগ্রস্ত, পরিবেত্তা (জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহ না হইতে কৃতদার), দেবল, নিন্দক, ক্রোধী, ধূর্ত্ত, গ্রামযাজী, অসৎশাস্ত্রাভ্যাসী, পরান্নভোজী, বৃষলীসন্ততিপোষক, বৃষলীপতি, কুণ্ড, গোলক, অযাজ্যযাজক, দম্ভীর আচার-সম্পন্ন কিন্তু বৃথামুণ্ডিতমুণ্ড, পরদারাসক্ত, পরধন-পরায়ণ, বিষ্ণুভক্তিহীন, শিবভক্তিহীন, বেদবিক্রয়ী, স্মৃতিবিক্রয়ী, ব্রতবিক্রয়ী, মন্ত্রবিক্রয়ী, গায়ক, কাব্যকর্ত্তা, বৈদ্যশাস্ত্রোপজীবী, বেদনিন্দক, ব্রাহ্মণনিন্দক, নিত্যরাজসেবী, কৃতঘ্ন, শঠ, সদা অভিমানী, গ্রামদাহী, অরণ্য-

* মূলোক্ত 'নিশি' পদের অর্থ সায়ংকাল। অথবা নিশিপদের অন্বয় পূর্ব্বের সহিত। অর্থাৎ ব্রহ্মচারী ও ভূমিশায়ী হইয়া রাত্রিযাপন করিবে।

দাহী, অতিকামুক, রসবিক্রয়ী এবং কূটযুক্তি-রত ব্রাহ্মণগণ, শ্রাদ্ধে যত্ন-সহকারে বর্জ্জনীয়। ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ব্বদিন নিমন্ত্রণ করিবে অথবা (আগন্তুক শ্রাদ্ধে) সেই দিনেই নিমন্ত্রণ করিবে। ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে। হে সত্তমগণ! শ্রাদ্ধে সদ্ব্যবহও কর্ত্তব্য *। হস্তে কুশগ্রহণ করিয়া ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে (এই সব নিমন্ত্রণ, শ্রাদ্ধে পাত্রীয়-ব্রাহ্মণ হইবার জন্য, এ নিমন্ত্রণ এখন উঠিয়া গিয়াছে)। অনন্তর জ্ঞান-সম্পন্ন শ্রাদ্ধকর্ত্তা, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কুতপ মুহূর্ত্তে শ্রাদ্ধ করিবে। পঞ্চদশ-ভাগে বিভক্ত দিবসের অষ্টমভাগ, যে সময় হইতে সূর্য্যতেজ ক্রমেই মন্দ হইতে থাকে অর্থাৎ সূর্য্যের চরম উন্নতির সময়ই কুতপ-মুহূর্ত্ত, এই সময়ে পিতৃ-লোককে যাহা দান করা যায়, তাহাই অক্ষয়-ফলজনক। ব্রহ্মা, পিতৃগণকে অপরাহ্নকাল প্রদান করেন, অতএব ব্রাহ্মণগণ তৎকালেই শ্রাদ্ধ করিবেন। (এই বচন দ্বারা একোদ্দিষ্টের আর একটী কাল নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা নবম মুহূর্ত্ত।) হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ব্রাহ্মণেরা অসময়ে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে, সেই শ্রাদ্ধ 'রাক্ষস' নামে বিজ্ঞেয় এবং তাহা পিতৃগণের সন্নিহিত হয় না। সায়াহ্নে পিতৃগণের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা 'রাক্ষস' নামে অভিহিত হয় এবং সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও ভোক্তা উভয়েই নরকগামী হয়। হে বিপ্রগণ! মৃততিথি দুই দিন পাইলে, যে দিন শ্রাদ্ধকাল পাইবে, সেই দিন শ্রাদ্ধ করিবে। মৃততিথি যদি দুই দিনেই শ্রাদ্ধকালে পায় ত, কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বদিন এবং শুক্লপক্ষে পর দিনে শ্রাদ্ধ করিবে। পূর্ব্বদিনে শেষ বেলায় দুই মুহূর্ত্ত এবং পরদিন সায়ংকাল পর্য্যন্ত তিথি থাকিলে, নিখিলশ্রাদ্ধই পরদিনে কর্ত্তব্য। হে মুনীশ্বরগণ! পূর্ব্বদিনে দুই মুহূর্ত্ত তিথি থাকিলেও সেই দিনে শ্রাদ্ধ হইবে, এ কথা কেহ কেহ বলেন, কিন্তু তাহা সর্ব্বসম্মত নহে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! নিমন্ত্রিত বিপ্রগণ সমবেত হইলে, প্রায়শ্চিত্ত-পূত শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাঁহাদের নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। শ্রাদ্ধকার্য্যে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্ব-দেবতাদিগের জন্য দুই জনকে এবং পিতৃগণের জন্য তিন জন ব্রাহ্মণকে নির্দ্দিষ্ট করিবে। অথবা বিশ্বদেবতা ও পিতৃগণের জন্য এক এক জন ব্রাহ্মণ স্থির করিবে। শ্রাদ্ধে অনুজ্ঞাত শ্রাদ্ধকর্ত্তা, দুইটী মণ্ডল (রেখা বিশেষ) করিবে। ব্রাহ্মণের চতুষ্কোণ মণ্ডল, ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যের ত্রিকোণ মণ্ডল হইবে। শূদ্রের মণ্ডল রেখা করিতে হইবে না, জলছিটা দিলেই মণ্ডল করা হইবে। কথিত ব্রাহ্মণের অভাবে, ভ্রাতা, পুত্র, তদভাবে আপনাকেও শ্রাদ্ধীয় পাত্র করিবে, কিন্তু বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে পাত্র করিবে না। বিপ্রগণের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, তাহারা আচমন করিলে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করাইবে। পরে পরম প্রভু নারায়ণকে যথাবিধি পূজা করিবে। হে সত্তমগণ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যস্থলে ও দ্বারদেশে 'অপহতা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত তিলক্ষেপ করিবে। যবযুক্ত কুশময় আসন বিশ্বদেবদিগকে দান করিয়া পিতৃগণকে

* ক্ষণ—উৎসব বা কিঞ্চিৎকাল। প্রথম অর্থের অনুবাদ উপরে দিলাম। শেষ অর্থের অনুবাদ;—শ্রাদ্ধে উত্তম সময় গ্রাহ্য।

আসন প্রদান করিবে, অর্ঘ্যদান এবং আসনদানে ষষ্ঠী বিভক্তি, আহ্বানে দ্বিতীয়া বিভক্তি, অন্নদানে চতুর্থী বিভক্তি এবং অবশিষ্ট স্থলে সম্বোধন জানিবে। কুশাগ্রযুক্ত দুইটী পাত্র লইয়া তাহাতে 'শন্নো দেবী:' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত জল সেচন করিবে। 'যবোহসি' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া যবক্ষেপ এবং গন্ধপুষ্প প্রদান সেই পাত্রে করিবে। 'বিশ্বেদেবাস:' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া বিশ্বদেবতাদিগের আহ্বান করিতে হয়। 'যা দিব্যা:' ইত্যাদি মন্ত্রপূত উক্ত পাত্রস্থ অর্ঘ্য সমাহিতচিত্তে দান করিতে হয়। হে সত্তমগণ! গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা যথাশক্তি পূজা করা বিধি। এইরূপে পূজিত বিশ্বদেব-স্থলীয় ব্রাহ্মণদ্বয়ের বা ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা পাইয়া পিতৃগণের পূজা করিবে। তিলযুক্ত কুশময় আসন পিতৃগণকে দিবে। তৎপরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কুশাগ্রযুক্ত তিনটী অর্ঘ্যপাত্র লইবে। তারপর 'শন্নো দেবী:' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জল এবং 'তিলোহসি' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিল সেই পাত্রে নিক্ষেপ করিবে (গন্ধ পুষ্পাদিও দিবে)। শ্রাদ্ধকর্ত্তা একাগ্রচিত্ত হইয়া 'উশন্ত:' ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃগণের আবাহন করিবে। 'যা দিব্যা:' ইত্যাদি মন্ত্রপূত অর্ঘ্য পূর্ব্ববৎ প্রদান করিবে। হে সত্তমগণ! অনন্তর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র এবং অলঙ্কার দ্বারা যথাশক্তি তাঁহাদিগের পূজা করিবে। তৎপরে বিচক্ষণ শ্রাদ্ধকর্ত্তা ঘৃতযুক্ত অন্নগ্রাস লইয়া 'অগ্নৌ করিষ্যে' এই বলিয়া দেবপক্ষীয় এবং পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণের নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। 'অগ্নৌ করবৈ' এবং 'অগ্নৌ করবাণি' ইহাও স্থলবিশেষে বলিতে পারে। অনন্তর দেবপক্ষীয় এবং পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণেরা 'কুরুষ' এবং স্থলবিশেষে 'ক্রিয়তাং' অথবা 'কুরু' বলিয়া সাদরে অগ্নিকার্য্যে অনুজ্ঞা দিবেন। হে সত্তম দ্বিজগণ! অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বীয় গৃহোক্ত বিধি অনুসারে 'সোমায় পিতৃমতে' 'অগ্নয়ে কব্যবাহনায়' এই দুই পদের পর স্বাহা, নম: অথবা স্বধা যোগ করিয়া পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ-(সাগ্নিক কর্ত্তব্য)-রীতিক্রমে অগ্নিতে পূর্ব্বোক্ত অন্ন দ্বারা হোম করিবে। এই দুই আহুতি দ্বারাই পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন। অগ্নি অভাবে ব্রাহ্মণের হস্তে এই হোম বিহিত। হে দ্বিজগণ! আচারানুসারে ব্রাহ্মণের হস্তে বা অগ্নিতে হোম করা নিয়ম। যে সাগ্নিক নহে অথবা যাহার ভার্য্যা নিকটে নাই, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তি, অগ্নি স্থাপন করিয়া কার্য্য করিবার পর, সেই অগ্নি বিসর্জ্জন দিবে। হে বিদ্বগণ! স্বীয় গৃহোক্ত অগ্নি যাহার দূরে অবস্থিত, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, সেই ব্যক্তি সাগ্নিক পুরোহিত দ্বারা শ্রাদ্ধ করাইবে। নিজের অগ্নি দূরস্থিত অথচ পিত্রাদির মৃত তিথি উপস্থিত, এইরূপ স্থলে ভ্রাতৃগণই লৌকিক অগ্নি, ইহাই নিয়ম। ঔপাসন অগ্নি দূরে এবং ভ্রাতা নিকটে থাকিলে অপর অগ্নিতে অথবা অপর ব্রাহ্মণের হস্তে যে ব্যক্তি হোম করে, সে পাতকী অর্থাৎ ভ্রাতাই অগ্নি ইহা বোধ করিয়া তাহাতেই হোম করিবে। কোন কোন সত্তমগণের অভিপ্রায় এই যে, ঔপাসন অগ্নি দূরে থাকিলে ব্রাহ্মণের হস্তেই হোম করা বিধি, ইহা কিন্তু সমীচীন নহে। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই অগ্নিকার্য্য প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ বামোপবীতী হইয়া করিতে হয়। হুতাবশিষ্ট অন্ন হরিস্মরণ করত উভয় পক্ষের ব্রাহ্মণগণের পাত্রে অর্পণ করিবে। ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। একাগ্রচিত্তে দেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে অন্ন প্রদান করিবে।

তখন বলিবে 'হে মহাভাগ মহাবল বিশ্বদেবগণ! আপনারা আগমন করুন। যে শ্রাদ্ধে যাহারা নির্দ্দিষ্ট, সেই ব্রাহ্মণেরা সেই শ্রাদ্ধে মনোযোগী হউন' এই মন্ত্র এবং 'যে দেবাস' ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র দ্বারা দেব-পক্ষে প্রার্থনা করা বিহিত। এইরূপ 'যে চ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃপক্ষেও প্রার্থনা করা বিহিত। 'মূর্ত্তিহীন এবং মূর্ত্তিযুক্ত ধ্যানপরায়ণ যোগদর্শী দীপ্ততেজা পিতৃগণকে সতত নমস্কার করি।' হে বিষ্ণুভক্তগণ! পিতৃগণের নমস্কার এইরূপে করিয়া সেই কর্ম্মফল বিষ্ণুকে অর্পণ করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রদত্ত অন্ন মৌনী হইয়া ভোজন করিবে। ব্রাহ্মণেরা তখন হাস্য বা রোদন করিবেন না; করিলে, তদুদ্দেশে প্রদত্ত অন্নাদি অতি নিন্দনীয় হইয়া থাকে। আচার অনুসারে মধু এবং মাংসাদিও শ্রাদ্ধে প্রদেয়। ভোক্তা ব্রাহ্মণেরা পাকাদির নিন্দা ও প্রশংসা করিবে না। ভোজন-পাত্র স্পর্শ করিয়া আহার করিবে। সেই শ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণ যদি ভোজনপাত্র ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে শ্রাদ্ধঘাতক এবং নরকগামী হয়। ভোক্তা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পরস্পর সংস্পর্শ হইলেও অন্ন পরিত্যাগ করিবে না, ভোজন করিবে। পরে প্রায়শ্চিত্তাত্মক অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রাহ্মণগণের ভোজন সময়ে শ্রাদ্ধকর্ত্তা অনন্ত অপরাজিত বিষ্ণু-দেবের স্মরণ, রক্ষোঘ্নমন্ত্র, বৈষ্ণবমন্ত্র, পুরুষ-সূক্ত, ত্রিনাচিকেত-মন্ত্র, ত্রিমধুমন্ত্র, ত্রিসুপর্ণমন্ত্র, পাবমানী-সূক্ত, যথানির্দ্দিষ্ট যজুর্মন্ত্র এবং সামমন্ত্র বিশেষতঃ পৈত্র্যমন্ত্র পাঠ করিবে। আর ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মকথা পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণগণের ভোজন যাবৎ পরিসমাপ্তি না হয়, তৎক্ষণ এই সকল মন্ত্রাদি পাঠ করা বিধেয়। ব্রাহ্মণ ভোজনের পর বিকিরনিক্ষেপ, শেষান্নদান, প্রশ্ন এবং মধুসূক্ত জপ কর্ত্তব্য। তৎপরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বয়ং পাদপ্রক্ষালন এবং আচমন করিয়া ভোক্তা-ব্রাহ্মণের আচমনের পর পিণ্ডদান করিবে। অক্ষয্যদান এবং গোত্রবর্দ্ধন কামনা করিবার পর একাগ্রচিত্তে স্বস্তিবাচন করিবে। পাত্রচালনের পূর্ব্বে যাহারা স্বস্তিবাচন করে, তাহাদিগের পিতৃগণ এক বৎসর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া থাকে। 'দাতারো নো বিবর্দ্ধন্তাম্' ইত্যাদি স্মৃত্যুক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। অনন্তর তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। যথাশক্তি দক্ষিণা এবং গন্ধযুক্ত তাম্বূল প্রদান করিবে। অনন্তর 'স্বধা' উচ্চারণ করত ন্যুব্জপাত্র উত্থাপন করিবে। পরে 'বাজে বাজে' এই মন্ত্র পাঠ করত পিতৃপক্ষীয় এবং দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিবে।* শ্রাদ্ধভোক্তা এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তা উভয়েই সেই রাত্রে নারীসঙ্গ করিবে না, অধ্যয়ন এবং অধ্বগমন যত্ন-সহকারে বর্জ্জনীয়। পথিক, আতুর এবং দারিদ্র্য বশতঃ অসমর্থ ব্যক্তি আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে অথবা হোম করিবে। দ্রব্যের অভাবে এবং ব্রাহ্মণের অভাবে মাত্র অন্নপাক করিবে এবং পৈত্র্যসূক্ত পাঠ করত তদ্দ্বারা হোম করিবে। হে বিপ্রগণ! অতি দরিদ্র ব্যক্তি (শ্রাদ্ধের অভাবে) গোগণকে যথাশক্তি তৃণদান করিবে অথবা যথাবিধি স্নান করিয়া তিলতর্পণ করিবে; তাহাতেও অসমর্থ হইলে 'আমি দারিদ্র মহাপাপী' এই বলিয়া বিজন বনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিবে। যে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পরদিন পিতৃ-তর্পণ না করে, তাহার বংশনাশ ও ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!

* শ্রাদ্ধবিধির সুমীমাংসা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য করিয়াছেন।

যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রাদ্ধ করে, তাহার বংশনাশ অথবা কোন প্রকার ভীতি কদাচ হয় না। যাহারা শ্রাদ্ধে পিতৃপূজা করে, বিষ্ণুপূজাই তাহাদের করা হয়; কেননা, সনাতন বিষ্ণুই পিতৃগণ, দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরোগণ; তিনিই যক্ষ, সিদ্ধ এবং মনুষ্যগণ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন। অতএব দাতা, ভোক্তা সকলেই সনাতন বিষ্ণু। বিপ্রগণ! যাহা বর্ত্তমান, যাহা অতীত ও ভবিষ্যৎ, যাহা অদৃশ্য, যাহা দৃশ্য, তৎসমস্তই বিষ্ণুময় জানিবে; বিষ্ণু ভিন্ন আর কিছুই নাই। অতুলনীয় স্বভাব সর্ব্বভূতময় হব্যকব্য-ভোক্তা ভগবান্ অচ্যুতই জগতের আধার। পরম ব্রহ্ম দ-বাচ্য যে একমাত্র জনার্দ্দন সনাতন বিষ্ণু, তিনিই কর্ত্তা এবং কারয়িতা। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই উত্তম শ্রাদ্ধবিধি তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এইরূপে শ্রাদ্ধ করিলে পাপশান্তি হয়। মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ সময়ে নিত্য এই প্রকরণ পাঠ করে, তাহার পিতৃগণের সন্তোষ এবং বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—যাহা দ্বারা সমস্ত ধর্ম্মের সিদ্ধি হয়, সেই তিথি সমস্তের নির্ণয় ও প্রায়শ্চিত্তের বিধি বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। হে দ্বিজগণ! তিথির নির্ণয় না হইলে শ্রুতি-বিহিত এবং স্মৃতিবিহিত ব্রত, দান ও অন্য প্রকার যে সকল বৈদিক কার্য্য আছে, তাহা কিছুই সফল হয় না। উপবাস প্রভৃতি ব্রতে একাদশী, অষ্টমী, ষষ্ঠী, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা এবং তৃতীয়া এই সমস্ত তিথি পর-তিথির যোগে প্রশস্ত; * পূর্ব্ব-তিথির সহিত সংযুক্ত হইলে গ্রহণ করিবে না। এই সকল তিথি ভিন্ন যে সমস্ত তিথি, তাহা পূর্ব্বতিথির যোগে গ্রহণ করিবে। পঞ্চমীযুক্তা ষষ্ঠী, ষষ্ঠীযুক্তা সপ্তমী এবং একাদশী-যুক্তা দশমীতে কখনই উপবাস করিবে না। যে ব্যক্তি অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সপ্তমী এবং ষষ্ঠতিথিতে পূর্ব্বতিথির যোগে কার্য্য করে, সে নরকে গমন করে। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, তৃতীয়া ও নবমীতিথি, পূর্ব্বতিথির যোগে প্রশস্ত। সকল ব্রতেই শুক্লপক্ষ বিহিত এবং অপরাহ্ণ হইতে পূর্ব্বাহ্ণ অতিশয় শ্রেয় জানিবে। যদি ব্রতাদি-বিহিত তিথির পূর্ব্বাহ্ণ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ভগবান্ সূর্য্যের উদয়ের পরে দুই মুহূর্ত্ত গ্রহণ করিবে। নক্তব্রতে সর্ব্বদা প্রদোষ-ব্যাপিনী তিথিকে গ্রহণ করিবে। সূর্য্য যে নক্ষত্রখণ্ডে অস্ত গমন করেন, সেই নক্ষত্রখণ্ডে উপবাস করিবে। যে সমস্ত ব্রত, তিথি এবং নক্ষত্রের সংযোগে বিহিত হইয়াছে, সেই ব্রত, যে দিবস প্রদোষকালে তিথি লাভ হইবে, ঐ দিবসে করিবে; তাহাতে না করিলে বিফল হইবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে তিথি

---

* কোন কোন তিথি পরতিথির যোগে, কোন কোন তিথি পূর্ব্বতিথির যোগে গ্রাহ্য। এই ব্যবস্থা সর্ব্বত্র নহে, স্থলবিশেষে জানিবে। নক্ষত্রস্থলেও এইরূপ।

অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বের নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, ঐ তিথি নক্ষত্রবিহিত ব্রতে গ্রহণ করিবে। যদ্যপি উভয় দিনে অর্দ্ধরাত্রে নক্ষত্র লাভ হয়, তাহা হইলে বিহিততিথি-সংযুক্ত নক্ষত্রকে গ্রহণ করিবে। যদি উভয় দিনে অর্দ্ধরাত্রে নক্ষত্র এবং তিথি উভয়ই লাভ হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বদিন ও শুক্লপক্ষে পরদিনে কার্য্য করিবে। যদ্যপি তিথির হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিন ও পরদিন উভয়েই ব্রত করিবে। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র-যুক্ত মূলা, কৃত্তিকাযুক্ত রোহিণী, অনুরাধাযুক্ত জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে কার্য্য করিলে পুত্রাদি নষ্ট হয়। দিবাতে কর্ম্ম করিতে হইলে দিবাতেই অন্য তিথিযোগে কর্ম্ম করিবে। রাত্রিবিহিত ব্রতে রাত্রিতেই অন্যতিথির যোগে কর্ম্ম করিবে—এই বিশেষ। তিথি-নক্ষত্র উভয়ের যোগে যে তিথি পুণ্যজানিকারূপে উক্ত হইয়াছে এবং ঐ তিথিতে যে ব্রত কর্ত্তব্য, তাহা সেই তিথিতেই কর্ত্তব্য। শ্রবণাদ্বাদশীর ব্রতে দিবাপ্রাপ্ত শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীকে গ্রহণ করিবে। চন্দ্র এবং সূর্য্যের গ্রাস হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত যে যে তিথি থাকিবে, জপাদি কার্য্যে তাহাকেই গ্রহণ করিবে। এক্ষণে সমস্ত সংক্রান্তির পুণ্যকাল বলিতেছি। যাহারা ঐ পুণ্যকালে স্নান, দান এবং জপাদি করে, তাহাদিগের অক্ষয়ফল হয়। ঐ সকল সংক্রান্তির মধ্যে কর্কট সংক্রান্তিকে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি বলিয়া জানিবে। পণ্ডিতগণ দিবা কর্কট-সংক্রান্তির পূর্ব্বে ত্রিংশদ্দণ্ডকে পুণ্যকাল বলিয়াছেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অর্থাৎ দিবাতে বৃষ, বৃশ্চিক, সিংহ এবং কুম্ভ সংক্রান্তি হইলে সংক্রান্তির পূর্ব্বে ও পরে ষোড়শ দণ্ড পুণ্যকাল; ঐ পুণ্যকাল জপাদি কর্ম্মে গ্রহণ করিবে। দিবাতে তুলা কিংবা মেষসংক্রান্তি হইলে পূর্ব্বে ও পরে দশ দণ্ড পুণ্যকাল, ঐ পুণ্যকালে দান করিলে অক্ষয়ফল হয়। হে দ্বিজগণ! দিবাতে কন্যা, মিথুন, মীন অথবা ধনুঃ সংক্রান্তি হইলে সংক্রান্তির পর ষোড়শ দণ্ড পুণ্যকাল। মুনিগণ মকর সংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলিয়াছেন। ঐ মকর সংক্রান্তি যদ্যপি পূর্ব্বার্দ্ধরাত্রে হয়, তাহা হইলে সেই দিনের শেষার্দ্ধ পুণ্যকাল ও পর রাত্রির মধ্যে হইলে পরদিনের পূর্ব্বার্দ্ধ পুণ্যকাল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অর্থাৎ দিবা বিংশতি দণ্ড সময়ে মকরসংক্রান্তি হইলে, সংক্রান্তির পূর্ব্বে বিংশতিদণ্ড এবং পরে বিংশতিদণ্ড, এই চত্বারিংশদ্দণ্ড পুণ্যকাল। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! সূর্য্য কিংবা চন্দ্র যদ্যপি রাহুগ্রস্ত হইয়া অস্ত গমন করেন, তাহা হইলে পরদিন সূর্য্য ও চন্দ্রকে দর্শন করিয়া ভোজন করিবে। পবিত্র ধর্ম্মলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ অমাবস্যাকে দুই প্রকার বলিয়াছেন,—যাহাতে চন্দ্র দর্শন হয়, তাহার নাম সিনীবালী এবং যাহাতে চন্দ্র দর্শন হয় না, তাহার নাম কুহূ। উভয় দিন অপরাহ্নে অমাবস্যা না থাকিলে, সাগ্নিক দ্বিজগণ শ্রাদ্ধকর্ম্মে সিনীবালীকে গ্রহণ করিবে। শূদ্র, স্ত্রী এবং নিরগ্নিরা কুহূকে গ্রহণ করিবে। যদ্যপি অমাবস্যা উভয়দিনে অপরাহ্নে পায়, তাহা হইলে ক্ষীণাস্থলে পূর্ব্বদিন ও বর্দ্ধমানাস্থলে পরদিনে শ্রাদ্ধ করিবে। যদ্যপি মধ্যাহ্নের পরে অমাবস্যা হয়, তাহা হইলে, শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ ঐ অমাবস্যাকে ভূতবিদ্ধা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে স্থলে তিথির অতিশয় ক্ষয় বশতঃ পরদিনে অপরাহ্ণ প্রাপ্ত না হইয়াছে, সে স্থলে সায়াহ্নব্যাপিনী সিনীবালী তিথিকে গ্রহণ করিবে। যদ্যপি অল্প ক্ষয় হইয়া, মাত্র সায়াহ্নকাল প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও ঐ শ্রেষ্ঠা সিনীবালী তিথিকে সর্ব্বপ্রকারে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে গ্রহণ করিবে।

যে স্থলে তিথির অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া পরদিন অপরাহ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে স্থলে পিতৃ-কার্য্যে ভূতবিদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া, কুহূকে গ্রহণ করিবে। এইরূপ অল্প বৃদ্ধি হইলেও ভূতবিদ্ধাকে পরিত্যাগ করত পরদিনে অপরাহ্ণ-প্রাপ্ত কুহূকে গ্রহণ করিবে। যদ্যপি অমাবস্যা তিথি ত্রিধাবিভক্ত-দিনের উভয়দিনের মধ্যাহ্নের পর মুখ্যাপরাহ্ণ প্রাপ্ত হইয়া স্থিতা হয়, তাহা হইলে সামবেদীরা ইচ্ছানুসারে পূর্ব্বদিনে অথবা পরদিনে শ্রাদ্ধ করিতে পারে। হে প্রধান মুনিগণ। এক্ষণে অগ্ন্যাধান বলিতেছি। ঐ অগ্ন্যাধান অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে বিহিত; অতএব ঐ উভয় তিথিতে অগ্নিস্থাপন করিয়া, প্রতিপৎ-তিথিতে যাগ করিবে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, ঋগ্‌বেদীদিগের প্রাতঃকালে প্রাপ্ত অমাবস্যা ও পূর্ণিমার চতুর্থ ভাগের শেষভাগ এবং প্রতিপদের প্রাতঃকালে প্রাপ্ত চতুর্থ ভাগের প্রথম তিন ভাগ যাগের কাল। যে স্থানে শুদ্ধা সম্পূর্ণা একাদশী অথচ দ্বাদশীদিনে একাদশী কিঞ্চিৎকালও নাই এবং ত্রয়োদশীদিনে দ্বাদশীও নাই, সেস্থলে কিরূপ হইবে? গৃহস্থ পূর্ব্বদিন ও যতী পরদিন উপবাস করিবে; কেহ কেহ বলেন, ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিবে। যে স্থলে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা একাদশী পরদিন দ্বাদশীদিনে কিঞ্চিৎকাল না থাকে, ত্রয়োদশী-দিনে দ্বাদশী থাকে, সে স্থানে কিরূপ হইবে? সে স্থলে সকল ব্যক্তিই শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস করিবে; ইহাতে সংশয় নাই। কেহ বলেন, সে স্থলে পূর্ব্বদিন উপবাস করিবে, কিন্তু তাহার মত উত্তম নহে। পুত্রবান্ গৃহস্থ সংক্রান্তি, রবিবার এবং চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণে পারণ ও উপবাস করিবে না। যে ব্যক্তি রবিবারে দিবাতে, অমাবস্যা পূর্ণিমার রাত্রিতে, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীর দিবাতে এবং একাদশীতে দিবা এবং রাত্রিতে ভোজন করে, তাহাকে চান্দ্রায়ণব্রত করিতে হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি সূর্য্যগ্রহণের পূর্ব্বে চারি প্রহর ভোজন করিবে না। যদি ভোজন করে, তাহা হইলে মাংসভোজনের তুল্য হয়। চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্বে তিন প্রহর ভোজন করিবে না, যদি ভোজন করে, তাহা হইলে সুরাপান তুল্য হয়। সূর্য্য এবং চন্দ্র গ্রস্ত হইয়া, যদ্যপি অস্ত গমন করেন, তাহা হইলে পরদিন চন্দ্র এবং সূর্য্যকে দর্শন করত স্নান করিয়া ভোজন করিবে। অগ্ন্যাধান এবং যাগ ইহার মধ্যে যদ্যপি চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ হয়, তাহা হইলে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞশীল ব্যক্তিরা কিপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিবে? হে দ্বিজগণ! যদ্যপি চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহা হইলে 'নবনবো' এই মন্ত্র এবং 'আপ্যায়স্ব' এই মন্ত্র ও 'সোমপাস্ত' এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। সূর্য্যগ্রহণ হইলে 'আদিত্যং জাতবেদসং' 'আমাদ্য' এবং 'দোষবক্ষৈব' এই তিন মন্ত্রে হোম করিবে। যে পণ্ডিত ব্যক্তি স্মৃতিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক এইরূপে তিথির নিশ্চয় করিয়া ব্রতাদি করে, তাহার অক্ষয় ফল হয়। ধর্ম্ম বেদপ্রণিহিত, ধর্ম্ম দ্বারাই ভগবানের সন্তোষ হয়, অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা বিষ্ণুর সেই পরম পদকে প্রাপ্ত হন। যাহারা ধর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা বিষ্ণু-স্বরূপ; অতএব ভবব্যাধি তাহাদিগকে কখনই পীড়া দিতে পারে না।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—আমি প্রায়শ্চিত্তের বিধি কহিতেছি, তোমরা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। যিনি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আপনাকে পরিশুদ্ধ করিয়াছেন, তিনি সমস্ত কর্ম্মের ফল লাভ করিতে পারেন। হে দ্বিজগণ! যাহারা প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া যে সমস্ত কর্ম্ম করে, তাহারা ক্রিয়ার ফললাভ করিতে পারে না এবং সেই সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয়। স্বকীয় ধর্ম্মফললাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ কাম-ক্রোধাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক সমস্ত শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবে। যে সমস্ত ব্যক্তি নারায়ণ-পরায়ণ না হইয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাহারা নদীমধ্যস্থিত সুরাভাণ্ডের ন্যায়, কখনই পরিশুদ্ধ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণঘাতী, সুরাপ, সুবর্ণস্তেয়ী এবং গুরুতল্পগ, ইঁহারা মহাপাতকী; যে ব্যক্তি ঐ মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ করে, সে পঞ্চম মহাপাতকী। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল নিরন্তর পতিতের সহিত একত্র ভোজন, উপবেশন এবং শয়ন করে, তাহাকে পতিত ও সমস্ত কার্য্যে অনর্হ বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি অজ্ঞান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বধ করে, সে কৌপীনবস্ত্র ও জটাধারণ করত সেই হত ব্রাহ্মণের কপাল ধারণ করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! হত ব্যক্তির কপালের অলাভ হইলে অন্য কপাল এবং হত ব্যক্তির কোন দ্রব্য ধ্বজার দণ্ডে ধারণ করিয়া বনে গমন করিবে ও প্রতিদিন একবার বন্য ফলমূল ভোজন করিবে, ত্রিকালীন স্নান ও সম্যক্‌রূপে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। সম্যক্‌রূপে হরিকে স্মরণ করিবে, অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্য্য পরিত্যাগ করিবে এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাবৎকাল গন্ধ মাল্যাদি পরিত্যাগ করিবে। নানা তীর্থ এবং পবিত্র তীর্থাশ্রমে বাস করিবে। যদ্যপি বনের ফলমূল দ্বারা জীবনরক্ষা না হয়, তাহা হইলে গ্রামে ভিক্ষা করিবে। শরাবপাত্র ধারণ করত বিষ্ণুতৎপর হইয়া দ্বারদেশে গমন পূর্ব্বক 'আমি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি' এই কথা বলিবে। সাত জনের গৃহে ভিক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের অথবা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের নিকট ভিক্ষা করিবে। এই বস্তু মিষ্ট, এই বস্তু তিক্ত ইহা বিবেচনা না করিয়া একবার ভোজন করিবে। ব্রহ্মহা ব্যক্তি হরিপরায়ণ হইয়া এইরূপে দ্বাদশ বৎসরকাল ব্রত করিলে পাপ হইতে মুক্ত এবং সকল কর্ম্ম করিতে যোগ্য হয়। ব্রতকালের মধ্যে মৃগ কর্ত্তৃক অথবা রোগাদি দ্বারা হত হয়, তাহা হইলে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যদ্যপি গোরুর নিমিত্ত কিংবা ব্রাহ্মণের নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করে অথবা বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে অযুত সংখ্যক উত্তম গোরু দান করে, তাহাতেও পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মহা ব্যক্তি এই কয় প্রকার প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে এক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি দীক্ষিত ক্ষত্রিয়কে বধ করে, সে ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অথবা অগ্নিতে প্রবেশ কিংবা উচ্চদেশ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। দীক্ষিত ব্রাহ্মণকে বধ করিলে দ্বিগুণ ব্রত করিতে হইবে। আচার্য্য-প্রভৃতি-বধে চতুর্গুণ ব্রত উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ মাত্রকে হনন করিলে এক বৎসর মাত্র ব্রত করিবে। হে দ্বিজগণ! ব্রাহ্মণের এই প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল। ইহা ক্ষত্রিয়ের দ্বিগুণ, বৈশ্যের ত্রিগুণ জানিবে। পতিতগণ

বলিয়াছেন, যে শূদ্র ব্রাহ্মণকে বধ করে, তাহাকে মুষল দ্বারা বধ করিবে। শাস্ত্রে ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই ভিক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণীবধে অর্দ্ধ এবং কন্যাবধে পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অনুপনীতকে হনন করিলে ঐরূপ পাদ প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কে বধ করিয়া ছয় বৎসর কাল প্রাজাপত্য ব্রত করিবে এবং বৈশ্যকে বধ করিলে তিন বৎসর, শূদ্রকে বধ করিলে একবৎসর প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। দীক্ষিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী স্ত্রীকে হনন করিলে আট বৎসরকাল ব্রহ্মহত্যাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নিশ্চয়ই শুদ্ধ হইবে। হে মুনিসত্তমগণ! পণ্ডিতেরা বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রী, এবং বালক ইহাদিগের সকল স্থানেই অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। গৌড়ী, মাধ্বী এবং পৈষ্টী এই তিন প্রকার সুরা জানিবে। হে পণ্ডিতগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রী কেহই ঐ সুরা পান করিবে না। হে দ্বিজগণ! যদ্যপি পান করে, তাহা হইলে ক্ষীর, ঘৃত, অথবা গোমূত্র ইহার অন্যতমকে পাক দ্বারা অগ্নিতুল্য করিয়া স্নানের পর সজলবস্ত্রে শুদ্ধভাবে নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক কুড়ব পরিমিত পান করিবে। সাধারণ ধাতুপাত্র, লৌহপাত্র কিংবা তাম্রপাত্র দ্বারা পান করিয়া দেহত্যাগ করিবে। সুরাপ ব্যক্তি এইরূপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা না করিলে তাহাদিগের শুদ্ধি নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, অজ্ঞানপূর্ব্বক জলবুদ্ধিতে সুরাপান করিলে, সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মহত্যাব্রত আচরণ করিবে, কিন্তু তাহার চিহ্ন ধারণ করিবে না। যদ্যপি রোগনাশের জন্য ঔষধার্থ পান করে, তাহা হইলে তাহার পুনর্ব্বার উপনয়ন এবং দুই চান্দ্রায়ণ বিহিত *। পণ্ডিতগণ সুরামিশ্রিত অন্নভোজন, সুরাভাণ্ডস্থিত জলপান † এতদ্ভিন্ন সুরা দ্বারা আর্দ্র যে কোন বস্তুর ভক্ষণকে সুরাপানের তুল্য বলিয়াছেন। তাল, পানস, দ্রাক্ষ, খার্জ্জুর, মাধুক, শৈল, আরিষ্ট, মৈরেয়, নারিকেলজ, গৌড়ীসুরা এবং মাধ্বীসুরা এই একাদশ প্রকার মদ্য জানিবে। ব্রাহ্মণ এই একাদশ প্রকার মদ্যের মধ্যে কোন মদ্যই কখন পান করিবেন না। যে ব্রাহ্মণ ঐ সমস্ত মদ্যের মধ্যে যে কোন মদ্য অজ্ঞান পূর্ব্বক পান করে, তাহার পুনর্ব্বার উপনয়ন এবং তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত করিতে হইবে ‡। সমক্ষে হউক বা পরোক্ষে হউক, বলপূর্ব্বক হউক অথবা চৌর্য্য দ্বারা হউক, পণ্ডিতগণ পরদ্রব্যের অপহরণকে স্তেয় বলিয়াছেন। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি মনুপ্রভৃতি-মুনিগণ-পরিভাবিত এবং প্রায়শ্চিত্ত কথনের কারণ সুবর্ণের পরিমাণ বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ! গবাক্ষ দ্বারা সমাগত সূর্য্যকিরণের মধ্যে যে রজ দেখা যায়; তাহাকে ত্রসরেণু বলিয়াছেন। আট ত্রসরেণুর নাম লিক্ষ, তিন লিক্ষে এক রাজসর্ষপ, তিন রাজসর্ষপে এক গৌরসর্ষপ, ছয় গৌরসর্ষপে এক যব। তিন যবে এক কৃষ্ণল, পাঁচ কৃষ্ণলে এক

---

* রোগী ব্রাহ্মণের সুরাপান দ্বারা আপনের রোগের শান্তির নিমিত্ত জ্ঞানপূর্ব্বক পৈষ্টী-সুরাপানে উপনয়ন সংস্কারের সহিত চান্দ্রায়ণদ্বয় বিহিত।

† সুরাভাণ্ডস্থিত জলপান সুরাপানতুল্য; ইহা বারংবার পানস্থলে।

‡ রোগী ব্রাহ্মণের রোগশান্তির নিমিত্ত অজ্ঞানপূর্ব্বক গৌড়ী সুরাপানে পুনর্ব্বার উপনয়ন এবং তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত বিহিত।

মাষা। পণ্ডিতেরা ষোলমাষা পরিমিত কাঞ্চনকে সুবর্ণ বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি অজ্ঞানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের সুবর্ণ হরণ করে, সে দ্বাদশ বৎসর কাল কপাল এবং ধ্বজাধারণ ব্যতিরেকে পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মহত্যা-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। গুরু, যজ্ঞকারী, ধার্ম্মিক এবং শ্রোত্রিয় দ্বিজগণের সুবর্ণ হরণ করিলে, কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে? যে ব্যক্তি সুবর্ণচৌর্য্য দ্বারা পাপ করিয়াছে, সে অনুতাপপূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা আপনার সমস্ত দেহকে লেপন করাইবে। পরে গোময় দ্বারা ঐ দেহকে আচ্ছাদন করিয়া দগ্ধ করিবে, তাহা হইলে স্তেয়ের পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের সুবর্ণ অপহরণ করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অথবা আত্মতুল্য সুবর্ণ কিংবা তিন শত গোরু দান করিলে শুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সুবর্ণ হরণ করত পরে অনুতপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মণকে অর্পণ করে, তাহার কি প্রায়শ্চিত্ত বিহিত? হে ব্রহ্মন্! সে স্থলে দ্বাদশ দিন উপবাস স্বরূপ সান্তপনব্রত করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবে, তাহা না করিলে পতিত হইবে। সুবর্ণসদৃশ মূল্যবান্ রত্ন, আসন, মনুষ্য, স্ত্রী, ভূমি এবং ধেনু প্রভৃতির অপহরণ করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত। হে পরমসাধুগণ! যে ব্যক্তি ত্রসরেণু-পরিমিত কাঞ্চন অপহরণ করে, সে সাবধানপূর্ব্বক দুই বার প্রাণায়াম করিবে, তাহা দ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে। নিষ্কপ্রমাণ হেম হরণ করিলে তিন বার প্রাণায়াম, রাজসর্ষপ-প্রমাণ হরণ করিলে চারি বার প্রাণায়াম করিবে। হে পণ্ডিতগণ! গৌরসর্ষপ-প্রমাণ কাঞ্চন হরণ করিলে যথাবিধি স্নানের পর অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। হে দ্বিজগণ! যবপরিমিত সুবর্ণ অপহরণ করিয়া আপনার শুদ্ধির নিমিত্ত প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত বেদমাতা গায়ত্রীর জপ করিবে। কৃষ্ণলপ্রমাণ স্বর্ণের অপহরণে সান্তপনব্রতের আচরণ করিবে। মাষপরিমিত স্বর্ণের অপহরণে যে প্রায়শ্চিত্ত, তাহা বলিতেছি। তিন মাস কাল দেবতা পূজায় রত এবং নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া গোমূত্র দ্বারা পক্ব যব ভোজন করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। হে মুনিবরপ্রধান! সুবর্ণের কিঞ্চিৎ ন্যূন হরণ করিলে এক বৎসর গোমূত্রপক্ব যব ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ! সম্পূর্ণ সুবর্ণ হরণ করিয়া সাবধানপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। সুবর্ণ পরিমাণের ন্যূন রজতের অপহরণে সান্তপন-ব্রত করিবে, তাহা না করিলে পাপী হইবে। হে দ্বিজগণ! পণ্ডিত ব্যক্তি দুই হইতে দশ নিষ্ক পর্য্যন্ত রজত অপহরণ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। দশ হইতে এক শত নিষ্ক পর্য্যন্ত রজতের অপহরণে ঐ পাপের নাশক দুইটী চান্দ্রায়ণ করিবে। একশত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত তিন চান্দ্রায়ণ এবং সহস্রের অতিরিক্ত অপহরণ করিলে, ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। সহস্রনিষ্কপরিমিত উত্তম কাংস্য কিংবা উত্তম পিত্তল এবং অয়স্কান্তমণির অপহরণ করিলে, পরাকব্রত করিবে। রত্নপ্রভৃতির অপহরণে রজতস্তেয়ের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। এক্ষণে গুরুতল্পগামী ব্যক্তিদিগের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি। যে ব্যক্তি অজ্ঞান পূর্ব্বক আপনার মাতা কিংবা বিমাতাতে উপগত হয়, সে আপনিই আপনার মুষ্কদ্বয় ছেদন করিবে। পরে আপনার পাপ প্রকাশপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা মুষ্ক গ্রহণ করিয়া নৈর্ঋতদিকে গমন করিবে। কোন ব্যক্তিই ঐ গমনশীল পথিককে নিবারণ করিবে না। যে ব্যক্তি এইরূপে পশ্চাত্তাপ বর্জ্জন না করিয়া প্রাণান্ত পর্য্যন্ত গমন করে অথবা পাপ

প্রকাশ করিয়া উচ্চদেশ হইতে পতিত হয়, সেই ব্যক্তিই পাপ হইতে মুক্ত হয়। অজ্ঞান পূর্ব্বক সবর্ণা * এবং উত্তমবর্ণা স্ত্রী গমন করিলে দ্বাদশ বৎসর সাবধানে ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! যাহারা অজ্ঞানপূর্ব্বক পুনঃপুনর্ব্বার সবর্ণা কিংবা উত্তমবর্ণা স্ত্রীগমন করে, তাহারা শুষ্কগোময়বহ্নি দ্বারা আপনাকে দগ্ধ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়। যদ্যপি মাতাতে রেতঃসেকের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। রেতঃসেক হইলে আপনাকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। সবর্ণা কিংবা উত্তমবর্ণাতে বীর্য্যক্ষেপের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইলে সে স্থলে ষড়ব্দব্যাপক প্রাজাপত্যস্বরূপ ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। হে মুনে! ব্রাহ্মণ একবার পিতার ক্ষত্রিয়া ভার্য্যা গমনে বিক্ষুতৎপর হইয়া নয় বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। পিতার বৈশ্যাপত্নী গমন করিলে ছয় বৎসর প্রাজাপত্য ব্রত করিবে এবং পিতার শূদ্রাভার্য্যাগমনে তিন বৎসর ব্রত করিবে। যদ্যপি জ্ঞানপূর্ব্বক মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, আচার্য্যপত্নী, মাতুলানী, কন্যা এবং শ্বশ্রূ গমন করে, তাহা হইলে তাহার যে ফল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর †। দুই দিনমাত্র গমন করিলে যথাবিধি ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। একবার রেতঃসেক কিংবা বহুবার গমন করিলে, তিন বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। একবার গমন করিলে এক বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে। দুই দিন গমনে অগ্নি দ্বারা শরীরকে দগ্ধ করিলে শুদ্ধ হইবে; তাহা না করিলে শুদ্ধ হইবে না। হে সাধুশ্রেষ্ঠ মুনিগণ! যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক চণ্ডালপত্নী, পুক্কশী, পুত্রবধূ, ভগিনী, বান্ধবপত্নী এবং শিষ্যের পত্নীতে উপগত হয়, সে ছয় বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। যে ব্যক্তি অজ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল গমন করে, সে তিন বৎসর ব্রত করিবে। এক্ষণে আমি মহাপাতকীর সংসর্গে যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা বলিতেছি। যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আপনাকে পরিশুদ্ধ করিয়াছে, সে সমস্ত কর্ম্মের ফললাভে সক্ষম হয়। যে ব্রহ্মহা প্রভৃতি চারিজনের মধ্যে যাহার সহিত সংসর্গ করে, সে তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহা দ্বারাই ঐ সংসর্গীর পাপ নাশ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। যিনি ব্রহ্মহার সহিত সংসর্গ করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যার; যিনি সুরাপের সহিত সংসর্গ করেন, তিনি সুরাপান-প্রায়শ্চিত্ত; যিনি সুবর্ণস্তেয়ীর সহিত সংসর্গ করেন তিনি সুবর্ণহরণের এবং যিনি গুরুতল্পগের সহিত সংসর্গ করেন, তিনি গুরুতল্প-গমনের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যে ব্যক্তি অজ্ঞান পূর্ব্বক পাঁচদিন মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ করে, সে প্রাজাপত্যব্রত করিবে, তাহা না করিলে পাপী হইবে। দ্বাদশদিন সংসর্গ করিলে মহাসান্তপনব্রত, পঞ্চদশদিন সংসর্গে দশদিন উপবাস, একমাস সংসর্গে পরাকব্রত, দুই মাস সংসর্গে চান্দ্রায়ণ বিহিত। ছয় মাস সংসর্গ করিয়া তিন চান্দ্রায়ণ করিবে। কিঞ্চিৎ ন্যূন এক

* অজ্ঞানপূর্ব্বক সবর্ণাগমনে ব্রহ্মহত্যাব্রত—অভ্যাসস্থলে।

† এই সমস্ত স্বল্প অতিস্বল্প প্রায়শ্চিত্ত—কোনস্থলে অজ্ঞানপূর্ব্বক আরোহণমাত্রে, কোন স্থলে সম্বন্ধের দূরতা, কোনস্থলে সকৃৎ, কোনস্থলে অভ্যাস, কোনস্থলে বা ব্যভিচারিণী স্ত্রী গমন এইরূপ বিষয়ভেদ জানিবে।

ষৎসর সংসর্গে ষণ্মাস ব্রত করিবে। পণ্ডিতেরা জ্ঞান পূর্ব্বক সংসর্গে যথাক্রমে ইহারই দুই গুণ, তিন গুণ বলিয়াছেন। হে ব্রাহ্মণগণ! মণ্ডূক, নকুল, কাক, বরাহ, মূষিক, মার্জ্জার, ছাগ, মেষ, কুক্কুর এবং কুক্কুটদিগকে বধ করিয়া প্রাজপত্যের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে ব্যক্তি অশ্বহনন করে, সে তিন প্রাজাপত্য করিবে। হস্তীকে বধ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত করিবে এবং গোবধ করিলে পরাকব্রত করিবে। এই পরাকব্রত অজ্ঞানপূর্ব্বক বৈশ্যস্বামিক গোবধে জানিবে। পণ্ডিতগণ জ্ঞানপূর্ব্বক গোবধস্থলে কোনরূপ শুদ্ধি বলেন না; ইহার তাৎপর্য্য, যে ব্যক্তি জ্ঞান পূর্ব্বক বারংবার সাঙ্গবেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের বহুতর গোবধ করে, তাহার মরণ ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে ব্যক্তি যান, শয্যা, আসন, পুষ্প, মূল, ফল, ভক্ষ্য এবং ভোজ্যের অপহরণ করে, তাহার পঞ্চগব্য পান রূপ প্রায়শ্চিত্ত। শুষ্ক কাষ্ঠ, তৃণ, বৃক্ষ, গুড়, চর্ম্ম, কর্ম্মকারের যন্ত্র এবং আমিষের অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস; অভ্যাস অনভ্যাস, জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে জানিবে। টিট্টিভ (পক্ষী বিশেষ), চক্রবাক, হংস, কারণ্ডব, উলুক, সারস, কপোত, জালপাদ, কুক্কুট, বলাক, শিশুমার (শুশুক), কচ্ছপ, ইহার অন্যতমকে বধ করিলে দ্বাদশ দিন উপবাস করিবে। এই দ্বাদশ দিন উপবাস জ্ঞাতকৃত এবং পুনঃপুনর্ব্বার বিষয়ে। রেতঃ, বিষ্ঠা এবং মূত্রের ভোজনে প্রাজাপত্যব্রত করিবে। শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজনে তিন চান্দ্রায়ণব্রত বিহিত। এই প্রায়শ্চিত্ত অভ্যাসস্থলে জানিবে। রজস্বলা, চাণ্ডাল, মহাপাতকী, সূতিকা পতিত এবং উচ্ছিষ্ট-রজক প্রভৃতিকে উচ্ছিষ্ট হইয়া স্পর্শ করিলে সবস্ত্র স্নান এবং ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইয়া অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে। ইহাদিগের অন্যতমকে স্পর্শ করিয়া যদ্যপি অজ্ঞান বশতঃ ভোজন করে, তাহা হইলে তিন দিন পঞ্চগব্য পান করত উপবাস করিবে। হে দ্বিজগণ! দান, স্নান, জপ, ভোজন এবং যজ্ঞ ইহাদিগের মধ্যে যদি চাণ্ডালাদির শব্দ শ্রবণ করে, তাহা হইলে কিরূপ করিবে? হে পণ্ডিতগণ! ভোজন কালে চাণ্ডালাদির শব্দ শ্রবণে অন্ন বমন পূর্ব্বক স্নান করিয়া উপবাস করিবে এবং দ্বিতীয় দিনে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। হে মুনিসত্তমগণ! যদ্যপি ব্রতাদির মধ্যে চণ্ডালাদির শব্দ শ্রবণ করে, তাহা হইলে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। হে পরম সাধুগণ! দ্বিজ এবং দেবতাদিগের নিন্দা অপেক্ষা অতিরিক্ত আর পাপ নাই, এই পাপই সকল পাপ হইতে অধিক; যাহারা এই কার্য্য করে, তাহাদিগের সমস্ত শাস্ত্রেই প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিত গণ, মহাপাতকের তুল্য যে সমস্ত পাপ বলিয়াছেন, ঐ সমস্ত পাপের এইরূপে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে ব্যক্তি নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহারই সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, তাহা না হইলে পাপনাশ হয় না। যে ব্যক্তি রাগদ্বেষাদিশূন্য পাপ কার্য্য করিয়া অনুতাপ করে, যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর প্রতি দয়াবান্ এবং বিষ্ণুপরায়ণ; সে মহাপাতকযুক্ত হউক অথবা সমস্ত পাপ যুক্ত হউক, তৎক্ষণাৎ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়; যেহেতু বিষ্ণুই পরম তপস্যা। ভগবান্ সনাতন বিষ্ণুর স্মরণ, পূজন, ধ্যান কিংবা প্রণাম করিলে, তিনি পাপ সকল বিনষ্ট করেন। যদি কেহ পরম্পরায় কিংবা মোহপ্রযুক্ত হইয়াও হরিপূজা করে, তথাপি সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। একবার মাত্র বিষ্ণুস্মরণ করিলেই সমুদয় ক্লেশ বিনষ্ট হয়;

স্বর্গাদি ভোগ-বাসনা কেবল নিত্যসুখের বিঘ্নমাত্র। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যাঁহারা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হরিভক্তি সকলের পক্ষে সুলভ নহে; অতএব ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক হরিপূজা করাই ভববন্ধন-মোচনের প্রধান উপায়। ভগবান্ জনার্দ্দনের পূজা করিলে, সমুদয় বিঘ্ন বিনষ্ট হয়, চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মে এবং পরম মোক্ষপদ লাভ হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থই হরিপূজা-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সিদ্ধ হয়; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই মহাঘোর সংসারে, সকলেই মোহনিদ্রাভিভূত; তন্মধ্যে যাঁহারা হরির শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হন। রে মনুষ্যগণ! এই সামান্য মানুষী বৃত্তি লাভ করিয়া পুত্র দারা গৃহ ক্ষেত্র ধন ধান্য প্রভৃতি দ্বারা মুগ্ধ হইয়া বৃথা দর্প করিও না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, পরাপবাদ, নিন্দা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক হরিপূজা কর। সকল ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া জনার্দ্দনের পূজা কর; ঐ দেখ! কৃতান্তনগর নিকটেই দেখা যাইতেছে। যতক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত না হয়, যে পর্য্যন্ত জরা আসিয়া শরীর আক্রমণ না করে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণ বিকল না হয়, তন্মধ্যেই হরির অর্চ্চনা করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, এই অনিত্য শরীরে বিশ্বাস করেন না; কেননা, মৃত্যু নিত্যই সন্নিহিত এবং সম্পদ অত্যন্ত চঞ্চল। মৃত্যু যখন এই নশ্বর দেহের আসন্নপ্রায়, তখন দর্প করা উচিত নহে। যাহাদের সংযোগ আছে, তাহাদেরই বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য; জগতে সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর, ইহা বিবেচনা করিয়া সকলে জনার্দ্দনের পূজা করুন; তাহা হইলেই অতি দুর্লভ সেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবেন। কোন ব্যক্তি মহাপাতকযুক্ত হইলেও যদি ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা করে; তাহা হইলে সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। কেবল ভগবান্ নারায়ণের অর্চ্চনা করিলে, যে ফল লাভ হয়; সমুদয় তীর্থ-পর্য্যটন, সমুদয় যজ্ঞানুষ্ঠান এবং সাঙ্গবেদাধ্যয়নাদি দ্বারা তাহার ষোড়শাংশের একাংশও লাভ হইতে পারে না। কি বেদ, কি শাস্ত্র, কি তীর্থাভিষেক, কি তপস্যা, কি যজ্ঞাদি,—যাহাদের বিষ্ণুভক্তি নাই, কিছুতেই তাহাদের ফল লাভ হইতে পারে না। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! মহাত্মা নারদ, সনৎকুমারের নিকট প্রায়শ্চিত্ত সকল এইরূপে সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু, অনন্তমূর্ত্তি, নিরীহ এবং ওঙ্কারস্বরূপ; তিনি বেদান্তবেদ্য এবং ভবরোগের বৈদ্যস্বরূপ; যাঁহারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা অক্ষয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। পরমেশ্বর অনাদি, সর্ব্বাত্মা এবং অনন্তশক্তিসম্পন্ন; সর্ব্ব জগতের আধার, জ্যোতিঃস্বরূপ, অচ্যুতাখ্য এই নারায়ণের পূজা করিলে পবিত্র পরম পদ লাভ হয়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ কহিলেন,—আপনি বর্ণাশ্রমবিধি সম্যক্ বর্ণন করিলেন; একণে সুদুর্গ যমমার্গ কিরূপ, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই সংসারের দুঃখাগ্নি, তাহা বিনাশোপায় এবং ঐহিক নরক প্রভৃতি যথাক্রমে বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! শ্রবণ করুন, সুদুর্গম যমমার্গের বিষয় বলিতেছি। ইহা পুণ্যশীল লোকের নিকট সুখকর, কিন্তু পাপিগণের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর। এই পথ ষড়শীতি-সহস্র যোজন বিস্তৃত; পাপিগণ দেখিবা মাত্র ভয় পায়। দানশীল লোকেরা এই পথে সুখে গমন করে এবং অধার্ম্মিক লোকে অতি কষ্টে গমন করে। তাহাদিগকে যে সকল যাতন ভোগ করিতে হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পাপিগণ প্রেতশরীর ধারণ পূর্ব্বক বিবস্ত্র হইয়া দীনভাবে করুণ-স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে এই পথে গমন করে। তাহাদের কণ্ঠ, ওষ্ঠ, তালু প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া যায় এবং যখন দুর্দ্দান্ত যমকিঙ্করগণ প্রতোদ (চাবুক) প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে থাকে, তখন ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। আরও ভয়ের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই পথে কোথাও পঙ্ক, কোথাও অগ্নি, কোথাও উত্তপ্ত কর্দ্দম, কোথাও বা সন্তপ্ত বালুকারাশি পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে তীক্ষ্ণধার শিলা, মধ্যে মধ্যে অঙ্গারবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, জলবৃষ্টি, শস্ত্রবৃষ্টি, উষ্ণজলবৃষ্টি ও ক্ষার-কর্দ্দমবৃষ্টি হইতে থাকে। কোথাও বা উত্তপ্ত প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকে, কোথাও বা অত্যুষ্ণ কর্দ্দম বর্ষণ হইতে থাকে। কোন স্থান অতি নিম্ন, কোথাও বা অতি দুরারোহ কণ্টক বৃক্ষ ও গণ্ডশৈল; কোথাও বা গাঢ় অন্ধকার এবং কণ্টক পরিপূর্ণ। কোন স্থানে অত্যুচ্চ শিলাখণ্ডে আরোহণ করিতে হয়, কখন বা কন্দর মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। পথে সর্ব্বত্র শর্কর-লোষ্ট্র এবং সূচিতুল্য কণ্টক সকল বিক্ষিপ্ত আছে। স্থানে স্থানে শৈবাল এবং কীলক (খোঁটা) সকল প্রোথিত রহিয়াছে। পাপাত্মগণ এইরূপ বহু ক্লেশ অনুভব করিতে করিতে এই পথ অতিক্রম করে। তৎকালে কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, কেহ বা রোদন করিতে থাকে। যমকিঙ্করগণ, কাহাকেও বা পাশবদ্ধ করিয়া অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে করিতে এবং কাহারও কর্ণে, কাহারও নাসাগ্রে, কাহারও গলে, কাহারও হস্তে, কাহারও বা পদে রজ্জু দিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে; কাহারও শিশ্নাগ্রে, কাহারও নাসাগ্রে, কাহারও কর্ণে, লৌহভার ঝুলাইয়া দিয়া পাপিগণকে এই পথে লইয়া যায়। গমনকালে, কেহ কেহ পুনঃপুনঃ পতিত হইতে থাকে, আহত হইয়া কাহারও বা শ্বাস বদ্ধ হইয়া যায়, কাহারও চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন স্থান একবারে ছায়াজল-শূন্য; তথায় পাপিগণের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া যায়; তখন তাহারা আপন আপন দুষ্কর্ম্মের নিন্দা করিতে থাকে। হে মুনীন্দ্রগণ! যাঁহারা সুবুদ্ধি, ধর্ম্মিষ্ঠ এবং ধর্ম্মশীল, তাঁহারা যমমন্দিরে অতি সুখে গমন করেন। যাঁহারা অন্নদান করেন, তাঁহারা উত্তম স্বাদুবস্তু ভক্ষণ করিতে করিতে; যাঁহারা জলদান করেন, তাঁহারা ক্ষীরপান করিতে করিতে এবং যাঁহারা তক্র কিংবা দধিদান করেন, তাঁহারাও ক্ষীর পান করিতে করিতে সুখে গমন করেন। যাঁহারা

ঘৃত, মধু কিংবা ক্ষীরদান করেন, তাঁহারা সুধা এবং যাঁহারা শাক দান করেন, তাঁহারা পায়স ভোজন প্রাপ্ত হন। যাঁহারা দীপদান করেন, তাঁহারা দিব্যজ্যোতি প্রাপ্ত হন এবং বস্ত্রদায়ী ব্যক্তি, দিব্যবস্ত্র পরিধান করিয়া গমন করেন। যাঁহারা ভূষণ দান করেন, তাঁহারা দেবগণকর্তৃক পূজিত হন এবং যাঁহারা গোদান করেন, তাঁহারা সর্ব্বকাম-সমন্বিত হইয়া সুখে গমন করেন। যাঁহারা ভূমি কিংবা গৃহদান করেন, তাঁহারা সর্ব্বসম্পৎসম্পন্ন বিমানে আরোহণ করিয়া অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে গমন করেন। যাঁহারা অশ্ব, রথ কিংবা যানাদি দান করেন, তাঁহারা নানাবিধ ভোগসম্পন্ন বিমানে আরোহণ করিয়া যমালয়ে গমন করেন। বৃষদায়ী ব্যক্তি যানারূঢ় হইয়া এবং ফলদায়ী ও পুষ্পদায়ী ব্যক্তি অপ্সরোগণের সহিত পরম সন্তোষ লাভ করত গমন করেন। তাম্বুল-দায়ী ব্যক্তি হাস্যমুখে যমালয়ে গমন করেন। যাঁহারা মাতা, পিতা, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, যতী ও ব্রহ্মচারিগণের শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা অতি সুখে গমন করেন; এমন কি, দেবগণও তাঁহাদের সেবা করেন। সর্ব্বভূতে যাঁহারা দয়াবান্, তাঁহারা সর্ব্বভোগসম্পন্ন বিমানে আরোহণ করিয়া দৈবগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হন। যিনি বিদ্যাদানে রত, স্বয়ং পদ্মযোনি তাঁহার সেবা করেন এবং যিনি পুরাণপাঠক, মুনিগণ তাঁহার স্তব করেন। যমমার্গে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা এইরূপে সুখে গমন করেন এবং পাপাশয়েরা অতি দুঃখে এই পথ অতিক্রম করে। যম, শঙ্খচক্রগদাধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্নেহবশতঃ পুণ্যবান্ লোকদিগের অর্চ্চনা করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা মহাত্মা ও পরম বুদ্ধিমান্, আপনাদের নরকের জন্য কোন ভয় নাই, কারণ আপনারা, পর-কালের সুখের হেতু নিখিল পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন। এই মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি সুকৃতানুষ্ঠান না করে, সেই পাপীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তাহাকেই শাস্ত্রকারেরা আত্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই অনিত্য মনুষ্যশরীর লাভ করিয়া যে ব্যক্তি নিত্যকর্ম্ম সাধন না করে, সে ঘোর নরক প্রাপ্ত হয়; জগতে তাহার ন্যায় অচেতন আর কে আছে? এই শরীর সর্ব্বদা যাতনাময় এবং মলাদি দ্বারা পরিদূষিত; যে ব্যক্তি এই শরীরের প্রতি বিশ্বাস করে, সেই প্রকৃত আত্মঘাতী। ভূতগণের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী প্রাণিগণ, তাহাদের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান্, বিদ্বানের মধ্যে কৃতবুদ্ধি, কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তা, তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মবাদিগণ, ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে যাঁহারা নির্ম্মম এবং ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিত্য ধ্যান-পরায়ণ, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব প্রযত্নসহকারে ধর্ম্ম সংগ্রহ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; কেননা, ধর্ম্মশীল ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজিত হন। ধর্ম্মরাজ যম, পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণকে অগ্রে এইরূপে আদেশ করেন যে, "আপনারা সর্ব্বভোগসম্পন্ন পুণ্যস্থানে গমন করুন; যদি কিছু দুষ্কৃত থাকে; তাহা সেই স্থানেই পশ্চাৎ ভোগ করি-বেন।" এইরূপে তাহাদের সৎকার ও সদ্গতি প্রদানপূর্ব্বক, পাপিগণকে আহ্বান করিয়া কালদণ্ড হস্তে তাহাদের তর্জ্জন করেন। অনন্তর চিত্রগুপ্ত পাপিগণের নিকট আসিয়া গর্জ্জন করে। তাহার স্বর, প্রলয়কালীন সমুদ্রনির্ঘোষের ন্যায়, অঙ্গপ্রভা পর্ব্বতপ্রমাণ অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায়। তাহার বাবিংশতি হস্তে, নানাবিধ অস্ত্রসকল বিদ্যুতের ন্যায় শোভা

পায়। তাহার শরীর তিনযোজন বিস্তৃত, চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকা দীর্ঘ, দন্তগুলি দেখিবা মাত্র ভয় হয় এবং তাহার চক্ষুঃকোটর দীর্ঘিকার ন্যায়। মৃত্যু জরা প্রভৃতি তাহার সহচর এবং অন্যান্য যমদূতেরা সকলেই পাপিগণের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে। তখন তাহারা ভয়কম্পিত-হৃদয়ে আপনাদিগের দুষ্কর্ম্মের নিন্দা করিতে থাকে। তৎপরে যমের আজ্ঞানুসারে, চিত্রগুপ্ত পাপিগণের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন, "রে পাপাত্মা পাপাচারগণ! তোরা অহঙ্কারপূর্ব্বক, ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কি কি পাপকর্ম্ম করিয়াছিস এবং কামক্রোধাদি দ্বারা অন্ধ হইয়া নগর্ব্বে যে সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছিস্, তাহার কারণই বা কি? যাহা হউক, পূর্ব্বে যেমন হৃষ্টচিত্তে পাপ সকল করিয়াছিস্, তদনুসারে এখন যাতনাভোগ করিতে হইবে। এক্ষণে দুঃখ প্রকাশ করিলে, কোন ফল হইবে না। পুত্র, মিত্র, কলত্রাদির জন্য মহৎ পাপানুষ্ঠান করিয়াছিস্; তন্মধ্যে কর্ম্মবশে অতি দুঃখ ভোগ করিবার জন্য তোরা এখানে আনীত হইয়াছিস্; কিন্তু যাহাদের জন্য তোরা সেই সেই কর্ম্ম করিয়াছিস্, তাহারা অন্যত্র গমন করিয়াছে; সেই সকল পাপের ফল এখন তোদিগকেই ভোগ করিতে হইবে। রে দুরাচারগণ! তোরা পূর্ব্বে যে সকল পাপকর্ম্ম করিয়াছিস্, তাহারই ফল এখন পাইতেছিস্; এখন দুঃখ করিয়া আর কি হইবে? তোরা আপনার পূর্ব্বাচরিত কর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া দেখ্; ধর্ম্মরাজ, কখনই কাহারও প্রতি পক্ষপাত করেন না। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, ধর্ম্মরাজ সকলের প্রতিই সমবর্ত্তী।" পাপিগণ, চিত্রগুপ্তের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাদের পাপ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া নিষ্ফল হইয়া মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। আজ্ঞাকারী যমকিঙ্করগণ পাপিগণকে নরকে অতিবেগে নিক্ষেপ করে। এইরূপে তাহারা কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অবশেষে শেষ পাপের ফল ভোগ করিবার জন্য, স্থাবরাদি হইয়া মহীতলে জন্মগ্রহণ করে। ঋষিগণ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি দয়ার্ণব; আমাদের চিত্তে যে সংশয় উপস্থিত, তাহা আপনি ছেদন করিতে সমর্থ; যে হেতু আপনি ব্যাসের নিকট সমস্ত অবগত আছেন। ধর্ম্ম অনেক প্রকার, পাপও বহুবিধ এবং তাহার ফলভোগও দীর্ঘকালসাধ্য; ব্রহ্মার দিনান্তে লোকত্রয়ের নাশ হয় এবং দুইপরার্দ্ধ কালান্তে ব্রহ্মারও নাশ হয়। আর আপনি বলিলেন যে, যাহারা গ্রামাদি দান করে, তাহারা কল্প কোটি সহস্র তদীয় পুণ্যফল ভোগ করে; ইতি মধ্যে প্রাকৃত প্রলয়ে সমস্ত লোক বিনষ্ট হয়, কেবল একমাত্র জনার্দ্দন অবশিষ্ট থাকিবেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পাপাদির ভোগ কখনই সমাপ্তি হইতে পারে না। আপনি আমাদের এই প্রকার সংশয় ছেদন করুন। সূত কহিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা অতি গুহ্যতম। এক্ষণে অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ করুন; আমি সমস্তই বলিতেছি। ভগবান্ নারায়ণ, অক্ষয়, সনাতন, অনন্ত এবং পরম জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি বিশুদ্ধ, নির্গুণ, নিত্য এবং মোহবর্জ্জিত। তিনি নির্গুণ হইলেও পরমানন্দ স্বরূপ এবং গুণবান্। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি, তাঁহারই নামভেদ মাত্র। তিনি গুণোপাধিভেদে বিভিন্ন এই দেবত্রয়ে মায়া সংযোগ করিয়া নিখিল জগৎকার্য্য করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা-রূপে সৃজন, বিষ্ণুরূপে পালন এবং রুদ্ররূপে সংহার করেন। ব্রহ্মা-রূপী জনার্দ্দন, প্রলয়াবসানে

উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার এই চরাচরাত্মক বিশ্ব পূর্ব্ববতই সৃজন করেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! পূর্ব্বে স্থাবরাদি সমুদায় যেরূপে অবস্থিত ছিল, ব্রহ্মা পুনর্ব্বার ঠিক সেই রূপেই সৃষ্টি করিবেন; অতএব দেখা যাইতেছে যে, অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যভোগ্য। ভোগ না হইলে শতকোটি কল্পেও কর্ম্মক্ষয় হয় না; আচরিত শুভাশুভ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং জগন্ময়; যিনি পরিপূর্ণ, সনাতন এবং সর্ব্বকর্ম্মফল ভোগ করেন; যিনি এই বিশ্বের কারণ এবং যিনি গুণভেদে ব্যবস্থিত; তিনিই এই সমস্ত সৃজন, পালন ও সংহার করেন।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৯॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—জন্তুগণ এইরূপে কর্ম্মপাশবদ্ধ হইয়া স্বর্গাদি পুণ্যস্থানে পুণ্যভোগসুখ অনুভব করিয়া এবং পাপকর্ম্মের ফলে অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়া কর্ম্মাবসানে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। অনন্তর সর্ব্বভয়সঙ্কুল, মৃত্যু-বাধাদিযুক্ত স্থাবরাদি দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পল্লব, তৃণ প্রভৃতির নাম স্থাবর। ইহারা সর্ব্বদা মহামোহে সমাচ্ছন্ন থাকে। স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে বীজরূপে পৃথিবীতলে উপ্ত হয়, পরে জলসেকানন্তর সুসংস্কার এবং সামগ্রীবশে উষ্মা জন্মিয়া বীজ পাটিত হয়; তৎপরে মূলস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। মূল হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি, অঙ্কুর হইতে পর্ণ কাণ্ড লতারূপে পরিণত হয়; কাণ্ড হইতে কোরক, কোরক হইতে পুষ্পরূপ ধারণ করে। পুষ্পের মধ্যে কতকগুলি সফল ও কতকগুলি নিষ্ফল, কতকগুলি বা ফলের হেতুভূত হয়। সেই পুষ্প সকল প্রবৃদ্ধ হইলে তণ্ডুলাবধি তুষের উৎপত্তি হয়। সেই তুষ সকলে রবিকিরণ-সংযোগে ওষধিরস তুষমার্গে প্রবেশ করিয়া ক্ষীরভাব প্রাপ্ত হইয়া কালে তণ্ডুলরূপে পরিণত হয়। তণ্ডুল সকল দৃঢ় হইলে ওষধিগণ মরিয়া যায়। বনস্পতিগণও ওষধির ন্যায় উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষস্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং ভোক্তৃগণের সংস্কারবশে সংবৎসরের মধ্যে ফলবান্ হয়। এইরূপ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়াও বহুকাল ব্যাপিয়া বায়ুদ্বারা ভঞ্জন ছেদন, দাবাগ্নি দ্বারা দাহ এবং শীত, আতপ প্রভৃতি দ্বারা দুঃখ অনুভব করিয়া মরিয়া যায়। অনন্তর কৃমিযোনি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা দুঃখ অনুভব করে, ক্ষণেক জীবিত থাকিয়া পরক্ষণেই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, বলবান্ প্রাণিগণের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারে না। তাহারা শীত-বাতাদি ক্লেশ অনুভব করিয়া এবং সর্ব্বদা ক্ষুৎপীড়িত হইয়া মলমূত্রাদি মধ্যে সঞ্চরণ করত বহুতর দুঃখ অনুভব করে। অনন্তর তাহারাই পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ বাধা সহ্য করিয়া সর্ব্বদা বৃথা উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়; তাহারা নিত্য ক্ষতজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হয়, স্বীয় প্রসূতির প্রতিও অত্যাচার করে ও তৎকালে নানাবিষয়ে অনুরাগাদি জনিত ক্লেশ অনুভব করিতে থাকে। কোন জন্মে মাংসমেধ্যাদি ইহাদের ভোজন-সামগ্রী, কোন জন্মে বা কন্দ মূল ফল প্রভৃতি দ্বারা উদর পূর্ণ হয় এবং দুর্ব্বল প্রাণিগণের প্রতি হিংসানিরত হইয়া

নানাবিধ দুঃখ পাইতে থাকে। কোন জন্মে বা বায়ুমাত্র ভোজন করিয়া থাকে এবং পরপীড়াপরায়ণ হইয়া দুঃখ পায়। এইরূপ গ্রাম্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়াও কখন স্বজাতি-দের বিয়োগদুঃখ, কখন ভারবহন, কখন পাশবন্ধন, কখন তাড়না, কখন দাহ, কখন বা ধাবনাদিজনিত দুঃখ অনুভব করে। এই প্রকার বহুযোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ স্বীয় পুণ্যফলে, এতাদৃশ দুঃখ না পাইয়াও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও প্রথমে চর্ম্মকার, তৎপরে যথাক্রমে চণ্ডাল, ব্যাধ, রজক, কুম্ভকার, লৌহকার, সুবর্ণকার, তন্তুবায়, বণিক্, জটাশিখ প্রভৃতি নানাজাতি হইয়া পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং নানাজন্মে ধাবক, লেখক, ভৃতক, শাসন-হারক প্রভৃতির কর্ম্ম করে; কেহ দরিদ্র, কেহ হীনাঙ্গ, কেহ অধিকাঙ্গ হইয়া বহুবিধ দুঃখ পায়। এতদ্ভিন্ন জ্বর, তাপ, শীত, বাত, শ্লেষ্মা, গুল্মরোগ, পাদরোগ, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, গর্ভরোগ, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি আরও নানা দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আরও মনুষ্যজন্মের মধ্যে প্রথমে; স্ত্রী-পুরুষের মৈথুনাবসানে যখন জরায়ু মধ্যে রেতঃ প্রবেশ করে, সেই সময়ে জন্তুও কর্ম্মবশে শুক্রের সহিত জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া শুক্র ও শোণিতের সহিত কললে প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময়ে জীব প্রবেশ করে, জীবপ্রবেশের পঞ্চম দিনাবধি কলল আরব্ধ হয় এবং অর্দ্ধমাসে কলল সম্পূর্ণ হয়। এক মাস হইলে প্রাদেশ-পরিমিত হয়; তদবধি চৈতন্যসত্বেও জননীর উদরে বায়ুবেগে এবং দুঃসহ তাপাদিক্লেশ প্রযুক্ত এক স্থানে থাকিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। দুই মাস হইলে সম্পূর্ণ পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়; তিন মাসের পর, করচরণাদি অবয়ব সকল লক্ষিত হয়। চারি মাস গত হইলে অবয়বসন্ধি সকল পরিস্ফুট; পঞ্চম মাসে নখ এবং ষষ্ঠমাসে নখসন্ধি পরিস্ফুট হয়; সপ্তম মাস গত হইতে রোমোদ্গম হয়। অষ্টম মাসের প্রারম্ভে চৈতন্য পরিস্ফুট হয়; তখন নাভিসূত্র দ্বারা তাহার শরীর পুষ্ট হয়। এই সময়ে তদীয় শরীর, অমেধ্য মূত্রাদি দ্বারা সিক্ত, জরায়ুবদ্ধ এবং রক্ত, অস্থি, কৃমি, বসা, মজ্জা, স্নায়ু, কেশাদি দ্বারা পরিদূষিত হইয়া অত্যন্ত কুৎসিত হয় ও মাতৃভুক্ত কটু, লবণ, উষ্ণ, রুক্ষ প্রভৃতি রস দ্বারা অতি পীড়িত হয়। এই সময়ে দেহী, আপনাকে ঈদৃশ দুঃখে দহ্যমান দেখিয়াও পূর্ব্বজন্মানুভূত দুঃখসমূহ স্মরণ করিয়া মনে মনে এইরূপ বিলাপ করে। "হায় আমি অতি পাপাসক্ত; আমি পূর্ব্বজন্মে, স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, ধান্য প্রভৃতিতে অত্যাসক্ত হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণের জন্য, নানা উপায়ে পরধন পরক্ষেত্র প্রভৃতি হরণ করিয়াছি এবং কামান্ধ হইয়া পরস্ত্রীহরণাদি করিয়া মহাপাপ আচরণ করিয়াছি। সেই সকল পাপকর্ম্মের ফলে, আমি একাকী বিবিধ নরকদুঃখ অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার স্থাবরাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া মহৎ দুঃখ পাইয়াছি। সম্প্রতি জরায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দুঃখে অন্তর দগ্ধ হইতেছে এবং বহির্ভাগেও তাপাদি দ্বারা অঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু আমি স্বয়ং পাপানুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের পোষণ করিয়াছি; সেই পুত্র কলত্রাদি এখন কোথায়? তাহারা আপনাদের কর্ম্মবশে অন্যত্র গমন করিয়াছে। হায়! দেহিগণের কি দুঃখ? পাপ হইতেই এই দেহের উৎপত্তি, অতএব পাপকর্ম্ম করা উচিত নহে। আমি ভৃত্য মিত্র কলত্রাদির জন্য পরদ্রব্য হরণ করিয়া সেই পাপে জরায়ু মধ্যে এখন দগ্ধ

হইতেছি। পূর্ব্বজন্মে অন্যের সম্পৎ দেখিয়া যেরূপ অসূয়াসন্তপ্ত হইয়াছিলাম; এখন তাহার প্রতিফলস্বরূপ গর্ভাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতেছি। পূর্ব্বে কায়মনোবাক্যে পরপীড়া প্রদান করিয়াছি, সেই পাপে এখন ঈদৃশ কষ্ট পাইতেছি।" দেহী, এইরূপ বিলাপ করিয়া স্বয়ং আপনাকে আশ্বাস প্রদান করে। অনন্তর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে,—"আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা সৎসঙ্গে থাকিব, বিশুদ্ধচিত্তে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব এবং জগদাধার, সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ, লক্ষ্মীপতি নারায়ণের—সুরাসুর-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগ-মুনি-কিন্নর প্রভৃতি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত চরণযুগল পূজা করিয়া সংসার-চ্ছেদনের কারণভূত, বেদরহস্য এবং উপনিষদাদি দ্বারা পরিস্ফুট, সকল-লোকপরায়ণ ভগবানকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এই দুঃখসংসার অতিক্রম করিব।" অনন্তর প্রসবকাল সমাগত হইলে, গর্ভস্থিত দেহী বাহ্যবায়ু দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া জননীকে মহতী প্রসব-যন্ত্রণা প্রদান করত যোনি-মার্গে নিষ্ক্রান্ত হয়। তৎকালে যোনি-যন্ত্র-পীড়িত হইয়া যুগপৎ সকল যাতনা অনুভব করিয়া একবারে সংজ্ঞাবিহীন হইয়া যায়। তদনন্তর বাহ্যবায়ু তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করে, বাহ্যবায়ু স্পর্শ হইবামাত্র, পূর্ব্বস্মৃতি বিনষ্ট হয়। তখন পূর্ব্বানুভূত কিছুই স্মরণ হয় না এবং অজ্ঞান বশতঃ বর্ত্তমান অবস্থাও কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মহৎ দুঃখ অনুভব করে। অনন্তর জন্তুগণ বাল্যকালে স্বীয় মলমূত্রাদি দ্বারা লিপ্তদেহ হইয়া আধ্যাত্মিক দুঃখে পীড়িত হইয়াও কিছুই বলিতে সমর্থ হয় না। অনুদিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত হয়। যখন তাহারা ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া রোদন করে, তখন জননী শিশুর গলাদি-বেদনাভয়ে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং যখন তাহারা অঙ্গবেদনাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া রোদন করে, তখন (ক্ষুধা হইয়াছে) ভাবিয়া জননী স্তনদুগ্ধ দান করিতে যত্ন করেন। এইরূপ সর্ব্ববিষয়ে পরাধীন হইয়া যন্ত্রণা পায়, এমন কি, দংশ মশকাদিও নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া মহৎ কষ্ট পায়। অনন্তর পিতা মাতা ও ক্রমে উপাধ্যায়ের তাড়না সহ্য করিতে হয়। কখনও ভ্রমণ, কখনও পাংশু পঙ্ক ভস্মাদির সহিত ক্রীড়া এবং কখনও কলহ ইত্যাদি বহুব্যাপারে বহুবিধ আধ্যাত্মিক দুঃখ অনুভব করে। অনন্তর যৌবন সময়ে, ধনোপার্জ্জন ধনরক্ষা এবং ধনব্যয়াদির জন্য মায়ামুগ্ধ হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পায়। কখনও বা কাম-ক্রোধাদি দ্বারা চিত্ত এরূপে দূষিত হয় যে, সর্ব্বদা অসূয়া-পরায়ণ হইয়া পর-ধন ও পরস্ত্রী-হরণের উপায় চিন্তা করে। কখনও বা পুত্র মিত্র কলত্রাদির ভরণপোষণের উপায় চিন্তায় ব্যস্ত থাকিয়া দুঃখানুভব করে এবং পুত্রাদির ব্যাধি উপস্থিত হইলে সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রোগক্লিষ্ট পুত্রাদির সমীপে বসিয়া স্বয়ং আধ্যাত্মিক দুঃখে পরিপ্লুত হইয়া এই প্রকার চিন্তা করে। "হায় হায়, গৃহকর্ম্ম ও কৃষিকর্ম্ম কিছুই করা হইল না, আমার অনেকগুলি পরিবার, কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে? আমার মূলধন নাই, বৃষ্টিও হইতেছে না; এদিকে অশ্বটা কোথায় পলায়ন করিল; গাভীগণ কেন এখনও আসিল না; আমার সন্তানগুলি অতি শিশু; আমি স্বয়ং ব্যাধিগ্রস্ত; ধনসম্পত্তিও কিছুই নাই; ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ না করাতে কৃষিকর্ম্মও নষ্ট হইয়াছে। পুত্র সকল নিত্য রোদন করিবে; গৃহটী স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে; বন্ধুগণ দূরদেশে গমন করিয়াছে; একে জীবনযাত্রার কোন উপায় নাই, তাহাতে আবার রাজপীড়া ভয়ানক,—এদিকে শত্রু

সকল আমার অপকার করিতেছে, কি উপায়ে তাহাদিগকে জয় করিব? আমি কার্য্যাক্ষম হইয়াছি; এ আবার কে অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল!" এইরূপ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়াও স্বীয় দুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না, আপনাকে শত শত ধিক্কার প্রদান করে এবং 'বিধাতা কি জন্য আমাকে ঈদৃশ ভাগ্যহীন করিয়াছেন?' বলিয়া তাঁহার নিন্দা করে। অনন্তর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে শরীর জরাগ্রস্ত এবং ব্যাধি, অধৈর্য্য, অন্ধত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা কম্পিত হইতে থাকে। তৎকালে খাসকাসাদি নানা পীড়া উপস্থিত হয়, শ্লেষ্মায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। তাহাকে ঈদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া স্ত্রী পুত্রাদি সকলে যখন ভর্ৎসনা করে, তখন 'কখন আমার মৃত্যু হইবে' এই চিন্তায় নিমগ্ন হয় এবং 'আমি মরিলে আমার গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতি পুত্রগণ কিরূপে রক্ষা করিবে? না জানি কাহার হস্তে পতিত হইবে? আমার ধন, হয় ত কেহ অপহরণ করিবে; তাহা হইলে পুত্রগণের জীবনযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে?' এইরূপ মমতা-দুঃখে পরিপ্লুত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। তৎকালে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে, যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করে, ক্ষণকাল পরেই তাহা বিস্মৃত হয় এবং পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়াও আবার তখনই বিস্মৃত হইয়া যায়। অনন্তর মৃত্যুকাল আসন্নপ্রায় হইলে, নানাবিধ ব্যাধি দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া আন্তরিক দুঃখ অনুভব করে এবং কখন শয্যায়, কখন মঞ্চে, এই প্রকার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া "একটু জল দাও" বলিয়া সকলের নিকট দীনভাবে প্রার্থনা করে। তাহার প্রার্থনা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন—"জ্বরাবিষ্ট রোগীদের পক্ষে জল দেওয়া অনিষ্ট-কারক" এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের প্রতি অতি ক্রোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে হতচৈতন্য হইয়া যায়। ক্রমে হস্তপদাদি আকর্ষণ করিতেও অক্ষম হইয়া পড়ে; তখন বন্ধুগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে থাকে। তখন বাক্‌শক্তি নষ্ট হয়, "আমার উপার্জ্জিত ধন কে ভোগ করিবে?" এই ভাবিয়া রোদন করিতে থাকে। অনন্তর ক্রমে গলদেশ ঘুরঘুর করিয়া প্রাণ বহির্গত হয়; তখন যমদূতেরা আসিয়া পাশবদ্ধ করিয়া ভর্ৎসনা করিতে করিতে লইয়া যায় এবং পূর্ব্ববৎ নরকাদি দুঃখভোগ করিতে থাকে। হে দ্বিজগণ! এই হেতু সংসাররূপ-দাবাগ্নি-পরিতাপিত ব্যক্তি, পরমজ্ঞান অভ্যাস করিবে; জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ হয়। যাহারা জ্ঞানশূন্য, তাহারাই পশু; অতএব সংসার হইতে মোক্ষ লাভ করিবার জন্য পরমজ্ঞান অভ্যাস করিবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্মসাধক মনুষ্যজন্ম পাইয়াও হরিপূজা না করে; তদপেক্ষা অচেতন আর কে আছে? হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ইহা অপেক্ষা কি আশ্চর্য্য হইতে পারে যে, সর্ব্বকামপ্রদ হরি থাকিতে, মনুষ্যেরা এত যাতনা ভোগ করে? যাহারা জ্ঞানহীন, সর্ব্বকামপ্রদ জগন্নাথ নারায়ণ বিদ্যমান থাকিতে, তাহারাই নরকে পতিত হয়। এই শরীর হইতে সর্ব্বদা মূত্রপুরীষাদি ক্ষরিত হইতেছে, ইহা অতি অনিত্য; যাহারা ইহাকে নিত্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা কি মোহান্ধ? রক্তমাংসাদি-নির্ম্মিত, এই শরীর প্রাপ্ত হইয়া, যাহারা সংসার-বিনাশক বিষ্ণুর উপাসনা না করে, তাহারা ঘোর পাতকী। কি আশ্চর্য্য! হরিধ্যানরত চণ্ডালও মহাসুখী। মনুষ্যগণ কি মূর্খ? যেহেতু তাহারা আপনার দেহ হইতে মলমূত্রাদি নির্গত হইতে দেখিয়াও উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না! মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ, দেবতারাও ইহা প্রার্থনা

করেন ; অতএব তাহা পাইয়া পরলোকের নিমিত্ত যত্ন করা বিচক্ষণের কার্য্য। যাঁহারা অধ্যাত্মধ্যান-সম্পন্ন এবং হরিপূজা-পরায়ণ, তাঁহারা পুনরাবৃত্তি-রহিত পরম স্থান প্রাপ্ত হন। যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যাঁহাতে সর্ব্বজগৎ লয় প্রাপ্ত হয়, যিনি সংসারের মোচনকর্ত্তা ; নির্গুণ হইয়াও যিনি পরমানন্দস্বরূপ ও গুণবান্ বলিয়া প্রতীয়মান হন ; সেই দেবেশের সম্যক্ অর্চ্চনা করিলে সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয়।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—ভগবন্! আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় বর্ণন করিলেন। সংসারপাশাবদ্ধ লোকগণের বহুতর দুঃখ শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সংসার-পাশ কিরূপে ছিন্ন হইতে পারে? কি উপায়ে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়? তাহাই বলুন। প্রাণিগণ প্রতিদিন কর্ম্মসমূহ করিতেছে এবং সেই সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে ; কিরূপে তাহা বিনষ্ট হয়? কর্ম্ম হইতে দেহপ্রাপ্তি হয়, দেহ-প্রাপ্তি হইলেই কামনা আসিয়া উপস্থিত হয়, কামনা হইতে লোভের উৎপত্তি, লোভ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে ধর্ম্মনাশ, ধর্ম্মনাশ হইতে মতিভ্রম হয় ; বিনষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি পুনঃ পাপকর্ম্ম করে। অতএব দেহের মূলকারণ পাপ এবং দেহ সর্ব্বদা পাপ-কর্ম্মে রত হয়। এক্ষণে কি উপায়ে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়, তাহাই বলুন। সূত বলিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা পরম সাধু ; আপনাদের মতি, অতি নির্ম্মলা ; যেহেতু এই সংসারদুঃখের বিনাশোপায়ে চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া, ব্রহ্মা সর্ব্বজগৎ সৃজন করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং রুদ্র বিনাশ করেন, তিনিই মোক্ষদাতা। মহদাদি করিয়া, বিশেষ পর্য্যন্ত যাঁহার প্রভাবে সৃষ্ট হয় ; সেই অনাময় নারায়ণই মোক্ষদাতা জানিবেন। এই সমস্ত জগৎ যাঁহা হইতে অভিন্ন এবং যাঁহার ক্ষয় নাই, সেই পরম দেবতার ধ্যান করিলে মোক্ষলাভ হয়। যিনি অবিকার, অজ, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন এবং জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, তাঁহাকেই মোক্ষ-সাধক জানিবেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার অবতার ও রূপাদির অর্চ্চনা করেন, তিনিই নিত্যস্থান প্রদান করেন। সর্ব্বদা ধ্যানপরায়ণ হইয়া জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে দেখিতে পান, তিনিই সর্ব্বসুখের মূলাধার। যিনি নির্গুণ, নিরাকার ; লোকানুগ্রহের জন্য যিনি রূপধারণ করেন ; যিনি আকাশমধ্যস্থিত ও পরিপূর্ণ স্বরূপ, তিনিই মোক্ষদাতা। যিনি সর্ব্ব-ধর্ম্মের অধ্যক্ষ এবং যোগিগণের হৃদয়ে যিনি বাস করেন ; সেই অখিলাধার দেবতার শরণগ্রহণই মোক্ষের উপায়। কল্পাবসানে যিনি সমস্ত সংহার করিয়া স্বয়ং জলমধ্যে শয়ন করেন, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ তাঁহাকেই মোক্ষদাতা বলেন। বেদার্থবিৎ কর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ নানাবিধ যজ্ঞাদি দ্বারা যাঁহার পূজা করেন, সেই ভক্তবৎসল বিষ্ণুই মুক্তিপ্রদান করেন। যিনি সর্ব্বাধ্যক্ষরূপে পিতৃ-দেবতাদি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, হব্য-কব্যাদি ভোজন করেন, তিনিই মোক্ষপ্রদ। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার ধ্যান, প্রণাম কিংবা

পূজা করিলেই মুক্তিলাভ হয়, তিনিই পরম দয়ালু। যিনি সর্ব্বভূতের আধার এবং জরামরণাদি-রহিত, সেই অব্যয় হরিই মোক্ষদাতা। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যাঁহার পাদ-পদ্ম পূজা করিয়া, দেবগণ দেবত্ব লাভ করিতে পারে, তাঁহাকেই পুরুষোত্তম বলিয়া জানিবেন। যে পরম জ্যোতিঃ আনন্দময়, ক্ষয়রহিত, ব্রহ্মস্বরূপ, সনাতন এবং পর হইতেও পরতর, সেই বিষ্ণুর পরম পদ। যিনি অক্ষর, নির্গুণ, নিত্য, অদ্বিতীয়, রূপশূন্য, পরিপূর্ণ ও জ্ঞানময়, তিনিই মোক্ষদাতা। যে যোগী, যোগমার্গ-বিধানানুসারে এই পরম বস্তুর উপাসনা করে, সেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। যিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কামাদি-রহিত ও শমাদি-গুণসংযুক্ত হন, তিনি পরম পদ লাভ করেন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে বাগ্মিন্! কি কর্ম্ম করিলে, যোগিগণের যোগসিদ্ধি হয়, আমাদিগকে তাহার উপায় বলুন। সূত কহিলেন,—তত্ত্বদর্শিগণ মোক্ষবস্তুকে জ্ঞানলভ্য বলিয়া থাকেন। জ্ঞানের মূল ভক্তি এবং সৎকর্ম্ম হইতে ভক্তি জন্মে। সহস্র সহস্র জন্মে বিবিধ দান, যজ্ঞ ও তীর্থযাত্রাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, হরিভক্তির উদয় হয়। স্বল্পমাত্র ভক্তিসহকারে ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে, তাহা পরম প্রশংসনীয় ও অক্ষয়-ফল-জনক হইয়া থাকে এবং তাহা যদি পরম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে, নিখিল-কলুষরাশি বিদূরিত হইয়া যায়। এইরূপে পাপনিচয় বিলীন হইলে নির্ম্মল বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ, সেই নির্ম্মল বুদ্ধিকেই জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করেন এবং ঐ জ্ঞান হইতেই মোক্ষপদপ্রাপ্তি হয়; কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান যোগিগণেরই হইতে দেখা যায়। কর্ম্ম ও জ্ঞান-ভেদে যোগ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রথমে ক্রিয়াযোগ ব্যতীত মানবগণের জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হয় না। এজন্য মনুষ্য মাত্রেরই সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধাসহকারে ক্রিয়াযোগে রত থাকিয়া, ভগবান্ হরিকে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। দ্বিজগণ! প্রতিমা, দ্বিজ, ভূমি, অগ্নি, সূর্য্য ও চিত্রাদিতে হরির পূজা করিবে; কারণ, তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান। পরের পীড়াজনক কার্য্যে বিরত হইয়া, ভক্তিপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে পরিপূর্ণাত্মা বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করা বিধেয়। কি কর্ম্মযোগ, কি জ্ঞানযোগ; দ্বিবিধ যোগেই অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ব্রহ্মচর্য্য, সঙ্গত্যাগ, অনীর্ষা ও দয়া সমান প্রয়োজনীয়। চরাচরাত্মক সমুদয় বস্তুকে মনোমধ্যে সনাতন বিষ্ণুময় জানিয়া, উক্ত যোগদ্বয় অভ্যাস করিবে। যে মনীষিগণ, সমুদয় প্রাণীকেই আত্মতুল্য বোধ করেন, তাঁহারাই দেবদেব চক্রীর পরমভাব অবগত হইয়াছেন। যাহার চিত্ত ক্রোধাদিতে দূষিত, সে যদি পূজা-ধ্যান-পরায়ণ হয়, তাহা হইলে ভগবান্ হরি তাহাতে তুষ্ট হন না; ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে স্মরণ করিলেই তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকেন। যাহার অন্তঃকরণ কামক্রোধাদিতে পরিপূর্ণ, সে দেবপূজায় রত হইলে তাহাকে দম্ভাচার ও ঘোর পাতকী বলিয়া জানিবে। অসূয়ান্বিত হইয়া তপস্যা পূজা বা ধ্যান করিলে তৎ সমস্তই নিষ্ফল হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি মোক্ষাভিলাষী ও ক্রিয়াযোগ-পরায়ণ, সে শমাদি-গুণযুক্ত হইয়া মুক্তির জন্য সর্ব্বদা বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে। সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে তৎপর থাকিয়া কায়মনোবাক্যে স্তোত্রাদি, উপবাসাদি, পুরাণশ্রবণাদি ও পুষ্পাদি দ্বারা জগদ্‌যোনি সর্ব্বান্তর্যামী দেবদেব নারায়ণ হরিকে যে অর্চ্চনা করা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ক্রিয়াযোগ কহিয়াছেন। যে সকল বিষ্ণু-

ভক্তি-পরায়ণ মানব, ঈদৃশ ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করে, তাহাদিগের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত অখিল পাপ বিনষ্ট হয়। পরে পাপক্ষয়হেতু নির্ম্মল বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে অত্যুত্তম জ্ঞান প্রার্থনীয় হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞানই মোক্ষপ্রদ, এজন্য এক্ষণে সেই জ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছি। এই জগতে চরাচরাত্মক যে সমুদয় পদার্থ আছে, তন্মধ্যে কোনটী নিত্য ও কোনটী অনিত্য শাস্ত্রপারগ পণ্ডিতগণের সাহায্যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা স্থির করিবে। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, এ জগতে নিখিল বস্তুই অনিত্য, কেবলমাত্র এক হরিই নিত্য; এজন্য সমুদয় অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া এক হরিকেই আশ্রয় করিবে; তাহা হইলে মানবকে কি ঐহিক কি পারত্রিক, কোন রূপ ভোগ্য বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া সংসারে লিপ্ত থাকে, তাহার কোনকালে সংসার-বন্ধন খণ্ডন হয় না। মোক্ষাভিলাষীর শমাদি-গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞানার্জ্জনে যত্ন করা কর্ত্তব্য, কারণ, শমাদিগুণ না থাকিলে কোনক্রমে জ্ঞানলাভের সম্ভব নাই। যে ব্যক্তি রাগ-দ্বেষাদিশূন্য, শমাদি-গুণযুক্ত, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়াবান্, কাম-ক্রোধাদি-বিবর্জ্জিত এবং সতত হরিচিন্তায় নিমগ্ন, জ্ঞানিগণ তাহাকেই মুমুক্ষু বলিয়া থাকেন। হে বিপ্রগণ! পূর্ব্বোক্ত স্তোত্রাদি চতুর্ব্বিধ সাধনা দ্বারা যাহার চিত্ত-শুদ্ধি হইয়াছে, সে, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, সর্ব্বব্যাপী, অবিনাশী, পরাৎপর, সনাতন বিষ্ণুকে জ্ঞানবলে জানিতে সমর্থ হয়; কিন্তু সেই জ্ঞান যোগসাধনে উদ্ভূত হইয়া থাকে; অতএব এক্ষণে যোগসাধনের উপায় বলিতেছি, উহাই সংসারবন্ধন মোচনের কারণ। পণ্ডিতগণ, সেই যোগোৎপন্ন জ্ঞানকেই মুক্তিপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; তাঁহারা পর ও অপর ভেদে আত্মা দুই প্রকার বলিয়াছেন। অথর্ব্ববেদেও আত্মা দ্বিবিধ এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। পরমাত্মা নির্গুণ, আর অপর অর্থাৎ জীবাত্মা, অহং ইত্যাকার জ্ঞান গুণান্বিত। সেই উভয় আত্মার যে অভেদজ্ঞান, তাহাই যোগ বলিয়া কথিত আছে। পঞ্চভূতময় দেহে যিনি হৃদয় মধ্যে সাক্ষিরূপে বিরাজমান, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অপর অর্থাৎ জীবাত্মা, আর তদ্ভিন্ন যিনি, তাঁহাকে পর অর্থাৎ পরমাত্মা কহিয়া থাকেন। দেহের নাম ক্ষেত্র এবং জীবাত্মা সেই দেহ মধ্যে অবস্থিত, এজন্য তাঁহার অপর একটী নাম ক্ষেত্রজ্ঞ; আর যিনি পরমাত্মা, তিনি অব্যক্ত, নির্ম্মল ও পরিপূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। হে মুনিপুঙ্গবগণ! মানবগণের যখন ঐ জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে অভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তখনই মায়াপাশ ছিন্ন হইয়া থাকে। শুদ্ধ অবিনাশী নিত্য এক পরমাত্মা ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই; কেবলমাত্র মানবগণের জ্ঞানভেদেই বিভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হন। বেদান্ত শাস্ত্রে সনাতন পরম ব্রহ্ম, 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এইরূপ অভিহিত আছে; অতএব হে দ্বিজগণ! জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই নির্গুণ পরমাত্মার কোনরূপ কার্য্য নাই, রূপ নাই, বর্ণ নাই এবং কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্বাদি কিছুই নাই। তিনি পরম তেজোময় এবং নিখিল কারণের কারণ, তদ্ভিন্ন কোন পদার্থই নাই, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন আর মুক্তির কারণ কি হইতে পারে? হে দ্বিজগণ! মহদাদি শব্দব্রহ্মময়, এজন্য মহদাদি জ্ঞান হইলেই মোক্ষসাধক পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত মহদাদি জ্ঞান না হইলেই জগৎ বিবিধরূপে দৃষ্ট হয়; কিন্তু পরমজ্ঞানিগণের চক্ষে ইহা এক ব্রহ্ম বলিয়াই পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। পরমানন্দ

পরাৎপর এক ব্রহ্মই নিখিল পদার্থ, তিনি এক হইলেও বিজ্ঞানভেদে বহুরূপে প্রতীত হন। হে বিপ্রসত্তমগণ! মায়াবদ্ধ মানবগণই মায়াপ্রভাবে পরমাত্মার ভেদ দর্শন করিয়া থাকে। সেই জন্য যোগবলে সেই মায়া অতিক্রম করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। উক্ত মায়া সদ্রূপাও নহে, অসদ্রূপাও নহে এবং সদসৎ উভয়-স্বরূপাও নহে, অথচ তিনি যে কি, তাহাও বলিবার নহে। কেবল এইমাত্র জানিবে, তিনি জীবমাত্রে অবস্থিত থাকিয়া ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করিতেছেন। হে মুনিসত্তমগণ! জ্ঞানিগণ মায়াকেই অজ্ঞান বলিয়াছেন, এজন্য যাঁহারা মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগেরই অজ্ঞান তিরোভূত হইবে। আর পণ্ডিতেরা সনাতন পরম ব্রহ্মের নাম জ্ঞান বলিয়াছেন, সুতরাং যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদিগের হৃদয়ে পরমব্রহ্ম অবিরত বিরাজ করিয়া থাকেন। হে বিপ্রদগণ! যোগী যোগবলেই অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু অষ্টবিধ অঙ্গ দ্বারাই সেই যোগ সিদ্ধ হয়, এজন্য এক্ষণে অষ্টবিধ যোগাঙ্গের বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মুনিবরগণ! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যথাক্রমে এই আটটী যোগের অঙ্গ। এক্ষণে সংক্ষেপে ইহাদিগের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, অক্রোধ ও অনসূয়া, ইহা 'যম' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রাণীর পীড়াজনক কার্য্য না করাকেই সাধুগণ যোগসিদ্ধি প্রদায়িনী অহিংসা বলিয়াছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া যে যথার্থ বাক্য বলা হয়, তাহাই সত্য; এক্ষণের অস্তেয়ের বিষয় শ্রবণ করুন। চৌর্য্য বা বল পূর্ব্বক পরদ্রব্য-হরণের নাম স্তেয় এবং তাহার বিপরীত কার্য্য অস্তেয়। সর্ব্বত্র মৈথুন-ত্যাগই ব্রহ্মচর্য্য, উক্ত ব্রহ্মচর্য্য-বিহীন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও পাতকী। সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেও যদি মানব মৈথুনাসক্ত হয়, তাহাকে চণ্ডালের তুল্য সর্ব্ববর্ণের বহির্ভূত জানিবে। যে ব্রাহ্মণ, যোগরত হইয়া ভোগবস্তুতে স্পৃহাযুক্ত, তাহার সহিত সম্ভাষণ মাত্রে মানবগণের ব্রহ্মহত্যার পাতক হইয়া থাকে। মানব যদি একবার সর্ব্বসঙ্গ-পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় বিষয়াসক্ত হয়, তাহা হইলে যে তাহার সহ বাস করে, তাহার সঙ্গ করিলেও মহাপাতক দোষে লিপ্ত হইতে হয়। হে মুনিপুঙ্গবগণ! আপৎকালেও কোনরূপ পরদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার নাম অপরিগ্রহ, উহা যোগসিদ্ধিদায়ক। নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আক্রোশ প্রকাশ করাকে ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ, ক্রোধ বলিয়াছেন এবং ঐ ক্রোধত্যাগই অক্রোধ। অপরের অধিক ধনাদি দর্শনে মনে মনে যে সন্তাপ হয়, সাধুগণ, তাহাকে অসূয়া এবং তাহা না করাকে অনসূয়া বলিয়াছেন। হে বিপ্রদগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট সংক্ষেপে যমের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে নিয়মের বিষয় বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। তপস্যা, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ, হরিপূজা এবং সন্ধ্যোপাসনা, 'নিয়ম' বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শরীরকে যে শুষ্ক করা হয়, বুধগণ তাহাকেই তপস্যা বলিয়াছেন; উহা উৎকৃষ্ট যোগসাধন। প্রণব উচ্চারণ, উপনিষদ পাঠ এবং দ্বাদশাক্ষর অষ্টাক্ষর বা পঞ্চাক্ষরাদি মহাবাক্যের যে জপ, তাহাই উৎকৃষ্ট যোগসাধন স্বাধ্যায়। যে যোগী, মূঢ়তা বশতঃ উক্ত স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করে, তাহার কোনক্রমে যোগ-সিদ্ধি লাভ হয় না। যোগ ব্যতীত কেবল স্বাধ্যায়বলেও নিঃসন্দেহ সমুদয় পাপ বিনষ্ট

হইয়া থাকে এবং দেবতাগণও স্বাধ্যায় দ্বারা স্তূয়মান হইলে সুপ্রসন্ন হন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! উক্ত জপ,—বাচিক, উপাংশু ও মানস ভেদে ত্রিবিধ এবং উত্তরোত্তর প্রশস্ত। যাহাতে সম্যক্ স্পষ্টরূপে অক্ষর ও পদ সকল প্রকাশ পায়, এরূপ মন্ত্রোচ্চারণের নাম বাচিক জপ। উহা সর্ব্বযজ্ঞের ফলপ্রদ; পদ বিভাগ করিয়া অস্ফুটস্বরে যে মন্ত্রোচ্চারণ, তাহাই উপাংশু-জপ; পণ্ডিতগণ উহাকে বাচনিক জপ অপেক্ষা দ্বিগুণ ফলপ্রদ বলিয়া থাকেন। মনে মনে প্রত্যেক অক্ষরের অর্থ বোধ করত যে মন্ত্রোচ্চারণ করা যায়, যোগসিদ্ধিপ্রদায়ক উহাই মানস জপ বলিয়া কথিত আছে। প্রতিদিন জপ দ্বারা দেবগণকে স্তুতি করিলে, তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এজন্য যে ব্যক্তি, স্বাধ্যায় পরায়ণ, তাহার সমুদয় মনোরথ সিদ্ধ হয়। যদৃচ্ছালাভে আনন্দানুভব করাকেই সন্তোষ বলিয়াছেন। যে মানব সন্তোষ-বিহীন, সে সকল ধর্ম্মসম্পদ্ লাভ করিতে পারে না। ভোগ্য বস্তুর উপভোগে ভোগলালসা কখন শান্ত হয় না, বরং, 'কবে আবার উহার অধিক লাভ করিব?' এইরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ, তাহার শরীরশোষক ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হওয়াই কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত শৌচ দুই প্রকার, বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্যশৌচ এবং ভাবশুদ্ধি হইলেই আভ্যন্তর শৌচ হইয়া থাকে। হে মুনিবরগণ! উক্ত অন্তঃশুদ্ধি বিহীন হইয়া যে সকল বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, ভস্মাহুত ঘৃতবৎ তৎসমস্তই বিফল হয়। যেহেতু ভাবশুদ্ধিবিহীন মানবগণের নিখিল কার্য্যই নিষ্ফল, সেই হেতু রাগদ্বেষাদি পরিহার পূর্ব্বক সুখী হওয়া উচিত। যাহার অন্তঃকরণ অবিশুদ্ধ, সে যদি সহস্র সহস্র ভার মৃত্তিকা এবং কোটি কোটি কুম্ভ জল দ্বারা বাহ্য শৌচ সম্পাদন করে, তথাপি সে চণ্ডাল মধ্যে পরিগণিত। অন্তঃশুদ্ধিশূন্য হইয়া দেবপূজা করিলে সেই দেবতাই তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং সে দেহাবসানে নরকগামী হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে ব্যক্তি অন্তঃশুদ্ধি-বিহীন হইয়া বাহ্যশুদ্ধি করে, সে অলঙ্কৃত সুরাভাণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! নদী সকল যেমন সুরাভাণ্ডকে পবিত্র করিতে অক্ষম, সেইরূপ অন্তঃশুদ্ধি-বিহীন হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেও তীর্থ সকল তাহাকে পবিত্র করিতে পারে না। হে মুনিপুঙ্গবগণ! যে ব্যক্তি, বাক্যে ধর্ম্ম প্রকাশ এবং মনে মনে পাপ ইচ্ছা করে, তাহাকে পরম পাতকী জানিবেন। যাহারা অন্তঃশুদ্ধি করিয়াছে, তাহারা যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই তাহার ফল অক্ষয় সুখজনক হইয়া থাকে। কর্ম্ম, মন, বাক্য, স্তুতি, স্মরণ ও পূজাদি দ্বারা যাহার হরিভক্তি দৃঢ় হইয়াছে, তাহারই প্রকৃত হরিপূজা হইয়া থাকে। এই আমি আপনাদের নিকট যম ও নিয়মের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যাহাদিগের চিত্ত যমাদি দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়াছে, জ্ঞানিগণ, মোক্ষকে তাহাদিগের করতলগত বলিয়া থাকেন। যম নিয়ম দ্বারা যাহার বুদ্ধি, স্থির ও ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, সেই মহাত্মা যোগসাধন আসন অভ্যাস করিবে। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, পীঠাসন, সৌরাসন, কৌঞ্জরাসন, কৌর্ম্মাসন, বজ্রাসন, বারাহাসন, মৃগাসন, চৈলিকাসন, ক্রৌঞ্চাসন, নালিকাসন, সর্ব্বতোভদ্রাসন, বৃষভাসন, নাগাসন, মৎস্যাসন, ব্যাঘ্রাসন, অর্দ্ধচন্দ্রাসন, দণ্ডাসন, তার্ক্ষ্যাসন, শৈলাসন, খড়্গাসন, মুদ্গরাসন, মকরাসন, ত্রৈপথাসন, কাষ্ঠাসন, স্থাণ্বাসন, হস্তিকর্ণিকাসন,

ভৌমাসন ও বীরাসন। মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই যে আমি আপনাদিগের নিকট যোগসাধন-কারণ ত্রিংশৎ প্রকার আসনের নামোল্লেখ করিলাম; মানব, গুরুভক্তি-পরায়ণ ও রাগ-দ্বেষাদি-শূন্য হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে পূর্ব্বাস্যে, উত্তরাস্যে কিংবা পশ্চিমাস্যে ইহার মধ্যে যে কোন প্রকার আসন বন্ধন পূর্ব্বক নিঃশব্দে ক্রমে ক্রমে প্রাণায়াম করিতে অভ্যাস করিবে। প্রাণ শব্দে শরীরস্থ বায়ু এবং আয়াম শব্দে তাহার জয়; ঐ কার্য্যে শরীরস্থ বায়ুর জয় হয় বলিয়াই উহার নাম প্রাণায়াম। ঐ প্রাণায়াম দুই প্রকার,—অগর্ভ ও সগর্ভ। অগর্ভ হইতে সগর্ভ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। জপ ধ্যান ব্যতীত যে প্রাণায়াম, উহা অগর্ভ, আর জপধ্যানযুক্ত হইলেই সগর্ভ। মনীষিগণ, উক্ত দ্বিবিধ প্রাণায়ামকে রেচকপূরক, কুম্ভক ও শূন্যক ভেদে চারি প্রকার বলিয়াছেন। প্রাণিগণের দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা নামে এক নাড়ী আছে, উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য এবং উহা পিতৃযোনি বলিয়া কথিত হয়। আর বামভাগে ইড়া নাম্নী যে নাড়ী, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র এবং সেই নাড়ী দেবযোনি বলিয়া প্রসিদ্ধা। উক্ত উভয় নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ী, তাহা অতি সূক্ষ্ম ও গুহ্যতম জানিবেন। তাহার অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মা। মানবগণ প্রাণায়ামকালে বামপার্শ্ববর্ত্তী ইড়া নাড়ী দ্বারা বায়ু রেচন করিবে, তজ্জন্য তাহার নাম রেচক এবং দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তী পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা শরীর মধ্যে বায়ু পূরণ করিবে, সেই কারণেই তাহার নাম পূরক। এইরূপে স্বীয় শরীর-পূরিত বায়ুকে নিগ্রহ করত ত্যাগ না করিয়া পূর্ণ কুম্ভের ন্যায় অবস্থান করিবে। তৎকালে মানবকে কুম্ভবৎ দৃষ্ট হয় বলিয়াই উহার নাম কুম্ভক। বহিঃস্থিত বায়ুকে শরীর মধ্যে গ্রহণ ও অন্তঃস্থিত বায়ুকে বহির্নিঃসারণ না করিয়া কেবল শূন্যবৎ অবস্থানকেই শূন্যক নামক প্রাণায়াম কহে জানিবেন। মদমত্ত মাতঙ্গকে যেরূপ ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্ত করিতে হয়, সেইরূপ প্রাণবায়ুকেও ক্রমে ক্রমে জয় করা কর্ত্তব্য; তাহা না করিলে সাজ্বাতিক পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। যোগিগণ ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ু অবরোধপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। হে মুনীশ্বরগণ! বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়-নিচয়কে আকর্ষণপূর্ব্বক নিগ্রহ করার নাম 'প্রত্যাহার।' হে দ্বিজগণ! যে সকল মহাত্মা, ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ধ্যানশূন্য হইলেও পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; তাঁহাদিগকে আর পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-নিচয়কে বশীভূত না করিয়া ধ্যাননিমগ্ন হয়, তাহাকে নিতান্ত মূঢ় জানিবেন; কস্মিন্-কালেও তাহার জ্ঞানোদয় হয় না। যাবতীয় দৃশ্য বস্তুকেই আত্মবৎ ও আত্মাতেই অবস্থিত এইরূপ দর্শন করত, ইন্দ্রিয়সমূহকে আহরণপূর্ব্বক হৃদয় মধ্যে যে ধারণ, তাহাকেই 'ধারণা' বলিয়াছেন। জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ হৃদয়াভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়নিচয়কে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া, যিনি সকলের আধার, অবিনাশী, বিশ্বাত্মক, সর্ব্বলোকৈককারণ এবং পরাৎপর; যাঁহার নয়নযুগল বিকসিত-পদ্মপলাশবৎ শোভমান, কর্ণদ্বয় মনোহর রত্নকুণ্ডলে বিভূষিত এবং বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে অঙ্কিত; যিনি অষ্টদল হৃৎপদ্ম মধ্যে দ্বাদশাঙ্গুলরূপে বিরাজ করিতেছেন; সুরাসুরগণ সতত যাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং যিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ, এবংবিধ পরমাত্মা পরমেশ্বর বিষ্ণুকে হৃদয় মধ্যে অবিরত এইরূপে ধ্যান করিবেন। সংযত-চিত্ত মানবগণের একতানতাকে সাধুগণ 'ধ্যান' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মানব মুহূর্ত্তকাল

মাত্র এইরূপ ধ্যান করিতে পারিলে মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে। কেবলমাত্র এক ধ্যান-বলেই নিখিল পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয়, মোক্ষপদপ্রাপ্তি হয়, ভগবান্ হরি প্রসন্ন হন এবং সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। প মাত্মা মহাবিষ্ণুর সর্ব্ব প্রকার রূপের ধ্যান করিলে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া মোক্ষপদ দান করেন। হে সাধুগণ! ধ্যেয়বস্তুতে চিত্ত এইরূপ স্থির রাখিবে যে, যাহাতে ধ্যান ধ্যেয় ও ধ্যাতৃভাব বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ তিনের পার্থক্য না থাকে। অনন্তর এইরূপে জ্ঞানামৃত সেবনে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ নিরন্তর ঐরূপ ধ্যান করিতে পারিলে অভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানশূন্য হইয়া বায়ুবিহীন প্রদেশে অবস্থিত দীপশিখার তুল্য নিশ্চলভাবে অবস্থানকেই জ্ঞানিগণ 'সমাধি' বলিয়াছেন। তৎকালে যোগিগণ সর্ব্বপ্রকার উপাধিশূন্য এবং নিশ্চল পরিপূর্ণ আত্মরূপ হইয়া সর্ব্বদা পূর্ণানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। তখন তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ প্রভৃতি কোনরূপ ইন্দ্রিয়-কার্য্যই থাকে না; কেবলমাত্র হৃদয় মধ্যে সর্ব্ববিধ-উপাধি-বর্জ্জিত সচ্চিদানন্দরূপী নির্ম্মল নিশ্চল পরিশুদ্ধ আত্মাই বিরাজ করিয়া থাকেন। আত্মা নির্গুণ হইলেও অজ্ঞানতা বশতই সগুণ বলিয়া বোধ হয়। পুনরায় যখন অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তিনি পূর্ব্ববৎ বিরাজ করেন। পরমজ্যোতির্ম্ময় অমেয় আত্মা মায়িগণের নিকটেই মায়াবানের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন এবং মায়াপাশ খণ্ডিত হইলেই যে নির্ম্মল ব্রহ্ম, সেই নির্ম্মল ব্রহ্মই থাকেন। হে পণ্ডিতগণ! সেই নিরঞ্জন নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় আত্মা একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, মহৎ হইতেও মহত্তম, পরাৎপর, পরম পবিত্র, সনাতন, অখিল বিশ্বের কারণ এবং সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী। সেই অনাদি পুরাণ পুরুষ, অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণভেদে অবস্থিতি করত শব্দব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। পঞ্চভূতময় দেহ মধ্যে যিনি অন্তঃকরণের সহিত বিরাজ করিতেছেন, তিনিই সেই দেব পুরাণ পুরুষ পরমাত্মা। যিনি নিত্য নির্ম্মল পরিপূর্ণ আনন্দময়; যাঁহার কখন বার্দ্ধক্য বা বিনাশ নাই; যিনি আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, বাক্য ও মনের অগোচর; বিশ্বের আধার ও পরম জ্যোতির্ম্ময়; যাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন; যোগিগণ হৃৎকমল মধ্যে অবিরত যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; তিনিই সেই অনাদি অনন্ত অজর অবিকারী নিত্য নির্ম্মল পরম ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হন। হে ঋষিসত্তমগণ! এক্ষণে অন্যবিধ ধ্যানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে সকল মনুষ্যের হৃদয় সংসারের ত্রিতাপে অনুক্ষণ সন্তপ্ত, তাহাদিগের পক্ষে উহা সুধাবর্ষণতুল্য। মানবগণ হৃদয় মধ্যে অর্দ্ধমাত্রা-পরিস্থিত পরমানন্দময় অনুপম নাদরূপী প্রণব-সংস্থিত নারায়ণকে নিরন্তর চিন্তা করিবে। প্রণবান্তর্গত অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু, মকার রুদ্র, অর্দ্ধমাত্রা পরমাত্মা এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই দেবত্রয়ই উহার মাত্রাস্বরূপ। হে বিপ্রগণ! উক্ত অকারাদি বর্ণসমুচ্চয় যে প্রণব, উহা পরম ব্রহ্মস্বরূপ জানিবেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে, পরমব্রহ্ম বাচ্য ও প্রণব বাচক। হে দ্বিজগণ! পরমব্রহ্ম ও প্রণবের বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ উপচারমাত্র। যাহারা ঐ নিত্য পরমব্রহ্মস্বরূপ প্রণব জপ করে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং যাহারা অনুক্ষণ জপাভ্যাস করে, তাহাদিগের

পরম মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। জপকালে অন্তর্মধ্যে কোটিসূর্য্যসমপ্রভ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক নির্গুণ নিত্য পরম জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে চিন্তা করিবে কিংবা শালগ্রাম শিলা বা প্রতিমা অথবা যে যে বস্তু পাপনাশক, তাহার চিন্তা করা কর্ত্তব্য। হে মুনীশ্বরগণ। এই যে আমি, আপনাদিগের সন্নিধানে বিষ্ণুবিষয়ক জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিলাম, যোগীন্দ্রগণ এই জ্ঞানে অত্যুত্তম মোক্ষপদ লাভ করেন। যাহারা একাগ্রচিত্তে এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করে, তাহারা অখিল পাপরাশি অতিক্রমপূর্ব্বক হরিসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামুনে। আপনি যোগের অঙ্গ সকলও কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তদ্বিষয় প্রকাশ করুন। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি কহিলেন, যাঁহারা হরির প্রতি ভক্তিমান্, তাঁহারাই যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব হে কৃপাসাগর সূত! সর্ব্বেশ্বর দেবদেব জনার্দ্দন যেরূপে প্রসন্ন হন, তাহার উপায় বলুন। সূত কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ! পূর্ব্বে কোন সময়ে সনৎকুমার, দেবর্ষি নারদকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন, আপনারা সেই বাক্যামৃত পান করুন। হে ঋষিগণ! যদি মোক্ষপদ বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে সেই সচ্চিদানন্দময় দেবদেব নারায়ণের পূজা করুন। যে মানব বিষ্ণুপরায়ণ, তাহাকে কি রিপুগণ কি গ্রহগণ, কেহই কোনরূপ ক্লেশদানে সমর্থ হয় না এবং রাক্ষসগণও তাহাকে ভক্ষণ করিতে অপারক। যে ব্যক্তি দেবদেব জনার্দ্দনের প্রতি দৃঢ় ভক্তিমান্, তাহার সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে; এজন্য হরিভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পুরুষ, যে পদদ্বয়ে কৃষ্ণমন্দিরে গমন করে, সেই চরণদ্বয়ই সার্থক। যে ভুজযুগল হরিপূজায় নিরত, তাহাই ভাগ্যশালী। যে লোচনদ্বয়, জনার্দ্দনকে নিরীক্ষণ করিতে পারে, তাহাই সার্থক এবং যে জিহ্বায় নিরন্তর হরিনাম উচ্চারিত হয়, সাধুগণ সেই জিহ্বাকেই প্রকৃত জিহ্বা বলিয়া থাকেন। আমি হস্ত উত্তোলন করত ত্রিসত্য পূর্ব্বক বলিতেছি, বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র এবং কেশব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদেব আর কেহই নাই। পুনঃপুনঃ সত্য, হিতকর ও সারগর্ভ বাক্য বলিতেছি, এই অসার দগ্ধ সংসার মধ্যে কেবলমাত্র হরি-পূজাই সার। মানব, হরিভক্তিরূপ কুঠারাঘাতে মহামোহজনক সুদৃঢ় সংসারপাশ ছেদন পূর্ব্বক পরম সুখী হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত সতত হরিধ্যানে নিমগ্ন, তাহাই প্রকৃত চিত্ত; যে বাক্য হরিবিষয়ক, তাহাই প্রকৃত বাক্য এবং যে কর্ণযুগল, হরিকথাশ্রবণ রূপ সার বস্তুতে পরিপূর্ণ, তাহাই সকলের প্রশংসনীয়। হে ঋষিসত্তমগণ! আপনারা, নিরন্তর সেই সুরগণের পূজনীয়, আনন্দময়, আকাশমধ্যবর্ত্তী, অবিনাশী, নির্ম্মল দেব কেশবকে অর্চ্চনা করুন। তিনি কোথায় আছেন এবং কি প্রকার, তাহা কোন ক্রমেই

কেহ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম নহেন। হে মুনিশার্দ্দূলগণ! যাহারা অজিতাত্মা, তাহারা কোন প্রকারেই তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারে না। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের স্বরূপ কেহই বিদিত নহে। তাঁহার কোন প্রকার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি নিখিল ইন্দ্রিয়কার্য্য করিয়া থাকেন; পুণ্য বা পাপ তাঁহার কিছুই নাই; তিনি সর্ব্বোপাধি-বিবর্জ্জিত অনিন্দ ও নির্গুণ। জ্ঞানিগণ, সেই পরম ব্রহ্মময় দেবকে সুদর্শনের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সংসার-জলমাত্রক এই জগৎ বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া সেই জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করুন। যে ব্যক্তি হিংসা, স্তেয় ও সঙ্গবিবর্জ্জিত এবং সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ, জগদীশ্বর হরি, তাহার প্রতিই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে মানব সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়াবান্, বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, পিতা মাতার শুশ্রূষাকারী; ভগবান্ জনার্দ্দন তাহার প্রতি প্রীত হন। যাহার চিত্ত সৎকথায় সন্তুষ্ট, যে ব্যক্তি সতত সদ্বাক্য ব্যবহার করে এবং সত্যবাদী ও অহঙ্কারবিহীন; ভগবান্ পরমেশ্বর তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। যে মানব ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা কোন বিষয়ে কোনরূপ স্খলন হইলেই হরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে, ভগবান্ কেশব তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। যে রমণী পতিপ্রাণা ও পতিপূজাপরায়ণা, মধুকৈটভারি জগন্নাথ হরি, তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অসূয়া ও অহঙ্কারশূন্য এবং অনুক্ষণ দেবপূজায় আসক্ত, ভগবান্ কেশব তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। অতএব, হে ঋষিগণ! যাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ঈদৃশ শরীর বিদ্যুদ্বৎ ক্ষণস্থায়ী; জীবন অতিচঞ্চল, ধন নৃপতি ও তস্করাদির গ্রাহ্য এবং সম্পদ্ ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক অবিরত সেই ভগবান হরির পূজায় নিযুক্ত হউন। হে মানবগণ! তোমরা কি দেখিতেছ না যে, তোমাদিগের আয়ুর অর্দ্ধকাল নিদ্রায় গত এবং ভোজনাদি কার্য্য, বাল্য, বার্দ্ধক্য ও বিষয়ভোগে কি পরিমাণে বৃথা অতিবাহিত হইতেছে? তাই বলি, কবে আর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে? বাল্যে বা বৃদ্ধাবস্থায় হরিসেবার সম্ভব নাই, অতএব যৌবন থাকিতে অহঙ্কারশূন্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হও। হে মানবগণ! সংসারগর্ত্তে নিমগ্ন হইয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করিও না। পরম আপদের নিলয়, মলাদি-দূষিত ব্যাধিমন্দির এই শরীর যখন অবশ্যই অচিরস্থায়ী, তখন কিজন্য সর্ব্বদা স্থিরচিত্তে পাপানুষ্ঠান করিতেছ? নানা ক্লেশময় এই অসার সংসারে কাহাকেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা অবশ্যই একদিন বিলীন হইবে। হে ঋষিগণ! আমি সত্য বলিতেছি, এই শরীর অচিরস্থায়ী, এজন্য ভগবান্ জনার্দ্দনকেই সতত পূজা করা বিধেয়। মানবগণের অভিমানই সর্ব্বনাশের মূল, অতএব উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম-ক্রোধাদিশূন্য হইয়া অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করুন; কারণ, মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ। হে সাধু সকল! কোটি কোটি জন্মে স্থাবরাদি যোনিতে ভ্রমণ পূর্ব্বক অতি কষ্টে কাহারও মনুষ্যত্ব লাভ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মানবগণের জন্মান্তরীয় তপস্যার ফলে দেবতার্চ্চনে জ্ঞানার্জ্জনে ও যোগসাধনে মতি হয়। দুর্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি একবারও হরিপূজা না করে, তদপেক্ষা আর অজ্ঞান মূর্খ কে আছে? যাহারা দুর্লভ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াও হরির অর্চ্চনায় বিমুখ হয়, সেই সকল মূর্খের আর বিবেকশক্তি কোথায়? হে বিপ্রগণ! যখন জগন্নাথ হরি আরাধিত হইলেই অভিমত ফল প্রদান করিয়া

থাকেন, তখন কোন্ ব্যক্তি সংসারানলে সন্তপ্ত হইয়াও তাঁহাকে পূজা না করিবে? বিষ্ণুভক্তি থাকিলে রাগ-দ্বেষবিহীন চণ্ডালও মুনি ও বিপ্রগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় এবং ব্রাহ্মণও যদি বিষ্ণুভক্তিবিহীন হয়, তবে সেও চণ্ডালের অধম হইয়া থাকে। অতএব কামাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অব্যয় হরির সেবায় নিযুক্ত হউন; কারণ তিনি সর্ব্বময়, সুতরাং তিনি সন্তুষ্ট হইলেই সমুদয় জগৎ সন্তুষ্ট হইবে। যেমন হস্তীর পদচিহ্ন মধ্যে সর্ব্বপ্রাণীরই পদচিহ্ন বিলীন হয়, সেইরূপ সমুদয় চরাচরই ভগবান্ বিষ্ণুতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আকাশ যেরূপ এই নিখিল-চরাচর-বিশ্বব্যাপক, ভগবান্ হরিও সেইরূপ স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বব্যাপী রূপে বিরাজ করিতেছেন। মানবগণের জন্মের নিমিত্তই মরণ এবং মরণের নিমিত্তই জন্ম হইয়া থাকে। ঐ জন্ম মৃত্যুই বিষম সঙ্কট, তাহা কেবল এক হরি-সেবাতেই খণ্ডিত হয়। ভগবান্ জনার্দ্দনকে ধ্যান, স্মরণ, স্তুতি বা নমস্কার করিলেই সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; অতএব কোন্ ব্যক্তি না তাঁহাকে পূজা করিবে? হে বিপ্রেন্দ্রগণ! যাঁহার নামোচ্চারণ মাত্রে মহাপাতক তিরোহিত এবং যাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে, হে দ্বিজগণ! ঈদৃশ হরিনাম থাকিতে যে, মানবগণ, বারংবার সংসারযন্ত্রণা ভোগ করে, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তপোধনগণ! আমি ভূয়োভূয়ঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, মানবগণের যে পর্য্যন্ত না ইন্দ্রিয়বৈকল্য ও ব্যাধিক্লেশ উপস্থিত হয়; যে পর্য্যন্ত না তাহারা ধর্ম্মাচরণে অসমর্থ এবং যমকিঙ্করের করতলগত হয়; যদি মোক্ষপদের অভিলাষ থাকে, তবে তাবৎকাল হরিপূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নিখিল প্রাণীই মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে, এজন্য ধর্ম্মার্জ্জনে রত হওয়াই কর্ত্তব্য। হায় কি কষ্টের বিষয়! এই কলেবর একদিন নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইবে, অতএব হে বিপ্রেন্দ্রগণ। সেই অবিনশ্বর ভগবানের আরাধনা করুন। আমি বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক ত্রিসত্য করত কহিতেছি, দম্ভাচার পরিহার করিয়া চক্রপাণির সেবায় নিযুক্ত থাকুন। হে জ্ঞানিগণ! আমি পুনরায় হস্ত উত্তোলন করিয়া বারংবার হিতবাক্য বলিতেছি, সর্ব্বতোভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজায় নিরত হউন এবং অসূয়া ও অধীরতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করুন। ক্রোধ মানবগণের মনস্তাপের মূল, সংসার-বন্ধনের হেতু এবং ধর্ম্মক্ষয়ের সাধক; অতএব এবংবিধ ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। জন্মগ্রহণের মূল কারণ কাম, কাম হইতে পাপের উদ্ভব এবং কামই যশঃক্ষয়কর; এজন্য ঈদৃশ কামকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মাৎসর্য্য. অখিল দুঃখের কারণ এবং নরকের সাধন বলিয়া কথিত আছে; একারণ, তাহা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মমতা মানবগণের বন্ধ ও মোক্ষ উভয়েরই নিদান, অতএব পরমাত্মাতেই উহা ন্যস্ত করিয়া সুখী হইবে। মানবগণের কি অদ্ভুত ধীরতা! জগদীশ্বর হরি থাকিতে মদমত্ত হইয়া, তাঁহার আরাধনায় বিমুখ! সংসার-সাগরে নিমগ্ন মানবগণ, সকলের বিধানকর্ত্তা, জগন্নাথ হরির সেবা ব্যতীত কিপ্রকারে নিস্তার লাভ করিবে? আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, অচ্যুত অনন্ত ও গোবিন্দ এইরূপ নামোচ্চারণে ভীত হইয়া, নিখিলব্যাধি, দূরে পলায়ন করে। যাহারা সতত হে, নারায়ণ! হে জগন্নাথ! হে বাসুদেব! হে জনার্দ্দন! এইরূপ উচ্চারণ করে, তাহারা সর্ব্বত্র

বন্দিত হইয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অধিক কি কহিব? ব্রহ্মাদিদেবগণও অদ্যাপি হরিভক্তগণের প্রভাব বিদিত হইতে পারেন নাই। দুরাত্মাদিগের কি মূর্খতা! তাহারা সর্ব্বদা হৃৎপদ্মাবস্থিত ভগবান্ বিষ্ণুকেও পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। ঋষিগণ! শ্রবণ করুন, আমি পুনঃপুনঃ বলিতেছি, যাহারা শ্রদ্ধাবান্, তাহাদিগের প্রতিই ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তিনি বান্ধব বা ধন সম্পত্তিতে প্রীত হন না। যাহাদিগের বিষ্ণুতে ভক্তি আছে, তাহারা জন্ম জন্ম বন্ধুমান্, ধনাঢ্য এবং পুত্রবান্ হইয়া থাকে। এই দেহ, পূর্ব্বজন্মের পাতক হইতেই উৎপন্ন হইয়া পাপ-কর্ম্মেই রত হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া, সতত বিষ্ণুপূজায় নিরত হউন। যাহারা হরিপূজায় নিরত, তাহাদিগের বহুল পুত্র, মিত্র, কলত্র, বন্ধু ও সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। যাহারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-সম্ভোগ বাসনা করে, তাহাদিগের অনুক্ষণ হরিপূজা করা কর্ত্তব্য এবং পরনিন্দায় বিমুখ হওয়া বিধেয়। দেবদেব জনার্দ্দনে যাহাদিগের ভক্তি নাই, তাহাদিগের জন্মে এবং যাহা সৎপাত্রে বিতরিত না হয়, ঈদৃশ ধনে পুনঃপুনঃ ধিক্। হে দ্বিজগণ! যাহার কলেবর, জন্ম-ক্লেশহারী ভগবান্ হরির উদ্দেশে প্রণত না হয়, তাহা কেবল পাপের আকর জানিবেন। সৎপাত্রে দান না করিয়া যে দ্রব্য রক্ষিত হয়, তাহা যে সর্পরক্ষিত মণির ন্যায় অকল্যাণ-কর, তাহা সর্ব্বলোক-বিদিত। ক্ষণভঙ্গুর মানবগণ, বিদ্যুদ্বৎ অস্থায়ী ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইয়াই সংসার-পাশহারী বিশ্বেশ্বর হরিকে আরাধনা করিতে বিমুখ হয়। সুর ও অসুর ভেদে সৃষ্টি দ্বিপ্রকার জানিবেন; তন্মধ্যে যাহারা হরিভক্তি-বিহীন, তাহারা আসুরী ও যাহারা হরিভক্তি-পরায়ণ, তাহারা দৈবী সৃষ্টি বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেই জন্যই হরিভক্তি-পরায়ণ মানবগণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বত্র বিখ্যাত; কারণ হরিভক্তি জগতে অতি দুর্ল্লভ। যাহারা অসূয়া ও কামাদিশূন্য হইয়া, সতত বিপ্রগণের পরিত্রাণেচ্ছু; ভগবান্ কেশব, তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যাহারা সম্মার্জ্জনাদি দ্বারা হরির সেবা এবং সৎপাত্রে দান করিয়া থাকে। তাহাদিগের পরম পদ লাভ হয়; অতএব যাহারা সংসার-তাপে সন্তপ্ত, ভগবান্ হরিই তাহাদিগের পরম গতি; অধিক কি, হরির নাম শ্রবণ মাত্রে মানবগণ পরম পদ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! আমি পুনরায় দেবদেব চক্রপাণির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, উহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপরাশি প্রনষ্ট হইয়া থাকে। যে যোগিগণ, যোগবলে পরম শত্রু ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় পূর্ব্বক অহঙ্কারশূন্য হইয়া শমগুণ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা, জ্ঞানরূপী অব্যয় হরিকে জ্ঞানরূপে অর্চ্চনা করেন এবং তীর্থস্নান ব্রত দান ও তপস্যাদি দ্বারা যাঁহারা বিশুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা, সকলের বিধানকর্ত্তা অচ্যুত হরিকে কর্ম্মযোগে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। লোভ-পরায়ণ বাসনাসক্ত অজ্ঞ

লোকেরাই, জগৎপতি হরির অর্চ্চনায় বিমুখ হয়; সেই সকল মূঢ় নরকীটগণ আপনাদিগকে অজর ও অমর বিবেচনা করে। বৃথা-অহঙ্কার-দূষিত মানবগণই, ক্ষণভঙ্গুর স্থায় ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ জগন্নাথ হরিকে পূজা করিতে পরাঙ্মুখ হয়। যাহারা, সতত ভগবান্ হরির চরণকমল-সেবায় নিযুক্ত এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, ঈদৃশ হরিকর্ম্মনিরত শান্ত কোন কোন মানব কদাচিৎ এই ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি, কায়মনোবাক্যে ভক্তিপুরঃসর শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, তাহার সর্ব্বলোক হইতে উত্তমোত্তম পরম স্থান লাভ হয়। পণ্ডিতগণ, এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা পাঠ বা শ্রবণ করিতে পারিলেও অখিল কলুষরাশি দূরীভূত হইয়া যায়। হে বিপ্রগণ! এইক্ষণে, যজ্ঞমালি ও সুমালী বিষয়ক সেই উপাখ্যান শ্রবণ করুন; উহা শ্রবণ করিলেও অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে রৈবতদেশে দেবমালি নামক কোন এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বেদ-বেদাঙ্গের পারদর্শী, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ও হরিপূজাপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু, পুত্র মিত্র ও কলত্রের ভরণ পোষণার্থ দ্রব্যদ্রব্য প্রভৃতি অপণ্য বস্তুরও বিক্রয় এবং চণ্ডালাদি হইতেও প্রতিগ্রহ করিতেন। অধিক কি, তিনি পণ্ডীর বাক্যে তপোবিক্রয়, ব্রতবিক্রয় এবং পরার্থ তীর্থ গমন করিতেও বিরত ছিলেন না। বিপ্রগণ! এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে যজ্ঞমালি ও সুমালী নামে পরস্পর তুল্যাকৃতি পরম রূপবান্ পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করে। পরে তিনি পুত্রদ্বয়ের প্রতি সাতিশয় স্নেহপরবশ হইয়া তাহাদিগকে ধনার্জ্জনের বিবিধ উপায় শিক্ষা দেন। অনন্তর দেবমালি, বিবিধ উপায়ে যত্নপূর্ব্বক প্রভূত ধন সংগ্রহ করিয়া একদা তাহার পরিমাণ জানিবার জন্য গণনা করিতে আরম্ভ করেন। পরে কোটি কোটি সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গণনা করিয়া স্বয়ং মনে মনে সাতিশয় আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন, "আমি ত শত শত অসৎ প্রতিগ্রহ, অপণ্য বিক্রয় এবং তপস্যাবিক্রয়াদি দ্বারা এতাবৎ ধন উপার্জ্জন করিলাম, কিন্তু তথাপি অতিদুঃসহ ধনতৃষ্ণা, অদ্যাপি শান্ত হইল না। আজও সে অসংখ্য সুমেরুতুল্য স্বর্ণরাশি বাঞ্ছা করিতেছে! অতএব হায় কি কষ্ট! ধনতৃষ্ণাই সর্ব্ব প্রকার ক্লেশের নিদান। যাহার ধনতৃষ্ণা আছে, তাহার সমুদয় অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ হইলেও পুনরায় অপর বিষয় ত্বরায় লাভ করিবার জন্য সাতিশয় লালসা জন্মিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশ দন্ত এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হইলেও ধনলালসা তরুণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জরাপ্রভাবে আমার সমুদয় ইন্দ্রিয়ই হীনবল হইয়াছে এবং বলও অপহৃত হইয়াছে, তথাপি এক ধনাশাই প্রবল দেখিতেছি। কি কষ্ট! যাহার ধনাশা আছে, সে, বুদ্ধিমান্ হইলেও মূঢ়মতি; শান্তস্বভাব হইলেও ক্রোধপরায়ণ এবং বিদ্বান্ হইলেও সকলের নিকট মূর্খ হইয়া থাকে। পুরুষগণের ধনাশা অজেয় শত্রুস্বরূপ, উহার প্রভাবেই বন্ধুতাদির বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, যদি চিরন্তন সুখ অভিলাষ করেন, তবে, অগ্রে ধনাশা পরিত্যাগ করিবেন। কি বল, কি তেজ, কি যশঃ, কি বিদ্যা, কি শৌর্য্য, কি বৃদ্ধতা এবং কি কুলীনতা; ধনতৃষ্ণা অতি ত্বরায় সকলকেই বিলুপ্ত করিয়া থাকে। এক আশ্চর্য্য বিষয় উল্লিখিত আছে যে, চাণ্ডালও যদি আশাভিভূত মানবগণের নিকটে কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করে, তাহা হইলে

সে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট হয়। যাহারা ধনাশায় অভিভূত, তাহাদিগের হৃদয় সতত শোকাকুল ও মহামোহে আচ্ছন্ন। তাহারা কখনই অবমানাদি দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। আশার ঈদৃশ দোষসত্ত্বেও আমি তজ্জন্য বহুক্লেশে এতাবৎ অসংখ্য ধন উপার্জ্জন করিয়াছি। এক্ষণে বার্দ্ধক্য বশতঃ আমার শরীর জীর্ণ এবং বলও বিনষ্ট-প্রায় হইয়াছে, সুতরাং ইহার পর সাদরে পরলোক-সুখের জন্য চেষ্টা পাওয়াই বিধেয়।" হে বিপ্রেন্দ্রগণ। সেই দেবমালি মনে মনে এইরূপ স্থির করত ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হইয়া তৎ-ক্ষণাৎ সমুদয় স্বোপার্জ্জিত ধন চারি অংশে বিভাগ করিয়া অর্জ্জক হেতু স্বয়ং ভাগদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রদ্বয়কে অপর দুইভাগ প্রদান করিলেন। অনন্তর সঞ্চিত স্বীয় পাপরাশির শান্তির জন্য প্রভূত দেবালয়, উদ্যান, তড়াগাদি, প্রতিষ্ঠা করিয়া গঙ্গাতীরে সতত অন্নাদি দান করিতে লাগিলেন। হরিভক্তিমান্ দেবমালি, এইরূপে সেই প্রচুর ধনরাশি নিঃশেষ করিয়া তপস্যার্থ নরনারায়ণের বাসভবন বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক সেই মহারণ্য মধ্যে মুনিগণ-সেবিত এক আশ্রম সন্দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তাহার চতুর্দ্দিকে ফলপুষ্প-সুশোভিত বিবিধ তরুরাজি বিরাজমান এবং শাস্ত্র-চিন্তায় নিমগ্ন হরিসেবা-পরায়ণ বৃদ্ধ মুনিগণ, পরমব্রহ্মের স্তুতিবাদে উহাকে পবিত্র করিতেছেন। পরে দেবমালি, তন্মধ্যে পরমব্রহ্মের স্তুতিবাদ-নিরত, তেজোময়-কলেবর, শমাদি-গুণ-সংযুক্ত, রাগদ্বেষাদি বিহীন, গলিত-পত্রমাত্র-ভোজী জানন্তি নামক কোন এক মুনিবরকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলে, তিনিও আগন্তুক দেবমালির যথাবিধি সৎকার করিলেন। তৎকালে মুনিপুঙ্গব জানন্তি, নারায়ণ-বুদ্ধিতে কন্দ মূল ফলাদি দ্বারা দেবমালির আতিথ্যক্রিয়া সম্পাদন করিলে দেবমালি বিনয়াবনত-হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাগ্মিপ্রবর জানন্তিকে কহিলেন,—"হে ভগবন্! আজ আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইল। হে মহাভাগ! আমাকে জ্ঞান দান করিয়া নিস্তার করুন।" দেবমালি এইরূপ কহিলে মুনিসত্তম জানন্তি, হাস্য করত গুণান্বিত দেবমালিকে কহিলেন,—"হে বিপ্র-শার্দ্দূল! আমি সংক্ষেপে তোমার অভিলষিত বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে সংসার-পাশ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে এবং উহা দুর্ম্মতিদিগের দুর্লভ। তুমি সতত সেই নিত্য পরম প্রভু নারায়ণ বিষ্ণুকে স্মরণ ও ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হও। কখন কাহার প্রতি খলতা এবং পরনিন্দা করিও না। হে মহামতে! মূর্খগণের সহ সঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বদা পরোপকারে তৎপর এবং হরিপূজায় নিরত থাকিবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিখিল প্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করিবে, তাহা হইলেই পরম শান্তিলাভে সমর্থ হইবে। কখন কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিওনা এবং অসূয়া পরনিন্দা দম্ভ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিও। সর্ব্বভূতে দয়া ও সাধুগণের সেবা করিবে এবং কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে, তাহার নিকট সত্যরূপে স্বকৃত ধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিবে। অনাচার-পর লোকদিগকে অবলোকন করিয়া যথাশক্তি উপেক্ষা করিতে বিরত থাকিবে। প্রতিদিন অতিথিদিগকে আত্মবৎ সেবা করিবে। নিষ্কাম হইয়া পত্র, পুষ্প, ফল, দূর্ব্বা বা নব-পল্লব দ্বারা জগন্নাথ নারায়ণের পূজায় নিযুক্ত থাকিবে। দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের যথাবিধি তর্পণ এবং অগ্নির যথোচিত পরিচর্য্যায় তৎপর হইবে। সমাহিতচিত্তে প্রতিদিন দেবালয়ে

সম্মার্জ্জন ও উপলেপন করিবে। সর্ব্বদা জীর্ণ বা ভগ্ন দেবগৃহের সংস্কার, মার্গশোভা এবং প্রত্যহ বিষ্ণুমন্দিরে দীপদানে প্রবৃত্ত হও। সতত কন্দ মূল বা ফল দ্বারা এবং প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও স্তোত্রপাঠ দ্বারা বিষ্ণুপূজা, পুরাণশ্রবণ, পুরাণপাঠ ও প্রত্যহ বেদান্ত পাঠ করিবে। এইরূপ করিলে তোমার অত্যুত্তম জ্ঞানলাভ হইবে। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, জ্ঞানোদয় হইলেই নিখিল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।" মহামতি দেবমালি, মুনিবর জানন্তি কর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া নিরন্তর জ্ঞানসাধক তত্তৎকর্ম্মে রত থাকায় ক্রমে তাঁহার জ্ঞানের লেশমাত্র প্রকাশ পাইল। অনন্তর একদা দেবমালি, সেই জ্ঞানলেশ-প্রভাবে, "আমি কে? আমার কর্তব্য কি? কি জন্য আমার জন্ম হইয়াছে? আমার রূপ কি প্রকার? আমি একক না বহু?" মনে মনে এইরূপ বিচার করত যখন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তখন পুনরায় মুনিপুঙ্গব জানন্তির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন,—"হে গুরো! আমার অতিশয় চিত্তভ্রম উপস্থিত হইয়াছে; আপনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য, অতএব বলুন, আমি কে? আমার কর্তব্য কি এবং কি নিমিত্তই বা আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি?" তখন জানন্তি কহিলেন,—"হে মহাভাগ! তুমি সত্যই বলিয়াছ, যথার্থই তোমার চিত্ত ভ্রমযুক্ত হইয়াছে; দেহ চিত্ত অবিদ্যার নিলয়। সুতরাং কি প্রকারে সদ্ভাব বিদিত হইবে? হে মুনে দেবমালে! তুমি যে আমার ও আমি একক, ইত্যাদি বাক্য বলিলে, উহাই ভ্রম জানিবে; কারণ অহঙ্কার মনের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। যাঁহার নাম বা জাতি কিছুই নাই, আমি সেই অপরিচ্ছিন্ন নির্গুণ পরমাত্মার নাম কিরূপে করিব? যিনি রূপবিবর্জ্জিত অপ্রমেয়, তাঁহার কি প্রকার রূপ কিরূপে বলিব এবং যিনি নিষ্ক্রিয়, স্বপ্রকাশস্বরূপ ও অনন্ত, আমি নিত্য পরম জ্যোতির্ম্ময় সেই পরমাত্মার ক্রিয়া বা জন্ম কি প্রকারে নির্দ্দেশ করিব? সেই আত্মা সনাতন পরমব্রহ্ম পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ, তাঁহার জরা নাই, কেবলমাত্র জ্ঞানবলেই তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, অতএব হে ব্রহ্মন্! তুমি তাঁহার উপাসনা কর। তত্ত্বমসি, অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যার্থজ্ঞানই মোক্ষসাধক। বিশুদ্ধভাবে জ্ঞানোদয় হইলেই সমুদয় বিশ্ব, ব্রহ্মময় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।" হে মুনীশ্বরগণ! দেবমালি, জানন্তি কর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া আপনাতেই প্রভু অচ্যুত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করত পরিণামে মুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আমিই সেই উপাধিবিহীন স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন ব্রহ্ম এইরূপ স্থির জ্ঞান করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। জানন্তির তাদৃশ বাক্যাবসানে লৌকিক ব্যবহারার্থ দেবমালি গুরু মুনিবর জানন্তিকে প্রণামপূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ হন। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে মহামতি দেবমালি বারাণসীপুরীতে উপস্থিত হইয়া পরম মোক্ষপদ লাভ করেন। যে মানব, একাগ্রমনে এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে নিজকর্ম্মপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া চিরসুখ লাভ করিয়া থাকে।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! যজ্ঞমালি ও সুমালী নামক দেবমালির যে পুত্র-দ্বয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যজ্ঞমালি, পিতৃসঞ্চিত ধন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ কনিষ্ঠ সুমালীকে দান করিলেন। সুমালী সেই সমস্ত অর্থ—অসৎসঙ্গে মদ্যপান, গীতবাদ্য, বেশ্যাগমন এবং পরস্ত্রীসহবাস প্রভৃতি কুকার্য্যে আসক্ত হইয়া নিঃশেষিত করিল। পরে পিতৃসঞ্চিত সমুদয় স্বর্ণ নিঃশেষ হইয়াছে দেখিয়া, পরদ্রব্য অপহরণপূর্ব্বক বেশ্যাগমন করিতে লাগিল। অনন্তর মহামতি যজ্ঞমালি সুমালীর চরিত্র দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কনিষ্ঠ সুমালীকে কহিলেন,—"ভাই! এইরূপ অতি কষ্টকর দুঃশীলতা অবলম্বনে প্রয়োজন কি? আমাদিগের বংশে একমাত্র তুমিই দুরাত্মা ও পাপাচারী হইয়াছ।" যজ্ঞমালি ভ্রাতাকে এইরূপে নিবারণ ও তজ্জন্য পরিতাপ করিতে লাগিলে, সুমালী তাঁহাকে নিহত করিতে ইচ্ছুক হইয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের কেশ ধারণ করিল। মুনিবরগণ! তৎকালে নগর-মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। অনন্তর নগররক্ষকগণ কুপিত হইয়া সুমালীকে বন্ধন করিল। তখন অলৌকিক-চরিত্র যজ্ঞমালি ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ সাতিশয় দুঃখান্বিত হইয়া পুর-বাসীদিগের নিকট প্রার্থনাপূর্ব্বক সুমালীকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। পরে পুনরায় স্বীয় সম্পত্তি দুই ভাগ করিয়া, কনিষ্ঠকে একভাগ প্রত্যর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং একভাগ গ্রহণ করিলেন। হে সাধুগণ! মূঢ়মতি সুমালী, সেই ধনমদে মত্ত হইয়া, পূর্ব্ববৎ পাষণ্ড ও চণ্ডালগণের সহিত পূর্ব্ববৎ উপভোগ করিতে লাগিল। নিম্ববৃক্ষ যেমন ফলপূর্ণ হইলেও কাককুলের উপভোগ্য হয়, সেইরূপ দুর্জ্জনের সম্পত্তিও অসৎ লোকেরাই ভোগ করিয়া থাকে। শর্করা-মিশ্রিত-দুগ্ধ পানে ফণিগণের ন্যায়, পাতৃধন-ধনলাভে সুমালীর মত্ততা হইয়া-ছিল ঘোর মূঢ়মতি সুমালী, সতত মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া, গোমাংসাদি ভোজন করিতে লাগিল এবং ক্রমে চাণ্ডাল-রমণীতে আসক্ত হওয়ায় চাণ্ডালতা লাভ করিল। পরে বন্ধু-বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও চণ্ডাল-পত্নীর সহিত রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া, নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে বাস করিতে লাগিল। এদিকে সুমতি যজ্ঞমালি, সতত সাধু-সহবাসে নিষ্পাপ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া, অবারিতভাবে অন্নদান এবং পিতৃকৃত তড়াগাদি পরিরক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সত্য-ধর্ম্ম নিরত মহাত্মা যজ্ঞমালিরও নিখিল সম্পত্তি নিঃশেষিত হইল। কল্পবৃক্ষের ফল যেরূপ সুরগণেরই ভোগ্য হয়, সজ্জনগণের ঐশ্বর্য্যও তদ্রূপ সাধুগণের ভোগ-সাধন হইয়া থাকে। মহামতি যজ্ঞমালি এইপ্রকারে ধর্ম্মকার্য্যার্থ সমুদয় ধন ব্যয়িত করিয়া, প্রতিদিন বিষ্ণুগৃহে বিষ্ণুর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, যজ্ঞমালি ও সুমালী উভয়েই বৃদ্ধ হইয়া, এককালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। তখন ভগবান্ হরি, হরিপূজা-পরায়ণ মহাত্মা যজ্ঞমালির নিমিত্ত শত শত উত্তম উত্তম বিমান প্রেরণ করিলেন। অনন্তর মহামতি যজ্ঞমালি তেজোময় শরীর-ধারণপূর্ব্বক বিচিত্র আভরণ ও কোমল তুলসী-মাল্যে ভূষিত হইয়া, দিব্যবিমানে

আরোহণ করিলে, কামধেনু সকল সেই বিমান চালিত করিতে লাগিল। তৎকালে সুরগণ তাঁহার অর্চ্চনা, মুনীশ্বরগণ স্তুতিবাদ, গন্ধর্ব্বগণ গুণগান এবং অপ্সরা সকল পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিল। যজ্ঞমালি, এইরূপে বৈকুণ্ঠধামে ত্বরিতভাবে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে নিজ অনুজকে দেখিলেন;—সে প্রেতদেহ ধারণ করত ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া এবং যমকিঙ্করগণের তাড়নায় ব্যথিত হইয়া, ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, স্বীয় কর্ম্মের জন্য বিলাপ করিতেছে, চীৎকার করিতেছে এবং কখন বা রোদন করিতে করিতে গমন করিতেছে। তদ্দর্শনে যজ্ঞমালি, নিতান্ত দয়া-পরবশ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে হরি-দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কোন্ ব্যক্তিকে যমকিঙ্করেরা তাড়না করিতেছে?" তখন হরি-দূতগণ সেই মহাতেজা যজ্ঞমালিকে বলিলেন,—"এ ব্যক্তি তোমারই পাপাত্মা ভ্রাতা—সুমালী।" যজ্ঞমালি বিষ্ণুকিঙ্করদিগের বাক্যশ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ ব্যক্তি কি প্রকারে সঞ্চিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইতে পারে? ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মানবগণ কহিয়া থাকেন, যাহার সহিত সপ্তপদ গমন করা যায়, সে বন্ধু হয়, সুতরাং আপনারা আমার অযাচিত-লব্ধ বন্ধু হইয়াছেন; অতএব ত্বরায় ইহার মুক্তির উপায় বলুন।" যজ্ঞমালির বাক্যশ্রবণে কোন এক বিষ্ণুদূত, কৃপাপরবশ হইয়া ঈষৎহাস্য-সহকারে অতিপ্রিয় যজ্ঞমালিকে কহিলেন,—"হে নারায়ণ-পরায়ণ মহাভাগ যজ্ঞমালে! উহার মুক্তির উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি পূর্ব্বজন্মে কোন সুমহৎ কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর। তুমি পূর্ব্বজন্মে বিশ্বম্ভর নামে কোন এক বৈশ্য ছিলে। তৎকালে তোমা দ্বারা অগণিত মহাপাতক সকল সঞ্চিত হয়; অধিক কি, স্বকর্ম্মানুষ্ঠানে তোমার ইচ্ছা পর্য্যন্ত ছিল না এবং পিতামাতাকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলে। একদা বন্ধুগণ তোমাকে পরিত্যাগ করিলে, তুমি ক্ষুধানলে সন্তপ্ত হইয়া শোকক্লিষ্টহৃদয়ে কোন এক বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক বৃষ্টিসমুদ্ভূত চরণ-লগ্ন কর্দ্দম মার্জ্জিত করিবার বাসনায় তথায় ঘর্ষণ করাতেই বিষ্ণুগৃহ-উপলেপনের ফল হয়। তুমি সেই রাত্রিতে উপবাসী থাকিয়া সেই দেবালয় মধ্যে অবস্থান করত সর্পদষ্ট হইয়া প্রাতঃকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হও। তুমি সেই বিষ্ণুগৃহের উপলেপন-পুণ্য-প্রভাবেই বিপ্রকুলে জন্ম এবং অচলা হরিভক্তি লাভ করিয়াছিলে; এক্ষণে শতকোটি কল্প হরিসন্নিধানে অবস্থানপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকেই পরম জ্ঞানলাভ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে। হে মহামতে! তুমি যে পাতকিশ্রেষ্ঠ নিজ অনুজকে পাপমুক্ত করিতে বাসনা করিতেছ, তাহার উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাভাগ! গোচর্ম্মমাত্র পরিমিত ভূমি উপলেপনের পুণ্য দান করিয়া তুমি স্বীয় ভ্রাতাকে নিস্তার কর, তাহাতে পরম মঙ্গল হইবে।" হে মুনিবরগণ! মহামতি যজ্ঞমালি এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবদূতের বচনানুরূপ পুণ্যফল দান করায়, সুমালীর পাপজাল বিচ্ছিন্ন হইল এবং যমদূতগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিল। অনন্তর সর্ব্বভোগসমন্বিত বিমান আগত হইলে সুমালী তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক দেবতার ন্যায় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। হে বিপ্রগণ! তৎকালে সেই উভয় ভ্রাতা সুহৃদ্গণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইল। সেই সময়ে মহর্ষি সকল যজ্ঞমালি ও সুমালীকে

স্তব করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগের গুণগানে প্রবৃত্ত হইল। হে দ্বিজসত্তম সকল! তাঁহারা এইরূপে বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক হরিসারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর মহামতি যজ্ঞমালি তথায় বহুকাল দিব্যভোগ উপভোগপূর্ব্বক পরিণামে জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইলেন এবং মহাভাগ্যশালী সুমালী অযুতযুগ বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে বিপ্রত্ব লাভ করিলেন। অনন্তর সতত হরিপূজা ও হরিনাম-পরায়ণ হইয়া মুক্তিপ্রাপ্তি-বাসনায় বিবিধ যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক একদা হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে জাহ্নবীতটে গমন করিলেন এবং তথায় অবগাহনপূর্ব্বক ভগবান্ বিশ্বেশ্বর হরিকে অর্চ্চনা করিয়া যোগিগণের দুর্লভ পরম ধাম প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনীশ্বরগণ! আপনাদিগের নিকট বিষ্ণুমন্দিরের উপলেপন মাত্রের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করুন। বিপ্রগণ! যাহারা নারায়ণের শরণাপন্ন হইতে পারে, তাহাদিগকে নরক দর্শন করিতে হয় না, এজন্য সর্ব্বতোভাবে জগৎপতি জনার্দ্দনের পূজা করা কর্ত্তব্য। যে সকল মানব, অনিচ্ছাসত্ত্বেও একবার মাত্র ভগবান্ হরিকে অর্চ্চনা করে, তাহাদিগকে কোনকালে ভববন্ধনে পতিত হইতে হয় না। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! যে ব্যক্তি হরিপূজানিরত মানবগণকে হরিজ্ঞানে পূজা করে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাহাকে পূজা করিয়া থাকেন। যাহারা হরিপূজা পরায়ণ, তাহাদিগের সঙ্গিগণের সঙ্গমাত্রে মহাপাতকীও অখিল পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয়। অশেষবিধ পাপাচারীরাও হরিপূজায় ও হরিনামসংকীর্ত্তনে আসক্তচিত্ত ভক্তগণের শুশ্রূষা করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! পুনরায় লক্ষ্মীপতির মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন; হরি-কথামৃত-শ্রবণে কাহার না প্রীতি জন্মিয়া থাকে? বিষয়ার্ত্তি সমভাবাকুলচিত্ত নরগণের এক-মাত্র হরিনামই সর্ব্বপাপনাশক। যে ব্যক্তি সর্ব্বপাপহারী হরিকে একবারও প্রণাম করে না, সে শবতুল্য; তাহার সহিত কদাচ আলাপ করিবে না। যে গৃহে হরিপূজা হয় না, তাহা শ্মশানোপম; তাহাতে প্রবেশ অকর্ত্তব্য। হরিপূজা-পরাঙ্মুখ ও গো ব্রাহ্মণ-বেদদ্বেষী মনুষ্য রাক্ষস মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ- রাগী যে কোন ব্যক্তি, যদি ভগবান্ গোবিন্দের পূজা করে, তাহা হইলে তৎকৃত সেই পূজা বিফল হইবে। হে মহাভাগগণ! যাহারা অন্যের শুভভঙ্গের নিমিত্ত তাঁহার পূজা করে, তাহাদিগের সেই পূজা অচিরে তাহাদিগকেই নষ্ট করিয়া থাকে। হরিপূজায় রত হইয়া পাপ আচরণ করিলে তাহাকে তত্ত্বদর্শীরা বিষ্ণুদ্বেষী বলিয়া থাকেন। বিষ্ণুরত, শান্ত, লোকানুগ্রহ-পরায়ণ, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত হন। কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে বিষ্ণু-ভক্তি জন্মিয়া থাকে; যাহাদিগের সেই বিষ্ণুভক্তি অচলা, তাহাদিগের পাপমতি কেন

হইবে ? হরিপূজারত ব্যক্তিদিগের কোটিজন্মে অর্জ্জিত পাপ ক্ষণমধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়,—তাহাদিগের আবার পাপবৃদ্ধির সম্ভাবনা কি? যাহারা হরিভক্তিহীন, তাহারা চণ্ডাল, আর যদি চণ্ডালও হরিভক্তিপরায়ণ হয়, তবে সে পূজ্য। বিষয়ান্ধ মনুষ্যগণের অশেষ দুঃখ মোচন ও ভক্তি মুক্তি প্রদান করিতে হরিসেবাই বিখ্যাত। লোভ, মোহ, অজ্ঞান ও সঙ্গ বশতঃ বিষ্ণুর উপাসনা যে করে, সে ব্যক্তিও অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। কণামাত্র হরিচরণামৃত যে ধারণ করে, তাহার সর্ব্বতীর্থে স্নান করা হয় এবং সে বিষ্ণুর অতি প্রিয়পাত্র হয়। শুভ হরিচরণামৃত অকালমৃত্যু-শান্তি, সর্ব্বব্যাধি নাশ ও সর্ব্বদুঃখ দূর করে। যে মহাত্মগণ জ্যোতির পরম জ্যোতি নারায়ণের শরণাগত, মুক্তি তাহাদিগের নিত্যসহচরী। সূত কহিলেন,—পূর্ব্বকালে সত্য যুগে কণিক নামে এক ব্যাধ ছিল। সে পরদার ও পরস্ব অপহরণ, পরনিন্দা এবং প্রাণিপীড়নে সতত উদ্যত ছিল। শতসহস্র গো-ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়াছিল। দেবস্বহরণ তাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। সে এত মহৎ পাপ করিয়াছিল যে, তাহার সংখ্যা কোটি কোটি বৎসরেও করিতে পারা যায় না। একদা মহাপাপিষ্ঠ কৃতান্ততুল্য সেই ব্যাধ স্বচ্ছতোয় সরোবর, বিপণিমালা ও ভূষিত নারীগণে অলঙ্কৃত, সর্ব্বসমৃদ্ধিশালী ও অমরাবতীনিভ সৌবীরনগরে গমন করিল। সেই নগরের উপবন মধ্যে হেমকলসে আচ্ছাদিত রমণীয় বিষ্ণুমন্দির দর্শনে ব্যাধ আনন্দিত হইল। অর্থলোলুপ ব্যাধ 'বহু সুবর্ণ হরণ করিব' এই নিশ্চয় করিয়া সেই মন্দিরে গমন করিল। তথায় তত্ত্বজ্ঞানী শান্ত নিঃস্পৃহ দয়ালু ধ্যানমগ্ন বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ তপোনিধি দ্বিজবর উতঙ্ককে একাকী দেখিয়া তাহাকে চৌর্য্যের অন্তরায় ভাবিয়া, ভগবানের দ্রব্যরাশি লইবার মানসে নিশাযোগে খড়্গধারণ পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে পাদাক্রমণ ও পাণি দ্বারা কেশগ্রহণ করিয়া তদ্বধে উদ্যত হইল। উতঙ্ক তাহা দেখিয়া বলিলেন,—"হে সাধো! এই নিরপরাধকে কেন বৃথা বধ করিবে? হে ব্যাধ! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি, বল? লোকে যে অপরাধ করিয়া থাকে, তাহারই শাসন করে। হে সৌম্য! সজ্জনেরাও পাপীকে অকারণে বিনাশ করেন না! বিরোধী মূর্খেও গুণ অবস্থিত দেখিলে শান্তচিত্ত সজ্জনেরা প্রতিকূলতাচরণ করেন না। যে ব্যক্তি নানারূপে উৎপীড়িত হইলেও ক্ষমা করে, তাহাকে উত্তম মনুষ্য ও বিষ্ণুর প্রিয়পাত্র বলিয়া থাকে। পরহিতৈষী সুজন বিনাশকালেও বৈর আচরণ করে না; চন্দনবৃক্ষ ছেদন সময়ে কুঠারের মুখ সুবাসিত করিয়া দেয়। বিধি কি আশ্চর্য্য বলবান্! লোককে বিবিধপ্রকারে পীড়া দিয়া থাকেন! সর্ব্বসঙ্গমুক্ত হইলেও দুরাত্মার কাছে পীড়ন পাইতে হয়। জগতে দুর্জ্জনেরা অকারণে লোককে কষ্ট দিয়া থাকে; তন্মধ্যে সাধুজনকেই কষ্ট দেয়, সমান ব্যক্তিকে কোনমতেই দিতে পারে না। তৃণ-জল-সন্তোষ-বৃত্তি মৃগ-মীন-সজ্জনের ব্যাধ-ধীবর-দুর্জ্জনেরা অকারণ বৈরী হয়। মায়া কি বলবতী! অখিল জগৎকে মুগ্ধ করিয়া আছে, আর দারাপত্য-মিত্রের জন্য সকল দুঃখে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। দেখ, যাহারা পরদ্রব্য অপহরণ করিয়া ভার্য্যা পোষণ করিয়াছে, পরিণামে সেই সমস্ত ত্যাগ করিয়া, তাহাদিগের একাকী যাইতে হইবে। আমার মাতা, আমার পিতা, আমার ভার্য্যা, আমার পুত্র ও আমার এই সমস্ত—এই মমতাই জন্তুগণের সর্ব্বদা ক্লেশ বিধান করিয়া থাকে। ইহকালে ও পরকালে

পাপ ও পুণ্যই সঙ্গে থাকে, অপর কেহ থাকে না, যাবৎ অর্জ্জন, বন্ধুগণ তাবৎকালই থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মতঃ দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া যে ব্যক্তি যাহাদিগকে পোষণ করিয়াছে, মরণকালে তাহাকে অগ্নিমুখে আহুতি দিয়া, তাহারা মৃতান্ন ভোজন করে। পরলোক গমনকালে ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার সঙ্গে থাকে; ধন, পুত্র ও বান্ধব কিছুই সঙ্গে যায় না। পাপাচারী মনুষ্যের কামনা কেবল বাড়িতে থাকে, তৎপরে ধনাদি উপার্জ্জনে বৃথা ক্লেশের উৎপত্তি হয়। যাহা হইবার, তাহা হইবেই, অজ্ঞলোকে ইহা জানে না। কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি,—'ভবিতব্যতা অপরিহরণীয়, কিন্তু লোকে তাহা বুঝে না।' যাহা হইবার, তাহা হইবেই ও যাহা হইবার নহে, তাহা হইবে না, এই জ্ঞান যাহাদিগের অচল, তাহারা কদাচ চিন্তায় কষ্ট পায় না। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ দৈবের অধীন, অতএব দৈব ভিন্ন কেহই জন্ম মৃত্যু জানিতে পারে না। যে কোন স্থানে থাকুক না কেন, যাহা ভবিতব্য, তাহা নিশ্চিত হইবে; কিন্তু লোকে তাহা বুঝিতে না পারায় বৃথা আয়াস করিয়া থাকে। উঃ! মমতা কলত্রে তা মনুষ্যের কি কষ্ট! সে মহাপাপ করিয়াও যত্নপূর্ব্বক ইহাদের পোষণ করে, আর তদুপার্জ্জিত ধন বান্ধবেরা তাহার সমান ভোগ করে, কিন্তু পরিণামে সে একাকীই পাপের ফল ভোগ করিয়া থাকে।" উতঙ্কমুনি এইরূপ বলিলে পর কণিক ভয়াবিহ্বল-চিত্তে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং তদীয় সংসর্গপ্রভাবে ও ভগবান্ হরির সান্নিধ্য নিষ্পাপ হইয়া অনুতাপ করতঃ এ কথা বলিল,—'হে প্রভো! আপনার দর্শনে আমার সমস্ত মহাপাপ বিনষ্ট হইয়াছে। আমি অতি পাপমতি নিত্যই মহাপাপ করিয়াছি আমার নিষ্কৃতি কিরূপে হইবে? আমি কাহার শরণ লইব? পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপে ব্যাধ হইয়াছি, এই জন্মেও রাশি রাশি পাপ করিয়াছি; আমার কি গতি হইবে? হায়! অচিরেই আমার আয়ুঃক্ষয় হইবে। আমি অনেক পাপ করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রতীকার করি নাই, আমার কি দশা হইবে? জন্মই বা কি হইবে? হায়! বিধি আমাকে পাপশতাকুল ও পৃথিবীর ভারস্বরূপ করিয়া কেন সৃজন করিলেন? আমি কত জন্ম আর নিষ্ঠুরাচারে পাপের ফল ভোগ করিব?" এইরূপে তখন ব্যাধ নিজে নিজে আত্মনিন্দা করিয়া, অনুতাপে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহামতি দয়ালু উতঙ্ক ব্যাধকে পতিত দেখিয়া বিষ্ণু পাদোদক সেচন করিলেন। ব্যাধও সেই পাদোদক স্পর্শমাত্র পাপমুক্ত হইল এবং দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া মুনিকে বলিল,—"হে সুব্রত মুনিশ্রেষ্ঠ উতঙ্ক! আপনি আমার গুরু; আপনার প্রসাদে মহাপাতক-বন্ধন হইতে আমি মুক্তি পাইয়াছি। হে মুনিপুঙ্গব! আপনার উপদেশ শ্রবণে আমার অনুতাপ জন্মিয়াছিল, তাহাতেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। আপনি যে আমার অঙ্গে হরি-চরণামৃত সেচন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বিষ্ণুর পরম ধামে চলিয়াছি। হে সুব্রত! আপনার সদৃশ গুরু প্রাপ্ত হইয়া, আমি কৃতার্থ হইলাম। আপনাকে নমস্কার। হে বিভো! অপরাধ সকল মার্জ্জনা করিবেন।" এই কথা বলিয়া, সে মুনিশ্রেষ্ঠের উপর দিব্য পুষ্প বর্ষণ করিল ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিল। তৎপরে বিমানা-রোহণে সর্ব্বকাম-সমন্বিত অপ্সরোগণাকীর্ণ বিষ্ণুলোকে গমন করিল। ইহা দেখিয়া

তপোনিধি উতঙ্ক বিস্মিত হইয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তবে মহাবিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে বরদান করিলেন। সেই বরে উতঙ্ক মুনিও পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ! উতঙ্ককৃত সেই স্তোত্র কি, ভগবান্ কিপ্রকারে তুষ্ট হইলেন, আর পুণ্যবান্ পুরুষ উতঙ্ক কি বর লাভ করিয়াছিলেন—বলুন। সূত কহিলেন,—হরিধ্যান-পরায়ণ দ্বিজবর উতঙ্ক হরিপূজার প্রভাব দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন,—"হে নারায়ণ! তুমি আদিদেব, জগতের আশ্রয় ও প্রলয়ের কারণ। তুমি শার্ঙ্গ-চক্র-অসি-পদ্মধারী মহান্; তোমায় যে স্মরণ করে, প্রসন্ন হইয়া তুমি তাহার যন্ত্রণা দূর কর,—তোমায় নমস্কার। বিধি যাঁহার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন, যিনি লোকসমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁহার ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইয়া, এই বিশ্বের সংহার করেন, সেই আদিনাথকে প্রণাম। তুমি পদ্মাপতি, পদ্মপলাশলোচন; তুমি বিচিত্রবীর্য্য, অখিলের একমাত্র কারণ; তুমি বেদান্তবেদ্য পুরাণ পুরুষ; তুমি তেজোধাম বিষ্ণু; তোমার পদে প্রণাম। তুমি সর্ব্বগত আত্মা তুমি অচ্যুত, তুমি জ্ঞান অথচ জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ, তুমি করুণানিধি পরমাত্মা, তুমি প্রপন্নজনের আর্ত্তিহারী,—এই অধমজনের বরদাতা হও। হে জগদীশ! স্থূলসূক্ষ্মাদি ভেদে জগতের যে বিস্তার হইয়াছে,—হে সারাৎসার! সেই সমস্তই তুমি;—হে পরাৎপর! তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। জাতিগুণহীন, মায়াবিহীন, নিরঞ্জন, নির্ম্মল, অমেয়, অগোচর যে তোমার পরমাত্মসংজ্ঞক সূক্ষ্ম রূপ, তাহা সাধুজনেরা দর্শন করিয়া থাকেন। হে সর্ব্বেশ্বর! সুবর্ণ এক হইলেও তন্নির্ম্মিত ভূষণসমূহ যেমন উপাধিভেদে ভিন্ন, সেইরূপ অখিলরূপী তুমি এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃশ্যমান হও। হে মায়াপুরুষ! তোমার মায়ায় চিত্ত মোহিত থাকায়, যাহাদিগের আত্মদর্শন হয় না, তাহারা আবার তোমার কৃপায় মায়া বিগত হইলে সর্ব্বস্বরূপী তোমায় আত্মরূপে দর্শন করিতে পায়। নির্গুণ, পরমানন্দস্বরূপ, মায়াতীত, অজর, অবিনাশী বিষ্ণুসংজ্ঞক অনুপম পরম জ্যোতিকে আমি প্রণাম করি। যাঁহা হইতে এই সমস্ত প্রপঞ্চ উৎপন্ন, যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, যাঁহা হইতে চৈতন্যলাভ করে ও যাঁহার স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি অপ্রমেয়, জগতের আধার হইলেও স্বয়ং নিরাধার, পরমানন্দ ও চিদ্রূপ, সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি। যিনি হৃদয়-কন্দরবাসী, যোগিগণ-সেব্য, যোগের নিদান-ভূত প্রণবের অধিদেব,—তাঁহাকে প্রণাম। যিনি নাদস্বরূপ, নাদের বীজ, প্রণব ও প্রণবরূপী,—সেই সচ্চিদানন্দরূপী চক্রপাণিকে বন্দনা করি। যিনি অক্ষর, জগতের সাক্ষী, নিরঞ্জন ও অবাঙ্মনসগোচর, সেই অনন্তাখ্য বিশ্বরূপকে নমস্কার। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সত্ত্ব, তেজ, বল, ধৃতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এই সমস্ত যাঁহার স্বরূপ,—যে জগৎপতিকে

পণ্ডিতেরা বিদ্যা ও অবিদ্যাস্বরূপ, পরাৎপর এবং পরাৎপরতর বলিয়া থাকেন,—যিনি অনাদিনিধন, শান্ত, সর্ব্ববিধাতা ও অচ্যুত,—যাঁহার শরণাগত হইলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবিনী এবং যিনি বরেণ্য, বরদ, পুরাণ, সনাতন ও সর্ব্বগত, তাঁহাকে প্রণাম, ভূয়ো প্রণাম, ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম। যাঁহার পাদজল ভবরোগের বৈদ্যস্বরূপ, যাঁহার পদরজ বিশুদ্ধির কারণ, যাঁহার নাম দুষ্কর্ম্ম-নিবারণের উপায়,—সেই অপরিমেয় পুরুষকে ভজনা করি। যিনি সদ্রূপ হইলেও অসদ্রূপ ও সদসৎ উভয়রূপ,—যিনি অব্যয়, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ ও তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ,—সেই বিলক্ষণ পুরুষকে ভজনা করি। যিনি অপ্রকাশ, অনির্দ্দেশ্য, মহতের মহত্তর, নিরাকার, পূর্ণ, আকাশমধ্যগ, বিদ্যা ও অবিদ্যা-অতীত, জলপদ্মবাসী, অণু হইতে অণুতর, অজ, সর্ব্বোপাধিশূন্য, নিত্য, সনাতন ও পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম; সেই বিষ্ণুসংজ্ঞক তেজের শরণাগত হইলাম। কর্ম্মীরা যাঁহার ভজনা করেন, যোগীরা যাঁহাকে দর্শন করেন, সেই পূজ্য হইতে পূজ্যতর শান্ত শরণ্য প্রভুকে নমস্কার করি। পণ্ডিতেরা যাঁহার দর্শন পান না, যিনি সর্ব্বব্যাপী, সকল হইতে অধিক, নিত্য ও অব্যয়,—অন্তঃকরণ-সংযোগে যাঁহাকে জীব ও অবিদ্যা কার্য্য রহিত হইলে পরমাত্মা কহে, যিনি সদাত্মক, সর্ব্বকারণ ও সর্ব্বকর্ম্ম-ফলদাতা, সেই বরেণ্য অজয় পরাৎপরকে প্রণাম করি। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগত মহান্‌ বেদান্তগোচর বেদজ্ঞবন্দ্য বাঙ্মনোতীত অনন্তশক্তি সেই জ্ঞানৈক-বেদ্য পুরুষের ভজনা করি। যিনি ইন্দ্র, বহ্নি, যম, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ও ঈশ প্রভৃতি দেবগণ দ্বারা লোকপালন করিতেছেন, সেই পূর্ণরূপী ভগবানের শরণ লইলাম। যাঁহার বাহু, নেত্র, মস্তক ও পদ সহস্র,—যিনি সমস্ত যজ্ঞস্বরূপ, আদ্য, পরিপূর্ণ ও অভীষ্টদাতা,—যিনি কাল, কালবিভাগের কারণ, গুণাতীত, গুণপ্রিয় ও সগুণ,—যাঁহাকে সংজ্ঞাতীত, অতীন্দ্রিয় ও বিতর্ক কহে,—যিনি মনোময়, আত্মময়, প্রাণময় ও অবাঙ্ময়,—যাঁহাকে জ্ঞানবিশেষে প্রাপ্ত হওয়া যায়,—সেই নিরীহ মনোতীত পুরুষের আশ্রয় লইলাম। সাক্ষাৎ পদ্মযোনি প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার রূপ, বল, প্রভাব, কর্ম্ম ও পরিমাণ জানিতে অক্ষম,—সেই নিত্য আত্মরূপকে কিরূপে স্তব করিব? অতএব হে বিষ্ণো! সংসার-সমুদ্রে পতিত, মোহাকুল, শত কামনায় আবদ্ধ, বিজ্ঞানভেদে ভ্রান্তমতি এই জড় ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করুন; আপনাকে সদা নমস্কার। হে বিষ্ণো! লজ্জাবিহীন নির্দ্দয় পরদ্রব্য-পরায়ণ, মমত্বপাশে আকৃষ্ট, অকিঞ্চন এই জনকে পরিত্রাণ করুন। হে কৃপার্ণব! আপনার পুনঃপুনঃ শরণ লইতেছি; আপনি কৃপা করিয়া এই পাপরত কৃতঘ্ন অলস শোকার্ত্ত পিশুন অকীর্ত্তিভাক্‌ ভয়াকুল ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করুন।” এইরূপ স্তবে ভগবান্‌ কমলাপতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তখন দ্বিজবর উত্তপ্ত অতসীপুষ্পবর্ণ, কিরীট কুণ্ডল-হার-কেয়ূরধারী শ্রীবৎস-কৌস্তুভধর, হেমযজ্ঞোপবীতী, কমলদলনয়ন, নাসাগ্রস্থ মুক্তার আভায় বিভূষিত দেহপ্রভাশালী, বনমালাবিভূষিত, তুলসীদলা-র্চ্চিত-চরণ, কিঙ্কিণীনূপুরাদিশোভিত, পীতাম্বরধারী ভগবান্‌ গরুড়ধ্বজকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া ক্ষিতিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং আনন্দ-বাষ্পে ভগবানের চরণদ্বয় ক্ষালিত করিয়া, একাগ্রচিত্তে 'মুরারে রক্ষা কর, রক্ষা কর' এই কথা বলিলেন। তখন কৃপাসিন্ধু ভগবান্‌ হরি, তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন,—

"হে বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই; অতএব বর গ্রহণ কর।" উতঙ্ক তখন দেবদেব চক্রপাণির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করত বলিলেন,—"হে প্রভো! কেন মোহজাল বিস্তার করিতেছেন? আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই; কেবল জন্ম-জন্মান্তরে আপনার প্রতি অটল অচল ভক্তি থাকে,—রাক্ষস, পিশাচ, মনুষ্য, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ বা কীট—যে-যে যোনিতে আমি জন্মগ্রহণ করি না কেন, হে কেশব! যেন আপনার প্রতি অটল অচল ভক্তি থাকে—প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করুন।" দেবদেবও "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে শঙ্খপ্রান্ত দ্বারা স্পর্শ করত যোগিবৃন্দেরও দুর্লভ দিব্যজ্ঞান প্রদান করিলেন। পরে বিপ্রেন্দ্র উতঙ্ক পুনরায় স্তব করিলে, ভগবান্ সম্মিতমুখে তদীয় মস্তকে হস্ত দিয়া এই কথা বলিলেন যে,—"হে বিপ্রসত্তম! ক্রিয়াযোগ দ্বারা সদা আমার আরাধনা কর, তাহা হইলে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে। আর তোমার কৃত এই স্তব যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, সে পূর্ণ-মনোরথ হইয়া, মুক্তির ভাজন হইবে।" এই কথা বলিয়া ভগবান্ মাধব তথায় অন্তর্হিত হইলেন, উতঙ্কও ভগবানের আদেশ মত কার্য্য করিয়া, বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। অতএব ভগবান্ জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। সর্ব্বকাম-প্রদায়িনী হরিভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! দেবদেব গরুড়ধ্বজের পূজা করুন,—তাঁহাকে পূজা, প্রণাম বা স্মরণ করিলে, তিনি মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন অতএব ঐহিক ও পারত্রিক ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে অনন্ত অপরাজিত দেব নারায়ণের পূজা করিবে। যে ব্যক্তি সমাহিত-চিত্তে এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করে।

ষটত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সর্ব্বপাপহর নারদ-কথিত ভগবানের পুণ্য মাহাত্ম্য পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হরিকথার কি আশ্চর্য্য মহিমা! জগতে ইহা শ্রোতা, বক্তা বিশেষতঃ ভক্তবৃন্দের পাপ নষ্ট করে ও পুণ্য প্রদান করে। যাঁহারা হরিভক্তি-রসাস্বাদে আনন্দিত, তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি; যেহেতু তাঁহাদিগের সঙ্গ মুক্তির কারণ। যাঁহারা হরিভক্ত বা হরিনাম-পরায়ণ,—দুর্ব্বৃত্ত বা সুবৃত্ত হউন না কেন,—তাঁহাদিগকে আমি নিত্য প্রণাম করি। হে মুনিপুঙ্গবগণ! যে ব্যক্তি সংসার-সাগর-তরণে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি সেই পরমাত্মার ভজনা করিবে,—কারণ তদীয় ভক্তেরা পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়। দর্শন, স্মরণ, পূজা ধ্যান বা প্রণাম করিলে, ভগবান্ গোবিন্দ দুস্তর ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। শয়নে, ভোজনে, জপে, অবস্থানে, উত্থানে ও বিচরণে যাঁহারা হরিনাম উচ্চারণ করেন,—তাঁহাদিগকে নিয়ত নমস্কার। বিষ্ণুভক্তদিগের কি আশ্চর্য্য ভাগ্য! যেহেতু যোগিগণেরও দুর্লভ মুক্তি তাঁহাদিগের করস্থ।

পূর্ব্বকালে যজ্ঞধ্বজ নামে চন্দ্রবংশীয় এক বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি ভগবানের মন্দিরে নিত্য সম্মার্জ্জন কার্য্য ও দীপ দান করিতেন এবং তাঁহার সর্ব্বভূতে দয়া ছিল। একদা সেই রাজা মনোহর রেবানদীর তীরে বিচিত্র কারুকার্য্য শোভিত, হরিমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। তথায় তিনি সর্ব্বদা সম্মার্জ্জনে ও দীপদানে নিরত থাকিতেন, নিয়ত হরিগত-চিত্তে হরিনাম, হরিকে প্রণাম এবং হরিভক্ত জনের উপর প্রীতি করিতেন। বীত-হোত্র নামে তাঁহার পুরোহিত তদীয় চরিত্র দর্শনে বিস্মিত হইলেন। একদা বেদ-বেদাঙ্গ পারগ বীতহোত্র বিষ্ণু-পরায়ণ রাজাকে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ভরত-বংশাবতংস পরম ধার্ম্মিক হরিভক্ত রাজন্। তুমি বিষ্ণুভক্তাগ্রগণ্য হইলেও কেন নিত্য সম্মার্জ্জন ও দীপদানে রত, তাহা বল,—ইহার ফল কি জানিতে পারিয়াছ? হে মহাভাগ! তৈল ও বর্ত্তির সম্পাদনে এবং গৃহসম্মার্জ্জনে তুমি সদাই উদ্‌যোগী; ইহা ভিন্ন বিষ্ণুর অনেক প্রিয়তর কার্য্য ত আছে, তথাপি তুমি ইহাতেই সতত উদ্যত কেন? বোধ করি, ইহাতে মহাপুণ্য আছে—তুমি সর্ব্বতো-ভাবে জানিয়া থাকিবে। যদি রহস্য না হয় ও আমার প্রতি প্রীতি থাকে, তবে বল।" পুরোহিতের এই বাক্য শুনিয়া তখন রাজসত্তম সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"হে দ্বিজপুঙ্গব! আমারই পূর্ব্ব চরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি জাতিস্মর বলিয়া স্মরণ হইতেছে; ইহা শ্রোতৃবর্গের অতীব বিস্ময় জনক। পূর্ব্বে স্বারোচিষ মন্বন্তরে সত্যযুগে রৈবত নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিল। সে বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী হইলেও অযাজ্য-যাজন, গ্রামযাজন অবিক্রেয়-বিক্রয়, পৈশুন্য ও নিষ্ঠুরতাচরণ করিত। তাহার এইরূপ গর্হিতাচরণ দেখিয়া স্বজনবর্গ তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন সে অনন্যোপায় হইয়া অন্ন-বস্ত্রের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুঃশীলতা নিবন্ধন শ্বাস-কাস পীড়ায় নর্ম্মদা নদীর তীরে তাহার মৃত্যু হইল। তৎপরে তাহার পত্নী বন্ধুমতীকে স্বৈরচারিণী হইতে দেখিয়া বান্ধবেরা পরিত্যাগ করিল। তাহার গর্ভে মহাপাপাচারী, ব্রহ্মদ্বেষী, পরদার ও পরদ্রব্যাভিলাষী, প্রাণিহিংসক, মদ্যপায়ী, নিন্দক, পিশুন, মার্গরোধক এবং পশু-পক্ষি-মৃগাদি জীবের কালান্তক সদৃশ দণ্ডকেতু নামে চণ্ডাল হইয়া আমি জন্মিয়াছিলাম। তখন আমি অসংখ্য গো ব্রাহ্মণ মৃগ-পক্ষী বধ করিয়াছি ও সুমেরুপ্রমাণ বহু সুবর্ণ হরণ করিয়াছি। একদা আমি কামসন্তপ্ত হইয়া পরস্ত্রীর সহিত রতিকামনায় রাত্রিকালে পূজাদি বিবর্জ্জিত এক বিষ্ণুমন্দিরে গিয়াছিলাম। হে ব্রহ্মন্! তথায় নিজ উপভোগার্থ শয়ন করিতে গিয়া বস্ত্রের প্রান্তভাগ দ্বারা কতক স্থানের ধূলি মার্জ্জনা করিয়াছিলাম। সেখানে যত ধূলিকণা মার্জ্জিত হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তত জন্মের পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। হে দ্বিজোত্তম! আর রত্যর্থে প্রদীপ স্থাপন করায় আমার যাবতীয় পাপ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইল। ইত্যবসরে নগররক্ষিগণ তথায় আসিয়া তস্করবোধে আমাদিগের উভয়কে বধ করিল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই নারীর সহিত সর্ব্বভোগ-সমন্বিত দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলাম। তথায় ব্রহ্মার সম্পূর্ণ শতকল্প থাকিয়া ব্রহ্মলোকে আবার ততকাল অবস্থান করিলাম। পরে দিব্যভোগ সহকারে তাবৎকাল স্বর্গে অবস্থান করিয়া অদৃষ্টক্রমে সেই পুণ্যপ্রভাবে

এক্ষণে মর্ত্ত্যলোকে যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াছি এবং নিষ্কণ্টকে রাজ্য ও সম্পদ্ ভোগ করিতেছি। হে ব্রহ্মন্! ব্রতার্থে সম্মার্জ্জনা ও দীপদান করিয়া যখন এবংবিধ শ্রেয়োলাভ করিয়াছি, তখন না জানি, যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক করে, তাহাদিগের কি ফল লাভ হইয়া থাকে! হে সাধুবর! এইজন্যই আমি জাতিস্মর বলিয়া পরম ভক্তিসহকারে দীপদান ও সম্মার্জ্জনে যত্নবান্ আছি। যে ব্যক্তি নিঃস্পৃহ হইয়া একাকী সেই জগন্নাথের পূজা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। আমি যখন অনিচ্ছায় কার্য্য করিয়া ঈদৃশ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন প্রশান্ত-ভক্তিমান্ লোকে সম্যক্ পূজা করিলে কিনা ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে?" দ্বিজোত্তম বীতিহোত্র রাজার এই বাক্য শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া হরিপূজাপরায়ণ হইলেন। অতএব হে ব্রাহ্মণগণ! শ্রবণ করুন, অবিনাশী সেই ভগবান্ নারায়ণ, জ্ঞান বা অজ্ঞানপূর্ব্বক পূজিত হইলে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যখন শরীর ক্ষণভঙ্গুর, সম্পদ্ অচিরস্থায়ী ও মৃত্যু নিত্য-সন্নিহিত; তখন ধর্ম্ম-সঞ্চয় সবিশেষ কর্ত্তব্য। এই যে স্বজনবর্গ দেখিতেছ, ইহারা চিরস্থায়ী নহে; বিভব আজ আছে, কাল নাই; শরীরের নাশ অবশ্যম্ভাবী; অতএব হরিপূজা কর। হে মানব! তুমি মদমত্ত হইয়া কেন বৃথা গর্ব্ব করিতেছ? দেখিতেছ না যে, দেহের অপায় নিকটে? ধনাদি ত কোন্ ছার! সহস্রকোটি জন্ম যাহারা পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে,—তাহাদিগেরই দেবদেব জনার্দ্দনের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। গঙ্গাস্নান, অতিথিসৎকার ও নিখিল যজ্ঞ—এই সমস্তই সুলভ; কিন্তু বিষ্ণুভক্তি অতীব দুর্লভ। ভবার্ণবে নিমগ্ন জনগণের পক্ষে তুলসী-সেবা, সৎসঙ্গ, হরিভক্তি ও মনুষ্যজন্ম দুর্লভ; সেই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া তোমরা বৃথা নষ্ট করিও না;—আমি পুনঃপুনঃ বলিতেছি, সেই মহাত্মার অর্চ্চনা কর। যদি দুস্তর ভবসাগর তরিতে ইচ্ছা কর, তবে অতি দুর্লভ হরিভক্তি অবলম্বন কর; অচিরে গোবিন্দের পূজা কর, বিলম্ব করিও না;—দেখিতেছ না কৃতান্তের নগর সন্নিহিত? হে বিপ্রেন্দ্রগণ! যদি মুক্তি অভিলাষ করেন, তবে সেই সর্ব্বকারণ জগদ্যোনি নারায়ণের অর্চ্চনা করুন। যাহারা সর্ব্বাধার সর্ব্বযোনি সর্ব্বান্তর্যামী সেই মহাত্মা প্রভুর শরণাপন্ন হয়, তাহারা নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। যাহারা প্রণতার্ত্তিহারী সেই মহাবিষ্ণুর অর্চ্চনা করে, তাহারাই প্রকৃত বান্ধব, পূজা ও সবিশেষ নমস্কারের পাত্র। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিষ্কাম বিষ্ণুভক্তবর্গকে ভোজন করায়, সে একবিংশতি পুরুষের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি উহাঁদিগকে ফল বা জল প্রদান করে, সে সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহারা বিষ্ণুপূজাপরায়ণের শুশ্রূষা করে, তাহারা একবিংশতি পুরুষসহ বিষ্ণুলোকে যায়। যাহারা নিঃস্পৃহ হইয়া হরি বা হরের পূজা করে, তাহারা নিখিল ভুবন পবিত্র করিয়া থাকে। যে গৃহে হরিপূজাপরায়ণ ব্যক্তি বাস করে, তথায় সমস্ত দেবতা ও স্বয়ং হরি লক্ষ্মীসহ অবস্থান করেন। যাহার গৃহে পবিত্র তুলসীমালা বিদ্যমান আছে, তাহার নিত্য নিখিল শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। শালগ্রাম-শিলারূপে সাক্ষাৎ কেশব যথায় বিরাজমান থাকেন, তথায় গ্রহগণ কিংবা ভূত বেতাল প্রভৃতির উৎপাত থাকে না। শালগ্রাম-শিলা যেস্থানে বিদ্যমান, তাহাই তীর্থ ও তপোবন মধ্যে গণ্য; কারণ, তথায় ভগবান্ মধুসূদন সন্নিহিত থাকেন। যে গৃহে তুলসী বিদ্যমান নাই ও

শালগ্রামশিলার পূজা না হইয়া থাকে, সে গৃহকে অমঙ্গলপূর্ণ শ্মশানতুল্য জানিবে। হে দ্বিজগণ! পুরাণ, স্তায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাঙ্গবেদ এই সমস্তই বিষ্ণুর মূর্ত্তি। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে চারিবার প্রদক্ষিণ করে, তাহারা সর্ব্বোত্তম পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে নারদকথিত একটী পুরাতন ইতিহাস আছে,—ইহার কথনে ও শ্রবণে সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বৈবস্বত মন্বন্তরে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির যে সংবাদ ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, হে দ্বিজগণ! শ্রবণ করুন। একদা সর্ব্বভোগসম্পন্ন ইন্দ্র দেবতা ও অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃহস্পতিকে বলিলেন,—"হে সর্ব্বতত্ত্বার্থ-দর্শী মহাভাগ বৃহস্পতে! অতীত ব্রাহ্মকল্পে সর্গ, ইন্দ্র ও দেবগণের বৃত্তান্ত কি,—যথাযথ বলুন।" তাহা শুনিয়া বৃহস্পতি বলিলেন,—"হে শক্র! আমি ইদানীন্তন লোক, কিছুই জানি না; পূর্ব্বদিনের কৃত কর্ম্ম অথবা ব্রহ্মার এই বর্ত্তমান দিনের ঘটনা ও অতীত মনুর বিষয় কিছুই বলিতে পারি না। হে পুরন্দর! সুধর্ম্ম নামে বিখ্যাত এক ব্যক্তি আছেন, তিনি সমস্ত জানেন;—চল তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।" ইন্দ্র তখন বৃহস্পতি ও দেবগণের সহিত সুধর্ম্মের নিকট গমন করিলেন। বৃহস্পতির সহিত দেবরাজকে সমাগত দেখিয়া সুধর্ম্ম বিবিধ উপচারে যথোচিত পূজা করিলেন। ইন্দ্র তখন তদীয় সমৃদ্ধি দর্শনে মনে মনে বিস্মিত হইয়া সবিনয়ে তাঁহাকে বলিলেন,—"হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সুধর্ম্ম! তোমাকে সর্ব্বসম্পৎশালী এবং কীর্ত্তি, যশ ও তেজে মদপেক্ষা অধিক দেখিতেছি; তুমি কি দান, তপস্যা, যজ্ঞ বা তীর্থসেবার প্রভাবে এতাদৃশ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ? তুমি অতীত ব্রাহ্মকল্প এবং অতীত ইন্দ্র ও দেবগণের বৃত্তান্ত আমায় বল।" দেবরাজ এই কথা বলিলে পর তখন সুধর্ম্ম হাস্য করত বিনয়সহকারে পূর্ব্ববৃত্তান্ত যথাবিধি বলিতে লাগিলেন। সুধর্ম্ম বলিলেন,—"হে ইন্দ্র! সহস্র চারি যুগে ব্রহ্মার এক দিন; ব্রহ্মার সেই দিনে চতুর্দ্দশ মনু ও ইন্দ্র এবং বিবিধ দেবতা পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তিত আছে। সমস্ত ইন্দ্রেরই সম্পদাদি একরূপ এবং যে যে মনুর অন্তর, সেই সেই মনুর পুত্রেরা তৎকালে নৃপতি হন। হে শক্র! এক্ষণে উক্ত মনু প্রভৃতির নাম বর্ণনা করিতেছি,—শ্রবণ কর। (১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সূর্য্যসাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্ম্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) রৌচ্য, (১৪) ভৌত্য—ইঁহারা চতুর্দ্দশ মনু। ইঁহাদিগের অধিকার কালের দেবতা ও ইন্দ্রের নাম বলিতেছি, শুন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামে দেবতা ও শচীপতি নামে ইন্দ্র; স্বারোচিষ অন্তরে পারাবত ও তুষিত নামে দেবতা ও বিপশ্চিৎ নামে সর্ব্বসম্পত্তিশালী ইন্দ্র; তৃতীয় মন্বন্তরে সুধামা, সত্য, শিব ও প্রতর্দ্দন নামে দেবতা ও ইন্দ্রের নাম সুশান্তি; চতুর্থে দেবতার নাম সুরূপ, হরি, সুপ্ত ও সুধী এবং ইন্দ্রের নাম শিবি; পঞ্চমে অমিতাভ প্রভৃতি দেবতা ও বিভু নামে ইন্দ্র; ষষ্ঠে দেবতার নাম আদ্য প্রভৃতি ও মনোজব নামে ইন্দ্র; বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্য, বসু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতা এবং ইন্দ্রের নাম পুরন্দর; অষ্টমে সুতপা প্রভৃতি দেবতা ও বিষ্ণুপূজা-প্রভাবে বলি ইন্দ্র হন; নবমে পারাবত প্রভৃতি দেবতা ও অদ্ভুত নামে ইন্দ্র; দশমে বামনাদি দেবতা ও শান্তি নামে ইন্দ্র; একাদশে বিহঙ্গম প্রভৃতি দেবতার নাম ও ইন্দ্রের নাম বৃষ; দ্বাদশে হরিতাদি দেবতা ও

ঋতধামা নামে ইন্দ্র; ত্রয়োদশে সুত্রামা প্রভৃতি দেবতা ও দিবস্পতি নামে মহাবলশালী ইন্দ্র এবং চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে চাক্ষুষাদি দেবতা ও শুচি নামে ইন্দ্র। এইরূপে মনু, ইন্দ্র ও দেবগণ যথাযথ বর্ণনা করিলাম। এই মনুগণ ব্রহ্মার একদিনে নিজ নিজ অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার সৃষ্টিমাত্রই এইরূপ জানিবে। কর্ত্তা অনেকে আছেন; তাঁহাদিগের সংখ্যা কে জানিতে পারে? আমি যখন বিষ্ণুলোকে ছিলাম, তখন অনেক ব্রহ্মা হইয়াছেন; হে অদিতিনন্দন! তাঁহাদিগের সংখ্যা বলিতে আমি অশক্ত। তৎপরে আমি স্বর্গলোকে আসিলে চারি জন মনু অতীত হইয়াছেন, আমার বিভবও অতি বিস্তৃত জানিবে। হে প্রভো! আমি কোটিযুগ এই স্থানে থাকিব, তৎপরে কর্ম্মভূমিতে গমন করিব। হে পণ্ডিত! আমি যে সুকৃত করিয়াছি, তাহা বলিতেছি; ইহার কথনে ও শ্রবণে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। হে শক্র! আমি পূর্ব্বে মর্ত্ত্যলোকে ধমেধ্যামিষভোজী অতিপাপী এক গৃধ্র ছিলাম। একদা আমি বিষ্ণুগৃহ-প্রাচীরে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে এক ব্যাধ আসিয়া আমায় বাণবিদ্ধ করিল। আমি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলাম। তখন মাংসলোলুপ এক কুক্কুর আমায় মুখে করিয়া লইল। সেই কুক্কুর, অন্য কুক্কুর কর্ত্তৃক অভিদ্রুত হইয়া আমায় মুখে করিয়া বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। তাহাতেই জগন্ময় অন্তরাত্মা সেই বিষ্ণু আমাকে ও কুক্কুরকে পরম পদ প্রদান করিয়াছেন। হে দেবরাজ! এইরূপে প্রদক্ষিণ করার যখন এই ফল, তখন মনে করিয়া দেখ, যথাবিধি প্রদক্ষিণ করিলে কি ফল হইয়া থাকে?" মহাত্মা সুধর্ম্ম এই কথা বলিলে পর, দেবরাজ মনে মনে প্রীত হইয়া, হরিপূজাপরায়ণ হইলেন। অদ্যাপি সমস্ত দেবগণ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিবার মানসে সেই অনাময় নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এমন কি, যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করে, তাহাদিগকে ব্রহ্মাদি দেবগণ পূজা করিয়া থাকেন। পরিগ্রহশূন্য মহাত্মা যতিদিগের নারায়ণ-স্মরণে সংসারবন্ধন কেন হইবে,—যখন তাহাদিগের সঙ্গালাপীগণও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে? যে মানবগণ নিঃসঙ্গ হইয়া প্রতিদিন নারায়ণের অর্চ্চনা করে, তাহারা অশেষ-পাপমুক্ত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা বীতরাগ ও পরাপবাদশূন্য হইয়া দেবদেব নারায়ণকে সতত স্মরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। যাঁহারা হরিকথা শ্রবণ করেন ও তৎপাদপদ্মে নিবেশিতচিত্ত, তাঁহারা জগৎপাবক; তাঁহাদের সঙ্গে ও আলাপে লোকে হরিবৎ পূজ্য হইয়া থাকে। যথায় হরিপূজাপরায়ণ শুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মারা বিরাজমান, তথায় সমস্ত শুভ, নিম্নগামী জলের ন্যায়, আসিয়া থাকে। চৈতন্যকারণ হরিই পরম বন্ধু, হরিই পরম গতি, হরিই পরম পূজ্য। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! স্বর্গাপবর্গ-ফলদাতা নিরাময় সদানন্দ সেই হরির পূজা কর, পরম শ্রেয়োলাভ হইবে। যাহারা নিষ্কাম ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া হরির পূজা করে, তাহাদিগের প্রতি তিনি প্রসন্ন হইয়া সকল অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই বিষয় শ্রবণ বা পাঠ করে, সে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ! হরিপূজার যে ফল, তাহা সংক্ষেপে ও বিস্তারে বলিলাম, এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে, বলুন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে তত্ত্বার্থদর্শী সূত! আপনি সমস্তই বলিলেন, এক্ষণে চতুর্যুগের স্থিতি-লক্ষণ-শ্রবণে কৌতূহল হইতেছে। সূত কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ লোকোপকারী ঋষিগণ! সাধু! সাধু! সর্ব্বলোকের উপকারক যুগধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই ধর্ম্ম কোন সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কোন সময়ে বা বিলুপ্ত হইয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ। হে সাধুত্তমগণ! দেবপরিমিত দ্বাদশ সহস্র বৎসরে এক মহাযুগ হয়; তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, সত্যাদি যুগ সকল, অনুরূপ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ-যুক্ত। প্রথমে সত্য, পরে ত্রেতা, তৎপরে দ্বাপর ও শেষে কলিযুগ। হে বিপ্রগণ! সত্যযুগে, কি দেব, কি দানব, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস ও কি পন্নগ, তৎকালে সকলেই দেবসম, জানিবেন। তৎকালে সকলেই হৃষ্ট ও ধার্ম্মিক এবং ক্রয় বিক্রয় বা বেদ বিভাগ নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে তৎপর, নারায়ণ-পরায়ণ, তপস্যা ও ধ্যান-নিরত, কামাদিদোষশূন্য, শমাদিগুণে ভূষিত, অসূয়া ও দম্ভ বিহীন, আশ্রমোচিত কার্য্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত ও সত্যবাদী। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি প্রকার আশ্রমধর্ম্ম-প্রতিপালক, বেদাধ্যয়নে আসক্ত ও সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রার্থপারগ এবং নিষ্কাম ভাবে আশ্রমোচিত কার্য্যের যথাকালে অনুষ্ঠান হেতু সকলেই পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সুনির্ম্মল ও শুক্লবর্ণ। সম্প্রতি ত্রেতাযুগের বিষয় বর্ণন করিতেছি একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করুন। হে বিবুধ পুঙ্গবগণ! ত্রেতায় ধর্ম্ম পাদহীন ও নারায়ণ লোহিতবর্ণ হন এবং সমুদয় মানবগণ কিঞ্চিৎ ক্লেশান্বিত, ক্রিয়া যোগরত, যজ্ঞানুষ্ঠানে তৎপর, সত্যব্রত, ধ্যাননিরত আর দান ও প্রতিগ্রহ পরায়ণ হইয়া থাকে। মুনিবর সকল! দ্বাপরযুগে ধর্ম্ম দ্বিপাদহীন ও ভগবান্ হরি পীতবর্ণ হইয়া থাকেন। ঐকালে বেদ বিভক্ত হয় এবং কোন কোন ব্যক্তিকে অসত্য-পরায়ণ দেখা যায়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়, কিঞ্চিৎ রাগদ্বেষাদি-দোষে দূষিত হয়। কোন কোন বিপ্র স্বর্গ-সুখ-ভোগার্থ, কেহ কেহ ধনাদিপ্রাপ্তি-কামনায় এবং কোন কোন বিপ্র বা কোনরূপ পাপ-কার্য্যের নিমিত্ত জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে বিপ্রসত্তম মুনিবরগণ! দ্বাপরযুগে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই প্রবর্ত্তমান থাকে। প্রজাগণ অধর্ম্মপ্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ অতিশয় অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। তৎকালে কোন কোন ব্যক্তি, পুণ্যানুষ্ঠানে নিরত মানবগণকে দেখিয়া সতত অসূয়া প্রকাশ করে। এক্ষণে কলিধর্ম্ম বলিতেছি, সুসমাহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। উক্ত তমোগুণময় কলিযুগ উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম ত্রিপাদহীন এবং নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ হন। কদাচিৎ কোন ধর্ম্মাত্মা, দান বা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং কদাচিৎ কেহ কর্ম্মযোগে নিরত হন। কলিকালে কোন ব্যক্তিকে ধর্ম্মরত দেখিলে সকলে অসূয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ সময় ব্রতাচরণ, দান ও যজ্ঞাদি সকল বিনষ্ট হয় এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হেতু দৈবাদি উপদ্রব সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। কলিযুগে নিখিল ব্যক্তি, অসূয়াপরায়ণ ও দম্ভাচারনিরত এবং সমুদয় প্রজাই অল্পায়ু হইবে। ঋষিগণ কহিলেন,—

হে মুনে! আপনি ত সংক্ষেপে সমুদয় যুগধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন; সম্প্রতি বিস্তাররূপে কলি-ধর্ম্ম বর্ণন করুন। হে মুনিসত্তম! আপনি অখিল বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য, অতএব বলুন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইহাদিগের কি প্রকার আহার ও কি প্রকার আচরণ হইবে? সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ, মুনিবর সনৎকুমারকে এবিষয় যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। ভগবান্ হরি কৃষ্ণবর্ণ হইলে সমুদয় ধর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া থাকে, এইজন্য কলিকাল অতি ভয়ঙ্কর; উহাতে সর্ব্ববিধ পাপই সাধিত হয়। ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই ধর্ম্ম-পরাঙ্মুখ এবং নিখিল দ্বিজগণই বেদপাঠে বিরত হইয়া থাকে। ঐ সময় সমুদয় মানব, ব্যাধবৃত্তিনিরত, দস্যাচারপরায়ণ, লোভপরতন্ত্র, কৃতঘ্ন ও ভণ্ড। সেইজন্য, কলিযুগে সকলেই অল্পায়ুঃ হইবে এবং আয়ুঃ অল্পতা প্রযুক্তই সম্যক্ বেদ গ্রহণে অপারকতা ঘটিবে; সুতরাং বিদ্যাগ্রহণের অভাব নিবন্ধন অধর্ম্ম প্রবৃত্ত হওয়ায় পাপনিরত সমুদয় প্রজা কনিষ্ঠক্রমে কালকবলে পতিত হইতে থাকিবে। কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় পরস্পর-সঙ্কীর্ণ, কাম-ক্রোধপরায়ণ, জ্ঞানশূন্য, বৃথা অহঙ্কারে অভিভূত, পরস্পর বৈরাচরণে আসক্ত এবং পরধন-গ্রহণে লোলুপ হইবে। ঐ সময়ে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, সকলেই ধর্ম্মপরাঙ্মুখ, অসার্থ, তপস্যা ও সত্য-বিবর্জ্জিত এবং সমুদয় লোকই দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য হইবে। উত্তম লোকেরা নীচতা এবং নীচলোক সকল উত্তমতা লাভ করিবে। কলিকালের ভূপতিগণ, ধনসংগ্রহে নিরত, লোভপরায়ণ, ধর্ম্মবিধ্বংসকারী এবং বাহিরে ধর্ম্মকঞ্চুকে আবৃতাঙ্গ হইবে। সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্মসঙ্কুল এই ঘোর কলিযুগে যাহার বহুল রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ থাকিবে, তাহাকেই সকলে রাজা বলিবে। দ্বিজাতিগণ, শূদ্রের দাসত্ব করিবে। পতিগণ ধর্ম্মপত্নীতে আসক্ত না হইয়া উপপত্নীতে উপগত থাকিবে। পুত্রেরা পিতাকে, শিষ্য সকল গুরুকে এবং বনিতাগণ পতিকে দ্বেষ করিবে। সমুদয় দ্বিজগণ দুষ্কর্ম্মশালী, লোভাক্রান্ত-চিত্ত এবং সতত পরান্নলোলুপ হইবে। নিখিল মানব পরস্ত্রীনিরত ও পরস্বহরণে আসক্ত থাকিবে। সকলেই মৎস্যামিষ ভোজন, অজা ও মেষ দোহন এবং অসূয়াপরবশ হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে উপহাস করিবে। কলিযুগে মানবগণ নদীতীরে ভূমি-কর্ষণ-পূর্ব্বক ধান্যাদি রোপণ করিবে এবং ধান্যাদির ফলও অল্প পরিমাণে জন্মাইবে। যোষিদ্‌-গণ বেশ্যাদিগের ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠব ও আচরণে অনুরাগবতী এবং স্বীয় স্বীয় স্বামীর প্রতি ধর্ম্মবিরুদ্ধাচারিণী হইবে। দ্বিজগণ প্রায়ই কৃপণ, বন্ধু, সাধু ও বিধবাদিগের বিত্ত অপহরণ করিবে। ব্রাহ্মণেরা হেতুবাদে হতজ্ঞান হইয়া বেদের নিন্দা করত কোনরূপ ব্রতাচরণ, যাগযজ্ঞ ও অগ্নিতে আহুতিদানে বিরত থাকিবে। দ্বিজগণ কেবলমাত্র দম্ভার্থ পিতৃ-যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। নিখিল মানবই অপাত্রে দান এবং দুগ্ধসঞ্চয় নিমিত্ত গোগণকে আদর করিবে। বিপ্রগণ স্নান-শৌচাদি কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ থাকিবে এবং অকালে ধর্ম্মপরায়ণ, কূটযুক্তিবিশারদ ও বেদ-ব্রাহ্মণগণগণের নিন্দায় নিরত হইবে। বিষ্ণু-ভক্ত ব্যক্তি কাহারও প্রিয়পাত্র হইবে না। কাহাকেও দেবপূজায় আসক্ত দেখিলে সকলেই তাহাকে উপহাস করিবে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! কলিযুগে রাজকিঙ্করেরা ধনের জন্য দ্বিজ-গণকে বন্ধন ও প্রহার করিবে। দ্বিজগণ দান, যজ্ঞ ও জপাদি কার্য্যের ফল বিক্রয় এবং

চণ্ডালাদির নিকটেও প্রতিগ্রহ করিবে। কলির প্রথমাংশেই মানবগণ হরিনিন্দা করিতে থাকিবে এবং শেষাবস্থায় কেহই হরিনাম স্মরণ করিবে না। কলিযুগে দ্বিজগণ শূদ্রা স্ত্রী ও বিধবা-সহবাসে এবং শূদ্রান্ন-ভোজনে নিরত থাকিবে। পাষণ্ডগণ যুক্তিযুক্ত কুহকবাক্য বলিয়া চারি প্রকার আশ্রমীর নিন্দা করিবে। অধম শূদ্রগণ সন্ন্যাসচিহ্ন ধারণ করত দ্বিজগণের শুশ্রূষা ও স্বধর্ম প্রতিপালন করিবে না এবং কূটযুক্তিদানে পারদর্শী হইয়া ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিবে। তাহারা দুরাত্মা, কলুষিতান্তঃকরণ, প্রবঞ্চিত, পরপক্বান্নভোজী, উৎকোচজীবী, ঘোর পাপাচরণে নিরত ও পাষণ্ড হইবে এবং কাপালিক-ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিবে। হে দ্বিজসত্তমগণ! কলিকালে সন্ন্যাস-চিহ্নধারী শূদ্রগণই ধর্ম্মত্যাগী দ্বিজগণের ধর্ম্মোপদেষ্টা হইবে। হে বিপ্রসত্তমগণ! কলিযুগে এতদ্ভিন্ন অপরাপর বহুতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও পাষণ্ড হইবে। কলিযুগ উপস্থিত হইলে বিপ্রগণ বেদপাঠ ও দেবার্চ্চনে পরাঙ্মুখ হইয়া শূদ্রমার্গপ্রবৃত্ত ও গীতবাদ্যপরায়ণ হইবে। কলিযুগে সকলেই অল্পবিত্ত, বৃথা অহঙ্কারদূষিত ও বৃথাচিহ্নধারী হইয়া,পরদ্রব্য অপহরণ ব্যতীত কখন কাহাকে দান করিবে না; সতত সকলেই প্রতিগ্রহপরায়ণ, জগতের অনিষ্টকরকার্য্যে প্রবৃত্ত, আত্মশ্লাঘা. নিরত, পরনিন্দায় আসক্তচিত্ত, বিশ্বাসহীন, দেব ও দ্বিজগণের প্রতি অসদ্ব্যবহারী, কুৎসিতবাদী এবং বহুলোকের সেবক হইবে। তৎকালে মানবগণের পরমায়ুর পরিমাণ ষোড়শবর্ষ, অনন্তর তাহারা প্রাণত্যাগ করিবে। পঞ্চম বা ষষ্ঠবর্ষেই কন্যাগণ প্রসব করিতে থাকিবে এবং প্রায় সকলেই সপ্তম কিংবা অষ্টম বর্ষেই পরলোক গমন করিবে। কলিযুগে নিখিল মনুষ্যই স্বকর্ম্মত্যাগী, খল, কৃতঘ্ন, মর্য্যাদাবিহীন, যাচক, পরাপমানে নিরত, আপনার প্রশংসাবাদে তৎপর এবং সর্ব্বদা পরস্ব-অপহরণের উপায়-চিন্তায় নিমগ্ন হইবে। অতি আনন্দের সহিত পরগৃহে ভোজন, পরনিন্দা, পরের প্রতি বৃথা মিথ্যাপবাদ, পিতা মাতা ও পুত্রের নিন্দা, বাক্যে ধর্ম্মপ্রকাশ ও মনে মনে পাপচিন্তা করিবে। সর্ব্বদা ব্যাধি, তস্কর, দুর্ভিক্ষ ও নানা প্রকার দুঃখে প্রপীড়িত, বিদ্যা ধন ও যৌবন-মদে মত্ত এবং কপটাচারী হইবে। দুষ্কর্ম্ম বিচার না করিয়াই অপরকে দোষ এবং সর্ব্ব প্রযত্নে স্বদোষ গোপন করিবে। পাপিষ্ঠ নরাধম সকল সম্যক্‌রূপে স্বীয় কপটতা বিস্তার এবং ধর্ম্মপথ-প্রবর্ত্তক বা ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠাতাকে বৃথা তিরস্কার করিতেও ক্ষান্ত থাকিবে না। কলিযুগ উপস্থিত হইলে সমুদয় মানব স্বেচ্ছাচারী, ম্লেচ্ছগণ রাজা, শূদ্রগণ ভিক্ষাব্রত এবং দ্বিজগণ শূদ্রগণের শুশ্রূষাপরায়ণ হইবে। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র এবং কি অন্য জাতি, সকলেই অত্যন্ত কামাসক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করিবে; তাহাদিগের শিষ্য, গুরু, পুত্র, পিতা এবং ভার্য্যা বা পতি কিছুই বিবেচনা থাকিবে না। কলিযুগে ধনাঢ্য-ব্যক্তিগণও যাচক হইবে। দ্বিজাতি সকল মুনিবেশ ধারণ-পূর্ব্বক উপরে ধর্ম্মের ভান করত রসাদি অ-পণ্যবস্তুর বিক্রয়, বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা এবং শূদ্রবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া পরিণামে নরকে বাস করিবে। নিখিল মানবই ক্ষুধা ও অনাবৃষ্টিভয়ে কাতর হইয়া সতত আকাশপানে চাহিয়া থাকিবে। তপস্বীদিগের ন্যায় কন্দ পত্র ও ফলমাত্র আহার করিবে; অধিক কি, অনাবৃষ্ট্যাদিতে পীড়িত হইয়া আত্মঘাতী হইবে। কলিকালে সকলেই কামার্ত্ত, খর্ব্বাকৃতি, বহুভোজী, অল্পভাগ্য অথচ

বহু সন্তানযুক্ত, শূদ্রস্ত্রী-পোষণপর-বেশ্যা, সৌন্দর্য্যলোলুপ এবং বেদবাক্যে অনাদরপূর্ব্বক সতত কেবলমাত্র নিজ গৃহকার্য্যে তৎপর হইবে। কলিকাল উপস্থিত হইলে কুল-কামিনীগণ দুঃশীলা, দুষ্টমতি, পুরুষের প্রতি সর্ব্বদা অনুরাগবতী, মিথ্যা ও কঠোরভাষিণী, দেহসংস্কার-বর্জ্জিতা এবং বহুভাষিণী হইয়া স্বামীর প্রতি অসদাচরণ করিবে। অধিকাংশ মানব চৌরাদিভয়ে ভীত হইয়া নগর, গ্রাম ও প্রাকারোপরি কাষ্ঠময় যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিবে এবং দুর্ভিক্ষ ও রাজভয়ে পীড়িত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে যে দেশে প্রচুর পরিমাণে গোধূম, যব ও ধান্যাদি উৎপন্ন হয়, সেই দেশে গমন করিবে। সকলেই হৃদয় মধ্যে স্বীয় দুরভিসন্ধি গোপন রাখিয়া মৌখিক মিষ্টবাক্য প্রয়োগ এবং যাবৎকাল না নিজ কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অপরের সহিত বন্ধুত্ব করিবে। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও মিত্রাদি স্নেহ ও সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিবে এবং খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহার্থ শিষ্য করিবে। সংকালে নারীগণ উভয় হস্তে শিরঃকণ্ডূয়ন করিতে করিতে স্বামী ও গুরুজনদিগকে ভর্ৎসনা এবং তাহাদিগের আজ্ঞা অবহেলা করিবে; দ্বিজগণ পাপজালে জড়িত ও পাষণ্ড-সংবাদে নিরত হইয়া অগ্নিতে আহুতি দান এবং দেবপূজা পরিত্যাগ করিবে;—পণ্ডিতগণের অনুমান করিতে হইবে যে, সেই সময়ই প্রবল কলি। তৎকালে অধর্ম্মের বৃদ্ধি ও বাল্য-মৃত্যু উপস্থিত হইবে। এইরূপে ক্রমে সর্ব্বধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে, জগতের আর শ্রী থাকিবে না। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই ত আমি কলির স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম, কিন্তু কলি হরিভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না। জ্ঞানিগণ সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় ধ্যান, দ্বাপরে জ্ঞান এবং কলিতে কেবল দানই পরম ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। সত্যকালে দশবর্ষে, ত্রেতায় একবর্ষে এবং দ্বাপরে এক মাসে যে পুণ্যফল লাভ করা যায়, কলিকালে একদিনেই সেই ফল লব্ধ হয়। সত্য-যুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনা করিয়া যাদৃশ ফলভাগী হওয়া যায়, কলিকালে একবার মাত্র হরিনাম করিতে পারিলে, সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল মানব একদিন দিবারাত্রি হরিনাম সংকীর্ত্তন ও হরিপূজা করে, তাহাদিগের কলিভয় থাকে না। যাহারা সর্ব্বদা "নমো নারায়ণায়" এইরূপ কীর্ত্তন করে, তাহারা নিষ্কামই হউক আর সকামই হউক, কলি তাহাদিগের কোনরূপ বাধা উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে। হে দ্বিজগণ! ঘোর-কলিযুগে যে সকল মানব হরিনামে আসক্ত, তাহারাই কৃতকৃত্য হইয়া থাকে; তাহাদিগের কলিভয় থাকে না এবং যাহারা শিবনাম-পরায়ণ ও শিব-পূজায় নিরত, ঘোর কলিযুগে তাহারাই শিবতুল্য। ভীষণ কলিযুগ উপস্থিত হইলে, নিখিল জগতের আধার, পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে, মানবকে আর অবসন্ন হইতে হয় না। যে ব্যক্তি—সকলের পরমার্থ, নিখিল জগতের আদিকারণ, ভক্তগণের আশ্রয়দাতা ভগবান্ গোবিন্দের শরণাগত হইতে পারে, সে কখন অবসাদ-গ্রস্ত হয় না। হে দ্বিজগণ! ভগবান্ হরি শ্রদ্ধাশালী মানবগণের অখিল পাপরাশি দূর করিয়া থাকেন; যে মানব সেই অজর আদিদেব ভগবান্‌কে ধ্যান করে, সে কখন অবসন্ন হয় না। সত্যধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ঘোর কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি একবার মাত্র হরির অর্চ্চনা করে, তাহারাই মহাভাগ্যবান্। কলিতে বেদবিহিত যাবতীয় কর্ম্মফলেরই অন্যান্য যুগ

অপেক্ষা তারতম্য আছে,—কেবল মাত্র হরি-স্মরণই সম্পূর্ণ ফলদায়ক। যাহারা নিত্য 'হে হরে! গোবিন্দ! কেশব! বাসুদেব! হে জগন্ময়!' কিংবা 'হে শিব! হে নীলকণ্ঠ! হে রুদ্রেশ! ত্রিলোচন!' এইরূপ উচ্চারণ করে, তাহাদিগকে কলি কোনরূপ ক্লেশদান করিতে পারে না। যে মানবগণ 'হে মহাদেব! বিরূপাক্ষ! গঙ্গাধর! হে মৃড়! অব্যয়!' এবং 'হে জনার্দ্দন! জগন্নাথ! হে পীতাম্বরধর! অচ্যুত!' সতত এবংবিধ কীর্ত্তন করে, তাহারা নিঃসন্দেহ কৃতার্থ হইয়া থাকে। সংসারী ব্যক্তিগণ পুত্র, পত্নী ও ধনাদি প্রাপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু ঘোর-কলিযুগে হরি-ভক্তি তাহাদিগের অতি দুষ্প্রাপ্য। সনৎকুমার কহিলেন,—"হে কারুণ্যবারিধে! মহাভাগ! আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, হে বদতাংবর বিপ্রেন্দ্র! তথাপি আমি পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে মুনিশার্দ্দূল! আপনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, যাহারা বেদনিন্দক ও ধর্ম্মের প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধাবিহীন, তাহারাই পাষণ্ড এবং অধর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের নরকযাতনার বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব বেদমার্গ-বহিষ্কৃত ঘোর-কলিযুগ উপস্থিত হইলে, যখন সমুদয় ব্যক্তিই পাপ-নিরত ও পাষণ্ড হইবে—কথিত আছে, তখন হে ব্রহ্মন্! সেই সকল চিত্তশুদ্ধি-বিহীন জনগণের কি প্রকারে নিষ্কৃতি হইবে? হে সাধুবর! চিত্ত-শুদ্ধির অভাব হেতু ব্রাহ্মণাদির স্ব স্ব কার্য্য ও সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং তাহাদিগেরই বা কিরূপে সদ্গতি হইবে?" নারদ কহিলেন,—"হে মহাপ্রাজ্ঞ! উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তুমি জনগণের প্রতি পরম দয়াবান্; এজন্য আমি তাহাদিগের নিষ্কৃতির উপায় বলিতেছি, সম্যক্ একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। নিখিল ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যাহা সুনিরূপিত হইয়াছে এবং যাহা সর্ব্বলোকের উপকারক, আমি সেই গুহ্য হইতেও গুহ্যতর বিষয় প্রকাশ করিতেছি। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই সমুদয় জগৎই দৈবাধীন, সুতরাং দৈবকর্ত্তৃক যেরূপ প্রেরিত হয়, সেইরূপই ঘটিয়া থাকে। মানবগণ যথাশক্তি বেদ-বিহিত সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া, একমনে বিষ্ণুকে স্মরণ করত, তাঁহাতেই কর্ম্মফল অর্পণ করিবে। পরমাত্মা মহাবিষ্ণুতে কর্ম্ম সকল সমর্পিত হইলে, হরি-স্মরণ মাত্রে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঘোর-কলিযুগে হরিই পরম গতি এবং হরিভক্তিই মহাবিপদ্বারণ। হরিভক্তি-পরায়ণ মানবগণের পাপ-বন্ধন থাকে না। হে দ্বিজগণ! হরি-স্মরণ-নিষ্ঠ কিংবা শিবনামরত জীবগণের সত্য সত্যই সমস্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হরিভক্তি-পরায়ণ মানবগণের কি সৌভাগ্য! অন্য আর অধিক কি কহিব, সুরগণও তাহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। সেইজন্য আমি যাহা সমুদয় লোকের হিতজনক, তাহাই বলিতেছি। যে সকল মানব হরিনামামৃতপানে আসক্ত, কলি তাহাদিগের কিছুই করিতে পারে না। সত্য সত্য হরিনামই আমার জীবন এবং কলিকালে হরিনাম ভিন্ন আর গতি নাই।" মুনিবর সনৎকুমার, মহাত্মা নারদ কর্ত্তৃক এইরূপ সম্যক্ প্রবোধিত হইয়া সত্য সত্যই পরম শান্তি লাভ করিলেন; অতএব হে বিপ্রেন্দ্রগণ! মদীয় বাক্য শ্রবণ করুন, যাহাদিগের চিত্ত সতত হরি-পরায়ণ, তাহারা পরম স্থান প্রাপ্ত হয়, আর তাহাদিগের পতন হয় না। ঘোর-কলিযুগ উপস্থিত হইলে, যাহারা হরিনাম-পরায়ণ, তাহারাই সমস্তপাপ মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। হে পণ্ডিতগণ! শিবপূজক এবং হরিপূজকের কোন বিষয়েই দ্বারাদিতিরিক্ষণ নাই,

সর্ব্বত্রই উভয়ে সমান। কলিযুগে যাঁহারা একবারও হরিনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই কৃতার্থ; তাঁহাদিগকে নিত্য বার বার নমস্কার করি। নারদ, সনৎকুমার ঋষির নিকট যে বৃহন্নারদ নামক পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা এই আমি আপনাদিগকে বলিলাম। এই পুরাণ পবিত্র, সর্ব্বদুঃখপহারক, সর্ব্বপাপবিনাশক এবং নিখিল যজ্ঞফল ও নিখিল পুণ্যফললাভ ইহা হইতে হয়। যে পণ্ডিতগণ, এই পুরাণের এক শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধও পাঠ করেন, পাপজনিত দুর্গতি তাঁহাদের কদাচ হয় না। হে দ্বিজগণ! যে পণ্ডিত-প্রবরেরা একবারও এই গ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ করেন, তাঁহারা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করেন। সর্ব্বকামপ্রদ এই পুরাণ যাঁহারা ভক্তি-সহকারে পাঠ বা শ্রবণ করেন ও তৎফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন, তাঁহাদের পুণ্যফল শ্রবণ করুন;—তৎক্ষণাৎ শতজন্মার্জ্জিত-পাপ-মুক্ত হইয়া যথাসময়ে সহস্র কুলের সহিত পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা প্রত্যহ তন্ময় হইয়া হরিকথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের তীর্থ, দান, তপস্যা বা যজ্ঞে প্রয়োজন কি? যাঁহারা প্রত্যহ হরি-গুণানুবাদ শ্রবণ করেন, তাঁহাদের পুত্র, মিত্র, ক্ষেত্র, কলত্র, ভৃত্য বা বান্ধবে প্রয়োজন কি? আরোগ্যকর, দুঃখবিনাশক এই ধন্য পুরাণ গৃহে লিখিত হইয়া যাহাদের গৃহে থাকে, তাহাদের পুণ্যফল শ্রবণ করুন;—ভূত বেতালাদি দুষ্ট গ্রহ তথায় বাধাদানে সমর্থ হয় না এবং প্রতিদিন বিবিধ মঙ্গল হইতে থাকে। অগ্নিপীড়া বা চৌরাদিভীতিও থাকে না। কুটুম্বপোষণরত ব্রাহ্মণকে সহস্র কোটি গোদান করিলে যে ফল হয়, এই পুরাণের এক অধ্যায় পাঠে তাহা পাওয়া যায়। শত বার গঙ্গাস্নান এবং শত বার জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ, দশ অধ্যায় পড়িলে হয়। বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া যে ব্যক্তি এই শাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন;—তৎক্ষণাৎ শতজন্মার্জ্জিত পাপমুক্তি হয় এবং দেহান্তে শতবংশ সমভিব্যাহারে তাঁহার মুক্তি লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া এই পুরাণের বিংশতিশ্লোক পাঠ করে, তাহার প্রতিদিন জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞফল ও গঙ্গাস্নানফল লাভ হয়। এই পবিত্র পুরাণ দুরাচারদিগকে বলিবে না। নীচাসনে বসিয়া সকলেরই এই পুরাণ শ্রবণ করিতে হয়। এই পুরাণ শ্রবণ ইহ-পরকালে সুখদায়ক। এই পুরাণ কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ দূর হয়। যাহারা দম্ভ বশতঃ বা মোহ বশতঃ এই উত্তম পুরাণ শ্রবণ করে, সে সকল ব্যক্তিও পাপমুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ সমাপ্ত।

॥ শ্রীঃ ॥

কলিকাতা, বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে
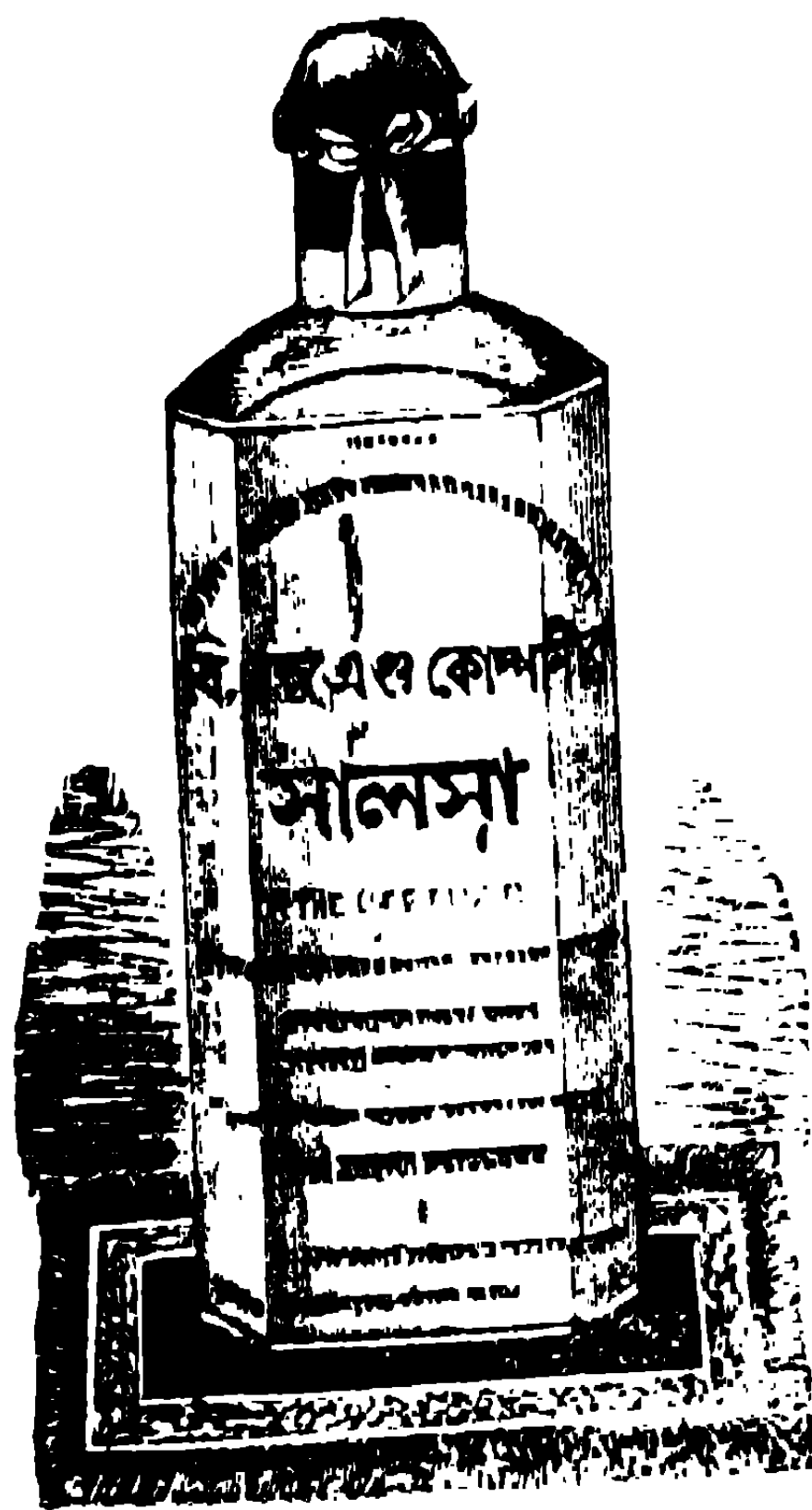
এ মহৌষধ প্রাপ্তব্য।

ইহা কৃ সালসা নহে, তবে সালসা নাম না দিলে লোকে ইহার গুণাবলীর বিষয় কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না, সেইজন্য সালসা নাম দিতে হইল। আমরা ইংরেজী-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি ; এই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নামকরণ তাই বিজাতীয়

ভাষায় করিতে বাধ্য হইলাম,—নচেৎ উপায় নাই। বলুন দেখি, সোমরস না দিলে, সাধারণে কি বুঝিবেন ?

চরক-গ্রন্থ অনন্তরত্নের ভাণ্ডার ;—মহা কল্পতরুস্বরূপ!
সাধক এবং ভক্ত একান্ত মনে যাহা খুঁজিবেন,
উহাতে তাহাই পাইবেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা

সেই চরক-মহাসাগর মন্থন পূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছে।
এ সালসা-বোতলকে ধন্বন্তরির অমৃতপূর্ণ
কলস বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা

এক মহাতেজঃস্বরূপ। উত্তর চীনদেশ হইতে আনীত কোন লতাবিশেষের এমনি গুণ যে, এ সালসা সেবনের পাঁচ মিনিট পরেই দেহে এবং মনে মহাস্ফূর্ত্তি অনুভূত হইবে। মনে হইবে, শরীরে যেন কোন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। এই মহাশক্তি-স্বরূপিণী সালসা-সুধা পানে মনঃ-প্রাণ স্বর্গীয় সুখে বিভোর হইয়া উঠিবে। এ সালসা সহজ-শরীরেও সেবনীয়।

কঠোর পরিশ্রমের পর সেবন করিলে
সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তিদূর হয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা

সদ্গন্ধযুক্ত এবং খাইতে সুস্বাদু।

এ সুধা সর্ব্বরোগহর।

বাঙ্গালী যৌবনে বৃদ্ধ—৩২ বৎসর পূর্ণ না হইতেই অনেক বাঙ্গালীর অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে; ৪২ বর্ষ বয়সে প্রকৃতই অনেকে জরাগ্রস্ত হন। বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা যথানিয়মে সেবন করিলে, মানব-দেহে সহজে জরা আক্রমণ করিতে পারিবে না। শরীর সবল, সতেজ, সটান থাকিবে। যিনি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ, অঙ্গের মাংস

মূল্যাদি।

	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং আধপোওয়া শিশি	৷৵০	... ৷০	... ৵০
২নং একপোওয়া শিশি	১।৵০	... ৸০	... ৵০
৩নং দেড়পোওয়া শিশি	১৸৵০	... ১৲	... ৷০

ভ্যালুপেবলে লইলে মূল্য আরও দুই আনা বা চারি আনা অধিক পড়ে। দুই শিশি বা চারি শিশি, ছয় শিশি অথবা এক ডজন একত্র লইলে ডাকমাশুল কিছু কম পড়ে। রেল-ওয়ে ষ্টেশনের নিকট যাঁহাদের বাড়ী, তাঁহারা রেল-পার্শ্বেলে এই সালসা দুই শিশি, চারি শিশি ছয় শিশি বা এক ডজন একত্র লইলে, মাশুল আরও কম পড়ে। ডাক-যোগে ঔষধ লইবেন, কি রেল-পার্শ্বেলে ঔষধ লইবেন,—তাহা গ্রাহকগণ স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। রেল-পার্শ্বেলে ঔষধ লইলে কোন্ ষ্টেশনে ঔষধ পাঠাইতে হইবে, তাহাও যেন পত্রে লেখা থাকে। প্যাকিং চার্জ্জ স্বতন্ত্র; ৩নং এক ডজন শিশা একত্র লইলে মায় প্যাকিং চার্জ্জ প্রায় ৮৲ আট টাকা ডাঃমাঃ লাগে। রেলওয়ে পার্শ্বেলের মাসুল কলিকাতা হইতে রেলপথের দূরত্ব অনুসারে স্থিরীকৃত হয়।

বিশেষ কথা।

১নং এক ডজন সালসা লইলে কমিশন এক টাকা; ২নং এক ডজন সালসার কমিশন দেড় টাকা; ৩নং এক ডজন সালসার কমিশন দুই টাকা। এক ডজনের কম লইলে কেহ কমিশন পাইবেন না। এমন কি, এগার শিশি একত্র লইলেও, কেহ কমিশন পাইবেন না।

১নং (আধপোওয়া) এক শিশি সালসা ৪ দিন সেবনীয়; ২নং (একপোওয়া) এক শিশি ৮ দিন সেবনীয়; ৩নং (দেড়পোওয়া) এক শিশি ১২ দিন সেবনীয়। ৪ দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন।

কতিপয় কথা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর এই সালসা সেবনকালে, সাধারণতঃ বিধি-নিষেধ কিছুই নাই। আফিসের, আদালতের, বা স্কুলের, বা অন্যান্য কাজকর্ম্ম সাধারণতঃ সকলেই করিতে পারিবেন।

স্ত্রীলোকের পক্ষে এ সালসা আশু ফলপ্রদ। স্ত্রীজনসুলভ রোগাদি ইহাতে সহজেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

এ সালসা এক মাস কাল সেবন না করিলে, সাধারণতঃ সম্যক্ ফল পাওয়া যাইবে না। অধিকাংশ স্থলে, এক মাসেই দেহ নীরোগ হইবে। কিন্তু যাঁহাদের বহুতর জটিল পীড়া, কিংবা যাঁহাদের বংশে পুরষানুক্রমে পারাঘটিত রোগের বীজ প্রবেশলাভ

করিয়াছে, তাহাদিগকে কিছু অধিক দিন ব্যাপিয়া অর্থাৎ দুই মাস কাল বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিতে হইবে।

কিন্তু নানাবিধ অত্যাচার হেতু যাঁহাদের দেহ অতীব দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, পুরুষত্ব লোপের উপক্রম হইয়াছে,— অথবা যাঁহাদের বয়স অধিক হওয়া হেতু, ঐ সকল রোগ স্বতই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে এ সালসা তিন মাস সেবন করা কর্ত্তব্য। তবে শুক্র ও রক্ত সরস হইবে, আবার নবপল্লব দেখা দিবে,—আবার ফুলে ফলে পরিশোভিত হইবে,— সুতরাং এরূপ স্থলে, তিন মাসকাল বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন না করিলে, চলিবে কেন?

সালসা পাইবার ঠিকানা,—

কলিকাতা, ৭৯নং হারিসন রোড, পটল-ডাঙ্গা, বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট এ সালসা প্রাপ্তব্য

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

মলম

সকল রকম ঘায়ের ইহা মহৌষধ। শরীরের যে কোন স্থানে, যেরূপ প্রকারের ক্ষত হউক না কেন, সাত দিন এ মলমের প্রলেপ দিলে, সে ক্ষত বিশুষ্ক হইবে। যাঁহাদের গর্মির ঘা প্রবল এবং যাঁহাদের পারাজনিত ঘায়ের বা প্রবল, তাঁহাদিগকে এ সালসা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে এই মলম ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা অতীব নির্দ্দোষ মলম। কুষ্ঠের ঘা পর্য্যন্ত ইহাতে ভাল হয়।

১নং মলমের কৌটার মূল্য ৷৷৵০ ; ২নং মূল্য ১৵০ ; ৩নং মূল্য ১৷৷৵০। ডাঃমাঃ প্যাকিং চার্জ্জ ইত্যাদি সমস্তই বিজয়া বটিকার ন্যায়।—কলিকাতা, ৭৯নং হারিসন রোড বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

উদরাময় বটিকা

পেটের অসুখ-গ্রস্ত ব্যক্তি-মাত্রেরই উদরাময় বটিকা সেবন করা বিধেয়। রোগে যিনি ভুগিতেছেন,—যাঁহার পাতলা অপাক বাহ্যে হয়, সময়ে-সময়ে দমুক হয়, পেট কামড়ায়, পেট হুড় হুড় করে, পেট ফাঁপে,—উদরাময় বটিকা সেবনে আশু উপকার পাইবেন। আমাশয় ও রক্তামাশয় রোগে, [illegible] ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ [illegible] দিনের পেটের পীড়া,—কঠিন গ্রহণীরোগ, উদরাময় বটিকা [illegible] ন সহজে [illegible] হইয়াছে,—এমন হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। রোগীর জীবনে হতাশ হইয়া, [illegible] ও কবিরাজ যে রোগীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন সকল রোগীও অনেক সময় উদরাময় বটিকায় আরোগ্য হইয়াছেন। যাঁহার জ্বর এবং পেটের পীড়া এ উভয়ই আছে, তাঁহাকে বিজয়া বটিকার সহিত উদরাময় বটিকা সেবন করিতে হইবে।

উদরাময়	বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১ নং কৌটা ...	২০	॥৵০ ...	।০ ...	৵০
২ নং কৌটা ...	৪০	১৶০ ...	।০ ...	৵০
৩ নং কৌটা ...	৬০	১॥৵০ ...	।০ ...	৶০

ভ্যালুপেবলে লইলে আরও দুই আনা অধিক লাগে। (পাইকেরীদর বিজয়া বটিকার ন্যায়।)

প্রশংসা-পত্র।

মহাশয়। অনেক দিন হইতে আমি উদরাময় রোগে ভুগিতেছিলাম। আয়ুর্ব্বেদীয় এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই, সৌভাগ্যক্রমে আপনার ১ কৌটা উদরাময় বটিকাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি। এক্ষণে ঘরে রাখিবার জন্য আর এক কৌটার আমার আবশ্যক আছে; অনুগ্রহপূর্ব্বক ভিঃপিঃতে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ শীল। ডেপুটি মাজিষ্টর, উড়িষ্যা, কটক।

উদরাময় বটিকা পাইবার ঠিকানা।

কলিকাতা ৭৯ নং হারিসন রোডে বি, বসু এণ্ড কোং এজেন্টের নিকট অথবা [illegible], জেলা বর্দ্ধমান, একমাত্র সর্ব্বাধিকারী জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য।